রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত।

লঙ্কাকাণ্ড।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সংশোধিত

ও

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

মহাশয়ের সাহায্যে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শিবাদহ দত্ত-যন্ত্রে

শ্রীঅভয়গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

দুষ্প্রাপ্য

দুষ্প্রাপ্য

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

সংখ্যা ১১৫৭
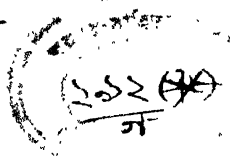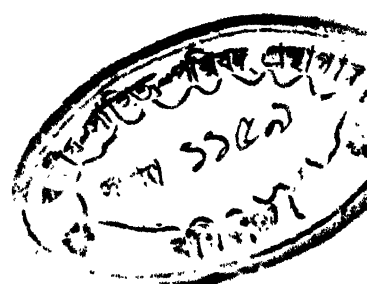
প্রথম অধ্যায়।
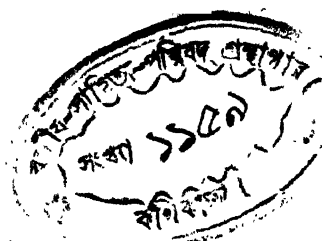
জানকীগতজীবন রাজীবলোচন রাম হনূমানের মুখে তাদৃশী সুধাময়ী কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে কহিতে লাগিলেন; আহা! হনূমন্! তুমি যেরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া আসিলে, যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া জগতীতলে অনপায়িনী অনন্ত কীর্ত্তি বিস্তার করিলে, তাহা মনোমধ্যে অনুভব করাও সকলের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বেরাও যে পূরে প্রবেশ করিতে ভয় করেন, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদর রাক্ষসকুল দিবানিশি খড়্গ হস্তে যাহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, সেই দুর্দ্দান্ত দশাননপালিতা দুর্গম পুরীতে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া আবার তথা হইতে বিজয়লক্ষ্মীর সহিত জীবন লইয়া প্রত্যাগমন করা, বোধ হয়, দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও এতাদৃশ বিষম সাহসের

উদ্রেক হয় না। কৃতার্থতা সহ প্রত্যাগমনের কথা দূরে থাক, আমি বোধ করি, সেই রাক্ষসরক্ষিতা দুরাক্রমনীয়া পুরীতে প্রবেশ করাও সকলের পক্ষে সহজ নহে। জগতীতলে যিনি যতই বলবীর্য্যশালী হউন না কেন, যত প্রকার কার্য্যদক্ষতাই প্রকাশ করুন না কেন, এ কার্য্যে বোধ হয়, তুলনায় সকলেই তোমার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। পবনকুমার! তুমি সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রকৃত সুভানুধ্যায়ী মন্ত্রীর কার্য্যই করিয়াছ, এবং জগতীতলে তুমিই অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত হইয়াছ। যে দূত অতি দুঃসাধ্য হইলেও, দৃঢ়তর অনুরাগের সহিত প্রভুকার্য্য সম্পাদন করে, এবং আবশ্যক হইলে, স্বামীকার্য্যের অবিরোধে বুদ্ধিবলে কার্য্যন্তরেরও অনুষ্ঠান করে, সে দূত স্বামীসন্নিধানে অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়; আর যে দূত, অধিক প্রয়াসে সামান্য কার্য্য সম্পাদ অথবা প্রভুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, কার্য্যান্তরের প্রয়োজন হইলে, সামার্থ্য থাকিতেও আত্মপ্রবর্ত্তনায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে কদাচ মুখ্যসাধক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতে পারে না। অতএব পবনকুমার। তুমি কেবল জানকীর অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া তৎপ্রসঙ্গে আবশ্যকীয় কার্য্যান্তরেরও যে অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে তোমার লঘুতা প্রকাশ না পাইয়া, অনন্যসুলভ কার্য্যদক্ষতা সহ বরং গুরুতাই সবিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, এবং কপিরাজ সুগ্রীবও

তোমার প্রতি বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। হনূমন্! তোমার এ কার্য্যে কেবল এই মাত্রই সাধিত হইল, এমত নহে; বহুদিনের পর আজ তোমার মুখে সীতা-সংক্রান্ত সুধাময়ী কথা কর্ণগোচর করিয়া আমার শোক-সন্তপ্ত জীবন উজ্জীবিত হইল, শোকাকুল লক্ষ্মণ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, এবং শোকাবসন্ন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমস্ত লোকেরই ভাবী সুখের পথ পরিষ্কৃত হইল। এক্ষণে আমার এইমাত্র দুঃখ, যে তোমার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। সর্ব্বস্ব দানই ইহার প্রকৃত প্রত্যুপকার; কিন্তু আমার কি আছে, কিছুই নাই, আমি রাজ্যসম্পদ্ সমুদায় বিসর্জন দিয়া নিতান্ত দীনবেশে অরণ্যে আসিয়াছি। এক্ষণে স্নেহময় আলিঙ্গনই আমার সর্ব্বস্ব; অতএব আজ আমি সেই সর্ব্বস্বরূপ আলিঙ্গন প্রদান করিয়াই তোমার কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিব।

এই বলিয়া রাম সীতা-শোকে অধীর হইয়া অনিবার্য্য বেগে নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, আর দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক হনূমান্কে পুনঃ পুনঃ স্নেহপরীত গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ পুরুষেরা প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে হনূমানের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন; অহো! আজ হইতে বানরকুল-গৌরবের আর পরিসীমা রহিল না। যিনি জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি, ধর্ম্মের অদ্বিতীয় অবতার-স্বরূপ; সেই পবিত্রমূর্ত্তি আজ মর্ম্মান্তিক স্নেহের সহিত

উদ্রেক হয় না। কৃতার্থতা সহ প্রত্যাগমনের কথা দূরে থাক, আমি বোধ করি, সেই রাক্ষসরক্ষিতা দুরাক্রমনীয়া পুরীতে প্রবেশ করাও সকলের পক্ষে সহজ নহে। জগতীতলে যিনি যতই বলবীর্য্যশালী হউন না কেন, যত প্রকার কার্য্যদক্ষতাই প্রকাশ করুন না কেন, এ কার্য্যে বোধ হয়, তুলনায় সকলেই তোমার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। পবনকুমার! তুমি সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রকৃত সুভানুধ্যায়ী মন্ত্রীর কার্য্যই করিয়াছ, এবং জগতীতলে তুমিই অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত হইয়াছ। যে দূত অতি দুঃসাধ্য হইলেও, দৃঢ়তর অনুরাগের সহিত প্রভুকার্য্য সম্পাদন করে, এবং আবশ্যক হইলে, স্বামীকার্য্যের অবিরোধে বুদ্ধিবলে কার্য্যান্তরেরও অনুষ্ঠান করে, সে দূত স্বামীসন্নিধানে অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়; আর যে দূত, অধিক প্রয়াসে সামান্য কার্য্য সম্পাদ অথবা প্রভুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, কার্য্যান্তরের প্রয়োজন হইলে, সামার্থ্য থাকিতেও আত্মপ্রবর্ত্তনায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে কদাচ মুখ্যসাধক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতে পারে না। অতএব পবনকুমার! তুমি কেবল জানকীর অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া তৎপ্রসঙ্গে আবশ্যকীয় কার্য্যান্তরেরও যে অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে তোমার লঘুতা প্রকাশ না পাইয়া, অনন্যসুলভ কার্য্যদক্ষতা সহ বরং গুরুতাই সবিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, এবং কপিরাজ সুগ্রীবও

তোমার প্রতি বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। হনূমন্! তোমার এ কার্য্যে কেবল এই মাত্রই সাধিত হইল, এমত নহে; বহুদিনের পর আজ তোমার মুখে সীতা-সংক্রান্ত সুধাময়ী কথা কর্ণগোচর করিয়া আমার শোক-সন্তপ্ত জীবন উজ্জীবিত হইল, শোকাকুল লক্ষ্মণ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, এবং শোকাবসন্ন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমস্ত লোকেরই ভাবী সুখের পথ পরিষ্কৃত হইল। এক্ষণে আমার এইমাত্র দুঃখ, যে তোমার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। সর্ব্বস্ব দানই ইহার প্রকৃত প্রত্যুপকার; কিন্তু আমার কি আছে, কিছুই নাই, আমি রাজ্যসম্পদ্ সমুদায় বিসর্জন দিয়া নিতান্ত দীনবেশে অরণ্যে আসিয়াছি। এক্ষণে স্নেহময় আলিঙ্গনই আমার সর্ব্বস্ব; অতএব আজ আমি সেই সর্ব্বস্বরূপ আলিঙ্গন প্রদান করিয়াই তোমার কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিব।

এই বলিয়া রাম সীতা-শোকে অধীর হইয়া অনিবার্য্য বেগে নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, আর দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক হনূমান্‌কে পুনঃ পুনঃ স্নেহপরীত গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ পুরুষেরা প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে হনূমানের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন; অহো! আজ হইতে বানরকুল-গৌরবের আর পরিসীমা রহিল না। যিনি জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি, ধর্ম্মের অদ্বিতীয় অবতার-স্বরূপ; সেই পবিত্রমূর্ত্তি আজ মর্ম্মান্তিক স্নেহের সহিত

হনূমান্‌কে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতেছেন ; বানরবংশে ইহার পর আর সৌভাগ্য কি আছে। অতএব হে পবন-কুমার। কপিবংশে, কেবল কপিবংশে কেন, ধরাতলে তুমিই ধন্য। তুমি যেরূপ দুঃসাধ্য সাধন করিয়া আসিয়াছ, আজ তাহার সমুচিত পারিতোষিক লাভ করিয়া ত্রিলোকীতলে ভৃত্যভাবের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত হইলে। এই বলিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে মুক্তকণ্ঠে হনূমানের প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম কৃতকার্য্য হনূমান্‌কে কার্য্যানুরূপ প্রীতির সহিত আলিঙ্গন ও ক্ষণকাল ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয় ভাবিয়া সবিষাদে বান্ধবকে কহিলেন, সখে! আমার সেই অরণ্যবাস-সহচারিণী, হতভাগ্য রামের মন প্রাণ দিবানিশি যাঁহার রূপ সাগরে ভাসিতেছে, আজ হনূমানের মুখে তাঁহার প্রকৃত অনুসন্ধান পাইলাম ; কিন্তু অপার জলধির কথা শুনিয়া আমি যে আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। সখে! বানরগণ কিরূপে সেই অপার জলধির দক্ষিণ পারে গমন করিবে? কিরূপেই বা দুর্দ্দান্ত দশাননপালিতা লঙ্কা নগরী হইতে জনকাত্মজার উদ্ধার সাধন হইবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি ইহার কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া রাম শোকে মোহে একেবারে অধীর হইয়া অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন মিত্রবৎসল মহাত্মা সুগ্রীব বান্ধবের তাদৃশ কাতর ভাব দেখিয়া নানাবিধ হেতুগর্ভ বাক্যে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন ; সখে। আপনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোকে মোহে এত অধীর হইতেছেন কেন? ভবাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতি মহানুভবেরাও যদি প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক মোহের বশীভূত হন, তবে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য আর কোথায় অবকাশ পাইবে। সামান্য বায়ু সংযোগে মহাসাগরের জলরাশিও যদি চঞ্চলভাব ধারণ করে, অচলরাজও যদি বিচলিত হয়, তবে বলুন দেখি, সামান্য নদীতে আর সমুদ্রে এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষে আর পর্ব্বতে বিশেষ কি? অতএব মহাত্মন্! কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন অপরিহার্য্য সৌহার্দ্দও অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আপনিও হৃদয়স্থ সন্তাপনিচয় অপসারিত করুন। বিশেষ, যখন আর্য্যার এবং অরাতিকুলেরও আবাসের অনুসন্ধান হইয়াছে, তখন ত শোকের কারণ আমি কিছুই দেখিতেছি না। সখে! আমি জাতিতে বানর, আপনাকে উপদেশ দেই, এমন সাধ্য আমার কি আছে ; তথাচ স্নেহনিবন্ধন যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াদিতেছি ; মিত্রবর! আপনি ত অবগতই

আছেন, যে ব্যক্তি শোকপ্রভাবে হতবীর্য্য, সুতরাং উৎসাহ-শূণ্য ও দিন দিন দীন ভাবাপন্ন হইয়া নিরন্তর কেবলমাত্র নেত্রাম্বুই সম্বর্দ্ধন করে, অর্থসিদ্ধির আশা তাহার পক্ষে দুরাশা ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। অতএব আপনি শোকে আর কাতর হইবেন না, শোকের সমান শৌর্য্যনাশক শত্রু আর কেহই নাই। এ সময়ে শোকের পরিবর্ত্তে ওজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য প্রকাশ করাই আপনার কর্ত্তব্য। বিনষ্ট বা প্রনষ্ট বিষয়ের জন্য প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক প্রকাশ করাই কি ভবাদৃশ বীরপুরুষের উচিত ? নরনাথ ! আমি অনন্তকোটি বানরের অধিপতি, তুচ্ছ সাগর লঙ্ঘন কেন, আপনার শুভানুষ্ঠানের জন্য যদি অনলেও প্রবেশ করিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি ; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেরূপেই পারি ; আমি সেই পরভার্য্যাপহারক পাপিষ্ঠ দশকণ্ঠের প্রাণ সংহার করিয়া আর্য্যা জানকীরে অবশ্যই উদ্ধার করিব। এক্ষণে যাহাতে সমুদ্রে সেতু বন্ধন হয়, এবং রাক্ষসপুরী নয়নগোচর করিতে পারা যায়, শোক সংবরণ পূর্ব্বক তাহারই কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। তাহা হইলে আমার এই সমস্ত রণদুর্ম্মদ বানরী সেনা অবলীলাক্রমেই লঙ্কানগরী জয় করিবে। অতএব সখে ! আপনি এ অর্থনাশিনী চিন্তাকে অচিরাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করুন এবং আমাদের সহিত সমবেত হইয়া শত্রুজয়ে উৎসাহ অবলম্বন করুন। আপনি সংহিতশরে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে, কাহার

সাধ্য, যে আপনার অভিলষিত কার্য্যকলাপের বিঘ্ন সম্পাদন করে। অতএব রাজকুমার এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত ক্রোধ অবলম্বন করুন। কারণ, নিশ্চেষ্ট ক্ষত্রিয় জনসমাজে নিতান্ত নিন্দনীয়, ক্রুদ্ধব্যক্তিকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে। আপনি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া ত্বরায় প্রকৃত কার্য্যে অগ্রসর হউন! আমার এই সমস্ত রণপণ্ডিত সৈন্যগন একবার সাগর পার হইতে পারিলে, নিশ্চয় জানিবেন, লঙ্কানগরী অচিরকাল মধ্যেই অভিনব বৈধব্যবেদনা উপভোগ করিবে, এবং দেবী রোহিনী যেমন ভগবান্ নিশানাথের সহিত মিলিত হইয়া নিরতিশয় শোভা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর্য্যা জানকীও তদ্রূপ আপনার বাম পার্শ্বে বসিয়া অবিলম্বেই সমস্ত মনোবেদনা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। মিত্রবর! যখন চতুর্দ্দিকে শুভসূচক সুনিমিত্ত সকল নয়নগোচর হইতেছে, এবং এরূপ দুঃখের অবস্থাতেও আমার চিত্ত যখন সাতিশয় আহ্লাদিত হইতেছে, তখন আপনি অচির কালমধ্যেই যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত সেই জানকী লক্ষ্মীর শ্রীমুখ অবলোকন করিবেন, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ হেতুগর্ব্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিরত হইলে, রাম তদীয় মুখনির্গলিত তাদৃশ সদ্ভাব-পরীত বচন বিন্যাস শ্রবণে অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিলেন, এবং স্নেহ-বিস্ফারিত নেত্রে হনূমানের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন; পবনকুমার! সাগরপারে গমন করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে, আমি তপোবলে অবলীলাক্রমেই সমুদ্রে সেতু বন্ধন অথবা মনে করিলে একেবারে সাগর শোষণও করিতে পারি; তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; কিন্তু বিপক্ষের বলাবল বিচার না করিয়া সহসা যুদ্ধযাত্রা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। এজন্য অগ্রে শত্রুর বলাবল জানিতে আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি বলদেখি, সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের সৈন্যসঙ্খ্যার পরিমাণ কত? সেই দুর্গম লঙ্কা নগরীতে কয়টী দুর্গ সন্নিবেশিত আছে? এবং ঐ সমস্ত কিরূপ কৌশলেই বা নির্ম্মিত হইয়াছে? তথায় গুপ্ত গৃহাদি কিছু আছে কি না এবং রাক্ষসদিগের সংখ্যাই বা কত? হনূমন্! তুমি লঙ্কায় গিয়া স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছ, সুতরাং বোধ হয় তথায় তোমার কিছুই

অবিদিত নাই। অতএব তুমি তথায় গিয়া যেরূপ দেখিয়াছ, সমুদায় অবিকল আমার নিকট কীর্ত্তন কর, ঐ সমস্ত জানিবার জন্য আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তৎশ্রবণে বাক্যবিশারদ সুধীর হনূমান্ সাদরে কহিলেন, প্রভো! সেই গুপ্তপুরী লঙ্কানগরীর দুর্গসংখ্যা, বলসংখ্যা এবং সৈন্যগণ কিরূপে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের উপরেই বা সৈন্যগণের কিরূপ অনুরাগ, লঙ্কার সমৃদ্ধি ও লবণ মহার্ণবের ভীমতাই বা কিরূপ, এবং কিপ্রকারেই বা বলবাহনেরা বিভক্ত হইয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, আমি সমুদায় অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—

প্রভো! সেই সমৃদ্ধিমতী মহানগরী লঙ্কার রাক্ষসগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত ও প্রভুর প্রতি এরূপ অনুরক্ত, যে তাহাদের মতদ্বৈধ সম্পাদন করা নিতান্তই অসাধ্য। ঐ নগরী প্রমত্ত মাতঙ্গসমূহে, অতি বিশাল রথ-নিকরে এবং সুশিক্ষিত অশ্বগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ। সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদর দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকুল সর্ব্বদা সতর্কভাবে সযত্নে উহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। ঐ মহানগরীর চারি দিকে চারিটী সুপ্রশস্ত দ্বার সন্নিবেশিত, ঐ দ্বারচতুষ্ট-য়ের অর্গল সকল এরূপ দৃঢ় ও সুকৌশলে বিনির্ম্মিত, যে সহসা ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রত্যেক দ্বারেই অতি বৃহৎ যন্ত্র সমুদায় দৃঢ় রূপে সংস্থাপিত আছে। ঐ সমস্ত যন্ত্র দ্বারা অন্যের বাণ ও শিলাঘাত সমস্ত অনায়াসেই

নিবারণ করা যায়। দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরেরা ঐ দ্বার হইতেই পরবলের আক্রমণ নিবারণ করিয়া থাকে। ঐ পুরীর প্রত্যেক দ্বারেই লৌহময় শত শত শতঘ্নী সকল সংস্থাপিত। উহার প্রাচীর সকল সুবর্ণময়; বৈদুর্য্যমণি, প্রবাল ও স্থানে স্থানে অমূল্য মুক্তাফলে পরিশোভিত এবং এরূপ উচ্চ, যে উহা লঙ্ঘন করিতে মনে মনেও কেহ সাহসী হয় না। লঙ্কার চতুর্দ্দিকেই অতি ভীষণ সুগভীর পরিখা সন্নিবেশিত আছে; উহার শীতল জলমধ্যে কত শত কুম্ভীর ও কত শত পুরাতন মৎস্য যে বিচরণ করিতেছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। আর্য্য! ঐ চারিটী পুরদ্বারের সম্মুখে চারিটী সংক্রম অর্থাৎ বহির্গমনার্থ পরিখার উপরিভাগে মঞ্চের ন্যায় চারিটী সুবিস্তৃত পথ আছে, পরসৈন্যের আক্রমণ সময়ে সুমহৎ যন্ত্র সমুহ দ্বারা ঐ চারিটী সংক্রম পথ রক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ পথচতুষ্টয়ের মধ্যে একটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাক্ষসরাজ রাবণ প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া ঐ পথে আগমন পূর্ব্বক আপনার সৈন্যসামন্ত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

প্রভো! ঐ মহানগরী লঙ্কায় চারি প্রকার দুর্গ সন্নিবেশিত আছে। জলদুর্গ, শৈলদুর্গ, বনদুর্গ ও কৃত্রিমদুর্গ। চতুর্দ্দিকেই অপার জলধি প্রতিনিয়ত ভীষণ তরঙ্গমালা উদ্গার করিতেছে; তন্নিবন্ধন নৌকাযোগে তথায় প্রবেশ করাও সুখসাধ্য নহে। অনিবার্য্য বারণগণে ও বাজিগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ থাকায় ঐ নগরী অধিক কি,

দেবতাদিগেরও দুর্গম হইয়াছে। অমিত-বলশালী রণ-পণ্ডিত দশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ শূল হস্তে অতি সাবধানে উহার পূর্ব্বদ্বার এবং বলদর্পিত বহুসংখ্য রাক্ষসী সেনা সুতীক্ষ্ণ অসিলতা হস্তে সতর্কভাবে উহার দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। ঐ সমস্ত সেনাদলের মধ্যে কতক-গুলি গজারোহী, কতকগুলি অশ্বারোহী, কতকগুলি রথারোহী এবং অপর কতকগুলি পাদচারে গমনাগমন করিয়া থাকে। লঙ্কার পশ্চিম দ্বার অপর কতকগুলি অমিতবীর্য্য নিশাচর সৈন্যে পরিরক্ষিত। ইহাদের মধ্যে সকলেই চর্ম্মধারী ও সর্ব্বাস্ত্রকুশল, এবং সকলের করেই সুশাণিত অসিলতা দুলিতেছে। অপর কতকগুলি সংকুল-সম্ভূত সুবিখ্যাতনামা সৈন্য সমূহে উহার উত্তর দ্বার রক্ষিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, রাবণের সৈন্যাগারে অসংখ্য সেনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রভো! একমাত্র আমার প্রতাপানলেই তদীয় সৈন্য সাগরের কিয়দংশ শুষ্ক, তাদৃশ দুরাক্রমনীয় সংক্রম সকল ভগ্নাবশেষ হইয়া পরিখা পূর্ণ এবং আমা হইতেই অত্যুচ্চ প্রাচীর সমুদায় সমতল ও সমগ্রা নগরীও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে কোন প্রকারেই হউক, একবার সাগর পার হইতে পারিলেই, অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবীরদিগের প্রতাপানলে শৈলপরিখা-বেষ্টিত, তোরণ-শোভিত প্রাচীরাবৃত মহা-নগরীর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। অতএব আর্য্য! এক্ষণে আর বিলম্ব করিবেন না, শুভ কার্য্যের

শীঘ্রতাই প্রশস্ত। দেখিবেন, রাক্ষসকুলকামিনীদিগের নেত্রজলে অভিষিক্ত হইয়া লঙ্কানগরী অচিরকাল মধ্যেই মৃতভর্তৃকা কৃতস্নাতা কামিনীর শোভা বিস্তার করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি দাশরথি পবনাত্মজের মুখে লঙ্কার সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কহিলেন;—বৎস! তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, এই মুহূর্ত্তেই সুগ্রীব তথায় গমন করুন। দিবাকর এক্ষণে আকাশতলের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সময়ই যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত অবসর। এই শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিলে, বোধ হয়, আমাদের আশা লতা সৌভাগ্যবলে সুফলেই পরিণত হইবে। বৎস! অদ্য উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তার সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। এমন শুভ লগ্ন সকল সময়ে সুলভ হয় না। অতএব কপিরাজ সুগ্রীব মহতী বানরী সেনা সজ্জিত করিয়া এই শুভ লগ্নেই যুদ্ধযাত্রা করুন। পবনকুমার! আজ চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত সুনিমিত্ত নেত্রগোচর হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বুঝি এতদিনের পর চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। বৎস! এই দেখ, এতদিনের পর আমার দক্ষিণ চক্ষু যেন আহ্লাদে

নৃত্য করিতেছে, দক্ষিণাঙ্গও যেন অনবরত স্পন্দিত হই-তেছে; ঐ সমুদায় সর্ব্বথা শুভসূচক, ইহাতেই বোধ হয়, এসময়ে যুদ্ধযাত্রা করিলে, আমরা অরাতিকুল অবশ্যই উম্মূলিত করিয়া সর্ব্বথা কৃতকার্য্য হইব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব এবং পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ তদীয় মুখে তৎকালে তাদৃশী উৎসাহ-পূর্ণ ক্ষত্রিয়োচিত কথা কর্ণগোচর করিয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণপণ্ডিত রাম বান্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় সাদরে কহিতে লাগিলেন;—সখে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; কপিসেনাপতি নল এক্ষণে শত সহস্র মহাবল বানরী সেনায় সমবেত হইয়া পথ পর্য্যবেক্ষণার্থ অগ্রে প্রস্থান করুক। যে পথে সুশীতল সলিল ও রসাল ফলমূল সমস্ত অপর্য্যাপ্ত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। সেনাপতি! তুমি পথিমধ্যে সর্ব্বদা অতিসাবধানে থাকিবে; কারণ, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ পথিমধ্যস্থ সরোবর ও রসাল ফলমূল সমস্ত বিষাক্ত করিয়া রাখে। দেখিও, ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও অনবধানতা নিবন্ধন যেন কেহ সহসা কোন বস্তু স্পর্শ না করে। আর তুমি বনে প্রবেশ করিয়া যে সকল বনদুর্গ, নিম্ন প্রদেশ ও অতিবিশাল পর্ব্বত গহ্বর দেখিতে পাইবে, সেই সেই স্থানে অতিসাবধানে চলিবে; কারণ, গূঢ়চর শত্রুচরেরা অতিগুপ্ত ভাবে ঐ সমুদায় স্থানে অবস্থান করিয়া অলক্ষিত রূপে বিপক্ষের

প্রাণদণ্ড করিয়া থাকে। অতএব সাবধান, অনব-ধানতা নিবন্ধন যেন কোন রূপ বিপদে পতিত হইতে না হয়। আর আমাদের এই সংগ্রাম নিতান্তই ভয়ানক হইয়া উঠিবে, অতএব মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গের ন্যায় ভীমদর্শন রণপণ্ডিত মহাবল বানরেরাই যুদ্ধযাত্রা করুক, আর যাহারা নিতান্ত ভীরু, রণকার্য্যেও যাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য নাই, তাহারা এই কিস্কিন্ধাতেই অবস্থান করুক। আর গয়, গবাক্ষ ও গবয়, ইঁহারা গোসমূহের অগ্রগামী বৃষভের ন্যায় সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হউক। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব, এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে করিতে অতিসাবধানে গমন করুক। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দিগ্‌গজারূঢ় কুবেরের ন্যায় অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ এবং আমি ঐরাবতারূঢ় দেব-রাজের ন্যায় হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় সেনাদলকে আহ্লাদিত করিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে গমন করিব। আর ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, মহাবাহু সুষেণ এবং অপর একজন বেগবান্ বানর এই তিনজনে সৈন্যব্যূহের কুক্ষিদেশ এবং অপর একজন তেজস্বী বানর বরুণের ন্যায় সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করুক।

এইরূপে রাম সমরযাত্রার সুশৃঙ্খলা নিরূপণ করিয়া একদৃষ্টে কপিরাজের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুগ্রীব বান্ধবের কথায় নিতান্ত প্রীত হইয়া, সেনাদলকে তাঁহার

আদেশানুসারে রণযাত্রায় আদেশ করিলে, নিদেশমাত্র অসংখ্য বানরী সেনা অমনি ঘনগভীর গর্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া রামজয় শব্দে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগ-মণ পূর্ব্বক রাজনিয়োগানুরূপ অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর নরশার্দ্দূল মহাবীর রাম সমস্ত বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া সুপ্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে ও শুভ লগ্নে সমর-যাত্রা করিলেন; বোধ হইল, তৎকালে সমস্ত ধরাতল যেন সর্ব্বথা আলোড়িত হইতে লাগিল। গমন কালে বানরগণ আহ্লাদে উন্মত্ত ও বিবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, আনন্দ-ভরে কেহ উল্লম্ফন, কেহ ঘনগভীর গর্জন, কেহ অতিবেগে পাদপ সমুদায় উৎপাটন, কেহ মঞ্জরী ধারণ ও কেহ কেহ মহা আমোদে রসাল ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে করিতে চলিল। কখন কেহ সাঁহঙ্কারে অপরকে আক্রমণ করিয়া নিক্ষেপ, কেহ অন্যকে ধরিয়া পাতিত এবং কেহ আনন্দে আপনাকেই পাতিত, আবার উত্থাপিত করিতে লাগিল। সকলের চিত্তই উৎসাহে পরিপূর্ণ; আমরা অবশ্যই সসৈন্য দশাননের প্রাণ সংহার করিব বলিয়া রামের উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক সকলেই ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিল। সুগ্রীবরক্ষিত মহতী বানরী সেনা শাল, তাল ও শিলা ধারণ পূর্ব্বক এই রূপে রামের অনুগমন করিয়া তৎ-কালে উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত বায়ু-চালিত শাশিবনরাজির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নল নামক মহাবীর বানর বহুসংখ্য সেনাদল লইয়া অগ্রে পথ

পরিষ্কার করিতে করিতে চলিল। কপিরাজ সুগ্রীব, নর-শার্দ্দূল রাম এবং পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ ইহাঁরা মহতী সেনার মধ্যস্থলে থাকিয়া আদ্যন্ত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ও মহাবীর সুষেণ বহুসংখ্য ঋক্ষ সমভিব্যাহারে সুগ্রীবকে অগ্রে রাখিয়া সেনা সমূহের জঘনদেশ আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেনাপতি নীল এক এক বার সমস্ত সেনাদল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে লাগিলেন। কেশরী পনস ও গয়, ইহাঁরা পার্শ্বদেশ রক্ষায় বিশেষ সাবধান হইয়া এবং দুর্দ্দান্ত দধীমুখ, প্রতাপবান্ প্রজঙ্ঘ, সমর-বিজয়ী জম্ভ ও সূর শরভ, ইহাঁরা চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক সেনাদলকে ত্বরিত গমনে অনুমতি করিয়া অতি সাবধানে গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ এরূপ আনন্দভরে অনন্যমনে সমরযাত্রায় প্রবৃত্ত হইল, যে পথিমধ্যে অসংখ্য সুদৃশ্য পাদপ-বহুল পর্ব্বত ও শ্বেতসরোজদল-পরিশোভিত সুরম্য সরোবর সকল দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। রামের আদেশানুসারে তাহারা নগর ও জনপদের পথ পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে রামজয় শব্দে গমন করিতে লাগিল।

ঐ সমস্ত মহতী বানরী সেনা মহাবীর রামচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ভয়াবহ আস্ফালন ও সুদীর্ঘ লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক ভীমনাদী মহাসাগরের ন্যায় দ্রুতপদে গমনে প্রবৃত্ত হইলে, ইক্ষাকুবংশাবতংসও কপিপৃষ্ঠে সমারূঢ় রাম ও লক্ষ্মণ রাহু

তুস্পৃষ্ট তারকাবলী-পরিবেষ্টিত তারাপতি ও দিনপতির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা এইরূপ সজ্জিত বেশে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে, অঙ্গদারূঢ় লক্ষ্মণজ্ঞ সুধীর লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রতি প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন; আর্য্য! আর চিন্তা নাই, আজ অম্বরতলে এবং আকাশতলে যেরূপ সুনিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, দুরাত্মা দশাননের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অচির কালমধ্যেই অপর পুরুষের অঙ্কভূষণ হইবে, এবং অবিলম্বে আপনিও আর্য্যা অযোনিসম্ভবার অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় আনন্দাশ্রু ধারায় অভিষিক্ত হইবেন। আর্য্য! আজ সুখস্পর্শ সমীরণ আমাদের অনুকূল হইয়া মন্দমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এবং মৃগ পক্ষিকুল ও মনোহর স্বরে অবিচ্ছেদে শব্দ করিয়া আমাদের শ্রবণ কুহর যেন পরিতৃপ্ত করিতেছে। দিক্ সকল সুপ্রসন্ন, ভগবান্ অংশুমালী নির্ম্মল কিরণমালা বিস্তার, ভৃগুপুত্র শুক্র বিমলমূর্ত্তি ধারণ এবং বিশুদ্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবকে বেষ্টন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন। আর্য্য! এদিকে দেখুন, মদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু বিমল দীপ্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের দিকে পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এবং ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান নক্ষত্রও অদ্য গ্রহ বিপ্লবশূণ্য হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছেন, আবার এদিকে ভীষণ ধূমকেতু উত্থিত হইয়া রাক্ষসকুলের প্রধান

নক্ষত্রকে একেবারে নিপীড়িত করিতেছে। ইহাতে বোধ হয়, রাক্ষসকুল আকুল হইয়া অবিলম্বেই অকুল শোক সাগরে নিমগ্ন হইবে। মহাত্মন্! আবার এ দিকে দেখুন, আমাদের পথমধ্যস্থিত সমুদায় সরোবরের সলিল সুনির্ম্মল ও প্রশান্ত ভাবে রহিয়াছে এবং কানন মধ্যস্থিত পাদপ সকলও রসাল ফল পুষ্পে আনমিত হইয়া স্তিমিত ভাবে যেন এক মনে আমাদের শুভ কামনাই করিতেছে। আর আমাদের এই সমস্ত কপিসেনা যেন তারকাবধে অগ্রসর সুরসেনার ন্যায় নিরতিশয় শোভাধারণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আর্য্য! এই সমুদায় সুনিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া এত দিনের পর আমাদের শোকাকুল জীবন যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। এই বলিয়া পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ মৌনাবলম্বন করিলেন।

ক্রমশঃ বানরীসেনা আহ্লাদে যেন উন্মত্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে কত শত পর্ব্বত ও কত শত কানন বিভাগ অতিক্রম করিয়া চলিল। ঋক্ষ বানর প্রভৃতি নখদন্তায়ুধ সেনাদল করচরনোদ্ধত ধূলিজালে দিবাকরের করজাল তিরোহিত ও সুবিস্তীর্ণ সজল জলদাবলীর চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। পথিমধ্যে কোন নদী সম্মুখে দেখিতে পাইলে, তাহারা এরূপ বেগে উহার স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে, যে তৎকালে ঐ স্রোতস্বতী নদীকে সর্ব্বথা বিপরীত বাহিনী বলিয়াই বোধ হয়। কি সরোবরে, কি শৈল শিখরে, কি সমতল-

ক্ষেত্রে, কি আকাশতলে, কি ধরাতলে, বানরী সেনা যখন যে স্থানে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানই একেবারে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সকলেরই প্রফুল্ল বদন; এবং রামচন্দ্রের কার্য্য সিদ্ধির জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া তদ্গত চিত্তে ধাবমান হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ যৌবনমদে ও হর্ষভরে গর্ব্বিত হইয়া অপর সেনা-দলকে স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন আপন আপন অসামান্য সংগ্রামনৈপুণ্য দেখাইতে লাগিল। প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ বলিষ্ঠ কতকগুলি বানর আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কখন দ্রুত গমন, কখন বা দ্রুমোপরি উৎপতন এবং কখন বা হর্ষ-সূচক কিল কিল শব্দ করিতে করিতে প্রধাবিত হইল। কেহ কেহ কখন পুচ্ছাস্ফোটন কখন ভুজবলে অতি বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন এবং কখন বা উচ্চতর শৈলাগ্রে আরোহণ করিতে লাগিল। এবং কেহ কেহ কখন সমরো-চিত্ত ভয়াবহ চীৎকারে ও অতি ভীষণ আস্ফালনে বসুন্ধরা দেবীকে যেন রসাতলশায়িনী করিতেই উদ্যত হইল। ঐ সমস্ত কপিসেনার সুদৃঢ় গাত্র ঘর্ষণে পথস্থিত পাদপ লতা সমুদায় একেবারে বিমর্দ্দিত ও ছিন্নমুল হইয়া ভূতল শায়ী হইতে লাগিল।

অনন্তর সমস্ত বানরী সেনা সংগ্রামলালসায় এইরূপ আনন্দমহোৎসবে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরে নানা বিধপাদপরাজি-বিরাজিত বিপিন-গহণ সুরম্য সহ্য পর্ব্বতে অধিরোহণ করিল। তত্রত্য মনোহর কানন, সুদৃশ্যা নদী

ও সুশীতল প্রস্রবণ সমুদায় অবলোকন করিয়া অনুজ ও অপার আনন্দের সহিত রামচন্দ্রও ঐ পর্ব্বতেই আরোহণ করিলেন। বানরেরা তথায় উপনীত হইয়া অশোক, অঙ্কোল, আমলক, তিলক, তিনিশ, তিন্দুক, চম্পক, চূত, সিন্ধুবার, করবীর, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, জম্বু, পুন্নাক ও পলাস প্রভৃতি তত্রত্য পাদপসমুদায় আহ্লাদে ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই শিলাময় প্রদেশস্থ শৈল পাদপ সকল সেনাদলের গতিবেগে নিতান্ত বিচলিত হইয়া কুসুমসমূহে ঐ প্রদেশ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সহ্যপর্ব্বতস্থিত বনভূমি অতীব মনোহারিণী। তথায় হরিচন্দনগন্ধী সুশীতল সমীরণ অবিরত মন্দ মন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। অলিকুল মধুলোভে আকুল হইয়া গুণ গুণ রবে কুসুম হইতে কুসুমান্তরে গমন করিতেছে। ঐ পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র ধাতুপটলে পরিশোভিত। তথায় সমীরণ সহযোগে ঐ সমস্ত বিচিত্র ধাতুপরাগ উড্ডীন হইয়া অপরূপ চন্দ্রাতপের শোভা বিস্তার করিতেছে। এবং কুসুমিত কেতকী, কমনীয় কদম্ব, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, বাসন্তী, মাধবী, সিন্ধুবার, কোবিদার, কটজ, কুন্দগুল্ম, নাগ, কেশর, চূত, পাটল, অর্জ্জুন, শিংশপা, অশোক, অঙ্কোলক, বঞ্জুল, মধূক, বকুল, বঞ্জক, ও কমল কুমদ প্রভৃতি কুসুম সৌরভে চারি দিক প্রতিনিয়ত আমোদিত হইতেছে। স্থানে স্থানে সরোজদলসমলঙ্কৃত সুরম্য সরোবর যেন অলিকুলসঙ্কুল কমলকুমদ প্রভৃতি জলজ

কুসুমরূপ সহস্র নেত্র উন্মীলিত করিয়া সবিস্ময়ে শৈল-রাজের শোভাই নিরীক্ষণ করিতেছে। ঐ সমস্ত সরোবরে হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুল স্ব স্ব বনিতা সহসানন্দে দিবানিশি জলকেলী করিতেছে, এবং মৃগ, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ অকুতোভয়ে তীর-প্ররূঢ় নব শাদ্বল ভক্ষণ করিয়া সুখে বিচরণ করিতেছে। কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কল নিনাদে উহার সানুদেশ নিরন্তর প্রতিধ্বনিত; স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা সকল কমলদলে এবং দলে দলে বিভক্ত হংসীসহ হংসদলে সজ্জিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠাই যেন প্রকাশ করিতেছে। সেনাদল ঐ সমস্ত সরোবরস্থ শতদলের সৌরভে বিমোহিত হইয়া তথায় আনন্দে অবগাহন, স্নান, পান ভোজন এবং পরস্পর পরস্পরকে জলমগ্ন করিয়া জলকেলী এবং পরিশেষে তাহারা সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া পাদ-পরাজির রসাল ফলপুষ্প সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বানরী সেনা সহ্য পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক এই রূপে কিছুকাল আমোদ আহ্লাদ করিয়া, দলে দলে দ্রুতপাদ বিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কেহ কেহ এক লম্ফে পাদপোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে উচ্চতর চীৎকার, এবং অপর কেহ কেহ আহ্লাদে এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। এবং যে যে স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল, গমনের পর

সেই সেই স্থান সর্ব্বথা পরিপক্ক ধান্য ক্ষেত্রের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

মহাত্মা রাম সেই মহাশৈল সহ্য ও মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পরে মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। এবং তদীয় বিশাল শিখর দেশে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতেই ভীষণ তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ লবণ মহার্ণবের শোভা নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অনুজ ও বান্ধবের সহিত সেই মহাসাগরের তীর ভূমিতে উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রবাহধৌত প্রকাণ্ড উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া কহিলেন;—সখে! এই ত আমরা লবণ মহার্ণবের তীর ভূমিতে উপনীত হইলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া আমার চিন্তা তিরোহিত হইবে কি, আরও যে বলবতী হইয়া উঠিল। সখে! এ অপার পয়োনিধি পারের মন্ত্রণা কি? অগ্রে তাহাই স্থির কর।

এই বলিয়া জানকীগতজীবন রাজীবলোচন রাম অপার জলধি দর্শনে যেন নবীভূত শোকে আকুল হইয়া এক দৃষ্টে বান্ধবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পুনর্ব্বার কহিলেন; সখে! অদ্য আমরা এই স্থানেই অবস্থান করি, এবং সেনাদলকেও অদ্য এই বেলা ভূমির কোন স্থানেই সন্নিবেশিত কর। আমাদের সাগর পার বিষয়িণী মন্ত্রণার এই প্রকৃত সময়। সেনাপতিরা অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করিয়া অতি সাবধানে আপন আপন সেনাদিগকে যথা-

নিয়মে রক্ষা করুক, স্ব স্ব সৈন্যভার পরিত্যাগ করিয়া অনবধানতাবশতঃ যেন আজ কেহ কোথাও না যায়; কারণ, সমুদ্র তীরে বহুসংখ্য মায়াবী নিশাচরেরা ছদ্মবেশে অবস্থান পূর্ব্বক অনর্থক অন্যের প্রাণ হিংসা করিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে তাহাদের বিপক্ষ, সুযোগ পাইলে তাহারা যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাবল লক্ষ্মণ উভয়ে রাম চন্দ্রের তাদৃশ সদ্ভাবপরীত বাক্য শ্রবণে সৈন্যগণকে সেই পাদপ-সঙ্কুল সাগর-তটের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে সেনাবলী সাগরতীরে সন্নিবেশিত হইয়া অপর সাগরের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল এবং সংগ্রাম লালসায় অনবরত সাগর পারের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহাদের ভীমদর্পবর্দ্ধিত তুমুল কোলাহল ধ্বনি অর্ণবধ্বনি অন্তর্হিত করিয়াই যেন উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুধীর সুগ্রীব বান্ধবের হিত কামনায় একস্থানে বানর, একস্থানে ঋক্ষ, এবং অপর একস্থানে গোলাঙ্গুল; সেনাদলকে এইরূপে তিন দলে বিভক্ত করিয়া রাখিলেন। তৎকালে বানরবাহিনী বাতস্ফীত মহাসমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগিল; আহা কি আশ্চর্য্য! দিবাবসানে, মহাসাগরের যে কতপ্রকার অপরূপ শোভাই প্রকাশ পাইতেছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। রাশি রাশি ফেণ-

রাশি ইতস্ততো ভাসমান হওয়ায় বোধ হইতেছে, শরিৎপতি যেন শতমুখে শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া আবার প্রবাহ সমূহে যেন অনবরত নৃত্য শিক্ষাই করিতেছে; চন্দ্রোদয়ে আহ্লাদে স্ফীত হইতেছে এবং প্রবাহ সহকারে স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত ও শত শত ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যেন চন্দ্রসমাকুল বলিয়াই বোধ হইতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড তিমি ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি গ্রাহগণ বিস্তৃত জৃম্ভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার উত্থিত, আরবার জলনিমগ্ন হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শুভ্র ফেণপুঞ্জ উদ্ধৃত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া ইতস্ততো প্রবাহ সহ মিলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, সরিৎপতি যেন চন্দনরস ঘর্ষণ করিয়া দিগঙ্গনাগণের অঙ্গশোভার্থ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছে। কোন স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অজগরেরা সুদীর্ঘ ফণামণ্ডল বিস্তার পূর্ব্বক তরঙ্গিত সলিলে অঙ্গ বিন্যাস করিয়া ভাসমান হইতেছে। কোন স্থানে জলহস্তীগণ স্ব স্ব প্রকাণ্ড শুণ্ডদণ্ড উৎক্ষেপ পূর্ব্বক উৎপতিত, কোন স্থানে বিশদ শঙ্খযূথ ভাসমান, স্থানান্তরে মকর সকল সানন্দে জলকেলী করিতেছে এবং কোন স্থানে সর্প সমূহের শিরস্থিত মণিপ্রভা প্রজ্বলিত হওয়ায়, সরিৎপতিকে যেন সর্ব্বথা অগ্নিচূর্ণ-মিশ্রিত বলিয়াই বোধ হইতেছে। আহা! কি আশ্চর্য্য! দূর হইতে দেখিলে আকাশের এবং সাগরের কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। এই মহাসমুদ্র অতীব বিস্তীর্ণ, আকাশও অসীম; সমুদ্র সুনীল সলিলে পরিব্যাপ্ত, আকাশও নীল-

রাগে রঞ্জিত; রত্নাকর নানারত্নে অলঙ্কৃত, আকাশেও অসংখ্য তারকাবলী প্রকাশিত; সাগরে তরঙ্গলহরী উত্থিত ও অন্তর্হিত হইতেছে, আকাশেও মেঘমালা উত্থিত ও অন্তর্হিত হইতেছে। সুতরাং উভয়ের কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে না। সিন্ধুরাজের রণভেরী স্বরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-মালা পরস্পর আহত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতেছে এবং বায়ুযোগে অনবরত তাড়িত হইয়া মহাসাগরও যেন অসীম ক্রোধ সহকারে উত্থিত হইবারই উপক্রম করিতেছে। সেনাদল সাগরের অনিল-লোল তরঙ্গিত সুনীল জলরাশির শোভা সন্দর্শন ও এইরূপে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে রাম, বিমল চন্দ্রকিরণ-বর্দ্ধিত অপার সাগর-শোভা সন্দর্শনে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া শোকাকুল চিত্তে পার্শ্বস্থ লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ভাই লক্ষ্মণ! " সময় অতিবাহিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শোক রাশিও অনেক তিরোহিত হয় " এ কথা আমার সম্বন্ধে যে কেবল কথামাত্রই বোধ হইতেছে। প্রিয়ার অদর্শনে আমি যে

আর কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না; প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য কত প্রকার প্রীতিকর পদার্থে নয়ন অর্পণ করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইব কি, প্রিয়ার অদর্শনে সমস্তই যেন বিপরীত ফলে পরিণত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সৌভাগ্য সময়ে প্রিয়াসহ যে শ্বেত শতদল নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতাম, অধুনাও সেই শতদল; ইহার মাধুর্য্য কি সেই মধুরভাষিণীর সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে? ভাই! আমার সেই অরণ্যবাস-সহচারিণী;—এই বলিতে বলিতে সহসাসম্ভূত বাষ্পে তাঁহার বাক্‌শক্তি একেবারে অবরোধ হইয়া আসিল। তখন আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, অবিরল ধারায় কেবল বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সীতাশোকে অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে কহিতে লাগিলেন; হা কুরঙ্গনয়নে কোমলাঙ্গী জানকি! তোমার বিয়োগরূপ প্রবল বায়ু সংযোগে চিন্তারূপ অনল বর্দ্ধিত হইয়া, আমার চিত্তরূপ নীরস কাষ্ঠকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, একবার দেখা দিয়া সুস্নিগ্ধ মধুরালাপে রামের কাতর চিত্ত শীতল কর। পবনদেব! আপনি জগজ্জীবন, অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক একবার আমার জীবিতেশ্বরীর শীতল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করুন। তাহা হইলে হয়ত আমার দগ্ধ জীবন অপেক্ষাকৃত উজ্জীবিত হইবে। ভাই লক্ষ্মণ! আমি একবার এই

সুশীতল সাগরজলে অবগাহন করিয়া নিদ্রা যাই; দেখি, যদি তাহাতেও আমার শরীরতাপ অপেক্ষাকৃত নিবারিত হয়। অনলদেব! তুমি আমার নিশ্বাস বায়ুতে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে যেরূপ উত্তাপিত করিতেছ, তাহা সহ্য করিয়াও যে আমি এত দিন জীবিত রহিয়াছি, প্রিয়ার সহিত একত্র পৃথিবীতে অবস্থানই তাহার মূল কারণ। যেমন জলপূর্ণ ভূমির জলাকর্ষণে তৎপার্শ্বস্থিত ভূমিখণ্ডও সরস হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রিয়াকে জীবিত শুনিয়াই আমি অদ্যাপি জীবিত আছি। হায়! কত দিনে আমার সেই শুভ দিনের উদয় হইবে; যে দিনে আমি সেই দুর্দ্দান্ত দশকণ্ঠের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া সানন্দে আমার জীবিতেশ্বরীর শ্রীমুখ অবলোকন করিব। আতুর ব্যক্তি যেমন রসায়ন পান করে, তদ্রূপ আমিও কত দিনে সেই পদ্মপলাশনয়নার অকলঙ্ক চন্দ্রানন উন্নমিত করিয়া অনুপম অধরসুধা পান করিব, এবং কত দিনেই বা প্রিয়ার সেই পীন পয়োধর যুগল সকম্পে আমার মন হরণ করিবে। হা! প্রিয়ে! অয়ি রামহৃদয়-বিলাসিনী জানকি! তুমি রাজর্ষি জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার সহধর্ম্মিনী হইয়াও সম্প্রতি নিতান্ত দীনা, অশরণা ও অনাথার ন্যায় একাকিনী রাক্ষসগৃহে অবস্থান করিতেছ, এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাদর নেত্রে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইতেছ না; আমায় ধিক্! আহা! প্রিয়ে! যেমন শারদ শশিলেখা মেঘমালা অপসারিত

করিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তুমি কতদিনে রাক্ষসমেঘ বিদূরিত করিয়া রামরূপ চকোরের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিবে? আহা! জানকি! তুমি স্বভাবতই কৃশাঙ্গী, তাহাতে আবার শোকে শোকে এবং অনশনে আরও কৃশ হইয়া থাকিবে। প্রিয়ে! তুমি কতদিনে উৎকণ্ঠার সহিত আমার কণ্ঠ ধারণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমার আনন্দাশ্রু মোচন করিবে?

রাম সীতাশোকে অধীর হইয়া এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ময়ূখমালী অস্তাচল শিখরে অধিরোহণ করিলেন। অনন্তর পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ অগ্রজের তাদৃশ কাতর ভাব অবলোকন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন;—আর্য্য! ছিছি! তরলপ্রকৃতি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আপনিও যদি শোকে পুনঃ পুনঃ এরূপ অধীর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, জগতে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য গুণ যে একেবারে আধারশূণ্য হইয়া পড়ে। আপনি এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কর্ম্মযোগে মনঃ সমাধান করুন; ক্ষান্ত হউন; আর শোকাকুল হইবেন না। আপনার ন্যায় উদ্যোগশীল বীর পুরুষেরাও যদি এ সময়ে শোকে এরূপ উৎসাহশূণ্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বলুন দেখি, যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে আর কে বিনাশ করিবে? অতএব আর্য্য! এক্ষণে অনর্থক শোক দূর করিয়া উৎসাহ রক্ষা করাই আপনার উচিত। আপনি উৎসাহী হইলে ক্ষুদ্র রাক্ষস কি, সসাগরা পৃথিবীকেও অনায়াসেই বিপর্য্যস্ত করিতে

পারে। অতএব আর্য্য! এ সময়ে আপনার ন্যায় মহানুভবের এরূপ শোকাভিভূত হওয়া কোন মতেই উচিত বোধ হইতেছে না।

এই বলিয়া সুধীর লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। তৎশ্রবণে রামও অপেক্ষাকৃত শোক সংবরণ করিলেন, এবং উভয়ে একত্রিত হইয়া সায়ং সময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক সুশীতল শিলাতলে আসীন হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ হনূমানকৃত লঙ্কার তাদৃশী ঘোরতর দুরবস্থা দর্শন করিয়া লজ্জায় অধোবদনে সমস্ত রাক্ষসগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; দেখ, আমার যে পুরীতে প্রবেশ করিতে দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহস পূর্ণ হৃদয়েও ভয়সঞ্চার হয়, তোমরা বিদ্যমানে একজন সামান্য বানর আসিয়া সেই দুষ্প্রবেশা পুরীর এমন দুর্দ্দশা করিল! জানকীরে এমন নিভৃত স্থানে রাখিয়াছিলাম, পাপমতি অবলীলাক্রমে তাহারেও দর্শন করিল, এবং আমার প্রমোদকানন সহ প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া দুরাত্মা অনায়াসেই অপার জলধি পার হইয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমি কি করি, ইহার সদ্যুক্তিই

বল কি, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পরিতেছি না। নিশাচরগণ! তোমরা অতিধীর, বীর ও বিচক্ষণ, এক্ষণে যাহাতে আমার কোন অশুভ উপস্থিত না হয়, তোমরা পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া তাহার কোন সদুপায় উদ্ভাবন কর। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; সুমন্ত্রণাই বিজয়ের একমাত্র মুল; অতএব রামের প্রতি এক্ষণে আমার কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন কর। দেখ, ধরাতলে উত্তম ও মধ্যম, অধম এই ত্রিবিধ প্রকার লোক আছে; আমি কার্য্যবশাৎ তাহাদের গুণ দোষের সবিশেষ উল্লেখ করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর;—

মন্ত্রিগণ! যে ব্যক্তি দৈবকে উপেক্ষা না করিয়া তুল্য কক্ষ বান্ধব এবং মন্ত্রকুশল মন্ত্রির মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করেন, মহাপুরুষেরা তাঁহাকে উত্তম পুরুষ বলিয়া গণনা করেন। যে ব্যক্তি কেবল অর্থচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা অথবা কেবলমাত্র কার্য্যের অনুসরণ করেন, তিনি মধ্যম পুরুষের মধ্যে পরিগণিত; আর যে ব্যক্তি কার্য্য নিরপেক্ষ হইয়া কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। রাক্ষসগণ! জগতীতলে যেমন পুরুষ তিন প্রকার, তদ্রূপ মন্ত্রণাও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহা শাস্ত্র এবং বিবেকানুসারে বিশুদ্ধ ও একেবারে সর্ব্ববাদী সম্মত হয়, তাহা উত্তম; আর নানা প্রকার বাদানুবাদ ও মত বিভিন্নতার পর যাহা পুনর্ব্বার এক মতে মিলিত হয়, তাহা মধ্যম;

এবং যাহা পৃথক্ পৃথক্ মতানুসারে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়, তাহাই অধম রূপে পরিগণিত। অতএব হে মন্ত্র-কুশল মন্ত্রিগণ! তোমরা আমার মতানুসারে সত্বর সুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হও। শুনিলাম, রাম অসংখ্য বানরী সেনায় সমবেত হইয়া সংগ্রামলালসায় সাগরের উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছে। সাগর শোষণ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াই হউক, বোধ হয়, সে সসৈন্যে শীঘ্রই সাগর পার হইবে। অতএব মন্ত্রিগণ! আমি পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তোমরা সময় থাকিতে এই সময়ে ইহার সুমন্ত্রণা স্থির কর।

সপ্তম অধ্যায়।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, অন্যান্য রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলি পুটে সবিনয়ে কহিতে লাগিল;—মহারাজ! বিপক্ষের বলাবল বিশেষ না জানিয়া মন্ত্রণা স্থির করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। আত্মবল এবং পরবল, প্রথমতঃ এই উভয় বলের তারতম্য বিবেচনা করা উচিত; কারণ, পরবল প্রবল হইলে, বিচক্ষণ মহীপালেরা আপাততঃ তথায় বল প্রকাশ না করিয়া অন্য উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকেন। হীনবলের প্রতিও প্রথমতঃ বল প্রকাশ

নিষিদ্ধ। কেবল তুল্যবলই বলপ্রকাশের উপযুক্ত পাত্র। অতএব আমরা শত্রুপক্ষের বলাবল বিশেষ না জানিয়া কিরূপে মন্ত্রণা স্থির করিব। কিন্তু রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত রণদুর্ম্মদ, যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তসহোদর ভীমবল অসংখ্য সৈন্য সামন্ত বিদ্যমান থাকিতে আপনার বিষাদের বিষয় ত কিছুই দেখিতেছি না! আপনি কি ভোগবতী নগরীতে গমন করিয়া রণক্ষেত্রে তাদৃশ রণদুর্ম্মদ পন্নগগণকে পরাজয় করেন নাই? কৈলাস- শিখরবাসী যক্ষপতি কুবের, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ যক্ষ ক্ষণকালের জন্যই শত্রুকৃত মনোবেদনা উপভোগ করে না, আপনার প্রতাপানলে বশীভূত হইয়া তিনি কি অদ্যাপি অধীনতা কষ্টের পরা কাষ্ঠা অনুভব করিতেছেন না? মহারাজ! আপনি রণস্থলে রোষপরবশ হইয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসন্নতা বলে অবলীলা ক্রমে মহাবল লোকপালদিগকে কি পরাভব করেন নাই? এই বিমানরত্ন; ইহা রণক্ষেত্রে আপনার অতিভীষণ বীরদর্পে গর্ব্বিত হইয়া যক্ষগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ অভিনব পরাভবের চিহ্ন স্বরূপ অর্পিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি আপনার অনন্যসুলভ বীরতা প্রকাশ পাইতেছে না? রাক্ষসনাথ! আপনি সামান্য নহেন; দানবেন্দ্র ময়, ভয় প্রযুক্ত আপনার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিবার মানসে স্বীয় দুহিতাকে আপনার করে অর্পণ করিয়াছেন। এবং কুম্ভীনসীর প্রিয়- পতি বলোন্মত্ত দানবরাজ মধু সমরে নিতান্ত নিগৃহীত

হইয়া পরিশেষে প্রাণভয়ে আপনার বশ্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, ও জটী প্রভৃতি পন্নগরাজগণকে যে অবলীলাক্রমেই বশীভূত করিয়াছেন, তাহা কি আপনার স্মরণ হয় না? আপনি স্বীয় অমিত বাহুবলমাত্র আশ্রয় পূর্ব্বক একভাবে সম্বৎসরকাল সংগ্রাম করিয়া, পরিশেষে মহাশূর রণদুর্ম্মদ কালকেয়গণকে যে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাও কি এক্ষণে বিস্মৃত হইলেন? লঙ্কেশ্বর! চতুরঙ্গিনী সেনা-পরিবৃত মহাবল বরুণাত্মজেরা আপনার অতুল্য ভুজবলে নির্জ্জিত হওয়ায়, দিগঙ্গণারা কি আপনার যশোগান করিতেছে না? মহারাজ! দণ্ডরূপ ভীষণাকৃতি গ্রাহগণ যাহার জলে দিবানিশি জলকেলী করিতেছে; পাশরূপ অবিশ্রান্তা তরঙ্গলহরী যথায় নিয়ত বিকাশ পাইতেছে, যাহাতে কিঙ্কররূপ ভীষণ অজগরেরা বিষময়ী ফণামণ্ডল বিস্তার করিয়া নিরন্তর ভাসমান হইতেছে; এবং যাহার তীরে দুঃখরূপ অসংখ্য শাল্মলী তরু বিকাশ পাইতেছে; সেই যমলোকরূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া আপনি যে অবলীলাক্রমে মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছেন, এবং ঐ মহারণে অতুল্য সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া যে লোকপালদিগেরও সবিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, তাহা কি আপনার কিছুই স্মরণ হয় না? লঙ্কেশ্বর! ইতিপূর্ব্বে এই পৃথিবীমণ্ডল সাক্ষাৎ বজ্রপাণির ন্যায় বলবীর্য্যশালী রণপণ্ডিত

সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ছিল, আপনি একমাত্র ভুজবীর্য্য অবলম্বন করিয়া যখন তাদৃশ দুর্জয় ক্ষত্রিয়কুলকেও সমরে আকুল করিয়াছেন, তখন রাম ত অতি সামান্য; কি ভুজবীর্য্যে, কি সংগ্রামকৌশলে, সে কোন অংশেই আপনার, আপনার কেন, তাহাদের তুল্য ও বলশালী নহে। আপনি অকারণে এত বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? স্থির হউন। এই মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ, মনে করিলে ইনি একাকীই সমস্ত বানরী সেনা বিনষ্ট করিতে পারেন। অধিক কি, মহারাজ! শক্তি তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র যাহার মীন; পতাকা সমুদায় যাহার শৈবাল; করিগণ কচ্ছপ; অশ্ব সমুদায় মণ্ডূক; রুদ্র ও আদিত্যগণ মহাগ্রাহ; দেবতা ও বসুগণ সর্প; বেগবান্ রথ সমুদায় প্রবাহ এবং পদাতিগণ যাহার পুলিন; আপনার আত্মজ এই ইন্দ্রজিৎ সেই অসীম সৈন্য সাগরের মধ্য হইতে দেবরাজইন্দ্রকে আকর্ষণ পূর্ব্বক লঙ্কায় আনিয়া ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যজ্ঞস্থলে ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ সুদুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশে সমরে শম্বর ও বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া এমন কি, সুরপুরস্থিত সুরগণেরও নমস্কৃত হইয়াছেন। অতএব মহারাজ! ইহাঁকে আপনি সামান্য মনে করিবেন না, অনুমতি করুন, ইনিই সমস্ত বানরী সেনাকে বিনষ্ট করিয়া আপনার ক্ষুদ্র উৎপাত অপসারিত করিবেন। সামান্য নর বানর হইতে যে আপনার অসম্ভাবিত

বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা আপনি মনেও করিবেন না; ইহা হইতেই আপনার উপস্থিত ক্ষুদ্র উৎপাত অচিরাৎ শান্তি পাইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া মন্ত্রিগণ নিরস্ত হইলে, সেনা-পতি প্রহস্ত করপুটে ও গর্ব্বিত বচনে কহিল;— মহারাজ! সামান্য নর বানরের কথা আর কি কহিব; কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি কিন্নর, কি পন্নগ, আমি রণস্থলে অবলীলাক্রমে সকলকেই পরাভব করিতে পারি। রাক্ষসরাজ! আমাদের সৈন্যগণ সামান্য বানর জ্ঞানে ঘৃণা বোধ করিয়া অবধানশূন্য ও নিশ্চিন্ত ছিল বলিয়াই, দুরাত্মা অবসর পাইয়া আপনার স্বর্ণপুরীর এতাদৃশ অভাবিত দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে। নতুবা আমরা সাবধান হইলে, সামান্য বানর কেন, আপনার অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তও প্রাণ লইয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, মহারাজ! যাহা-হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি এই দণ্ডেই সশৈলকাননা সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে বানরশূন্য করিয়া দুরাত্মার সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

এই বলিয়া প্রহস্ত নিরস্ত হইলে, দুর্ম্মুখ নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল; সে কি, মহারাজ! সামান্য বানর হইতে ভবাদৃশ মহানুভব মহীপালের এতাদৃশ বিড়ম্বনা! সামান্য বনের পশু হইতে আপনার স্বর্ণপুরীর এমন অসহ্য পরাভব! দুর্ম্মুখ জীবিত থাকিয়া ইহা ত কখনই দেখিতে পারিবে না। আপনি আদেশ করুন, আমি এই মুহূর্ত্তেই গিয়া ইহার সমুচিত প্রতিকার করিয়া আসি। মহারাজ! অধিক কি, নির্ব্বোধ বানরেরা ভয়প্রযুক্ত সাগরতলে, কিম্বা অম্বরতলে অথবা রসাতলেও যদি প্রবেশ করে, নিশ্চয় কহিতেছি, দুর্দ্দান্ত দুর্ম্মুখের হস্ত হইতে তাহা হইলেও তাহাদের নিস্তার নাই।

বজ্রদংষ্ট্র নামে অপর এক মহাবল রাক্ষস ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত ও বিঘূর্ণিত করিয়া, মাংস শোণিতলিপ্ত ঘোরতর পরিঘাস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বজ্রবৎ গম্ভীর রবে কহিল;—রাক্ষসরাজ! বৃদ্ধ হইলে কি বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অগ্রে মূল উৎখাত না করিয়া, শাখা পল্লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন কেন? রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত থাকিতে দুর্ব্বল হনুমান্, কি অন্যান্য সামান্য বানরকুল বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? আজ্ঞা করুন, আমি একমাত্র এই পরিঘাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার মূলকারণীভূত রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অগ্রে বিনাশ করিয়া, পরে আসিবার সময় কটাক্ষমাত্র

হনূমানের মস্তকটা লইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কা নগরীর উত্তাপ শান্তি করিব। রাক্ষসরাজ! আমি শত্রু বিনাশে আরও এক সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, দেখুন, আপনার মনোমত হয় কি না; অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য অমিতবীর্য্য রাক্ষসেরা দুর্ভেদ্য মায়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক অবিকল মানুষ কলেবর ধারণ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলুক; রাজকুমার! আপনি বৈরনির্য্যাতনার্থ অত্যন্ত ত্রাসিত হইয়াছেন, এজন্য আপনার অনুজ ভরত সাহায্যার্থ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। এ কথা বলিলে, বোধ হয়, রাম নিশ্চয়ই বানরদিগের প্রতি শিথিলপ্রযত্ন হইয়া হয়ত বিশেষ বিশ্বাস সহকারে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণের সহিতই মিলিত হইবে। হইলে, ঐ সময়ে আমরাও শূল, শক্তি, গদা ও অসিলতা প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অতি সাবধানে তথায় গমন করিব এবং আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক শিলা ও অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা অগ্রে হনূমান্‌কে পরিশেষে সমস্ত বানরগণকে একেবারে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া আসিব। সমুদায় সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট হইলে পর, যদি আমাদের এই কৌশল প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও তখন একাকী রাম ও লক্ষ্মণকে কাজে কাজেই কালকবলে পতিত হইতে হইবে, আর জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃতপ্রায় অকার্য্যের হইয়া থাকিতে হইবে।

এই বলিয়া বজ্রদংষ্ট্র বিরত হইলে, কুম্ভকর্ণের পুত্র মহাবল নিকুম্ভ নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া রাবণের প্রতি

কটাক্ষপাত পূর্ব্বক অন্যান্য রাক্ষসদিগকে কহিল;— দেখ, তোমরা সকলেই মহারাজের নিকট অবস্থান করিয়া থাক, আদেশ পাইলে, আমি একাকীই সামান্য নর বানরের প্রাণ সংহার করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিব। তৎপরে বজ্রহনু নামে এক পর্ব্বতাকার নিশাচর নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণীদ্বয় লেহন করিতে করিতে কহিল; দেখ, তোমরা সকলেই নিশ্চিন্ত মানসে সুস্থির হইয়া এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ মধুপানাদি কর; আমি একাকী গিয়া সমস্ত বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এবং একাকীই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও দুরাত্মা হনূমান্‌কে বিনষ্ট করিয়া আসিব।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর ক্রমে মহাবল নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, মহাপার্শ্ব, মহোদর, যজ্ঞকোপ, অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, প্রতাপবান্ প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র ধূম্রাক্ষ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ পরিঘ, পট্টিশ, শূল, শক্তি, প্রাস, শর, শরাসন, ও সুতীক্ষ্ণ অসিলতা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধ ও দর্পের সহিত উত্থিত হইয়া মেঘগম্ভীর বচনে যেন দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া

কহিতে লাগিল ;— মহারাজ ! আপনি সামান্য নর বানরের জন্য এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন, অলীক আশঙ্কা করিয়া এত অধীরতাই বা প্রকাশ করিতেছেন কেন ? আজ্ঞা করুন, আমরা অদ্যই গিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদগ্ধকারী পাপিষ্ঠ পবনাত্মজের প্রাণ সংহার করিয়া ক্ষুদ্র উৎপাত অপসারিত করি।

এই বলিয়া রাক্ষসী সেনা মৌনাবলম্বন করিলে ধার্ম্মিকচূড়ামণি বিনীতশীল বিভীষণ সমস্ত রাক্ষসদলকে রামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে দেখিয়া নানাপ্রকার উপদেশগর্ভ বাক্যে তাহাদিগকে রণোদ্যম হইতে বিরত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে রাবণকে কহিতে লাগিলেন ;— মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, হিতাহিত বিচার না করিয়া চপলের ন্যায় কার্য্য করা ভবাদৃশ মহানুভবের কর্ত্তব্য নহে। যে স্থানে সাম, দান, ও ভেদ ত্রিবিধ বিধিই নিষ্ফল হয়, রণপণ্ডিত বিচক্ষণ মহীপালেরা সেই স্থানেই চতুর্থ উপায়ের অনুসরণ করিয়া থাকেন, আর যাহারা প্রমত্ত, অভিযুক্ত বা দৈবনিগৃহীত ; বিধি অনুসারে তাহাদের প্রতিই বিক্রম প্রকাশের উচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আর্য্য! বিবেচনা করিয়া দেখুন ; রাম প্রমত্ত নহেন, অভিযুক্তও নহেন, তিনি বিজিগীষু, জিতেন্দ্রিয়, দুর্দ্ধর্ষ এবং সম্প্রতি মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য বানরী সেনায় সমাবৃত ; সুতরাং তাঁহাকে সহসা পরাজয় করিবার আশা কেবল দুরাশামাত্রই বোধ হইতেছে।

রাক্ষসনাথ! রাম সামান্য নহেন; তাঁহাকে পরাভব করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। যাহা বাক্য মনের অগোচর; রাম অবলীলাক্রমেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। আর তাঁহার সেনাদলকেও সামান্য মনে করিবেন না; তাহারাও অমিতবীর্য্য ও অসম্ভাবিত-কার্য্যকুশল; তাহাই যদি না হইবে, বলুন দেখি, হনূমান্ যে অপার জলধি উল্লম্ফনে পার হইয়া অলক্ষিত ভাবে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক দুর্দ্দশার একশেষ করিবে, ইতি পূর্ব্বে ইহা কে জানিত? এবং কেই বা সম্ভাবনা করিত? ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি আপনার ভ্রান্তি দূর হয় না। আর বলুন দেখি, আপনি কি অপরাধে তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং কি কারণেই বা তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? রাম ত আপনার নিকট কোন অপরাধের কার্য্য করেন নাই। যদি বলেন; তাঁহার অত্যাচারে আমার জনস্থান একেবারে জনশূণ্য হইয়াছে; কিন্তু মহারাজ! বিবেকচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখুন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। দস্যুগণ আক্রমণ করিলে, আত্ম-রক্ষার জন্য কে যত্ন না করে? বিচক্ষণ রাম এই নিমিত্তই দুর্ব্বৃত্তকে সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন। যাহা হউক, লঙ্কেশ্বর! সত্য কথা বলিতে কি, আপনি যখন অকারণে সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, তখন আপনাকে অবশ্যই ইহার পরিণাম ভোগ করিতে

হইবে। আপনার এই সমস্ত সন্তান সন্ততি, এই সমুদায় ত্রিলোকদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্ণপুরী, বোধ হয়, এ পাপে কিছুই রক্ষা পাইবে না। অধিক কি, অনুমান করি, আপনার জীবন রক্ষার পথও বুঝি, কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। রাক্ষসনাথ! রাম অতি ধীর, অতি বীর ও অতিবিচক্ষণ; আপনার এ অপরাধ তিনি প্রাণান্তেও সহিতে পারিবেন না। এখনও সময় আছে; যাবৎ সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য দাশরথির অনিবার্য্য কোপানল জ্বলিয়া না উঠে; যাবৎ সেই অমিতবীর্য্য মহতী বানরী সেনা আসিয়া আপনার এই স্বর্ণ পুরী আলুলায়িত করিয়া না ফেলে; যাবৎ সুতীক্ষ্ণ শরজাল রূপ কিরণ জাল বিস্তার করিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সেই রামসূর্য্যের উদয় না হয়, এই সময়ের মধ্যে আপনি জানকী লক্ষ্মীরে তাঁহার করে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লউন। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, বুদ্ধিতেও শ্রেষ্ঠ। আপনাকে উপদেশ দেই, এমন সাধ্য আমার কি আছে; তথাচ স্নেহনিবন্ধন কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। লঙ্কেশ্বর! আপনাকে আর অধিক কি কহিব; যদি এই অমরাবতীপ্রতিম লঙ্কা নগরীকে অভিনব বৈধব্য বেদনায় ব্যথিত করিতে অভিলাষ না থাকে, যদি রাক্ষসকুল-কামিনীদিগের রোদনধ্বনি শুনিতে বাসনা না থাকে, নিতান্ত হিংসামূলক উপস্থিত কোপ পরিত্যাগ করিয়া, এখনও আর্য্যা জানকীরে জানকীনাথের করে অর্পণ করুন।

এই বলিয়া বিনীতশীল বিভীষণ বিরত হইলে, আসন্ন-মৃত্যু দশানন তদীয় তাদৃশী উপদেশগর্ভ হিত কথায় দৃক-পাতও না করিয়া সে দিন সভাস্থ সকলকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

পরদিন প্রভাতে ধার্ম্মিকচূড়ামণি বিভীষণ বিনীত-বেশে রাক্ষসরাজের আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। দশাননের আবাসভবন অতি রমণীয়। তথায় নিতান্ত অনুরক্ত বুদ্ধিমান্ মহাপাত্রগণ কৃতাঞ্জলিপুটে যথাস্থানে উপবেশন এবং বিশ্বস্ত কতিপয় নিশাচর চারি দিকে দণ্ডায়-মান হইয়া অতি সাবধানে রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ঐ দিব্য ভবন, দিব্য অঙ্গনাগণে সমাবৃত এবং শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে নিরন্তর নিনাদিত; সহসা দেখিলে, গন্ধর্ব্বগণের আবাস, কিম্বা সুরালয় অথবা পন্নগগণের বাসস্থান বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ ময়ূখমালী যেমন মেঘমালার মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ পবিত্র তেজস্বী বিভীষণ অগ্রজের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন; উহার কোনস্থানে বেদবিদ্ বন্দীগণ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মহারাজের গুণগরিমা গাণ করিতেছে, কোথাও বা বেদজ্ঞ

বিপ্রেরা ঘৃত, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি বিবিধ উপচারে অর্চ্চিত হইয়া উপাসীন রহিয়াছেন। মধ্যস্থলে রাক্ষসরাজ রাবণ রত্নসিংহাসনে আসীন; চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্য নিশাচরেরা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে। বিভীষণ তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক সিংহাসনের উপান্তে আসীন হইয়া সমুচিত সমাদরে তাঁহার সৎকার করিলেন: পরে মন্ত্রিগণসহ তাঁহাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া যথাক্রমে দেশকালোচিত যুক্তিযুক্ত হিত কথার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন;—

মহারাজ! যে দিন হইতে আপনি সেই সাধ্বী ধরিত্রী সুতারে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, তদবধি আমাদের নগরীর অশুভের আর পরিসীমা নাই। বেদবহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেও অগ্নি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে না; অনেক যত্ন করিলেও স্থণ্ডিল হইতে কেবল ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গই উত্থিত হয়। অগ্নিশালা ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপ এবং হব্যমধ্যে পিপীলিকা পরিপূর্ণ থাকে। গাভী সকল পূর্ব্বের ন্যায় আর দুগ্ধ প্রদান করে না, মাতঙ্গগণ একেবারে মত্ততাবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। অশ্বগণ অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও যেন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনঃপুনঃ হেষারব করিতেছে এবং খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরেরা ঊর্দ্ধরোমা হইয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতেছে, নানাবিধ প্রতীকারেও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। বায়সেরা দলবদ্ধ হইয়া

বিমানাগ্রে অবস্থান করিতেছে; কোথাও বা কতকগুলি একত্রিত হইয়া যুগপৎ অতি রুক্ষস্বরে উচ্চতর শব্দ এবং গৃধ্রগণ নিষ্কারণে নিপীড়িত হইয়া প্রাসাদের উপরেই প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। শিবাগণ দিবাভাগে অশিব রব করিতেছে এবং পুরীর দ্বারে শ্বেণপক্ষী ও মৃগসকলও যেন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিরস বদনে দিবানিশি চীৎকার করিতেছে। ফলতঃ যতপ্রকার অশুভসূচক নিমিত্ত আছে, সেই ঘোরতর অকার্য্যের অনুষ্ঠান অবধি পুরীমধ্যে যেন সমুদায়গুলিই যুগপৎলক্ষিত হইতেছে। অতএব মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে রামের সীতা রামকে অর্পণ করিয়া ইহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করুন। নতুবা আর রক্ষা নাই। মহারাজ। এই সমস্ত অচিন্তনীয় দুর্নিমিত্ত পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দিনদিন সকলের চিত্তই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। মন্ত্রীগণ সমুদায় দেখিয়া শুনিয়াও কেবল ভয় প্রযুক্ত আপনাকে জানাইতে পারিতেছে না। আমি ভ্রাতৃবৎসলতা নিবন্ধন ব্যক্ত না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, আসন্নমৃত্যু দশানন তদীয় তাদৃশী মহতী কথায় দৃক্‌পাতও না করিয়া ক্রোধাকুল লোচনে উত্তর করিলেন; কৈ? রাবণের চক্ষে ত ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না। তোমার ন্যায় ভীরুস্বভাব দুর্ব্বল রাক্ষসের জীবিত থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে এমন হতাদরের কথাই ওষ্ঠের বাহির

করিলে? দশাননের জীবন থাকিতে এতাদৃশ অবমাননার কার্য্য কদাচ অনুষ্ঠিত হইবে না। এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে কুৎসিত বাক্যে তাদৃশ প্রিয়বাদী ভ্রাতা বিভীষণকে তথা হইতে বিদায় করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দুর্দ্দান্ত দশানন সেই দারুণ দুষ্কর্ম্ম, হনূমান্‌কৃত অপমান এবং জানকী চিন্তায় দিন দিন নিতান্ত কৃশ হইতে লাগিলেন। একদিন কামবশে মোহিত হইয়া সেই কামিনীরত্ন জানকীর অলোকসামান্য রূপমাধুরী হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সহসা রামের আগমন উদ্ভূত হওয়ায় ভাবিলেন, অহো! আমি আত্মরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিলাম? আমি যদিও প্রবল, তথাচ এখন নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। অতএব এক্ষণে সভায় গিয়া মন্ত্রীগণের সহিত ইহার সমুচিত মন্ত্রণা স্থির করি। এই ভাবিয়া দশানন হেমজাল-জড়িত মণিমণ্ডিত রমণীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনকালে বহুসংখ্য বলবান্ অশ্বারোহী সৈন্যগণ অসি, চর্ম্ম, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, ও পরশ্বধ প্রভৃতি নানাবিধ শাণিত অস্ত্রজাল ধারণ পূর্ব্বক অতি সাবধানে কতকগুলি তাঁহার

অগ্রে, কতকগুলি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল এবং অপর কতকগুলি বিকৃতবেশধারী নিশাচর নানা ভূষণে বিভূষিত হইয়া রথের চারি দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক চলিল। ঐ সময়ে শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের নিনাদে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ এবং রথনেমির ঘনগভীর শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দশাননের মস্তকোপরি সুরম্য সিতাতপত্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরিশোভিত ও উভয় পার্শ্বে বিমল স্ফটিকনির্ম্মিত হেমমঞ্জরীগর্ভ শ্বেত চামরদ্বয় বীজ্যমান হইতে লাগিল এবং পথিমধ্যে শত শত রাক্ষসেরা অবনত শিরে প্রণিপাত পূর্ব্বক দুইবাহু উত্তোলন করিয়া তাঁহার নির্ম্মল যশোগাণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ সেই বেগবান্ অশ্বযোজিত রথে নিমেষমধ্যে সভাস্থলে উপনীত হইয়া রত্নসিংহাসনে আসীন হইলেন; পরে অনুগামী দূতগণকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, ওহে দূতগণ! তোমরা অতি শীঘ্র সমস্ত রাক্ষসদিগকে সভামণ্ডপে আনয়ন কর। আজ বৈরনির্য্যাতনার্থ বিশেষ কোন মন্ত্রণা করিতে হইবে। দূতেরা রাজাজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, কি গৃহ, কি বিহারশয্যা, কি উদ্যান, যেখানে যাহাকে পাইল, নির্ভীক চিত্তে তথায় গমন পূর্ব্বক রক্ষোপতির আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। শ্রবণমাত্র তাহারাও শশব্যস্তে কেহ রথারোহণে, কেহ, অশ্বারোহণে, কেহ গজারোহণে ও কেহ কেহ পদব্রজেই গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে লঙ্কানগরী হস্ত্যশ্বরথ সমূহে

পরিপূর্ণ হইয়া পতঙ্গকুলে সমাকুল আকাশতলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আহুত নিশাচরেরা রাজভক্তিপ্রদর্শনার্থ বাহন সমুদায় অনতিদূরে রাখিয়া গুহা-প্রবেশোদ্যত কেশরীর ন্যায় পদব্রজে সভাভবনে প্রবেশ এবং সাদরে প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কেহ পীঠাসনে, কেহ বৃষাসনে ও কেহ কেহ বা ভূম্যাসনে উপাসীন হইল।

অনন্তর, ক্রমে লঙ্কাবাসী সমস্ত সর্ব্বগুণোপেত সর্ব্বজ্ঞ ও সুপণ্ডিত অমাত্য এবং শত শত শূরগণ যথানিয়মে সভাভবনে আসীন হইলে, পরিশেষে পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ সুরম্য রথারোহণে আগমন পূর্ব্বক নামোল্লেখ করিয়া অগ্রজকে প্রণাম ও রাজনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সমাগত সভ্যদিগের গাত্রানুলিপ্ত অগুরু চন্দনের এবং গলদেশস্থ কুসুমমালার সৌরভে তৎকালে চারি দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। রাজনিয়োগে সভাস্থলে বৃথা গল্প বা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, এজন্য সভ্যেরা স্থিরভাবে অনিমেষ নেত্রে প্রভুর প্রতি চাহিয়া তদীয় আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দশানন সভাস্থলে ঐ সমস্ত সভ্যবৃন্দে সমাবৃত হইয়া, দেবগণে পরিবৃত দেবলোকে দেবপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

এই রূপে সমস্ত সভ্যগণ যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপাসীন হইলে, দশানন সভার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক প্রহস্ত নামক সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ;— সেনাপতি! দেখ, তোমার অধীনে যে সমস্ত রণচতুর চতুরঙ্গ-সৈন্য আছে, তুমি তাহাদিগকে অগ্রে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া আইস। শ্রবণমাত্র সেনাপতি অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেনাদলের কতকগুলিকে অন্তঃপুর, কতকগুলিকে অন্তঃপুরের বহির্ভাগ এবং অপর কতকগুলিকে সমস্ত নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, অবিলম্বে সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া কহিল ;—মহারাজ! আপনার নিয়োগে সৈন্যদল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষমে নিশ্চিন্ত হউন, অতঃপর যদি আর কোন অভিপ্রায় থাকে, অনুমতি করুন।

এই বলিয়া সেনাপতি প্রহস্ত আসন পরিগ্রহ করিলে, দশানন তৎশ্রবণে সমাগত সভ্যবৃন্দকে আহ্বান এবং দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—সুহৃদ্‌গণ! তোমরা আন্তরিক যত্নের সহিত প্রতিনিয়ত আমার শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া

থাক; কি শুভাশুভ, কি সুখ দুঃখ, কি লাভালাভ, কি হিতাহিত; তোমরা সকল বিষয়েই সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সদুপদেশ দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছ; আমিও সর্ব্বদা তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই সকল কার্য্য করিতেছি। এমন কি, তোমাদের ন্যায় গুণভূষণ সুহৃদ্বর্গকে লাভ করিয়া, আমি সময়ে সময়ে সুরগণ-বেষ্টিত সুরপতির তাদৃশী অনপায়িনী সৌভাগ্য লক্ষ্মীকেও তিরস্কার করিয়া থাকি। ইহাতেই বোধ হইতেছে, তোমাদের পরামর্শে আমি সম্প্রতি. যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা অবশ্যই পরিপক্কতায় পরিণত হইবে। মন্ত্রিগণ! এই রণপণ্ডিত কুম্ভকর্ণ ছয় মাস কাল নিদ্রিত ছিলেন, এজন্য এতদিন আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ কিছুই জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ইনিও সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব অদ্য কেবল ইহাঁর কর্ণগোচরার্থই তোমাদের সমক্ষে পুনর্ব্বার তৎকার্য্যের প্রস্তাব করিতেছি। দেখ, আমি শূর্পণখার উত্তেজনায় নিশাচর-নিষেবিত জনস্থান হইতে রামের প্রিয়তমা ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু মন্ত্রিগণ! তদবধি এ পর্য্যন্ত আমি অনেক যত্ন করিলাম, ক্রোধে কত প্রকার ভয় প্রদর্শনও করিলাম; কিন্তু সেই অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী অলসগামিনী কামিনী কামুক দশাননের ক্রোড়ে কোন রূপেই আরোহণ করিল না। আমি কত স্থানে কত প্রকার কমনীয়কান্তি কামিনী

কুল নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু সীতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমনী এ পর্য্যন্ত আমার নেত্রপথ অলঙ্কৃত করে নাই। আহা! সেই কুরঙ্গনয়না কামিনীর মধ্যদেশ মৃগরাজের ন্যায় নিরতিশয় ক্ষীণ, নিতম্বদেশ নিতান্ত মাংসল এবং বদনমণ্ডল শারদ পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় অতীব রমণীয়। অধিক কি, সেই কামিনী সর্ব্বথা ময়নির্ম্মিতা কনকময়ী মায়ার ন্যায় মনোহারিণী। নিশাচরগণ! সত্য বলিতে কি, সাক্ষাৎ পাবকশিখা অথবা সূর্য্যপ্রভা সদৃশী সেই রূপসীর সুগঠিত নাসা সমন্বিত সুন্দর বদনমণ্ডল ও অসামান্য সৌন্দর্য্যলহরী অবলোকন করিয়া অবধি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে দিবানিশি ধিক্ ধিক্ করিয়া কামানল জ্বলিতেছে। তন্নিবন্ধন আমার শরীরও দিন দিন ক্রমশঃ বিশীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি এক দিন অসহ্য কাম বেদনায় অধীর ও জানকীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া, তাহাকে বশে আনিবার জন্য প্রথমতঃ বিস্তার অনুনয়, তৎপরে কত প্রকার ভয় প্রদর্শনও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত না হইয়া, পতির প্রতীক্ষায় সম্বৎসর কাল আমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছিল, তৎকালে আমিও তাহার বাক্যে সম্মত হইয়াছিলাম; সত্য, কিন্তু এত দীর্ঘকাল অসহ্য কামবেদনা আমি কিরূপে সহিব? মন্ত্রিগণ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, সম্মুখে এই ভীষণ জল-জন্তু-বিলোড়িত অপার জলধি; বানরী সেনা সহ রাম, লক্ষ্মণ কি ইহা পার হইতে পারিবে? অথবা হইতেও

পারে, একমাত্র সামান্য বানরেই যখন সাগর পার হইয়া লঙ্কার এরূপ দুর্দ্দশা করিল, তখন কার্য্যের গতি এবং ভবিতব্যতার প্রভাব নিতান্তই দুর্জ্জেয়, সন্দেহ নাই। অতএব বন্ধুগণ! তোমরা এক্ষণে একত্রিত হইয়া ইহার সুমন্ত্রণা স্থির কর। যদিও আমি নিশ্চয় জানি, যে সামান্য নর বানর হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই; তথাপি হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। দেখ, দেবাসুরযুদ্ধেও আমি তোমাদের সাহায্যেই বিজয়মহোৎসব অনুভব করিয়াছি। এখও তোমরাই বর্ত্তমান; কিন্তু তথাপি প্রমত্ত থাকা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য; কারণ, আমি শুনিলাম; রাম হনূমানের দ্বারা সীতার অন্বেষণ লইয়া সুগ্রীব সহ অসংখ্য বানরী সেনায় সমবেত হইয়া সম্প্রতি সাগরের উপকূলে অবস্থান করিতেছে। অতএব মন্ত্রিগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিবে; যাহাতে জানকীরে রাক্ষসকুল-গৌরবের সহিত প্রত্যর্পণ করিতে না হয়, এবং রামের জীবনের সহিত তদীয় গর্ব্বও খর্ব্বিত হয়। সামান্য বানরী সেনার সাহায্যে সাগর পার হইয়া বৈরানল প্রজ্বলিত করে, ত্রিলোক মধ্যেও ত এমন বীর পুরুষ আমার নেত্র-গোচর হয় নাই।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, তদীয় তাদৃশী অসঙ্গত কথা কর্ণগোচর করিবামাত্র বীর কুম্ভকর্ণ আপাততঃ ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিল, কহিল;—মহারাজ! বোধ

হইতেছে, এত দিনের পর বুঝি দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইলেন। আপনি যখন সেই পতিব্রতা, সাক্ষাৎ কমলা-রূপিণী জানকীরে পতির পার্শ্ব হইতে অপহরণ করিয়াছেন, তখন আপনার সুখের আশা যামুন পূরয়িত্রী যমুনার সাগর পূরণের ন্যায় নিতান্তই দুরাশামাত্র। রাক্ষসনাথ! সত্য বলিতে কি, চপলতা বশতঃ সেই পতিপ্রাণা রমণীরে অপহরণ করিয়া আপনি নিতান্তই অসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেখুন, যে রাজা নীতিচক্ষু উন্মীলিত করিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাকে কদাচ অনুতাপ করিতে হয় না, এবং সাম্রাজ্য লক্ষ্মী চাঞ্চল্যভাব পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোড়েই অটল ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। ন্যায়ানুসারে সামাদির অনুসরণ না করিয়া যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, আভিচারিক যাগে আহুত হব্যের ন্যায় তৎসমস্তই পরিণামে নিতান্ত দোষাবহ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের পরে এবং পর কর্ত্তব্যের পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করে, সে নিতান্ত মূঢ় ও সর্ব্বথা নীতিচক্ষুবিহীন। লঙ্কেশ্বর! আপনি মায়াবলে কপটরূপ ধারণ করিয়া যখন বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই অচিন্তনীয় অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন যে রাম আপনাকে বিনাশ করেন নাই, এই পরম সৌভাগ্য! কারণ, ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য হইলেও হংসেরা আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক যেমন লঙ্ঘন করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অতিচপলের সমধিক বল

থাকিলেও ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ অবসর পাইয়া অনায়াসেই তাহারে অবসন্ন করিতে পারে।

এই বলিয়া কুম্ভকর্ণ প্রভুর মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আবার কহিতে লাগিল; মহারাজ! যাহা হউক, আপনি তজ্জন্য আর মনস্তাপ করিবেন না; আজ্ঞা করুন, আমি এই উদ্যমেই গিয়া আপনার শত্রুকুল নিপাত করিয়া আসি। রাক্ষসরাজ! আমাকে সামান্য রাক্ষস মনে করিবেন না। আমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীরদর্প-মিশ্রিত অতি ভীষণ সিংহনাদ করিব, যখন আমার ক্রোধানল প্রজ্ব-লিত হইয়া একেবারে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইবে; তখন সামান্য নর বানর কেন, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, কুবের; অধিক কি সাক্ষাৎ ত্রিদশনাথকেও তখন প্রাণ-ভয়ে ত্রিলোক ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে। অতএব মহারাজ! বীর কুম্ভকর্ণ জীবিত থাকিতে আপনার বিষাদের বিষয় কি! আপনি এ বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকুন, সুখে মধুপান করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করুন এবং অপার আনন্দের সহিত অনন্তর বিহিত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে থাকুন। বীর কুম্ভকর্ণের হস্তে রামের মনুষ্যোচিত কোমল প্রাণ বিনিষ্ট হইলে, অনাথা সীতা তখন কাজে-কাজেই আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া কুম্ভকর্ণ বিরত হইলে, রাবণের বাম পার্শ্বে আসীন মহাপার্শ্ব নামে এক মহাবল নিশাচর তদীয় চিত্তানুবর্ত্তনের জন্য চিন্তা করিয়া কহিল;—মহারাজ! যে ব্যক্তি শ্বাপদাকীর্ণ কাননে গিয়া ভয়প্রযুক্ত দৈবলব্ধ মধুপান না করে, তাহার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। অতএব আপনি যে জনস্থান হইতে জানকীরে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্যই হইয়াছে। তাহাতে আপনার মনস্তাপ পাইবার ত কোন কারণই দেখিতেছি না। লঙ্কানাথ! আপনি লঙ্কার, কেবল লঙ্কার কেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোকেরই ঈশ্বর; সুতরাং পরদারা হরণ জনিত পাপে ঈশ্বরের আর ভয় কি? আপনি অক্ষুব্ধচিত্তে বৈদেহীর সহিত বিহার করুন। যদি সে হতভাগিনী অবলা-জনোচিত হীনবুদ্ধি প্রভাবে ভবাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পুরুষের করস্পর্শ না করে, কুক্কুটবৃত্তি অনুসারে বল প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই ত আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে। মহারাজ! "আপনার বিপদ্!" এ কথা, যেমন আকাশে কুসুম; তথাচ যদি কিছু উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারও সুখসাধ্য। এই

মহাবল কুম্ভকর্ণ, এই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ইহাঁরা আমাদের সাহায্য পাইলে সমরে সবজ্র বজ্রধরকেও যখন বিক্ষোভিত করিতে পারেন, তখন সামান্য নর বানর হইতে বিপদ্ সম্ভাবনা কেবল কথামাত্র। যাহা হউক, মহারাজ! এক্ষণে উপস্থিত শত্রু বিনাশে আমার সুমন্ত্রণা শ্রবণ করুন;— সাম, দান ও ভেদ, এ তিনটী উপায় কেবল দুর্ব্বলের অবলম্বিত; আমরা যখন প্রবল, তখন আমার মতে একেবারে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

কামুক রাবণ মহাপার্শ্বের মুখে তাদৃশী কামোদ্দীপনী কথা কর্ণগোচর করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন;— বীর! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য; কিন্তু বলাৎকার পূর্ব্বক বিহার বিষয়ে আমার এক বিষম ব্যাঘাত আছে। তাহা আমি এতদিন কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই; অধুনা কার্য্যবশাৎ সেই রহস্য কথার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর;—অনেক দিন হইল, আমি একদা বিমানা-রোহণে আকাশ পথে বিচরণ করিতেছি; এমন সময়ে দেখিলাম, এক লাবণ্যময়ী কামিনী, যেন সাক্ষাৎ কমলা অগ্নিশিখার ন্যায় আকাশতল একেবারে উজ্জ্বল করিয়া, নিতম্বমন্থর গমনে পিতামহভবনে গমন করিতেছে! দেখিবামাত্র কামশরে আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জরিত হইতে লাগিল; তখন আমি সেই কামিনীকে কামবশে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কত প্রকার অনুনয়

বিনয় করিয়া কহিলাম ; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। ক্রমে আমার মনোমধ্যে মনোভবের সহিত কিঞ্চিৎ ক্রোধেরও সঞ্চার হইতে লাগিল ; তন্নিবন্ধন আমি সেই কামিনীকে বলাৎকার পূর্ব্বক বিবসনা করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিলাম। অনন্তর সেই ললিতাঙ্গী ললনা গজদলিত নলিনীর ন্যায় আলুলায়িত বসনে রোদন করিতে করিতে স্বয়ম্ভূর সন্নিধানে উপনীত হইলে, পিতামহ তদীয় মুখে মৎকৃত পরাভবের কথা শ্রবণ করিয়া রোষকষায়িত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন ; হা পাপিষ্ঠ দশানন ! আমি অভিসম্পাত করিতেছি, তুমি পুনর্ব্বার যদি অন্য কোন কামিনীর প্রতি এরূপ অত্যাচার কর, তাহা হইলে তোমার মুণ্ড তৎক্ষণাৎ শত খণ্ড হইয়া পড়িবে। বীর ! তদবধি আমি অন্য কামিনীকে আর বলাৎকার করি না এবং তন্নিমিত্তই আমি সীতার প্রতিও বল প্রকাশ করিতেছি না ; কখন অনুনয়, বিনয়, কখন বা ভয় প্রদর্শনও করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিতেছে না। কিন্তু মহাপার্শ্ব ! আশু কোন ফল না পাইলেও পরিণামে ও ফল আমারই ভোগ্য। কারণ, সমর ক্ষেত্রে আমার বৈরানল যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরের ন্যায় শত শত শরজাল আমার শরাসন হইতে উন্মুক্ত হইয়া যখন ত্রিলোক আলুলায়িত করিয়া ফেলিবে, আমার বীরদর্প মিশ্রিত ভীষণ সিংহনাদ যখন দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবে, তখন তুচ্ছ

রাম কেন, স্বয়ং মৃত্যুকেও মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। আমার এই মহাসাগরের ন্যায় অপ্রতিহত বেগ, এই বায়ুতুল্য অব্যাহত গতি, এই অনন্যসুলভ প্রতাপ, বোধ হয়, রাম ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই; জানিয়া শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি গুহাশায়ী নিদ্রিত কেশরীকে জাগরিত করিতে অভিলাষ করে? কোন্ ব্যক্তিই বা ক্রোধাকুল কালের ক্রোধোদ্দীপন করিতে বাসনা করে? এই বলিয়া দশানন অসীম কোপে অনবরত দশানন দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর ধার্ম্মিকচূড়ামণি বিভীষণ দশাননের তাদৃশী অসঙ্গত কথা এবং কুম্ভকর্ণের তাদৃশ কোপকঠোর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন;—মহারাজ! আপনি যাঁহাকে মনোহারিণী মনে করিতেছেন, আপনার পক্ষে তিনি যে সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিণী; তাহা কি এপর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই? তাঁহার অতিবিশাল বক্ষঃস্থলই মহাভোগ; চিন্তাই গরল; ঈষৎ হাস্যই সুতীক্ষ্ণ দশন এবং পাঁচটী অঙ্গুলীই উহার পঞ্চ ফণার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মহারাজ! সেই সীতারূপিণী

সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিনীকে আপনার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া, জানি না কোন্ শত্রু বৈরনির্য্যাতন একেবারে সিদ্ধপ্রায় মনে করিয়াছে। যাহা হউক, মহারাজ! এক্ষণে যদি কিছুকাল জীবিত থাকিয়া এই অতুল্য বৈভবসুখ অনুভব করিতে অভিলাষ থাকে, যদি সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য দাশরথির কোপানলে রাক্ষসকুলগৌরব ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা না থাকে, যদি সেই অমিতবীর্য্য অসংখ্য বানরী সেনার সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে এই স্বর্ণপুরী লঙ্কা নগরীকে অলুলায়িত করিতে বাসনা না থাকে, রামের সীতা রামের করে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লউন। নতুবা আর রক্ষা নাই। সেই জগদেকবীর আর্য্য দাশরথি সাক্ষাৎ জগদন্তকারী পিনাকপাণির ন্যায় যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন, তদীয় বিশাল বাহুনির্ম্মুক্ত শত শত শাণিত শরজালে যখন জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে; কি কুম্ভকর্ণ, কি কুম্ভ, কি নিকুম্ভ, কি মহাপার্শ্ব, কি মহোদর, কি ইন্দ্রজিৎ, কি অতিকায়; কাহার সাধ্য, যে সমরক্ষেত্রে তখন তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে। অধিক কি, আপনি যদি তৎকালে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কিম্বা সাক্ষাৎ কৃতান্তের অঙ্কেও ভয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকেন, অথবা আকাশতলে বা পাতালতলেও যদি প্রবেশ করেন, তথাপি আপনার নিস্তার থাকিবে না। রাক্ষসরাজ! আপনিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না, গুরুতর শিলাখণ্ড কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক মহাসাগর মধ্যে সন্তরণ করিয়া কে কত কাল জীবিত

থাকিতে পারে? সাক্ষাৎ কালসর্পিনী করাল ফণামণ্ডল বিস্তার করিয়া যাহার কণ্ঠে দুলিতেছে, এমন কোন্ ব্যক্তিই বা কতকাল কালকে বঞ্চনা করিয়া থাকিতে পারে?

ঐ সময়ে রাবণের পরম হিতৈষী প্রহস্ত নামক নিশাচর বিভীষণের কথায় নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া কহিল;— বিভীষণ! অতিভীষণ রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে রাক্ষস সামান্য শত্রু সহ সমরেও পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে, তাহার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। বল দেখি, যে বংশে দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই, সেই মহাবল রাক্ষসবংশ জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা সামান্য নর বানরকে কেন ভয় করিব? তৎশ্রবণে বিভীষণ কহিলেন; প্রহস্ত! তুমি যাহাই কেন না বল, পাপমতি ব্যক্তির স্বর্গাভিলাষের ন্যায়, বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় তোমাদের এ অভিলাষ কদাচ সুফলে পরিণত হইবে না। যেমন তরণী-বিহীন পুরুষ কখন সাগর পার হইতে পারে না, তদ্রূপ তোমরাও সেই অগাধবুদ্ধি অর্থবিশারদ আর্য্য দাশরথির সহিত সমরে জয় লাভ করিতে পারিবে না। রাম যেমন ধার্ম্মিক, যেমন সাংগ্রামিক, জগতীতলে কার্য্যদক্ষতাও তাঁহার তেমনি প্রথিত আছে। রণস্থলে তাঁহার সেই বীরদর্পমিশ্রিত ভীষণ চীৎকার, সাক্ষাৎ জগদন্তকারী পিণাকপাণির ন্যায় সেই সমরদক্ষতা, সেই কৃতান্ততুল্য ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর কি পন্নগ, ভয়ে সকলের শোণিতরাশিই

যখন শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তোমরা ত অতি সামান্য রাক্ষস। প্রহস্ত! সেই জগদেকবীর আর্য্য রামচন্দ্রের বিশাল বাহুযুগল হইতে সুশাণিত শরজাল উন্মুক্ত হইয়া এখনও তোমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই, এই জন্যই তুমি এত আত্মশ্লাঘা করিতেছ। অধিক কি, প্রহস্ত! তোমরা ত অতি সামান্য রাক্ষস, সাক্ষাৎ নরান্তক, বা সুরান্তক আসিয়া শত্রুতাচরণ করিলেও সমরক্ষেত্রে সেই শত্রুনিসূদন দাশরথির সমকক্ষ হইতে পারে না। এমন স্থলেও যে তোমরা নিবারণ না করিয়া রাবণকে আবার উৎসাহিত করিতেছ: ইহাতে বোধ হয়, তোমরা রাক্ষস-রাজের একরূপ মিত্ররূপী শত্রু। মহারাজও আবার তেমনি অবিমৃষ্যকারী, যে আমার হিত কথায় দৃক্‌পাতও না করিয়া, তোমাদের আপাতরম্য পরিণাম-বিরস কথাতেই বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। যাহা হউক, প্রহস্ত! তোমরা মহারাজের পরমসুহৃৎ, এবং আন্তরিক যত্নে প্রতি-নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষাও করিয়া থাক, সম্প্রতি ইনি অনন্ত-শরীর, সহস্রশিরা মহাবল কালসর্পের করাল কবলে পতিত হইয়াছেন, এ সময়ে ইহাঁকে রক্ষা করা তোমাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য। যেমন গ্রহপীড়িত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক নানাপ্রকার নিগ্রহ করিয়াও সুস্থ করিতে হয়, তদ্রূপ কুপথগামী রাজাকে কেশাকর্ষণ করিয়াও সৎপথে আনয়ন করা সুহৃদ্দিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য। অতএব প্রহস্ত! আমাদের মহারাজ অনবধানতা বশতঃ সম্প্রতি

রামরূপ সুগভীর সাগরে পতিত হইয়াছেন, নিমগ্ন হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও সময় আছে, অতএব এই সময়ে অর্থাৎ পাতালতলে প্রবিষ্ট হইতে না হইতেই সুমন্ত্রণারূপ তরণী দ্বারা ইহাঁর উদ্ধার সাধন কর। আমার মতে এক্ষণে রামের সীতা রামের করে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লওয়াই সর্ব্বাংশে সৎ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া বিনীতশীল বিভীষণ বিরত হইলে, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ তাঁহার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিল; পিতঃ! পিতৃব্যের কথা শুনিয়া যে আমি হাস্য আর সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইনি রাক্ষসকুলে জন্ম, গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু ইহাঁর আচার ব্যবহার নিতান্তই মনুষ্যোচিত। যাহারা প্রসিদ্ধ রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহাদের মুখেও ত এমন আশ্চর্য্যের কথা কখন কর্ণগোচর করি নাই। ইহাঁর নৈসর্গিক ভীরুতা দেখিয়া, এমন কি, ইহাঁকে রাক্ষসবংশসম্ভূত বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না। কি আশ্চর্য্য! রাম অতি সামান্য মনুষ্য; বানরগুলিও একরূপ পশু বিশেষ; আমরা মনে করিলে নিশ্বাসমারুতেই তাহাদিগকে নিঃশেষিত

করিতে পারি; সুতরাং তাহাতে আবার আশঙ্কার বিষয় কি, মন্ত্রণাই বা কি? মহারাজ! আপনি ত অবগতই আছেন; ত্রিলোকমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর পুরুষ; আমি একমাত্র বাহুবল অবলম্বন করিয়া কি তাহাকেও ভূতলে অবতারিত করি নাই? ঐ সময়ে সমস্ত দেবতাকুল ভয়ে আকুল হইয়া কি ঊর্দ্ধশ্বাসে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল না? এবং যখন আমি ঐরাবতকে ভূতলশায়ী করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করি, আমার ক্রোধানলে ত্রাসিত হইয়া তৎকালে সুরগণের শোণিতরাশিই কি শুষ্ক হইয়াছিল না? অতএব আমি সেই সুরদর্পহারী ইন্দ্রজিৎ হইয়া অধুনা সামান্য নর বানর সহ সংগ্রামে কেনই বা পরাঙ্মুখ হইব।

এই বলিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ বিরত হইলে, মহামতি বিভীষণ তদীয় তাদৃশী অসঙ্গত কথা কর্ণগোচর করিয়া ঈষৎ কোপ সহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, তোমার বুদ্ধি এখন পর্য্যন্তও পরিপক্কতায় পরিণত হয় নাই; তাহা না হইলে, তুমি সভামধ্যে আত্মবিনাশের হেতুভূত এতাদৃশ প্রলাপ বাক্য ওষ্ঠের বাহির করিবে কেন? তুমি রাবণের আত্মজ, সুতরাং তোমাকে তাঁহার মিত্র বলিয়াই সকলে জানিত। কিন্তু তুমি যে এক জন মিত্ররূপী শত্রু, তাহা আজ সর্ব্বথা প্রকাশ পাইল। নতুবা প্রকৃত মিত্র হইলে, সাক্ষাৎ কৃতান্তের করাল কবলে পতনোন্মুখ বান্ধবের উদ্ধার চেষ্টা না করিয়া, কদাচ

এত উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে না। যাহা হউক, ইন্দ্রজিৎ! এক্ষণে আমার হিত কথায় কর্ণপাত কর; এবং মহারাজ যাহাতে সৎপথে পদার্পণ করেন, তদ্বিষয়েই বিশেষ চেষ্টা কর।

ষোড়শ অধ্যায়।

দুর্ন্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইলে, অতি বিচক্ষণ লোকেরও বুদ্ধিভ্রংস ঘটিয়া উঠে। সান্নিপাতিক বিকার-গ্রস্ত রোগী যেমন প্রকৃত পথ্যে বিরক্তি এবং অপথ্যে অনুরক্তি প্রকাশ করে, তদ্রূপ আসন্নমৃত্যু দশানন বিভীষণের তাদৃশী কল্যাণকরী কথায় দৃক্‌পাতও করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধে অধীর হইয়া উদ্ধত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; বিভীষণ! দুর্ব্বলের মতাবলম্বী হইয়া চলিলে আমার এই একাতপত্র সাম্রাজ্য মধ্যে এতদিন আমাকে অনেক প্রকার পরাভব সহ্য করিতে হইত। তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল, বীর পুরুষোচিত বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা তোমার চিত্তে উদিত হইবে কেন?

এই বলিতে বলিতে দশাননের ক্রোধানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তৎকালে তাঁহার কলেবর কোপাবেগে অনবরত বিকম্পিত ও সুপ্রশস্ত বিংশতি নেত্র জ্বলদঙ্গারবৎ আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি

রোষাবেশে ঘন ঘন দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে নিতান্ত পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিলেন; রে রাক্ষসাধম বিভীষণ। রে রাক্ষসকুলকণ্টক শত্রুপক্ষপালিন্! এত কাল স্বর্ণ বৃক্ষ ভ্রমে আমি কি বিষবৃক্ষেই জলসেক করিয়াছিলাম, স্বর্ণহার ভ্রমে এত কাল কি কাল সর্পকেই কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তুই যে আমার পরম শত্রু, এত কাল ছদ্মবেশে মিত্রবৎ ভান করিয়া আমার গৃহে অবস্থান করিতেছিস্, এত দিন আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, আজ সর্ব্বথা অবগত হইলাম। রে দুরাত্মন্! পরম শত্রু, অথবা ক্রোধাকুল কাল সর্পের সহিতও একত্র বাস করা সম্ভবে, কিন্তু আত্মীয় ব্যক্তি শত্রু, বা শত্রুর পক্ষপাতী হইলে, তাহার সহিত একত্র বাস কোন রূপেই সম্ভবে না। বিশেষ তুই আমার জ্ঞাতি, জ্ঞাতির বিপদ্ দেখিলে জ্ঞাতির চিত্তে যে সমধিক আনন্দ জন্মে, এ কথা সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকেই প্রসিদ্ধ আছে এবং আমিও ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি। জ্ঞাতি ব্যক্তি যদি জ্যেষ্ঠ, বিদ্বান্, ধর্ম্মশীল, বলবান্; সুতরাং বিষয়রক্ষক হয়, তাহার অবমাননা বা অনিষ্টের নিমিত্ত রন্ধ্রান্বেষণ করা লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং আমার অবমাননার জন্য তুই যে সম্প্রতি শত্রুপক্ষে পক্ষপাত করিবি, তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে। জ্ঞাতিদিগের চিত্ত নিতান্তই ভয়ানক, গূঢ়নক্র সরোবরের ন্যায় উহার অভিপ্রায় নিতান্তই কুটিল। বিভীষণ! এই সম্বন্ধে আমি একটী পুরাবৃত্তের

উল্লেখ করিতেছি; পূর্ব্বে পদ্মবনস্থিত কতকগুলি করী কয়েক জন মনুষ্যকে পাশ হস্তে আসিতে দেখিয়া পরস্পর কহিয়াছিল;—অগ্নি, বা সুশাণিত অস্ত্র, অথবা পাশও আমাদের সম্বন্ধে তত ভয়ানক নহে, আমরা কুসন্ধানপটু স্বার্থপর জ্ঞাতিকে যত ভয় করি; কারণ, জ্ঞাতি হইতেই আমাদিগকে চিরকাল দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। অতএব বিভীষণ! জগতীতলে যত প্রকার ভয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই নিতান্ত কষ্টদায়ক। যেমন নববৎসা গাভীতে দুগ্ধ, নবীনা নারীতে চাপল্য, প্রবীন ব্রাহ্মণে তপস্যা; তদ্রূপ জ্ঞাতিতে হিংসাও প্রকৃতিসিদ্ধ। রে রাক্ষসাধম! আমি যে এই অতুল্য সাম্রাজ্যসুখ একাতপত্রে উপভোগ করিতেছি, এবং ত্রিলোকের যাবতীয় লোকেই যে আমাকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে, বোধ হয়, তোর ক্রুর অন্তঃকরণে উহা নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে; তাহা না হইলে তুই সভামধ্যে শত্রুর পক্ষপাতী হইয়া এমন ঘৃণার কথা ওষ্ঠের বাহির করিবি কেন? যেমন পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দু সকল এক জাতিয় হইয়াও পরস্পর মিলিত হয় না, তদ্রূপ অভিন্ন ও এক বংশোৎপন্ন হইলেও অনার্য্য লোকের সহিত প্রকৃত সখ্যভাব কদাচ সংঘটিত হইতে পারে না; শরৎকালের জলদাবলী যেমন কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন প্রকৃত ফলোপধায়ক হয় না, তদ্রূপ অনার্য্য লোকের সহিত মিত্রতা করিলে, তাঁহা হইতে কস্মিন্ কালেও

উপকারের আশা করা যাইতে পারা যায় না; যেমন মধুকরেরা মধুলোভে উন্মত্ত ও বিকসিত কাশকুসুমে উপবিষ্ট হইলেও মধুর লেশমাত্র উপভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ অনার্য্য লোকের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত উপকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না; যেমন উন্মত্ত মাতঙ্গদল সরোবরে অবগাহন করিয়া, তৎপরক্ষণেই আবার কর দ্বারা ধূলিপটল গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ মলিন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অকৃতজ্ঞ ও অনার্য্য লোকেরাও পূর্ব্বকৃত সখ্যভাব ও স্নেহভাব সর্ব্বথা নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব রে রাক্ষসাপসদ ক্রূরাত্মা বিভীষণ! তোরে ধিক্! তোর কার্য্যে ধিক্ এবং তোর অনর্থক বাগাড়ম্বরেও ধিক্! এই সভামধ্যে যদি অন্য কেহ আমার সমক্ষে এই রূপ ঘৃণার কথা ওষ্ঠের বাহির করিত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দেখাইতাম।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় সুদীর্ঘ ললাট পট্টে ক্রোধসূচক ভীষণ ভ্রূকুটী সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ধার্ম্মিক বিভীষণের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ গদা ধারণ পূর্ব্বক চারিজন প্রধান রাক্ষস সহ আকাশতলে উত্থিত হইয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—মহারাজ! আপনাকে আর অধিক কি কহিব। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুতরাং পিতৃতুল্য সম্মানভাজন। অতএব যাহা বলিতে

ইচ্ছা হয়, বলুন, কিন্তু ইহাও জানিবেন, আপনি অধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যে সমুদায় ঘৃণার কথা কহিতেছেন, তাহা কেবল আমিই সহ্য করিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম কখনই সহ্য করিবেন না। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, বলিয়া আমি আপনার হিতকামনায় যে সকল কথা বলিয়াছিলাম. তাহা কোন রূপেই যখন আপনার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন বুঝিলাম, আপনি নিশ্চয়ই কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ! আপাত-রম্য কতকগুলি কথা দ্বারা প্রভুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে, এমন লোক অনেক দেখা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি উচিত কথা অপ্রিয় হইলেও অবাধে প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত পরিণামমধুর বাক্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে, এমন বক্তা এবং এতাদৃশ শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ- আপনি যখন পরিণাম না ভাবিয়া এতাদৃশ অপরিণামদর্শী বান্ধবগণের আপাতরম্য বাক্যেই সবিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছেন, তখন বোধ হয়, মৃত্যু আপনার অতি সন্নিহিত হইয়াছে। রাক্ষসনাথ! স্বচক্ষে গৃহ প্রজ্ব-লিত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিতে নাই, এই জন্যই আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি দুরন্ত কাল সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, আমার বাক্যে দৃক্‌পাতও করিলেন না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, জগতী-তলে জীবগণ যতই বলবান্ এবং যতই অস্ত্রকুশল হউক না কেন, কাল উপস্থিত হইলে, সিকতাময় সেতুর ন্যায়,

সকলকেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যাহা হউক, মহা-রাজ। আমি আপনার কনিষ্ঠ, শুভ বা অশুভ নিবন্ধন যদি কিছু কটূক্তি করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন, এই একাতপত্র সাম্রাজ্য সাবধানেই রক্ষা করিবেন, সম্প্রতি আমি চলিলাম। প্রার্থনা করি, আপনি পূর্ব্বের ন্যায় সুখে সাম্রাজ্য শাসন করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া বিভীষণ, চারিজন প্রধান রাক্ষস সহ, যথায় সেই আজানুলম্বিতবাহু দয়াময় দাশরথি অবস্থান করিতেছেন, যথায় বীর লক্ষ্মণ বিনীতবেশে কৃতাঞ্জলিকরে যেন কনিষ্ঠ-ভাবের পরাকাষ্ঠাই দেখাইতেছেন, এবং যথায় বানরী সেনা আসীন হইয়া যেন দ্বিতীয় মহাসাগরের শোভাই বিস্তার করিতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বিভীষণের শরীর পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড এবং বজ্রের ন্যায় সারবান্। তাহাতে আবার সমুজ্জ্বল বিবিধ রত্নালঙ্কার বিকাশিত থাকায়, তাঁহাকে পুষ্পিত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার বিশাল বাহুযুগলে শাণিত অস্ত্র ও সুতীক্ষ্ণ অসিলতা দুলিতেছে। তৎসহাগত অনুচরেরাও ভীমবিক্রম, অস্ত্রধারী এবং বিবিধ ভূষণে বিভূষিত। কপিরাজ সুগ্রীব সহসা

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে হনূমান্ প্রভৃতি মন্ত্রকুশল মন্ত্রিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, ইহার আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ইহাকে রাক্ষস বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, ইহার অভিপ্রায় যে সৎ, তাহা কে বলিতে পারে। আমার বোধ হইতেছে, ইহারা রাবণের চর, ছল করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেই আসিতেছে। তৎশ্রবণে হনূমান্ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ নিশাচরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া শাল, তাল ও বৃহৎ বৃহৎ শিলা খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন; কপিরাজ! আপনি সামান্য নিশাচর দেখিয়া এত অশুভ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আজ্ঞা করুন, আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে দুরাত্মাদিগের প্রাণ নাশ করিয়া আপনার অলিক আশঙ্কা অপসারিত করি।

প্রবল বানরেরা বলগর্ব্বে এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে বিনীতশীল বিভীষণ আসিয়া সাগরের উত্তর তীরে উপনীত হইলেন। এবং কিয়ৎকাল সাগরোপান্তে উপবেশন পূর্ব্বক পথশ্রান্তি বিদূরিত করিয়া সুগ্রীবকে আহ্বান করত মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন;—কপিরাজ! আমি রাক্ষসরাজ দুর্দ্দান্ত দশাননের অনুজ, আমার নাম বিভীষণ; আমি পরিণাম ভাবিয়া সেই অপরিণামদর্শী দশাননকে কত প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া কহিলাম, রাক্ষসরাজ! আর্য্যা

জানকী সামান্যা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ কমলা, তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আপনি নিতান্তই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব এখনও সময় আছে, যদি কিছুকাল জীবিত থাকিয়া এই একাতপত্র সাম্রাজ্যসুখ অনুভব করিতে অভিলাষ থাকে, এই সময়ে রামের সীতা রামের করে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লউন। কিন্তু কপিরাজ! কাল সন্নিহিত হইলে, তন্নিবন্ধন অতিবিচক্ষন ব্যক্তিরও মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া উঠে। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি আসন্ন সময়ে প্রকৃত পথ্যে অনাদর প্রদর্শন করে, তদ্রূপ সে আমার হিত কথায় দৃক পাতও না করিয়া, নিতান্ত পরুষ বাক্যে আমাকে দাসের ন্যায় সভামধ্যে অপমানের একশেষ করিল। অতএব মহাত্মন্! আমি দুরাত্মার দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া পুত্র কলত্র সমুদায় বিসর্জন পূর্ব্বক জগৎশরণ্য মহাত্মা রামের শরাণাপন্ন হইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আগমন সংবাদ একবার তাঁহার কর্ণগোচর করুন।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরক্ত হইলে, সুধীর সুগ্রীব তদীয় কথা কর্ণগোচর করিয়া অবিলম্বে রামচন্দ্রের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন ;—সখে! আমাদের সেনাদলের মধ্যে সহসা এক অসম্ভাবিত শত্রু আসিয়াছে। যেমন পেচকেরা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বায়সদিগের প্রাণ নষ্ট করে। হয়ত, ইহারাও সেই রূপ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব হে অরিনিসূদন! এক্ষণে

আপনি মন্ত্রণা, ব্যূহ, নীতি ও চার প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া থাকুন, যেন ছল পাইয়া কোন অনিষ্ট সম্পাদন করিতে না পারে। রাক্ষসেরা স্বভাবতই অতি নিষ্ঠুর, শূর ও কামরূপী, উহারা সময়ে সময়ে এরূপ দুর্ভেদ্য-মায়াজাল বিস্তার করে, যে কাহার সাধ্য, সহসা উহার উদ্ঘাটন করে। অতএব উহাদিগকে কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহারা রাবণের চর, আমাদিগের পরস্পরকে ভেদ করিয়া দিবার জন্য এইরূপ বিনীতবেশে আসিয়াছে, অথবা উহারা যেরূপ পরাক্রমশালী, যেরূপ রণচতুর, তাহাতে কোন ছিদ্র পাইলে, স্বয়ংও যে কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশ না করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে। সখে! মিত্রবল এবং ভৃত্যবল, বিশেষ বিচার না করিয়াও অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু পরিণাম না ভাবিয়া সহসা শত্রু-বল অবলম্বন করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব রাজকুমার! বিভীষণ বিনীতশীল হইলেও আপনার পরম-শত্রু দশাননের ভ্রাতা; সুতরাং তাহারই সহজ মিত্র; সম্প্রতি শত্রুপক্ষ হইতেই আসিয়াছে, অতএব উহাকে সহসা কোন মতেই বিশ্বাস করিবেন না। আর ইতস্ততঃ না ভাবিয়া আমার মতে ইহাকে শীঘ্র বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া কপিরাজ বিরত হইলে, বিচক্ষণ রাম তদীয় কথা কর্ণগোচর করিয়া সন্নিহিত প্রধান প্রধান বানর-

দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; বানরগণ! দেখ, মহাত্মা সুগ্রীব নানাবিধ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক বিভীষণের সম্বন্ধে যে যে কথার প্রস্তাব করিলেন, তাহা ত তোমরা সকলেই শুনিলে? এ বিষয়ে তোমাদের মত কি? তোমরাও অতিবিচক্ষণ ও মন্ত্রণাচতুর; অতএব এ সম্বন্ধে তোমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহাও প্রকাশ কর। কপিগণ! দেখ, কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকারার্থ সদুপদেশ প্রদান করা বুদ্ধিমান্ ও হিতৈষী আত্মীয় লোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মহাত্মা রাম প্রিয় বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বানরেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল; প্রভো! আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন, আমরা বনের বানর, আপনার সমক্ষে আমরা আর কি মন্ত্রণা দিব। জগতীতলে আপনিই সুধীর, শূর, বিস্ময়কারী ও অতুল্য প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন, এবং অভিজ্ঞতা একমাত্র আপনাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; তথাচ যদি নিতান্ত আত্মীয় মনে করিয়া আমাদের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই অঙ্গদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করুন; কারণ আমাদিগের মধ্যে ইহাঁরাই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ এবং বিবিধ হেতু প্রদর্শনেও সুপটু।

এই রূপে কপিগণের কথার অবসান হইলে, অঙ্গদ রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে বিভীষণের পরীক্ষার নিমিত্ত কহিলেন; আর্য বিভীষণ! যখন জাতিতে

রাক্ষস, বিশেষ যখন শত্রুপক্ষ হইতেও আসিয়াছে, তখন নিতান্ত বিনীতশীল হইলেও, সহসা উহাকে গ্রহণ করা সন্দেহের বিষয় বটে। কারণ নিশাচরেরা স্বভাবতই নিতান্ত নিষ্ঠুর; সময়ে সময়ে এরূপ দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করে, যে কাহার সাধ্য সহসা উহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করে। অতএব আর্য্য! আমার মতে বিভীষণকে সহসা গ্রহণ না করিয়া, অগ্রে তাহাকে গ্রহণ কবিলে কি কি গুণ ও কি কি দোষ হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন কি কি ইষ্ট বা অনিষ্টই সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পর্য্যালোচনা করিয়া যদি দোষ দেখেন, ত্যাগ করিবেন, নচেৎ গ্রহণ করিলেই বা হানি কি?

অনন্তর অঙ্গদের কথার অবসান হইলে, শরভ নামক অপর এক সেনাপতি কহিলেন; প্রভো! বিভীষণ অবকাশ পাইতে না পাইতেই, তাহার গুণদোষের পরীক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র একজন বিশ্বস্ত দূত নিযুক্ত করুন। ঐ দূত দ্বারা তাহার স্বভাব অবগত হইলে, গ্রহণের যোগ্য হয়, গ্রহণ করিবেন, নচেৎ একেবারে চতুর্থ উপায়ই অবলম্বন করিবেন। তৎপরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ কহিলেন; আর্য্য! নিশাচরেরা দুরভিসন্ধি সাধনার্থ অনেকে অনেকরূপ ছল করিয়া থাকে, বিভীষণ যদি যথার্থ সরলচিত্তের হইত, তবে এরূপ বিপদ সময়ে ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিত না। উহাকে কখন বিশ্বাস করিবেন না। মৈন্দ কহিলেন; রাজকুমার! কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া

বিভীষণকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। উঁহার প্রকৃত অভি-প্রায় জানিবার জন্য, প্রথমে একজন অপরিচিত দূত নিয়োগ করুন, ঐ দুত নির্জ্জনে গিয়া নানা কথায় উঁহার মনোরঞ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত কথা জিজ্ঞাসিলে, দোষাদোষ সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

পরিশেষে মতিমান্ হনুমান্ সদ্ভাবগর্ভ সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; প্রভো! আপনি অতিধীর ও অতিবিচক্ষণ; বুদ্ধি এবং বাক্‌চাতুর্য্যে, এমন কি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও আপনাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। আপনাকে উপদেশ দেই, এমন সাধ্য আমার কি আছে। তথাচ যে আমি কিঞ্চিৎ বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা তর্কবাদের নিমিত্ত, বা অন্যান্য বক্তাদিগের উপর স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য, অথবা আপনার বুদ্ধিমত্তা কি বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করিবার বাসনায় নহে; কেবল আপনার গৌরব প্রকাশের নিমিত্তই কহিতেছি। আর্য্য! এই সমস্ত বিচক্ষণ সচিবেরা বিভীষণের গুণদোষ সম্বন্ধে যে সকল কথার প্রস্তাব করিলেন; সমুদায় যুক্তিসঙ্গত; সত্য, কিন্তু আমার মতে ঐ সকল মন্ত্রণা সর্ব্বথা দোষশূণ্যও নহে। প্রকৃতপক্ষে আপনি স্বয়ং বিভীষণের গুণদোষের পরীক্ষা না করিলে, কাহার সাধ্য, যে তাহার মনোগত ভাব উদ্ঘাটন করে।

এই বলিয়া সুধীর আবার কহিলেন;—না না, নিশাচর-দিগের সহিত আমাদের যখন ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত; তখন সহসা তাহাকে রাজসমীপে আনয়ন করা নিতান্তই

দোষাবহ। আর্য্য! এই সমস্ত বিচক্ষণ সচিবেরা যে সকল মন্ত্রণার উল্লেখ করিলেন;—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহার একটীও দোষশূণ্য নহে। ইঁহারা দূত নিযুক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা আপাতত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সত্য; কিন্তু তদ্দারা অর্থ সিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং তাহা অকারণ। আর মন্ত্রিবর ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, দশাননের অসময়ে বিভীষণের আগমন বিষয়ে সন্দেহ করিয়া যাহা কহিলেন; তাহাতে আমার এই বক্তব্য; যে লোকে পাপনিরত বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষের আশ্রয় লইবে, তাহাতে আবার সময় অসময় কি? ইহাতে তাহার বুদ্ধিমত্তাই বরং প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব তাহার আগমন বিষয়ে কেবল দোষের আশঙ্কা করা অন্যায়; তাহাতে কোন বিশেষ গুণও থাকিতে পারে। পরে মন্ত্রিবর মৈন্দও মন্ত্রণা দিলেন; যে একজন অপরিচিত চর দ্বারা উহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আর্য্য। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, একজন অপরিচিত ব্যক্তির জিজ্ঞাসায় প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি সহসাই প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে? কখনই না। অতএব প্রভো! আমার মতে বিভীষণকে অতিসাবধানে ব্যবহার মধ্যে রাখিয়া, স্বর এবং আকার, ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গী দ্বারা তাহার মনোগত ভাব অবগত হইবার চেষ্টা করুন। যদি সর্ব্বদাই প্রসন্নভাব, এবং সকল কথাতেই

বিশুদ্ধভাব দেখিতে পান, যদি সে সকল সময়ে সর্ব্বথা শটতাশূন্য, সুস্থ ও অসন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া সেনাদলের মধ্যে সখ্যভাবে বিচরণ করে, যদি তাহার মুখশ্রী কদাপি অপ্রসন্ন, এবং বাক্যগত কোন রূপ বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত না হয়, তবে তাহার প্রতি বৃথা আশঙ্কা করিয়া ফল কি? আর্য্য! তাহা হইলে বিভীষণের গুণ দোষ আপনি অচির কাল মধ্যেই পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কারণ, মনোগত অভিপ্রায় অধিক কাল গোপন রাখা বড়ই সুকঠিন। দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোকেরা যতই সাবধানে থাকুক না কেন, নিজ অসারল্যভাব গোপন রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাদের শারীরিক ভাবভঙ্গীই যেন বলপূর্ব্বক আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। আর্য্য! এইরূপ নিয়মে পরীক্ষা করিলে; বিভীষণের গুণদোষ কি সর্ব্বথা প্রকাশ পাইবে না? প্রভো! এ সময়ে বিভীষণ যে কিজন্য আসিয়াছে, তাহা আপনার সচিবগণের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই। আমার বোধ হইতেছে, এ আগমনে বিভীষণের কোন মহতী আশা বলবতী হইবে! প্রভো! আমি অনুমান করি, দুর্দ্দান্ত দশাননের তাদৃশ দৌরাত্ম্য, তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য আপনার এতাদৃশ উদ্যোগ, এবং সংগ্রামে মহাবল বালির প্রাণ সংহার ও তদীয় সাম্রাজ্যে সুগ্রীবের অভিষেক; মনে মনে এই সমুদায় অনুধাবন করিয়া রাবণের বধ এবং তদীয় রাজ্যে আপনার অভিষেক বাস-

নাতেই বিভীষণ সম্প্রতি আপনার সমীপে আসিয়াছে। মহাত্মন্! এই আমি আপন বুদ্ধি অনুসারে নিশাচরের অভিপ্রায়ের বিষয় ব্যক্ত করিলাম; এক্ষণে আপনার যে রূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া সুধীর পবনকুমার বিরত হইলে, উদার-স্বভাব রাম তদীয় তাদৃশ হেতুগর্ভ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিলেন; দেখ, বিভীষণ সম্বন্ধে আমার যে রূপ অভিপ্রায়, তাহাও ব্যক্ত করিতেছি;—বানরগণ! বিভীষণ যখন মিত্রভাবে আগমন করিয়াছে, তখন আমি প্রাণান্তেও তাহারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও তাহার কোন অসদভিপ্রায় থাকে, যদিও সে আমার পরম শত্রু দশাননের সহোদর ও তদীয় সহজ মিত্র হউক, যদিও দুষ্টজনের পরিগ্রহ সজ্জন সমীপে আদরণীয় না হউক, তথাপি আমি প্রাণ থাকিতে শরণাগত বিভীষণকে প্রত্যা-খ্যান করিতে পারিব না।

তৎশ্রবণে মিত্রবৎসল কপিরাজ সুগ্রীব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বান্ধবের শুভসাধনোদ্দেশে পুনর্ব্বার কহিলেন; সখে! আপনি নিতান্তই সরলপ্রকৃতি ও শরণাগতবৎসল;

তাহা না হইলে; আপনার পরমশত্রুর সহোদর স্বভাব-নিষ্ঠুর নিশাচরের প্রতিও এমন সরলতা প্রকাশ করি-বেন কেন; করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। বিভীষণ দুষ্টই হউক, আর সরলচিত্তই হউক, আমি তাহাও প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিনা। আমার কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাস্য, যে যেব্যক্তি এমন বিপদের সময় অকাতরে আপন সহোদরকেও পরিত্যাগ করিতে পারে, বলুন দেখি, জগতে তাহার অসাধ্য আর কি আছে। অত-এব সখে! আপনি এই সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বথা নির্দ্দোষ পক্ষই অবলম্বন করুন।

এই বলিয়া সুধীর সুগ্রীব বিরত হইলে মহাত্মা রাম তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাবগর্ভ বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া যুগপৎ সমস্ত বানরবর্গের প্রতি বিশদ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরে ঈষৎহাস্যে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহি-লেন; বৎস! দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব যে সমুদায় উপ-দেশের কথার প্রস্তাব করিলেন; অনুক্ষণ বিচক্ষণ লোকের সহিত সমাগম ও সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন ব্যতীত সেসমুদায় উপ-দেশের কথা আর কে বলিতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণ! তাহা হইলেও ইহার মধ্যে একটী সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে হইবে। দেখ, রাজাদিগের শত্রু দুই প্রকার; জ্ঞাতি এবং নিকটবর্ত্তী অপর নরপতি। রাবণ বিভীষণের জ্ঞাতি সুতরাং শত্রুস্থানীয়, বোধ হয় এই জন্যই বিভীষণ এমন বিপদ সময়েও সহোদরকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু

লক্ষ্মণ! জ্ঞাতি হইলেই যে শত্রুতাচরণ করিবে, এমত নহে; পরস্পর অনিষ্ট সাধনে বিরত ও ইষ্ট সাধনে অনুরক্ত হইয়া নিয়ত নির্ব্বিবাদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, জগতীতলে এতাদৃশ সদ্ভাবসম্পন্ন স্বভাবসুন্দর জ্ঞাতিও অনেক আছে। কিন্তু নীতিচক্ষু বিহীন মহীপালেরা নিতান্ত নীতিনিপুন জ্ঞাতিকেও পরম শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব আমার বোধ হয়, দুর্দ্দান্ত দশাননের দৌরাত্ম্যপরম্পরা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিভীষণ এমন অসময়েও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। বৎস! পরবল গ্রহণের দোষোল্লেখ করিয়া, মহাত্মা সুগ্রীব পুনর্ব্বার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তাহারও প্রতিবাদ করিতেছি;—বিভীষণ কেবল জ্ঞাতিপালিত সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর অভিলাষী, আর আমরাও উহার জ্ঞাতি নহি; সুতরাং যাহার সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বা রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন সংশ্রব নাই, ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিবার ত কিছুই প্রয়োজন দেখি না। লক্ষ্মণ! আমার মতে বিভীষণ কোন অংশেই বধের পাত্র নহে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রাজ্যলোভজনিত আত্মকলহ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ। বোধ হয় এই জন্যই বিভীষণ এমন বিপদ্ সময়েও ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্য-প্রত্যাশায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আহা! লক্ষ্মণ রে! ভরতের তুল্য ভ্রাতা, আর তোমার ন্যায় সুহৃদ্, কি সকলেই পাইয়া থাকে? ত্রিলোকীতলে

আমাদের ন্যায় সৌভ্রাত্র সুখে কি আর কেহ কখন সুখী হইয়াছেন ?

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, সুধীর সুগ্রীব বান্ধবের হিতকামনায় বিনীত বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন; সখে! আপনি নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা আমার বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন, সত্য; কিন্তু আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দুরাত্মা রাবণের প্রেরিত, ছদ্মবেশে দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেই আসিয়াছে। অতএব সখে! আপনি কদাচ উহাকে বিশ্বাস করিবেন না। নৃশংস নিশাচরেরা দুরভিসন্ধি সাধনার্থ সময়ে সময়ে এরূপ দুর্গম মায়াজাল বিস্তার করে, যে সহসা তাহার উদ্ঘাটন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। বিভীষণ স্বয়ং নিশাচর, বিশেষতঃ আমাদের পরম শত্রুর সহোদর, আপনি জানিয়া শুনিয়া এমন শত্রুকেও যে এতকাল জীবিত রাখিয়াছেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই বলিয়া সুগ্রীব বিভীষণের বিনাশে পুনঃ পুনঃ বান্ধবকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শরণাগতবৎসল রাম তৎশ্রবণে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সখে! বিভীষণ সৎ বা অসৎ সঙ্কল্প সাধনার্থই আসিয়া থাকুক, তাহা হইতে আমার অণুমাত্রও অপকারের সম্ভাবনা নাই। মিত্র! সামান্য নিশাচর কেন, আমি মনে করিলে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর, সুর, অসুর, অধিক কি, স্বয়ং

বজ্রপাণি পুরন্দরকেও কি প্রতাপানলে ভস্মসাৎ করিতে পারি না? বাণে বাণে গগণমণ্ডল পূর্ণ এবং সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতিকে বিলুপ্ত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন করিতেই কি আমি সমর্থ নহি। আমি কি বীরদর্পে চরাচর বিশ্বসংসারকে আকুল ও মুহূর্ত্ত মধ্যে মহীমণ্ডলকে রসাতলশায়ী করিতে পারি না? আমি, কি না পারি; জগতীতলে আমার অসাধ্য ত কিছুই নাই। কিন্তু সখে! আমি প্রাণ থাকিতে কোন ক্রমেই শরণাগতের প্রাণ বিনাশ করিতে পারিব না। কি তির্য্যক্‌জাতি, কি মনুষ্য জাতি, শরণাগত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান করা সকল জাতির মধ্যেই প্রসিদ্ধ আছে। শুনিয়াছি, এক ব্যাধ একটী কপোতের ভার্য্যাকে বিনাশ করিয়া, ঘটনাক্রমে আবার সেই কপোতের আবাস বৃক্ষেই উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কপোতরাজ ঐ ভার্য্যাপহন্তা ব্যাধকে তৎকালে অতিথি জানিয়া অকাতরে আপন মাংসে তাহার সৎকার করিয়াছিল। আর এই সম্বন্ধে মহর্ষি কন্বের আত্মজ মহানুভব কণ্ডু যে পবিত্র গাথা গান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহারও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর; তিনি কহিয়াছেন;—পরম শত্রুও যদি কৃতাঞ্জলি, দীন, যাচমান বা ঘটনাক্রমে শরণাগত হয়, তাহাকেও আশ্রয় প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন কি, সাক্ষাৎ অপকার করিয়া, আবার সেই মুহূর্ত্তেই যদি কেহ শরণ গ্রহণ করে, তাহার রক্ষার জন্য কৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করাও কর্ত্তব্য। যদি

কেহ মোহ প্রযুক্ত শক্ত্যনুসারে শরণাগতের প্রাণ রক্ষায় পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে, পরিণামে তাহাকে অনন্তকাল নিরয়গামী হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বচক্ষে শরণাগত লোকের বিপদ্ দর্শন করে, তাহার আজন্মসঞ্চিত সুকৃতিপুঞ্জ পরিণামে ঐ বিপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায়। অতএব সখে! শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান না করা বড়ই দোষ; উহার সমান স্বর্গনাশক, অযশস্কর ও বলবীর্য্যবিনাশক গর্হিত কার্য্য আর নাই। বিশেষ, ইক্ষ্বাকুকুল একমাত্র শরণাগতবৎসলতা গুণেই চিরবিশুদ্ধ ও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, আমি তদ্বংশসম্ভূত, সম্প্রতি শরণাগত বিভীষণকে রক্ষা না করিলে, আমা হইতে সেই পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল কি অভিনব কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইবে না? সখে! যদি আমার প্রাণ ও যায়, কি আমার প্রাণাধিকা জানকী অনাথা হইয়া চিরকাল রাক্ষসগৃহেই অবস্থান করেন, তাহাতেও আমি কাতর নহি; কিন্তু যে ব্যক্তি "আমি তোমার" বলিয়া আমার শরণাগত হয়, এ জীবন বহির্গত হইলেও আমি তাহার জীবন রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না। এমন কি, ঘটনাক্রমে আমার সেই পরম শত্রু দুর্দ্দান্ত দশানন আসিয়াও যদি সম্প্রতি আমার শরণাপন্ন হয়, ত্রিলোকবিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুল-গৌরবের অনুরোধে আমি তাহাকেও অভয় প্রদান করিতে কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিব না। অতএব বয়স্য! আর অন্যমত করিও না, তুমি ত্বরায় বিভীষণকে এই

স্থানে আনয়ন কর, আমি তাহারে সর্ব্বথা অভয় প্রদান করিলাম।

শরণাগতবৎসল রাম এই বলিয়া বিরত হইলে, সুধীর সুগ্রীব তদীয় মুখে তাদৃশ ঔদার্য্য-গুণগুম্ফিত বচনজাত শ্রবণে সৌহার্দ্দে আপ্লাবিত হইয়া কহিলেন, সখে! জানিলাম, আপনিই লোকপাল সকলের শিরোমণি স্বরূপ. আপনিই একমাত্র সৎপথের পথিক, আপনার ন্যায় গুণভূষণ, আপনার তুল্য সদাশয় ও ভবাদৃশ মহানুভব বোধ হয় জগতীতলে আর কেহই নাই। আপনি সরল ভাবে যে সকল সদ্ভাবপরীত কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা আপনারই উপযুক্ত। এতক্ষণে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল, বিভীষণ রাক্ষসকুলোৎপন্ন হইলেও তৎকুলোচিত নৈসর্গিক হিংসা-দ্বেষে কদাপি কলুষিত নহে। বিশেষ, মহাত্মা হনুমান্‌ও যখন অনুমান করিয়াছেন, ভাবাদি দর্শনে যখন বিলক্ষণ পরীক্ষাও করিয়াছেন, তখন আর আশঙ্কার বিষয় কি আছে।

এই বলিয়া সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে কপিকুলের প্রতি দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক কহিলেন; কপিগণ! বিভীষণের স্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে দোষারোপ করিয়াছিলাম, নানাবিধ তর্ক বিতর্ক দ্বারা তাহা সম্প্রতি অলিকতায় পর্য্যবসিত হইল। তাহার স্বভাবের প্রতি আমাদের আর আশঙ্কা নাই। এক্ষণে তিনি মিত্রভাবে আসিয়া আমাদের সহিত একত্র অবস্থান করুন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি দাশরথি দশাননসহোদর বিভীষণকে এই রূপে অভয় প্রদান করিলে, বিভীষণ অপার আহ্লাদে অবরোহণের জন্য ভূবিভাগ অবলোকন পূর্ব্বক পরে তৎ-সহাগত বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত রামাধিষ্ঠিত ভূমিভাগে অবতীর্ণ হইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন এবং নিতান্ত বিনীত বেশে শরণাগতবৎসল দয়াময় দাশরথির পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন; প্রভো! যাহার দৌরাত্ম্যে আপনার প্রাণসমা আর্য্যা জনকাত্মজা দিবা-নিশি নয়নজলে ভাষিতেছেন, আমি সেই দুর্দ্দান্ত দশা-ননের সহোদর। আমি লোমহর্ষণ কার্য্য দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া জানকীর প্রত্যর্পণ জন্য তাহাকে কত প্রকার অনুরোধ করিলাম, সমৃদ্ধিমতী লঙ্কানগরীর ভাবী বৈধব্য দশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কত প্রকার নিবারণ করিলাম, কিন্তু দুরন্ত কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া দুরাত্মা কিছুতেই সৎ-পথে পদার্পণ করিল না। প্রত্যুত সভামধ্যে আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অপমানবাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দয়াময়! আমি সভামধ্যে তাহার অপমান বাক্য সহিতে না পারিয়া, এবং

রাক্ষসকুলের অপ্রতিবিধেয় ভাবী বিপদ্ পর্য্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি আপনার শরণ লইলাম। আপনিও আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, ইহা ভবাদৃশ মহানুভবেরই উপযুক্ত। কৃপাময়! আপনি অগতির গতি; রাজ্য, সম্পদ্, বন্ধু, বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আমিও গতিবিহীন। আপনি শরণাগতবৎসল; অধুনা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার শরণ লইলাম, আমার এ জীবন এক্ষণে আপনার পাদ-পদ্মেই অর্পিত হইল।

এই রূপে বিভীষণ বিনীতভাব প্রকাশ করিলে, বিচক্ষণ রাম বহুবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন; হে সৌম্য! আমি তোমাকে সর্ব্বথা অভয় প্রদান করিলাম। তুমি এক্ষণে রাক্ষসগণের বলাবলের বিষয় যথাযথ রূপে কীর্ত্তন কর।

তৎশ্রবণে বিনীতশীল বিভীষণ সরলান্তঃকরণে সংক্ষেপে দশাননের বরপ্রাপ্ত শক্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন, রাজকুমার! রাবণের বল বিক্রম আমি এক মুখে কতই কহিব। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার বর প্রভাবে সে এরূপ প্রমত্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে, যে কি সুর, কি অসুর, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ, ইহাদের মধ্যে কেহ কদাচিৎ অনবধান পাইলেও তাহাকে বধ করিতে সমর্থ নহেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণও অসামান্য পরাক্রমশালী

ও সংগ্রামনৈপুণ্যে সর্ব্বথা বজ্রপাণি পুরন্দরের সমকক্ষ। আর শুনিয়া থাকিবেন, লঙ্কানগরীতে প্রহস্ত নামে যে প্রতাপবান্ এক রাক্ষস আছে, সে রাবণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত। কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় বীর্য্যবান্ মহাবীর মণিভদ্র তাহার হস্তেই পরপরাভবের পরম বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। আর গোলাঙ্গুলত্রাণধারী অক্ষতকবচ রাবণকুমার বীর ইন্দ্রজিৎ যখন ধনুর্ব্বাণ হস্তে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন কাহার সাধ্য যে সম্মুখসমরে তাহার অগ্রসর হয়। সেই বীর সুমহৎব্যূহশালী যুদ্ধে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া অলক্ষিত ভাবেই শত্রুকুল আকুল করিয়া থাকে। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন প্রভৃতি অপর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত নিশাচর, যাহাদের বীরদর্পে লোকপালদিগের তাদৃশ সাহস-পূর্ণ হৃদয়েও ত্রাস উপস্থিত হয়, তাহারাও রাবণের সহচর ও সেনাপতি। এতদ্ভিন্ন দশকোটি সহস্র মাংস-শোণিত-লোলুপ কামরূপী রাক্ষস সেই লঙ্কাধামে বাস করিতেছে। একদা রাক্ষসপতি এই সমস্ত রাক্ষসগণে সমাবৃত হইয়া লোকপতি ও দেবগণ সহ দেবপতির সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয় লক্ষ্মীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তৎশ্রবণে মহাবীর রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন; বিভীষণ! তুমি রাবণের বল বিক্রমের বিষয় যাহা কহিলে, তাহা আমি পূর্ব্বেই সবিশেষ অবগত আছি। তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। রাক্ষস-সাম্রাজ্য লক্ষ্মী অচির-

কাল মধ্যেই তোমার ক্রোড়ে বসিবে। সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমার বিশাল বাহু যুগল হইতে যখন শত শত ধারে বাণ বর্ষণ হইবে, আমার বীরদর্প-মিশ্রিত অতিভীষণ সিংহ-নাদ কর্ণগোচর করিয়া যখন ত্রিলোক আকুল হইয়া পড়িবে, সাক্ষাৎ ত্রিপুরান্তকারী ভগবান্ পিণাকপাণির ন্যায় আমার ক্রোধবিরূপীকৃত ভীমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া জগৎ যখন ত্রাসে বিকম্পিত হইতে থাকিবে, তখন কোথায় রাবণ, কোথায় কুম্ভকর্ণ, কোথায় ইন্দ্রজিৎ, কোথায় প্রহস্ত; আমার প্রতাপানলে তখন সকলকেই শলভের ভাবে পরিণত হইতে হইবে। অতএব বিভীষণ! সুস্থ হও, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, রাবণ রসাতলেই প্রবেশ করুক, বা পিতামহ ব্রহ্মার আশ্রয়েই অবস্থান করুক, তাহাকে সবংশে বিনাশ এবং তোমাকে তদীয় সাম্রাজ্যে দীক্ষিত না করিয়া আমি কদাচ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না।

এই বলিয়া রাম মৌনাবলম্বন করিলে, বিনীত বিভীষণ তদীয় ওজোগুণগুম্ফিত তাদৃশী কথা কর্ণগোচর করিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন; মহাত্মন্! আপনি রাক্ষসবধে ও লঙ্কাবরোধে অগ্রসর হইলে, আমি এই সমস্ত বানরী সেনায় সমবেত হইয়া প্রাণ-পণে আপনার সাহায্য করিব এবং নিগূঢ় বিষয় সমস্তও ব্যক্ত করিয়া দিব। বিভীষণ আত্মকুল বিনাশের কথা অকাতরে ওষ্ঠের বাহির করিলে, রাম তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন

করিয়া প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন; ভাইলক্ষ্মণ! বিভীষণের স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখিয়া ও তদীয় মুখে এতাদৃশ ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত কথা কর্ণগোচর করিয়া আমি অসীম প্রীতি লাভ করিলাম। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক ভাবী রাক্ষসসাম্রাজ্যে বিভীষণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন কর। সুধীর লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ শ্রবণমাত্র বানরী সেনায় সমবেত হইয়া রাক্ষসরাজ্যে পরমানন্দে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন। রামের তাদৃশী প্রসন্নতা দেখিয়া তৎকালে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধপুরুষেরা অমনি সাধু সাধু বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং বানরগণ অমনি আনন্দে কোলাহল করিয়া চারি দিকে কেহ নৃত্য ও কেহ কেহ আহ্লাদে গান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে বিভীষণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে, সুধীর সুগ্রীব ও মতিমান্ হনূমান্ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি অতিধীর, বীর ও বিচক্ষণ; আমরা তোমার স্বভাবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, এই সমস্ত বানরী সেনা সহ আমরা এক্ষণে কোন্ উপায়ে অপার জলধির পরপারে উত্তীর্ণ হইব। তৎ শ্রবণে বিভীষণ কহিলেন, কেন, সাগর যখন সগরসম্ভূত, তখন আর্য্য রাম্ ইহাঁর শরণাপন্ন হইলে, ইনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া অবশ্যই কার্য্যোদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন। অতএব আমার মতে এক্ষণে আর্য্য

দাশরথি সাগরের শরণাগত হইয়া একান্ত চিত্তে ইহাঁর তীরে উপবেশন করিয়া থাকুন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বিভীষণের কথাই যুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন করিলেন। শুনিয়া রামও সম্মত হইলেন, এবং বিভীষণের বাক্যগৌরব রক্ষার জন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন; দেখ লক্ষ্মণ! আমার মতে বিভীষণের এ মন্ত্রণা সর্ব্বথা প্রতিপাল্য বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে তোমাদের মত কি, তাহাও প্রকাশ কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন; আর্য্য! বিভীষণ যেরূপ সদুপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, তাহা কেনই বা আমাদের অভিমত হইবে না? পুরুষোত্তম! তবে আর বৃথা কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, ত্বরায় বিভীষণ-নির্দ্দিষ্ট পন্থই অবলম্বন করুন।

বিংশ অধ্যায়।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এদিকে দশাননের চর শার্দ্দূল নামক এক রাক্ষস সাগরতীরে সুগ্রীবপালিতা অসংখ্য বানরী সেনা সন্দর্শন করিয়া সভয়ে ও দ্রুতপাদ বিক্ষেপে লঙ্কাভিমুখে গমন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের সন্নিধানে কহিল; মহারাজ! আপনি যে বড় নিশ্চিন্ত

হইয়া আছেন, এ সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা কি ভবাদৃশ বীর পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য ? সাগরকূলে দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয় বানরী সেনার যেরূপ সমাবেশ দেখিলাম, মহাবীর রামকে যে রূপ অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে বোধ হয় আমাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর নিতান্তই আসন্ন দশা উপস্থিত। লঙ্কেশ্বর! বলিব কি, বানরী সেনার সংখ্যা এত অধিক, যে সাগরোপকূলে চতুর্দ্দিকে দশ যোজনের মধ্যে তদ্ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। অতএব নাথ! এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করুন। ইহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ ত্বরায় বিশ্বস্ত দূত সমস্ত নিয়োগ করুন। তাহারা জানিয়া শুনিয়া হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ করুক, না হয় সুগ্রীব সহ সন্ধি স্থাপন করুক, অথবা যদি সামর্থ্য থাকে, তবে ভেদই উৎপাদন করুক।

এই বলিয়া শার্দ্দূল যেন কেশরীবিমর্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় ভয়ে বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় কথা কর্ণগোচর করিয়া ক্রোধে যেন হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক বাক্যপটু ও কার্য্যদক্ষ শুক নামক রাক্ষসকে কহিলেন; দেখ তুমি এই মুহূর্ত্তেই সুগ্রীব সন্নিধানে গিয়া আমার আদেশে প্রথমত মধুর বাক্যে বল; কপিরাজ! তুমি রাজবংশসম্ভূত, স্বয়ং অমিতবীর্য্য, মহাবল ও মহাত্মা ঋক্ষরাজের আত্মজ; তোমার ন্যায়ের সহায়তা করিবার

প্রয়োজন কি? রাম বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেই বা তোমার কি, সুখী হইলেও কিছু তোমার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং এমন নিষ্ফল কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া তোমার সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যদিচ রামের নিকট হইতে কখন কোন উপকার পাইয়া থাক, তাহা হইলেও, এ বিষয়ে তোমার ঔদাসীন্যই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কারণ, আমি তোমার ভ্রাতৃসদৃশ; ভ্রাতৃগৌরব রক্ষার জন্য সামান্য নরের সহায়তা অনায়াসেই পরিহার করা যায়। তুমি জাতিতে বানর, বানরের সহিত নরের কোন অংশেই সংস্রব নাই। অতএব আমি একজন নিঃসম্বন্ধ মনুষ্যের ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? শুক! তুমি অগ্রে এইরূপ মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে ইহাও কহিবে; সুগ্রীব! তুমি মনে করিয়াছ; কতকগুলি হীনবল বানরগণকে লইয়া আমি অনায়াসেই লঙ্কা প্রবেশ করিব। কিন্তু এ আশা তোমার পক্ষে কেবল দুরাশামাত্র, কারণ, যে পুরে প্রবেশ করিতে সাক্ষাৎ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও ভয়সঞ্চার হয়, সে পুরী সহসা আক্রমণ করা সামান্য বানরের কার্য্য নহে। অতএব সুগ্রীব! তুমি নূতন সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, যদি কিছুকাল রাজ্যসুখ অনুভব করিতে অভিলাষ থাকে; সুমঙ্গলে সমস্ত সেনাদলকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রস্থান কর।

তখন রজনীচর শুক প্রভুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বিহঙ্গমরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেগে আকাশমার্গে উৎপতিত

ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সাগরপারে উপনীত হইয়া অম্বরতল হইতেই রাজার আদেশানুরূপ সমস্ত কথা অবিকল সুগ্রীবকে কহিল। তৎশ্রবণে বানরেরা অমনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ ও ভূতলে পাতিত করিল। তৎকালে নিশাচর শুক রাম সন্নিধানে আকৃষ্ট ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল;—হে করুণাময়! রাজনীতি অনুসারে দূত সর্ব্বথা অবধ্য, অতএব কৃপা করিয়া আপনার কপিকুলকে নিবারণ করুন, যেন আমার প্রাণনাশ না করে। আমি দূত, রাজনিয়োগ প্রতিপালন করিয়াছি, এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি।

বিচক্ষণ রাম তৎক্ষণাৎ বানরগণকে নিষেধ করিলেন। নিশাচর অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল; কপিরাজ! আমি দূত, উভয় পক্ষের আদেশ বহন করাই দূতের কার্য্য। সম্প্রতি রাজ সন্নিধানে গমন করিতেছি, এ বিষয়ে যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ করুন। তৎশ্রবণে অদীনসত্ত্ব সুগ্রীব সগর্ব্বে কহিলেন, দূত! তুমি আমার আদেশে রাবণের সন্নিহিত হইয়া কহিও; রাক্ষসরাজ! আপনার কথা শুনিয়া কপিরাজ নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া কহিলেন; রাবণ! তুমি আমার মিত্র নও, দয়ার পাত্র নও, উপকারী নও এবং আমার প্রিয়পাত্রও নও। তুমি রাক্ষস, আমি বানর-বংশসম্ভূত, তোমার সহিত আমার ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ, আবার কি? তুমি আমার পরমোপকারী মিত্রের শত্রু; সুতরাং আমারও শত্রু·

স্থানীয়। তোমাকে সবংশে বিনাশ করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। দুরাত্মন্! তুমি যখন জানিয়া শুনিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছ, তখন আর তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। অধিক কি, তুমি যদি এখন পাতালতলে, রসাতলে বা তদপেক্ষা নিভৃত স্থানেও লুকায়িত হইয়া থাক, রামের হস্ত হইতে তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ, যে করাল কালসর্পিণীকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়া আমি সুমঙ্গলেই জীবিতকাল অতিবাহিত করিব? এ দিকে রামরূপ প্রবল হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসকুল সমূলে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা কি দেখিয়াও দেখিতেছ না?

এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে, ঐ সময়ে যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন, কপিরাজ! দেখুন, ইহাকে সামান্য দূত বলিয়া বোধ হইতেছে না, এ নিশ্চয় রাবণের কোন গুপ্ত চর হইবে। কারণ দুরাত্মা গগণমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কথা শুনিতেছে, আর অবসরক্রমে আমাদের সৈন্য সমস্তও তুলনা করিতেছে। অতএব ইহাকে ধৃত করিয়াই রাখা যাউক। যুবরাজ এই কথা বলিবামাত্র বীর বানরেরা অমনি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিশাচরকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। তখন সে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল; কহিল; মহাত্মন্ আপনি বিলক্ষণ রাজনীতিকুশল, আপনার সাক্ষাতে এই দেখুন,

বানরেরা আমার পক্ষচ্ছেদন করিতেছে, চক্ষু উৎপাটন করিতেছে, এমন কি, আমাকে অকারণে যন্ত্রণার একশেষ দিতেছে। রাজকুমার! আপনি ত অবগতই আছেন, যে রাজার অত্যাচারে দূতের প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহাকে সেই দূতের আজন্ম সঞ্চিত অশুভপুঞ্জ ভোগ করিতে হয়। তৎশ্রবণে রাম বানরগণকে নিবারণ করিলে, তাহারা আদেশমাত্র পরিত্যাগ করিল, দূতও পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া গেল।

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর জগৎশরণ্য দশরাত্মজ রাম কার্য্যবশাৎ সামান্য সাগরের শরণার্থী হইয়া তদীয় উপকূলে স্বীয় আজানুলম্বিত বাহুযুগল উপাধান করিয়া পূর্ব্বশিরে কুশাসনে শয়ন করিলেন। আহা! কি আক্ষেপের বিষয়! ইতিপূর্ব্বে ভুজগভোগনিন্দিত যে বিশাল বাহুযুগল অমূল্য অলঙ্কারে অণুক্ষণ অলঙ্কৃত থাকিত, রাজকুলোচিতা শত শত ধাত্রীগণ মণি, মুক্তা, প্রবাল ও কনকময় কেয়ূর দ্বারা পরমযত্নে যাঁহার শোভা করিয়া দিত, কখন অগুরুচন্দনে কখন বা সুবাসিত রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া যে বাহুযুগল ইতিপূর্ব্বে শোভাগর্ব্বে প্রবাদিত ময়ূখমালাকেও তিরস্কার

করিত, শয়নকালে আর্য্যা ধরিত্রীসুতার সুশীতল শরীরে বিন্যস্ত হইয়া, সুস্নিগ্ধ জাহ্নবীজলে নিমগ্ন তক্ষক কলেবরের ন্যায় যাহার শোভাসমৃদ্ধির পরিসীমা থাকিত না, যে বাহু-যুগল সাগরান্তা বসুন্ধরার আশ্রয়ভূত, সমরক্ষেত্রে যে বিশাল বাহুযুগল দেখিয়া, ত্রাসে অরাতিকুলের শোণিত রাশি শুষ্ক হইয়া যাইত, সেই বাহুযুগল অধুনা নিতান্ত দীনোচিত উপাধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। হায়! কি পরি-তাপ! ইতি পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ধনুরাকর্ষণে যে বাম বাহুর ত্বক্ ছিন্ন হইয়া ছিল, যে দক্ষিণ বাহু হইতে ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র গোদান ক্রিয়া নির্ব্বাহ পাইত, সম্প্রতি সেই উভয় বাহুই রামচন্দ্রের উপাধানের কার্য্য করিতে লাগিল।

মহাত্মা রাম "হয় মরণ, না হয় সাগরতরণ, অদ্য অবশ্যই ইহার অন্যতরসাধন করিব" বলিয়া দৃঢতর অধ্যবসায় সহকারে সংযত মানসে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সাগরতটে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে ত্রিনরাত্রি অতিবাহিত। রাম একান্তমনে সরিৎপতির উপাসনা করিলেন, ভক্তিভাবে কত প্রকার স্তুতিবাদ করিলেন; কিন্তু জলনিধি কিছুতেই আত্মরূপ প্রদ-র্শন করিলেন না। তখন বীরকুলচূড়ামণি মহাত্মা রাম অসীম ক্রোধাবেগে দুই চক্ষু আরক্ত ও সুদীর্ঘ ললাট-পট্টে ক্রোধব্যঞ্জক ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক গর্ব্বিত বচনে সন্নিহিত লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; ভাই! দেখ দেখি, সমুদ্রের কতই অহঙ্কার। আমি তিন দিবস কাল এক

তীরে অনশনে শয়ন করিয়া রহিলাম, কতরূপ স্তুতিবাদ করিলাম, কিন্তু দুরাত্মা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তথাপি আত্মরূপ প্রদর্শন করিল না। যাহারা নিতান্ত নির্দ্দয়, নীচপ্রকৃতি, শরণাগতবৎসলতা প্রভৃতি সদ্গুণগ্রামে স্বভাবকে কদাপি অলঙ্কৃত করে নাই, তাহাদের নিকট নম্রতা, ঋজুতা, সত্যবাদিতা, শান্তি ও ক্ষমাগুণ কোন কার্য্যের হয় না। যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা পরায়ণ, দুষ্টস্বভাব. অধার্ম্মিক ও সর্ব্বদা দণ্ড উদ্যত করিয়াই থাকে, দেখিলাম, লোকে তাহারই সংকার করিয়াথাকে। প্রথম উপায় অবলম্বন করিলে, লোকসমাজে কীর্ত্তি ও সমরক্ষেত্রে জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই? অতএব লক্ষ্মণ! দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আমার নৈসর্গিক সদ্গুণ সমুদায় আজ গুজোগুণে পরিণত হইবে, আজ আমি বাণে বাণে সাগরস্থ সমস্ত মকরকুল বিনষ্ট করিয়া ফেলিব, আজ শত শত মকরের মৃতদেহে সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত ও তাহাদের শোণিতধারায় নিতান্ত আবিল হইয়া পড়িবে। আজ আমি নিশ্চয় ভুজঙ্গগণের ভোগ, মৎস্যগণের শরীর এবং করিকুলের কর সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। অদ্য আমার শাণিত শরপ্রভাবে শঙ্খশুক্তি-সংযুক্ত মৎস্যসমাকুল সলিলরাশি একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে। আমি প্রথমে ক্ষমাবলম্বন পূর্ব্বক নম্রতাচরণ করিয়াছিলাম, এজন্য বোধ হয়, জলধি আমাকে নিতান্ত হীন বল ও একেবারে অসমর্থই বিবেচনা করিয়াছে। অতএব লক্ষ্মণ!

তুমি ত্বরায় আমার আশীবিষ বিষধরোপম শর ও শরা-সন আনয়ন কর, আমি এই দণ্ডেই দুরাত্মার যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেছি। দেখিবে, ক্ষণকাল পর আমাদের সমস্ত বানরী সেনা পাদচারেই লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে।

এই বলিয়া রাম ক্রোধ-বিস্ফারিত লোচনে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন এবং ভীম শরাসনে জ্যারোপণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক, ধরাতলকে প্রকম্পিত করিয়াই যেন সবজ্র বজ্রধরের ন্যায় সবেগে সুশাণিত শরজাল নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত তেজঃপ্রদীপ্ত সাক্ষাৎ কালসর্পবৎ অতিভীষণ শর-নিকর রাম শরাসন হইতে সবেগে উন্মুক্ত হইয়া, নিমেষ-মধ্যে সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া কত শত জলজন্তুগণের যে প্রাণ নাশ করিতে লাগিল, তাহার আর পরিসীমা রহিল না। তৎকালে মীন মকর-সঙ্কুল জলধির জলবেগ-সমুত্থিত ধ্বনি বাণপাত-সম্ভূত ভীষণ নিনাদের সহিত মিলিত হইয়া চারি দিক্ যেন আকুলায়িত করিয়া তুলিল। শর-প্রভাবে সাগরের তরঙ্গলহরী ঐ সময়ে প্রবলবেগে পরিচালিত, পরস্পর আঘাতে জলকণা বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যেন ধূমজালে জড়িত ও শঙ্খযূথ সমুদায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পাতালতলবাসী মহাবল দানবগণ এবং প্রদীপ্তবদন পন্নগগণ ঐ সমস্ত বাণাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তৎকালে জলধির তরঙ্গরাজি

কোথাও নক্র-মকরগণের সহিত সবেগে উত্থিত, [illegible] বিঘূর্ণিত ও গ্রাহগণ সহ কোথাও উদ্বর্ত্তিত-হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে জলধির দশা ও রামচন্দ্রের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, সাক্ষাৎ জগদন্ত-কারী ভগবান্ পিনাকপাণিই যেন জগৎ বিনাশ মানসে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রে সাগরকেই শোষণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

সুধীর লক্ষ্মণ দেখিলেন, রামের প্রবল ক্রোধানল সহ উগ্র তেজ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি ক্রোধাবেগে যুগান্তকালীন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন-বরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, কখন অতি ভীষণ সিংহনাদ সহ ক্রোধাবিজৃম্ভিত উত্তপ্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদ্দাহ করিতেই যেন উদ্যত হইতেছেন। তৎকালে তদীয় বীরদর্পমিশ্রিত পদাঘাতে মেদিনী বিক-ম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুধীর লক্ষ্মণ নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত ও "মা মা" শব্দে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত শরাসন আকর্ষণ করিলেন। কহিলেন; আর্য্য! ক্ষান্ত হউন, আপনার এরূপ অভাবিত ভাব দেখিয়া সেনাদল মনে মনে ঘোরতর বিপদ আশঙ্কা করিতেছে, অতএব সমুদ্র শোষণের পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন উপায় দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখুন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ পুরুষেরাও জগৎ আলুলায়িত দেখিয়া

অলক্ষিতভাবে আকাশ হইতে তারস্বরে "মা মা।" শব্দে রামকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

এদিকে গভীর জলধি কিছুতেই আত্মরূপ প্রদর্শন করিলেন না। তদ্দর্শনে বীরকুল-চূড়ামণি মহাত্মা রামের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত ও বিকম্পিত হইয়া অতি কঠোর স্বরে সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—রে গর্ব্বিত সমুদ্রে। তোর এতই গর্ব্ব, এতই অহঙ্কার, যে সামান্য শৃগাল হইয়া করাল কেশরীর প্রতিও দৃক্‌পাত করিতেছিস্ না। তুই এই দণ্ডেই দেখিবি, বীর রামচন্দ্রের শাণিত শর প্রভাবে সমস্ত জলরাশি শুষ্ক হওয়ায় তোর জলময় বক্ষস্থল হইতে অনবরত ধূলিপটল উত্থিত হই-তেছে, আর আমার সেনাদল অনায়াসে পাদচারে পরমা-নন্দে পরপারে গমন করিতেছে। পামর! আমার এই অপ্রতিহত বেগ, এই বায়ুতুল্য অব্যাহত গতি, এই অনন্য-সুলভ প্রতাপ, বোধহয় তুই ইহার কিছুই অবগত নহিস্, কিন্তু তোকে সর্ব্বথা অদ্য জানিতে হইবে।

এই বলিয়া রাম অপার ক্রোধের সহিত স্বীয় বিশাল শরাসনে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া মহাবেগে আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। ঐ প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকৃষ্ট হইবামাত্র সশৈলকানন৷ বসুন্ধরা অনবরত বিকম্পিত ও আকাশ-মণ্ডল যেন সভয়ে পরিচালিত হইতে লাগিল। দশ-দিক্ সহসা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় জীব জন্তুগণের দৃষ্টি একেবারে অবরোধ হইয়া পড়িল। সরিৎ সরোবর সমুদায় যেন ত্রাসে বিক্ষোভিত, চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল সহ নক্ষত্রমণ্ডল তির্য্যক্ ভাবে যেন একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিল। সূর্য্যকিরণালোকে আকাশপথ আলোকিত হইলেও যেন নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক কিছুই লক্ষ্য হয় না। অন্তরীক্ষ হইতে ঘোর নিনাদে অনবরত নির্ঘাত পাত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু সহযোগে অম্বর তলস্থিত মেঘাবলী ইতস্ততঃ সঞ্চালিত, ধরাতলস্থিত সপাদপ শৈলরাজি সহসা বিপাটিত ও ভীমনিস্বন অশণি হইতে অতিবেগে অনবরত বৈদ্যুতাগ্নি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ কি দৃশ্যপ্রাণী, কি অদৃশ্য জীবজন্তু, অশণির ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক অভিভূত হইয়া তৎকালে ত্রাসে সকলেই ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে অসংখ্য জীব আকুল ও জলনিধির জলরাশিও সহসা দ্বিগুণতর বেগশালী হইয়া বেলাভূমি হইতে প্রায় যোজন পরিমিত ভূমি আক্রমণ করিল, কিন্তু শত্রুনিসূদন রাম জগতের তাদৃশ বিপর্য্যয় ভাব ও সমুদ্ধত সমুদ্রের

বেলাতিক্রম রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও প্রকৃতিস্থ হইলেন না।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে উদয়গিরির মধ্য হইতে প্রভাত সময়ে আরক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া যেমন ভগবান্ দিবাকর উদিত হন, তদ্রূপ জলরাশির মধ্য হইতে স্বয়ং সরিৎপতি ভয়ে আরক্তবর্ণ হইয়া সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার আয়ত লোচনযুগল পদ্মপাসের ন্যায় রমণীয়, সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল আভরণে বিভূষিত, কণ্ঠে রত্নময়ী কণ্ঠমালা দোলায়মান, এবং মস্তকে অম্লান কুসুমমালা শোভা পাইতেছে। তৎকালে তদীয় দিব্য মুর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল; বিচিত্র-ধাতুরাগ-রঞ্জিত অচলরাজ হিমাচলই যেন মহাসাগরের জলরাশি উদ্ভেদ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।

অনন্তর সরিৎপতি সভয়ে রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন; মহাত্মন্! আপনি অতিবীর ও অতি বিচক্ষণ; নিরপরাধে এত ক্রোধাকুল হওয়া ভবাদৃশ মহানুভবের কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু ও জল ইঁহারা বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চিরদিন আপন আপন স্বভাবেই অবস্থান করিতেছে। আমি যে এরূপ অগাধ-জল-সম্পন্ন ও নিতান্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছি, ইহাও আমার নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং কোন কারণ বশতঃ ইহার বিকার না হইলে আমার অগাধত্ব ও বিস্তীর্ণতাও বিনষ্ট হয় না। রাজকুমার! আমি সেই স্বভাবের অনুরোধেই আমার

সুগভীর জলরাশিকে এরূপ স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছি; কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ বা ভয় প্রযুক্ত মনে করি-লেন না। যাহা হউক, আর্য্য! এক্ষণে আপনি যেরূপ তরণোপায় বিধান করিবেন, আমি সরলান্তঃ-করণে তাহাতেই স্বীকৃত আছি। আর যদি আমার কথায় আস্থা থাকে, তাহা হইলে, আমার গর্ভস্থ গ্রাহগণ যাহাতে আপনার সেনাদলের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, জল সংক্ষোভের পরিবর্ত্তে তদ্রূপ সুখোত্তরণের কোন উপায় কহিতেও প্রস্তুত আছি।

শুনিয়া রাম সম্মত হইলেন, কিন্তু কহিলেন, জলধি! আমি মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যে শর সন্ধান করিয়াছি, তাহা কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে। অতএব আমার এই অব্যর্থ বাণ কোথায় নিপতিত হইয়া স্বার্থক হইবে, অগ্রে তাহাই অবধারণ কর। তখন সরিৎপতি তদীয় ভীমশরের অব্যর্থতা পর্য্যালোচনা করিয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন; পুরুষোত্তম! উত্তর দিকে আমার পুণ্যসঞ্চিত দ্রুমকুল্য নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক স্থান আছে। অনেক দিন হইল, অভীর প্রভৃতি কতকগুলি উগ্রকর্ম্মা পাপিষ্ঠ দস্যু ঐ স্থান অধিকার করিয়া আছে, উহাদের দৌরাত্ম্যে তথাকার জল নিয়ত আবিল এবং গর্ভস্থিত গ্রাহগণ সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করিতেছে, আমি উহাদের সংস্পর্শ আর কোন মতেই সহ্য করিতে পারি-তেছি না। অতএব রাজকুমার! আপনার এই অমোঘ

বীর্য্যশর, প্রার্থনা করি, তথায় নিপতিত হইয়াই স্বার্থকতা লাভ করুক। রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং প্রদীপ্ত হুতাশনকল্প সেই ভীষণ শর সেই স্থানেই পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বাণ রামবাহু হইতে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণ নিনাদ সহ সেই কান্তার মধ্যে নিপতিত হইবামাত্র বসুধা নিতান্ত নিপীড়িত ও বেগপ্রভাবে তত্রত্য জলরাশি রসাতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ নিদারুণ শর নিদারুণ নিনাদ সহ নিপাতিত হইয়া সেই মরুকান্তারের কুক্ষিস্থিত সমস্ত জলরাশি নিঃশেষে বিশোষিত করিয়া একেবারে রসাতলে প্রবিষ্ট ও শরমার্গ এক বৃহৎকূপে পরিণত হইল। ঐ কূপ ব্রণ নামে বিখ্যাত। তথা হইতে অনবরত জল উদ্গত হইতেছে।

ক্রোধরূপ প্রবল হুতাশনে রামের নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্যও এতকাল শুষ্কপ্রায় ছিল, অধুনা মরুস্থিত সমস্ত জলরাশি শোষিত করিয়া নির্ব্বাপিত হওয়ায়, তদীয় স্বাভাবিক গুণ পূর্ব্ববৎ বিকাশ পাইলে, রাম নিতান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঐ কান্তার ভূমিকে বর প্রদান করিলেন। তাঁহার বরপ্রভাবে মরুভূমি তৎক্ষণাৎ পশুচরণযোগ্য, বিবিধ পাদপে পরিশোভিত, সুগন্ধী স্নেহে আমোদিত, শস্যবহুল এবং সুপথে ও মহৌষধি সমূহে যেন অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সরিৎপতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী দাশরথিকে সম্বো-

ধন পূর্ব্বক সাদরে কহিলেন ; রাজকুমার ! এই যে সম্মুখে সৌম্যদর্শন মহাবীর নলকে দেখিতেছেন, ইনি দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার আত্মজ ; পিতৃদত্ত বরপ্রভাবে সমুদায় কার্য্যেই ইহাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। অতএব এক্ষণে ইনিই আমার উপরিভাগে সুকৌশলে একটী সেতু নির্ম্মাণ করুন। আর্য্য। আমি ঐ সেতু অবাধেই ধারণ করিব; তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এই বলিয়া জলনিধি আপনাকে অন্তর্ধ্যান করিলেন। অনন্তর মহানুভব নল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ; প্রভো ! দেখিলাম, উপায় চতুষ্ঠয়ের মধ্যে চতুর্থ উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সাম, দান প্রভৃতি বিবিধ উপায় কচিৎ কার্য্য সাধক হয়, কিন্তু চতুর্থ উপায় সর্ব্বত্রেই সার্থকতা লাভ করিতে পারে। দেখুন, ইতিপূর্ব্বে আপনার এত প্রকার বিনীতভাব দর্শন করিয়াও সরিৎপতি আত্ম প্রদর্শন করিয়াছিল না, অধুনা কেবল দণ্ড ভয়েই আসিয়া অবকাশ প্রদান করিয়া গেল। যাহা হউক, আর্য্য। সরিৎপতি সেতুবন্ধন সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিলেন, সমুদায় সত্য। শুনিয়া এতক্ষণে আমার সমস্ত স্মরণ হইতেছে। পিতৃদেব বিশ্বকর্ম্মা, অন্তঃস্বত্বাবস্থায় আমার জননীকে বরদান প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ; দেবি ! তুমি এই গর্ভে আমার সদৃশ শিল্পকুশল এক পুত্র লাভ করিবে। আর্য্য ! আমিই সেই গর্ভসম্ভূত। পিতৃদত্ত বর প্রভাবে শিল্পনৈপুণ্যে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। কেহই জিজ্ঞাসা না করিলে, স্বতঃ

প্রবৃত্ত হইয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য, এতদিন এই জন্যই আমি স্বীয় গুণগ্রাম প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে সমস্ত কপিকুলকে সেতুবন্ধনার্থ আদেশ করুন।

এই বলিয়া নল বিরত হইলে, প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র বানরেরা মহা আমোদে মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত পর্ব্বত-পাদপ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আনয়ন ও কেহ কেহ সবেগে সাগর গর্ভে নিপাতিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বেগপ্রভাবে উৎপাটন করিয়া, কেহ কেহ চপেটাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অতি-বিশাল শাল, তাল, তমাল, তিলক, তিনিশ, কর্ণিকার কূটজ, ধব ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পাদপ সকল অবলীলা-ক্রমে আনয়ন পূর্ব্বক, সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গজসন্নিভ মহাবল বানরেরা এইরূপে চারি দিক্ হইতে নানাবিধ বৃক্ষ সমুদায় আনয়ন করিয়া মহাসাগরকে সম্পূরিত করিয়া ফেলিল। কতকগুলি ভীমবল বানর যন্ত্র দ্বারা পর্ব্বত পর্য্যন্তও উৎপাটন করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শৈলাঘাতে জলনিধির জল তুমুল শব্দে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শিল্পনিপুণ নলের আজ্ঞানুসারে অন্যান্য বানরেরা কেহ শত যোজন-আয়ত সূত্র, কেহ দণ্ড ধারণ ও অপর কেহ কেহ পরীক্ষার্থ ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। শর, গবাক্ষ, গবয় ও গন্ধমাদন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরের মধ্যে কেহ কেহ নলের সন্নিধানে থাকিয়া, তদীয় আদেশা-

সুরূপ কার্য্য ও অপর কেহ কেহ অতি বিশাল পার্ব্বতীয় প্রস্তর খণ্ড সকল বহন করিতে লাগিল। ঐ সকল প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপজনিত তুমুল শব্দে তৎকালে দিক্‌-বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মহাসাগরের তাদৃশ গভীর ধ্বনিও তিরস্কৃত হইতে লাগিল। পবনকুমার যে সকল শিলাখণ্ড দুই হস্তে ধৃত করিয়া আনয়ন করিতে লাগিলেন, বিপুলবিক্রম নল পিতৃদত্ত বরপ্রভাবে ও শিল্প-কৌশলে তাহা অবলীলাক্রমে বাম হস্তেই ধারণ করিয়া সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন পরিমিত সেতু প্রস্তুত হইল। দেখিয়া বানরগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন পরি-মিত স্থান বদ্ধ হওয়ায় সেতু কার্য্য একেবারে সম্পন্ন হইয়াগেল।

বিচক্ষণ নল পিতার ন্যায় অনন্যসুলভ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া এইরূপে সাগরে সেতু নির্ম্মাণ করিলে, নলনির্ম্মিত সেতু তৎকালে আকাশস্থ ছায়াপথের ন্যায়, অথবা সাগরের সীমন্তের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সুপ্রশস্ত সেতু দৈর্ঘ্যে শত যোজন ও প্রস্থে দশ যোজন বিস্তৃত। অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, দেব ও মহর্ষিরা অন্তরীক্ষ হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত নলসেতু সাগরে সন্দর্শন করিয়া অসীম আনন্দ

সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। বানরেরা সেই অভাবিত ব্যাপার অনুষ্ঠিত দেখিয়া, আহ্লাদে কেহ প্লবন, কেহ আপ্লবন ও কেহ কেহ হর্ষভরে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং ঐ অপরূপ নলসেতু দর্শনে ত্রিভুবনের যাবতীয় জীব জন্তুগণের চিত্তই সাতিশয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর ক্রমে বানরমণ্ডলী সেতুর সাহায্যে অনায়াসে মহাসাগর পার হইতে আরম্ভ করিল। ভীমবল বিভীষণ রাক্ষসদিগের গতি বিজ্ঞাপনার্থ মহতী গদা ধারণ পূর্ব্বক সচিবের সহিত সতর্কভাবে সাগরপারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কপিরাজ সুগ্রীব বান্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; সখে! আপনার পদব্রজে গমন আমি আর দেখিতে পারি না! আপনি এই বীর হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া গমন করুন। তৎশ্রবণে আর্য্য দাশরথি অনুজ সহ তদনুসারে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাম মধ্যে, লক্ষ্মণ দক্ষিণে, সুগ্রীব বামে; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, রাক্ষসকুলধ্বংসকারী ত্রিশীর্ষ কালসর্পই যেন স্বকার্য্য সাধনার্থ ফণামণ্ডল বিস্তার করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। এদিকে বানরেরা কেহ মধ্যে কেহ পশ্চাৎ ও কেহ কেহ পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া প্রধানানুক্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ লম্ফে লম্ফে ধাবমান, অপর কেহ কেহ স্বাভাবে বিহগরাজ বিনতাতনয়ের ন্যায় আকাশ পথে চলিল।

তৎকালে তরমাণ বানরী সেনার আনন্দ বৰ্দ্ধিত তুমুল কোলাহলে মহাসাগরের তাদৃশ গম্ভীর ধ্বনিও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে মহতী বানরী সেনা নলনির্ম্মিত সেতু দ্বারা সাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হইলে, অন্তরীক্ষচর দেব, গন্ধৰ্ব্ব ও সিদ্ধ পুরুষেরা রামের তাদৃশ অভাবিত কাৰ্য্য দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তথায় আগমন পূৰ্ব্বক পবিত্র সাগরজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, এবং স্নেহ ও বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূৰ্ব্বক সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন; রাজকুমার! তোমার এই অসম্ভাবিত কাৰ্য্য দর্শনে আজ আমরা যে কতদূর পরিতোষ লাভ করিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। এক্ষণে আশীৰ্ব্বাদ করি, তুমি সমরে শত্রুকুল পরাজয় এবং বিজয়লক্ষ্মী ও জানকী লক্ষ্মীর সহিত সমবেত হইয়া সুখে অযোধ্যায় প্রতিগমন পূৰ্ব্বক তথায় পিতৃপরম্পরাগত সাম্রাজ্যলক্ষ্মী অধিকার করিয়া একাতপত্রে সাম্রাজ্য শাসন কর। এইরূপ নানাবিধ শুভ বাক্যে তাঁহারে সম্মানিত করিয়া সিদ্ধ পুরুষেরা অন্তর্হিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

এদিকে অকস্মাৎ ঘোরতর দুর্নিমিত্ত উপস্থিত। ঝঞ্ঝা বায়ুতে সহসা দিগ্বিভাগ আলুলায়িত, সশৈলকাননা বসুন্ধরা যেন ত্রাসে বিকম্পিত এবং অতি বিশাল বদ্ধমূল পাদপরাজি নিষ্কারণেই ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। মেঘাবলী সহসা শোণিত-মিশ্রিত দূষিত বারিধারা বর্ষণ করিয়া জীবগণকে সমধিক আকুল করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা-সময়ে চারি দিক্ রক্ত চন্দন-লিপ্তের ন্যায় লোহিত রাগে রঞ্জিত, ভগবান্ ময়ূখমালী নিজ কিরণমালা সঙ্কুচিত করিয়া সম্প্রতি প্রায় অস্তাচলশায়ী, কিন্তু তথাপি যেন সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নি বৃষ্টিই হইতেছে। মৃগপক্ষিকুলের স্বর সহসা রূক্ষ হইল। তাহারা অকস্মাৎ দীনস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সূর্য্যাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া যেন মহতী বিপদের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ করিতে লাগিল। ভগবান্ শীতাংশু-মালী কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ পরিবেশে সহসা সমাবৃত হইয়া নিতান্ত প্রখর কিরণে যেন লোকক্ষয় করিতেই উদ্যত হইলেন। সূর্য্যদেব অকস্মাৎ নীলিমায় রঞ্জিত, তদীয় পরিবেশ সহসা হ্রস্ব, রূক্ষ, কখন অপ্রকাশিত, কখন লোহিত রাগে রঞ্জিত ও কখন বা নিতান্ত ভীমদর্শন

হইতে লাগিল। তারকাবলি নিষ্কারণে যেন ধুলি ধূসরিত, শিবা সকল সহসা অশিব স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত এবং শ্যেন, কাক, গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিকুল নিতান্ত আকুল ও আকাশ হইতে অকস্মাৎ পতিত হইয়া যেন যুগান্তলক্ষণই প্রকাশ করিতে লাগিল। বিচক্ষণ রাম সহসা এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—বৎস! এ আবার কি, আজ অকস্মাৎ এ আবার কি দেখিতেছি। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। "অচিরকাল মধ্যেই একটী তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, এবং তন্নিবন্ধন শত শত শোণিত লিপ্ত মৃতদেহে রণ ভূমি নিতান্ত বীভৎসদর্শন হইয়া পড়িবে;" আশুসম্ভূত এই দুর্নিমিত্ত পরম্পরায় কেবল এই মাত্র প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আর্য্য! আর অন্য কোন অশুভ চিন্তা করিবেন না। চলুন, আমরা সেনা দলে সমবেত হইয়া অদ্যই লঙ্কাপুরী অবরোধ করি।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজকে অগ্রে করিয়া সাহসপূর্ণ হৃদয়ে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং বানরবাহিনী শত্রু বধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অম্বরতলে চন্দ্রমণ্ডল সহ সূর্য্যমণ্ডল যুগপৎ প্রকাশিত হইলে, যেমন নক্ষত্রমালিনী শারদ পৌর্ণমাসী, গগনকালে ধরাতলে বানরবাহিনীও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। সেই ভীমদর্শন সৈন্যসাগরের প্রবল প্রবাহ বেগে তৎকালে বসুন্ধরা দেবী নিতান্ত নিপীড়িত ও অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কাপুরে ভেরী দুন্দুভির উচ্চতর ধ্বনি-মিশ্রিত রাক্ষসী সেনার সেই সেই লোমহর্ষণ চীৎকারে, এবং তৎশ্রবণে বানরী সেনার ক্রোধদীর্ঘীকৃত দ্বিগুণতর গর্জনে তৎকালে রসাতল একেবারে টলমল ও দিক্‌বিভাগ সর্ব্বথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আর্য্য দশরথাত্মজ দূর হইতে সেই ধ্বজপতাকা পরিশোভিত রাক্ষসপুরী নিরীক্ষণ করিবামাত্র জনকাত্মজার মোহিনী মূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হায়! আমার সেই অরণ্যবাস সহচারিণী অধুনা অনাথার ন্যায়, মঙ্গল গৃহে অভিভূতা দেবী রোহিণীর ন্যায় কি এই পুরীতেই আবদ্ধ রহিয়াছেন? যিনি তৃণবৎ, অতুল্য বৈভবেও জলাঞ্জলি দিয়া কত আনন্দে আমার

সহিত অরণ্যবাসে আসিয়াছিলেন ; এই দুর্নিরীক্ষ্য রাক্ষসপুরে অবস্থান করিয়া তিনি কি সম্প্রতি নিরন্তর নিরানন্দনীরে ভাসিতেছেন ? ইতি পূর্ব্বে নিত্য নিত্য সখীজনের সুমিষ্ট বাক্যে যাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন হইত। সেই অসূর্য্য-স্পশ্যা রাজনন্দিনী কি এখন রাক্ষসীগণের তাদৃশ ভীম গর্জন কর্ণগোচর করিতেছেন ? প্রিয়ে ! অয়ি কুরঙ্গনয়নে ! আর চিন্তা নাই, আর শোক করিও না, আর রোদন করিও না, এই আমি ;—

এই বলিবামাত্র সহসাসম্ভূত বাষ্পে বাক্‌শক্তি অবরোধ হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধপ্রায়, বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন, কখন প্রেয়সীর অপ্রতীম মোহিণী মূর্ত্তি হৃদয়াকাশে উদিত হওয়ায় উত্তপ্ত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক্ষণে তদীয় আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় হইতে নীরধারা বহিতে লাগিল। তিনি এইরূপে ক্ষণকাল বিলাপ ; পরে রাক্ষসপুরীর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ; বৎস ! কি আশ্চর্য্য, লঙ্কাপুরী শোভা গর্ব্বে ইন্দ্রনগরী অমরাবতীকে পরাভব করিবার জন্যই যেন আকাশতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। আমার বোধ হয়, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া শৈলশিখরে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য কদাপি সংঘটিত হইত না। লক্ষ্মণ! আবার উপরিভাগে চাহিয়া দেখ, উপরিস্থিত পতাকাবলী অম্বর-

তলে কেমন অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, বিষ্ণুপদ চিহ্নিত আকাশতল শারদীয় মেঘসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠাই যেন প্রকাশ করিতেছে। এবং সম্মুখে সুরম্য কুসুমোদ্যান কুসুমিত পাদপ সমূহে পরিশোভিত ও কলকণ্ঠ বিহগ কুলের কলরবে নিয়ত মুখরিত হওয়ায় সাক্ষাৎ চৈত্ররথ কাননের ন্যায় বোধ হইতেছে। এদিকে কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কুহুরব, ওদিকে বিহঙ্গমগণের সুমধুর গান, অপর দিকে অলিকুলের গুঞ্জন, দেখিয়া শুনিয়া নিতান্তই মনোরম্য জ্ঞান হইতেছে।

এই বলিয়া দাশরথি সেই স্থানেই যথাশাস্ত্র সৈন্য বিভাগের প্রসঙ্গে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে মহাবীর অঙ্গদ এবং নিতান্ত দুর্জয় নীল আমাদের বানরী সেনার উরঃস্থলে, মহাত্মা ঋষভ বহুসংখ্য সৈন্যসহ দক্ষিণ পার্শ্বে, গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর গন্ধমাদন বাম পার্শ্বে এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুশিক্ষিত সুষেণ ও মহাত্মা ঋক্ষ ইহাঁরা কুক্ষিদেশে অবস্থান করুন। পরম তেজস্বী ভগবান্ প্রচেতা যেমন ভূমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতেছেন, সেই রূপ কপিরাজ সুগ্রীব বানরবাহিনীর জঘন দেশ রক্ষা করুন। আর আমি তোমার সহিত সর্ব্বাগ্রেই রহিলাম। এইরূপে বানরী সেনার সুশৃঙ্খল ব্যূহ রচনা হইলে, বীর বানরেরা রণোৎসাহে উন্মত্ত, লঙ্কাবিমর্দ্দনমানসে সকলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল তাল প্রভৃতি পাদপ

ও অতিবিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রামজয় শব্দে সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল; এ কি! ইতি-পূর্ব্বে তোমার পক্ষদ্বয় যে বদ্ধ ছিল, অধুনা ছিন্ন দেখি-তেছি কেন? চলচিত্ত বানরেরা তোমায় কি আবদ্ধ করিয়া-ছিল? শুক সভয়ে কহিল; মহারাজ! আত্ম দুরবস্থার কথা আর কি কহিব, প্রভুর আদেশ অলঙ্ঘ্য বিবে-চনা করিয়া, আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, সাগরের উত্তরতীরে গিয়া অবিকল তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিলে, বীর বানরেরা আমাকে দেখিবামাত্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কেহ মুষ্ট্যাঘাত, কেহ চপেটাঘাত, কেহ কেহ বা আমাকে একেবারে বিনাশ করিবার মানসেই পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আয়ুঃশেষ না হইলে মৃত্যু ঘটে না, কেবল এই জন্যই ফিরিয়া আসিলাম। রাক্ষসরাজ! আর অধিক কি কহিব, সেই মহতী বানরী সেনা-সমবেত বীর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ও বালিতনয় অঙ্গদ সহ কপিরাজ সুগ্রীবকে যেরূপ অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, আপনার এই সমস্ত রাক্ষসকুল অচিরকাল মধ্যেই অকুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে, এবং লঙ্কা নগরীও অবিলম্বেই রাক্ষসকুল-কামিনীদিগের অনবরত পতিত নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া ভর্ত্তৃমরণান্তে কৃতস্নাতা আর্দ্রবসনা

কামিনীর ন্যায় অভিনব বৈধব্যবেদনা উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই। লঙ্কেশ্বর! আপনি রামকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া মনে করিবেন না। সেই বীরকুলধুরন্ধর দাশরথি ক্রোধবিরূপীকৃত সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ পিনাকপাণির ন্যায় আরক্ত লোচনে যখন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন, তখন কাহার সাধ্য, যে বীরদর্পে সে বীরকে নিরস্ত করিয়া রাখে। রাক্ষসকুল সহ কেবল আপনি কেন,আমার বোধ হয়, ত্রিলোকের লোক এক দিকে হইলেও তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। রাক্ষসরাজ! অধিক কি, যাহা না হইবার,আমি শুনিয়াছি, রাম অস্ত্রবলে তাহাও অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। তিনি শর প্রভাবে জলপূর্ণ স্রোতস্বতী নদীর স্রোত প্রতিকূলগামী, আকাশমণ্ডলকে জ্যোতিঃপরিশূন্য এবং বরাহরূপধারী ভগবান্ নারায়ণের ন্যায়, রসাতলগামিনী দেবী বসুন্ধরাকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ। সেই জগদেকবীর অবলীলাক্রমে সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, এবং মহাসাগরে সেতু বন্ধনরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া মহতী বানরী সেনা সহ অধুনা আপনার এই লঙ্কা নগরীর অভিনব বৈধব্য সম্পাদনার্থ সাগরের উত্তর পারে পদার্পণ করিয়াছেন। অতএব মহারাজ! যদি আমার কথায় কর্ণপাত করেন, প্রাকার সমীপে আসিতে না আসিতেই রামের সীতা রামকে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লউন; নতুবা আর নিস্তার নাই।

এই বলিতে বলিতে ত্রাসে শুকের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তৎশ্রবণে রাবণের বিংশতি নেত্র ক্রোধে আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে সেই ক্রোধব্যঞ্জক দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিকঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল; রে দুষ্কুলজাত শুক! তোর এত বড়ই আস্পর্দ্ধা, যে তুই শত্রুর পক্ষপাতী হইয়া আমার সমক্ষে নির্ভয় চিত্তে এত বড় নিষ্ঠুর কথাই ওষ্ঠের বাহির করিলি। তোর্ সাহসে ধিক্, তোর বংশেও ধিক্। যাহার বীরদর্প, সসাগরা সশৈলকাননা সর্ব্বংসহাও সহ্য করিতে পারে না, আমি সেই রাবণ, আমার সেই সাহসপূর্ণ হৃদয় কি আজ সামান্য নর বানর সহ সংগ্রামে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করিবে? দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর; অধিক কি, ত্রিলোকের লোক একত্রে হইয়াও আমার যে পরাক্রমের তুলনা করিতে পারে না, আমার সেই বীর পরাক্রম কি আজ হীনবল নর-বানর সহ সমরে পরাস্ত হইবে? কখনই না। যেমন বসন্তা-গমে মধুপানার্থে মধুপকুল বাসন্তী লতাকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ আমার শাণিত শরজাল যখন প্রাণ রূপ মধুপানার্থে বানরী সেনাকে আবৃত করিয়া ফেলিবে; যেমন প্রচণ্ড উল্কা পাতে কুঞ্জরকুল ভয়ে আকুল ও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার বিশাল বাহুনির্ম্মুক্ত, যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তসহোদর শত শত শর দ্বারা যখন রাম দগ্ধ ও শোণিতলিপ্ত দেহে সমরাঙ্গণে শয়ন করিবে; যেমন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ভগবান্ ময়ুখমালী অম্বরতলে উদিত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থ সমু-

দায়ের প্রভা হরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেনাদল সহ যখন রামের বলবিক্রম নিরস্ত করিয়া ফেলিব; বীর রাবণের অসম্ভাবিত শক্তি, নেত্রগোচর হইয়া তখনই তোর অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। আমার এই সাগরতুল্য বেগ, এই বায়ুতুল্য অব্যাহত গতি, সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরোপম এই সাংগ্রামিক শরনিকর, আমার এই অতুল্য বলবীর্য্য, বোধ হয় রাম ইহার কিছুই অবগত নহে, জানিলে, এতাদৃশ বিষম সাহসের কার্য্যে কদাচ অগ্রসর হইত না। অতি-কঠোর জ্যাশব্দ ও নারাচ স্বর-সম্পন্ন, আমার এই প্রকাণ্ড কোদণ্ড বীণাস্বরূপ, এবং আমার এই শাণিত শরনিকর ঐ বীণার বাদনদণ্ড, আমি যখন রণাঙ্গনরূপ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, শররূপ বাদন দণ্ড দ্বারা ঐ চাপময়ী বীণার বাদ্য আরম্ভ করিব, তখন সামান্য নর বানর কেন, কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি বরুণ, কি কুবের, কি যম, কর্ণে কর বিন্যস্ত করিয়া, প্রাণভয়ে সকলকেই পলায়ন করিতে হইবে। এই বলিয়া রাবণ তৎকালে মৌনাবলম্বন করিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি আপন অমাত্য শুক ও সারণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; দেখ, রাম সাগর মধ্যে এক অপূর্ব্ব সেতুবন্ধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সাগর পার হইয়া সেনা- সহ সংগ্রাম লালসায় আগমন করিতেছে। সমুদ্রে সেতু- বন্ধন অতি সামান্য কার্য্য। যাহা হউক, এক্ষণে তাহার সৈন্য সংখ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, হীনবলই হউক, বা প্রবলই হউক, বিপক্ষের বলা- বল পরিজ্ঞাত হওয়া বিচক্ষণ মহীপালের কার্য্য। অতএব তোমরা অলক্ষিত ভাবে সেই বানরী সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সৈন্য সংখ্যা এবং বল বিক্রমের তত্ত্বানুসন্ধান লইয়া আইস। সুগ্রীবের কোন্ কোন্ মন্ত্রী তাহার অনু- গমন করিয়াছে, কোন্ কোন্ বীর রণাগ্রে অবস্থান করিবে, এবং বানরদিগের মধ্যে কাহারই বা কত অধিক বল। রাম কি রূপে সাগরে সেতুবন্ধন করিল, কিরূপে কোন্ স্থানেই বা সেনা নিবেশ করিবে, এবং তাহার বল বিক্রম ও অস্ত্র শস্ত্রই বা কিরূপ। মহাবীর লক্ষ্মণের বীর্য্যবত্তার ইয়ত্তা কত এবং কোন্ বীরই বা সেনাপতির পদে অভি- ষিক্ত হইয়াছে? তোমরা অবিলম্বে অতিগুপ্তভাবে গিয়া

সমুদায় সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইস। এইরূপ আদেশ করিয়া দশানন বিরত হইলে, প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শুক সারণ মায়াবলে বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেনাদলের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রবেশিয়া দেখিল, বানরী সেনা সর্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন ও নিতান্ত লোমহর্ষণ। উহার কিয়দংশ পর্ব্বতের অগ্রভাগে, কিয়দংশ নির্ঝর সমীপে, কতকগুলি সাগরোপকূলে, কতকগুলি কাননে এবং অপর কতকগুলি উপকাননে যেন সগর্ব্বে অবস্থান করিতেছে। কতকগুলি বানর সাগর পার হইয়াছে, কতকগুলি পার হইতেছে এবং অপর কেহ কেহ পার হইবার উপক্রম করিতেছে। কেহ কেহ সেনা নিবেশে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং অন্যান্য কেহ কেহ বা কেবলমাত্র নিবিষ্ট হইতেছে। ফলতঃ কে যে কি করিতেছে, কিছুরই অবধারণ নাই। শুক সারণ উভয়ে সেই অগাধ অসীম সৈন্য সাগরের মধ্যে পতিত হইয়া পদ্মপত্রবৎ ইতস্ততঃ ভাসমান হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই স্থিরতর করিতে পারিল না।

স্বজাতির কার্য্যচাতুর্য্য স্বজাতির নিকট কোন মতেই অপ্রকাশ থাকে না। বিচক্ষণ বিভীষণ দেখিবামাত্র জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উভয় নিশাচরকে রাম সন্নিধানে লইয়া গিয়া কহিলেন; প্রভো। ইহারা বানর নহে, রাক্ষস; দুরাত্মা রাক্ষসরাজের মন্ত্রী, ছদ্মবেশে বানররূপে আসিয়া আমাদের সৈন্য সংখ্যা করিতেছে। ইহাদের একের

নাম শুক, অপরের নাম সারণ। আমি উভয়কেই ধৃত করিয়া আনিয়াছি, যাহা অভিরুচি, বিধান করুন।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, শুক সারণ নিতান্ত ভীত ও ত্রাসে জীবনে একরূপ নিরাশ হইয়া করযোড়ে কহিল; হে শান্তগুণাবলম্বিন্! আমরা রাজনিয়োগে আসিয়াছি; আমাদের অপরাধ কি? নীতিশাস্ত্রানুসারে দূত সর্ব্বথা অবধ্য। তৎশ্রবণে পরম দয়াবান্ দাশরথি ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন; দেখ, তোমাদের রাজাজ্ঞানুরূপ কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, নির্ভয়ে প্রতিগমন কর; আর যদি কিছু দেখিতে, বা জানিতে অবশিষ্ট থাকে, স্বচ্ছন্দমনে পুনর্ব্বার সেনাদলে প্রবেশ কর এবং যাহা ইচ্ছা হয়, নির্ভয় চিত্তে তাহাও পর্য্যবেক্ষণ কর। এই বিভীষণ তোমাদিগকে সমস্তই দেখাইয়া দিবেন। আত্মপ্রকাশ নিবন্ধন তোমরা কিছুমাত্র ভীত হইও না, জীবনের প্রতিও কোন সন্দেহ করিও না। কারণ, দূতেরা শস্ত্রহীন বা হীনবল হইলেও রাজধর্ম্মানুসারে সর্ব্বথা অবধ্য। দেখ, বিভীষণ! এই প্রচ্ছন্নরূপী শত্রুপক্ষীয় দুই নিশাচর আমাদের অমিত্র হইলেও ইহাদের প্রতি কোন উৎপীড়ন করিও না। ইহারা রাজাজ্ঞাবাহক দূত, দূতের প্রতি অত্যাচার সর্ব্বথা রাজনীতিবিরুদ্ধ।

বিচক্ষণ রাম বিভীষণের প্রতি এইরূপ রাজধর্ম্মানুযায়ী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার শুক সারণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; দেখ, রাজাজ্ঞানুসারে তোমাদের

যাহা কর্ত্তব্য থাকে, শেষ কর, লঙ্কায় গিয়া আমার আদেশে তোমাদের মহারাজকে এইমাত্র কহিও;— স্ব কার্য্যের পরিণাম ভোগ করিতে আর বিলম্ব নাই, আর প্রতিবন্ধকও নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, শুক সারণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের সন্নিহিত হইয়া কহিল; মহারাজ! আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, হিতবাক্যে অবজ্ঞা করিয়া, সভামধ্যে নিতান্ত ঘৃণিত বাক্যে যাহার অপমান করিয়াছিলেন, দেখিবামাত্র, সেই বিভীষণ আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রামের নিকট লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমাদের দীর্ঘায়ুঃ এবং সেই অমিতবিক্রম রামের ঔদার্য্য গুণ, এই উভয়বিধ কারণে আমরা জীবিত অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিলাম। লঙ্কেশ্বর! তথায় গিয়া দেখিলাম, সেই আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাসনয়ন নবঘনশ্যাম রাম মধ্যে, মহাবীর লক্ষ্মণ দক্ষিণে এবং কপিরাজ সুগ্রীব ও বিভীষণ বামে বসিয়া যেন দিক্পালগণের তাদৃশী অনন্যগতা শোভা লক্ষ্মীকেই আহরণ করিতেছেন। অন্যান্য অমিতবীর্য্য বানরের কথা দূরে থাকুক, যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, আপনার এই স্বর্ণ অট্টালিকা, এই সমস্ত দেববাঞ্ছিত বৈভব, মনে করিলে, তাঁহারাই সমুদায় সাগরে ভাসাইতে পারেন। অথবা রামের যেরূপ বীরবিক্রম-সূচক ভীষণ আকৃতি ও শরনিকরের যেরূপ তীক্ষ্ণতা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাতে অনুমান

হয়, আপনার এই সতোরণা পুরী, তিনি একাকীই উৎপাটন করিয়া পুনরায় আবার যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারেন। লঙ্কেশ্বর! সেই শত্রুনিসূদন রাম, সেই মহাবীর লক্ষ্মণ ও সেই মহাবল সুগ্রীব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বানরবাহিনী এমন কি সুরাসুরেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। অতএব রাক্ষস-রাজ। সত্য কথা কহিতে আর ভয় কি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আমাদের মনে হয়, আর বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই; রামের সীতা রামকে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লওয়াই সৎ।

ষড়বিংশ অধ্যায়

এই বলিয়া শুক সারণ বিরত হইলে, দশানন ক্রোধে দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিল; দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অথবা ত্রিলোকের সমস্ত লোকও যদি আমার প্রতিকূল হইয়া উঠে, আমি তথাপি সীতাকে অর্পণ করিয়া আমার রাবণ নাম কলঙ্কিত করিতে পারিব না। তোমরা নিতান্ত হীনবল, বিশেষ বানরেরা অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছে, সেই জন্যই তোমাদের এত ভয় এবং তজ্জন্যই জানকীরে প্রত্যর্পণ করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছ।

এই বলিয়া দশানন রামবল অবলোকন করিবার মানসে অসীম রোষাবেশে শুক ও সারণ সহ হিমপাণ্ডুর উচ্চতর প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া দেখিল, সৈন্য সাগরে সাগরের উপকূল, পর্ব্বত ও কাননপ্রদেশ একেবারে আপ্লাবিত হইয়াগিয়াছে। অবলোকন মাত্র রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসিল; দেখ, এই যে সমস্ত বানর দেখিতেছি, ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বানর শূর, কোন্ কোন্ বানর সর্ব্বপ্রধান এবং কোন্ কোন্ বানরই বা মহাবলপরাক্রান্ত, রণাগ্রগামী ও সমধিক উৎসাহসম্পন্ন? কপিরাজ সুগ্রীব কোন্ কোন্ মন্ত্রির মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, কাহারাই বা যূথপতি এবং ইহাদের মধ্যে কাহার পরাক্রমই বা কিরূপ? এই সমুদায় বিশেষ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

শুনিয়া সারণ কহিল; মহারাজ! ঐ দেখুন, যে বানর মহতী বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া অনিমেষ নেত্রে এই নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে, এবং যাহার বীরবিক্রম-গুম্ফিত অতিভীষণ সিংহনাদে আপনার এই প্রাকার পরিবেষ্টিতা সমগ্রা লঙ্কা পুরী অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহার নাম নীল, ঐ নীলই যূথপতির পদে অভিষিক্ত। আবার এদিকে ঐ দেখুন, যে বীর্য্যবান্ কপি দুই বাহু উত্তোলন করিয়া মনুষ্যের ন্যায় কেবল পাদচারেই বিচরণ করিতেছে, এবং সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ক্রোধবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটি বন্ধন পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে

একএকবার এই পুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কপি-কুল সহ পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুলস্ফোটন করিতেছে, আর বার কোপবিস্ফারিত প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল ব্যাদান পূর্ব্বক সমগ্রা লঙ্কা নগরীকে যেন গ্রাস করিতেই উদ্যত হইতেছে, যাহার শরীর অতি বিশাল শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, বর্ণ পদ্মকেশর-নিন্দিত এবং যাহার কোপসম্ভূত লাঙ্গুল-শব্দে যেন দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; কপিরাজ সুগ্রীব উহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছে। উহার নাম অঙ্গদ। জানিতে পারেন, বালি নামে অমিতবীর্য্য যে কপীশ্বর ইতিপূর্ব্বে অপ্রতিহত প্রভাবে কিষ্কিন্ধ্যা সাম্রাজ্য শাসন করিত, অঙ্গদ তাহারই আত্মজ, অমিতবল বালির ন্যায় উহার বলবত্তাও ইয়ত্তাপরিশূন্য। ঐ অঙ্গদ বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে। বরুণদেব যেমন দেবপ্রধান দেবপতির নিমিত্ত উৎসাহশীল, তদ্রূপ অঙ্গদও রামের জন্য নিয়ত রণোৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্ত্রণাচতুর অঙ্গদের মন্ত্রণা-কৌশলেই হনুমান্ সাগরলঙ্ঘনে ও সীতাদর্শনে সমর্থ হইয়াছিল এবং মহতী বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া ঐ অঙ্গদই আপনার সৈন্য মর্দ্দনার্থ সর্ব্বদা রণোদ্যম করিতেছে। মহারাজ! আবার ওদিকে দেখুন, ঐ যে এক বীর বহুসংখ্য সেনাদলে সমাবৃত হইয়া যেন সগর্ব্বে অবস্থান করিতেছে! উহার নাম নল, ঐ নল একজন সেনাপতি। উহারে শিল্পনৈপুণ্যেই সাগরে অভাবিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

এদিকে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, যাহারা অনবরত গাত্রা-বষ্টম্ভন, ব্যায়াম, ঘনগভীর গর্জ্জন ও কোপপ্রভাবে সর্ব্বদা ভীষণ মুখ ব্যাদান করিতেছে, উহারা সংগ্রামে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, ভীমবিক্রম ও নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ এবং উহারাই অণুক্ষণ ঐ অনলতুল্য তেজঃপ্রদীপ্ত নলের অনুগমন করিয়া থাকে। উহাদের সংখ্যা শত অর্ব্বুদ ও আট শত সহস্র। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল সেনা সমবেত নলের ক্রোধানল জ্বলিয়া যখন এই মহানগরী আক্রমণ করিবে, তখন আপনার সৈন্যসাগরের সমস্ত জলেও, বোধ করি, উহা নির্ব্বাপিত হইবে না। লঙ্কেশ্বর! আবার এ দিকে দেখুন, ঐ যে রজতগিরি-সন্নিভ, অতিচপল ভীমবিক্রম এক বীর বীরদর্পে সেনাদলকে আহ্লাদিত করিয়া সুগ্রীব সন্নিধানে একবার সগর্ব্বে সমাগত হইতেছে, আর বার সিংহবৎ মন্থর গমনে প্রতিগমন করিতেছে, উহার নাম শ্বেত। উহার বলবত্তার ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আর এদিকে যে মহাবীর সেনাপতিকে দেখিতেছেন, ইহার নাম কুমুদ। গোমতীতীরস্থ সংরোচন নামক নানাতরু বিরাজিত সুরম্য পর্ব্বতে যে সকল বানর বাস করিয়াথাকে মহাবীর কুমুদ তাহাদের অধীশ্বর। আবার ওদিকে দেখুন, যে বীর শত সহস্র বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় উপবিষ্ট আছে, যাহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের অগ্রভাগস্থিত লোমরাজি নীল, লোহিত ও পীতবর্ণে চিত্রিত, উহার নাম চণ্ড। ঐ চণ্ডবিক্রম চণ্ড

রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করিবার মানসেই যেন সগর্ব্বে সংগ্রামার্থ সর্ব্বদা আপনাকে আহ্বান করিতেছে। এদিকে এই যে দ্বিতীয় কেশরীর ন্যায় দীর্ঘকেশর কপিল-বর্ণ এক কপি লঙ্কার প্রতি পুনঃ পুনঃ অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে, উহার নাম সরভ। সহ্য, সুদর্শন ও বিন্ধ্য পর্ব্বত উহার বাসস্থান। সরভও একজন প্রধান সেনাপতি, বিপুল বিক্রম বহুসংখ্য বানরেরা সংগ্রাম লালসায় উহার অনুগমন করিয়াছে। রাক্ষসরাজ! দেখুন, আবার ওদিকে যে বানর আয়তকর্ণ বিস্তার করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদান করিতেছে, উহার নাম রম্ভ। ঐ বীর বীরদর্পে যখন সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন মৃত্যুভয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুও উহার অগ্রসর হইতে পারে না। মহারাজ! অধিক কি, উহার কটাক্ষপাতে, ও বীরদর্প-পরীত ভীষণ আস্ফালনে এই দেখুন, আপনার রাজধানী যেন কম্পিত হইতেছে। মহাতেজা রম্ভ, সাল্বেয় পর্ব্বতনিবাসী এবং এক জন প্রশস্ত সেনাপতি। ত্রিংশৎশত সহস্র বানর উহার অধীনে অবস্থান করিতেছে। রাক্ষসরাজ! আবার ওদিকে দৃষ্টি-পাত করুন, যে বীর, দেবগণবেষ্টিত দেবপতির সৌভাগ্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই যেন সেনা দল সহ সগর্ব্বে বসিয়া আছে, যাহার গম্ভীর গর্জনে দিগ্বিভাগ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহার নাম পনস। বিবিধ পাদপ বিরাজিত পরম রমণীয় পারিযাত্র পর্ব্বতে উহার বাসস্থান। ঐ সেনাপতি পনস, পঞ্চাশৎ লক্ষ ভীমবল বানরের অধিনায়ক। উহার

অধীনস্থ সমস্ত সেনাদল পৃথক্ পৃথক্ দলে আবদ্ধ হইয়া পরমসুখে অবস্থান করিতেছে। লঙ্কেশ্বর! আবার এ দিকে নেত্রপাত করুন; সাগরের উপকূলবর্ত্তিনী দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় বেগবতী মহতী বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া যে বানর জগতের বীরশূণ্যতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই যেন সাহঙ্কারে অবস্থান করিতেছ, উহার নাম বিনত। স্রোতস্বতী বেণা নদীর সমীপে উহার বাসস্থান। ষষ্টিশত সহস্র মহাবল বানর ঐ সেনাপতি বিনতের আজ্ঞানুকারী ও একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী। আবার এ দিকে বলদর্পিত যে বানর সমস্ত বানরকুলকে যেন তৃণ জ্ঞান করিয়াই আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, উহার নাম গবয়। গবয় একজন প্রধান সেনাপতি। উহার অধীনে সপ্ততি শত সহস্র বানর পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! আর সম্মুখে যে সমস্ত সেনাপতিগণকে দেখিতেছেন, উহাদের আশ্রয়েও শত শত সৈন্যদল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সুচতুর সারণ এই বলিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে কহিতে লাগিল ;—মহারাজ ! যে সকল সেনাপতি রামের কার্য্য সাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে ; এক্ষণে আমি সেই সমস্ত বীর বানরের কথা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লঙ্কেশ্বর ! একবার দক্ষিণ দিকে নেত্রপাত করুন ; যাহার বহুব্যাম পরিমিত সুদীর্ঘ লাঙ্গূল শ্বেত, পীত, লোহিত ও সুচিক্কণ লোমরাজি দ্বারা পরিশোভিত, যাহার দেহপ্রভা প্রভাকরের তাদৃশী সমুজ্জল প্রভাকেও যেন তিরস্কার করিতেছে, উহার নাম তার। উহার আজ্ঞানুসারে শত সহস্র ভীমবল বানরেরা শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি অতি বিশাল পাদপরাজি হস্তে লইয়া লঙ্কা আক্রমণ জন্য উহার অনুগমন করিয়াছে। রাক্ষসরাজ ! আবার বাম দিকে নেত্রপাত করুন ; যে সকল কপিকুলকে নিবিড় নিরদের ন্যায় নীলিমায় রঞ্জিত দেখা যাইতেছে, উহারা সকলেই কপিরাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর। সংগ্রামস্থলে সম্মুখীন হইবে কি, বিপক্ষকুল উহাদের ভীষণ মুর্ত্তি দর্শনেই আকুল হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। মহাসাগরের পরপার যেমন অনির্দ্দেশ্য,

তদ্রূপ উহাদের সংখ্যাও ইয়ত্তাপরিশূন্য। রাক্ষসনাথ! আমি একমুখে আর কতই কহিব; যাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গে নদীতীরে বা জনপদে, বীরদর্পে নির্ব্বিবাদে বাস করিয়া থাকে, ঐ দেখুন, সুগ্রীবশাসনে সে সকল সুদারুণ ঋক্ষকুলও আপনার বিরুদ্ধে আগমন করিয়াছে। উহাদের মধ্যস্থলে, যেন সাক্ষাৎ দেবরাজের ন্যায় যাহাকে দেখিতেছেন, উহার নাম ধূম্র। ঐ ভীমদর্শন ধূম্র সমস্ত ঋক্ষদলের অধিপতি। এবং নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তী ঋক্ষপর্ব্বতে উহার বাসস্থান। আর এ দিকে ঐ যে পর্ব্বত-প্রতিম ঋক্ষরাজকে আসীন দেখিতেছেন, ঐ ঋক্ষবর ধূম্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম জাম্ববান্। উহার দেহপ্রভা দেখিতে ধূম্রবৎ, কিন্তু প্রতাপ প্রদীপ্ত অনলবৎ সাতিশয় প্রখর। দেবাসুর সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য ও তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া জাম্ববান্ অনেক প্রকার বর লাভ করিয়াছে এবং কত শত অমিততেজা সেনাদলও নিতান্ত নির্দেশানুকারী ভৃত্যের ন্যায় উহার অধীনে অবস্থান করিতেছে। শুনিয়াছি, এই ঋক্ষরাজ নিতান্ত শান্তশীল হইলেও বৈর-নির্য্যাতন মানসে সমস্ত সেনাদলে সমবেত ও রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন আর অন্যের কথা কি কহিব, বিপক্ষের পক্ষাবলম্বী হইলে তৎকালে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে হয়। মহারাজ! একবার এ দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখুন, যে বানর ক্রোধভরে ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক লাঙ্গুল আক-

ঞ্চিত করিয়া একবার লম্ফ প্রদান করিতেছে, আর বার সগর্ব্বপাদ বিক্ষেপে স্বস্থানে আসীন হইতেছে, উহার নাম দম্ভ। এই যূথপতি দম্ভ শত্রুদমন মানসে স্বীয় সেনাদলকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং দেবরাজ সহস্রাক্ষের আরাধনা করিয়া সমরে নিতান্তই দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। এ দিকে যাহার শরীর প্রস্থে যোজন-পরিমিত এবং ঊর্দ্ধেও গগণস্পর্শী ; যাহার ন্যায় ভৈরব রূপ চতুষ্পদের মধ্যে আর দৃষ্টিগোচর হয় না, আমরা শুনি-য়াছি, ঐ বানরই সমস্ত বানরের পিতামহ, নাম সন্নাদন। ঐ সেনাপতি শত্রুনিসূদন সন্নাদন পূর্ব্বে সুরপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াও পর-পরাভবরূপ পরম বেদনায় ব্যথিত হয় নাই! ও দিকে ঐ যে দেবরাজ পুরন্দরবৎ পরাক্রম-শালী মহাবল বানরকে দেখিতেছেন, ভগবান্ অগ্নিদেব দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের সাহায্যার্থ গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে উহাকে উৎপাদন করেন। আপনার ভ্রাতা যক্ষরাজ কুবের অসংখ্য যক্ষ সহ পরমসুখে যথায় বাস করিতে-ছেন, সেই কলকণ্ঠ কোকিলকুল কূজিত বহু কিন্নরসেবী সুরম্য কৈলাস পর্ব্বতে উহার বাসস্থান, নাম ক্রথন। ঐ সেনাপতি ক্রথন সমরক্ষেত্রে বৃথা আত্মশ্লাঘা ভ্রমেও ওষ্ঠের বাহির করে না, এবং শত্রুকৃত যাতনাও কখন জানে না। সহস্র কোটি অমিতবল বানর একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় উহার আজ্ঞা বহন করিতেছে। রাক্ষসরাজ! মনে করিলে, ঐ মহাবল ক্রথনই রাক্ষ-

ধানীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারে। আর ঐ যে এক বানর বাতোদ্ধত মেঘখণ্ডের ন্যায় অনবরত আস্ফালন ও গর্জন করিতেছে, উহার নাম প্রমাথী। ঐ যূথপতি জাহ্নবীর সমীপবর্ত্তিনী গিরিগুহায় শয়ন করিয়া করী ও কপিকুলের পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক অদ্যাপিও গজপতিদিগকে অবিরত ভীত করিয়া থাকে। হৈমবতী নদীর নিকটবর্ত্তী উশিরবীজ নামে মন্দর পর্ব্বতের একদেশে উহার বাসস্থান। যেমন দেবপতি দেবলোকে অপ্রতিহত প্রভাবে অবস্থান করিতেছেন, তদ্রূপ প্রমাথীও একলক্ষ বানর সহ অকুতোভয়ে তথায় বাস করিয়া থাকে। উহার সেনাদল সকলেই বলদৃপ্ত, মহাবাহু ও সমরে সাতিশয় গর্জনশীল। মহারাজ! ঐ দেখুন, তদীয় সৈন্যগণের পাদোদ্ধত ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত ও পবনচালিত হইয়া চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর অপর দিকে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতে দেখিতেছেন, উহা গোলাঙ্গুল নামে বিখ্যাত কতকগুলি বানরের পদোদ্ধত। ঐ সমস্ত অমিতবল বানর যূথপতি গবাক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া গভীর গর্জন সহকারে দেখুন, কৃতান্তকেও যেন তিরস্কার করিতেছে। সম্মুখে কেশরীর ন্যায় কেশরসম্পন্ন মহাবল কেশরী। যে স্থানে সুদৃশ্য পাদপরাজি রসাল ফল পুষ্পে অবনত হইয়া আতিথ্য সৎকারার্থই যেন দীক্ষিত রহিয়াছে, যথায় মধুপকুল মধুগন্ধে আকুল হইয়া গুণ গুণ রবে কুসুমে, কুসুমান্তরে আবার অন্য কুসুমে

গিয়া বসিতেছে। ভগবান্ আদিত্য দেব, আত্মবৎ প্রভা-সম্পন্ন যে পর্ব্বতকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যে পর্ব্বতের প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া তত্রত্য বিহগকুলকে সর্ব্বথা কনক বর্ণের বলিয়াই বোধ হয় এবং যাহার প্রস্থদেশে আসীন হইয়া যোগিবরেরা মুদ্রিত নেত্রে প্রতি নিয়ত পরম পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। সেই ষষ্টি সহস্র কাঞ্চনগিরি-পরিশোভিত পর্ব্বতরাজ সুমেরুর এক দেশে এই কেশরীর বাসস্থান। শ্বেত লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে চিত্রিত তীক্ষ্ণদন্ত ঐ সমস্ত বানরও তথাতেই বাস করিয়া থাকে। উহারা সকলেই সিংহ ও চতুর্দ্দন্ত গজের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ। ঐ সুদীর্ঘলাঙ্গূল বানরগণের ক্রোধ-বিস্ফারিত পিঙ্গল নেত্র, সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপ ও ভীষণ গর্জন, দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, আমাদের ভাবী মঙ্গলের আর আশা নাই। রাক্ষসরাজ! ঐ দেখুন, আবার যূথপতি মহাবল শতবলী উহাদের মধ্যে আসীন হইয়া জয়-বাসনায় কেমন একান্ত মনে আদিত্য দেবের উপাসনা করি-তেছে। ঐ মহাশূরের এরূপ বিক্রম ও এত অধিক প্রতাপ, যে মনে করিলে, ঐ বীরই আপনার সমস্ত পুরী আলুলা-য়িত করিয়া ফেলিতে পারে। শুনিলাম, এই শতবলী প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও রামের কার্য্য সাধনার্থ দীক্ষিত হইয়াছে। আর গয়, গবাক্ষ ও গবয় প্রভৃতি যে সমস্ত সেনাপতি আছে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দশকোটি সেনায় পরি-বৃত। এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যাচলবাসী কত শত বীর বানর যে

সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা আমার সাধ্য নহে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া সারণ বিরত হইলে, রাক্ষসপ্রবীর শুক রাক্ষসাধিপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বানরী সেনা প্রদর্শন করিয়া কহিল; মহারাজ! এদিকে মত্তমহাগজের ন্যায়, জাহ্নবীতীর-প্ররূঢ় ন্যগ্রোধ পাদপের ন্যায় অথবা হিমাচল-সম্ভূত অতিবিশাল শাল বৃক্ষের ন্যায় যে সমস্ত কপিকুলকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহারা দৈত্যদানববৎ প্রভাবসম্পন্ন, কামরূপী, অমিতবল ও যুদ্ধে দেবরাজ বজ্রপাণির ন্যায় রণদুর্ম্মদ। উহাদের সংখ্যা শত বৃন্দ, সহস্র শঙ্খ এবং বিংশতি সহস্র কোটি। উহাদের মধ্যে সকলেই দের ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত, কামরূপী, কিষ্কিন্ধানিবাসী ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত। ওদিকে ঐ যে তুল্যবল ও তুল্যাবয়ব দেবরূপী বানরদ্বয়কে দেখিতেছেন, উহাদের একের নাম মৈন্দ ও অপরের নাম দ্বিবিদ। উহারা পিতামহের আদেশে অমৃত পান করিয়া যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও অমরত্বও লাভ করিয়াছে। উহাদের বলবীর্য্য এত অধিক, যে বলে বরিলে উহারাই আপনার সমগ্রা পুরী

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সাগরে ভাসাইতে পারে। লঙ্কেশ্বর! আবার এদিকে ঐ যে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুরাক্রমণীয় মহাবল বানরকে দেখিতেছেন, একবার আগমন মাত্রে, যাহার প্রতাপানলে আপনার এই স্বর্ণ অট্টালিকা দগ্ধ এবং সৈন্য-সাগরেরও কিয়দংশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ঐ সেই ভীমবল হনুমান্, সম্প্রতি আবার আসিয়াছে। হনূমান্ কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; পবনপুত্র বলিয়া লোকে বিখ্যাত। ইহার ন্যায় কামরূপী, বলবান্ ও মন্ত্রণাচতুর বানর আর নাই। ইহার গতি বায়ুর ন্যায় অব্যাহত ও প্রতাপ বিনতাতনয়ের ন্যায় অপ্রতিহত। শুনিয়াছি, এই হনূমান্ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া, আহার্য্য বস্তু ভাবিয়া নবোদিত আদিত্য দেবকে ভক্ষন করিবার জন্য তিন সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইয়াছিল। কিন্তু অতি দুর্দ্ধর দেব দিবাকরকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া তৎকালে উদয়াচলেই নিপতিত হয়। মহারাজ! ইহার হনুদ্বয় এত বড়ই কঠিন, যে তিন সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ হইতে শিলাতলে পতিত ও আহত হইয়াও অন্যতরের একদেশ অল্পমাত্র বিদীর্ণ হইয়াছিল; এজন্য অর্থাৎ সুদৃঢ় হনুযোগত্ব নিবন্ধন, এই বানর লোকে হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই নিদর্শন অনুসারে আমি হনুমান্কে আকৃতিগত বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু ইহার প্রভাব ও বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই পবনাত্মজ মনে করিলে স্বীয় অপ্রতিম তেজঃপ্রভাবে আপনার এই বীরপূর্ণা দুষ্প্রবেশা পুরীকে একাকীই

বিমর্দ্দিত করিতে পারে, এবং এক প্রকার করিয়াও ছিল। মহারাজ! আপনি কি এখন ইহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন? যাহা হউক লঙ্কেশ্বর! একবার এদিকে চাহিয়া দেখুন, যাঁহার পবিত্র শরীরে ধর্ম্ম অটলভাবে অবস্থান করিতেছে, যিনি ভ্রমেও কখন অধর্ম্মপথে পদার্পন করেন না। যিনি ক্রোধে সাক্ষাৎ কালান্তক যম, পরাক্রমে সাক্ষাৎ বজ্রপাণি এবং জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি মনে করিলে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে আকাশমণ্ডল ভেদ ও রসাতল বিদারণ করিয়া আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিতও করিতে পারেন, দয়া দাক্ষিণ্য ও শরণাগতবৎসলতা প্রভৃতি সদ্গুণে যাঁহার শরীর অলঙ্কৃত দেখিতেছেন, যাহাতে ব্রাহ্ম অস্ত্র, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, মহারাজ! আর আপনি নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, জনস্থান হইতে যাঁহার প্রাণসমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, হনূমানের সমীপবর্ত্তী উনিই সেই পদ্মপলাসনয়ন নবঘনশ্যাম দশরথাত্মজ দয়াময় আর্য্য দাশরথি। ভূমণ্ডলে যাঁহার গুণের সীমা নাই, যাঁহার কীর্ত্তিকিরণে ত্রিলোক উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে, উনিই সেই বিখ্যাত বীর কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম, সম্প্রতি রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার মানসে সাগরোপকূলে উপনীত হইয়া সংগ্রামলালসায় পুনঃ পুনঃ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। উনিই দুষ্টের নিন্তা, ধর্ম্মের প্রতিপালক এবং ইক্ষ্বাকুকুলে

এক জন অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর উহাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে যাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রদ্বয় লোহিত রাগে রঞ্জিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল এবং সুগঠিত দেহপ্রভা যেন উত্তপ্ত সুবর্ণকেও তিরস্কার করিতেছে, ইনিই সেই আকুঞ্চিতমূর্দ্ধজ বীরকুল-চূড়ামণি ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা লক্ষ্মণ। কি সংগ্রামকৌশলে, কি শাস্ত্রানুশীলনে, কি বিক্রমে কি পরাক্রমে, জগতীতলে ইহাঁর সমকক্ষ অতি বিরল। এই লক্ষ্মণ রামের দক্ষিণ বাহু ও বহিশ্চর প্রাণ স্বরূপ। ইনি সাক্ষাৎ ক্রোধের প্রতি মূর্ত্তি, কিন্তু অস্থানে কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। এই মহাত্মা অগ্রজের কার্য্য সাধনার্থ শুনিয়াছি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন। রাক্ষসরাজ! মনে করিলে বীর লক্ষ্মণ একাকীই আপনার সমগ্রা পুরী আলুলায়িত করিয়া সাগরের জলে ভাসাইতে পারেন, বোধকরি, কৃতকার্য্যও হইবেন। আর যিনি রামের বামভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যিনি রাক্ষস চতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া ক্রোধবিরূপীকৃত নেত্রে এই পুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, উনিই আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ। শ্রীমান্ রামের প্রসাদে লঙ্কার ভাবীসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত ও সম্প্রতি আপনার প্রতিযোদ্ধা হইয়া আগমন করিয়াছেন। আর এদিকে অচলরাজের ন্যায় অটলভাবে যাঁহাকে বসিয়া দেখিতেছেন, ইনিই সম্প্রতি শাখামৃগগণের অধীশ্বর অমিতবল কপিরাজ সুগ্রীব। ইহাঁর তেজ শারদীয়

আদিত্যদেবের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, যশ শারদ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র, বুদ্ধি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সৎপথাবলম্বিনী এবং ক্ষমা গুণে ইনি পর্ব্বতরাজ হিমাচলকেও পরাভব করিয়াছেন। কিষ্কিন্ধার গহন কাননসম্পন্ন দুর্গশোভিত সুপ্রশস্ত গিরি-গুহা ইহাঁর রাজধানী। ইহাঁর কণ্ঠে শতপদ্মশোভিত যে কণ্ঠমালা দেখিতেছেন, লক্ষ্মী দেবী নিয়ত বিরাজমান থাকায় উহা দেব মনুষ্যগণের মনোহারিণী হইয়াছে। মহাত্মা রাম মহাবল বালিকে বধ করিয়া এই মালা, বালি-পত্নী তারা এবং কপিসাম্রাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিয়া-ছেন। মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহিয়াথাকেন, এক শত সহস্রে এক কোটি, শত কোটি সহস্রে এক শঙ্খ, শত শঙ্খ সহস্রে এক মহাশঙ্খ; শত মহাশঙ্খ সহস্রে একবৃন্দ, শতবৃন্দ সহস্রে এক মহাবৃন্দ, শতমহাবৃন্দ সহস্রে এক পদ্ম, শত পদ্ম সহস্রে এক মহাপদ্ম, শত মহাপদ্ম সহস্রে এক খর্ব্ব, শত খর্ব্ব সহস্রে এক মহাখর্ব্ব, শত মহাখর্ব্ব সহস্রে এক সমুদ্র ও শত সমুদ্র সহস্রে এক মহৌঘ হয়। লঙ্কেশ্বর! মহাবল পরাক্রান্ত কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণ সহ সচিবগণে সমবেত হইয়া ইহারই এক শত ও এককোটি মহৌঘ, শত খর্ব্ব, সহস্র মহাখর্ব্ব, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শতবৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত শঙ্খ, সহস্র মহাশঙ্খ এবং শতকোটি পরিমিত মহাবল সৈন্য সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। মহারাজ! এক্ষণে এই সমুদায়

মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা করিয়া, উপস্থিত সংগ্রামে যাহাতে বিজয় লক্ষ্মী অধিকার করিতে পারেন, বন্ধু বান্ধব সহ তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া শুক বিরত হইলে, রাক্ষসাধিপতি দশানন শুকসারণ প্রদর্শিত সমস্তবানরী সেনা, মহাবীর রাম, তদীয় দক্ষিণ বাহুতুল্য মহাবল লক্ষ্মণ, তাঁহার সমীপস্থিত ভ্রাতা বিভীষণ, ভীমবিক্রম কপিরাজ সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, অতুল্যবল হনূমান্! দুর্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও শরভ প্রভৃতি মহাবল বানরকুল অবলোকন করিয়া আকুল মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিল এবং কথাবসানে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধবিরূপীকৃত আরক্ত বিংশতি নেত্রে শুক সারণকে যেন দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিল; রে জুকুলজাত! এতকাল আমার আশ্রয়ে প্রতি-পালিত হইয়া এখন কোন্ সাহসে আমার বিপক্ষের পক্ষাবলম্বন করিতেছিস? কি বিপদে, কি সম্পদে, রাজার-সম্মুখে অপ্রিয় কথা ঘোষণা করা উপজীবী লোকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমার পরমশত্রু সমরসজ্জায় অগ্র-

সর হইতেছে, তোরা কোন্ মুখে আমার নিকট তাহাদের পরাক্রমের উৎকর্ষ প্রচার করিতেছিস্? এমন ঘৃণার কথা রাজসন্নিধানে ঘোষণা করা কি অনুজীবী লোকের কর্ত্তব্য? বুঝিলাম, নীতিশাস্ত্রের সারভূত রাজসেবা বিষয়ে তোরা কদাচ উপদেশ গ্রহণ করিস্ নাই, বেদাধ্যয়ন ব্যপদেশে এত কাল বৃথাই কেবল অধ্যাপকের উপাসনা করিয়াছিলি। অথবা উপযুক্ত উপদেশ পাইয়াও বিস্মৃত হইয়া অধুনা কেবল মুর্খতার ভারই দুই হস্তে বহন করিতেছিস্। আমার নিতান্ত শুভাদৃষ্ট, যে তোদের ন্যায় কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় মুর্খ সচিবে সমবেত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে ও পরমসুখেই কালাতিপাত করিতেছি। আমি লঙ্কার, কেবল লঙ্কার কেন, একরূপ ত্রিলোকেরই অধীশ্বর, আমার আজ্ঞায় কোন্ অঘটন সংঘটিত হইতে না পারে? সেই আমি, আমার সমক্ষে এত বড় অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করিতে তোদের চিত্ত কি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, মনোমধ্যে মৃত্যুভয়েরও কি আশঙ্কা হইল না? যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্রও শুষ্ক পাদপের অবস্থান সম্ভবেনা, তদ্রূপ রাজবিদ্রোহী অপরাধীরা, কার্য্যতঃ বা বাক্যতঃ আমার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া কদাচ জীবিত থাকিতে পারিবে না। দেখি, তোদের পূর্ব্বকৃত যদি কিছু উপকার থাকে, আর তাহা স্মরণ করিয়া যদি আমার ক্রোধের উপশম হয়, হইল, নচেৎ এই দণ্ডেই তোদের মুণ্ডচ্ছেদন করিতেছি।

এই বলিয়া দশানন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আবার কহিল;—দেখ্ ইতি পূর্ব্বে তোরা অনেক সময়ে আমার অনেক উপকার করিয়াছিস্, এজন্য আর তোদের প্রাণনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এক্ষণে তোদের মুখাবলোকন করিতেও আর ইচ্ছা করি না। অতএব যদি দণ্ডবিধির ভয় থাকে, এই দণ্ডেই পলায়ন কর্। তখন সুধীর শুক সারণ "তথাস্তু" বলিয়া লজ্জাবনত বদনে অগত্যা তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে আসন্নমৃত্যু দশানন সন্নিহিত মহোদর নামক নিশাচরকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল;—মহোদর। রাজধানীতে যত দূত অবস্থান করিতেছে, আমার আদেশে সকলকেই আনয়ন কর। রাজাজ্ঞামাত্র মহোদর বহির্গত হইয়া সমস্ত দূতগণকে আহ্বান করিলে, দূতেরা রাজানুশাসনে দ্রুতপাদবিক্ষেপে আগমন পূর্ব্বক মহারাজের "জয় হউক" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশকণ্ঠের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে দশানন সেই সমস্ত বিগতসাধ্বস বিশ্বস্ত চরদিগকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; দূতগণ। তোমরা এতকাল আন্তরিক যত্নে আমার শুভানুধ্যান করিয়া আসিতেছ, এবং আমিও তোমাদের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত দূতগণকে লাভ করিয়া, এমন কি, সময়ে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রকেও তিরস্কার করিয়াছি। সেই আমি, তোমরাও জীবিত রহিয়াছ, সামান্য নর কতকগুলি হীনবল বানরে সমবেত হইয়া

আমার কি করিবে ? তথাচ বিপক্ষের বলাবল পরিজ্ঞাত হওয়া বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য ; কারণ, যাহারা রণপণ্ডিত এবং যাহাদের নীতিচক্ষু সর্ব্বদা উন্মীলিত রহিয়াছে, তাহারা প্রনিধি দ্বারা বিপক্ষের মন্ত্রণা অবগত হইয়া সংগ্রামে অল্প প্রয়াসেই শত্রুবিনাশ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দূতগণ ! তোমরা অবিলম্বে সেনাদলে প্রবেশ ও নানা কৌশলে মন্ত্রীগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, রামের ব্যবসায়, মন্ত্রণা, এবং সে কিরূপে নিদ্রা যায়, কিরূপেই বা জাগরিত হয়, এবং অদ্যই বা কি করিবে ইত্যাদি অতি নিপুণভাবে অবগত হইয়া আইস। আমি সর্ব্বথা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, রাজনিয়োগ শ্রবণমাত্র দূতেরা শার্দ্দূল নামক প্রধান প্রনিধিকে অগ্রে করিয়া প্রস্থান করিল। এবং দূর হইতেই দেখিল, সুবেল শৈলের সন্নিহিত প্রদেশে রাম মধ্যে, লক্ষ্মণ দক্ষিণে, এবং বিভীষণ সুগ্রীব সহ বামে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে বানরমণ্ডলীর কিল কিলা শব্দে যেন দশ দিক্ অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দূতগণ অতি গুপ্তভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল ; কিন্তু মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী হইলে যেমন চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত নীল সলিল ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না ; তদ্রূপ সেই অসীম সৈন্যসাগরের চারি দিকে বানরগণের আস্ফালন রূপ ভীষণতরঙ্গলহরী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে তাহাদের মুখবর্ণ বিবর্ণ ও শোণিতরাশি একেবারে শুষ্কপ্রায়

হইয়া গেল; কিন্তু তথাপি তাঁহারা রাজাজ্ঞানুরোধে যেন জীবন্মৃতপ্রায় চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে বিভীষণের নেত্রপথে নিপতিত, পরে রাম সমীপে উপনীত ও পরিশেষে তদীয় কৃপাবলে পরিত্যক্ত হইয়া পরিত্রাহি শব্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং রাম সুবেল শৈলের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, এই মাত্র বলিয়া ভয়ে বাক্‌শক্তির অবরোধ নিবন্ধন বিকম্পিত কলেবরে নিস্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিল।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথি লঙ্কার সমীপে সমাগত হইয়াছেন, চর মুখে এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া দশানন কিয়ৎকাল উৎকণ্ঠিত মনে পরিণাম চিন্তা করিয়া পরে শার্দ্দূলকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; কেন শার্দ্দূল! দুর্দ্দান্ত দশাননের দূত হইয়া তুমি যে এত দীন ভাব প্রকাশ করিতেছ? তোমার বাক্যই বা অযথাবৎ বোধ হইতেছে কেন? ভয়ে আকুল হইয়া তুমি কি সম্প্রতি বিপক্ষকুলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছ? শার্দ্দূল মৃদুভাবে উত্তর করিল; মহারাজ! বানরী সেনার তত্ত্বানুসন্ধান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কাহার সাধ্য, যে মহাসাগরের তরঙ্গলহরী গণনা করে? যাহা হউক, আপনার নিদেশে আমরা মৃত্যুভয় স্বীকার করি-

য়াও কিয়ৎকাল সেই অসীম সৈন্যসাগরে ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু ভীষণ গ্রাহ বিভীষণের দৌরাত্ম্যে এবং কপিকুলের নখাঘাতে, দন্তাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে ও চপেটাঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে একরূপ অন্তিম দশাও দেখিয়াছিলাম। লঙ্কেশ্বর! আত্ম দুরবস্থার কথা আর কি কহিব; হনূমান্ আবদ্ধ হইয়া যেমন লঙ্কার নানা স্থানে ঘোষণার্থ ভ্রামিত হইয়াছিল, মহাবল বানরেরা আমাদিগকেও তদ্রূপ আবদ্ধ ও বিবিধ গতিতে সর্ব্বত্র ভ্রামিত করিয়া পরিশেষে রামের সন্নিধানে লইয়া গেল। ঐ সময়ে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতধারা নির্গত ও ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইতেছিল; তৎকালে আমরা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তৎশ্রবণে রাম কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু মহারাজ! যেরূপ দেখিলাম, ভীষণগ্রাহপরীত সৈন্য সাগরের যেরূপ প্রবাহবেগ নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আর বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে রামের সীতা রামের চরণে অর্পণ করিয়াও যদি জীবন রক্ষা পায়, তাহারই চেষ্টা দেখুন।

এই বলিয়া শার্দ্দূল মৌনাবলম্বন করিলে, আসন্নমৃত্যু দশানন দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাহার হিত কথায় দৃক্‌পাতও করিল না, প্রত্যুত ক্রোধে বিংশতি নেত্র আঘূর্ণিত

করিয়া কহিল; শার্দ্দূল। পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় কতক-গুলি বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার জন্যই কি আমি তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম? তুমি কি আমার উপদেষ্টা? আমি কি তোমার উপদেশে সাম্রাজ্য শাসন করিতেছি? তোমার মতানুসারে চলিলে এতদিন রাজ্যমধ্যে আমাকে অনেক প্রকার পরাভব সহ্য করিতে হইত। তুমি নিতান্ত হীনবল, কাজে কাজেই সামান্য শত্রুর হস্তেও এমন পরাভব পাই-য়াছ। যাহা হউক, আমি তোমাকে যে জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোন্ কোন্ বিষয় জানিয়া আসিলে, এক্ষণে তাহাই প্রকাশ কর। তুমি সৈন্যগণের মধ্যে যে সমস্ত বীর বানর-দিগকে দেখিয়াছ, তাহারা কিরূপ; কাহার পুত্র ও কাহারই বা পৌত্র, এবং তাহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? আমি যখন যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছি, তখন তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান পাইলে পূর্ব্বেই তদনুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিব।

শার্দ্দূল কহিল, মহারাজ! তবে শুনুন, যাহা দেখিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিতে আর ভয় কি? রামের সৈন্যগণের মধ্যে ঋক্ষরজের পুত্র জাম্ববান্ নামে এক প্রধান সেনা-পতি আছে। জাম্ববান্ মহাত্মা গদ্গদের ক্ষেত্রজ সন্তান। তাহার সমান রণদুর্ম্মদ ও মন্ত্রণাচতুর মন্ত্রী মহীতলে আর নাই। ঐ গদ্গদের ধূম্র নামে অন্য এক পুত্রও রামের পক্ষে আছে। আর গুরুপুত্র কেশরী এবং তাহার আত্মজ, যাহার পদার্পণমাত্র অসংখ্য রাক্ষসী সেনা কালের করাল কবলে

কবলিত হইয়াছিল, সেই মহাত্মা হনুমান্, শতক্রতু, ধর্ম্মের পুত্র সুষেণ, সোমনন্দন দধিমুখ, সুমুখ ও দুর্ম্মুখ, সুক্ত-বহের পুত্র নীল, দেবরাজের পৌত্র যুবরাজ অঙ্গদ এবং অশ্বিনীকুমার সম্ভূত মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহারা সাক্ষাৎ কালা-ন্তক যমের ন্যায় রামের অনুগমন করিয়াছে। বৈবস্বতের পাঁচ পুত্রও তাঁহার সেনাপতির পদে অভিষিক্ত। তাহাদের নাম গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন ও শরভ। ভাস্করের পুত্র শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ, বরুণের পুত্র হেমকূট, বিশ্ব-কর্ম্মার পুত্র নল, বসুতনয় সুদুর্দ্ধর এবং রাক্ষসকুলের ধূম-কেতু স্বরূপ আপনার ভ্রাতা বিভীষণ ইহারা রামচন্দ্রের হিতের নিমিত্ত নিয়ত মন্ত্রণা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আর যে কত শত সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, তাহা স্বরূপতঃ কীর্ত্তন করা আমার স্বাধ্যায়ত্ত নহে।

এই বলিয়া বিচক্ষণ শার্দ্দূল আবার কহিল; রাক্ষস-রাজ! সৈন্যদলের বলবিক্রম শুনিয়া আর কি করিবেন, যাঁহার সহিত আপনার শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে, আর্য্যা জনকাত্মজারে অপহরণ করিয়া আপনি যাঁহার ক্রোধো-দ্দীপন করিয়াছেন, তিনি ত সামান্য নহেন, তিনি যে সাক্ষাৎ কালান্তক যম, তাহা কি এ পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই? লঙ্কেশ্বর! অধিক আর কি কহিব, সেই সিংহবিক্রম নরসিংহ আর্য্য দশরথাত্মজ যখন ক্রোধা-নল প্রজ্বলিত করিয়া রাক্ষসকুল রূপ নিবিড় কাননে সগর্ব্বে ভ্রমণ করিবেন, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদায় ছিন্ন

ভিন্ন হইয়া পড়িবে। আমি যত দূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, রামের সদৃশ রণদুর্ম্মদ, রামের ন্যায় প্রতাপবান্ ও রামের তুল্য বীর পুরুষ পৃথিবীতলে আর নাই। এমন কি, তাঁহার গুণ ও বীর্য্যবত্তার ইয়ত্তা করে, জগতীতলে এরূপ ব্যক্তিও আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। মহারাজ! সেই রাম আপনার শত্রু, বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি যে পথ অবলম্বন করা উচিত, করুন; কিন্তু আমার মতে এক্ষণে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে রামের চরণে শরণ লওয়াই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া শার্দ্দূল মৌনাবলম্বন করিল।

একত্রিংশ অধ্যায়।

রাম দলবল সহ সুবেল শৈলের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, চরমুখে এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া দশানন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত মনে কিয়ৎকাল পরিণাম চিন্তা করিয়া পরে মন্ত্রিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার সমীপে আগমন কর; অধুনা মন্ত্রনার কাল উপস্থিত। অনন্তর মন্ত্রিবর্গেরা রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সকলে সমবেত ও সমাগত হইলে, রাবণ তাহাদের সহিত অনন্তর কর্ত্তব্যের অনেক রূপ

মন্ত্রণা করিয়াও কোন শুভ ফল না দেখিয়া দিবাবসানে ভাবিতে ভাবিতে আবাস ভবনে প্রবেশ করিল। সচিবেরাও সে দিন বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

ক্রমে রজনী উপস্থিত। নিশাযোগে নিশানাথ-নিভাননা নিতম্বগর্ব্বিতা বহুসংখ্য নিশাচরী সহ সমবেত হইয়া নিশাচরপতি নিতান্ত রমনীয় শয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু রামচিন্তায় কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। ক্রমে রজনী শেষা। বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রহ্ম রাক্ষসেরা উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বন্দীগণ রাত্রিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের নিদ্রাভঙ্গার্থ সুললিত ললিত রাগে তদীয় গুণগরিমা গান করিতে লাগিল। দশানন ঐ সমস্ত শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণে নিশার অবসান জানিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল; অহো! আমি চরমুখে রামের যেরূপ পরাক্রমের কথা শুনিলাম, তাহাতে উপস্থিত সংগ্রামে অদৃষ্টে কি ঘটে, বলা যায় না। যাহার জন্য এত কাণ্ড উপস্থিত, আমি তাহারে অপহরণ করিয়াই বা কি করিলাম; কত প্রকার অনুনয় করিলাম, কত রূপ বিনয় করিয়া বলিলাম, কত প্রকার ভয় প্রদর্শনও করিলাম, কিন্তু কৈ? মৈথিলী এপর্য্যন্তও ত আমার বশে আসিল না।

এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কামুক রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; হে মায়াবিন্! তুমি আজ মায়াবলে রামের মস্তক

ও ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ করিয়া তৎসহ অবিলম্বে আমার সমীপে আগমন কর; দেখি, মৈথিলী মায়াবলে মোহিত হইয়াও যদি আমার কামপিপাসা পরিতৃপ্ত করে। তখন মায়াচতুর বিদ্যুজ্জিহ্ব আদেশমাত্র ক্ষণকাল মধ্যে যথোক্ত মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তৎসমীপে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে কামুক দশানন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কনক-নির্ম্মিত কণ্ঠহার তাহারে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিল: তৎপরে মৈথিলীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে লোলুপ হইয়া হাসিতে হাসিতে অশোকবাটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং প্রবেশিয়া দেখিল; সেই সাশ্রুনয়না মলিন-বসনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাধ্বী ধরিত্রীসুতা বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক দেহপ্রভায় সমস্ত অশোকবন উজ্জ্বল করিয়া যেন উন্মাদিনীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। ভীষণা-কৃতি রাক্ষসীরা চতুর্দ্দিকে যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদরীর ন্যায় করাল মুখ বিস্তার করিয়া অনবরত তর্জ্জন করিতেছে। অনাহারে তাঁহার শরীর জীর্ণ, যেন চিন্তারূপিণী প্রবল বহ্নিশিখায় তাঁহার অমল মুখকান্তি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং তিনি মুদ্রিত নেত্রে ও একান্ত মনে হৃৎপদ্মাসনে প্রাণ পতির পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন।

এই অবসরে দুষ্ট দশানন নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ সীতা সন্নিধানে উপনীত হইয়া বিজয়সূচক হর্ষ ধ্বনি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল; অয়ি শ্বেতসরোজ-নিন্দিত-নয়নে সুহা-সিনী সীতে! তুমি দিবানিশি অনন্যমনে যাহার পাদপদ্ম

চিন্তা করিতেছ, তোমার চিত্ত যাহার রূপসাগরে নিয়ত সন্তরণ করিতেছে, অদ্য সমরে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। তবে আর বৃথা কেন রামের আশা করিতেছ? এক্ষণে সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আসমুদ্র-লঙ্কেশ্বরের অঙ্ক ভূষণ হও। জানকি! আমি তোমারে সান্ত্বনা করিবার জন্যই আসিয়াছি; যাহা হইবার হইয়াছে, তজ্জন্য আর বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে জীবিতকাল যাহাতে সুখে নির্ব্বাহিত হয়; মৃতপতির জন্য বৃথা রোদন পরিত্যাগ করিয়া তাহারই চেষ্টা দেখ, আর আমারও কথা রাখ; রূপে গুণে তুমি যেমন মনোমোহিনী, সৌন্দর্য্যগর্ব্বে আমিও কি কামিনী কুলের মন হরণ করি নাই? বলিতে কি, আমি তোমার সর্ব্বাংশেই অনুরূপ; বিশেষ পতির বিয়োগে তুমি সম্প্রতি ব্যসনে পতিত; এমন অবস্থায় লঙ্কাপতির পর্য্যঙ্কশায়িনী হওয়া তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য। সুন্দরি! বৃত্রাসুরবধের ন্যায় যে রূপে তোমার ভর্ত্তৃবধ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমি আদ্যন্ত কহিতেছি; শ্রবণ কর।

জানকি! রাম ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কতকগুলি হীনবল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামার্থ সূর্য্যাস্ত সময়ে সাগরোপকূলে উপনীত হইয়াছিল। তাহার সেনাদল এবং সে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিশীথসময়ে সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়ে। এমন সময়ে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্ত প্রথমতঃ চরদ্বারা তদ্বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত ও

তৎপরে যথায় রাম ও লক্ষ্মণ নিদ্রায় অচেতন ছিল, তথায় সসৈন্য উপনীত হইয়া একে একে সমস্ত বানর-বল বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। ভীমবল রাক্ষসেরা নির্ব্বিবাদে পট্টিশ, পরিঘ, দণ্ড, চক্র, শূল, সায়ক, কূট, মুদ্গর, তোমর ও মুষল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বানর সৈন্যের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিতে আরম্ভ করিল। এবং সেই ভীষণ শস্ত্র প্রহারে তাহারাও একে একে পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। জানকি! পরিশেষে সেই ক্ষিপ্রহস্ত প্রহস্ত সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা, নিদ্রাবস্থায় রামের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। বিভীষণ তৎকালে জাগরিত ছিল, কিন্তু থাকিলেই বা কি হইবে, নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাক্ষসেরা তাহাকেও বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিল! সুন্দরি! এই সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণ প্রাণভয়ে হীনবল কতকগুলি বানর সহ পলায়ন করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব হইয়া রণস্থলে মৃতবৎ পড়িয়া আছে, এবং হনূমান্ও ভগ্নহনু ও গতাসু হইয়া সমরাঙ্গণে নিদারুণ মৃত্যুযাতনা উপভোগ করিতেছে। জাম্ববান্ শাণিত অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ছিন্ন পাদপের ন্যায় সমরক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছে, মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে প্রধান বানরদ্বয় সিংহবিমর্দ্দিত দ্বিরদের ন্যায় শোণিত লিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিয়াছে, এবং পনসাখ্য বানর পরশুর আঘাতে আহত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পনসের ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত

হইয়াছে। দধিমুখ শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণদেহ হইয়া ক্রতপদে দরীমুখে গিয়া শয়ন করিয়াছে, মহাতেজা কুমুদ কুঠারাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছে, যুবরাজ অঙ্গদ অসংখ্য শরাঘাতে রুধির বমন করিয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, এবং অপরাপর হীনবল বানরেরা মৎপক্ষীয় রথ ও করিসমূহ দ্বারা মথিত হইয়া, বায়ুবেগ-বিমর্দ্দিত অম্বুদ মালার ন্যায় মৃদিত ও রণস্থলে পতিত হইয়া নিদারুণ মৃত্যুবেদনা উপভোগ করিতেছে। জানকি! এইরূপে সমস্ত প্রধান প্রধান বানর রণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্রোধাকুল কেশরী যেমন মত্ত করীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষসেরা অবশিষ্ট হন্যমান ও পলায়মান বানরবর্গের প্রতি প্রধাবিত হইলে, কেহ কেহ প্রাণভয়ে সাগরের জলে পতিত, কেহ কেহ আকাশমার্গে উৎপতিত, কথকাংশ পাদপের অগ্রশাখায় আরূঢ়, কথক অংশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট, কতকগুলি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেই আহত এবং অপর কতকগুলি ধৃত হইয়া প্রাণভয়ে আমারই শরণ লইয়াছে! ঋক্ষগণ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়মান কপিকুল সহ সাগরতীরবর্ত্তী শৈল কাননে প্রবেশ করিয়াছে, এবং পিঙ্গলাখ্য বানরবর্গ বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিদীর্ণবক্ষ হইয়া কৃতান্তের শরণ লইয়াছে। সুন্দরি! প্রবল রাক্ষসেরা এইরূপে সংগ্রামে রামের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আমার আনন্দ

প্রদর্শনের জন্য তদীয় রুধিরস্রাবী ছিন্ন মুণ্ডটাও আনয়ন করিয়াছে; বিশ্বাসের জন্য যদি দেখিতে ইচ্ছাকর, দেখাইতেও প্রস্তুত আছি।

অকরুণহৃদয় রাবণ এই বলিয়া, পরে সীতার সমীপবর্ত্তিনী এক নিশাচরীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; রাক্ষসি! নিতান্ত পাষাণহৃদয় বিদ্যুজ্জিহ্ব সমরক্ষেত্র হইতে রামের ছিন্ন মস্তকটা আনয়ন করিয়াছে, তুমি ত্বরায় তৎসহ তাহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাক্ষসী আদেশমাত্র গিয়া রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে, মায়াচতুর বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়াকল্পিত সেই ছিন্ন শির ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ এবং ত্বরায় রাজসন্নিধানে উপনীত, হইয়া তদগ্রে ঐ মস্তক শর ও শরাসন স্থাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে দশানন বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান পূর্ব্বক যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল; কেন ইহা আমার সম্মুখে রাখিবার প্রয়োজন কি? সীতার সম্মুখে স্থাপন কর। জানকী সম্প্রতি স্বামীর চরম দশা দর্শন করিয়া বিশ্বস্ত হউন। তৎশ্রবণে সেই পাপমতি-রাক্ষস অকাতরে তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া অপসৃত হইলে, দুর্দ্দান্ত দশানন স্বীয় পাপসংকল্প সাধন করিবার জন্য সেই ছিন্ন শির, শর ও শরাসন হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, জানকি! তুমি যাহার অপেক্ষায় এতকাল আমাকে উপেক্ষা করিয়াছ, এই তাহার ছিন্ন মুণ্ড, এই তাহার হস্তের ধনুর্ব্বাণ; রাক্ষস প্রধান প্রহস্ত নিশিযোগে রামকে বিনষ্ট করিয়া আনয়ন করি-

য়াছে, এই বলিয়া অকাতরে সীতার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল, পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল; সুন্দরি! কেমন এখন ত পতির পশ্চিম দশা দর্শন করিলে, তবে আর কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? অনর্থক রোদন করিয়াই বা আর ফল কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এখন একরূপ নিশ্চিন্তই হইলে। এই বলিয়া রাবণ, কুরঙ্গীসমীপে করাল কেশরীর ন্যায়, সেই কামিনী-রত্ন কমলার সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

আহা! জানকী একান্ত সরলা ও সহজ শালিন্য ভয়ে কাতরা, কত দিনে প্রাণপতির পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনা বিস্মৃত হই-বেন; স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া, কতদিনে আত্ম দুর-বস্থার কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিবেন, দিবানিশি এই চিন্তাতেই দিন দিন মলিনা, বিবর্ণা ও ক্ষীণা হইয়া যাই-তেছেন, সহসা দশানন মুখে এই বজ্রাঘাতের কথা শুনিয়া "হা প্রাণবল্লভ!" বলিয়া অমনি বজ্রাহত কদলীর ন্যায় কুঠারছিন্না শালযষ্টির ন্যায়, সুরলোক

পরিভ্রষ্টা সুর নারীর ন্যায় ধরাতলশায়িনী হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে, সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুরঙ্গনয়না ম্লানমুখী মৈথিলী দাব-দগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় একান্ত আকুল হৃদয়ে মুহুর্ম্মুহু শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কখন মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগি-লেন; কখন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় চকিত নয়নে চারি দিক্ সাদরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কখন পন্নগবিয়োগ-দুঃখিতা পন্নগবধূর ন্যায় আলুলায়িত কেশে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; কখন উন্মাদিনীর ন্যায় একান্ত শূন্য হৃদয়ে জগৎ যেন শূন্যময় দেখিয়া ভাবিলেন; একি! আমি কোথায় আসিয়াছি? আর্য্য পুত্র কোথায়? চিরদুঃখিনী বলিয়া আর্য্যপুত্র কি আমারে জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়াছেন? দুষ্কুলজাতা অসতী কামিনীর ন্যায় আমি কি এখন বিধবা হইলাম? কেন? না, আমি যে পতিপ্রাণা রমণী আমি যে পতি চরণে অনুরাগিণী, নিদারুণ বৈধব্য বেদনা কি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে? অথবা করিতেও পারে, হরণ সময়ে দুর্দ্দান্ত দশাননের করস্পর্শে এবং একাকিনী রাক্ষস গৃহে অবস্থান নিবন্ধন আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অবসান হইয়াছে, সম্প্রতি আমি অসতী।

এই বলিতে বলিতে সহসা কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হওয়ায় তিনি তখন হনুমৎ-কথিত সুগ্রীব সহ সখ্যতাবাদি স্মরণ করিয়া এবং সম্মুখস্থিত ছিন্ন মস্তকে প্রাণপতির সেই

আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নদ্বয়, সেই অমল্য মুখকান্তি, সেই আকুঞ্চিত কেশকলাপ, সেই সুগঠিত ললাটদেশ এবং সেই চূড়ামণিরূপ অভিজ্ঞান দেখিয়া রামশির অবধারণ পূর্ব্বক "হা জীবিতেশ্বর!" বলিয়া রোরুদ্যমান, কুররীর ন্যায় অমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। নির্ঝর বারিপাতের ন্যায় অনবরত অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তখন অবিষহ্য বেদনায় ব্যথিত হইয়া সজলায়ত লোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হা দেবী কৈকেয়ি! এত দিনে আপনার পাপ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হউন, সুখী হউন। এখানে আর্য্যপুত্র রণে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আপনি এখন রাজ্যে অটলভাবে বসিয়া নিরুদ্বেগে পাপ মনোরথ সাধন করুন।

এই বলিতে বলিতে বাষ্পে তাঁহার বাক্‌শক্তি একবারে অবরোধ হইয়া আসিল। তখন আর তিনি কিছুই কহিতে পারিলেন না, উন্মাদিনীর ন্যায় আকুল হৃদয়ে একবার চারি দিক্ নেত্র পাত করিলেন, এবং সংসার একেবারে জীর্ণ অরণ্যপ্রায় নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে, সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণপতির সেই ছিন্ন মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক রোদন ধ্বনিতে চরি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়াই যেন আলুলায়িত কেশে ও আকুল হৃদয়ে

কহিতে লাগিলেন ; হা নাথ ! আপনি এ হতভাগিনীরে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় চলিলেন, আপনি ভিন্ন এ সংসারে আপনার জানকীর ত আর কেহই নাই, আপনার পাদপদ্ম ভিন্ন আমি ত আর কিছুই জানি না, আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত হওয়া কি আপনার উচিত ? প্রাণবল্লভ ! জিজ্ঞাসা করি ; আমি, আমিই যেন একাকিনী রাক্ষস গৃহে অবস্থান করিয়া এবং আপনার বিরহে নিতান্ত পাষাণহৃদয়ার ন্যায় অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া, ওচরণে অপরাধিনী হইয়াছি ; আর্য্যা কৌশল্যা, যিনি মুহূর্ত্তমাত্র আপনার চন্দ্রানন না দেখি-লেই জগৎশূন্যময় নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার অপরাধ কি ? তিনি যে এখন বিবৎসা গাভীর ন্যায়, উন্মাদিনীর ন্যায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবেন, আপনার মুখে " মাতঃ ! " চিরকালের জন্য এই মধুর সম্বোধনে বঞ্চিত হইয়া, তিনি যে এখন আত্মঘাতিনী হইবেন। তাঁহাকে আজীবনের জন্য শোক সিন্ধুতে ভাসাইয়া আপনি কি বলিয়া প্রবাসে গমন করিলেন ; জননীর অপঘাত মৃত্যু সম্পাদন করিয়া আপনি কি পাপগ্রস্ত হইবেন না ? আহা ! এই চতুর্দ্দশ বৎসরই যাঁহার শতযুগের ন্যায় জ্ঞান হইয়াছে, ইহার পর আবার এ বজ্রাঘাতের সংবাদ শুনিলে ; জানি না, তাঁহার কতই বা উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় ! নাথ ! আমি পূর্ব্বে আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনি অতিদীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন ; কিন্তু অধুনা আপনাকে অকালে কাল-

হস্তে পতিত দেখিয়া, বুঝিলাম; বিধাতা বিপরীত হইলে, ব্রাহ্মণের বাক্যও কদাচিৎ নিষ্ফল হয়। অথবা কালই উৎপত্তি বিনাশের মুল কারণীভূত। যাহা না হইবার, কালে তাহাও সম্ভাবিত হইতে পারে। তাহা না হইলে, আপনি ব্যসননিবারণের উপায়জ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ হইয়াও, অস্থানে নিদ্রিত হইয়া অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞাত-ভাবে কালহস্তে পতিত হইবেন কেন?

এই বলিতে বলিতে প্রতিপ্রাণা সীতা সতীর শোক-সিন্ধু ক্রমেই প্রবল বেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি একান্ত উন্মাদিনীর ন্যায় আকুল হৃদয়ে যেন প্রাণপতির পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিবার জন্যই কখন সাদর নেত্রে চারি দিক্ নেত্রপাত করিতে লাগিলেন; কখন মুর্চ্ছিতার ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া, পরিশ্রান্তা বড়বার ন্যায় ধুলায় অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; এবং কখন অনিবার্য্য অশ্রুধারায় অবনীতল অভিষিক্ত করিয়াই যেন মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; এবং কখন প্রাণ পতি বিরহে সংসার যেন শূন্যময় দেখিয়া শূন্যদেহভার বহনে অসমর্থ হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন; হা হত জীবন! হা দগ্ধ হৃদয়! জীবিত নাথ বিরহে এখনও জীবিত রহিয়াছ? হা হতভাগ্য চক্ষু এতকাল সুশীতল রামরূপ সাগরে সন্তরণ করিয়া এখন কি সুখে ভীষণ রাক্ষসী মুর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছ? হা কর্ণ! এতকাল আর্য্য পুত্রের সেই সেই মধুরালাপ কর্ণগোচর করিয়া এখন কি আবার

করালমূর্ত্তি রাক্ষসীদিগের কর্কশ বাক্য শুনিতেছ? উঃ—আমার জীবিত নাথ বিরহে আমি এখন পর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছি, পাপ জীবন এখনও বহির্গত হইল না; আমায় ধিক্! আমার এ দগ্ধ জীবনেও ধিক্! আমার ন্যায় হতভাগিনী অসতী রমনী জগতীতলে আর কেহই নাই। আমি পর গৃহবাসিনী হইয়া এবং পরিশেষে এমন বজ্রাঘাতের কথা শুনিয়াও যখন এত দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছি, তখন আমার অসাধ্য আর কিছুই নাই।

হা নাথ! আপনার এই কাঞ্চনময় কোদণ্ড, এই শত্রু-সংহারক শাণিত শর, নিতান্ত প্রিয় বলিয়া, ইতি পূর্ব্বে আমি পরম যত্নে পূজা করিতাম, অধুনা সেই শর ও সেই শরাসন ধূলায় অবলুণ্ঠিত দেখিয়া, এবং রণস্থলে আপনার যে শির দর্শন করিয়া বিপক্ষকুলের শির অনবরত কম্পিত হইত, সম্প্রতি সেই মস্তক মহীতলে বিলুণ্ঠিত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার জানকী যে নয়নজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে, একবার দেখা দিয়া প্রিয় সম্ভাষণে চিরদুঃখিনীর তাপিত প্রাণ শীতল করুন। প্রাণবল্লভ! আপনি রণ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসের অস্ত্রজলে কি রূপে একাকীই যজ্ঞান্তে স্নান করিলেন। নাথ! আপনি বাহুবলে আমার পাণিগ্রহণ করিয়া এবং এতদিন মহারণ্যে সহচারিণী করিয়া এখন কি একাকিনী রাক্ষস গৃহে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত হওয়া আপনার উচিত? জীবিতেশ্বর! ভাল জিজ্ঞাসা

করি, বলুন দেখি, আপনি আসিবার সময় আর্য্যা কৌশল্যাকে কত প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া প্রবাসে আসিলেন, এক্ষণে লক্ষ্মণ একাকী প্রতিগমন করিয়া কি বলিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা করিবেন? নাথ! আপনি নিশীথ সময়ে নিদারুণ নিশাচরের হস্তে সমরে শয়ন করিয়াছেন, আর আমি এইরূপ একাকিনী রাক্ষসগৃহে আবদ্ধ হইয়া নয়নাম্বু সম্বর্দ্ধন করিতেছি, লক্ষ্মণের মুখে এই সমুদায় বজ্রাঘাতের কথা কর্ণগোচর করিলে, তাঁহার হৃদয় কি তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না?

হায়! আমি কি হতভাগিনী! আর্য্যপুত্র আমার জন্যই দুস্তর জলধি উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে গোষ্পদে প্রাণ হারাইলেন। আমি যদি অরণ্যবাসে সহচারিণী না হইতাম, অথবা সেই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া সেই সময়েই যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হইত, তাহা হইলে ত আমার প্রাণবল্লভ আমার জন্য সাগরপারে আসিয়া এ ভাবে নিশাচরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন না। উঃ— কি সর্ব্বনাশ!! পরিশেষে কি আমি পতিঘাতিনী হইলাম! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, এ হতভাগিনীর ললাটে কি এতই ছিল, যে অবশেষে পতির মৃত্যুর কারণ হইয়া এবং এই লোমহর্ষণ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে না। মৃত্যু! তুমি কোথায়! পতিঘাতিনী বলিয়া তুমিও কি আমাকে স্পর্শ করিবে না! একান্ত মুগ্ধস্বভাবা জনকাত্মজা এইরূপে

বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রাণপতির ছিন্ন মস্তক, শর ও শরাসন সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেনাপতি প্রহস্ত-প্রেরিত অমীকম্প নামা জনৈক দ্বাররক্ষী রাক্ষস দ্রুতপাদবিক্ষেপে দশাননসমীপে আগমন ও "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল;—প্রভো! সেনাধ্যক্ষ প্রহস্ত মন্ত্রিবর্গে সমবেত ও আপনার দর্শন কামনায় রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে পাঠাইয়াছেন। বোধ হয়, কোন গুরুতর কার্য্যের মন্ত্রণা করিতে হইবে; অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার রাজসভায় গিয়া তাঁহাদিগকে সনাথ করুন।

এই বলিয়া দ্বাররক্ষক করপুটে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, দুর্দ্দান্ত দশানন শ্রবণমাত্র সভামণ্ডপে উপনীত হইল এবং দূতমুখে সেই দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা আর্য্য দাশরথির অতুল পরাক্রমের বিষয় অবগত হইয়াও, মন্ত্রিগণ সহ নির্জ্জনে শত্রুনির্য্যাতন সংক্রান্ত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এদিকে সেই মায়ানির্ম্মিত রামশির, শর ও শরাসন মায়াবলে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপনীত হইল। রাক্ষসপতি রাজসভায় কিয়ৎকাল ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া তদীয় হিতৈষী সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; দেখ, অনতিদূরে আমার যে সমস্ত সৈন্যেরা অবস্থান করিতেছে, তোমারা অতিসত্বর ভেরী ঘোষণা

করিয়া তাহাদিগকে আনয়ন কর। কিন্তু সাবধান, আজ অকস্মাৎ কিজন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা যাইতেছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও যেন তাহারা জানিতে না পারে। দূতেরা আদেশমাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য-সংগ্রহের জন্য প্রস্থান করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে সমবেত হইলে, রণদুর্ম্মদ সমস্ত মন্ত্রিবর্গেরা রাক্ষসপতির সমীপে রাক্ষসী সেনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিয়া নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক প্রভুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিল। আসন্নমৃত্যু দাশাননও দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট; সুতরাং ঐ সমস্ত নির্ব্বোধ মন্ত্রিগণের কথায় বিশেষ উৎসাহিত হইয়া নানা প্রকার যুদ্ধানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বিভীষণপত্নী স্বভাবসুন্দরী সরমার চিত্ত রাক্ষসী-সুলভ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্গুণে কলুষিত ছিল না; এজন্য তিনি বৈদেহীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ও দয়াবতী ছিলেন এবং রাক্ষসরাজ-নিযুক্তা রাক্ষসীদিগের দৌরাত্ম্য পরম্পরা হইতে তাঁহারে আন্তরিক যত্নে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। আর্য্যা জানকী যে সাক্ষাৎ কমলা, রাক্ষসকুল

কামিনীদিগের ধরাবাহিনী নেত্রনীরধারা সম্বর্দ্ধন করিবার জন্যই যে রাক্ষসগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নানা কারণে সরমা তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন তিনি সময়ে সময়ে অতিগুপ্তভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন, নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতেন, এমন কি, স্বীয় প্রাণ দিলেও যদি জানকী সুখে থাকেন, সরলমতি সরমার তাহাতেও অন্যমত ছিল না। জানকীও তদীয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সখীর ন্যায় দেখিতেন এবং কোন সময় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, সাদরে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেন।

দুষ্টমতি দশানন স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনার্থ সে দিন সীতা সমক্ষে অকাতরে এমন সর্ব্বনাশের কথা ব্যক্ত করিলে, সরমা স্নেহাধিক্য বশতঃ তাঁহার দুঃখ পরম্পরা আর দেখিতে পারিলেন না; যেন ম্রিয়মাণ হইয়া অমনি সন্নিহিত হইলেন; দেখিলেন, যেমন বড়বা শ্রমাপনোদনার্থ অগ্রে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত ও পশ্চাৎ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে সমুত্থিত হইয়া অবস্থান করে, জনকনন্দিনী জানকীও অনিবার্য্য শোকানলে তাপিত হইয়া তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনবরত রোদন নিবন্ধন দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ; আলুলায়িত কেশ, মলিন বসন, মলিন ভূষণ; দরদরিত ধারে বারিধারা পড়িয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; মুখে আর কথা নাই; এক এক বার কেবল “হা জানকী

বল্লভ!" এই বাক্য, যেন জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াই উচ্চারণ করিতেছেন; কখন উন্মাদিনীর ন্যায়—দাবদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় চকিত নেত্রে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার সংসার যেন শূন্যময় দেখিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহার তাৎকালিকী সেই সেই শোকপরীত ভাব-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বন্য পাদপেরাও পুষ্পবর্ষণ-চ্ছলে নেত্রনীরবিন্দু বিসর্জন করিতেছিল এবং আরণ্য পশুপক্ষিরাও কূজন ব্যপদেশে ক্রন্দন করিয়া চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল; কিন্তু তথাপি পাপমতি রাক্ষসী-গণের দৌরাত্ম্যের অবসান হইয়াছিল না। সরমা এই সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে সখীভাবে তাঁহারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সাদরে যেন তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়াই কহিতে লাগি-লেন;— সখী জানকি! ছি ছি! এ কি! একেবারে যে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে। দুর্দ্দান্ত দশানন দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সর্ব্বনাশের কথা ব্যক্ত করিল, আবার যে কারণে নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিল, আমি সমুদায় অবগত আছি, পশ্চাৎ প্রকাশ করিব; আপাততঃ যাহা কহিতেছি, অবহিত চিত্তে তাহাই শ্রবণ কর, এবং উহা ন্যায্য কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখ; জানকি! তোমার রাম সামান্য নহেন; নিদ্রা তন্দ্রা প্রভৃতি প্রাকৃত জনসুলভ দোষে তাঁহার চিত্ত কদা-

যুক্ত নহে। তিনি যে পশুর ন্যায় অজ্ঞানে নিদ্রিত হইয়া
নিশাচরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কি শ্রবণ
যোগ্য? না বিশ্বাসের যোগ্য? দেবি! যাঁহার সংগ্রাম-
নৈপুণ্য দেখিয়া দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অধিক কি,
স্বয়ং বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও মৃত্যুভয়
উপস্থিত হয়, যাঁহার ক্রোধবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটীলাঞ্ছিত আরক্ত
নেত্র-বিরাজিত বদনমণ্ডল দর্শনমাত্র বিপক্ষকুলের
ত্রাসবিকম্পিত আকুল হৃদয়ে কতই অশিব ভাবের আবি-
র্ভাব হয়, যাঁহার নীতিচক্ষু নিয়ত উন্মীলিত হইয়া জগতের
যাবতীয় কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, সেই অমিত-
বিক্রম আর্য্য দাশরথি যে অস্থানে এত অনবধানতা
প্রকাশ করিবেন, সেই বিখ্যাতবীর্য্য বীর দশরথাত্মজ যে
সামান্য রাক্ষস সহ সংগ্রামে সমরশায়ী হইবেন, এ কথা
কদাপি সঙ্গত নহে। অতএব জানকি! এ অলীক আশঙ্কা
পরিত্যাগ কর, আর অনর্থক রোদন করিও না। আর্য্য
রাম কুশলে আছেন, তিনি অকুতোভয়ে নিজ বাহুবলে
সমস্ত বন রক্ষা করিতেছেন এবং অচিরকাল মধ্যেই
সাক্ষাৎ পিনাকপাণির ন্যায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া
সবংশে দশকণ্ঠের কণ্ঠচ্ছেদন করিবেন। তখন দেখিবে,
এই সৌভাগ্যবতী লঙ্কা নগরী অবিলম্বেই অগ্নির ইন্ধন
শোকানলে ব্যথিত ও রাক্ষসকুল-কামিনীদিগের নেত্রনীরে
নিরন্তর অভিষিক্ত হইয়া তোমার শোকানল নির্ব্বাপিত
করিতেছে। দেবি! ইহাও কি সম্ভবে? সাক্ষাৎ কৃতান্ত

কালসর্পিণীকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়াও কি অধিক কাল কেহ কালকে বঞ্চনা করিতে পারে? সাক্ষাৎ কৃতান্তের ক্রোধো-দ্দীপন করিয়াও কি কেহ জীবিত কাল সুমঙ্গলে অতি-বাহিত করিতে সমর্থ হয়? অতএব দেবি! আমার দিব্য, আর অনর্থক রোদন করিও না, এ সমুদায় দুরভিসন্ধি-পরায়ণ দুর্দ্দান্ত দশাননের মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই বলিয়া সরমা সাদরে আবার কহিলেন; রাজ-নন্দিনি! তুমি দিবানিশি শয়নে স্বপনে যাহা চিন্তা করিতেছ, আমি তোমায় আজ সেই চিরাভিলষিত কুশল সমাচার শুনাইতেছি; তোমার এ দুঃখতিমির তিরোহিত হইতে আর বিলম্ব নাই, রাবণের অবসান হইতেও আর বিলম্ব নাই। সেই অতুল্যবিক্রম মহাবীর রাম অসংখ্য বলবতী বানরী সেনায় সমাবৃত ও অবলীলাক্রমে সেতু বন্ধনরূপ অপরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সাগরের উত্তর-তীরে উত্তীর্ণ হইয়া উপকূলে অবস্থান করিতেছেন। চতু-র্দ্দিকে তদীয় সৈন্যগণের বীরদর্পমিশ্রিত আস্ফালনে লঙ্কা নগরী যেন অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। আর মহা-বীর লক্ষ্মণ সর্ব্বদা সাবধানে, যেন অনিমেষ নেত্রে তাঁহার রক্ষা কার্য্যে দীক্ষিত রহিয়াছেন। জানকি! আমি প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা রাম সাগরোপ-কূলে আসীন হইয়া ক্রোধ-বিরূপীকৃত নেত্রে, যেন সমু-দায় দগ্ধ করিয়াই এক একবার লঙ্কাভিমুখে কুটিল দৃষ্টি

ক্ষেপ করিতেছেন; দক্ষিণে বীর লক্ষ্মণ দশাননকে লক্ষ্য করিয়া, ক্রোধে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে বলবতী বানরী সেনার পদশব্দে রসাতল যেন টল মল; দেখিয়া বোধ হইল, রাক্ষসকুলের সৌভাগ্য লক্ষ্মী অচিরকাল মধ্যেই শেষ দশায় পদার্পণ করি-বেন। দেবি! আর দশানন তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সেই সেই লোমহর্ষণ কথা ব্যক্ত করিতে করিতে আবার নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যে জন্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, বোধ হয়, তুমি তাহার কিছুই জানিতে পার নাই; আমি সমুদায় অবগত আছি;—দুরাত্মা ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি মায়াচতুর নিশাচরকে নিশাযোগে রামের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিয়াছিল; ঐ সময়ে তাহাদের মুখে তদীয় অতুল্য পরাক্রমের কথা শুনিয়া, যেন কালপ্রেরিত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্যই ত্বরিত পদে প্রস্থান করিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

আহা! সজল জলদাবলি জলবর্ষণ দ্বারা রবিকিরণো-
ত্তাপিতা মেদিনীকে যেমন সুশীতল করে, তদ্রূপ স্বভাব-
সুন্দরী সরমা তৎকালোচিত তাদৃশ অমৃতায়মান শুভ
সমাচার প্রদান করিয়া, রাবণবাক্য-মোহিতা মৈথিলীকে
সমধিক আহ্লাদিত করিলে, ঐ সময়ে তদীয় শ্বেত সরোজ-
নিন্দিত সুদীর্ঘ নয়নযুগল হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু
বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার নৈসর্গিক হাস্যগুম্ফিত
সুন্দর বদনমণ্ডল যেন রাহুমুখ-নির্গলিত শারদ পূর্ণ
সুধাংশুর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল এবং
আকর্ণচুম্বিত আতাম্র বাম নয়ন যেন হর্ষভরে অবিরত
নৃত্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিভীষণ-পত্নী সরমা
সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার হিতকামনায় প্রিয়
বাক্যে পুনরায় কহিলেন; সখী জনকাত্মজে! এক্ষণে
আমার মনে হইতেছে, আমি একবার প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্য
রাম সকাশে গিয়া তোমার কুশলবার্ত্তা নিবেদন করি।
এবং তৎপ্রসঙ্গে শত্রু বিনাশেরও ত্বরা প্রদান করিয়া
আসি। যদি বল, গমন সময়ে আমার গুপ্তভাব ব্যক্ত
হইলে, তখন আর কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না; কিন্তু

রাজনন্দিনি! এ আশঙ্কা কেবল তোমার শুভ কার্য্যের আশঙ্কা মাত্র। কারণ, আমি যখন দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক নিরবলম্ব অম্বরপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকি, তখন অন্য পরের কথা আর কি কহিব, সাক্ষাৎ বিহগরাজ বিনতাতনয়ও লক্ষ্য করিয়া আমার অনুসরণ করিতে পারেন না।

এই বলিয়া সরমা বিরত হইলে, রাজনন্দিনী পরম আহ্লাদিত হইয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন; সখি সরমে! আহা! এ হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যে কি এমন সৌভাগ্যের উদয় হইবে? শত শত শরজাল রূপ কিরণমালা বিস্তার পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে সেই রামরূপ অপরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া কি এ চিরদুঃখিনীর দুঃখতিমির অপসারিত করিবেন? আমার এ শোকানল কি আর নির্ব্বাপিত হইবে? আর কি আমি আর্য্যপুত্রের সেই অকলঙ্ক মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিয়া এ মনোবেদনা বিস্মৃত হইব? সখি সরমে! আহা! আজ তোমার মুখে এই অভাবিত শুভ সমাচার পাইয়া, আমি যেন মৃত্যুদেহে জীবন পাইলাম, কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি এ অসহায় রাক্ষসগৃহে আসিয়া কেবল তোমার সৌহার্দ্দ-বলেই এতকাল এত কষ্টেও জীবিত রহিয়াছি। তুমি সন্নিহিত থাকিলে; এমন দুঃখের দশায় থাকিয়াও যেন আমার ক্লেশ বোধ না। কিন্তু চক্ষুর অন্তরাল হইলে আমি যেন একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া অকূল শোক সাগরে

ভাসিতে থাকি। এই জন্যই কহিতেছি, সরমে! আর্য্যপুত্র যদি আসিয়া থাকেন, যদি এ চিরদুঃখিনীর দুঃখ-নিচয় অপসারিত করিতে তাঁহার অভিলাষ হইয়া থাকে, ভালই; তজ্জন্য তাঁহার নিকট গমন করিবার আর প্রয়োজন কি? তিনি ত হনুমানের মুখে আমার অবস্থা অবগতই আছেন।

এই বলিয়া সীতা সতী সজলায়ত লোচনে পুনরায় কহিলেন;—সরমে! যদি আমার দুঃখে নিতান্তই দুঃখিত হইয়া থাক, পাপ দশানন এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গিয়া সম্প্রতি আবার কি মন্ত্রণা করিতেছে, তবে একবার গুপ্ত ভাবে গিয়া তাহাই জানিয়া আইস। সখি! তোমাকে আর অধিক কি কহিব, যে দুরাত্মা দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক সদ্যপীত মদ্যের ন্যায় আমারে মোহিত করিয়াছে, যে দুরাচারের আদেশে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসীগণ করাল মুখ বিস্তার পূর্ব্বক দিবানিশি, যেন কৃতান্তসহোদরীর ন্যায় তর্জন গর্জন করিতেছে, কারাগৃহে অবরুদ্ধ অপরাধীর ন্যায়, যে দুর্ম্মতি আমারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই পাপিষ্ঠ দশকণ্ঠের ভয়ে আমি একেবারে জীবন্মৃত হইয়া আছি। দুরাত্মা কখন কোন্ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করে, কখন কোন্ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার সতীত্বরত্ন অপহরণ করে, এ ভয়ে আমি দুঃখারত্ত ত্রিযামিনী যেন শত যুগের ন্যায় অতিবাহিত করিতেছি। এই বলিতে বলিতে বৈদেহী নয়ন-

জলে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়াই যেন মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে স্বভাবসুন্দরী সরমা দুঃখে তখন আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, দরদরিত ধারে অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিলেন; আর নিজ বসনাঞ্চলে পুনঃ পুনঃ জানকীর চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন; কিয়ৎ-কাল পরে কহিলেন; ছি ছি! রাজনন্দিনি। ক্ষান্ত হও, দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে স্বর্ণকান্তি শরীর একেবারে ক্ষয় করিলে। ভাল সম্প্রতি পাপ রাবণের মন্ত্রণা পরিজ্ঞাত হইতেই যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহার জন্য আর চিন্তা কি? তজ্জন্য এত ব্যাকুল হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি এই দণ্ডেই পাপ দশকণ্ঠের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আসিব। এই বলিয়া সরমা অতি গুপ্তভাবে রাজসভায় পনীত হইয়া সভাগত ও সভাপতির অভিপ্রায় অবগত হইলেন এবং তাহাদের বৈরনির্য্যাতন বিষয়ক যে সকল রহস্য কথা হইতেছিল, অবহিত চিত্তে তাহাও শ্রবণ করিলেন; পরে পুনর্ব্বার অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক জনকাত্মজার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন; রাজনন্দিনি! বুঝিলাম, সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হইলে বলবান্ ঔষধিও কোন কার্য্যের হয় না। আমি অদৃশ্যভাবে রাক্ষস-রাজের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলে, কিয়ৎ কাল পরে, তদীয় জননী ও বৃদ্ধ মন্ত্রীবর্গেরা স্নেহ নিবন্ধন কিম্বর

বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন; রাবণ! রাম সামান্য নহেন, তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া তুমি কোন মতেই সুখী হইতে পারিবে না। তিনি যে অমিতবিক্রম, জনস্থানে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। লঙ্কেশ্বর! ভাল তুমিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখ না, সমুদ্রে সেতু বন্ধন করা কি সামান্য মনুষ্যের কার্য্য? জনস্থান [illegible]শূন্য করাই কি সামান্য জনের কার্য্য! এই সমুদায় অলৌকিক কার্য্য রামের অনায়াসসাধ্য, দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না! রাবণ! নিবারণ করি, যাঁহার গুণ ও পরাক্রমের সীমা নাই, তাঁহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার সাজিবে না। আমরা তোমার মান্য ও একান্ত শুভানুধ্যায়ী; আমাদের কথা রাখ; যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে রামের সীতা রামের করে অর্পণ করিয়া ভাবী মঙ্গলের পথ পরিষ্কার কর।

সখি! বৃদ্ধা জননী ও মন্ত্রীবর্গেরা স্নেহাধিক্য নিবন্ধন এই রূপে বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্দান্ত দশানন করাল কাল সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া কিছুতেই তোমারে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। অর্থপরায়ণ ব্যক্তি যেমন প্রাণান্তেও অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার পরিত্যাগ বিষয়েও তাহার পাপ অন্তঃকরণে সদভিপ্রায়ের আবির্ভাব হইল না। ফলতঃ আমি যে রূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, রাক্ষসকুলের ভাবী সৌভাগ্য কল্পলতিকে দুরাত্মার

দৌরাত্ম্যানলে অচিরকাল মধ্যেই শলভের ভাবে পরিণত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। সখি জনকাত্মজে! অধিক আর কি কহিব, সেই দুরাচার দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্থির করিয়াছে ;—এই দিব্য-বৈভব-সম্পন্না স্বর্ণপুরী উৎপাটিত হইয়া যদি সাগরের জলে ভাসমান হয়, যদি এই সমস্ত রাক্ষসকুল বিপক্ষের কোপকটাক্ষে আকুল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ মৃত্যুযাতনাও উপভোগ করে; পরিশেষে যদি তাহার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া যায়, পাপাত্মা তথাপি তোমারে পরিত্যাগ করিবে না। রাজমহিষি! এরূপ লোমহর্ষণ সঙ্কল্পে বোধ হয়, দুষ্টমতির নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে; তাহা না হইলে, প্রত্যক্ষ দেবতা জননী, যাঁহার সমান পরম গুরু আর নাই, তিনি সভামধ্যে আসিয়া এত প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন, রাক্ষসাধমের পাপ অন্তঃকরণে কি কিছুই অবকাশ পাইল না। যাহা হউক, রাজনন্দিনি! এক্ষণে আশ্বস্ত হও, আর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাক, তোমার শত্রুকুল অচির কাল মধ্যেই সমূলে নিহত হইবে; হইলে, দেবী রোহিণী যেমন চন্দ্রমার, তদ্রূপ তুমিও সেই শরচ্চন্দ্র আর্য্য রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়া, সকল যাতনা অপসারিত করিবে, সন্দেহ নাই।

বিভীষণ-পত্নী সরমা এইরূপে জানকীর কাতর চিত্ত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভীষণ ভেরীরব মিশ্রিত সৈন্যগণের তুমুল কলকল ধ্বনি যেন দিক্ বিদিক্

প্রতিধ্বনিত করিয়া সমুত্থিত হইল। ঐ লোমহর্ষণ শব্দে ধরাতল যেন টলমল ও রাক্ষসকুলের কর্ণকুহর বধীর-প্রায় হওয়ায়, তাহারা হততেজা হইয়া শুষ্কমুখে পরস্পর কহিতেলাগিল; অহো! আমাদের কুলগৌরব বুঝি এত দিনে দীনতায় সমবেত হইল। এখন আর রক্ষা নাই; কালানল জ্বলিয়া উঠিল, রাক্ষসরূপ তৃণরাশি আত্মসাৎ না করিয়া এখন আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না। এই বলিয়া তাহারা দীনবদনে যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সমস্ত অশুভ নিমিত্ত দেখিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

এ দিকে শত্রুনিসূদন বীরপ্রবীর রাম, সাক্ষাৎ ত্রিপু-রান্তকারী ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় ক্রোধ-বিরূপীকৃত নেত্রে ত্রিলোক যেন আলুলায়িত ও অতিভীষণ রণবাদ্যে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সগর্ব্বে লঙ্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখানে আসন্নমৃত্যু দশানন সেই দারুণ নিনাদ শ্রবণে তৎকাল ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া মন্ত্রিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক জলদগম্ভীর রবে যেন সভাস্থল আকুল করিয়াই কহিতে লাগিল; ওহে মন্ত্রিগণ! সাগরে

তুচ্ছ সেতুবন্ধন ও সামান্য বল বিক্রমের উল্লেখ করিয়া তোমরা যে রামকে প্রশংসা করিলে, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে তোমাদিগকে আমি এইমাত্র জিজ্ঞাসা করি, পর-পরাভব রূপ পরম বেদায় যে কুল কদাপি ব্যথিত হয় নাই, সেই ত্রিলোকবিখ্যাত রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং দুর্দ্দান্ত দশাননের অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া তোমরা কোন্ মুখে এক জন সামান্য মনুষ্যের প্রভাব রাজসভায় ব্যক্ত করিতেছ? সেই হীনবল রামের কথা স্মরণ করিয়া, পরস্পরের শুষ্কমুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কেনই বা এত নিরুৎসাহে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেছ? ইহার কারণ কি? তোমাদের অকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণ হইতে দশাননের অনুশাসন কি একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে? এই বলিয়া রাবণ ঘনগম্ভীর গর্জনে সকাস্থল সর্ব্বথা নীরব করিয়া কোপকঠোর বাক্যে পুনঃ পুনঃ রামের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে তদীয় মাতামহ মাল্যবান্ নামে একজন মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষস তদীয় তাদৃশ অসঙ্গত কথা শ্রবণে নিতান্ত অসহ্য হইয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন;— রাবণ! বুঝিলাম, রাক্ষকুল তোমার দৌরাত্ম্যেই ধ্বংস হইল। লঙ্কানগরী একমাত্র তোমার অত্যাচারেই অতিনব বৈধব্য বেশে উপভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে কোথায় কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হয়,

কিছুই শিক্ষা কর নাই। যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায়* সুশিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়া সাবধানে নীতিমার্গের অনুসরণ করেন, সাম্রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও অটল ভাবে তাঁহার ক্রোড়েই আসীন থাকেন। এবং বিপক্ষতাচরণে অবকাশ না পাইয়া বিপক্ষকুল তাঁহার প্রভাবেই দিবানিশি পর-পরাভব-বেদনা উপভোগ করে। যে ভূপতি অহিতকারীদিগের সহিত যথাকালে যথাযথ উপায় প্রয়োগ করিতে জানেন, তাঁহার মিত্রকুল ও শত্রুকুল যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্র কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লঙ্কেশ্বর! আপনাকে হীনবল অথবা তুল্যবল জানিলে, বিচক্ষণ মহীপালেরা প্রথমোপাত্ত উপায়ত্রয় ভিন্ন তথায় চতুর্থ উপায় কদাপি অবলম্বন করেন না, সুতরাং রাজনীতি অনুসারে কেবল হীনবল শত্রুই সংগ্রামের উপযুক্ত। কিন্তু দশানন! বল দেখি, তুমি উক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রবল শত্রু সহ সমরে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করিতেছ? কি সংগ্রামকৌশলে, কি পরাক্রমে, কি বিক্রমে, বর্ত্তমান শত্রু কোন্ অংশে তোমার অপেক্ষা প্রবল নহেন? তুমি ত্রিলোকের যাবতীয় লোক সহ সমবেত হইয়াও কি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে?

---

* চারি বেদ; যথা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব; ছয় বেদাঙ্গ; যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত জ্যোতিষ এবং মীমাংসা, ন্যায় পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশবিধ বিদ্যা।

রাবণ! আমার অনেক বলিবার আছে, কিন্তু তোমার আচার ব্যবহার দেখিয়া আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না, আবার স্নেহনিবন্ধন কিছু না কহিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। লঙ্কেশ্বর! বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি একাকী মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার জনস্থান একেবারে জনশূন্য করিয়াছেন, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব অধিক কি, তোমার ন্যায় অপরিণামদর্শী রাক্ষসদল ভিন্ন, ত্রিলোকের সমস্ত লোকেই একান্ত মনে যাঁহার জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন অতুল্যবিক্রম রাম তোমার শত্রু, তুমি জানিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে এমন প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিতেছ? কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমাকে এমন বিষম সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিতেছে? তোমার কোন্ হীনবল শত্রু প্রবলশত্রুর পরাভব সিদ্ধপ্রায় মনে করিয়া সম্প্রতি আহ্লাদরসে আপ্লাবিত হইয়াছে? রাবণ! আমি তোমার মাতামহ, অনেক দেখিয়া শুনিয়া সম্প্রতি বার্দ্ধক্য দশায় পদার্পণ করিয়াছি; আমি তোমায় বার বার অনুরোধ করিতেছি, আমার কথা কদাচ উপেক্ষা করিও না, আর বিলম্বও করিও না; উঠ, চল আমরা সমস্ত বন্ধু বান্ধবে সমবেত হইয়া সাক্ষাৎ কমলা, সেই পদ্মপলাশনয়না সীতা সতীকে মস্তকে লইয়া গললগ্নীকৃতবাসে সীতানাথের পদে অর্পণ করি, দেখি, তাহাতেও যদি তাঁহার ক্রোধানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হয়, নতুবা আর নিস্তার নাই। রাবণ!

তোমার এই সমস্ত সন্তান সন্ততি, এই সমুদায় ত্রিলোক-দুর্লভ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্ণপুরী; তোমার মূর্খতা দোষে বোধ হয় কিছুই রক্ষা পাইবে না। দশানন! বিবেচনা করিয়া দেখ, সুর ও অসুর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এই উভয় পক্ষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন; তন্মধ্যে সুরপক্ষে ধর্ম্ম এবং অসুর পক্ষে অধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। রাক্ষসেরা অসুর পক্ষের অন্তর্গত। সত্যযুগ হইতে ধর্ম্মই প্রবল; সুতরাং অধর্ম্ম সর্ব্বথা পরাভূত হইয়াছে। যখন পাদমাত্রধর্ম্ম কলিযুগ উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্ম কাজে কাজেই অধর্ম্মের নিকট অভিভূত হইবে। তুমি এপর্য্যন্ত অনেকানেক ধার্ম্মিক দলের অনিষ্ট সাধনরূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ধর্ম্মহিংসা করিয়াছ, সুতরাং স্বপক্ষে ধর্ম্মহানি ও অধর্ম্ম পরিগ্রহ নিবন্ধন শত্রুপক্ষ এখন বলবত্তর হইয়াছে। তোমার চিত্তদোষ বশতঃ পূর্ব্বোৎপন্ন অধর্ম্ম অধুনা প্রবৃদ্ধ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে এবং সুরপক্ষানুষ্ঠিত ধর্ম্ম ত্রিদশভূত শত্রুদিগের পক্ষবর্দ্ধন করিতেছে। আর দেখ, রাবণ! নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের তেজঃ, প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় নিতান্তই দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্বদা ধ্যান, ধারণা, বেদাধ্যয়ন ও যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণে পাপের লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারে না; যাঁহাদের বেদধ্বনি শ্রবণ মাত্র বাত্যাচালিত গ্রীষ্মকালীন মেঘাবলীর ন্যায় রাক্ষসেরা পলায়ন করে, তুমি বারুণী ও রমণী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়

ভোগে আসক্ত হইয়া যথেচ্ছাচরণ দ্বারা সেই সমস্ত প্রদীপ্ত তাপসদিগেরও ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছ। ঐ দেখ, সম্প্রতি সময় পাইয়া তাঁহাদের অগ্নিহোত্রগৃহ-সমুত্থিত ধূমরাশি রাক্ষসতেজ অভিভূত করিয়াই যেন চারি দিক্ হইতে উত্থিত হইতেছে। ফলতঃ আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, তোমার শত্রু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

রাবণ! ভাল তুমি স্বয়ংই কেন বিবেচনা করিয়া দেখ না, ভগবান্ পিতামহের বরপ্রভাবে তুমি দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরই অবধ্য; তোমার উপস্থিত শত্রুবর্গেরা ত তাঁহাদের অন্তর্গত নহেন; তবে তুমি কোন্ সাহসে এমন প্রবল শত্রু সহ সমরে এত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছ? দশানন! সত্য বলিতে কি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের ভাবী মঙ্গলের আর আশা নাই। যে দিন হইতে তুমি সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতারে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ, তদবধি আমি নগরীর যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। লঙ্কার চতুর্দ্দিক অতিভীষণ দুঃশ্রব খরতর নিনাদে দিবা-নিশি প্রতিধ্বনিত। বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেও অগ্নি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে না; অনেক যত্ন করিলেও স্থণ্ডিল হইতে কেবল কতকগুলি ধূমই উত্থিত হইতে থাকে। অগ্নির অন্তর্দ্ধান নিবন্ধন হব্যের

উৎকণ্ঠা নাই; সুতরাং এখন আজ্যস্থলী পিপিলিকায় পরিপূর্ণ থাকে। বৎসগণ স্তন্যপানে বিমুখ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে নিয়ত হম্বা রব করিতেছে; গাভী সকল নবপ্রসূত বৎসদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর সযত্নে স্তন্য প্রদান করিতেছে না অকাণ্ডে অনবরত কেবল অশ্রুজলই মোচন করিতেছে; গোষ্ঠে ইতিপূর্ব্বে যে সকল বৃষ হর্ষভরে উচ্চ রবে হম্বা রব করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত করিত, অধুনা তাহারা নিষ্কারণে যেন একেবারে নিস্তেজ ও হর্ষশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যেন কোন বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া মাতঙ্গকুল এবং হেষারবে অশ্বশালা পরিপূর্ণ করিয়া অশ্বকুল অনবরত আকুল স্বরে চীৎকার করিতেছে। না জানি এই দারুণ দুর্নিমিত্তসূচক কাল কি ভয়াবহ বিপদই বা উপস্থিত করে। রাবণ! ঐ দেখ অকাণ্ডে নিবিড় জলদপটল সমুত্থিত হইয়া উত্তপ্ত শোণিতধারা বর্ষণে লঙ্কা নগরী অভিষিক্ত ও ঘোরতর বজ্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যেন বুদ্ধি-সম্মোহিনী সন্নিহিত ঘোরতর বিপদ ঘটনার উপক্রম সূচনা করিতেছে। নিষ্কারণে রোরুদ্যমান বাহনগণের নয়ন হইতে নিরন্তর নীরধারা নিপতিত হইতেছে, সমস্ত দিক্ মলিন, দিনমণি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন না। দিবাভাগে শিবা সকল অশিবরব করিয়া বেড়াইতেছে এবং মাংসাশী পশুপক্ষিরা নিষ্কারণে যেন ভীত হইয়া লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভৈরব রবে ঘোরতর বিপদ্ সূচনা করিতেছে। উল্কামুখী

শৃগালীগণ আদিত্যের অভিমুখে ভাবী অশুভ দেখিয়াই যেন অশিবস্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। কুক্কুরেরা বলিকর্ম্মসাধন ঘৃতান্ন প্রভৃতি দ্রব্যজাত নিঃশঙ্কে ভোজন করিতেছে এবং গর্দ্দভগণ গো সমূহে, মুষিকেরা নকুল কুলে মার্জ্জার সকল দ্বীপিনিচয়ে ও কিন্নরেরা রাক্ষস ও মানবগণে উপগত হইয়া যুথাভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কপোতকুল যেন রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্ত কালপ্রেরিত হইয়া সদর্পে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। এবং গৃহপালিত সারিকা সকল, নিতান্ত কলহপরায়ণ বিপক্ষ পক্ষিকুলে পরাজিত হইয়া নিরন্তর কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে। আশ্রম সমুদায় শ্রীভ্রষ্ট, সমীরণ খরস্পর্শ ও ধূলিজালে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কুরঙ্গকুল ও অপরাপর বিগঙ্গমেরা যেন আকুল হইয়া একদৃষ্টে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে এবং কৃষ্ণ-পিঙ্গল মুণ্ডিতমুণ্ড কালপুরুষ সন্ধ্যাসময়ে যেন রাক্ষসদিগের গৃহই অন্বেষণ করিতেছে। রাবণ। চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত অদ্ভূতপূর্ব্ব দুর্নিমিত্ত দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের সর্ব্বসংহারিণী বিপদ্ সন্নিহিত হইতে আর বিলম্ব নাই। দশানন। আমি গত রাত্রিশেষে স্বপ্নও দেখিয়াছি;—কৃষ্ণবর্ণা করালকেশী কতকগুলি কামিনী যেন কোথা হইতে আসিয়া আমাদের গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্য অপহরণ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ ও বিকটাস্যে পাণ্ডুর দন্তপংক্তি প্রকটন করিয়া উৎকট

অট্ট হাস্য করিতেছে। রাবণ! আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিশির শেষে এমন কুস্বপ্ন নিরীক্ষণ করে, তাহার কুল অচিরাৎ অকূল শোক সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে। অতএব লঙ্কেশ্বর! নিবারণ করি, রামের সহিত আর বিবাদ করিও না, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, রাক্ষসকল ধ্বংস করিবার জন্যই জন্যই অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৎস! ভাল তুমিই কেন ভাবিয়া দেখ না, সাগরে সেতু নির্ম্মাণ করা কি মনুষ্যের কার্য্য? রণে রাক্ষসকুল রণশায়ী করাই কি সামান্য লোকের কার্য্য? রাবণ! আর অধিক কি কহিব, যদি ভাবী সুখের অভিলাষ থাকে, এই সমুদায় অলৌকিক ব্যাপার চিন্তা করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে রামের চরণে শরণ লও, নতুবা আর কিছুতেই ভদ্রতা নাই। এই বলিয়া মাল্যবান্ মৌনভাবে রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

আসন্নমৃত্যু দশানন তুর্ণিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং মাল্যবানের তাদৃশ পরিণামসুরস হিত বাক্যও তাহার পাপ অন্তঃকরণে রুচিকর বোধ হইল না। দুরাত্মা তদীয় বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধ-বিরূপীকৃত আরক্ত

বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কহিতে লাগিল;—রে কুকুলজাত! তুই পরপক্ষপাতী হইয়া হিতবোধে যে সমস্ত অহিত কথা অকাতরে ওষ্ঠের বাহির করিলি, এই দেখ, আমার ওজোগুণগুম্ফিত সাহসপূর্ণ হৃদয়ে তাহার কণামাত্রও অবকাশ পাইল না। পাইবেই বা কেন, যাহারা প্রকৃতবীর, বা যাহাদের প্রতাপানল বিপক্ষ-কুল কামিনীদিগের মর্ম্মস্থান উত্তাপিত করিয়া নেত্রাম্বু সহ বহির্গত হইয়া থাকে; দুর্ব্বলোচিত সাম দান কি তাহাদের অন্তঃকরণে উদয় হইতে পারে? পিতার কুপুত্র বলিয়া যে ব্যক্তি রাজ্য হইতে নিতান্ত দীনবেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাপসোচিত আরণ্য ফল মুলমাত্র ভোজন করিয়া যাহার যৎকিঞ্চিৎ বলবিক্রম সম্প্রতি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই হীনবল রাম সামান্য শাখা-মৃগমাত্র সহায় করিয়া আমার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিবে? তুই রাক্ষসকুলোদ্ভব হইয়া সভামধ্যে এমন ঘৃণার কথাই ওষ্ঠের বাহির করিলি, ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইল না। আমি অতুল্য বলবিক্রম সম্পন্ন, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকুলের অধীশ্বর, সুতরাং অমরকুলেরও ভয়ঙ্কর, সেই আমি সম্প্রতি তোর কথায় উপযাচক হইয়া কি রামের শরণ লইব? রে রাক্ষসাধম! আমি অদ্বিতীয় বীর বলিয়া কি আমার প্রতি তোর দ্বেষ জন্মিয়াছে? না শত্রুর প্রশংসা দ্বারা আমাকে সবিশেষ উৎসাহিত করিবার জন্যই এমন ঘৃণার কথা সভামধ্যে ব্যক্ত করিতেছিস্?

জানি না, ইহাতে তোর কি অভিসিদ্ধিই বা সফল হইবে। আমি অদ্বিতীয় যুদ্ধবিশারদ, অব্যাহত রাজ্যের অধীশ্বর এবং নীতিশাস্ত্রেরও পারদর্শী, আমার সমক্ষে এমন পরাভবের কথা ব্যক্ত করিয়াও যে তুই এত কাল জীবিত রহিয়াছিস্, গুরুতর সম্বন্ধই তাহার একমাত্র নিদান; নতুবা উৎসাহদান ব্যতীত সভামধ্যে এতাদৃশ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে, এমন লোক ত্রিলোক মধ্যেও ত আমি নেত্রগোচর করি নাই। ছি ছি! কি লজ্জা! আমি কামনাপূর্ণ হৃদয়ে কানন হইতে কমলবিহীনা কমলার ন্যায় সেই কোমলাঙ্গী কামিনীরে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি, সম্প্রতি তোর কথায় রামের ভয় অনুমান করিয়াই কি তাহারে প্রত্যর্পণ করিব? কি আশ্চর্য্য! যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পন্নগ, দেব ও স্বয়ং দেবরাজ বজ্রপাণিও যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না, যাহার ভ্রূক্ষেপমাত্রে অকিঞ্চিৎকর নর বানরেরা ত্রিলোক ছাড়িয়া পলায়ন করে, সেই রাবণ কি এখন সাম দানরূপ দীনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিবে? তোর ন্যায় কাপুরুষের কথায় সেই দশানন কি সম্প্রতি রাজ্যভ্রষ্ট দাশরথির শরণ লইবে? কখনই না। আমি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ দ্বিখণ্ডিত হইতে পারি, কিন্তু বেতসের ন্যায় কাহারও নিকট নত হইতে পারি না, এ গুণ আমার স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য্য। যেমন অগ্নি কদাপি শীতল হয় না, তদ্রূপ আমার সহজ গুণও অন্যথাভূত হইবে না। রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করি-

য়াছে, বলিয়াই যে মনুষ্য নয়, এ কথা দুর্ব্বলের বিশ্বাস যোগ্য। কেন, উহা কি ঘুণাক্ষরের ন্যায় সম্পন্ন হইতে পারে না? তুই নিতান্ত ভীরু, কাজে কাজেই উহা তাহার ক্ষমতা-সিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিস্। যাহা হউক, এক্ষণে আমার এই প্রতিজ্ঞা ;—রাম মনুষ্যই হউক, বা ছদ্মবেশধারী দেবতাই হউক, আমি প্রাণ থাকিতে উহাকে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিগমন করিতে দিব না।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধবিরূপীকৃত নেত্রে যেন সভা-স্থল দগ্ধ করিয়াই চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহামতি মাল্যবান্ তাহাকে যুদ্ধার্থ নিতান্ত উৎসাহিত ও যার পর নাই ক্রোধপরবশ দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, কহিলেন, রাবণ! বুঝিলাম, কাল তোমার নিতান্তই-সন্নিহিত। এই বলিয়া সুধীর মৌখিক আশীর্ব্বচন প্রয়োগ ও তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা পূর্ব্বক পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রাকার সংস্থাপনের আদেশ করিয়া পূর্ব্ব দ্বারে প্রবল প্রহস্ত এবং দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক রণদুর্ম্মদ রাক্ষসদ্বয়কে রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিল। পশ্চিমদ্বারে মায়াচতুর অসংখ্য সেনায় সমাবৃত হইয়া পুত্র ইন্দ্রজিৎ রক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদিষ্ট হইল। এবং উত্তরদ্বারে শুক সারণকে নিয়োগ করিয়া মন্ত্রিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; সচিবগণ! এখানে আমি স্বয়ংই

রক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। এই বলিয়া পুরমধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় কক্ষে মহাবীর্য্য বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে রক্ষা কার্য্যের ভার দিয়া কালপ্রেরিত লঙ্কেশ্বর তৎকালে আপনাকে সর্ব্বথা কৃতকার্য্য বলিয়াই জ্ঞান করিল এবং সে দিন এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রিগণকে বিদায় পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে মহাত্মা রাম কপিরাজ সুগ্রীব, পবনপুত্র হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, বালিতনয় অঙ্গদ, মহাবীর লক্ষ্মণ, শরভ, সুবন্ধু, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, কুমুদ, নল, নীল প্রভৃতি সেনাপতি ও ধার্ম্মিকচূড়ামণি বিভীষণ সহ শত্রুস্থান প্রাপ্ত হইয়া একত্র অবস্থান পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। এবং বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; মহাত্মন্! সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও পন্নগেরাও যথায় প্রবেশ করিতে ভয় করেন, এই ত সেই দুর্জয় রাবণ-পালিতা লঙ্কাপুরী পুরোভাগে লক্ষিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে বিপক্ষকুল পর-পরাভবরূপ দুঃসহ মনোবেদনা উপভোগ করিতে পারে, এক্ষণে তাহার সুমন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য

হইতেছে। তৎশ্রবণে বিনীতশীল বিভীষণ সাদরে কহিতে লাগিলেন; রাজকুমার! অনল, পনস, প্রমতি ও সম্পাতি নামে আমার এই চারি জন অমাত্য লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল হইল প্রত্যাগত হইয়াছে, ইহারা শকুনি রূপ ধারণ পূর্ব্বক রিপুবলে প্রবিষ্ট ও রাবণ আত্মরক্ষার্থ যে সকল উপায় করিয়াছে, তাহাও অবগত হইয়া সমুদায় আমার নিকট কহিয়াছে, এক্ষণে আমি অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রহস্ত নামক বীরপ্রবীর রাক্ষস, যাহার প্রতাপে বিপক্ষকুল আকুল হইয়া পরাঙ্মুখতারূপ নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, রাবণের অনুশাসনে সে সম্প্রতি লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক মহাবীর্য্য দুই সেনাপতি, যাহাদের সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখিলে, কি সুর, কি অসুর, প্রাণভয়ে সকলকেই শুষ্কবদনে পলায়ন করিতে হয়, দুর্দ্দান্ত দশানন ঐ উভয় রাক্ষসকে দক্ষিণদ্বার রক্ষার জন্য আদেশ করিয়াছে। এবং রাক্ষস-প্রবীর ইন্দ্রজিৎ, যাহার রণচাতুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং ত্রিদশনাথের তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও একদা পরাভবরূপ অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, অধুনা সে পশ্চিমদ্বার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাজকুমার! এই ইন্দ্রজিৎ কেবল একাকী নহে, ইহার আদেশে সহস্র সহস্র ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরাও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় খড়্গ হস্তে তথায় অতি নিপুণ ভাবে রক্ষা কার্য্য

সম্পাদন করিতেছে। আর এ দিকে উত্তর দ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসে সমবেত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক উদ্বিগ্নমনে শুক সারণের বাক্য আন্দোলন করিতেছে। এবং বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষস, রণস্থলে যাহার ক্রোধবিরূপীকৃত আরক্ত নেত্রযুগল নেত্রগোচর করিবামাত্র শত্রুদিগের নেত্র অমনি নিমীলিত হইয়া পড়ে, দশাননশাসনে সে সম্প্রতি বহুসংখ্য রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া সাবধানে যেন অনিমেষ নেত্রে মধ্যম কক্ষা রক্ষা করিতেছে। পুরুষোত্তম! আমার সহাগত চারিজন অমাত্য রাবণের এই রূপ রক্ষাসন্নিধান সন্দর্শন করিয়া এই মাত্র আমার সন্নিহিত হইয়াছে, ইহারা আর আর যে সমস্ত সেনা সন্নিবেশ দেখিয়া আসিয়াছে, আমি সবিশেষ তাহাও আপনার নিকট কহিতেছি;—মহাত্মন্! নগরী মধ্যে দশসহস্র গজযোধী, অযুত সংখ্যক রথী, বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী এবং কোটি সংখ্যারও অধিক পদাতি রাক্ষসের সমাবেশ আছে। উহারা দেখিতে এবং কার্য্যেও সাক্ষাৎ কালান্তক যম, সংগ্রামনিপুণ, অতিশয় বলবান্ ও একান্ত প্রভুপরায়ণ। উহাদের এক এক জনের অধীনে যে কতশত রণদুর্ম্মদ রাক্ষস রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করাও সহজ ব্যাপার নহে। উহারা সকলেই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

এই বলিয়া শ্রীমান্ বিভীষণ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অনলাদি মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইলেন এবং সাতিশয়

বিস্ময়ের সহিত পুনর্ব্বার কহিলেন ;—পুরুষোত্তম। এই ত আপনি লঙ্কার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এক্ষণে রাবণের প্রভাবের বিষয় আরও কিছু বলিতেছি ;—রাবণ সামান্য যোদ্ধা নহে। যৎকালে ঐ দুর্দ্দান্ত ষষ্টি লক্ষ রাক্ষসী সেনায় সমবেত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করে, তৎকালে উহার যেরূপ অমিত তেজ, অসামান্য পরাক্রম, অতুল্য বীর্য্য ও অলৌকিক সংগ্রাম-চাতুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, উহাকে সমরশায়ী করা সহজ ব্যাপার নহে।

এই বলিয়া সুধীর যেন কিঞ্চিৎ সভয়ে আবার কহিলেন, মহাত্মন্। আমি যে আপনার সমক্ষে রাবণের প্রভাব বর্ণন করিলাম, তাহাতে কুণ্ঠিত বা বৈরনির্য্যাতন বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আপনার ভয় বা কাতরতা সম্পাদনার্থ আমি বিপক্ষের বলবীর্য্য ব্যক্ত করিতেছি না। আমার কথায় ক্রুদ্ধ হইবেন, অচিরাৎ শত্রু নিপাত করিবেন, এবং শশাঙ্কসনাথা দেবী রোহিণীর ন্যায় আর্য্যা অযোনিসম্ভবা অবিলম্বেই আপনার বামে বসিয়া সকল যাতনা বিস্মৃত হইবেন। আপনার সমক্ষে বিপক্ষের প্রশংসা করিবার আমার কেবল এইমাত্র উদ্দেশ্য। আমি নিশ্চয় জানি, সামান্য রাক্ষস সহ সমরে আপনি কদাচ পরাজিত হইবেন না। অতএব হে অরিন্দম! এক্ষণে রাবণের ন্যায় আপনিও চতুর্দ্দিকে সমস্ত বানরী সেনার ব্যূহ রচনা করিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ সমধিক উৎসাহ অবলম্বন করুন।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, রঘুপ্রবীর রাম শত্রুবিনাশার্থ মনে মনে উভয় পক্ষের বলাবল চিন্তা করিয়া কহিলেন; বিভীষণ! লঙ্কার যে দ্বারে যে রূপ পরাক্রমশালী বীর রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, আমাদের সে দিকে সেইরূপ সেনাপতিকে সন্নিবেশিত করিয়া ব্যূহ রচনা করিতে হইবে, যে শত্রুকুল সহজেই অবসন্ন হইতে পারে। অতএব আমাদের সেনাপতির মধ্যে নিতান্ত রণদুর্দ্ধর্ষ নীল বহুসংখ্য বানরী সেনায় সমবেত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করুন, প্রহস্তের যে রূপ পরাক্রমের কথা শুনিলাম, এবং বানরপুঙ্গব নীলের যে প্রকার সংগ্রামনৈপুণ্য প্রথিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, ইনি পূর্ব্ব দ্বারে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। আর বালি-তনয় মহাবল অঙ্গদ অসংখ্য বানরসৈন্যে সমাবৃত হইয়া দক্ষিণ দ্বারে গমন পূর্ব্বক মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক রাক্ষসদ্বয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হউন। পবনাত্মজ হনূমান্ রণ-চতুর বহুসংখ্য কপিবল সমভিব্যাহারে পশ্চিম দ্বার নিপীড়িত করিয়া ইন্দ্রজিতের বিপক্ষে প্রবেশ করুন এবং সরলমতি নির্দ্দোষ তাপসকুলেরও অপ্রিয়-কারী সমরোদ্ধত সেই দুর্দ্দান্ত দশানন রক্ষাকার্য্য সম্পাদনার্থ যথায় অবস্থান করিতেছে, তাহার যথার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লক্ষ্মণ সহ আমি স্বয়ং লঙ্কানগরীর সেই উত্তর দ্বারে প্রবেশ করিব। বিভীষণ! আর তুমি কপিরাজ সুগ্রীব ও ঋক্ষ-রাজ জাম্ববান্ সহ মধ্যস্থলে সাবধানে অবস্থান কর।

এইরূপ ব্যূহ রচনা কল্পনা করিয়া সংগ্রামচতুর মহাত্মা-রাম আবার কহিলেন; বিভীষণ! আর দেখ, আমাদের সহাগত বানরগণ যদিচ রাক্ষসদিগের ন্যায় কামরূপী হউক, তথাচ যুদ্ধ সময়ে উহারা যেন কেহই মনুষ্যরূপ ধারণ না করে। কেবল তুমি, তোমার অমাত্য চতুষ্টয়, লক্ষ্মণ এবং আমি এই সাতজন ব্যতীত আর কাহারও মনুষ্য রূপ থাকিবে না। কারণ, তাহা হইলে সমরক্ষেত্রে স্বপক্ষের পরিচয় বিষয়ে কোনরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সংগ্রাম সময়ে বানর দেখিলেই স্বজন এবং কল্পিত মনুষ্য দেখিলেই তাহাদিগকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে। রাম কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিচক্ষণ বিভীষণকে এইরূপ কহিয়া দিবাবসানে সুবেল শৈলে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর দুর্দ্দান্ত নিরস্তা দাশরথি সুবেল পর্ব্বতারোহণে সমুৎসুক হইয়া সুধীর সুগ্রীব ও একান্ত নিদেশানুকারী নিশাচর বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন; দেখ, এই সুবেল পর্ব্বত অতিশয় রমণীয় ও

রজনী যাপনের নিতান্ত উপযুক্ত। এই মনোহর গিরির শৃঙ্গ নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত; ইহাতে শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণের শিলা সকল শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে অতি বিশাল সুদৃশ্য পাদপনিচয় বিবিধ লতায় জড়িত হইয়া কেমন অপরূপ শোভা প্রকাশ করিতেছে। কোথাও কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে, কোথাও মত্ত ময়ুর নিচয়ের কেকা রব শুনা যাইতেছে এবং স্থলান্তরে কসুমরূপ শতমুখে শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া পর্ব্বত-রাজ যেন আপন সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দই প্রকাশ করিতেছে। অতএব আমরা অদ্য এই সুবেল শৈলে অধিরোহণ করিয়াই নিশা যাপন করিব এবং এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সেই পরভার্য্যাচোর দুর্দ্দান্ত দশানন-পালিতা লঙ্কা নগরী ও তদীয় বাসভবন দেখিব।

এই বলিতে বলিতে জানকীর রূপলাবণ্য হৃদয়াকাশে উদিত হওয়ায় তৎকালে রামের শোকসাগর প্রবলবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অসীম ক্রোধেরও উদ্রেক হইয়া উঠিল; তখন তিনি ক্রোধ-বিরূপীকৃত আরক্ত নেত্রে যেন নিশাচরবল দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন; রে রাক্ষসাধম রাবণ। রে দুষ্কুলজাত দুর্দ্দান্ত দশানন। যখন তুই ধর্ম্মের অনুরোধ রাখিলি না, কুল শীলের প্রতিও কটাক্ষপাত করিলি না, যখন তুই নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিরপরাধে আমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আমাকে অপার শোক সাগরে

নিক্ষেপ করিলি, তখন আর তুই কখনই ক্ষমার পাত্র নহিস; বীর রামচন্দ্রের হস্ত হইতে তখন আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোর এবং সমস্ত রাক্ষসকুলের শোণিত ধারা ভিন্ন আমার এ ক্রোধানল আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে! যেমন বংশের মধ্যে একজন কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার দৌরাত্ম্যে সে বংশই ধ্বংশ হইয়া যায়, তদ্রূপ তোর অত্যাচারে সমস্ত রাক্ষসবংশও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

অরিনিসূদন রাম রাবণের প্রতি এতাদৃশ কোপ প্রকাশ ও এইরূপ মন্ত্রণা করিতে করিতে বাসের নিমিত্ত সেই বিচিত্র-সানু সুবেল শৈলের অধিত্যকায় অধিরোহণ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক সাবধানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পৃষ্ঠভাগে কপিরাজ সুগ্রীব, তৎপরে বিভীষণ ও তৎপশ্চাৎ কপিকুলচূড়ামণি বীর হনুমান্ বীরদর্পে যেন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া গর্ব্বিত কেশরীর ন্যায় মন্থর গমনে রামের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালিতনয় অঙ্গদ, নল, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গয়, গবাক্ষ, গবয়,গন্ধমাদন, শরভ, শতবলি, সুষেণ, সংরম্ভ, জাম্ববান্, পনস, কুমুদ ও তার প্রভৃতি সমস্ত বানরযূথপতি এবং অন্যান্য যাবতীয় সেনা সকল ক্রমশঃ সেই বিচিত্র ধাতুরাগ—রঞ্জিত সুবেল পর্ব্বতে সগর্ব্বে অধিরোহণ করিতে লগিল। অনন্তর সেই অনন্তশক্তি-সম্পন্ন অতুল্যবিক্রম রাম সমস্ত বানরী সেনা সহ সুবেল

শৈলে অধিরোহণ পূর্ব্বক তত্রত্য সমতল শিলাতলে আসীন হইয়া সুস্পষ্ট ভাবে সেই বৃহদ্দ্বারবতী প্রাকার-পরিবেষ্টিতা লঙ্কানগরী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ঐ নগরী প্রাকারোপরি প্রতিষ্ঠিত কুসুমরূপ হাস্যচ্ছটা বিস্তার পূর্ব্বক শোভাগর্ব্বে যেন ইন্দ্রনগরী অমরাবতীকেই তিরস্কার করিতেছে। এবং প্রাসাদের উপরিভাগে রক্ষক রাক্ষসেরা খড়্গহস্তে যেন কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বানরেরা ঐ সমস্ত সংগ্রাম কুশল নিশাচর-দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সংগ্রামলালসায় কেহ কেহ বীরদর্প-বিমিশ্রিত তুমুল সিংহনাদ করিয়া উঠিল, কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটন ও অপর কেহ কেহ ভয়াবহ আস্ফালনে সানুদেশ বিকম্পিত করিতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। সায়ং কাল উপস্থিত। ভগবান্ ময়ূখমালী সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার জন্যই যেন লোকনিচয়ের লোচনপথ পরিহার পূর্ব্বক অস্তাচলের অন্তরালে লুকায়িত হইলেন। সন্ধ্যারাগে সর্ব্বদিক্ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এবং তৎপরে তারকা-বিরাজিত শশাঙ্ক লাঞ্ছিতা চতুর্দ্দশীরজনী ধবল বসন পরিধান করিয়া আবির্ভূত হইল। জানকীগত-জীবন রাজীবলোচন রামচন্দ্রোদয়ে জানকী শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও লক্ষ্মণ ও বিভীষণ কর্তৃক কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অতিকষ্টে সেই যাতনাময়ী যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সমরোদ্ধত বানরেরা এই রূপে সে দিন সুবেল শৈলে নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর উপবনসম্ভূত কুসুমশোভা পরিশোভিত শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, অশোক, উদ্দালক ও নাগ-কেশর প্রভৃতি অনতিদীর্ঘ পাদপরাজির অনুপম শোভা সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল;—তথায় কলকণ্ঠ কোকিল কুলের কল নিনাদ চতুর্দ্দিক নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে; মত্ত ময়ূরকুল অকুতোভয়ে চারি দিক্ বেড়াইতেছে, মধুক-রেরা মধুপানে উন্মত্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গুণ গুণ রবে কুসুমে কুসুমান্তরে ও তৎপরে অপর কুসুমে গিয়া বসি-তেছে এবং কুরঙ্গদল দলে দলে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। কোথাও মণিসোপান-বিভূষিত সুরম্য সরোবর, কোথাও শ্বেত সরোজদলে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, শত দল রূপ শতমুখে শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার পূর্ব্বক যেন আহ্লাদরসেই আপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। উহার তীরে মণি মুক্তা প্রবাল সকল সিকতারূপে বিরাজিত ও অনতিদীর্ঘ হেমময় মহীরুহ সকল সুশোভিত রহিয়াছে।

চক্রবাক সকল সুখে বিচরণ করিতেছে এবং কেলীপরায়ণ মরালকুল প্রিয়াসহ সানন্দে তথায় জলকেলী করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম কানন আরক্ত নব পল্লবে, সুস্নিগ্ধ শাদ্বলদলে ও বিবিধ পাদপসমূহে পরিশোভিত হইয়া পুষ্পিত পুষ্পনিচয়চ্ছলে শতমুখ বিস্তার পূর্ব্বক যেন নন্দন কাননকেই তিরস্কার করিতেছে। কোন উৎসব কার্য্য উপলক্ষে কুলকামিনীরা যেমন আনন্দে অঙ্গে সমস্ত আভরণ ধারণ করে, তত্রত্য পার্ব্বতীয় শিখরাবলীও তদ্রূপ সুবাসিত নানাবর্ণ-বিচিত্র বিবিধ কুসুম ও রসাল ফল সমস্ত ধারণ করিয়াছে।

বানরেরা তাদৃশী অতুল্য উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করিয়া পরম আহ্লাদে মহা আমোদে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশ কালে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সুরভি পুষ্প পরিমলবাহী সমীরণ সঞ্চারে পুলকিত হইতে লাগিল। কতক গুলি কপিসেনাপতি নিজ নিজ সেনাদল হইতে বিনির্গত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে সেই ধ্বজপতাকা পরিশোভিনী লঙ্কাপুরীর পরিসরে অকুতোভয়ে সদর্পে গমন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ সমস্ত রণদুর্ম্মদ মহাবল বানরবলের অতিভীষণ বীরনিনাদে বিহঙ্গমকুল আকুল, লঙ্কানগরী বিকম্পিত ও চারি দিক্ যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবং সদর্প পাদবিক্ষেপনিপীড়িত ক্ষিতিতল হইতে সহসা ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশতল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিল।

এ দিকে মহাত্মা রাম সেই সুবেল শৈলে আসীন হইয়া দেখিলেন;—বিচিত্রকূট ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরদেশে মহানগরী লঙ্কার অন্তর্গত এক অপূর্ব্ব ভবন শোভা পাইতেছে। ঐ দিব্য পুরীর পরিসর দশযোজন বিস্তীর্ণ ও বিংশতি যোজন আয়ত। এবং এরূপ উচ্চ, যে মনে মনে আরোহণ করিতে গেলেই উহা নিতান্ত দুরারোহ বলিয়া বোধ হয়। ঐ রাজ নিকেতনে হেমজাল-জড়িত বিচিত্র শিবিকা, রমণীয় লতাগৃহ, বিচিত্র চিত্র শালিকা, নানাবিধ ক্রীড়া ভবন, দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত, রমণীয় রতিগৃহ, দিবাবিহার প্রাসাদ. এবং মন্দরস্তলাখ্য অপরূপ ক্রীড়া ময়ূর স্থান শোভা পাইতেছে। ঐ বিচিত্র ভবন পাণ্ডুর বর্ণ অম্বুদের ন্যায় গোপুরসমূহে পরিশোভিত এবং কাঞ্চন রজতময়ী প্রাসাদমালায় সমলঙ্কৃত। উহার অভ্যন্তরভাগে হেমময় পর্য্যঙ্ক সকল যথা স্থানে সন্নিবেশিত, কোথাও কনকময় আসন, কোথাও রজতনির্ম্মিত ভাজন, কোন স্থলে মহামূল্য মধু ও স্থলান্তরে আসবসঙ্কুল স্ফটিক পাত্র সকল সজ্জিত থাকায় উহা যেন সমৃদ্ধিশালিনী কুবের নগরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আতপক্ষয়ে ঘনজাল-বেষ্টিত আকাশতলের যেমন শোভা হয়, বিবিধ বিচিত্র হর্ম্ম্য ও সুরম্য বিমান সমূহে বিভূষিত হইয়া এই দিব্য বৈভবসঙ্কুলা পুরীও তদ্রূপ বিকাশ পাইতেছে। উহার মধ্যস্থলে সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত অতি রমণীয় একটী প্রাসাদ উচ্চতায় যেন গগণ মণ্ডল ভেদ করিয়াই উত্থিত হইতেছে। ঐ দিব্য

শোভা-বিভূষিত প্রাসাদ রাক্ষসরাজ রাবণের অপর একটী বাসভবন এবং লঙ্কানগরীর ভূষণ স্বরূপ। ঐ ভবন হইতে সুমধুর নূপুররবমিশ্রিত কাঞ্চী শিঞ্জিত, কোন স্থান হইতে সুগভীর মৃদঙ্গধ্বনি এবং উহার অপর কোন স্থান হইতে নানাবিধ বাদ্য সহ সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। উহার দ্বার দেশ, ঐরাবতের ন্যায় সংগ্রামকুশল মেঘ-সঙ্কাশ মাতঙ্গ গণে অলঙ্কৃত, ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরা বদ্ধ পরিকরে খড়্গ হস্তে যেন কৃতান্তের ন্যায় দিবানিশি সাবধানে উহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। চতুঃ-পার্শ্বে নানাবিধ কুসুমিত পাদপরাজি বিরাজিত মনোহর কানন ও নানাধাতু-বিচিত্র শৈলমালা নিরতিশয় শোভা পাইতেছে। কোথাও সুরম্য সরোবর, তন্মধ্যে নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নীল বর্ণ অলিকুলসঙ্কুল সুকোমল কমল লতা ও নানা বর্ণের মৎস্য সকল স্বাভাবিক রঙ্গভঙ্গী দ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার তীরে অনতি দীর্ঘ পাদপরাজি রসাল ফল পুষ্পে অব-নত হইয়া শোভা পাইতেছে। এবং কলকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা নিরন্তর কলরব করিয়া কর্ণকুহরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। মহাত্মা রাম সুবেল শৈল হইতে সেই সুরম্য পুরী অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর দুর্দ্দান্ত নিয়ন্তা দাশরথি সুগ্রীব ও গয় গবাক্ষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যূথপতিগণে সমবেত হইয়া সেই পর্ব্বতের সানুদেশে অধিরোহণ পূর্ব্বক সাদর নেত্রে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমগ্রা লঙ্কা নগরী তৎকালে তাঁহার নয়নপথে যুগপৎ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান হইল। হিরকখণ্ডিত হেমময় আধারস্তম্ভ-পরিশোভিত প্রসাদাবলী বিরাজমান থাকায় ঐ পুরী শোভা গর্ব্বে যেন ইন্দ্রনগরী অমরাবতীকেই তিরস্কার করিতেছে। রাম সমভিব্যাহারী বীর বানরগণ সহ সাদরে ঐ পুরীর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া উহার গোপুর শৃঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন;—রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে বিংশতি নেত্র আরক্ত করিয়া যেন দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তথায় উপবিষ্ট আছে, চতুর্দ্দিকে শরীররক্ষক রাক্ষসেরা সশস্ত্রে অতিসাবধানে যেন অনিমেষ নেত্রে অণুক্ষণ শরীর রক্ষা করিতেছে। তাহার পরীধান রক্ত বস্ত্র, কণ্ঠে রক্তমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন, রত্নাভরণ, মস্তকে বিজয় ছত্র এবং উভয় পার্শ্বে কিঙ্করীরা শ্বেত চামর বীজন করিতেছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘ খণ্ডই যেন অম্বরপথে শোভা পাইতেছে।

মহাবীর সুগ্রীব সুবেল শৈল হইতে সেই পরভার্য্যাপহারক দুর্দ্দান্ত দশাননকে নেত্রগোচর করিয়া ক্রোধ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, অসীম রোষাবেশে তাদৃশ উচ্চতর শিখর হইতে অমনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পবনবেগে সেই গোপুর শৃঙ্গে নিপতিত হইলেন, এবং ললাটপট্টে ক্রোধ-বিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক রোষারুণ লোচনে যেন রাবণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াই কহিতে লাগিলেন; রে দুষ্কুলজাত রাবণ! করাল কাল সর্পিনীকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়া তুই কি সুমঙ্গলেই জীবিতকাল অতিবাহিত করিবি? সাক্ষাৎ কৃতান্তের ক্রোধোদ্দীপন করিয়াও কি তুই জীবিতই থাকিবি? দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তুই যেরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অদ্য আমার হস্তে তাহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া বীর সুগ্রীব বীরবিক্রমব্যঞ্জক এক ভয়াবহ চীৎকার পূর্ব্বক এক লম্ফে রাবণের মস্তকোপরি পতিত হইয়া তদীয় শিরস্থিত রত্নময় বিচিত্র মুকুট সহ সবেগে ভূতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবার গোপুরে উত্থিত হইয়া ক্রোধবিরূপীকৃত নেত্রে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত দশানন ক্রোধে অধীর হইয়া নিতান্ত পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিলেন;—রে হীনবল সুগ্রীব! সামান্য বানর হইয়া মাদৃশ মহাবীর পুরুষের সমক্ষে তোর এতই আস্পর্দ্ধা! এতই অভিমান! যে শৃগাল হইয়া বলদর্পিত কেশরীর ক্রোধোদ্দীপন করিতেই উদ্যত হইয়াছিস্।

অদ্য দশগ্রীবের ভ্রূক্ষেপমাত্র তোকে অবশ্যই ভগ্নগ্রীব হইয়া ভূতলে ছিন্ন পশুর ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে। এই বলিয়া দশানন আরক্ত কিংশুক-তুল্য নেত্র বিঘূর্ণিত ও সবেগে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে কন্দুকবৎ আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত ও অধিকতর ক্রোধপরবশ হইয়া সুদৃঢ় বাহুযুগল দ্বারা রাবণকে বেষ্টন করিয়া অবলীলাক্রমে অবনীতলে পাতিত করিলেন। ক্রমে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম। পরস্পরের পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড কলেবর রুধিরাক্ত, স্বেদজলে অভিষিক্ত ও গাঢ়তর আশ্লেষে ক্রমশ নিশ্চেষ্ট হওয়ায়, তৎকালে উভয়ে নির্ব্বাত-স্তিমিত পুষ্পিত শাল্মলী ও কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর উভয় বীর উভয়ের প্রতি মুষ্টি প্রহার, তল প্রহার, করাঘাত ও নখাঘাত দ্বারা ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং সেই গোপুরবেদি মধ্যে স্ব স্ব কলেবর কখন উন্নত, ও কখন বা অবনত করিয়া নানাবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে একবার ভূতলে পতিত, আরবার মহাবেগে উত্থিত ও পরস্পরের বিলগ্নীভূত প্রকাণ্ড দেহে আঘাত পূর্ব্বক কিয়ৎকাল কিঞ্চিৎ অন্তরে অপসারিত হইয়া পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপরক্ষণেই আবার উভয়ে অসীম রোষাবেগে অধীর হইয়া অতি বিশাল বাহুপাশে পরস্পরকে সম্মর্দ্দন ও বন্ধন

পূর্ব্বক প্রাকার ও পরিখার অন্তর্দ্দেশে মণ্ডলাকারে ক্ষণকাল বিচরণ করিতে লাগিল এবং তৎপরে স্ব স্ব অনন্য-সুলভ বল, অসামান্য সংগ্রামনৈপুণ্য ও অসীম ক্রোধের প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আবার উভয়েই জাতসংরম্ভ ক্রোধান্ধ সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায় বিশাল বাহুদণ্ড দ্বারা পরস্পরের প্রকাণ্ড দেহে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কখন উভয়েই পতিত, কখন সবেগে উত্থিত ও কখন বা মহাবেগে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ব্যায়াম শিক্ষা-বলে কিছুতেই কেহ ক্লান্ত হইবার নহে। উভয়ে সমভাবে উদ্ভিন্নমদ উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অতি ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়েই অতুল্য সংগ্রামনিপুণ, কেহই ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হইবার নহে। তাহারা ক্রোধাবেগে দশনে অধর দংশন করিয়া কখন পরস্পরকে অধিক্ষেপ, কখন যুদ্ধমার্গে চংক্রমণ এবং কখন বা অতিবিশাল বাহুদণ্ড উদ্ধৃত করিয়া পরস্পরের অভিমুখে যেন কৃতান্তের ন্যায় মহা-বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কখন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পরে পরস্পরের করাঘাত কর দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিল এবং কখন রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ মণ্ডলাকার পথে দ্রুত পদে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। যেমন মার্জ্জারদ্বয় ভক্ষ্যদ্রব্যের জন্য পরস্পর কলহপরায়ণ হইয়া দূরে অবস্থান পূর্ব্বক একবার উভয়ের প্রতি উভয়ে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আরবার ক্রোধে অধীর হইয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দুর্দান্ত

দশানন ও রণদুর্ম্মদ সুগ্রীব পরস্পর আহত হইয়া বিকট কটাক্ষে মুহুর্ম্মুহু কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধবিজৃম্ভিত, যেন দ্বিগুণীকৃত কলেবরে একবার দূরে অবস্থান করে, আরবার কখন চারি নামক মণ্ডল, কখন করণাখ্য মণ্ডল, কখন খণ্ড মণ্ডল ও কখন বা মহামণ্ডল প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডল পথে বিবিধ গতি দ্বারা সঞ্চরণ পূর্ব্বক কখন অনুসরণ, কখন প্রতিগমন, কখন চক্রগমন, কখন কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্গমন, কখন পার্শ্বদেশে অপসর্পণ, কখন সঙ্কুচিত দেহে সংগ্রামার্থ ধাবন, কখন বীরদর্পিত পাদপ্রহারার্থ অভিগমন, কখন জানুধারণার্থ অবনত দেহে দ্রুত গমন এবং কখন কখন বা আক্রমণ করিবার মানসে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক অতিবেগে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু বিজয় লক্ষ্মীকে কেহই আক্রমণ করিতে পারিল না।

অনন্তর মায়াচতুর রাক্ষসপতি “ দ্বন্দ্বযুদ্ধে বল প্রকাশ দ্বারা সুগ্রীবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন ” বিবেচনা করিয়া মায়াবল অবলম্বন করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সংগ্রামচতুর কপিরাজ সুগ্রীব তদ্দর্শনে অমনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। তখন রাবণ “ সুগ্রীব এই রূপে বঞ্চনাজালে ফেলিয়া যে কোথায় লুকায়িত হইলেন ” তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া লজ্জাবনত বদনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে কপিরাজ সুগ্রীব রাক্ষসরাজ রাবণকে রণে পরিশ্রান্ত করিয়া

বীর অনন্যসুলভ কীর্ত্তি বিস্তার ও আকাশ সাগরে সন্তরণ পূর্ব্বক বানরগণের মধ্যস্থিত সেই আজানুলম্বিতবাহু আর্য্য রামের পার্শ্বদেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার তাদৃশ সাহসের কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া রামের রণোৎসাহ পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং বানরী সেনা চতুর্দ্দিক হইতে জয় ধ্বনি করিয়া সুগ্রীবের সেবা করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর বিচক্ষণ রাম কপিরাজ সুগ্রীবের শরীরে শোণিতধারা প্রভৃতি যুদ্ধচিহ্ন অবলোকন করিয়া অকৃত্রিম প্রণয়-সূচক গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; সখে! অগ্রে আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া সহসা সেই ভীষণ শত্রুসহ সমরে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ মহীপালেরা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া এতাদৃশ বিষম সাহসের কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হন না। মিত্রবর! সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের অসামান্য কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া এবং তোমারও সমধিক বিলম্ব দেখিয়া আমাদের কাতর হৃদয়ে যে কতই অশিব ভাবের আবির্ভাব হইতেছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। যাহা হউক, সখে! নিবারণ

করি, অতঃপর আমাদের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া আর কখন এরূপ বিষম সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইও না। বল দেখি, তোমার এই চপলতা দোষে যদি কোন রূপ বিপত্তি ঘটিত, তবে আমি জানকীর উদ্ধার করিয়া আর কি করিতাম; স্বকার্য্যের অনুরোধে ভবাদৃশ অকৃত্রিম প্রণয়-ভাজন বান্ধবের মৃত্যুর কারণ হইয়া তখন কি আমি আর এ পাপ দেহভার বহন করিতাম। কখনই না। অধিক কি, সখে! তুমি বলবীর্য্যে সাক্ষাৎ বরুণ বা ইন্দ্র তুল্য হইলেও তোমার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আমি মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলাম, সংগ্রামে সবংশে দশাননের প্রাণ বিনাশরূপ বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যের ও প্রাণাধিক ভরতকে কোশল সাম্রাজ্যের আধি-পত্য প্রদান পূর্ব্বক এ পাপ দেহ বিসর্জন করিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব রঘুবরের তাদৃশ প্রণয়পূর্ণ অমৃতায়মান বচন বিন্যাস শ্রবণে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন;—সখে! আপনি স্নেহ নিব-ন্ধন যাহা কহিলেন, সমুদায় সত্য; কিন্তু সেই পরদারা-পহারী পরম অধার্ম্মিক রাক্ষসকুলাধম পাপ রাবণকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ে এত অধিক ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, যে তাহা সহ করিয়া আমি আর কোন রূপেই থাকিতে পারিলাম না। বিশেষ শত্রু সংহার বিষয়ে আমার যখন সামর্থ্য আছে, তখন কেনই বা ক্ষান্ত থাকিব। সখে! এইজন্য আমি আপনার সহিত

মন্ত্রণা না করিয়াই চপলের ন্যায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া ছিলাম; এবং তজ্জন্যই আপনার বাক্য গৌরবও রক্ষা করিতে পারি নাই॥

এই বলিয়া সুধীর মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎশ্রবণে মহাত্মা রাম বান্ধবকে প্রীতির সহিত অভিনন্দন করিয়া অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি সাদর স্নেহে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন; লক্ষ্মণ! এক্ষণে আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিভীষিকা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, এ যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ ঘটিবে। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে কোন বৃহৎ জলাশয় ও ফলবৎ কাননের সমীপে গিয়া সেনা বিভাগ দ্বারা সম্যক ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক অবস্থান করি॥ ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, ঝঞ্ঝা বায়ুতে দিক্ বিদিক্ যেন আকুলায়িত, নিষ্কারণে মেদিনী যেন অবিরত বিকম্পিত ও প্রবল বায়ু সংযোগে শৃঙ্গে শৃঙ্গে আহত হওয়ায় অত্যুচ্চ কর্কশ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। লোহিত রাগে রঞ্জিত রুক্ষ মেঘমালা প্রভৃতি কঠোর নিনাদে গর্জ্জন করিয়া শোণিত-মিশ্রিত বারিবিন্দু বর্ষণ করিতেছে এবং আদিত্য মণ্ডল হইতে নিরন্তর জলন্ত অগ্নিকণা নিপতিত হইয়া যেন লোকক্ষয়করী বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। লক্ষ্মণ! আর দেখ, দিবাবসানে রক্ত সন্ধ্যা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন জগৎ গ্রাস করিতেই উদ্যত হইয়াছে। এবং মৃগ পক্ষিকুল অকারণে যেন আকুল হইয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে কর্কশ স্বরে অনবরত অশিব-

স্তব করিতেছে। রজনীযোগে ভগবান্ শীতরশ্মি উদিত হইয়া যে কিরণমালা বিস্তার করিয়া থাকেন, উহা পূর্ব্বের ন্যায় শীতল নহে, অঙ্গস্পর্শে যেন নিতান্ত সন্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পর্য্যন্ত ভাগ সম্প্রতি নীল ও লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, দেখিলেই অনুমান হয়, তিনি যেন সমস্ত লোক ক্ষয় করিবার জন্যই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। এবং দিবাভাগে যে আদিত্য মণ্ডল লক্ষিত হয়, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, রূক্ষ, অপ্রশস্ত ও অতিশয় আরক্তিমায় রঞ্জিত। উহার অভ্যন্তরেও আবার নিতান্ত অশুভলক্ষণ নীল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বৎস! আর ঐ দেখ, রজনীতে তারকাবলী জগতের অশিব ভাব দেখিয়াই যেন ভয়ে আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইতেছে না। শ্যেন, কাক ও গৃধ্রগণ নিষ্কারণে যেন হতবুদ্ধি হইয়া বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হইতেছে, শিবা সকল অকাণ্ডে চীৎকার করিয়া যেন জীবগণের সন্নিহিত অশিব ভাবই প্রচার করিতেছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে যেন ক্রন্দন ধ্বনির ন্যায় নিতান্ত আকুল ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন লোকক্ষয়কারী প্রকৃত প্রলয় কালই সর্ব্বথা উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখিবে, রাক্ষস ও বানরমণ্ডলীর শত শত ছিন্ন মুণ্ড, বিভিন্ন দেহ ও শোণিতস্রোতে লঙ্কাপুরী অচির কাল মধ্যেই নিতান্ত বীভৎসদর্শন হইয়া উঠিবে। অতএব আমাদিগকে এখন

আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। আইস, আমরা শীঘ্র শীঘ্র দল বলে সমবেত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করি। এই বলিয়া রাম সুগ্রীব সহ সেই শৈলাগ্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অতি দুর্দ্ধর্ষ রণদুর্ম্মদ স্বীয় সৈন্যদল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অরিনিসূদন মহাবীর রাম কপিরাজ সুগ্রীব সহ সেনা দলে ব্যূহ বিন্যাস পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমুদ্যত ও উপযুক্ত কালে সৈন্যসমূহে সমাবৃত হইয়া শুভলগ্নে লঙ্কাপুরী প্রবেশার্থ প্রস্থান করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ সংহিত শরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ একমাত্র ধর্ম্মের অনুরোধে স্ববংশ ধ্বংস করিবার জন্য সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার সেই দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথির অনুসরণ করিলেন এবং কপিরাজ সুগ্রীব, হনূমান্, জাম্ববান, নল, নীল, ও তার প্রভৃতি বিখ্যাতবীর্য্য সেনাপতি সকল সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে ধরাতল বিকম্পিত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তৎ পশ্চাৎ অসংখ্য বানরী সেনা বাত্যাচালিত সাগরের তরঙ্গলহরীর ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত সেনাদলের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ, ও অপর কেহ কেহ অতি বিশাল শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিয়া রামজয় শব্দে মহা উৎসাহে গর্ব্বিত শার্দ্দুলের ন্যায় প্রধাবিত হইতে লাগিল।

অনন্তর দেখিতে দেখিতে সকলে সেই পতাকা-পরিশোভিত তোরণবতী রমণীয়া লঙ্কায় সন্নিহিত হইয়া, প্রভুর আজ্ঞামাত্র একেবারে চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া ফেলিল। ঐ পুরীর উত্তর দ্বার বরুণদেব-রক্ষিত মহাসাগরের ন্যায অথবা দানবরক্ষিত পাতালতলের ন্যায়, সর্ব্বদা সাক্ষাৎ কৃতান্তোপম নিশাচর কর্ত্তৃক খড়্গ হস্তে রক্ষিত হইতেছে, বিশেষ, দশানন স্বয়ং সতর্কভাবে তথায় অবস্থান করিতেছে, এজন্য ঐ দ্বার অবরোধ করা অনন্যসাধ্য অনুমান করিয়া, রাম অনুজ সহ স্বয়ংই উহা অবরুদ্ধ করিলেন। এদিকে সেনাপতি নীল পূর্ব্বদ্বার প্রাপ্ত হইয়া মহাবল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত অকুতোভয়ে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর বালিতনয় অঙ্গদ গয়, গবাক্ষ, গবয় ও গন্ধমাদন প্রভৃতি বিখ্যাত বীর সহ সমবেত হইয়া দক্ষিণ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। পবনকুমার হনুমান্ প্রজঙ্ঘ ও তার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনানায়ক সহ পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন এবং মধ্যস্থলে কপিরাজ সুগ্রীব স্বয়ং যেন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণচতুর রামচন্দ্রের আদেশে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ বিভীষণ সহ মিলিত হইয়া প্রতিদ্বারে কোটি কোটি মহাবল বানরসৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। এবং রামের পৃষ্ঠভাগ রক্ষার্থ সুষেণ, ও জাম্ববান্ প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাত বীর কালান্তক যমের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

অনন্তর এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে, দংষ্ট্রা-ভীষণ শার্দ্দুল সমূহের ন্যায়, অসংখ্য কপিশার্দ্দুলগণ সংগ্রামার্থ অতি বিশাল শাল, তাল, তমাল, ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক পরমোৎসাহে আদেষ্টার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রোধভরে তাহাদের ভ্রূকুটী-লাঞ্ছিত ললাটপট্ট বদনমণ্ডল বিরূপীকৃত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনবরত বিকম্পিত ও সুদীর্ঘ লাঙ্গুল সমুদায় আকুঞ্চিত ভাবে কাহারও মস্তকোপরি ও কাহারও পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহতী বানরী সেনাব মধ্যে কেহ কেহ দশ হস্তী, কেহ কেহ শত হস্তী ও অপব কেহ কেহ সহস্র মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী; কাহারও বল অতুল্য, কাহারও অপরিচ্ছেদ্য এবং অপর কাহারও বল পরিচ্ছেদ্য; কিন্তু তাহার ইয়ত্তা করা সহজ সাধ্য নহে। ফলতঃ তৎকালে প্রলয়-সমবেত জলদোদ্গমের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরসৈন্যের সমাগম অতীব অদ্ভূত ও নিতান্তই বিচিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে উৎপতনশীল কপিসমূহে আকাশতল একেবারে ব্যাপ্ত, সাক্ষাৎ কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান অপর অসংখ্য বানরসৈন্যে ভূমিতল সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোটি সংখ্যক ঋক্ষ ও বানরী সেনা লঙ্কার চারি দ্বার অবরোধ করিয়া রহিল, অসংখ্য যোদ্ধা যুদ্ধার্থ উদ্যত, এবং অপর অযুত সহস্র বানরদল দ্বাররক্ষার্থ নিযুক্ত সৈন্যদিগের বৃত্তান্ত পরিজ্ঞানার্থ আদিষ্ট হইয়া বল গার্ব্বিত

শার্দ্দূলের ন্যায় অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিক বিচরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ বানরেরা এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া লঙ্কানগরী বেষ্টন করিয়া রহিল, যে অন্যপরের কথা আর কি কহিব, তৎকালে তথায় পবনদেবেরও প্রবেশাধিকার রহিল না।

অনন্তর যুদ্ধবিশারদ রাম এই রূপে স্বীয় সৈন্য সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া, পরে মন্ত্রিবর্গের সহিত রাক্ষস বধের মন্ত্রণা প্রসঙ্গে মহামতি বিভীষণের আদেশানুসারে রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ বালিতনয় অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ। রাজধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন করিয়া বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে সেই পাপ দশকণ্ঠের সন্নিহিত হইয়া, আমার আদেশে এই সমস্ত কথা সবিস্তরে কহিবে;—রাবণ। তুমি দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট ও হিতাহিত জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক অজ্ঞাতভাবে যে অবলা জানকীরে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ, এবং মোহবশতঃ এত কাল যে নির্দ্দোষ তাপসকুলের প্রতি নিতান্ত লোমহর্ষণ দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছ, অদ্য দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা রাম তোমার সেই সমস্ত ঘৃণিত কার্য্যের পরিণাম সূত্রে লঙ্কা পুরী অবরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব এক্ষণে যদি জানকীরে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও, ভাল, নচেৎ তোমার এই স্বর্ণ অট্টালিকা, এই অতুল্য বৈভব, এই সমস্ত সন্তান সন্ততি, কণকাল

পরে আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ, যাঁহার হিত কথা ইতিপূর্ব্বে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেও পারিয়াছিল না, তিনি সম্প্রতি শরণাগত-বৎসল দাশরথির শরণাগত হইয়াছেন, সুতরাং এ সাম্রাজ্য এখন তাঁহারই উপভোগ্য। অতএব রাবণ! যদি এই সমস্ত মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অভিলাষ থাকে, তবে গললগ্নী-কৃতবাসে গিয়া দাশরথির শরণাপন্ন হও, অথবা শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; তিনি যখন দণ্ডাধিকারী রাজা, তখন তাঁহার হস্তে সমরশায়ী হইলেও তুমি পূর্ব্বকৃত পাপনিচয় হইতে পরিমুক্ত হইয়া উত্তর কালে উত্তম গতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব রাক্ষসরাজ! এক্ষণে এই দুই পক্ষের অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই, বাঁচিবারও পথ নাই; কারণ, ত্রিলোকীতলে এমন স্থানই নাই, যাহা জানকীনাথের নেত্র-গোচর হয় নাই। অতএব এখন যাহাতে পরলোকের কার্য্য হইতে পারে, পবিত্র মনে সেই সকল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান কর। ইহার পর আর সময় পাইবে না, শমন দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।

এই বলিয়া সুধীর বিরত হইলে, অমিতবীর্য্য বিচক্ষণ অঙ্গদ এই রূপে আদিষ্ট হইবামাত্র মূর্ত্তিমান্ বহ্নির ন্যায় এক লম্ফে আকাশতলে উৎপতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল

মধ্যে রাক্ষসেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া সংক্ষেপে কহিতে লাগিলেন; লঙ্কেশ্বর! আমি, উত্তর কোশলের অধীশ্বর দশরথাত্মজ দাশরথির দূত এবং বানরেশ্বর বালির আত্মজ, নাম অঙ্গদ। রাবণ! আমি যাহা কহিলাম, সমুদায় গুলি কথা যদি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে এই মাত্র পরিচয় শ্রবণেই আমাকে জানিতে পারিয়াছ। যাহা হউক, লঙ্কেশ্বর! এক্ষণে প্রকৃত কথা শ্রবণ কর;—তুমি নিজ জীবনের অশুভ না ভাবিয়া, যাঁহার জীবনাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছ, তোমার জীবনহর্ত্তা সেই জানকী-জীবন সম্প্রতি তোমার জীবন অপহরণরূপ পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য লঙ্কা অবরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সত্বর নির্গত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। অথবা যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, জানকীরে প্রত্যর্পণ করিয়া জানকীনাথের চরণে শরণ লও। তাহা হইলে, জীবন রক্ষা পাইবে, কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে আর পাইবে না। এ সাম্রাজ্যে সম্প্রতি বিভীষণ অভিষিক্ত হইয়াছেন, উহাতে এখন তাঁহারই অধিকার।

এই বলিয়া অঙ্গদ বিরত হইলে, দশানন তাঁহার তাদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণে ক্রোধানলে জলদগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সন্নিহিত মন্ত্রিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কোপ কঠোর বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল; ওহে অমাত্যগণ! তোমরা এ দুর্ব্বুদ্ধি বানরাধমকে এখনই

বিনাশ কর। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে ভেক হইয়া ভুজঙ্গের প্রতি এমন ঘৃণার কথা সুকাতরে ব্যক্ত করিতেছে। এই বলিয়া রাবণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার বধার্থ আদেশ করিলে, চারি জন ভীষণাকৃতি রাক্ষস প্রভুর আদেশে সহসা অঙ্গদের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া আসিল। মহাবীর অঙ্গদ রাক্ষসগণকে স্বীয় অসামান্য বীর্য্য দেখাইবার জন্য এতকাল কিছুমাত্র বল প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগের বশীভূত হইয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া যেমন রাজসন্নিধানে আসিয়াছে, অমনি তিনি জয়রাম শব্দে হস্তাসক্ত রাক্ষস চতুষ্টয় সহ মহাবেগে প্রাসাদশিখরে উৎপতিত হইলেন। তাঁহার উৎপতন সময়ে হস্তধারী নিশাচরেরা শূন্যমার্গ হইতে পতিত, ও ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পরে পতনসম্ভূত সাতিশয় যাতনা উপভোগ করিতে লাগিল। তৎপরে বালিতনয় অঙ্গদ যেমন সেই উন্নত প্রাসাদশিখরে পদাঘাত পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপথে উৎপতিত হইলেন, অমনি বজ্রনিহত ছিন্নবৎ শৃঙ্গের ন্যায় উহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া অধঃপতিত হইল। যুবরাজ অঙ্গদ দশাননসমক্ষে তদীয় তাদৃশ উন্নত প্রাসাদ ভগ্ন, অতি কঠোর স্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক প্রস্থান, এইরূপে রাক্ষসকুল দর্পিত ও বানরগণের চিত্তে অতীব আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নির্বিঘ্নচিত্তে প্রফুল্ল বদনে রামের পার্শ্বে উপনীত হইলেন।

তদ্দর্শনে দশাননের ক্ষোভের আর পরিসীমা রহিল না;

কিন্তু তখন আর কি করিবে, ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিল; কি আশ্চর্য্য অঙ্গদ একাকী আমার সমস্ত বল পরাভূত করিয়া স্বয়ং অক্ষত শরীরে অনায়াসে চলিয়া গেল। আর আমার রাক্ষসেরা এত যত্ন করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। যাহা হউক, যদি এইরূপ অনেক বীর রামের সেনাদলের মধ্যে নিবিষ্ট থাকে, তবে ত দেখি বড়ই প্রমাদ। এমন কি, তাহা হইলে, জীবন রক্ষাও নিতান্ত কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধে একবার দশনে অধর দংশন পূর্ব্বক বিকম্পিত ও বার বার সহসা এই বিস্ময় ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত আকুল হইয়া নানা প্রকার অশিব ভাব ভাবিতে লাগিল। এ দিকে সেতুবন্ধন সময়ে মহা-সাগরের সলিলরাশি হইতে যেমন উৎকট কল কল নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ বানরেরা রামকে আবৃত করিয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সংগ্রাম নিপুণ বীর সুষেণ কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে কামরূপী কোটি কোটি কপি-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া লঙ্কানগরীর সর্ব্বদ্বার রক্ষন পূর্ব্বক সর্ব্বদিক সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং চতুর্দ্দিক হইতে বীরবর্গ-বিস্তারিত অতি ভীষণ সিংহনাদ সমুত্থিত হইয়া দিক্ বিদিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া ফেলিল। বানরী সেনার পাদোত্থিত ধূলি-পটলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কিছু লক্ষ্য হয় না, ফলতঃ ঐ

সময়ে তাহাদের বীরদর্পিত সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে ও উচ্চতর সিংহনাদে পৃথিবী যেন সর্ব্বথা রসাতলশায়িনী হইতেই উদ্যত হইলেন। এখানে লঙ্কাস্থিত নিশাচরেরা সাগরকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অসংখ্য অক্ষৌহিণী কপিসেনা দর্শনে কেহ কেহ সাতিশয় বিস্ময়রসে আপ্লাবিত, কেহ কেহ ভয়ে জ্ঞান শূন্য ও কেহ কেহ ত্রাসে শুষ্কমুখ হইয়া প্রাণভয়ে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং সংগ্রামিক রাক্ষসেরা স্ব স্ব আয়ুধ জাল গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্তবাতের ন্যায় রাজধানীর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কতকগুলি রাক্ষস ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজসন্নিধানে গিয়া স্খলিত বাক্যে কহিতে লাগিল;— মহারাজ! রাক্ষসরাজ! সাক্ষাৎ কালান্তক যম রামরূপ ধারণ করিয়া দল বল সহ অদ্য লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছে; সত্বর প্রতিবিধান করুন, নচেৎ আর রক্ষা নাই। তৎ-শ্রবণে দশানন পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একেবারে আকুল হইয়া উঠিল এবং সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বার রক্ষায় দ্বিগুণতর রক্ষক নিযুক্ত ও স্বয়ং প্রসাদের উপরি-

ভাগে আরোহণ করিয়া বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল;—সমগ্রা পুরী অবরুদ্ধ, বানরী ও রাক্ষসী সেনায় লঙ্কার বহিরভ্যন্তর সকল স্থানই সমাবৃত এবং কপিসৈন্যে সমস্ত বসুধাতল কপিলবর্ণ ও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। তদ্দর্শনে দশানন ক্ষণকাল কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একদৃষ্টে সবিস্ময়ে সেনাদল অবলোকন করিতে লাগিল।

এ দিকে রাম স্বীয় দল বল সহ প্রাকার সমীপে উত্তীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন; সাক্ষাৎ কৃতান্তসহোদর জীবনাপহারী খড়্গহস্ত রাক্ষসগণে লঙ্কার সকল প্রদেশই ব্যাপ্ত, সুরক্ষিত এবং বিচিত্র ধ্বজপতাকা পত পত শব্দে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। রাক্ষসেরা রাক্ষসসুলভ অসভ্যতা প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া, কেহ নিষ্কারণে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক অপরকে যেন গ্রাস করিতেই উদ্যত হইতেছে, কেহ ক্রীড়া প্রসঙ্গে অন্যকে আক্রমণ পূর্ব্বক সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং কেহ কেহ আলাপপ্রসঙ্গেও নানা প্রকার ঘৃণিত কথা ওষ্ঠের বাহির করিতেছে। রাজ পুরীমধ্যে অন্যান্য রাক্ষসদিগের [illegible] বৈষয়িক [illegible] করিয়া এবং সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পারিলেন না; একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে তাঁহার তাদৃশ উৎসাহপূর্ণ প্রসন্ন হৃদয় সর্ব্বথা বিষণ্ণ ও অমল মুখকান্তি ম্লান হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত ভাবিতে লাগিলেন; হায়! আমার সেই অরণ্যবাস-সহচারিণী কি এই রাক্ষসপুরে অবস্থান করি-তেছেন? আহা! জানকি! তুমি স্বভাবতই কৃশাঙ্গী, ইহার পর আবার আমার বিরহবেদনা, এবং দিবানিশি করাল-বদনা নিশাচরীদিগের বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জানি না, তোমার কতই বা উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে রামের অন্তঃকরণে শোকসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। তৎসঙ্গে প্রবল ক্রোধানলও জ্বলিয়া উঠিল। এবং তৎপশ্চাৎ তদীয় সুদীর্ঘ ললাটপট্টে রেখাবলি সংযুক্ত ভ্রূকুটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি আর সেই প্রবল কোপানলের সন্তাপ ভার সহিতে পারিলেন না, অমনি লোহিত নেত্রে সিংহনাদ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য-দিগকে আহ্বান করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য ক্ষত্রিয়োচিত আদেশ প্রদান করিলেন।

শুষ্ক তৃণরাশিতে জ্বলন্ত অনল সংযোগ করিলে যেমন আর রক্ষা থাকে না, তদ্রূপ প্রভুর আদেশমাত্রে বানর বাহিনী সেনা সমবেত ও কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া যেন দিক দাহ করিবার জন্যই "মার মার" শব্দে পরিপূর্ণ আকাশ প্রকম্প পূর্ব্বক সদর্পে নির্গত হইতে লাগিল। "আজ এই লঙ্কা নগরী, এই রাক্ষসপুর সমুদায়

চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সাগরে ভাসাইব, আজ আর্য্যা জনকাত্মজারে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার করিয়া এবং আর্য্য রামচন্দ্রের বামে বসাইয়া পরম আহ্লাদে যুগলরূপ দর্শন করিব ” এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বানরেরা অতি বিশাল শাল, তাল, তমাল, প্রভৃতি বৃক্ষরাজি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক উৎসাহ-দীর্ঘীকৃত রামজয় শব্দে সমরে সমুদ্যত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদশিখরে আরূঢ় হইয়া শত্রুসৈন্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। রণদুর্ম্মদ বানরেরা তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া, গর্ব্বিত শার্দ্দূলদলের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল এবং অতিবেগে শৈলশৃঙ্গ প্রহার, অতিবিশাল বৃক্ষ নিক্ষেপ, মুষ্ট্যাঘাত ও নখাঘাত দ্বারা ক্ষণ কাল মধ্যে লঙ্কার তাদৃশ সুনির্ম্মিত বহিঃপ্রাকারের অগ্রভাগ ও তোরণ সকল ভগ্ন ও বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ঐ সমস্ত প্রস্তরখণ্ডে, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও আভগ্ন তরুপল্লবে লঙ্কাস্থিত পরিখা সকল পূর্ণ হইয়া গেল। তৎপরে কোটি কোটি কপিসৈন্য সমবেত হইয়া সদর্পে পুরীর প্রাকারোপরি অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। কাঞ্চনময় তোরণ ও কৈলাস-শিখরোপম গোপুর সমুদায় প্রথিত করিয়া এবং পদাঘাতে ধ্বজ-পতাকা স্তম্ভ সকল নিপাতিত করিয়া কেহ কেহ “ জয় রাম, জয় লক্ষ্মণ ও জয় সুগ্রীব ” বলিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং বীরবাহু, সুবাহু, নল ও পনস এই চারি

জন বিখ্যাতবীর্য্য সেনানায়ক সেনা প্রবেশার্থ বহিঃ প্রাকার ভগ্ন করিয়া সৈন্য সকলকে ব্যূহ রূপে সমাবেশিত করিতে লাগিল। মহাবীর কুমুদ দশ কোটি বানর সৈন্যে সমাবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আর মহাবাহু পনস তাহার সাহা-য্যার্থ বহুসংখ্য সেনাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া তৎসন্নি-ধানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। শতবলি নামক প্রধান বীর বিংশতি কোটি কপিবল সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। সুষেণ পশ্চিম দ্বারে গমন পূর্ব্বক শত কোটি কপিসৈন্য সহ অকুতোভয়ে যেন কৃতান্তের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এবং দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি অনুজ লক্ষ্মণ সহ স্বয়ং উত্তর দ্বার অবরোধ করিয়া রহিলেন। বানররাজ সুগ্রীব অসংখ্য গোলাঙ্গূল এবং ভীমদর্শন গবাক্ষও কোটি কোটি কপিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া রামের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং রাক্ষসপ্রবীর বিভীষণও গদাহস্তে তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন ও শরভ প্রভৃতি সেনানায়কেরা সাবধানে সর্ব্বদিকে পরিধাবন পূর্ব্বক সমস্ত বানরবাহিনী রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এখানে প্রাসাদশিখরাগ্রবর্ত্তী রাবণ লঙ্কার অবরোধ দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া তথা হইতেই স্বীয় সেনা-দিগকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে আদেশ করিল। সন্নিহিত

নিশাচরেরা রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ভীম নির্ঘোষে তাহা ঘোষণা করিয়া দিল; রণভেরী সমুদায় অমনি চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত এবং স্বর্ণদণ্ড সমূহ পরস্পর আহত ও ভীমরূপ রাক্ষসগণের মুখমারুতপূরিত শত শত শঙ্খ যুগপৎ নিনাদিত হইতে লাগিল। বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত বলাকাঙ্কিত নিবিড় নিরদখণ্ডের ন্যায় অথবা রজত পত্র জড়িত চঞ্চু শুক পক্ষীর ন্যায় তৎকালে মুখবিলগ্ন-শঙ্খ নিশাচরদিগের এক প্রকার আশ্চর্য্য শোভা হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাক্ষসী সেনা রাক্ষসরাজের আজ্ঞামাত্র প্রলয়-কালীন মহামেঘ সম্ভূত জলধারাপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় মহা-নাদ পূর্ব্বক মহাবেগে নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বানরী সেনা চতুর্দ্দিক হইতে এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল, যে তদ্দ্বারা অতিদূরবর্ত্তী মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্তও পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ ঐ সময়ে গজঘটার বৃংহিত শব্দে, অশ্বগণের হেষারবে, রথনিকরের নেমিনির্ঘোষে, রাক্ষস-কুলের সদর্প পাদবিক্ষেপ-নিনাদে, শঙ্খ দুন্দুভির ভীষণ বিরাবে এবং অসংখ্য কপিকুলের তুমুল কোলাহলে দিক বিদিক্ প্রতিধ্বনিত. মহাসাগর বিক্ষোভিত, পর্ব্বত সকল বিকম্পিত ও পৃথিবী একেবারে রসাতলশায়িনী হইতে উদ্যত হইলেন। পূর্ব্বকালে যেমন দেবাসুরদিগের লোম-হর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, অধুনা রাম রাবণের যুদ্ধও তদ্রূপ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ভীমরূপী রাক্ষসেরা ভীমস্বরে নিজ

নিজ বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত প্রকাণ্ড গদা, শাণিত শক্তি, শূল, অসিলতা ও পরশ্বধ প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণ দ্বারা বানরদিগকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল বানরেরাও অপার ক্রোধের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবেগে দন্ত নখ দ্বারা নিশাচরদিগকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। বানরপক্ষে মহারাজ সুগ্রীবের এবং রাক্ষসপক্ষে রাক্ষসরাজ রাবণের জয়ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় সংগ্রামস্থল তুমুল কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর নিতান্ত হিংসাপরায়ণ নিশাচরেরা "মার মার" শব্দে শূলাস্ত্র দ্বারা প্রাকারস্থ সমস্ত বানরদিগকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহীতলগত বীর বানরেরাও শূন্যমার্গে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাহু দ্বারা প্রাকারগত রাক্ষসদিগকে বেগে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরদিগের অতিভীষণ তুমুল সংগ্রাম সম্ভূত শোণিতধারায় ধরাতল একেবারে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় উভয় পক্ষের ক্রোধানল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত করিয়া কেহ অশ্বে, কেহ গজে এবং কেহ কেহ অগ্নিশিখোপম সুবর্ণরথে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইতে লাগিল। এদিকে রামজয়াকাঙ্ক্ষী বানরেরা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া ঐ সমস্ত ঘোররূপা রাক্ষসী সেনার অভিমুখে ঘোর রবে প্রধাবিত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত। পূর্ব্বকালে অন্ধক যেমন ত্র্যম্বকের, তদ্রূপ ইন্দ্রবিজয়ী মহাবীর ইন্দ্রজিৎ বালিতনয় অঙ্গদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর সম্পাতি প্রজঙ্ঘ নামক প্রতাপবান্ রাক্ষসের সহিত, এবং হনূমান্ জম্বুমালি সহ সমরে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে বিভীষণে আর শত্রুঘ্নে, গয় নামক বানরে ও তপন রাক্ষসে; নীলে আর নিকুম্ভে; সুগ্রীবে আর প্রসহ্যে এবং মহাবীর লক্ষ্মণে আর ভীমবিক্রম বিরূপাক্ষ রাক্ষসে অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অন্যদিকে অতুল্যবিক্রম অগ্নিকেতু, রণ-দুর্ম্মদ রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ নামক অতিদুর্দ্ধর্ষ

চারি জন নিশাচর নিতান্ত ভীষণ বেশে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সংগ্রামলালসায় অনল-প্রবেশার্থী শলভের-ন্যায় মহাত্মা দাশরথির সহিত মিলিত হইয়া এবং বজ্রমুষ্টি ও অশণিপ্রভ নামে দুই নিশাচর নিদারুণ সিংহনাদ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সাতিশয় লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অপর দিকে অনলবিক্রম নলে, আর প্রতাপবান্ প্রতপন নামক নিশাচরে, মহাকপি সুষেণে ও বিদ্যুন্মালী রাক্ষসে এবং অন্যান্য অসংখ্য বানরে ও অপরাপর নিশাচরে অতুল্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ লোমহর্ষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষই সহজে পরাস্ত হইবার নহে। সকলেই পরাক্রমী এবং সকলের অন্তরেই জয়াকাঙ্ক্ষা জাগরূক রহিয়াছে। দেবরাজ বজ্রপাণি যেমন বজ্র দ্বারা আঘাত করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রজিতও গদা দ্বারা অঙ্গদকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু বালিতনয় বেগে ধাবিত হইয়া বাহুবলে ইন্দ্রজিতের বাহুবিলম্বিত সেই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আবার তদাঘাতেই তদীয় অশ্ব সারথি সহ অনুপম রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সমরচতুর সম্পাতি প্রজঙ্ঘের বাহুনির্ম্মুক্ত বাণত্রয়ে কিঞ্চিৎ আহত হইয়া অসীম রোষাবেশে দশনে দশন ঘর্ষণ ও অতি বৃহৎ এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল জম্বুমালী যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হইয়া শক্তি হস্তে হনুমানের বক্ষস্থলে এরূপ ভয়ঙ্কর আঘাত করিল, যে সেই আঘাতে তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ ও তথা হইতে নদী স্রোতেরন্যায় রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। কিন্তু পবনকুমার তাহাতেও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত ক্রোধে অধীর হইয়া "জয় রাম" শব্দে সবেগে রথারোহণ পূর্ব্বক এক চপেটাঘাতে বিপক্ষের বক্ষস্থল একেবারে তদীয় পৃষ্ঠে সংযোজিত করিয়া ফেলিলেন। জম্বুমালী তৎসঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পতিত, তৎপরে কিয়ৎকাল বিকম্পিত এবং পরিশেষে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া কেবলমাত্র জননীর নয়নাম্বু সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। এদিকে প্রতপন নামক রাক্ষস বীরপ্রতাপ প্রদর্শন ও সিংহনাদ পূর্ব্বক যেমন নলের প্রতি শরাঘাত করিয়াছে, ঐ শরাঘাতে আহত এবং অমনি অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া; নল নখরাঘাতে বিপক্ষের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পাতিত করিয়া ফেলিল। অন্য দিকে সুগ্রীব শত্রুশরে প্রপীড়িত হইয়া সপ্তপর্ণ তরু প্রহারে তাহার সম্যক্ প্রতিশোধ করিলেন, এবং সমরবিচক্ষণ লক্ষ্মণ ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া একমাত্র শরে বিপক্ষ বিরূপাক্ষের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর রণপণ্ডিত রাম শত্রুশরাঘাতে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত হইয়া অগ্নিতুল্য বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ নামক রাক্ষসচতুষ্টয়ের মস্তকচতুষ্টয় ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বিদীর্ণ ও পক্কতাল ফলবৎ

ক্ষিতিতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এবং বানরপ্রবীর মৈন্দ দারুণ মুষ্টিপ্রহারে রথ সারথি সহ বজ্রমুষ্টিকে সমরাঙ্গনে শয়ন করাইলেন। অন্যদিকে নিকুম্ভনামা নিশাচর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নীলাঞ্জনকায় মহাবীর নীলের প্রতি যুগপৎ শত শত শর বর্ষণ দ্বারা তদীয় শরীর নিরতিশয় ক্ষত বিক্ষত ও দিবাকর যেমন কিরণজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক নীরদখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরাঘাতে তদীয় নীল কায় বিদীর্ণ করিয়া হাহারবে হাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু অকুতোভয় নীল তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না, প্রত্যুত ক্রোধে ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া রথচক্র আকর্ষণ পূর্ব্বক চক্রধারী বিষ্ণুর ন্যায় প্রথমে শত্রুর সারথি, তৎপরে তদীয় শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শমনালয়ে প্রেরণ করিলেন। ওদিকে দ্বিরদবৎ বলিষ্ঠ মহাবীর দ্বিবিদ দ্বিতীয় কাল দণ্ডের ন্যায় শালদণ্ড দ্বারা অশণিপ্রভ নামক নিশাচরকে নিরন্তর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে অশণিপ্রভও অপার ক্রোধের সহিত অশণির ন্যায় সারবৎ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বিবিদ তখন শত্রু শরে বিদ্ধ হইয়া শাল বৃক্ষ দ্বারা এরূপ নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল, যে অশণিপ্রভ তাহাতেই অবনীতলে পতিত, নিষ্প্রভ ও পরিশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণের শোভা বর্দ্ধন করিল।

অনন্তর রথারোহী বিদ্যুন্মালী শত শত শর বর্ষণ দ্বারা বীর সুষেণকে আঘাত পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে

আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সেনাপতি সুষেণ প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন ও সবেগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষের রথ ধরাশায়ী করিলে, নিশাচর নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ধরাতলে দণ্ডায়মান হইল; সুষেণও অমনি মহতী শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। তখন বিদ্যুন্মালী তাঁহাকে অভিমুখে ধাবিত ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধের সহিত তাঁহার বক্ষস্থলে অতিবেগে গদাঘাত করিল; কিন্তু মহাবীর সুষেণ অবলীলাক্রমে তাদৃশ বজ্রবৎ অতিভীষণ গদাঘাত সহ্য করিয়া আবার তাহার বক্ষস্থলেও যেমন ঐ শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, নিশাচর অমনি বিদীর্ণদেহ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বাতাভিহত তালতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গনে শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ফলতঃ দেবাসুর সংগ্রামে যেমন সুরগণ কর্ত্তৃক মথিত হইয়া অসুরগণ ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; লঙ্কাসংগ্রামেও তদ্রূপ শূর বানরগণ কর্ত্তৃক ভিদ্যমান হইয়া অশূর নিশাচরেরাও ক্রমে সমরশায়ী হইতে লাগিল। তৎকালে প্রক্ষিপ্ত শূল, শক্তি, সায়ক প্রভৃতি অস্ত্রজালে, ভগ্নরথে, মৃত অশ্বে, গতাসু গজে, এবং বানর ও রাক্ষসদিগের মৃতদেহে ও শোণিতস্রোতে রণস্থল অতীব ভীষণ ও বীভৎসদর্শন হইয়া উঠিল। শৃগাল কুক্কুরেরা পরম আহ্লাদে অপর্য্যাপ্ত রুধির পান করিয়া এবং অগণ্য বানর ও নিশাচরগণের প্রাণবিয়োগ সম্ভূত অসংখ্য কবন্ধ সমু-

খিত হইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। রজনীচরেরা রজনীযোগে নিতান্তই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে; এজন্য উহারা দিবাভাগে বানরবলে আহত ও শোণিত গন্ধে উদ্ধত হইয়া মনে মনে দিনমণির অস্তগমন কামনা করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রমে দিবার অবসান। ভগবান্ ময়ূখমালী তাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রাম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াই যেন নিজ কিরণমালা সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলেন। ক্রমে সংহাররূপিণী রজনী ও অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিক্ অবগুণ্ঠিত করিয়া আবির্ভূত হইল। রজনীচরেরা রজনীযোগে সমধিক বলদর্পিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। "রে রাক্ষস! রে বানর! তুচ্ছ প্রাণের জন্য পলায়ন রূপ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিতেছিস্ কেন? নিকটে আয়, নিপাত কর, মার মার" তৎকালে সংগ্রামক্ষেত্রে ইত্যাকার লোমহর্ষণ ধ্বনি ভিন্ন আর কিছু শ্রুতিগোচর হইল না। সাগরবিহারী অজগরেরা যেমন প্রবাহের প্রতিকূলে মুখব্যাদান পূর্ব্বক প্রবাহাগত জলচর জীব জন্তু সমুদায় ভক্ষণ করে, তদ্রূপ নিশা-

বিহারী নিশাচরেরাও তিমিরসাগরে অবতীর্ণ ও বিপক্ষ-দলে আপতিত হইয়া বেগাগত বানরগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বানরেরা ক্রোধে অধীর হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দশন দ্বারা বিপক্ষের ধ্বজ পতাকা সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে কোপাকুল কপিকুলের করাল দংষ্ট্রাঘাতে রাক্ষসী চমূ রুধিরার্দ্র হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত, মূর্চ্ছিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীমবিক্রম বানরেরা ক্রমেই অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুঞ্জরারোহী বিপক্ষকুলের কুঞ্জরঘটা ও ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রথসমূহ বেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল। ঐ লোম-হর্ষণ সংগ্রাম সময়ে কোন স্থান হইতে তুরঙ্গ খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল উত্থিত হইয়া যোদ্ধৃগণের নেত্র ও কর্ণকুহর অব-রুদ্ধ এবং কোন স্থানে প্রবলবেগে শোণিতধারার স্রোত বহিতে লাগিল। তুমুল ভীষণ সংগ্রাম, কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্যে, আহত অশ্বগণের হ্রেষা রবে, উন্মুক্ত শর সমূহের শন্ শন্ শব্দে, মাতঙ্গকুলের বৃংহিত নিনাদে ও উভয়-পক্ষীয় ভীমনাদে তৎকালে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত, এবং শক্তি, শূল প্রভৃতি শাণিত শস্ত্র সমূহের আঘাতে ও অতি-বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ প্রহারে নিহত যোদ্ধৃগণের মৃতদেহে সমরভূমি তৎকালে শবপূর্ণা ও শোণিতস্রোতে কর্দ্দমময়ী হইয়া পড়িল।

অনন্তর সেই তামসী রজনীযোগে রক্ষোগণ রণক্ষেত্রে লোমহর্ষণ রবে শর বর্ষণ করিতে করিতে, অনল প্রবেশার্থী শলভের ন্যায় রামের অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে প্রলয় বাতাভিহত বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় বিপক্ষ রাক্ষসকুলের কঠোর নিনাদ সমুত্থিত হইয়া বানরকুলকে একেবারে আকুল করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত রাম প্রদীপ্ত হুতাশনকল্প ছয় বাণে নিমেষমধ্যে শুক, সারণ, বজ্রদংষ্ট্র, যজ্ঞশত্রু মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক ছয় রাক্ষসের মর্ম্মস্থানে সাংঘাতিক আঘাত করিলেন। তাহারা রামশরে আহত হইবামাত্র চীৎকার পূর্ব্বক দূরে অপসৃত, ভূতলে পতিত ও তৎপরে একেবারে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সংগ্রাম-চতুর মহাবীর রামের বাহুনির্ম্মুক্ত ও প্রলয়বহ্নিবৎ প্রদীপ্ত শত শত শরজালের জ্বালায় দিক্ বিদিক্ নিমেষ মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সংগ্রামনিপুণ মহাবীর রাম ক্রমেই অধিকতর বীরদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত করাল কাল সর্পবৎ শোণিতপায়ী শত শত শাণিত শরজাল নিক্ষেপ এবং পুনঃ পুনঃ টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া বিশ্ব-বিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় নির্ভয়ে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কেবল শরজাল, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ প্রজ্বলিত

ঐ সমস্ত শরজালে সুশোভিত হইয়া সেই তমোময়ী রজনী তৎকালে খদ্যোতকুল-শোভিনী শারদীয়া রজনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিশাচরেরা রামের অভিমুখে আপতিত হইবামাত্র কেহ কেহ ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত শরানল-শিখায় পতঙ্গবৎ ও অপর কেহ কেহ বানরগনের ভীম গ্রাসে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে কালের গ্রাসেই পতিত হইতে লাগিল।

তৎপরে মহাবল বালিতনয় অঙ্গদ শত্রু সংহারার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, রণদুর্ম্মদ রাক্ষসপ্রবীর ইন্দ্রজিতের প্রতি ঘোরতর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ সেই বিষম প্রহারে হতাশ্ব, হতসারথি ও হতজ্ঞান হইয়া এবং তৎকালে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে অন্তর্ধ্যান করিলেন। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষচর দেব, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ পুরুষেরা অঙ্গদের প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; রাম ও লক্ষ্মণ প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্নেহময় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই সর্ব্বভূত-বিজয়ী ইন্দ্রজিতের নব পরাভব দেখিয়া রামহিতৈষী ধর্ম্মিষ্ঠ বিভীষণ অপার অহ্লাদের সহিত অঙ্গদকে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই কূটযোধী ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদ সহ সম্মুখ সমরে পরাভূত ও যারপর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া

ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে লোক-লোচনের অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি অশনিসন্নিভ শাণিত অসংখ্য শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। দুরাত্মা লুক্কায়িত হইয়া এরূপ ভয়ানক নাগময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে তদ্দ্বারা রাজকুমার দ্বয়ের তাদৃশ ক্ষত্রিয়োচিত কঠিত কলেবর অচিরকাল মধ্যেই একেবারে ছিন্ন, ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তাঁহারা সেই পাপ রাক্ষসের নাগপাশাস্ত্রে আবদ্ধ ও আশ্রিত কপিকুলের কাতর চিত্তের সহিত সমরাঙ্গনে সর্ব্বথা নিশ্চল হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং তদীয় গতি অনুসন্ধানার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

আহা! যিনি অগতির গতি, এবং সর্ব্বত্র যাঁহার অব্যাহত গতি, কালপ্রভাবে তিনিও সম্প্রতি গতিবিহীন হইয়া হীনগতি ইন্দ্রজিতের গতি অন্বেষণার্থ সেনাপতি দিগকে আজ্ঞা করিলেন। আদেশমাত্র নীল, নল ও হনূমান্ প্রভৃতি দশ বীর ভীষণ পাদপহস্তে দশ দিক্ অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রথমতঃ শূন্যমার্গে উৎপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে অস্ত্রবিৎ ইন্দ্রজিৎ বেগবত্তর অব্যর্থ

অস্ত্রসমূহে অলক্ষিত ভাবে সেই সকল বেগবান্ বানর দিগের গতিশক্তি অবরোধ করিয়া ফেলিল। তখন শাখামৃগেরা নিশাচর নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ সাদরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, দুরাত্মা যে কোথায় লুকাইত রহিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

এদিকে দুর্দ্দান্ত নিশাচর রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশাস্ত্রে বন্ধন করিয়া অনবরত বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ এরূপভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিল, যে তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৎকালে কিছুই আর অক্ষত রহিল না। সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষতজ মার্গ হইতে নিরন্তর রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল; ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, নির্ব্বাতস্তিমিত পুষ্পিত দুইটি পলাস বৃক্ষই যেন সমরক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে। কিন্তু তথাপি দুরাত্মার দৌরাত্ম্যের অবসান হইল না। সে অপার ক্রোধের সহিত অলক্ষিত ভাবে রাম লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল;—রে হীনবল মনুষ্য! জনস্থানে কতকগুলি দুর্ব্বল রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া তোদের অন্তঃকরণে যে অভিমান উপস্থিত হইয়াছিল, আজ ইন্দ্র বিজয়ী বীর ইন্দ্রজিতের হস্তে তাহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তোদেকে বিনাশ করিয়া আমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই; কারণ, যাহার কোপানলে স্বয়ং

দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ বীররসপূর্ণ হৃদয়েও পর-পরাভব রূপ দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল, সামান্য মনুষ্যকে সমরে পরাভব করা, বরং তাহার পক্ষে একরূপ বিড়ম্বনাই বলিতে হইবে। অথবা আর বৃথা বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন কি? বীর পুরুষের বৈরনির্য্যাতন করাই একমাত্র কার্য্য। আমি বীর পুরুষ, নানা কারণে তোরাও আমার বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্ সুতরাং বৈরনির্য্যাতন না করিয়া আমি কেনই বা ক্ষান্ত থাকিব।

এই বলিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ পূর্ব্বক আশীবিষ বিষধরবৎ সুতীক্ষ্ণ শত শত শরজালে দিঙ্মণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম লক্ষ্মণ সেই নিদারুণ নাগপাশে বদ্ধ ও জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত প্রকম্পিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই ভীষণ শর প্রহারে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইল, যে অঙ্গুলিপরিমিত স্থানও আর অক্ষত রহিল না। পর্ব্বত প্রস্রবণ হইতে যেমন জলধারা নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতেও অবিশ্রান্তে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কিন্তু দুরাত্মার শরবর্ষণ তথাপি নিবৃত্তি পাইল না। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ পুরুষেরা পরস্পর কহিতে লাগিলেন;—অহো। বুঝি এত দিনের পর নির্দ্দোষ তাপস কুলের তপোবিঘ্ন বিদূরিত হইল, বসুন্ধরা দেবীও বুঝি এত

দিনের পর শান্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসকৃত দৌরাত্ম্য-রূপ সন্তাপনিচয় বিসর্জন করিলেন এবং এত কালের পর বুঝি আমাদের পথের কণ্টকও বিনষ্ট হইয়া গেল। দুর্দান্তনিয়ন্তা আর্য্য দাশরথি এ নব পরাভব সহ্য করিয়া কখনই থাকিবেন না। তাঁহারা রাবণবধ সন্নিহিত দর্শনে এই বলিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু জগতীতলে জগতীপতির এমন শোচনীয় দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া শোকাবেগ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। বানরেরা এখানে রাম লক্ষ্মণকে সমরশর্য্যায় শয়ান দেখিয়া সমরে একেবারে ভগ্নোৎসাহ, সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া আকুল হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে আর্ত্তরব করিতে আরম্ভ করিল এবং হনূমান্ প্রভৃতি সেনানায়কেরা হাহা-কার পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ বাণবর্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া বিরত হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব, পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ, বালি-তনয় অঙ্গদ, নীল, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও সুষেণ প্রভৃতি বানরেরা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বেষ্টন

পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আপ্লাবিত, একেবারে নিস্পন্দ ও কেবলমাত্রহস্তানুমিত মন্দ মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদের উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; কাহারও মুখে কথা নাই। তৎকালে কে যে কি করিবেন, কে কি বলিয়াই বা কাহাকে সান্ত্বনা করিবেন, কিছুই কেহ উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র নয়নাম্বু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, আর এক একবার শত্রুর অন্বেষণার্থ চকিত নেত্রে চারিদিক নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে অন্তর্হিত, সুতরাং কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর বিভীষণ স্বীয় মায়াবলে ইন্দ্রজিতকে প্রত্যক্ষ করিয়া, যেমন বৈরনির্য্যাতনে সমুদ্যত হইলেন, দুরাত্মা অমনি তাঁহার নেত্রপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত ও নিজ অতুল্য বিক্রমে পরিশোভিত হইয়া নিশাচরদিগের সন্নিধানে সহর্ষে গমন করিয়া কহিল; অহে রাক্ষসগণ। আর কি দেখিতেছ? শত্রু নিপাত হইয়াছে; ক্ষুদ্র উৎপাত সম্প্রতি শান্তি পাইয়াছে। পিতৃদেব যাহার ভয় অনুমান করিয়া আকুল হৃদয়ে সমস্ত রজনী অনিদ্রায় যাপন করিতেছেন, এই বীরপূর্ণা লঙ্কা পুরী যাহার নিমিত্ত অলীক আশঙ্কায় এত কাল বর্ষাকালীন নদীভ্রমের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল,

সমুদায় অনর্থের কারণীভূত সেই খরদূষণহন্তা রাম লক্ষ্মণকে আমি অদ্য নাগপাশাস্ত্রে এরূপ বদ্ধ করিয়া আসিয়াছি, যে বোধ হয়, ত্রিলোকের যাবতীয় লোক তথায় একত্র সমবেত হইলেও তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবে না। নিশাচরগণ! ঐ দেখ, শারদীয় মেঘাবলীর ন্যায় বিপক্ষকুলের প্রতাপ কেমন নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছি।

এই বলিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ সহাগত নিশাচরদিগের প্রতি প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরে পুনর্ব্বার শোকাকুল কপিকুলকে তাড়ণা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীমবিক্রম নিশাচর নয় বাণে নীল এবং তিন তিন শরে মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক সেনানায়ককে আহত করিয়া অবিশ্রান্তে সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। বাণে বাণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন, এক বাণে জাম্ববানের বিশাল বক্ষস্থল বিদ্ধ হইয়া পড়িল এবং সুতীক্ষ্ণ দশ বাণে বেগবান্ হনূমানেরও সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। প্রভূতবিক্রম ইন্দ্রজিৎ সেই সংগ্রামে দুই দুই শর নিক্ষেপ করিয়া গয় ও গবাক্ষ নামক দুই অমিতবিক্রম সেনাপতিকে বিদ্ধ এবং অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক বালিতনয় অঙ্গদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিক্ষত করিয়া ফেলিল।

এই রূপে সেই ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ ক্রোধোদ্দীপ্ত আশীবিষ বিষধরের ন্যায় অতিভীষণ অসংখ্য শরবর্ষণ দ্বারা বানরকুল আকুল করিয়া মহাশব্দে সিংহনাদ ও হাহা শব্দে

রিকটাস্যে মুহুর্ম্মুহু অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং অপার আহ্লাদের সহিত স্বপক্ষীয় সাংগ্রামিক পুরুষদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিল;—রাক্ষসগণ। সম্প্রতি তোমরা অপার আনন্দের সহিত আমার রণ-পাণ্ডিত্য ও বন্যপশু বানরমণ্ডলীর দুঃখের দশা দর্শন কর এবং আমি প্রকৃত বীর বা আমার বৈরনির্য্যাতন-শক্তি আছে কি না, তাহাও নির্ব্বাচন কর। ঐ দেখ, আমার ভীষণ শরবন্ধনে বদ্ধ ও সমরাঙ্গনে শয়ন হইয়া সম্প্রতি রাম লক্ষ্মণ কেমন দীন দশা এবং দুর্ব্বলোচিত অবিরত রোদন করিয়া, হীনবল বানরেরাই বা কেমন লঘুত্ব প্রকাশ করিতেছে। তখন কূটযোধী নিশাচরেরা তাহার বাক্যে বিপক্ষপক্ষের তাদৃশী দীন দশা দর্শন পূর্ব্বক হর্ষে ও বিস্ময়ে যুগপৎ সমাকৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহ-নাদ এবং নিষ্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস প্রভৃতি নানাকারণে রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন অবধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে ভূরি ভূরি প্রশংসা ও সৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণকে হতচেতন ও সমরাঙ্গনে শয়ান দেখিয়া সুগ্রীব একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। বান্ধ-বের তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শনে তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে বারিধারা পড়িতে লাগিল। সর্ব্ব-শরীর কম্পিত ও মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়াগেল। তদ্দর্শনে

সমস্তদুঃখকাতর মহাত্মা বিভীষণ সুগ্রীবকে সাতিশয় শোকাকুল দেখিয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন ;—কপিরাজ। ছি ছি! এসময়ে এমন শোকাভিভূত হওয়া কি তোমার উচিত! কোথা অন্য কেহ শোকাকুল হইলে, প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিবে, না অজ্ঞ লোকের ন্যায় নিজেই একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে! ক্ষান্ত হও, আর রোদন করিও না। নিশ্চয় জানিবে, এরূপ কূটযুদ্ধ দ্বারা রুদ্ধ করিলে, চরমে রোধকারীর কদাচ জয় লাভ হয় না। যদ্যপি আমাদের শুভাদৃষ্ট থাকে, যদ্যপি আমরা সনাতন ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াথাকি, তবে ধর্ম্মের অনুরোধে অবশ্যই আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হইবে। কপিরাজ! তুমি যাঁহার অশুভ আশঙ্কা করিয়া শোকে এত অধৈর্য্য হইতেছ, জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তিনি কি মরিবার? তাদৃশ ধর্ম্মানুরক্ত পুরুষের পবিত্র শরীরে কি মৃত্যুকৃত যাতনা উপস্থিত হইতে পারে? অতএব মহাত্মন্! এক্ষণে বৃথা মোহ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়ভূত উৎসাহ অবলম্বন কর। দেখিবে, আর্য্য রাম অনুজ সহ অচিরাৎ গাত্রোত্থান করিবেন।

এই বলিয়া সুধীর দুই হস্তে সুগ্রীবের চক্ষের জল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন এবং তৎকালোচিত হিত কথায় কহিতে লাগিলেন ; কপিরাজ! দেখ, এ সময়ে কাতর ভাবাপন্ন হওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। যে ব্যক্তি

বিপদ সময়ে প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া স্নেহ নিবন্ধন শোকাকুল হইয়া পড়েন, তিনি কখনই বিপদ বিনষ্ট করিতে পারেন না। তোমাকে আজ হীনবীর্য্য পুরুষের ন্যায় শোকে মোহে যেরূপ অভিভূত দেখিতেছি, তাহাতে সম্প্রতি আমরা সহজেই যে উপস্থিত বিপদের প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিব, এরূপ সাহস করিতে পারিতেছি না। আর্য্য রাম মরিবার নহেন, দেখিবে, তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া আমাদের অলীক আশঙ্কা সর্ব্বথাই অপসারিত করিবেন। অতএব কপিরাজ! প্রাকৃত কপির ন্যায় এ সময়ে আর অনর্থক বিষণ্ণ হইও না, সুস্থ হও, প্রকৃত বীর পুরুষেরা বিপদ সময়ে কদাচ শোকের বশীভূত হন না। সম্প্রতি স্বীয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ কর, এবং আশ্রিত কপিকুলের আকুল ভাব অপসারিত করিতে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, সহাগত বানরেরা আর্য্য রাম লক্ষ্মণকে মুমূর্ষু দশায় ধরাতলে শয়ান ও তন্নিবন্ধন আমাদের আকুল ভাব দেখিয়া, নিতান্ত নীরস বদনে, যেন সর্ব্বথা হতাশ হইয়া পরস্পরের শুষ্ক মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং প্রবল বাষ্পসম্ভূত অস্ফুট কথায় পরস্পরের কর্ণে কর্ণে যেন কত প্রকার অশিবভাবগর্ভ কথাই প্রকাশ করিতেছে। অতএব মহাত্মন্! এ সময়ে শোকে অবসন্ন হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না, অনর্থক রোদন করাও কর্ত্তব্য নহে। দেখ, রোদন করিলেই যদি বিপদের প্রতিকার হইত,

তবে আর সাগর লঙ্ঘন করিয়া এতদূর আসিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল। অতএব এক্ষণে উৎসাহ অবলম্বন কর, এবং যাবৎ আমি সমস্ত সেনাদলকে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত না করিতেছি, শোক পরিত্যাগ করিয়া তুমিও আশ্রিত কপিবর্গের আশ্বাসনে প্রবৃত্ত হও। আমাদিগকে আশ্বাসার্থ প্রধাবিত ও প্রহর্ষিত দেখিয়া, উহারা হয়ত অনেক অংশে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে। এই বলিয়া বিচক্ষণ বিভীষণ পলায়িত কপিকুলকে পুনর্ব্বার আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে বীর ইন্দ্রজিৎ বিজয়মহোৎসবে প্রফুল্ল ও সহাগত নিশাচরকুলে সমাবৃত হইয়া পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক পিতৃ সন্নিধানে উপনীত হইল এবং যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল;— পিতঃ! আপনি দিবানিশি শয়নে স্বপনে যাহার আশঙ্কায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন, অদ্য অমিতবীর্য্য বীর ইন্দ্রজিতের হস্তে তাহার অবসান হইয়াছে। রাক্ষসরাজ এতক্ষণ রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া বিপক্ষ-বিষয়িণী চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিল, সহসা পুত্র-মুখে বৈরনির্য্যাতনের কথা শুনিবামাত্র আহ্লাদে একেবারে গদ্গদ হইয়া উঠিল এবং আত্মজকে গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, কিরূপে সেই চিরসঞ্চিত আশালতা সুফলে পরিণত হইল, আদ্যন্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে ইন্দ্রজিৎ হর্ষভরে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া

কহিল; তাত! আমি পরিশেষে আপনার পরম শত্রু রাম লক্ষ্মণকে শর বন্ধনে এরূপ আবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি, যে তাঁহারা মুমূর্ষু দশায় ধরাতলে পতিত হইয়া একেবারে নিদারুণ মৃত্যুযাতনাই ভোগ করিতেছে। এই বলিয়া বীর বিরত ও উপান্তে দণ্ডায়মান হইয়া তৎ কালোচিত অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

এখানে, ইন্দ্রজিৎ সমরে বিজয়লক্ষ্মীরে ক্রোড়ে করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, হনূমান্, অঙ্গদ, নীল, নল, সুষেণ, কুমুদ, গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, জাম্ববান্ ও শতবলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কপিবর্গেরা আকুল হৃদয়ে ও দীনবদনে সেই দীনশরণ আর্য্য দাশরথিকে চতুর্দ্দিকে আবৃত করিয়া তাঁহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভয়ে সকলেই অবসন্ন, কাহারও মুখে কথা নাই; তাঁহাদের তাদৃশ সাহসপূর্ণ মুখশ্রী শোকানলে একেবারে ম্লান হইয়াছে, দুর্দ্দান্ত নিশাচর আবার বা কোন্ দুর্ভেদ্যমায়া বিস্তার করে, এই ভয়ে তাঁহারা সাবধানে যেন অনিমেষ নেত্রে তির্য্যক, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং ভয়ে চতুর্দ্দিকে যেন নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিতে

লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহারা শোকে মোহে ও ভয়ে এরূপ জড়ীভূত হইয়াছিলেন, যে তৃণ বা পত্র সঞ্চালনেও বুঝি রাক্ষসেরাই আসিল, বলিয়া তাঁহাদের আকুল হৃদয়ে অবিরত অশিব আশঙ্কার উদ্রেক হইতে লাগিল।

এদিকে দশানন পুত্রমুখে সেই শুভসংবাদ শুনিয়া তাহাকে ভূয়োভূয় প্রশংসা ও অভিনন্দন করিতে লাগিল এবং চিরসঞ্চিত চিন্তাজ্বর পরিহার পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে আত্মজকে বিদায় করিয়া তৎকালে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া সীতা-রক্ষণে নিযুক্তা নিশাচরীদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। অনন্তর আদেশমাত্র রাক্ষসীরা তথায় উপস্থিত হইলে অপার আনন্দে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল;—নিশাচরী-গণ! বৈদেহীর এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, আজ ইন্দ্রজিৎ সহ সমরে তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎখাত হইয়াছে। অত-এব তোমরা এক্ষণে বিশ্বাসের জন্য জানকীরে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া রণস্থলে মৃত পতিকে দর্শন করাও, সেই অশেষ গর্ব্বের মূলকারণীভূত রামকে আজ সমর-ক্ষেত্রে নিহত দেখিলে, আমার বোধ হয়, বৈদেহী কাজে কাজেই আপনাকে অনন্যগতি বলিয়া মানিবে, এবং অগতির গতি লঙ্কাপতিকেই তখন অনন্যমনে পতিত্বে বরণ করিবে। রাক্ষসীগণ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, তোমা-দের মনে এখন কি অনুমান হয়? লঙ্কানাথের ক্রোড়ে বসিতে এখন কি বৈদেহীর চিত্তে কোন আশঙ্কা থাকিবে?

আশ্রয়তরুর অভাবে আশ্রিতা লতা কি অন্য তরুকে আলিঙ্গন করে না? জানকী এতকাল রামের মুখাপেক্ষা করিয়াই ছিল, সম্প্রতি তাহার অভাবে ভাবুক লঙ্কেশ্বরকে কি পতিভাবে উপাসনা করিবে না? আমার বোধ হয়, এখন আর অধিক যত্নও করিতে হইবে না।

এই বলিয়া দশানন যেন কৃতকার্য্যই হইয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। রক্ষণনিযুক্তা রাক্ষসীরা রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বিমান সহ অশোকবনে অসীম শোকভরে অবিরত নেত্রাম্বু-সম্বর্দ্ধিনী সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইল এবং তাঁহারে বিমান যানে আরোপিত করিয়া রণ-পতিত প্রাণপতির মৃতদেহ দেখাইবার জন্য বিমানপথে পতাকা মালিনী লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত দশাননের পাপ অন্তঃকরণে আনন্দরাশি যেন উথলিয়া উঠিল। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ দূতমুখে "বীর ইন্দ্রজিতের হস্তে রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে" এই সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল। জানকী বিমানারূঢ়া হইয়া যেন উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে চারি দিক্ নেত্রপাত করিতেছেন, দেখিলেন, সমর ক্ষেত্রে বহুসংখ্য বানরেরা দারুণ শরাঘাতে বিভিন্নকলেবর, বিচেতন ও বিমল নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত অতিপ্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকবৎ নিরীক্ষিত হইতেছে।

কেহ কেহ ধরাতলে শয়ান হইয়া নিদারুণ মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছে, এবং অন্যপক্ষে পিশিতাশনেরা শাণিত শর, বিমল কোণনিষ্কাশিত অসি ও শূল, শক্তি প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্ভ্রামিত করিয়া উৎফুল্ল বদনে সমরাঙ্গণের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। জানকী ব্যাকুল হৃদয়ে এই সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন; ইতিপূর্ব্বে যিনি একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরের প্রাণ নাশ করিয়া জনস্থান একেবারে জনশূন্য করিয়াছেন, রণস্থলে যাঁহার ঘনগভীর গর্জন শুনিবামাত্র বিপক্ষকুল আকুলহৃদয়ে পলায়ন করিত, যাঁহার বীরদর্পে মেদিনী প্রকম্পিতা হইত, সেই বীরকুলচূড়ামণি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ কপটযোধী দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের শরে হতচেতন হইয়া মুমূর্ষু দশায় সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন, বাণাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, ক্ষত স্থান হইতে দরদরিত ধারে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে বানরেরা বিষন্ন বদনে ও জলধারাকুল লোচনে একবার রাম লক্ষ্মণের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন, আরবার চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতেছেন। রামমহিষী দেখিবামাত্র ভাবিলেন, এ কি! আজ সামান্য শশক আসিয়া কি করাল কেশরীর প্রাণ সংহার করিল? হায়! কি হইল! কি সর্ব্বনাশ! এই বলিয়া বৈদেহী বিমানোপরি একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। প্রবল শোকানলে তাঁহার অমল মুখকান্তি মলিন ও সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইতে

লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইল, কিন্তু তৎপর ক্ষণেই জগৎ যেন শূন্যময় নিরীক্ষণ করিয়া আকুল হৃদয়ে পুনর্ব্বার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সংজ্ঞা লাভ হইলে, পতিপ্রাণা জানকী প্রাণপতির তাদৃশ অতর্কিত নিধনের বিষয় মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আকুল হৃদয়ে যেন চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন ; একি ! আমি কি এখন বিধবা হইলাম ? আমার প্রাণবল্লভ কি আমারে দুর্দ্দান্ত নিশাচরপুরে পরিত্যাগ করিয়াই পরলোক যাত্রা করিলেন ? পূর্ব্বে সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা আমার পাণিতল অবলোকন করিয়া, আমারে "পুত্রবতী হইবে" বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাদের তাদৃশী অর্থানুবন্ধিনী কথাও কি কথামাত্রেই পরিণত হইল ? লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিয়া আমাকে অশ্বমেধকর্ত্তার মহিষী বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, অধুনা আমার ভাগ্যদোষে তাঁহারাও কি মিথ্যাবাদী হইলেন ?

বীর রাজপত্নীদিগের মধ্যে জানকীই কল্যাণী ও সৌভাগ্য-
বতী হইবে, বলিয়া পূর্ব্বে মহাপুরুষেরা যে কথা ব্যক্ত
করিয়াছিলেন, অধুনা ভাগ্য দোষে তাহাও কি নিষ্ফল
হইয়া পড়িল? জ্যোতিঃশাস্ত্রবলে যাঁহারা জগতীতলে
সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমারে দেখিয়া তাঁহারাও ত
নিশ্চয় করিয়াছিলেন, যে জানকী কদাপি অসতী কুল-
কামিনীর ন্যায় বৈধব্য বেদনা ভোগ করিবেন না, হায়!
আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাও কি সম্প্রতি মিথ্যাবাদী
হইলেন?

এই বলিতে বলিতে রাজনন্দিনীর শোকসাগর ক্রমেই
প্রবলবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয়
শ্বেতসরোজ নিন্দিত সুদীর্ঘ নয়নযুগল অবিরত রোদন
নিবন্ধন রক্তোৎপলের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল।
এবং সর্ব্ব শরীর বিকম্পিত ও শরচ্চন্দ্র-নিন্দিত অমল
মুখকান্তি শোকে মোহে সর্ব্বথা মেঘাবৃত বা প্রভাতচন্দ্রের
ন্যায় নিতান্ত দীনভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। পতি-
প্রাণা জানকী অপার শোকসাগরে নিমগ্ন ও নিতান্ত
অধৈর্য্য হইয়া কহিতে লাগিলেন; হায়! মহাপুরুষেরা
কহিয়া থাকেন, যাঁহার পাণি ও পদতলে পদ্মাকার রেখা
অঙ্কিত থাকে, সেই কুলকামিনীই কুলভূষণ স্বামী সহ
অমরাবতীশ্বরী শচী দেবীর ন্যায় সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া
দাম্পত্যসুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। কিন্তু কৈ?
আমার হস্তপদেও ত পদ্মচিহ্ন আছে, তবে আমি সে সুখে

বঞ্চিত হইলাম কেন ? হায় ! হতভাগিনী রমণীরাই অসহ্য বৈধব্য বেদনা উপভোগ করে, আমাতে ত তাহার কিছুই নাই, তবে কেনই বা আমার অদৃষ্টে এরূপ অঘটন সংঘটিত হইল ? অথবা সমুদায়ই বিধির আয়ত্ত, বিধাতা বিপরীত হইলে, শুভচিহ্ন সমস্তও তখন বিপরীত হইয়া উঠে ; তাহা না হইলে, লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা লক্ষণ প্রতিপাদক শাস্ত্র দ্বারা যে সকল লক্ষণকে অমোঘফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও অসতী কামিনীর ন্যায় আমি প্রাণপতিকে হারাইব কেন ? এই নিবিড় নীলিমায় রঞ্জিত সূক্ষ্ম সম কেশকলাপ, এই পরস্পর অনাশ্লিষ্ট সুদীর্ঘ ভ্রূযুগল, এই অবিরল পীনপয়োধরযুগল, এই সুগভীর নাভি, এই সুবৃত্ত জঙ্ঘাদ্বয়, অনতিবিরল দশনশ্রেণী, নলিন-নিন্দিত সুগঠিত নয়নদ্বয়, অবিষম অঙ্গুলিপংক্তি, কোমল কর, সুনির্ম্মিত নখ, ঊরু, গুল্ফ ; এ সকল কি শুভসূচক নহে ? অঙ্গুলি পংক্তির পর্ব্ব মধ্যে যবপ্রমাণ রেখাদ্বয়, নীরন্ধ্র অন্তরাল, প্রশস্ত কান্তি, মন্দ মন্দ স্মিত, গজেন্দ্র-নিন্দিত গমন এ সমুদায় লক্ষণ কি সুলক্ষণ নহে ? আমি ভাগ্যদোষে কি সকল সুখেই বঞ্চিত হইলাম !

হা নাথ ! আপনি অনায়াসে জলশূন্য ও সাগরে অত্যাবিস্ময় সেতুবন্ধন করিয়া কি এখন নাগপাশে পড়িয়া রাক্ষসের বশবর্তী হইলেন ? ভাল প্রাণবল্লভ ! আপনি যে বায়ব্য, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বারুণ ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অব্যর্থ অস্ত্র-প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, সংগ্রামসময়ে আপনার স্মৃতিপথে কি তাহার কিছুই উদিত হইয়াছিল না? নাথ! আপনি সুরাসুরেরও অজেয় হইয়া সামান্য রাক্ষসের হস্তে কিরূপে রণশায়ী হইলেন? আপনি মনের ন্যায় বেগবান্ কত শত প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিয়াও যখন সামান্য শত্রুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, তখন বুঝিলাম, শুভাশুভ ফলপ্রদাতা কালের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে, কালের অসাধ্য কিছুই নাই এবং কৃতান্তও নিতান্ত দুর্জয়। আহা! অয়ি কৌশল্যে! অয়ি দেবী সুমিত্রে! আপনারা অযোধ্যার রাজভবনে বসিয়া দিবানিশি নয়নাম্বু দ্বারা যে আশালতায় জলসেক করিতেছেন, এখানে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িয়া তাহার মূলপর্য্যন্ত যে উন্মূলিত হইল, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। এই বলিয়া জানকী যেন জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ত্রিজটা নাম্নী কথঞ্চিৎ ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধা রাক্ষসী তদীয় তাদৃশী কাতরতা দেখিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিতে লাগিল; দেবি! রাজনন্দিনি! ছি ছি! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী সাধ্বী কুলকামিনীদিগের অকারণে এরূপ শোকাভিভূত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য! ক্ষান্ত হও, আর অনর্থক রোদন করিও না। তোমার স্বামী সামান্য নহেন, যিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র জনস্থান জনশূন্য করিয়াছেন, তুচ্ছ রাক্ষসের হস্তে যে তাঁহার প্রাণান্ত হইবে, এ কথাও কি

বিশ্বাস যোগ্য? রাজনন্দিনি! ঐ দেখ, রাজকুমারেরা যে জীবিত রহিয়াছেন, চারিদিকে তাহার ভূরি ভূরি কারণ সমুদায় লক্ষিত হইতেছে। যোধগণের মুখে এখনও কোপের চিহ্ন ও মোহশান্তি দর্শনার্থ উৎসুক ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আর যখন সৈন্যদলের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা এখনও বলবতী দেখা যাইতেছে, তখন ইহাঁদের অত্যাহিত সংঘটিত হওয়া কোন রূপেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। স্বামী নিহত হইলে, তদধীন সৈন্যগণের মুখে ক্রোধ বা হর্ষের লক্ষণ কদাপি লক্ষিত হয় না। অসীম সাগরমধ্যে যেমন নাবিক বিহীন তরণী, স্বামি-শূন্য সেনারাও তদ্রূপ উদ্যমশূন্য, উৎসাহবিহীন ও কাতর ভাবাপন্ন হইয়া নিতান্ত শূন্য মনে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু জানকি! রামসেনার মধ্যে তাদৃশ শোচনীয় ভাব কিছুই দেখিতেছি না, ইহারা যখন নিয়ত অসম্ভ্রান্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া সাবধানে রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে, তখন এইমাত্র অনুমান হয়, আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ কেবল মোহগ্রস্ত হইয়াই ভূতলশায়ী হইয়াছেন। অতএব তুমি এই অব্যভিচারিত অনুমান দ্বারা বিশ্বস্ত হইয়া জীবিতনাথের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কর। জানকি! রাজনন্দিনি! বলিতে কি, স্বীয় স্বভাব সৌন্দর্য্যে তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর হই-য়াছ, তোমার ক্লেশ দেখিয়া আমি যে কতদূর অসুখে আছি, তাহা আর বলিতে পারি না। এজন্য রাক্ষস-

রাজের পক্ষে বিরুদ্ধ হইলেও কোন কথা অন্যথাভূত করিয়া তোমার নিকট ব্যক্ত করি নাই; এখনও করিব না। দেবি! সত্য বলিতে কি, আর্য্য দাশরথি ও মহাবীর লক্ষ্মণের এতাদৃশী প্রশান্ত ও ভীমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবা মাত্রই আমি জানিতে পারিয়াছি; তুচ্ছ রাক্ষস কেন, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পন্নগ, অধিক কি, ত্রিলোকের লোক বা দেবলোক সহ দেবরাজ বজ্রপাণি একত্রিত হইলেও ইহাঁদের সহিত সংগ্রামে বিজয়োৎসব অনুভব করিতে পারিবেন না। অতএব দেবি! যাহা না হইবার, পুনঃপুনঃ তাহাই আশঙ্কা করিয়া এত খেদান্বিত হইতেছ কেন? ক্ষান্ত হও, আর রোদন করিও না। ছি ছি! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর কি অলিক শোক দুঃখে এরূপ অভিভূত হওয়া উচিত! জানিয়া শুনিয়া এত রোদন করাই কি কর্ত্তব্য? রাজনন্দিনি! ভাল আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক স্বয়ংই কেন একবার স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ না? তোমার জীবিতনাথ যদি গতজীবিতই হইতেন, তোমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ যদি কাল প্রভাবে সামান্য নিশাচরের হস্তেই প্রাণ হারাইতেন, তাহা হইলে কি, ইহাঁদের প্রফুল্ল মুখকমলে পূর্ব্বের ন্যায় শোভালক্ষ্মী আর বিরাজ করিতেন, অতুল্য লাবণ্যাবলীই কি আর প্রকাশ পাইত?

এই বলিয়া ধর্ম্মিষ্ঠা ত্রিজটা যেন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পতিপ্রাণা জানকী তদীয় তৎকালোচিত তাদৃশ অমৃতায়মান বচন বিন্যাস শ্রবণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; অয়ি ত্রিজটে! তোমায় আর অধিক কি কহিব, তুমি যেরূপ কহিলে, প্রার্থনা করি, তাহাই যেন সত্য হয়। এই বলিয়া বৈদেহী দীনবদনে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে রাক্ষসেরা পুষ্পক বিমান নিবৃত্ত করিয়া অশোক বনে প্রবেশ করিল। জানকী ত্রিজটার সহিত অবরোহণ পূর্ব্বক একান্ত চিত্তে পূর্ব্ববৎ প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে নল, নীল, হনুমান্, জাম্ববান ও সুগ্রীব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেরা অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া অনিমেষ নেত্রে সেই অবনীতলশায়ী অনন্তকীর্ত্তি আর্য্য দাশরথি ও লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক অতিদীন বদনে অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে বীরকুলচূড়ামণি মহাত্মা রাম সেই নিদারুণ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াও ক্ষত্রিয়োচিত সুদৃঢ় গাত্র ও মহাসত্ত্বযোগিতা নিবন্ধন আপনা আপনিই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী প্রাণাধিক অনুজ

লক্ষ্মণকে সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরোপম শাণিত শরজালে আবদ্ধ, বিষণ্ণ ও শোণিতলিপ্ত দেহে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া আতুরের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কাতরধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং প্রবল ভ্রাতৃশোকে কিয়ৎকাল উন্মাদের ন্যায় কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, পরে "হা হতোস্মি" বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর কিয়ৎকালপরে চেতনা সঞ্চার হইলে বলবতী শোকানলশিখায় তাঁহার অমলমুখকান্তি সহসা মলিন, সর্ব্ব-শরীর বিকম্পিত, মস্তক বিঘূর্ণিত ও নয়নসরোবর প্রবল বেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন, কাহাকেই বা কি কহিবেন কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, তৎপরে দশদিক যেন শূন্যময় দেখিয়া আকুল হৃদয়ে ও কাতর বচনে নানা-বিধ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—হায়! কি হইল! কি সর্ব্বনাশ! পরিশেষে আমি কি প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকেও হারাইলাম! আমার প্রাণপ্রতিম লক্ষ্মণ কি আমার জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন! হায়! আমি কি পাষাণহৃদয়! আমি কি মহাপাতকী, যে প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বাণাঘাতে মুমূর্ষু-দশায় ধরাসনে শয়ান দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি! হা হত ভাগ্য! হা দগ্ধ বিধে! তোমার মনোরথ কি এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ হইল না, আমাকে ক্লেশ দিয়া তুমি কি এখনও পরিতৃপ্ত হইলে না, আমার দুর্ভাগ্যে কি না

ঘটিয়াছে, স্বজন বিচ্ছেদ, পিতৃ বিয়োগ, স্ত্রীবিরহ ; আমি সকল প্রকার ক্লেশই ত সহ্য করিয়াছি ; পরিশেষে প্রাণাধিক ভ্রাতার বিয়োগ-জনিত মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করাইবার জন্যই কি আমাকে প্রবুদ্ধ করিলে ?

এই বলিতে বলিতে বলবতী শোকানলশিখায় রামের অমল মুখকান্তি একেবারে মলিন ও তদীয় শ্বেত সরোজ নিন্দিত আয়ত নেত্রযুগল হইতে দরদরিতধারে বারিধারা পড়িতে লাগিল। তখন তিনি শোকে মোহে নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া একান্ত করুণ বাক্যে ও বাষ্প গদগদ কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায় ! আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ যখন হত চেতন হইয়া মুমুর্ষু দশায় ধরাতলে পতিত হইলেন, তখন আর আমার সীতা উদ্ধারের প্রয়োজন কি ? হতভাগ্য পাপ দেহভার বহন করিবারই বা আবশ্যকতা কি ? ত্রিলোকীতলে অন্বেষণ করিলে, জানকীর সমান স্বভাবসুন্দরী রমণী কদাচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্য ; কিন্তু প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের ন্যায় বীর ও ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতাকে ত আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। হায় ! আমার সেই প্রাণাধিক যদি কাল প্রভাবে সামান্য নিশাচরের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, যদি সেই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন আমার জন্যই অকালে কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া অরাতিকুলের আনন্দবর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে, আমি কি আর আত্মহত্যা মহাপাতকের ভয় করিব ? কখনই না। আমি বানর-

গণের সমক্ষে সেই মুহূর্ত্তেই এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনা হইতে পরিমুক্ত হইব। হায়! আমি প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে হারাইয়া জননী কৌশল্যাকে কি কহিব, মাতা সুমিত্রা পুত্রদর্শন-সমুৎসুকা হইয়া যখন আমার নিকট আগমন করিবেন, আমি তখন তাঁহাকেই বা কি কহিব, এবং পুত্র-মুখ অদর্শনে বিবৎসা কুররীর ন্যায় শোকে আকুল হইলে, আমি তখন কি বলিয়াই বা তাঁহারে সান্ত্বনা করিব? "জননি! যিনি রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া এবং এই অতুল্য বৈভবেও জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যবাসে আমার অনু-সরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাণাধিক সহোদরকে একাকী নিশাচর পুরে রাখিয়া আসিলাম" উঃ—আমি জননী সমক্ষে এমন সর্ব্বনাশের কথা কখনই মুখের বাহির করিতে পারিব না, এ বজ্রাঘাতের কথা শুনিলে আমার সুমিত্রা জননীর দেহে কি আর প্রাণ থাকিবে? বাতা-ভিহতা কদলী তরুর ন্যায় তিনি কি তদ্দণ্ডেই আত্মঘাতিনী হইবেন না?

ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বিষণ্ণ দেখিলে, কত যত্নে ও কত রূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে, অধুনা সেই আমি, এত বিলাপ, এত পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে এতই রোদন করিতেছি, কিন্তু তুমি গতাসুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া একবার আমাকে সম্ভাষণ করিতেও পারিতেছ না। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যাঁহার

একমাত্র বাহুবলে অসংখ্য নিশাচরকুল আকুল ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্ষিতিতলে ক্ষতজপ্রবাহে ভাসিতেছে, সেই বীর আজ অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় শোণিত লিপ্ত দেহে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন! যিনি নিজ অমোঘ-বীর্য্য অস্ত্রজালে শতক্রতুর অস্ত্র সকলও ছিন্ন ভিন্ন করিতে সক্ষম, সামান্য নিশাচরের হস্তে আজ সেই বীর নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন, দেখিয়াও কি আমার পাপ জীবন বহির্গত হইতেছে না? ভাই! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তুমি যেমন সৌভ্রাত্রের অনুরোধে অরণ্যবাসে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমিও শমন ভবন গমনে অবশ্যই তোমার অনুসরণ করিব। আমি সমুদায়ই সহ্য করিতে পারি, এমন কি, জীবিতেশ্বরী জানকীর বিরহ বেদনা সহিয়াও এত দিন কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়াছি, কিন্তু ভাই! তোমার বিয়োগ-জনিত মর্ম্মান্তিক বেদনা সহিয়া আমি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রাম তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী কপিরাজ সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন; সখে! জানকীর উদ্ধার বুঝি এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। প্রাণাধিক ভ্রাতাকে হারাইয়া ভার্য্যা লাভে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই, পাপ দেহভার বহন করিতেও আমার আর লালসা নাই। আমি এ জীবন এই ভাবেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। কিন্তু

মিত্রবর! মহাত্মা বিভীষণকে রাক্ষসসাম্রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিব বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহার যে অন্যথা হইল, এ মনোবেদনা হইতে আমি দেহান্তেও মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে না পারে, পরলোকে নরকানলে সন্তপ্ত হইয়া তাহাকে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, সখে। এক্ষণে আমার মতে তোমার আর মুহূর্ত্ত কালও এখানে থাকা উচিত হয় না। দুর্দ্দান্ত দশানন তোমাকে নিতান্ত শোকাকুল ও অস-হায় জানিয়া এবং উপযুক্ত অবসর পাইয়া, নিশ্চয় পরাভব করিবে। অতএব তুমি অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া নীল, নল, ও অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সত্বরেই সাগর পারে গমন কর। পাপ দেহভার লইয়া আমি আর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না; হয় উদ্বন্ধনে, না হয় সাগরে অথবা জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া নিষ্ফল শরীরভার বিমোচন পূর্ব্বক আমি এক্ষণে সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনা হইতে মুক্তি লাভ করিব।

আহা! সখে। এই দুর্জ্জয় নিশাচর সহ সংগ্রামে মহা-বীর হনুমান্, জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরবর্গেরা যে সকল দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন; যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও গয়, গবাক্ষ, গবয় গন্ধমাদন প্রভৃতি সেনা-পতিরা আন্তরিক যত্নের সহিত যে সমস্ত আশ্চর্য্য কার্য্য অকাতরে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, মহাবীর কেশরী, শার্দ্দূল

সহ কেশরীর ন্যায়, রণে সম্পাতির সহিত যে রূপ অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমার নিমিত্ত অপরাপর কপিবর্গেরাও প্রাণপণে যেরূপ সংগ্রাম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি যে কত দূর আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু সখে! দৈবায়ত্ত ঘটনাকে অতিক্রম করা কোন মতেই স্বাধ্যায়ত্ত নহে; এজন্য তোমাদের এত যত্ন, এত প্রয়াস, কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে, তাহা অবশ্যই আমাকে ভোগ করিতে হইবে, অতএব মিত্রবর! এ বিষয়ে তোমাদের কিছুমাত্র দোষ নাই, তোমরা কিছু মাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত হইও না। প্রকৃত সুহৃজ্জনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্বথাই তুমি সম্পাদন করিলে। তুমি অতি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞতাই তোমার অঙ্গের একমাত্র ভূষণ; এ জন্য পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তুমি প্রকৃত বন্ধুকার্য্যই সম্পাদন করিলে। আমার স্বকৃত কার্য্যের পরিণাম আমিই ভোগ করিব।

এই বলিয়া রাম অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কপিরাজ সুগ্রীব এবং অন্যান্য কপিবরেরা অনিমেষ নেত্রে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিনীতশীল বিভীষণ গদাহস্তে সমস্ত সেনাদলকে পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ত্রস্তপাদবিক্ষেপে রাম সন্নিধানে আগমন করিতেছেন। যাহাদের পুনঃসংস্থাপনের ভার

সুগ্রীবের প্রতি বিন্যস্ত ছিল, তৎকালে সেই সমস্ত বানরেরা রাক্ষসপ্রবীর বিভীষণের ভীম মুর্ত্তি দেখিয়া ইন্দ্রজিতের পুনরাগমন আশঙ্কায় ভয়ে অমনি সঙ্কুচিত হইয়া শশব্যস্তে সুগ্রীব সমীপে প্রস্থান করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

তদ্দর্শনে কপিরাজ অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; এ কি! অঙ্গদ! প্রবল বাতাভিহতা তরণী যেমন আকুলিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সেনা সকল সহসা ব্যাকুল হইয়া আমার প্রতি প্রধাবিত হইতেছে কেন? অঙ্গদ কহিলেন; কপিরাজ! আপনি কি শোক প্রভাবে শোকের কারণ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইলেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া যে ধরাতলে পতিত আছেন, তাহা কি দেখিতে পাইতেছেন না? বানরেরা এই জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আগমন করিতেছে। তৎশ্রবণে সুধীর সুগ্রীব কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন; না, বৎস! তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করিলে, উহা সৈন্যগণের পলায়নের কারণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, আমার অনুমান হয়, এ আকস্মিক ত্রাসের অন্য কোন মহৎ কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, পলায়মান সৈন্যেরা পরস্পর লজ্জিত হইতেছে

না, এবং পৃষ্ঠ ভাগেও দৃষ্টিপাত করিতেছে না, কিন্তু ভয়ে এরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে, যে সম্মুখ-পতিত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেও উহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না।

কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপে অঙ্গদ সহ সৈন্য- সংক্রান্ত তাৎকালিক ভাব প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে গদাপাণি রাক্ষসপ্রবীর বিভীষণ তথায় আগমন পূর্ব্বক "বিজয়ী ভব" বলিয়া সুগ্রীব ও রাম লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন সুধীর সুগ্রীব রাক্ষসপ্রবীর বিভীষণকে বিনীতবেশে সমাগত দেখিয়া সমীপস্থিত ঋক্ষ-রাজ জাম্ববান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহাত্মন্! দেখুন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বানরেরা বিভীষণ-কেই ইন্দ্রজিৎ ভাবিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, অতএব আপনি শীঘ্র ইহাদিগকে প্রকৃত সংবাদ শুনাইয়া প্রকৃতিস্থ করুন। তৎশ্রবণে ঋক্ষপতি জাম্ববান্ দ্রুতপদে প্রস্থান পূর্ব্বক পলায়মান কপিকুলকে যথোচিত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বানরেরাও তদীয় বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, বিভীষণকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল।

এদিকে মহাত্মা বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে নিদারুণ নাগপাশে আবদ্ধ ও বসুধাতলে গতাসুর ন্যায় প্রসুপ্ত দেখিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে তাঁহাদের চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া অসীম শোকভরে মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হায়!

সামান্য নিশাচরের সহিত সংগ্রামে, যখন এতাদৃশ মহাসত্ত্ব মহাবীর মহাত্মা রাম লক্ষ্মণও অচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন, তখন শুভাশুভ ফল-প্রদাতা কালের গতি উল্লঙ্ঘন করা নিতান্তই অসাধ্য; অথবা সমুদায় আমারই অদৃষ্টায়ত্ত ফল; আমাকে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট করিবার জন্যই বুঝি বিধাতা ইঁহাদের এতাদৃশী শোচনীয় অবস্থা সম্পাদন করিয়াছেন। নতুবা রণ-ক্ষেত্রে যাঁহার ক্রোধবিস্ফারীকৃত ভীম মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই ভয়ে বিপক্ষকুলের শোণিতরাশি শুষ্ক হইয়া যায়, আজ সামান্য নিশাচর সহ সমরে তাঁহারই এরূপ অভাবিত ভাব সংঘটিত হইবে কেন? হায়! আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গিয়াই বা পরিত্রাণ পাইব। আমি সভামধ্যে সেই সেই অসঙ্গত কথা সহিতে না পারিয়া, যাহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই দুর্দ্দান্ত নিশাচর এক্ষণে সময় পাইয়া যে আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া বিভীষণ মুহুর্ম্মুহুঃ কাতরধ্বনি করিতে লাগি-লেন। তৎশ্রবণে কপিরাজ সুগ্রীব নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন; মহাত্মন্! ক্ষান্ত হউন, আর রোদন করিবেন না; পূর্ব্বকৃত দৌরাত্ম্য পরম্পরার পরি-ণামসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া দুরাত্মাকে অচিরকাল মধ্যেই কাল সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। আর্য্য রাম দারুণ শরাঘাতে কেবল বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন, দেখিবেন, অবিলম্বেই

অরাতিকুল বিনষ্ট করিয়া অপার আনন্দের সহিত হৃতনাথা সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে আপনার ক্রোড়ে বসাইবেন।

কপিরাজ এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে শোকাকুল বিভীষণকে আশ্বাসিত করিয়া, পরে পার্শ্ববর্ত্তী শ্বশুর সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; কপিবর! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে চৈতন্য লাভ করিতে পারেন, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তাহার প্রতিবিধান করুন এবং লব্ধসংজ্ঞ হইলে, ইহাঁদিগকে লইয়া শূর বানরগণ সহ কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করুন। আমি মিত্রকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি, রাবণকে সবংশে নিধন এবং আর্য্যা জনকাত্মজারে উদ্ধার না করিয়া আর প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

পরিণতমতি সুষেণ কহিলেন; কপিরাজ! আমি দেবাসুরসংগ্রামের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। ঐ মহা সংগ্রামে শূর অসুরেরা নানাবিধ অব্যর্থ অস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিয়া সুরপক্ষের অনেক সৈন্যদলকে হতচেতন করিয়াছিল; কিন্তু তৎকালে মহামতি বিচক্ষণ বৃহস্পতি সমন্ত্রক সঞ্জীবনী বিদ্যা ও মহৌষধী দ্বারা চিকিৎসা করিয়া তাহাঁদের চৈতন্য সম্পাদন করেন। অতএব কপীশ্বর! তিনি যে সকল মহৌষধী আনয়ন পূর্ব্বক গতচেতন ও গতাসু সুরগণের চৈতন্যোৎপাদন ও জীবন দান করিয়াছিলেন, অদ্য সেই সমস্ত মহৌষধী আনয়ন করিবার জন্য সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি মহাবল বানরগণ দ্রুতপদে

ক্ষীরোদ সাগরে গমন করুন। তথায় দেববিহিত চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটী বিখ্যাত পর্ব্বত আছে। সঞ্জীবনী ও ব্রহ্মনির্ম্মিতা বিশল্যকরণী নামক উক্ত মহৌষধিদ্বয় ঐ পর্ব্বতদ্বয়েই লব্ধ হইবে। কপিরাজ! সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরেরা ইহার সবিশেষ অবগত থাকিলেও, শীঘ্র গমনার্থ ইহাঁদের সমভিব্যাহারে বেগবান্ হনুমান্‌কেও প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

সুধীর সুষেণ কপিরাজ সহ এই রূপে মহৌষধি আনয়নের মন্ত্রণা করিতেছেন; ইতিমধ্যে আকাশতল প্রগাঢ় মেঘে সমাবৃত ও বলবতী বাতাবলী সমুত্থিত হইয়া দিগ্বিভাগ একেবারে আলুলায়িত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া চারি দিক্ তিমিরাবৃত ও সূর্য্যমণ্ডল একেবারে প্রভাশূন্য হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড বাতাঘাতে সমস্ত সাগরের জল আন্দোলিত ও শত শত মহীরুহদল আহত ও ভগ্নশাখ হইয়া লবণ মহার্ণবে পতিত হইতে লাগিল। ধূলিজালে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, পক্ষিকুল অমনি আকুল স্বরে চারি দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। ফলতঃ তৎকালে তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; প্রলয়ের প্রারম্ভে যেন পর্ব্বত সকল বিকম্পিত ও বসুন্ধরা দেবী যেন রসাতলশায়িনী হইতেই উদ্যত হইতেছেন। অকস্মাৎ এই সমস্ত ভয়াবহ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শোকাকুল বানরগণের অন্তরে অপরিসীম ভয়ের উদ্রেক হইল।

অনন্তর দেখিতে দেখিতে সেই রজোরাশির মধ্য হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত পাবকবৎ পরম তেজস্বী বিনতাতনয় মহাবল গরুড় তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তত্রত্য সকলেই তটস্থ। যে সমস্ত নাগগণ শররূপে সেই দীনশরণ আর্য্য দাশরথি ও পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছিল, ভক্ষক দর্শনে তাহারা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল। তৎপরে খগরাজ "বিজয়ী ভব" বলিয়া অভিনন্দন পূর্ব্বক রাজকুমারদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার পাণিতল স্পর্শে তাঁহাদের শরীরগত সমস্ত ব্রণাবলী বিলীন ও তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব শরীর সুশীতল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের পূর্ব্বতন তেজঃ, পরাক্রম, বলবিক্রম, শরীরকান্তি, উৎসাহ এবং শব্দানুসারিণী পরোক্ষ নিশ্চয় বুদ্ধি, সমুদায় পূর্ব্ববৎ প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তখন পরম তেজস্বী গরুড় দুই বাহু দ্বারা সেই অবনীতলশায়ী অনন্তকীর্ত্তি আর্য্য দাশরথি ও পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে উত্থাপিত করিয়া অপার আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রাম তদীয় ঔদার্য্যগুণে ক্ষণকাল মধ্যে তাদৃশ ঘোরতর বিপদ হইতে পরিমুক্ত ও অসীম আনন্দভরে পুলকাঙ্কিত হইয়া বিনয়গর্ভ বাক্যে কহিতে লাগিলেন; মহাত্মন্! আপনার প্রসাদে আজ আমরা দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের দুর্ভেদ্য দৌরাত্ম্যরূপ অসীম ব্যসন হইতে নিস্তার পাইলাম। অহো! আপনার এমনি

প্রভাব, যে আমরা মুহূর্ত্তমধ্যে এতাদৃশ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিকতর বলশালী হইলাম। পূজ্যপাদ পিতামহ অজ বা স্বর্গীয় মহারাজ তাত দশরথের ন্যায় আজ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের হৃদয় কুমুদ যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে। এজন্য আপনার কুল শীল জানিতে আমাদের বড় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বীর! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা নির্ম্মল বসন, দিব্য আভরণ ও অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিলেন?

তৎশ্রবণে খগরাজ বিনয়াবনত বদনে কহিলেন; আর্য্য! কপিরাজ সুগ্রীবের ন্যায় আমিও এক জন আপনার সখা, আমার নাম গরুড়।' আপনি স্বভাবসৌন্দর্য্যে কেবল আমার কেন, ত্রিলোকেরই প্রিয় পাত্র হইয়াছেন; এজন্য আমি আপনাদিগের সাহায্যার্থ এখানে আসিয়াছি। মায়াবী ইন্দ্রজিৎ স্বীয় দুর্ভেদ্য মায়াবলে যেরূপ নাগপাশে আপনাদিগকে বন্ধন করিয়াছিল; সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অধিক কি আপনাদিগকে সেই নিদারুণ নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে স্বয়ং দেবরাজ বজ্রপাণিও সমর্থ হইতেন না। মহাবিষ বিষোল্লন, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও আর্দ্রবেয় প্রভৃতি নাগগণ, যাহাদের নাম মাত্র শ্রবণেই সর্ব্বশরীর যেন বিষাক্ত হইয়া পড়ে, রাক্ষসী মায়াপ্রভাবে তাহারাই আসিয়া শর রূপে আপনাদিগের শরীর আবদ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমার!

আপনি অতিশয় সাধু ও সচ্চরিত্র; আপনার বিশুদ্ধ কীর্ত্তিকিরণে সমস্ত লোক উদ্ভাবিত হইয়াছে। আপনার এরূপ অভাবিত বিপদ দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত দুঃখের সহিত পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করেন; আর আপনার প্রতি আমারও অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ভাব আছে; এজন্য আমি সেই সৌহৃদ্যব্রত পালনার্থ আসিয়া এই ঘোরতর সায়কবন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিলাম। এক্ষণে আপনারা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। নিশাচরেরা স্বভাবতই নিতান্ত কূটযোধী; আর আপনারাও একান্ত শুদ্ধস্বভাব ও আর্জবগুণ সম্পন্ন; অতএব সাবধান, যেন রণস্থলে কেহ কদাপি রাক্ষসদিগকে বিশ্বাস না করেন। সখে! উহারা যে নিতান্ত মায়াবী ও কপটযোধী, তাহা দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের দৌরাত্ম্য দর্শনেই বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন।

এই বলিয়া বিহগরাজ বিনতাতনয় বান্ধবকে পুনঃ পুনঃ প্রেমময় আলিঙ্গন পূর্ব্বক গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবার কহিলেন, সখে! আমার সহিত যে আপনার সখ্যভাব আছে, তৎশ্রবণে এখন কৌতূহলী হইবার প্রয়োজন নাই; আপনি রাক্ষস সহ সংগ্রামে যখন কৃতকার্য্য হইবেন, আমাদের বন্ধুত্বের বিষয় তখনই অবগত হইবেন। এক্ষণে আমাকে গমনে অনুমতি করুন। মিত্রবর! আমি নিশ্চয় জানি; এই সমগ্রা লঙ্কা পুরী আপনার কোপানলে অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে এবং

দেবী রোহিণী যেমন চন্দ্রের, তদ্রূপ আর্য্যা জানকীও অচির কাল মধ্যেই আপনার ক্রোড়ে বসিবেন। এই বলিয়া মহাত্মা গরুড় বান্ধবকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া পবনের ন্যায় আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণকে শরবন্ধন হইতে পরিমুক্ত ও পূর্ব্ববৎ তেজস্বী দেখিয়া বানরকুলের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা হর্ষভরে লাঙ্গুল সঞ্চালন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে অমনি সিংহনাদ করিয়া উঠিল। কেহ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভেরীধ্বনি করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ আনন্দভরে এক বার শঙ্খধ্বনি, পরক্ষণে আবার মৃদঙ্গধ্বনি এবং তৎ পরক্ষণেই আবার সগর্ব্বে বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বিবিধ দ্রুম বিক্রম সকল উৎপাটন করিয়া প্রচণ্ডবেগে সমরাঙ্গণের চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এবং অপরাপর অসংখ্য বানরেরা ভৈরব রবে নিশাচরকুলের ত্রাস উৎপাদন করিয়া সংগ্রামার্থ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যেমন গ্রীষ্মাবসানে নিশীথ সময়ে সজল জলদাবলীর ঘনগভীর নিনাদ সমুত্থিত হয়, তৎকালে হর্ষোৎফুল্ল কপিকুলেরও তাদৃশ তুমুল নিনাদ সমুত্থিত হইয়া দিক্ বিভাগ একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

এখানে রাক্ষসরাজ রাবণ রাক্ষসকুলের নিনাদ সহ গর্ব্বিত বানরকুলের অতি ভীষণ চীৎকার ধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া সচিবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; মন্ত্রিগণ! ঐ শুনিতেছ? বানরেরা আহ্লাদে যেন উন্মত্ত হইয়া আবার সিংহনাদ করিতেছে। বোধহয়, উহাদের মনে কোন আকস্মিক অভাবিত মহতী প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে, অকস্মাৎ এরূপ হর্ষপরীত বিপুল সিংহনাদ করিয়া যেন মহাসাগরকেও বিক্ষোভিত করিবে কেন? যাহা হউক, রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতেও যে বানরেরা মহাহর্ষে চীৎকার করিতেছে, ইহাতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল। স্বামীর কোনরূপ অত্যাহিত সংঘটিত হইলে, তদধীন সৈন্যেরা ত কখন এরূপ আনন্দ প্রকাশ করে না?

এই বলিয়া দশানন বিকট কটাক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী নিশাচর-দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; অহে রাক্ষসগণ! তোমরা এই মুহূর্ত্তেই জানিয়া আইস, বানরেরা দুঃখের দশায় থাকিয়া আজ কি জন্য এত হর্ষ প্রকাশ করিতেছে? তৎ-

শ্রবণে নিশাচরেরা যে আজ্ঞা বলিয়া অমনি সত্বর গমনে প্রাকারোপরি অধিরোহণ করিয়া সুগ্রীবরক্ষিত সমস্ত বানরী সেনা অবলোকন করিতে লাগিল, এবং শর-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত, সমুত্থিত, যেন অধিকতর প্রতাপে সমুদ্ভাষিত রাম লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তৎপরে তাহারা অতীব আকুল হৃদয়ে প্রাকার হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিবর্ণাননে দশানন সন্নিধানে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিল; মহারাজ! রাক্ষসরাজ! আমরা যেরূপ দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বোধ হয়, এবারে আর কিছুতেই নিস্তার নাই। প্রমত্ত মাতঙ্গ যেমন সুদৃঢ় পাশ ছিন্ন করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করে, আজ দেখিলাম, সংগ্রাম ক্ষেত্রে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণও তদ্রূপ নাগপাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অভ্রান্তচিত্তে বিচরণ করিতেছে, আর এক একবার স্বীয় অতুল্য বীরবিক্রম-সূচক ভয়াবহ সিংহ নাদ পূর্ব্বক বসুন্ধরা দেবীকে যেন রসাতলশায়িনী করিতেই উদ্যত হইতেছে। মহারাজ! এই জন্যই কহিতেছি, এবারে বা কি সর্ব্বনাশই ঘটে।

এই বলিয়া নিশাচরেরা উপান্তে ত্রাস-দীর্ঘীকৃত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাদের মুখে তাদৃশ অশুভ সংবাদ শ্রবণে চিন্তা ও ক্রোধে যুগপৎ সমাক্রান্ত হইয়া বিবর্ণ বদনে ভাবিতে লাগিল; কি আশ্চর্য্য! যাহার সংগ্রাম নৈপুণ্যে সাক্ষাৎ

ত্রিদশনাথের তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও ত্রাসের উদ্রেক হইয়াছিল, ভগবান্ পিতামহের বর প্রভাবে যাহার সমর চাতুর্য্য দেখিয়া, দেব দানবেরাও আকুল হৃদয়ে ভয়ে ত্রিলোক ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া থাকে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদর সেই ইন্দ্রজিৎ স্বীয় অমোঘবীর্য্য সায়ক সমূহে আবদ্ধ করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন নগরীমধ্যে এমন বীর আর কে আছে, যে উপস্থিত সংগ্রামে বিজয় মহোৎসব অনুভব করিবে।

এই ভাবিয়া দশানন পাদদলিত কালভুজঙ্গের ন্যায় কোপভরে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশাচরগণ-মধ্যবর্ত্তী ধূম্রাক্ষ নামক নিশাচরকে আহ্বান করিয়া কহিল; ধূম্রাক্ষ! দেখ দেখি, কি আক্ষেপের বিষয়! তোমাদের ন্যায় বিখ্যাতবীর বিদ্যমানেও সামান্য নর বানরেরা রণে এত দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছে! দুর্ব্বলের সহিত সমরে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে না সত্য; কিন্তু হীনবল বলিয়া সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত থাকাও ত কর্ত্তব্য নহে; কারণ, নিদ্রিত থাকিলে, সামান্য শশক আসিয়াও কেশরীর শিরে অকুতোভয়ে পদা-ঘাত করিতে পারে। অতএব বীর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ যাত্রা করিয়া রণে ক্ষুদ্র উৎপাত অপসারিত কর।

এই বলিয়া দশানন অসীম কোপাবেশে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষ রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সজ্জিতবেশে তৎক্ষণাৎ বহির্গমন পূর্ব্বক দ্বারস্থিত বলাধ্যক্ষকে কহিল; অহে সেনাপতি!

সত্বর আমার সৈন্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রণসজ্জা কর। আজ দেখিব, সামান্য নর বানরের কতই বিক্রম। আদেশ-মাত্র সেনাপতি সমুদায় সেনাদল সংযোজিত করিল। তখন ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরা কটিতটে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক বীরদর্পমিশ্রিত ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে প্রথমে ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, তৎপরে শূল, শক্তি, মুশল, মুদ্গর, পাশ, পট্টিশ, পরিঘ, পরশ্বধ, ভল্ল, ভিন্দিপাল, আয়সদণ্ড ও গদা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ঘনগভীর গর্জ্জনে যেন দিগ্বিভাগ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ লৌহময় কবচে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, স্বুবর্ণমণ্ডিত বিবিধ ধ্বজদণ্ড-পরিশোভিত করালমুখ খরযোজিত রথে এবং অপর কেহ কেহ সুশিক্ষিত তুরঙ্গে ও মদোৎকট মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সাতিশয় উৎসাহ সহকারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল। পরিশেষে রাক্ষসপ্রবীর মহাবল ধূম্রাক্ষ প্রখরমূর্ত্তি খরযুক্ত দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষসে সমাবৃত ও সংগ্রামার্থ বিনির্গত হইয়া, যথায় বীর হনূমান্, যেন কৃতান্তসহোদরের ন্যায় অকুতো-ভয়ে অবস্থান করিতেছেন, বিকট কটাক্ষে হাস্য করিতে করিতে তথায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সহসা আকাশ-বিহারী শকুনিকুল ধূম্রাক্ষের উপরিভাগে নিতান্ত অশুভসূচক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বোধ হইল, তাহারা তৎকালে " মৃত্যুমুখে

যাইও না” পুনঃ পুনঃ এই বলিয়াই যেন নিশাচরকে নিষেধ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ গর্দ্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘাবলী সমুত্থিত হইয়া গভীর গর্জন সহকারে সমস্ত নিশাচর-সৈন্যের মস্তকোপরি রক্ত বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। নিবিড় অন্ধকারে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, দিক্ বিদিক্ আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। মাংসাশী শকুনি-কুল আসিয়া সহসা রাক্ষসরথের সুবর্ণময় উন্নত ধ্বজদণ্ড আক্রমণ করিয়া উপবেশন ও দক্ষিণ দিকে দিবা-ভাগে অশিব শিবাগণ ভৈরব রবে যেন রাক্ষসকুলের অবশ্যম্ভাবী অশুভই ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ুতে চারি দিক্ আলুলায়িত ও সহসা সমুত্থিত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ধূম্রাক্ষের সম্মুখদেশে অকস্মাৎ এক শ্বেতকায় ভীষণ কবন্ধ আবির্ভূত হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে বিকটাস্যে মুহুর্ম্মুহুঃ অট্টহাস্য করিতে লাগিল। প্রভাকর প্রভাশূন্য ও অকাণ্ডে অন-বরত ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হইল। পক্ষিকুল আকুল-স্বরে অকস্মাৎ কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল। সারিকাগণের ভয়বিকম্পিত অস্ফুটশব্দে অকস্মাৎ বনবিভাগ ব্যাকুল এবং আকাশমণ্ডল হইতে ভীষণ রবে পুনঃ পুনঃ উল্কাপাত ও সশৈলকাননা বসুন্ধরা দেবী যেন অকাণ্ডে করুণ স্বরে পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময়ে রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষ রথোপরি সিংহনাদ করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার বামবাহু স্পন্দিত, কণ্ঠস্বর

অবসন্ন, অনবরত নেত্রজল প্রবাহিত ও অকাণ্ডে দারুণ শিরঃ-পীড়াও উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সহাগত নিশাচরেরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; কিন্তু আসন্নমৃত্যু ধূম্রাক্ষ সহসাসম্ভূত তাদৃশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়াও মোহ-বশতঃ প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিল: সেনাগণ! দেখ, আজ অকাণ্ডে চারি দিকেই কেমন লোম-হর্ষণ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; হউক, আমি উহাতে কিছুমাত্র ভয় করি না। বলবান্ ব্যক্তি যেমন স্ববীর্য্যপ্রভাবে দুর্ব্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমিও উহা লক্ষ্য করি না। এই বলিয়া বীর যেন কালপ্রেরিত হইয়া মহোৎসাহে বহির্গমন পূর্ব্বক মহাসাগরবৎ অসীম বানরী সেনা দর্শন করিতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে ভীমবল বানরসৈন্যেরা ধূম্রাক্ষ নামক রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ বিনির্গত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া উঠিল। ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। বানরী সেনারা অতিবিশাল শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি পাদপরাজি এবং রাক্ষসেরা মুষল, মুদগর প্রভৃতি নানাবিধ সুশাণিত অস্ত্রজাল উদ্যত করিয়া মহাবেগে পরস্পরের প্রতি

প্রহার করিতে লাগিল। সেই দারুণ প্রহারবেগে অধীর হইয়া রাক্ষসেরা ক্রমে রণশায়ী হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিশাচরেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কেহ কেহ নিশিত শর-নিকর দ্বারা বানরকুলের মর্ম্মচ্ছেদ ও অপর কেহ কেহ মহতী গদা, মুদগর, শূল, শক্তি ও বিমল কোশনিষ্কাশিত অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বক্ষস্থল ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু রণদুর্ম্মদ নির্ভয় বানরেরা শূল-নির্ভিন্ন হইয়াও কিছুমাত্র কাতর বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অসীম ক্রোধভরে অতিবিশাল পাদপ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকুল নিঃশেষিত এবং উচ্চৈঃস্বরে আহত নিশাচরকুলের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসাহভরে উচ্চতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা সেই দারুণ দ্রুমাঘাতে জর্জ্জরিতাঙ্গ ও রণশায়ী হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সেই প্রবল আঘাতে বিঘূর্ণিত ও বিমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রক্তধারাই পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও অতিবিশাল বক্ষস্থল বিদীর্ণ, প্রকাণ্ড শিলাঘাতে কাহারও প্রকাণ্ড মুণ্ড চূর্ণীকৃত ও করাল কালদণ্ডোপম পাদপদণ্ডে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কেহ কেহ রণক্ষেত্রে নিদারুণ মৃত্যুযাতনা উপভোগ করিতে লাগিল। এই রূপে মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য নিশাচরকুল নিহত হইলে, তাহাদের মৃতদেহে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রথ ও রথধ্বজ সমস্ত বিধ্বস্ত, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষিতিতল শোণিতপ্রবাহে অভিষিক্ত ও নিতান্ত বীভৎসদর্শন হইয়া

উঠিল। তদ্দর্শনে বানরেরা বিজয় মহোৎসবে উৎফুল্ল ও অধিকতর উৎসাহিত হইয়া প্রখর নখরাঘাতে বিপক্ষদিগের বিকটাস্য সকল ক্ষত বিক্ষত করিয়া অধিকতর বিকট করিয়া তুলিল। বিপক্ষের জয় ও স্বপক্ষের পরাজয় দর্শনে রাক্ষসকুল নিতান্ত বিষণ্ণ, শোণিত গন্ধে বিমোহিত ও প্রবল ঝাতাভিহত পাদপরাজির ন্যায় রণস্থলে পতিত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অপরাপর নিশাচরেরা নিতান্ত কোপান্বিত ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইয়া অরাতিকুলের বক্ষস্থলে অবিচ্ছেদে তল প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীমবল বানরেরাও অমনি নখাঘাত, দন্তাঘাত ও ক্রম বিক্রমের আঘাতে অবলীলাক্রমে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে লাগিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসসৈন্যেরা বণস্থলে আর অবস্থান করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে ও বিবর্ণ বদনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তদ্দর্শনে রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষ নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অটলভাবে সমরাঙ্গণে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমে শূল শক্তি ও মুদগর প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রজাল নিক্ষেপ, কখন বীরদর্পমিশ্রিত ভীষণ সিংহনাদ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও কখন হস্ত লাঘব দেখাইবার জন্য অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন বানরদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ রাক্ষসপ্রক্ষিপ্ত ভীষণ শরে আহত ও হতচেতন হইয়া নিরত রুধিরস্রাব

করিতে লাগিল। কেহ কেহ মুদগরাঘাতে মুর্চ্ছ হইয়া ধরাতলে, পট্টিশাঘাতে বিহ্বল হইয়া কেহ মৃত্যুমুখে এবং পাশাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন ও শোণিতলিপ্তাঙ্গ হইয়া কেহ কেহ রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বানর ঐ সময়ে প্রবল বাণাঘাতে অধীর হইয়া বিক্ষতশরীরে প্রাণভয়ে অতিদূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন বানর দারুণ শরাঘাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া একপার্শ্বে শয়ন করিল, এবং ত্রিশূলাঘাতে বিদারিত হওয়ায় কাহারও অন্ত্র সকল বহির্গত হইয়া গেল। তৎকালে এই রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ অবিকল গন্ধর্ব্বযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোদণ্ডের জ্যানির্ঘোষই উহার সুমধুর তন্ত্রী শব্দ, ক্ষণে ক্ষণে অশ্বগণের যে হ্রেষারব হইতেছিল, তাহাই ঐ গন্ধর্ব্বযুদ্ধের তাল এবং মদান্ধ্য মত্ত মাতঙ্গ সমূহের বৃংহিত ধ্বনিই উহার সংগীতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রণচতুর ধূম্রাক্ষ ক্রমেই অধিকতর ক্রোধের সহিত স্বীয় বিশাল শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ সকল কালপাশ তুল্য দুর্ব্বিবহ শরজাল শরাসন হইতে বিনির্গত হইবামাত্র বানরদিগের বিশাল বক্ষঃস্থল সমুদায় বিদারণ পূর্ব্বক রক্তাক্তদেহে নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে অসংখ্য বানরী সেনা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহাদের মৃত দেহে সমরভূমি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন পরমতেজস্বী পবনকুমার স্বপক্ষের তাদৃশী কাতরতা দর্শনে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। প্রচণ্ড কোপে তাঁহার তাম্র বর্ণ অক্ষিযুগল যেন দ্বিগুণতর রক্তবর্ণ ও সর্ব্ব শরীর অনবরত বিকম্পিতহইতে লাগিল। মহাবীর মারুতকুমার অসীম ক্রোধে অধীর হইয়া ললাটপট্টে ভ্রূকুটীবন্ধন পূর্ব্বক দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিপক্ষের সন্নিহিত হইয়া মহাবেগে সেই মহতী শিলা নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষস সসম্ভ্রমে গদাগ্রহণ ও সবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও ভীম গদা বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে দণ্ডায়মান হইলে, সেই শৈলসম প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড তদীয় রথোপরি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা ধ্বজ, চক্র, অশ্ব ও শরাসন সহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে পবনকুমার সাক্ষাৎ পিনাকপাণির ন্যায় কোপান্বিত হইয়া ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দারা অপরাপর রাক্ষসী সেনাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দারুণ প্রহারবেগে নিশাচরেরা কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ রুধিরোক্ষিত-শরীর ও কেহ কেহ সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ক্ষিতিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিদারুণ মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মারুতকুমার এইরূপে রাক্ষসকুল প্রায় নিঃশেষিত করিয়া পরে অতি প্রকাণ্ড এক গিরিশৃঙ্গ

গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে ধূম্রাক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে ধূম্রাক্ষও স্বীয় মহতী গদা বিঘূর্ণিত করিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এবং রণ স্থলে এক ভয়াবহ আস্ফালন পূর্ব্বক সেই ভীম গদা সবেগে হনুমানের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু অসামান্যবলবীর্য্যশালী বীর পবনকুমার সেই ভীষণ গদার আঘাত তৃণবৎ অনায়াসে সহ্য করিয়া হস্ত-স্থিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ মহাবেগে তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষ সেই দারুণ শৃঙ্গাঘাতে হতচেতন ও ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া নিদারুণ মৃত্যু যাতনা উপভোগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তৎসহাগত অন্যান্য যাবতীয় নিশাচরেরা নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া প্রাণ ভয়ে ও ঊর্দ্ধ শ্বাসে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল।

এইরূপে রাক্ষসপ্রবীর ধূম্রাক্ষ রণশায়ী হইলে, মহাবীর মারুতকুমার বিজয় মহোৎসবে প্রফুল্ল হইয়া শ্রমাপনো-দনার্থ উপান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে বানরেরা শত্রু বিনাশ জনিত অতুল্য আনন্দের সহিত সন্নিহিত হইয়া সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে দুর্দ্দান্ত দশানন দূতমুখে ধূম্রাক্ষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে পাদদলিত কাল ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কোপোদ্ধত বাক্যে মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক নিশাচরকে আহ্বান পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল ;—অহে বজ্রদংষ্ট্র ! আর বিলম্ব করিতেছ কেন ? তুমি এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত ও সংগ্রামার্থ বহির্গত হইয়া সুগ্রীবরক্ষিত সমস্ত বানরী সেনা সহ শত্রু নিপাত করিয়া আইস। তখন মহাবল বজ্রদংষ্ট্র রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কলবাহনের সহিত মহাহর্ষে যুদ্ধযাত্রা করিল। বহুসংখ্য রণদুর্ম্মদ বারণ, সুশিক্ষিত অশ্ব, উষ্ট্র ও ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষসী সেনা ক্ষিতিতল যেন আলুলায়িত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নিশাচর বজ্রদংষ্ট্রের বিশাল বাহু যুগলে কনকের কেয়ূর, মস্তকে মণিময় মুকুট ও সর্ব্বাঙ্গে দৃঢ়তর কবচ শোভা পাইতেছে। সে বিশাল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামলালসায় স্বর্ণভূষিত রথে অধি-

রোহণ করিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিল। বহুসংখ্য পদাতি সৈন্যেরা ঐ সময়ে বিচিত্র তোমর, বিমল কোশ-নিষ্কাশিত অসি ও শূল, শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গর্ব্বিত শার্দ্দূলদলের ন্যায় মন্থর গমনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। ঐ সমস্ত সেনা-দলের মধ্যে তৎকালে কতকগুলি নিশাচর লৌহময় কবচে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া এবং অপর কতকগুলি ভীমমূর্ত্তি ও মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড মাতঙ্গদলে আরোহণ পূর্ব্বক তোমরাঙ্কুশ হস্তে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল।

এই রাক্ষসপ্রবীর মহাবল বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধযাত্রা সময়ে দ্বিরদদলের বৃংহিত ও অশ্বগণের হ্রেষারব-মিশ্রিত সেনাবলী দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুদ্দাম পরিশোভিত গর্জনশীল নিবিড় মেঘাবলীই যেন কোন দৈব কারণ বশতঃ ধরাতলশায়ী হইয়া সমীরণ সহযোগে পরিচালিত হইতেছে। মহাবীর বালি-তনয় অঙ্গদ অসংখ্য বানরী সেনা সহ সাক্ষাৎ ত্রিপুরবিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় ক্রোধারুণ লোচনে যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, করাল কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহ প্রথমতঃ সেই দ্বার দিয়াই নির্গত হইতে লগিল।

ইতিমধ্যে সহসা অশুভসূচক নিমিত্ত পরম্পরা নিশাচর-দিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। অকস্মাৎ আকাশ

হইতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইতে লাগিল। শিবাগণ অকাণ্ডে অশিব রবে যেন রাক্ষসকুলের অবশ্য-ম্ভাবিনী বিপদ পরম্পরা এবং মৃগকুল আকুল স্বরে চীৎকার করিয়া যেন নিশাচরকুলের নিতান্ত সন্নিহিত নিধনবার্ত্তা সূচনা করিতেই প্রবৃত্ত হইল। এবং আগমন সময়ে সমতল ক্ষেত্রেও যোদ্ধৃগণের পদে পদে পদ-স্খলন হইতে লাগিল। কিন্তু আসন্নমৃত্যু বজ্রদংষ্ট্র দুর্নিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট ও এতাদৃশ লোমহর্ষণ দুর্ণিমিত্ত পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া সমধিক উৎসাহ সহকারে সেই সুগভীর সৈন্যসাগরে প্রবেশ করিল।

এদিকে বলবতী বানরী সেনা বিপক্ষ রাক্ষসকুলের আগমনে অত্যুচ্চ সিংহনাদ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ যেন আলুলায়িত করিয়া ফেলিল। ক্রমে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ঐ লোমহর্ষণ সমরে অসংখ্য রাক্ষসী ও বানরী সেনা ছিন্নমস্তক, ছিন্নদেহ, ছিন্নপাদ ও রক্তাক্ত কলেবরে ধরাতলশায়ী হইয়া নিদারুণ মৃত্যুযাতনা উপভোগ করিতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ শূর রাক্ষসেরা তুল্যকক্ষ বিপক্ষের প্রতি আন্তরিক ক্রোধের সহিত শূল, শক্তি প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র এবং ভীমবল বানরেরাও বিপক্ষের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ সমস্ত প্রক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ভীষণ শব্দে, অস্ত্রনিকরের লোম-

হর্ষণ নিনাদে, রথনেমির ঘর ঘর শব্দে, প্রকাণ্ড কোদণ্ডের টঙ্কার শব্দে এবং শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও বাণ পাতের অতিভীষণ নিনাদে আকাশমণ্ডল একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গমকুল অমনি আকুলস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বোধ হইল, বিশ্ববিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণি বুঝি এই সংগ্রামস্থলেই বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ সময়ে কতকগুলি ভীমবল রাক্ষস অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপার ক্রোধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, মহাবল বানরেরাও তদ্দর্শনে নখাঘাত, পদাঘাত ও মুষ্টির আঘাতে বিপক্ষের দর্প চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় লোকসংহারক পাশাস্ত্র বিঘূর্ণিত ও কপিকুলকে সন্ত্রস্ত করিয়া মার মার শব্দে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিল। এবং ঐ সময়ে তৎসহাগত রাক্ষসী সেনা প্রভুসনাথ ও তন্নিবন্ধন যেন দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া গর্ব্বিত শার্দ্দূল দলের ন্যায় অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ ও নানাবিধ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে মহাবল বালিতনয় অঙ্গদ ক্রোধানলে প্রলয়সম্ভূত প্রদীপ্ত পাবকবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধাকুল কেশরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, ক্ষুদ্র মৃগকুল যেমন ভয়ে আকুল হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ, এক

প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ বিঘূর্ণিত করিয়া, রাক্ষসদিগের প্রতি প্রধাবিত হইলে, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ও আকুল হৃদয়ে সর্ব্বথা ক্ষুদ্র কুরঙ্গকুলেরই অনুকরণ করিতে লাগিল। রণচতুর মহাবল অঙ্গদের শিক্ষাবলে অসংখ্য নিশাচর সৈন্য আহত, নিহত ও ছিন্নপাদপরাজির ন্যায় ছিন্ন মস্তকে মহীতলশায়ী হইয়া নিদারুণ মৃত্যুবেদনা ভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগের ভগ্নরথে, ছিন্ন ভিন্ন ধ্বজে, আহত ও নিহত অশ্বে, কবচশোভিত মৃতদেহে ও শোণিত প্রবাহে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরভূমি নিতান্ত বীভৎস দর্শন এবং সমুজ্জ্বল হার, কেয়ূর, বসন ও শাণিত শস্ত্রে সমাবৃত হইয়া সর্ব্বথা শারদীয়া নিশার ন্যায় প্রতি-ভাত হইতে লাগিল। এবং প্রচণ্ড বাত্যাবলী সমুত্থিত হইলে, মহার্ণব যেমন আকুল হইয়া পড়ে, ঐ সময়ে অতুল্যবিক্রম অঙ্গদের প্রভাবে রাক্ষসবলও তদ্রূপ আলু-লায়িত হইয়া গেল।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

তখন মহাবল বজ্রদংষ্ট্র স্বপক্ষীয় বলের নিধন ও বিপ-ক্ষের অতুল্য বল অবলোকন করিয়া যারপর নাই ক্রোধা-বিষ্ট হইল এবং দেবরাজ বজ্রপাণির ন্যায় অতি ভীষণ

বিশাল শরাসন আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া বানরসৈন্যের প্রতি অবিচ্ছেদে শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বানরেরাও অপার ক্রোধের সহিত শিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম। রাক্ষসেরা বিপক্ষের প্রতি যুগপৎ সহস্র সহস্র অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু রণদুর্ম্মদ মত্ত বারণবৎ বলিষ্ঠ বানরেরা তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অকাতরে প্রতি-যোদ্ধাদিগের প্রতি অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ সমুদায় অতিবেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংগ্রামে উভয় পক্ষই অসামান্য শিক্ষাবল-সম্পন্ন, সমর চাতুর্য্য বিষয়ে কোন পক্ষই অক্ষম বা প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে; সুতরাং উভয় পক্ষে ক্রমেই অতিভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ লোমহর্ষণ সমরে কাহারও মস্তক দ্বিখ-ণ্ডিত, কাহারও কক্ষ সহ বক্ষ ক্ষিতিতলে পতিত, অস্ত্রাঘাতে কাহারও হস্ত ও প্রবল প্রস্তরাঘাতে কাহারও পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া পড়িল। শৃগাল কুক্কুরেরা শোণিত গন্ধে বিমোহিত হইয়া দলে দলে সমরাঙ্গণে বিচরণ ও ভীরু জন-ভয়োৎপাদক শত শত কবন্ধকুল আবির্ভূত হইয়া রণ-ভূমিকে নিতান্তই ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

অনন্তর মহাবল বানরেরা ক্রমেই অধিকতর উৎসাহিত হইয়া অপার ক্রোধের সহিত ক্রমাগত বিপক্ষকুল ক্ষয় করিতেছে, এবং তন্নিবন্ধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে, দেখিয়া রণদুর্ম্মদ মহাবল বজ্রদংষ্ট্র

রোষকষায়িত লোচনে স্বীয় বিশাল শরাসনে জ্যা যোজনা ও আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া বিপক্ষকুলের অভিমুখে আপতিত হইল এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অনবরত শর বৃষ্টি দ্বারা অরাতিকুলের অন্তঃকরণ সর্ব্বথা আকুল করিয়া তুলিল। মহাবীর গর্ব্বিত শার্দ্দূলের ন্যায় বীরদর্পে জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া সগর্ব্বে সমারাঙ্গণে বিচরণ, কখন বীরবিক্রমলাঞ্ছিত ভয়াবহ নিনাদ পূর্ব্বক দিগ্বিভাগ প্রতিধ্বনিত ও কখন সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ক্রোধবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া অনন্যসুলভ সমরচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। নিশাচর পরিশেষে নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া এরূপ কৌশলে এক শর নিক্ষেপ করিল, যে ঐ শর তদীয় বিশাল বাহু হইতে উন্মুক্ত হইবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে আট শত পঞ্চ নবতি সংখ্যক বানরের প্রাণ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রয়োক্তার সন্নিধানে উপনীত হইল। দৈবাৎ কোন দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রজাবর্গেরা আশ্রয় বাসনায় যেমন আশ্রয়সমীপে গমন করে, তদ্রূপ বানরেরা তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণভয়ে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে যুবরাজের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর বানরকুলের তাদৃশী ব্যাকুলতা দেখিয়া বিকট কটাক্ষে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রমে উভয়ের তুমুলসংগ্রাম, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দুই সপক্ষ মাল্যবান্ পর্ব্বতই যেন

পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সমরচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। উভয়েই শিক্ষাবলগর্ব্বিত ও সাতিশয় রণদুর্ম্মদ। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র যুগপৎ শত সহস্র শর শরাসনে সংযোজিত করিয়া ক্রোধভরে কপিবরের মর্ম্ম-স্থান বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু রণচতুর অঙ্গদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত ক্রোধে অধীর হইয়া মুহুর্ম্মুহু ওষ্ঠ দংশন ও অতি বৃহৎ শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষস অবলীলা ক্রমে সুতীক্ষ্ণ শরে সেই আপতিত মহাদ্রুমকে শূন্যমার্গেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিল। তখন বালি-তনয় মহাবল অঙ্গদ ক্রোধবিজৃম্ভিত এক ভয়াবহ সিংহনাদে মেদিনীকে যেন বিকম্পিত ও ভ্রূক্ষেপমাত্র এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ ভীমবেগে আপতিত হইতেছে, দেখিয়া নিশাচর তৎক্ষণাৎ মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অব-তীর্ণ ও ভূতলে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে অঙ্গদ-প্রক্ষিপ্ত সেই প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ তদীয় রথোপরি নিপতিত হইবামাত্র সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তৎপরে কপিবর অঙ্গদ ক্রোধ বিরূপীকৃত নেত্রে যেন রাক্ষসকুল দগ্ধ করিয়াই অপর এক পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করি-

লেন। নিশাচর সেই শৈলাঘাতে অধীর ও অনবরত রুধির বমন করিতে করিতে অবনীতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তকাল স্বীয় ভীম গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক অচেতনাবস্থায় থাকিয়া মার মার শব্দে পুনর্ব্বার গত্রোত্থান করিল। মহাবীর পরে পাদদলিত কালভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে গদাঘাত পূর্ব্বক তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত করিয়া তুলিল এবং তাদৃশী বলবতী গদাঘাতেও বিপক্ষের কিছুমাত্র কাতরভাব লক্ষিত হইল না, দেখিয়া, গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুষ্টি যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অঙ্গদও তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের প্রতি বিষম আঘাতসম্ভূত অতি ভীষণ নিনাদ সমুত্থিত ও উভয়ের মুখবিবর হইতে নিয়ত রুধিরধারা উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। এবং উভয়ের প্রহার বেগে অধীর হইয়া উভয়েই অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, মঙ্গল ও বুধগ্রহ উভয়ে কোন দৈব কারণ বশতঃ যেন মহীগত ও পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নিতান্ত লোমহর্ষণ সমর চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

অনন্তর অঙ্গদ "মুষ্টিযুদ্ধে বৈরনির্য্যাতন করা দুসাধ্য" অনুমান করিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সগর্ব্বে বিপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসপ্রবীর বজ্রদংষ্ট্রও বিমল কোশনিষ্কাশিত সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে আপতিত হইল। প্রতিযোদ্ধার প্রতি প্রহার করিবার জন্য উভয়েই

মণ্ডলাকার পথে বিবিধ গতিতে সঞ্চরণ ও অবকাশ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে উভয়ের বিজিগীষা-বর্দ্ধিত ঘোরতর গর্জ্জনে দিগ্বিভাগ পরিপূর্ণ ও অপরাপর সেনাসমূহের কর্ণকুহর যেন বধীর হইয়া পড়িল। এবং পরস্পরের আঘাতজনিত রক্তাক্ত ব্রণাবলী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া ঐ সময়ে উভয়ে যেন পুষ্পিত পলাসবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎ কাল লোমহর্ষণ সংগ্রাম ও তদন্তে তাহারা জানুদেশ ভূমিতলে পাতিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তকাল পরে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডাহত আশীবিষ বিষধরের ন্যায় ক্রোধভরে বিকম্পিত ও উত্থিত হইয়া ভ্রূক্ষেপমাত্র নিশাচরের হস্ত হইতে সেই বিমল কোশ-নিষ্কাশিত অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবল বেগে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুতীক্ষ্ণ অসি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসের প্রকাণ্ড মুণ্ড তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত, অনবরত রুধিরধারায় তদীয় মৃত শরীর লোহিত রাগে রঞ্জিত ও ছিন্ন তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া সমর ভূমির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তৎসহাগত নিশাচরেরা ভয়বিহ্বল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু ক্রোধাকুল বানরেরা বৈরনির্য্যাতন মানসে তথাপি কিয়দ্দূর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ সময়ে হতনাথা রাক্ষসী সেনার বিষণ্ণ বদনে লজ্জায় আর

বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, ভয়ে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া কপি-কুলের সেই সমস্ত দারুণ প্রহার সহ্য করিতে করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

বালিতনয় অঙ্গদ এই রূপে দুর্জ্জয় শত্রুর প্রাণ নাশ পূর্ব্বক বিজয় মহোৎসবে প্রফুল্ল হইয়া অমরগণ-সমাবৃত অমরনাথের ন্যায়, কপিকুলের মধ্যে নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

এ দিকে রাক্ষসরাজ রাবণ দূতমুখে মহাবল বজ্রদংষ্ট্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া অকম্পন নামক সেনাপতিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; সেনাপতি! কি আশ্চর্য্য! তোমাদের ন্যায় বিখ্যাত বীর বিদ্যমানে সামান্য নর বানর হইতে কি এত প্রকার নব পরাভবই সহিতে হইবে? অকম্পন! রণস্থলে তোমার কোপ কম্পিত কলেবর দর্শনে ত্রাসে অরাতিকুলের হৃদয় কি বিকম্পিত হয় না? তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া সহাগত সেনাদলের সাহসপূর্ণ অন্তঃকরণেই কি নির্ভীকতা রূপ অতুল্য আহ্লাদ-রসের উদ্রেক হয় না? সেনাপতি! তুমি যে অদ্বিতীয় সমরপ্রিয় ও আমার প্রকৃত হিতৈষী, তাহা কে না জানে?

সাক্ষাৎ নরবানরেরা তোমার হস্তে সমরে যে পর-পরাভব রূপ পরম বেদনায় ব্যথিত হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য; সম্মুখে প্রশংসা করাও অযুক্ত। যাহা হউক, অকম্পন! তুমি এক্ষণে শত্রুকুল বিনাশার্থ সত্বর সমরসজ্জা করিয়া আমার উৎকণ্ঠা অপসারিত কর।

তখন অতুল্যবিক্রম অকম্পন রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ভীমদর্শন অসংখ্য রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বীরদর্পে জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াই যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এই নিশাচর এরূপ রণদুর্ম্মদ ও এতাদৃশ পরাক্রান্ত, যে কি সুর, কি অসুর, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, অধিক কি, ইহার সহিত সমরে সাক্ষাৎ দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও ত্রাসের উদ্রেক হইয়া থাকে। ত্রিলোকমধ্যে এমন লোক অতি বিরল, যাহার শরীর এই অকম্পন সহ সমরে, ভয়ে বিকম্পিত না হয়। মহাবীর বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ও মহারথোপরি আরূঢ় হইয়া সমর সজ্জায় যখন বহির্গত হইল, তখন তদীয় ক্রোধবর্দ্ধিত তেজঃপ্রদীপ্ত শরীরপ্রভা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, ভগবান্ আদিত্যদেবই বুঝি উদয়াচলে উদিত হইয়া স্বীয় অপ্রতিম তেজঃপ্রভায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছেন। অনন্তর অকম্পন অতুল্য বিক্রমের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে সহসা তদীয় বলবাহনের মনে অকারণে দীন ভাবের আবির্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রতিকূল হইয়া প্রবাহিত ও আকাশে

নিবিড় মেঘাবলী সমুত্থিত হওয়ায় সে দিন নিতান্ত দুর্দ্দিন হইয়া উঠিল। এবং অকস্মাৎ কুরঙ্গকুল আকুলস্বরে চীৎকার করিয়া নিশাচরকুলের যেন অনিবার্য্য বিপদই সূচনা করিতে লাগিল। রাক্ষসপ্রবীর অকম্পনের চিত্ত তাদৃশ অতুল্য উৎসাহরসে অভিষিক্ত থাকিলেও, সে দিন যেন নিষ্কারণে শুষ্কপ্রায়, তদীয় হৃৎপিণ্ড অকাণ্ডে বিকম্পিত, বাম নয়ন স্পন্দিত ও তাদৃশ বীররস-পরিষ্কৃত মুখবর্ণও সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু অকম্পন এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইল না, প্রত্যুত ক্রমেই অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে মত্ত বারণবৎ বলিষ্ঠ বানরী সেনা প্রভুকার্য্য সাধনার্থ আত্মরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ও অতিবিশাল পাদপরাজি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাসাহসে ক্রমশঃ বিপক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইল। উভয় পক্ষই বিপক্ষের অপক্ষপাতী, সুতরাং পরস্পরের বিনাশে পরস্পরের চিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক হওয়ায়, রণপিপাসায় উভয় পক্ষই অসীম কোপভরে সন্নিহিত হইল। ঐ সময়ে সেনাদলের পাদোদ্ধত ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া দিক্ বিদিক্ একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। সৈন্যগণের দৃষ্টিপথ সর্ব্বথা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। কি হস্ত্যশ্বরথপদাতি, কি ধ্বজপতাকা, কি আয়ুধজাল, কি যোদ্ধৃগণের রূপ, কিছুই আর নয়নগোচর হয় না।

কেবলমাত্র পরস্পরের অভিমুখে প্রধাবিত উভয় পক্ষের অতুল্য বীরদর্পমিশ্রিত গর্ব্বিত ধ্বনিই তৎকালে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে ধূলি-পটলে চারি দিক্ এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, যে অন্ধকারে আত্মপর-বিচারে অক্ষম হইয়া যোদ্ধৃবর্গেরা পরিশেষে আপন আপন সৈনাদিগকেই প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর ক্রমে রুধিরধারায় ধরাতল পঙ্কিল ও চারি দিক্ প্রসন্ন হইলে, সৈনিক পুরুষেরা আত্মপর-বিচারে সক্ষম হইয়া মহাবেগে পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভীমবল বানরগণ স্ব স্ব পরিঘাকার বাহু দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দন্তাঘাতে রাক্ষসকুলের প্রাণ সংহার, রাক্ষসেরাও ক্রোধান্ধ হইয়া শাণিত অসিলতা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বহুসংখ্য বানরকুলের প্রাণ নাশ করিতে আরম্ভ করিল, এবং অতুল্যবিক্রম সেনাপতি অকম্পন পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া, প্রহারোদ্যত ঐ সমস্ত ভীমপরাক্রম রাক্ষসী সেনাদিগকে সাতিশয় হর্ষিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল। এদিকে রণপণ্ডিত বানর-বর্গেরা বাহুবলে বিপক্ষের অস্ত্রজাল নিবারণ পূর্ব্বক শিলা প্রহারে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর মৈন্দ, অনলতুল্য তেজস্বী মহাবল নল ও কুমুদ এই তিন বানরপ্রবীর ক্রোধান্বিত হইয়া মহাবেগে সমরস্থলে আগমন পূর্ব্বক দ্রুমাঘাতে সহস্র সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন,

এবং তদ্দর্শনে অকম্পন অপরাপর প্রবল নিশাচরদিগকে আদেশ করিলে, তাহারাও নানাবিধ অস্ত্রে অরাতিকুলের মর্ম্মস্থান ব্যথিত করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রাক্ষসপ্রবীর অকম্পন অরাতিকুলের তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গর্ব্বিত বাক্যে সারথিকে কহিল, অহে সারথি। তুমি সেনাপতি অকম্পনের সারথি হইয়া সমরে শত্রুকৃত এতই পরাভব দেখিতেছ? ঐ দেখ, বানরেরা প্রকৃত বীর অদর্শনে সামান্য কুলগর্ব্বেও যেন সমধিক গর্ব্বিত হইয়া দুর্ব্বল রাক্ষসদিগকে একে একে প্রায় সকলকেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব তুমি যত শীঘ্র পার, ঐ স্থানে রথ লইয়া চল। দেখিব, আজ অকম্পনের সমরচাতুর্য্যে ক্ষুদ্র কপিকুলের কোমল হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত হয় কি না। এই বলিয়া মহাবীর রণলালসায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল; এবং তদীয় আদেশমাত্রে সারথি তদভিমুখে রথ চালনা করিলে, দূর হইতেই নানাবিধ ভীষণ শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে শরজালে দশ দিক সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। বানরেরা ঐ সমস্ত শর-

নিকরে নিপীড়িত হইয়া তৎকালে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, সেই দিকেই শরজাল, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। নিশাচর কোন্ সময়ে শরাসনে শরসন্ধান ও কখনই বা মোচন করিতেছে, কিছুই স্থিরতর করিতে পারিল না; দেখিল, মহাবীর কেবল অনবরত শরাসন আকর্ণ আকর্ষণই করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সায়ক সমূহে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। নিশাচর ক্রমেই অধিকতর ক্রোধের সহিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। বানরেরা সেই সকল দারুণ শরাঘাতে আহত হইবামাত্র বিমোহিত ও তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট, কেহ ভূতলে বিলুণ্ঠিত, ব্রণাঘাতে কাহারও মুখ হইতে রুধিরধারা বহির্গত, কাহারও প্রাণ ওষ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ কেহ বিদীর্ণদেহ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এবং অবশিষ্ট বানরেরা এই রূপ ভয়াবহ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যুদ্ধ করিবে কি, সম্মুখে অবস্থান করিতেও কেহ সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা তৎকালে শরপাত ভয়ে সভয়ে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর পবনকুমার অকম্পনের বাণে বানরেরা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছে, দেখিয়া ক্রোধে যেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জ্ঞাতি বর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোপারুণ লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যেন নিশাচরকে দগ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন। বানরেরা

তৎকালে পবনকুমারকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার বলে যেন দ্বিগুণতর বলবান্ ও সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল। এদিকে মহাবীর অকম্পন অপার ক্রোধের সহিত হনূমানের প্রতি যুগপৎ সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু পবনাত্মজ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত বিকট কটাক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্রোধাকুল কেশরীর ন্যায় অকুতোভয়ে বিপক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে ধরাতল যেন টল মল ও তদীয় তেজঃপ্রদীপ্ত প্রচণ্ড মূর্ত্তি, যেন আহূত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। অনন্তর মারুতকুমার স্বীয় হস্ত অস্ত্রশূন্য জানিয়া ভ্রূক্ষেপ মাত্র এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ বজ্র-পাণি যেমন নমুচি দৈত্যের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, মহাবেগে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে অকম্পন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক শর দ্বারা উহা আকাশ মার্গেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মারুতকুমার নিজের প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া অসীম ক্রোধে অপর এক প্রকাণ্ড অশ্বকর্ণদ্রুম উৎপাটন পূর্ব্বক অনবরত ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পাদবিক্ষেপে বসুধাতল যেন বিদারিত ও বৃক্ষঘূর্ণন-বেগে উভয় পার্শ্বস্থিত পাদপরাজি ছিন্ন ভিন্ন এবং সেই বিঘূ-

র্ণিত পাদপের আঘাতে বিপক্ষের তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতিদল, সমুদায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর অকম্পন হনূমান্‌কে অভিমুখে আপতিত দেখিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক শরাসনে যুগপৎ শতাধিক শর-সন্ধান করিয়া, পরে নারাচ, শূল, শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। তৎকালে তাঁহার প্রকাণ্ড কলেবর বহুসংখ্য শরে প্রবিদ্ধ হওয়ায়, তরুরাজি-বিরাজিত অতিবিশাল শৈলখণ্ডের ন্যায় এবং ক্ষতমুখ-বিনির্গত রুধিরধারায় পুষ্পিত পলাস তরু অথবা বিধূম পাবকের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু পবনকুমার তথাপি কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া, অপর এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিলেন, যে অকম্পন সেই দ্রুমাঘাতেই আহত ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ভূমিকম্প সময়ে পাদপরাজি যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে. সহসা অকম্পনকে অবনীতলে পতিত দেখিয়া তৎসহাগত নিশাচরেরাও তদ্রূপ কম্পমান হইতে লাগিল এবং সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রের সহিত সমরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহ হইয়া তৎক্ষণাৎ লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল; কিন্তু রণদুর্ম্মদ বানরেরা ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তথাপি “মার মার” শব্দে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর ধাবমান হইল। ঐ সময়ে

নিরাশ্রয় নিশাচরকুল এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যে “অগ্রে আমিই পুরীপ্রবেশ করিব” বলিয়া প্রাণ ভয়ে সকলেই ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াই তাহারা তৎকালে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা এই রূপে রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, বানরেরা বিজয়মহোৎসবে প্রফুল্ল ও পরস্পর সম্মীলিত হইয়া তৎকালোচিত সমাদরে মারুতকুমারের সেবা করিতে লাগিল; এবং যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক আলিঙ্গনাদি দ্বারা তৎকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া, অকুতোভয়ে ও উচ্চৈঃস্বরে বিজয়সূচক হর্ষ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ভগবান্ নারায়ণ পাঁচ সহস্র বৎসর যাবৎ বাহুযুদ্ধ ও তদন্তে মধু কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বিনাশ করিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া, আজ হনূমান্ও তদ্রূপ বীরশোভায় বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। অন্তরীক্ষচর সাধু পুরুষেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ এবং কপিরাজ সুগ্রীব, বিভীষণ ও আর্য্য দাশরথি আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া স্বয়ং তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

এখানে দূতমুখে অমিতবিক্রম অকম্পনের অসম্ভাবিত মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পাপ দশকণ্ঠ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। ঐ সময়ে চিন্তাজ্বরে তদীয় সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত ও আয়ত বিংশতি নেত্র ক্রোধভরে তপ্ত অঙ্গারবৎ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাবণ মুহূর্ত্ত কাল নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ইতি-কর্ত্তব্যতার বিষয় ভাবিয়া, পরে মন্ত্রিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; অমাত্যগণ! দেখ, সামান্য নর বানরের যে এতাদৃশ সংগ্রামনৈপুণ্য, এত অধিক পরাক্রম ও এতই বিক্রম, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। নরে এবং রাক্ষসে পূর্ব্ব হইতে খাদ্য খাদক সম্বন্ধই প্রসিদ্ধ, সম্প্রতি কালপ্রভাবে সেই খাদ্যই কি খাদক হইয়া উপস্থিত হইল? যাহা হউক, সচিবগণ! তুচ্ছ নরবানর হইতে যদিচ আমাদের বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই, তথাচ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, আর যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে পুরীর ব্যূহ সকল একবার মনোযোগ পূর্ব্বক দেখাও উচিত। এই বলিয়া রাক্ষস-রাজ সেই রাক্ষসরক্ষিতা পতাকামালিনী নিজ রাজধানী লঙ্কানগরীর চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বহির্গত হইল; দেখিল অসংখ্য বানরসৈন্য দ্বিতীয় মহাসাগরের

ন্যায় পুরীর চারি দিক্ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে, এবং ক্ষণে ক্ষণে এরূপ ভয়াবহ সিংহনাদ করিতেছে, যে তদ্দ্বারা দিগ্বিভাগ প্রতিধ্বনিত ও জলধি পর্য্যন্তও বিক্ষোভিত হইতেছে।

তদ্দর্শনে দশানন নিতান্ত আকুল হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল; অহো! বিপক্ষেরা আমার রাজধানী অবরোধ করিয়া যখন অবস্থান করিতেছে, তখন কথঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই যে পুরী প্রবেশ করিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ইহাদিগকে সত্বর দূরীকৃত না করিলে আর ভদ্রতা কোথায়? কিন্তু দেখিতেছি, যুদ্ধ ভিন্ন অন্যবিধ উপায়ে ইহারা কোনমতেই অপসারিত হইবার নহে। এই ভাবিয়া, রাক্ষসরাজ প্রহস্ত নামক সেনাপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; সেনাপতি। দেখ' আমি অনেকরূপ ভাবিয়া দেখিলাম, এই ঘোরতর অবরোধ হইতে রাজধানীর উদ্ধার সাধন, যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুতেই সম্পাদিত হইবার নহে। বিপক্ষেরা মন্ত্রণা বলে যেরূপ দুর্ভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিয়াছে, তাহাতে চতুর্থ উপায় ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন বা কোনরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেই যে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সম্প্রতি এই গুরুভার বহন করিতে স্বয়ং আমি, না হয় তুমি, কুম্ভকর্ণ বা নিকুম্ভ অথবা ইন্দ্রবিজয়ী মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। অতএব সেনাপতি! আমার আদেশে আজিকার যুদ্ধে

তুমিই অগ্রসর হও। সমরে তোমার যেরূপ অদ্বিতীয় রণ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, তাহাতে সামান্য নরবানর কেন, স্বয়ং দেবরাজ সমস্ত দেবলোক সহ সমবেত হইয়া বিপক্ষতা করিলেও বিজয়লক্ষ্মী আহরণ করিতে পারিবে না। আর তোমার সহচর সেনাদলের বলবিক্রমও সামান্য নহে, তাহারা বীরদর্পে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া যখন লোমহর্ষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিবে, অতিভীষণ সিংহনাদ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ যখন প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিবে, তখন কি আর রক্ষা থাকিবে? সেনাপতি! ভাল জিজ্ঞাসা করি, মাতঙ্গেরা মত্ত হইলেই কি সিংহের ধ্বনি সহিতে পারে? বানরেরা স্বভাবতঃ চপল ও নিতান্তই দুর্ব্বল, তাহাতে আবার তোমার ন্যায় রণপণ্ডিত, যেন সাক্ষাৎ কালান্তক কৃতান্তসহোদর সাংগ্রামিক বীরকে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিলে, প্রাণভয়ে তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই যে দূরে অপসারিত হইবে, তাহার কি আর অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? অতএব হে যুদ্ধবিশারদ! এইরূপে কপিকুল ভয়ে ব্যাকুল ও পলায়মান হইলে, রাম লক্ষ্মণ তখন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িবে, সুতরাং তৎকালে তুমি মনের সাধে ও নিষ্কণ্টকে বসিয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে পারিবে। আর দেখ, প্রহস্ত! যুদ্ধে জীবন ও মরণ, বীর পুরুষেরা উভয়কেই তুল্য বিবেচনা করিয়া থাকেন; কারণ, জীবনে অর্থাৎ বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিলে, রাজ্যভোগ এবং অপরাঙ্মুখ সমরে মরণেও উৎকৃষ্ট গতি

প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করাই তোমার উচিত হইতেছে। সেনাপতি! আমি তোমার বলবীর্য্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি এবং সমরে অনেকবার তোমার বিজয়লাভও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সুতরাং উপস্থিত সংগ্রামে তুমি যে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ফলতঃ উপস্থিত যুদ্ধে তোমার চিত্ত প্রতিকুল বা অনুকুলই হউক, যাহাতে আমার হিত সাধন হয়, যে রূপেই আমার বৈরনির্য্যাতন হয়, আমার অনুরোধে অথবা আমার আদেশে তাহা তোমাকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিল। দৈত্যগুরু শুক্র সংগ্রামার্থ অসুরেন্দ্রকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন; সেনাপতি প্রহস্তও তৎকালে তদ্রূপ রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল; লঙ্কেশ্বর! ইতি পূর্ব্বে পরিণতমতি বিভীষণ ও পরিণামদর্শী মাল্যবান্ প্রভৃতি বিচক্ষণ লোকেরা আপনার এ পাপমতি সৎপথে আনিবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তখন আমি আর আপনাকে কি উপদেশ দিব। এই স্বর্ণপুরী, এই সমস্ত দেববাঞ্ছিত অতুল্য বৈভব, এই সকল সন্তান সন্ততি,সমুদায় ধ্বংস করিবার জন্য বুদ্ধিদোষে যখন বিবাদ পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন, তখন আর বৃথা হিতাহিত চিন্তা করিয়া কি হইবে? জল নির্গমনের

পর আলি বন্ধন করা কেবল প্রয়াসমাত্র। অতএব উপ-স্থিত সংগ্রামে সম্প্রতি তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। মহারাজ! সত্য বলিতে কি, জানকীর জন্য যে সর্ব্বসংহারক সংগ্রাম উপস্থিত হইবে এবং এই যুদ্ধেই যে রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি; কিন্তু করিলেও অধুনা সমরযাত্রায় আমি কাতরতা প্রকাশ করিতেছি না, কারণ আপনি নানাবিধ দান ও সম্মানাদি দ্বারা আমাদিগকে সৎকার করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া সে ঋণের অবশ্যই পরিশোধ করিব। মহারাজ! আপনার কুশল কামনা না করিয়া, পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব কিছুই রক্ষা করিতে চাহি না, এমন কি, আমি আপনার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু রাক্ষসরাজ! নিশ্চয় জানিবেন, আপনার হিতকামনায় এই উপস্থিত সমরানলে আমি আত্মজীবনকে আহুতি প্রদান করিতেই চলিলাম।

এই বলিয়া রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্ত ক্রোধ-বিরূপীকৃত আরক্ত নেত্র-লাঞ্ছিত সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বীরদর্পে ত্রিলোক যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া পুরস্থিত সেনাধ্যক্ষদিগকে কহিল; অহে বীর পুরুষগণ! আর কি দেখিতেছ? তোমরা এই মুহূর্ত্তেই মদীয় মহতী সেনাদলকে সংগ্রামার্থ সজ্জীত করিয়া আনয়ন কর। আমার এই বিশাল বাহু-নির্ম্মুক্ত, সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরবৎ

সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শত্রুকুল সমরাঙ্গণের শোভা বর্দ্ধন করিবে; অদ্য বনবাসী বানরবর্গের অভিনব মাংস ভোজন ও উত্তপ্ত শোণিতরাশি পান করিয়া পক্ষিকুল যথোচিত তৃপ্তিলাভ করিবে, আজ বসুন্ধরা দেবী শোণিত প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া শোণিতপায়ী শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে এবং লঙ্কানগরীও অদ্য নিরুপদ্রব হইয়া সুস্নিগ্ধ শান্তিরসে আপ্লাবিত হইবে।

এই বলিয়া বীর প্রহস্ত বীরদর্পিত ইতস্ততঃ পাদবিক্ষেপে যেন ধরাতল বিদীর্ণ করিতেই উদ্যত হইল। বলাধ্যক্ষেরা প্রহস্তের বাক্য শ্রবণমাত্র অমনি দ্রুতপদে গিয়া তদীয় নিদেশ ঘোষণা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মত্ত মাতঙ্গবৎ বলিষ্ঠ ভীমদর্শন মহাবীর রাক্ষসকুলে সমগ্রা লঙ্কাপুরী সমাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে প্রয়াণ-মঙ্গলার্থ কেহ কেহ প্রদীপ্ত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার তৃপ্তিসাধন, সংগ্রাম শুভ কামনায় কেহ কেহ ব্রাহ্মণ চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও কেহ কেহ সমরোৎসাহে সমধিক আহ্লাদিত হইয়া মন্ত্রপূত বিবিধ কুসুমমাল্য ধারণ করিতে লাগিল। হবির্গন্ধবাহী সধূম গন্ধবহ চারি দিক্ প্রবাহিত হইয়া তৎকালে তত্রত্য সমস্ত সৈনিক পুরুষের উৎসাহপূর্ণ অন্তঃকরণকে যেন সমধিক উৎসাহিত করিতে লাগিল। নিশাচরেরা হবির্গন্ধবাহী মারুত হিল্লোলে, রণবাদ্যে ও সমরোৎসাহে যেন উন্মত্ত, তাহাদের তৎকালোচিত বীরদর্প-মিশ্রিত সগর্ব্ব পাদ-

বিক্ষেপে ধরাতল যেন টল মল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, বিশ্ববিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণিই বুঝি বিশ্ব-বিনাশার্থ তমোগুণপ্রধান বিবিধ রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ফলতঃ তাহাদের তাৎকালিক লোমহর্ষণ ভাব ভঙ্গী ও ব্যবহারপদ্ধতি দেখিয়া অনুমান হইল, পৃথিবী যেন সর্ব্বথা রসাতল-শায়িনী হইতেই উদ্যত হইয়াছেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসেরা, কেহ কেহ লৌহময় কবচে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ও কেহ কেহ অতিবিশাল শরাসন হস্তে করিয়া নিজ নিজ অতুল্য বীরবিক্রম দেখা-ইবার জন্য প্রথমতঃ রাক্ষসরাজ সন্নিধানে গমন ও তৎপরে বাহিনীপতি প্রহস্তকে বেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে রণসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল। তখন সেনাপতি ভীষণ ভেরী নিনাদ দ্বারা রক্ষোরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া, পর্ব্বত-শিখরারোহী করাল কেশরীর ন্যায় সগর্ব্বে সুবর্ণমণ্ডিত রথে অধিরো-হণ করিল। বিপক্ষকুল-ধূমকেতু সুদক্ষসূত স্বয়ং ঐ রথের সারথি, অমিতবিক্রম অশ্ব ও দিগ্‌গজ নিন্দিত দ্বিরদকুল উহার বাহক ও গমন সময়ে সজল জলদাবলীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদ উহা হইতে সমুত্থিত এবং চতুঃপার্শ্বে শত শত উরগধ্বজ বায়ুসঞ্চালন-সম্ভূত পত পত শব্দে শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপ সুসজ্জিত সুরক্ষিত রথে অধি-রূঢ় ও অসংখ্য সেনাদলে সমাবৃত হইয়া মহাবীর প্রহস্তের নির্গমন সময়ে নিবিড় মেঘধ্বনি-নিন্দিত ভীষণ রণভেরীর

নিনাদে, বাদিত্র নির্ঘোষে ও শঙ্খ দুন্দুভির ধু-ধু শব্দে মেদিনী মণ্ডল যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ রণ-লালসায় যেন উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং নরান্তক, কুম্ভহনূ ও মহানাদ প্রভৃতি মহাকায় তদীয় মন্ত্রিপ্রধান নিশাচরেরাও মহানাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল।

সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদর মহাবীর প্রহস্ত রণপাণ্ডিত্য-বলে এই রূপ ভীষণ ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজধানীর পূর্ব্বদ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে; ইতিমধ্যে সহসা ঘোরতর দুর্নিমিত্ত পরম্পরা নয়নগোচর হইতে লাগিল। অকাণ্ডে রাক্ষস মহিলাকুলের নেত্র হইতে নিরন্তর নীরধারা বহিতে লাগিল। অকস্মাৎ শোণিতপায়ী ও মাংসাশী বিহঙ্গমেরা রথের দক্ষিণ ভাগে মণ্ডলাকার পথে বিচরণ ও উল্কামুখী শিবাগণ দিবাভাগে অশিব রবে চীৎকার পূর্ব্বক মুখ ব্যাদান করিয়া যেন বিধূম পাবকশিখাই উদ্গার করিতে আরম্ভ করিল। অকাণ্ডে অন্তরীক্ষ হইতে ঘন ঘন উল্কা-পাত ও ঝঞ্জাবায়ুতে দিগ্বিভাগ আলুলায়িত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নীল আকাশে সহসা নিবিড় মেঘাবলী সমুত্থিত ও তাহা হইতে গভীর গর্জ্জন-মিশ্রিত অনবরত রক্তবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। গ্রহগণ যেন পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ম্লানবৎ প্রতীয়মান এবং মাংসাশী শকুনি কুল কেতুর ঊর্দ্ধভাগে দক্ষিনাস্যে বসিয়া করুণ স্বরে

উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন করিতে করিতে রাক্ষসকুলের মুখ-শোভা ও ভাবী জয়াশাই যেন হরণ করিতে লাগিল এবং গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী সৈনিক পুরুষদিগের হস্ত হইতে অকারণে অস্ত্রজাত পতিত হইতে লাগিল। নির্গমন কালে নিশাচরকুলের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হইয়াছিল, অধুনা দুর্নিমিত্ত দর্শনে ক্রমশঃ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। এবং সমতল পথেও রথবাহী ঘোটক ও পদাতি দলের পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল।

এদিকে কপিসৈন্যেরা সেই প্রখ্যাত-পৌরুষ প্রহস্ত রাক্ষসকে অসংখ্য রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত ও সমাগত দেখিয়া বীরদর্প-দীর্ঘীকৃত ঘন ঘন পাদবিক্ষেপে তদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বৃক্ষোৎপাটন শব্দে ও আস্পর্দ্ধা-সূচক গর্ব্বিত চীৎকারে চারি দিক্ সর্ব্বথা প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরাও ঘোরতর গর্জন সহ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই পক্ষ-পাতশূন্য ও প্রচণ্ড বেগশালী। পরাক্রম বিষয়ে কোন পক্ষই পরিচ্ছেদ্য নহে। ক্রমে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। বানরেরা রাক্ষসদিগকে ও রাক্ষসেরা বানরদিগকে আস্পর্দ্ধা-সূচক বাক্যে সংগ্রামার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল এবং বিপক্ষের আস্পর্দ্ধা বাক্যে ক্রোধে অধীর হইয়া রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্ত সমস্ত সেনা সহ, অনল-প্রবেশার্থী শলভকুলের ন্যায় সেই অসংখ্য বানর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর রাম সেই রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্তকে বহুসংখ্য রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত ও সংগ্রামার্থ সমুদ্যত দেখিয়া বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহাত্মন্! ঐ যে রথারূঢ় হইয়া এক নিশাচর বীরদর্পে জগৎ যেন তুচ্ছ করিয়াই আগমন করিতেছে, ও কে? উহার বলবিক্রম ও পুরুষকারই বা কি রূপ? বিভীষণ কহিলেন; আর্য্য! আপনি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার নাম প্রহস্ত, রাক্ষসরাজ রাবণের এক জন প্রধান সেনাপতি। নগরী মধ্যে দশাননের যত গুলি সেনা আছে, তাহার তৃতীয়াংশ সেনাদলে সমাবৃত হইয়া রণলালসায় মহাবেগে আগমন করিতেছে। রাজকুমার! ঐ রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্ত সামান্য বীর নহে, সমরক্ষেত্রে উহার অতুল্য বিক্রম নিরীক্ষণ করিলে, ভয়ে কোন্ সাংগ্রামিক পুরুষের হৃদয়ে কম্পজ্বর উপস্থিত না হয়? ভগবান্ ত্রিবিক্রমের যেমন বিক্রম, রণস্থলে উহার বিক্রম ও পরাক্রমও তদ্রূপ অপরিচ্ছেদ্য। এই বলিয়া বিভীষণ একে একে তৎসহাগত সমুদায় সৈনিক পুরুষের পরিচয় প্রদান করিলেন।

এদিকে বানরগণ সেই বহুবল-বেষ্টিত ভীমপরাক্রম রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্তকে অগ্রসর দেখিয়া, অসীম ক্রোধে যেন প্রদীপ্ত পাবকবৎ প্রজ্বলিত হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক তাহার প্রতি প্রধাবিত হইল। তদ্দর্শনে রণপিপাসায় অধীর হইয়া, রাক্ষসেরাও শূল, শক্তি ও সুশাণিত অসিলতা প্রভৃতি অস্ত্র জাত হস্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম। মহাবল বানরেরা অপার ক্রোধের সহিত পুষ্পিত পাদপ ও প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক নিক্ষেপ এবং রণদুর্ম্মদ রাক্ষসেরাও বহুসংখ্য বাণ বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ক্ষত বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ লোমহর্ষণ সময়ে কপিকুল কেহ শূলবিদ্ধ, কেহ পরিঘাস্ত্রে আহত, কেহ পরশুচ্ছিন্ন এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত ও প্রমথিত হইয়া উচ্ছাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। প্রবল অস্ত্রাঘাতে কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ, কাহারও কর, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও পৃষ্ঠ ও কোন কোন বানরের বাহুমুল ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। অপর পক্ষে রাক্ষসেরাও বিশাল শিলাঘাতে ও পাদপ প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ধরাশায়ী হইয়া নিদারুণ মৃত্যুযাতনা উপভোগ করিতে লাগিল। অশণি পাতের ন্যায় অতিভীষণ মুষ্টি প্রহারে অধীর হইয়া শত শত নিশাচরেরা নিয়ত রুধির বমন পূর্ব্বক শমন ভবনে প্রস্থান করিল। প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গাঘাতে, নখাঘাতে, দন্তাঘাতে ও পদা-

যাতে রাক্ষসদিগের মধ্যে কাহারও দশন, কাহারও মুণ্ড ও কাহারও পার্শ্বদেশ চূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই নিদারুণ আঘাতে নিপীড়িত হইয়া কেহ আর্ত্তস্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ গতাসু হইয়া ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক একমাত্র জননীর শোকবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় সেনাদলের আকুল ভাব দেখিয়া, নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ, ও সমুন্নত এই চারি জন প্রহস্তসচিব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে বানরদিগকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মত্ত দ্বিরদবৎ বলিষ্ঠ দ্বিবিদ নামক বানরপ্রবীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিলেন, যে নরান্তক সেই আঘাতেই অধীর ও কিয়ৎকাল বিঘূর্ণিত হইয়া পরিশেষে অন্তকের আবাসেই প্রস্থান করিল। অনন্তর দুর্ম্মুখ নামক রণ-দুর্ম্মদ বানরেরা হাসিতে হাসিতে যেন অনায়াসে এক তালতরু উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহার করিয়া সমুন্নতের তাদৃশ উন্নত শরীর সর্ব্বথা নিষ্পেষিত করিলেন। তৎপরে মহাবীর জাম্ববানের শিলা প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া মহানাদ, মহানাদ পূর্ব্বক রণস্থলে পতিত ও তদন্তে কুম্ভহনু, তার নামক মহাবলপরাক্রান্ত বানরের প্রহারবেগে হতচেতন ও রণশায়ী হইয়া কেবলমাত্র শৃগাল কুকুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

এদিকে রথারূঢ় সেনাপতি প্রহস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে মন্ত্রি-

চতুষ্টয়ের নিধন দর্শনে অতীব রোষাবেশে যুগপৎ শত শত শরবর্ষণ দ্বারা শাখামৃগকুলকে সাতিশয় ব্যাকুল করিতে আরম্ভ করিল। এবং মহাবল বানরেরাও অভূতপূর্ব্ব সমরকার্য্যে দীক্ষিত হওয়ায়, ঐ সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাদল চক্রবৎ পরিভ্রমণে ও বীরগর্ব্ব-মিশ্রিত অতি ভীষণ হুঙ্কারে সর্ব্বথা অপ্রমেয় অর্ণবীয় আবর্ত্তবৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং বহুসংখ্য বানর ও রাক্ষসদিগের মৃত দেহ সমস্ত অব্যবস্থিত ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায়, সমরভূমি তৎকালে, বায়ুবেগাবসানে বনভূমির ন্যায়; রুধির প্রবাহে, বসন্তাগমে পলাস কুসুমাবৃতা মহীর ন্যায়; অথবা সর্ব্বথা নিদাঘান্তে হংসসারস-সমাকুলা নদীর ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। আহত ও নিহত বীরনিচয় ঐ নদীর তীর ভূমি, ভগ্নায়ুধ সমুদায় পাদপরাজি, শোণিত রাশি উহার জল, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি উহার পঙ্ক, বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাত শৈবাল, ছিন্ন মুণ্ড সকল মীন, শকুনিকুল হংসদল, আর্ত্তরব কল্লোলধ্বনি ও মেদরাশিই উহার ফেণরাশির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্রোতস্বতী নদী যেমন সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, এ নদীও তদ্রূপ শমন রূপ ভীষণ সাগরে প্রবাহিত হইতেছে। সন্তরণ-বিহীণ দুর্ব্বল পুরুষের পক্ষে আবর্ত্তবহুলা নদী যেমন দুস্তরা, তদ্রূপ সংগ্রামচাতুর্য্য-পরিশূন্য হীনবল পুরুষেরাও এ নদী পার হইতে পারে না। শরদজোযুক্তা নদীতে অবতরণ করিয়া, দ্বিরদযূথেরা যেমন

পদ্মবন আকুল করে, তদ্রূপ শূর সাংগ্রামিক পুরুষেরাও এই স্রোতস্বতী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া সেনা রূপিণী পদ্মিনীকে বিলোড়িত করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্ত শিক্ষাবলে যুগপৎ শত শত শরনিকরে বানরদিগের প্রাণ নাশ করিতেছে, দেখিয়া অনিলতুল্য বেগবান্ মহাবীর নীল মহাক্রোধে বিপক্ষের প্রতি প্রধাবিত হইলেন, সেনাপতি প্রহস্তও নীলকে পবনোদ্ধূত প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া আস্পর্দ্ধা-সূচক বিবিধ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইল এবং আকর্ণ আকৃষ্ট শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি অণুক্ষণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সরোষ পন্নগদলের ন্যায়, রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্তের বিশাল বাহুনির্ম্মুক্ত হইয়া, শরনিকর নীলের নীলাঞ্জননিভ মহাকায় ভেদ পূর্ব্বক সশব্দে সমরভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কপিবলাধ্যক্ষ মহাবীর্য্য নীল সেই সমস্ত শত শত শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও ভ্রূক্ষেপমাত্র এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক ভীমবেগে বিপক্ষের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে নিশাচর নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া ভীষণ সিংহনাদ পূর্ব্বক বাণোপরিবাণ, বাণে বাণে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে নীল তদীয় বাণ বর্ষণ নিবারণ করিতে অপারগ হইয়া কিয়ৎকাল ঊর্দ্ধমুখে নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন;

শরদাগমে বৃষগণ যেমন জলদ-বিনির্ম্মুক্ত জলধারা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও নিমীলিত নেত্রে অবলীলাক্রমে রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শরজাল সহ্য করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে মহাবীর এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক এরূপ বেগে প্রহার করিলেন, যে সেই আঘাতে প্রহস্তের অশ্ব সকল নিহত ও করস্থিত কার্ম্মুক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল।

তদ্দর্শনে বীর প্রহস্ত এক ভীষণ মুষল ধারণ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। এবং মহাবীর নীলও অভিমুখে আপতিত হইয়া পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; বোধ হইল, কোন দৈবকারণ বশতঃ ধরাতলশায়ী ও বদ্ধবৈর হইয়া দিগ্‌গজদ্বয়ই যেন লোমহর্ষণ সমরচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। উভয়েই সম ভাবে সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে উভয়ের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর ও দেবরাজ বজ্রপাণির ন্যায় উভয়ের বিক্রম অপরিচ্ছেদ্য এবং উভয়ের অন্তরেই বলবতী বিজয়াশা জাগরূক রহিয়াছে; সুতরাং ঐ বদ্ধবৈর বীরদ্বয়ের মধ্যে কেহই প্রতিনিবৃত্ত বা পরাঙ্মুখ হইবার নহে। নিবিড় অরণ্য মধ্যে করাল কেশরীদ্বয় যুদ্ধ করিয়া কাননবিভাগ যেমন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, আজ রাক্ষসপ্রবীর প্রহস্তও অনলতনয় নীল সহ সমরে বহুসংখ্য বানরকুল বিনষ্ট করিয়া, পরিশেষে তাঁহার ললাটদেশে এরূপ ভয়ঙ্কর এক মুষলাঘাত করিল, যে সেই দারুণ

আঘাতে নীলের ললাটদেশ হইতে নিরন্তর শোণিতধারা নির্গত ও সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হওয়ায় তৎকালে সর্ব্বথা গৈরিক দ্রববাহী প্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে মহাবীর নীল কোপাকুল লোচনে যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিয়াই এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে প্রহস্তের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রাক্ষস-প্রবীর তাদৃশ বৃক্ষাঘাতও তৃণাঘাতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, মুষল ধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে কপিবরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক এরূপ বেগে তাহার মস্তকোপরি আঘাত করিলেন, যে সেই দারুণ প্রহারেই প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। নিশাচর তখন বিগতেন্দ্রিয়, বিগতাসু ও ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া সমরভূমির শোভা ও জননীর শোক বর্দ্ধন করিতে লাগিল। নিদাঘান্তে পর্ব্বত হইতে যেমন অজস্র নির্ঝরবারি পতিত হয়, ভগ্নমুণ্ড প্রহস্তের মস্তক হইতেও তদ্রূপ নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

দুর্দান্ত রাক্ষস এইরূপে নিহত ও রণশায়ী হইলে, হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা নিতান্ত ভীত হইয়া শুষ্ক মুখে সমরে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। সেতু-

বন্ধন ভগ্ন হইলে, সলিলরাশি যেমন বেগে বহির্গত হয়, সেনাপতি-নিধনে তৎসহাগত রাক্ষসেরাও তদ্রূপ সমরক্ষেত্রে আর ক্ষণ কালও অবস্থান করিতে পারিল না। অনন্তর নিশাচরেরা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়া এবং রাক্ষসরাজ সমীপে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এবং তৎকালে ভয়ে, মোহে ও বাষ্পে তাহাদের বাক্‌শক্তিও একেবারে রহিত হইয়া গেল।

এদিকে মহাবীর নীল দুর্জ্জয় নিশাচরের প্রাণ সংহার করিয়া জয়লাভে ও নিজ বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া আর্য্য দাশরথি ও পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং সকলে সমবেত ও বিজয় মহোৎসবে প্রফুল্ল হইয়া অনবরত আনন্দ-ধ্বনি ও অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর কিয়ৎ কাল পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, নিশাচরেরা কম্পিত কলেবরে রাজসন্নিধানে কহিতে লাগিল; মহারাজ। দুঃখের কথা আর কি কহিব, সেনাপতি প্রহস্ত, ইতিপূর্ব্বে যাহাঁর সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া, সাক্ষাৎ ত্রিদশনাথের অন্তরেও ত্রাসের উদ্রেক হইত, আজ অনলাত্মজ নীল সহ সমরে তিনিও সমরশায়ী হইয়া রাক্ষসকুলের অনিবার্য্য ও সর্ব্ব-সংহারিণী বিপদ সূচনা করিতেছেন। রাবণ শুনিবামাত্র অতিমাত্র শোকাকুল হইল, কিন্তু করাল কালসূত্রে আকৃষ্ট, সুতরাং তৎপরক্ষণেই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানীস্থ সমস্ত সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিল; সেনাপতিগণ! দেখ, বীর প্রহস্ত যখন আজ রণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তখন বানরদিগকে সামান্য শত্রু বলিয়া আর অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে এবং সামান্য নর বানর বলিয়া নিয়ত অনবধানতাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি আজ স্বয়ংই যুদ্ধযাত্রা করিয়া, বিপক্ষকুল বিনাশ করিব, দেখিব; অদ্য বীর দশানন সহ সমরে, ক্ষুদ্র উৎপাত-

পরম্পরার পর্য্যবসান হয় কি না। অমাত্যগণ! এ বিষয়ে তোমরা কিছুমাত্র বিচার করিও না, সত্বর রণসজ্জায় সজ্জিত হও। এই বলিয়া দশানন ক্রোধে তখন আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ দিব্য বাজিরাজি-বিরাজিত উৎকৃষ্ট রথে অধিরোহণ করিল। তদ্দর্শনে অমনি অসংখ্য শঙ্খ ধ্বনি, বাদিত্রনির্ঘোষ ও শূরগণের শৌর্য্যসূচক সিংহনাদে দিগ্বিভাগ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবং প্রয়াণ-মঙ্গলার্থ চতুর্দ্দিকে স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠান্তে নানাবিধ শুভসাধনোপযোগী দ্রব্যজাত প্রদর্শন করিতে লাগিল। ত্রিপুর-দহন সময়ে ভূতগণ-পরিবেষ্টিত ভগবান্ ভূতপতির যেমন অভূতপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, আজ পিশিতাশনগণের মধ্যগত হইয়া, দুর্দ্দান্ত দশাননও তদ্রূপ বীরশোভায় বিভূষিত হইল এবং রথবেগে দেখিতে দেখিতে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া বিকট কটাক্ষে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাসাগরবৎ অসীম মহাবল বানরসৈন্য অবলোকন করিতে লাগিল।

এদিকে রাক্ষসকুলধূমকেতু বীরকুল-ধুরন্ধর মহাত্মা রাম ঐ সমস্ত রাক্ষসী সেনা দর্শন করিয়া বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন; মহাত্মন্! ঐ সমস্ত বলবতী রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া আজ কোন্ বীর, বীরদর্পে জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া প্রলয়পবনের ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে? তচ্ছ্রবণে বিভীষণ একে একে সকলের পরি

চয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কহিলেন ; আর্য্য ! ঐ সমস্ত রাক্ষসী সেনার মধ্যে ঐ দেখুন, যে বীর নবোদিত অর্ক-মণ্ডলের ন্যায় গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে, যাহার শরীর দ্বিতীয় দ্বিরদের ন্যায় প্রকাণ্ড ও হস্তে সাক্ষাৎ কাল সর্পবৎ সুতীক্ষ্ণ অসিলতা তুলিতেছে, উহার নামও অকম্পন। রণস্থলে উহার অদ্বিতীয় রণপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করিলে, ভয়ে যাহার হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত না হয়, এমন বীর অতিবিরল। আর ঐ সিংহধ্বজ রথের উপরিভাগে যে বীর, মত্ত করীর ন্যায় গর্ব্বিত হইয়া ভীম কার্ম্মুকে অনবরত টঙ্কার প্রদান করিতেছে, উহারই নাম ইন্দ্রজিৎ। দেবপ্রধান পিতামহের বরপ্রভাবে সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে ঐ রাক্ষসপ্রবীরই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। উহার বল বিক্রম ও সংগ্রামচাতুর্য্য বর্ণন করা আপনার নিকট বোধ হয় কেবল দ্বিরুক্তিমাত্র। আর অপর দিকে, যেন দ্বিতীয় মহেন্দ্র পর্ব্বত, যে বীর রথারূঢ় হইয়া প্রকাণ্ড কোদণ্ড একবার বিস্ফারিত করিতেছে, আরবার বিকট কটাক্ষে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষকুল যেন দগ্ধ করিতেই উদ্যত হইতেছে, উহার নাম অতিকায় ; উহার বীরদর্পে কোন্ বীর পুরুষের হৃদয়ে কম্পজ্বর উপস্থিত না হয় ? এবং কোন্ সৈনিক পুরুষের মহিলাই বা অভিনব বৈধব্যবেদনায় ব্যথিত ও নেত্রনীরধারায় নিরন্তর অভিষিক্ত না হয় ? আবার ওদিকে দেখুন, যে বীর নিবিড় মেঘখণ্ডবৎ নীল ও প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গে অধিরোহণ পূর্ব্বক ভাস্কর

গর্জ্জন করিতেছে, যাহার চক্ষুদ্বয় যেন বীররসে পরিপূর্ণ ও তপ্ত অঙ্গারবৎ প্রজ্বলিত হইতেছে, উহার নাম মহোদর। আবার এদিকে যে রাক্ষস, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সুতীক্ষ্ণ পাশহস্তে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অচলরাজের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে, উহার নাম পিশাচ এবং এ পার্শ্বে ত্রিশিরা নামক নিশাচর বিদ্যুৎ-প্রভ শূলাস্ত্র হস্তে শশাঙ্কবৎ শুভ্র মহিষের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া যেন অকুতোভয়ে আগমন করিতেছে। আর্য্য আবার ও পার্শ্বে দেখুন, যাহার শরীর-প্রভা নিবিড় নীরদখণ্ডের ন্যায় নীল ও যাহার বক্ষস্থল শিলাখণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে, এবং করে কার্ম্মুক ও পৃষ্ঠে তূণীরগত শরনিকর শতমুখ উরগের ন্যায় শোভা পাইতেছে, উহার রণপাণ্ডিত্য ত্রিলোক প্রসিদ্ধ, নাম কুম্ভ। আর অপরদিকে অনল-সঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ পরিঘাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের কেতু স্বরূপ হইয়া, যে বীর গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আগমন করিতেছে, উহার নাম নিকুম্ভ। আর্য্য! আর মধ্যস্থলে ঐ যে বীর, পতাকা-পরিশোভিত দিব্য রথে অধিরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বিরাজ করিতেছে, যাহার করে বিমল কোশ-নিষ্কাশিত বীরচিহ্ন অসিলতা ও পৃষ্ঠে তূণীরগত শরনিকর শতমুখ কাল ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যে রাক্ষসপ্রবীর নাগমুখ, অশ্ববদন, উষ্ট্রাস্য, শার্দ্দূলবক্ত্র ও ভীমদর্শন বিবিধ নিশাচরদিগের মধ্যগত হইয়া ভূতগণ-সমাবৃত

সাক্ষাৎ ব্যোমকেশের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে, যাহার কর্ণে কনকময় কুণ্ডল, মস্তকে হীরক-নির্ম্মিত কিরীট ও তদুপরি শতশলাকা-বিরাজিত শশাঙ্ক-নিন্দিত সিতাতপত্র শোভা পাইতেছে এবং আপনার হৃদয়হারিণী আর্য্যা জনকাত্মজারে অপহরণ করিয়া, কি লোকতঃ, কি ধর্ম্মতঃ, নিতান্তই ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, ঐ সেই সুরদর্পহারী সাধু-বিদ্বেষী পাপ দশকণ্ঠ, অধুনা সংগ্রাম লালসায় অসংখ্য রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া আগমন করিতেছে।

এই বলিয়া বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, রাম সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন; বিভীষণ! কি আশ্চর্য্য! এমন ভীষণ রূপ ত কখন নয়ন গোচর করি নাই! দুরাত্মার যেমন প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, আচার পদ্ধতিও তেমনি ভয়প্রদ; বোধ হয়, যেন বিধাতা জগতের সমুদায় পাপরাশির একত্র সমাবেশ করিয়া এই প্রকাণ্ড কলেবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার শরীর যেরূপ তেজস্বী, তাহাতে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অধিক কি, তুলনা করিলে, অনুমান হয়, ভগবান্ মরীচিমালী আদিত্য দেবকেও তিরস্কৃত হইতে হয়। চতুর্দ্দিকে সমস্ত রাক্ষস-প্রবীর বীরদর্পে যেন জগৎ আলুলায়িত করিতেছে, মধ্যে দুর্দ্দান্ত দশানন ক্রোধবিঘূর্ণীকৃত আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতেছে, এরূপ ভয়াবহ ভাব দেখিয়া কাহার চিত্তে অভাবিত ভাবের

উদ্রেক না হয় ? যাহা হউক, মহাত্মন্! আজ আমি দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়া উহার অভিনব শোণিতজলে আমার জানকীহরণসম্ভূত মর্ম্মান্তিক ক্রোধানল অবশ্যই নির্ব্বাপিত করিব।

এই বলিয়া রাম কোপ-বিরূপীকৃত আরক্ত নেত্রে বিপক্ষের প্রতি মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষপাত ও অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দশানন স্বীয় রাজধানীর দ্বার চতুষ্টয়ে, রাজপথে ও গৃহগোপুরে যে সকল বলগর্ব্বিত রাক্ষসকুল নিরাকুল মনে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; অহে নিশাচরগণ! আমি সমস্ত সৈনিক পুরুষে সমাবৃত হইয়া সংগ্রামার্থ নির্গত হইতেছি, ছিদ্রান্বেষী বানরেরা জানিতে পারিলে, হয় ত শূন্যা পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক অনায়াসেই অভীষ্ট সাধন করিয়া যাইবে। অতএব তোমরা সতর্ক হইয়া স্ব স্ব দ্বার রক্ষায় তৎপর হও। এই বলিয়া রাবণ রণদুর্ম্মদ বিশ্বস্ত রাক্ষসদিগকে যথাস্থানে নিয়োগ করিল। নিশাচরেরাও রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিল। তখন রাক্ষসরাজ দশানন বৃহন্মীনসমাকুল মহাসাগরের ন্যায় বানরসাগর বিলোড়িত করিবার জন্য বীরগর্ব্বে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কপিরাজ সুগ্রীব, রাবণকে সহসা অনলসঙ্কাশ শর ও শরাসন হস্তে অভিমুখে ধাবিত দেখিয়া এবং তন্নিবন্ধন রোষারুণ নেত্র বিঘূর্ণিত ও সুপ্রশস্ত ললাটপট্টে

ভ্রূকুটী বন্ধন করিয়া ক্রম বিক্রম বিভূষিত এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক ধাবিত হইয়া উহা অতিবেগে বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে রণ-পণ্ডিত রাবণ যুগপৎ শত শত শর বৃষ্টি করিয়া সুগ্রীব-নিক্ষিপ্ত সমস্ত শৈলশৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং পুনরপি মহাক্রোধে মহাসর্পবৎ বিষাক্ত, অনলপ্রকাশ, অনিলবেগ ও অন্তকনিভ ভীষণ সায়কজাল কোদণ্ডে সংযোজিত করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিল। তখন ঐ সমস্ত ভুজঙ্গভীষণ বাণ রাবণ-বাহুনির্ম্মুক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের-বাহুবিমুক্ত শক্তি যেমন অবলীলাক্রমে ক্রৌঞ্চভেদ করিয়াছিল, তদ্রূপ সুগ্রী-বের তাদৃশ দৃঢ়তর গাত্রও নিমেষমধ্যে ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কপিরাজ সেই দারুণ শর প্রহারে প্রপী-ড়িত ও হতচেতন হইয়া অত্যুচ্চ নিনাদ পূর্ব্বক অমনি নিপতিত হইলেন, তদ্দর্শনে নিশাচরকুলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা তৎকালে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষসম্ভূত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

এখানে গয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, সুষেণ ও নল নীল প্রভৃতি মহাবল বানরেরা অকস্মাৎ কপিরাজকে রণ-শায়ী দেখিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তীব্রবেগে বিপক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু রণচতুর দশানন তাঁহাদিগকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অকুতোভয়ে অজ-

অবিরত শত শত শাণিত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে বাণে বাণে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন, ক্ষণকাল মধ্যে সমরপ্রবৃত্ত সমস্ত কপিকুল বাণাঘাতে একান্ত আকুল ও কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন এবং কেহ কেহ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক অবনীতলে অচৈতন্য দশায় পতিত হইলেন। কিন্তু তথাপি দুরাত্মার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল না। প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে ঘৃত বর্ষণ করিলে, যেমন আর রক্ষা থাকে না; তদ্রূপ প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব করিয়া বলগর্ব্বে তাহারও বীরদর্পের পরিসীমা রহিল না। রণপণ্ডিত ক্রমেই অধিকতর ক্রোধের সহিত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় নৈসর্গিক ভীষণ মূর্ত্তি এরূপ দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল, যে বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিবে কি, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিতেও কেহ সমর্থ হইল না। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে সকল শাখামৃগেরা আতিশয় গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ঐ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া, শশব্যস্তে রাম সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় লইল।

তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়কুল-ধুরন্ধর রাম নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাম করে প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং যুদ্ধার্থ স্বয়ং সমুদ্যত হইয়া ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে যেন রাক্ষসকুল ভস্মসাৎ

করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ অগ্রজকে সমরযাত্রায় অগ্রসর দেখিয়া তৎকালোচিত উৎসাহপূর্ণ বাক্যে করপুটে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনার স্বয়ং সমরোদ্যমের প্রয়োজন কি? দুরাত্মার নিধন সাধনে আমিই যখন সমর্থ, তখন আমাকেই আদেশ করুন, আমি ভ্রূক্ষেপমাত্র রাক্ষসাধমের দর্প চূর্ণ করিয়া আসিব। তখন রাম অনুজের তাদৃশ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন; বৎস! আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর সশস্ত্রে অগ্রসর হও। কিন্তু লক্ষ্মণ! দেখ, তুমি সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা সতর্ক ও যত্নবান্ থাকিবে। নিরন্তর সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসাধমের প্রহারাবসর লক্ষ্য করিবে, স্বীয় ছিদ্রে গোপন করিয়া রাখিবে, এবং আত্মকার্ম্মুক দ্বারা অনুক্ষণ আত্ম রক্ষা করিতে থাকিবে। বৎস! তোমার বীরবিক্রম যদিচ জগতীতলে সুদুঃষহ হউক, রণাঙ্গণে তোমার অতুল্য রণপাণ্ডিত্য দেখিয়া, যদিচ ত্রিদশনাথের অন্তরেও ত্রাসের উদ্রেক হউক, তথাপি রাবণকে সামান্য শত্রু মনে করিয়া সংগ্রামে কদাপি শৈথিল্য প্রকাশ করিও না। দুরাত্মা সামান্য নহে, উহার রণচাতুর্য্যও সাধারণ নহে। ঐ পাপ দশকণ্ঠ কোপবিস্ফারিত আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া যখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, শুনিয়াছি, তখন ত্রিলোকের লোক একত্রিত হইয়াও উহার অদ্ভুত পরাক্রম সহিতে পারে

না। এই জন্যই কহিতেছি, বৎস। সতত সাবধান থাকিয়া বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা করিও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্রজের উপদেশ বাক্য সাদরে গ্রহণ এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার প্রসাদে আপনার লক্ষ্মণ সামান্য নিশাচর সহ সমরে কদাপি কুণ্ঠিত হইবে না। এই বলিয়া বীর বীরদর্পে যেন জগৎ তুচ্ছ করিয়াই সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইলেন।

এদিকে পবনবৎ অপ্রতিহতগতি মারুতকুমার, রাবণকে করিকর-নিন্দিত অতিবিশাল করযুগলে প্রকাণ্ড কোদণ্ড সমুদ্যত ও অনবরত শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া, মহাক্রোধে তাহার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন, এবং স্বীয় অমিতবীর্য্য ভুজদ্বয়ে ঐ সমুদায় শরনিকর নিবারণ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে শত্রু সম্মুখে উপনীত হইয়া দক্ষিণ বাহু উদ্যত করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসাধম রাবণ! দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত সংগ্রামে অবধ্যত্বরূপ বরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তোর হৃদয়ক্ষেত্রে যে একটী অহঙ্কার অঙ্কুরিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য করিতেও তোর পাপ অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হয় না, অশেষ অনর্থের মূল কারণীভূত, তোর সেই অহঙ্কার, বানর হইতে উৎখাত হইবার যে আশঙ্কা আছে, তাহা কি একবারও চিন্তা করিস্ না, কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, ক্ষণকালের জন্যও কি তাহার পরিণাম

ভাবিস্ না। রাবণ! তোকে আর অধিক কি কহিব, নিশ্চয় জানিবি, আমার এই পঞ্চাঙ্গুলি-সমন্বিত দক্ষিণ বাহু তোর পঞ্চভূতময় দেহ বিদীর্ণ না করিয়া আর কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

এই বলিয়া বীর পবনকুমার বিপক্ষের প্রতি বীরদর্প-লাঞ্ছিত কোপ-কটাক্ষ মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্দান্ত দশানন হনুমানের তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্ত নেত্রে কহিতে লাগিল; রে তুচ্ছকুলজাত! তুই সামান্য শাখামৃগ হইয়া মাদৃশ বীরপুরুষের সহ সমরে যেরূপ গর্ব্বের কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি, যদি তাহাই হয়, তোর যদি তাদৃশ ক্ষমতাই থাকে, ক্ষণকাল অবকাশ দিলাম, যাহা ইচ্ছা, যে রূপেই পারিস্, প্রহার কর, কৃতকার্য্য হইলে, তোর অক্ষয় কীর্ত্তিও লাভ হইবে। যদি আমাকে অগ্রে প্রহার করিতে তোর সামর্থ্য থাকে, তবে তোকে পূর্ব্বে বিক্রান্ত জানিয়া, না হয় পরেই বিনাশ করিব। নতুবা তুই সামান্য বানর, বন্যফল মূলমাত্র তোর জীবিকা, তোকে বিনাশ করিয়া, লঙ্কেশ্বরের আর কতই পৌরুষ বাড়িবে। সামান্য শশকের প্রাণসংহার করা সিংহের পক্ষে কেবল বিড়ম্বনামাত্র। তৎশ্রবণে পবনকুমার ক্রোধদীপীকৃত বাক্যে অমনি কহিয়া উঠিলেন; রে হতভাগ্য রাক্ষসাধম! তোর কি কিছুই স্মরণ হয় না? করাল কালপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া তুই কি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায়ই বিস্মৃত হইয়াছিস্। রে মূর্খ! যদি

আমার বল বিক্রমের কিয়দংশও স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়, অক্ষ নামক আত্মজের কথা একবার মনে করিয়া দেখ।

এই বলিয়া হনূমান্ বিরত হইতে না হইতেই রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবেগে তাঁহার বক্ষস্থলে তল প্রহার করিল। মহাবীর মারুতকুমার সেই দারুণ আঘাতে প্রথমতঃ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রাবণের বক্ষস্থলে এরূপ বেগে এক চপেটাঘাত করিলেন, যে ভূমিকম্প সময়ে অচল যেরূপ চঞ্চল ও মহাসাগরের জল যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠে, প্রহার বেগে তৎকালে রাক্ষসও তদ্রূপ বিকম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে রণাঙ্গণে রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া, বানরেরা অপার আনন্দ ভরে হর্ষধ্বনি ও আকাশ বিহারী দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নরপ্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া হনূমান্‌কে ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এখানে নিশাচর সেই দারুণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হনূমান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিল; বানরপ্রবীর! জানিলাম, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু, তোমার সহিত সংগ্রাম করিলে, বোধ হয় আমার রণ পিপাসাও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইবে। হনূমান্ কহিলেন; তাই বটে, আমার সহিত সমরে কেবল রণ পিপাসা কেন, আজ তোর যাবতীয় দৌরাত্ম্যই অপসারিত হইবে। রাক্ষস! আমার বীরত্বের কিছু উল্লেখ

করিয়া তুই যে আমাকে প্রশংসা করিলি, তাহাতে আমার বরং লজ্জাই বোধ হইতেছে; আমার তলতাড়িত হইয়াও যখন তোর বাক্‌শক্তি অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই, তখন আমার বলবিক্রমে ধিক্! রাক্ষস! এক্ষণে অনুরোধ করি, আর একবার আমায় প্রহার কর, তাহা হইলে, আমার এই মুষ্টি তোকে সদ্যই যমসদনে পাঠাইবে। তখন রাবণ বিপক্ষের তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল, এবং ঐ সময়ে তদীয় আরক্ত বিংশতি নেত্রও চক্রের ন্যায় অজস্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রাবণ প্রতিযোদ্ধার উত্তেজনায় তৎকালে দক্ষিণ করে দৃঢ় মুষ্টি উদ্যত করিয়া এরূপ বেগে প্রহার করিল, যে সেই আঘাতে কপিবর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অস্থির হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দশানন স্বীয় বিক্রমে পবনাত্মজকে বিহ্বল দেখিয়া রণপিপাসায় অনলপ্রতিম নীলের অভিমুখে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরোপম শত শত শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহার প্রকাণ্ড কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবীর নীল ঐ সমস্ত শর নিকরে নিপীড়িত হইয়াও ক্ষণমাত্র এক পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর পবনকুমারও কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, রণ পিপাসায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাবণকে নীলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, রে হতভাগ্য

রাক্ষসাধম। অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রতিযোদ্ধার প্রতি বৈরভাব প্রকাশ করা প্রকৃত বীর পুরুষের কার্য্য নহে, কেবল এই জন্যই তুই এতকাল জীবিত রহিয়াছিস্, নতুবা এ বারে আর কিছুতেই রক্ষা ছিল না। এই বলিয়া বীর বীরবিক্রমে যেন জ্বলিতে লাগিলেন। এখানে রণপণ্ডিত রাবণ নীলনিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ শাণিত সাত শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। তদ্দর্শনে অনল-তুল্য তেজস্বী নীল ক্রোধে প্রলয়ানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অবিরত শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি পাদপরাজি উৎপাটন পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। রণচতুর রাবণও প্রতিবাণে প্রতিযোদ্ধার প্রয়াস সমুদায় বিফল করিয়া অনবরত বাণ বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অনলতনয় অমিতবিক্রম নীল বিপক্ষনিক্ষিপ্ত সমস্ত শরপ্রহার অনায়াসে সহ্য ও তৎপরে স্বীয় শরীর নিতান্ত খর্ব্ব করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথধ্বজের অগ্র-ভাগে উৎপতিত হইলেন এবং অকুতোভয়ে তথায় অব-স্থান পূর্ব্বক বিপক্ষের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া মহাহর্ষে উচ্চ-নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে অদূরবর্ত্তী রাম, লক্ষ্মণ ও পবনাত্মজ প্রভৃতি সৈনিক পুরুষেরা তাদৃশ হ্রস্ব-কায় নীলকে কখন রথধ্বজে, কখন কোদণ্ডাগ্রে ও কখন কখন রাবণের শিরস্থিত কিরীটে উপবিষ্ট এবং ঐ সময়ে দশাননকেও বিস্ময়াবেশে, বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র অন্বেষণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময় রসে আপ্লা-

বিত হইলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বানরেরাও অপার আহ্লাদে অনবরত অট্টহাস্য ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এবং তৎকালে বিপক্ষকুলের তাদৃশ চিৎকার শব্দে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া রাবণও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

অনন্তর দুর্দ্দান্ত দশানন কিয়ৎকাল পরে সেই ভুবন-বিজয়ী আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্বজস্থিত নীলের প্রতি ঊর্দ্ধ নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল; রে হতভাগ্য বন্য পশু! মায়া বলে খর্ব্বকায় হইয়া অকুতোভয়ে এতই আনন্দ প্রকাশ করিতেছিস্, আত্ম রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া মূঢ়ের ন্যায় কি ভাবিতেছিস্? করাল কাল, মুখব্যাদান করিয়া যে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে, তাহা কি দেখিয়াও দেখিতেছিস্ না; অথবা তুই সামান্য আরণ্য পশু, তোর সহিত বাগাড়ম্বর করা মাদৃশ বীর পুরুষের কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমার এই শেষ বক্তব্য, যদি তোর ক্ষমতা থাকে, রাবণের হস্ত হইতে এক্ষণে আত্মরক্ষা কর্। নিশ্চয় জানিবি, স্বীয় পরাক্রমোচিত কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করিলেও, আমার এই অব্যর্থ অস্ত্র তোকে অবশ্যই কালের করাল কবলে পাতিত করিবে। এই বলিয়া বীর সেই অমিত বীর্য্য আগ্নেয়াস্ত্র সংযোজিত করিয়া এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিল, যে নীল সেই ভীষণ শরাঘাতে মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত ও এরূপ অধীর হইয়া দহ্যমান কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন, যে কেবলমাত্র পাবকাত্মজ ও অসাধারণ তেজস্বী বলিয়াই তৎকালে মৃত্যুযাতনা উপভোগ করি-

লেন না। তখন রণদুর্ম্মদ রাবণ অনলতনয়কে অচেতন অবস্থায় অবনীতলে শয়ান দেখিয়া অপার আহ্লাদে অনবরত কোদণ্ড আস্ফালন করিতে লাগিল এবং বীর-দর্পে সমস্ত কপিকুলকে আকুল করিয়া অব্যাহত প্রভাবে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল।

তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহি-লেন, রাবণ! বন্য বানরদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে, প্রকৃত বীর বলিয়া যখন আত্ম-গৌরব করিয়া থাক, তখন প্রকৃত বীর সহ সমরে অগ্রসর হওয়াই তোমার উচিত। এই বলিয়া বীর অবিরত স্বীয় অপ্রমেয় শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসরাজ লক্ষ্মণের তাদৃশ শ্রবণবিদারণ জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে বীরদর্পে সম্মুখীন দেখিয়া ক্রোধ-ভরে কহিল; লক্ষ্মণ! আজ আমার বড়ই শুভাদৃষ্ট, যে তুমি আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইলে। তোমার অভিনব শোণিতরাশি পান করিয়া, আমি আজ রণপিপাসা পরি-তৃপ্ত করিব, শরনিকর অবকাশ পাইবে, এবং প্রকৃত বীর পুরুষের হস্তে পড়িয়া, আজ তুমিও যমলোক দর্শন করিবে। এই বলিয়া দশানন উপান্তে অসীম বীরদর্প প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মহাবল লক্ষ্মণ বিপক্ষের তাদৃশ আত্মগৌরব-গুম্ফিত বচনজাত শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, রে পাষণ্ড! তুই প্রকৃত বীর হইলে, এতাদৃশ শ্লাঘনীয় বাক্য তোর মুখ হইতে কদাপি

বহির্গত হইত না। তুই নিতান্ত পামর ও যার পর নাই গর্ব্বিত; তাহা না হইলে, বৃথা এত আত্মগৌরব প্রকাশ করিবি কেন? বল্ দেখি, আমি তোর কি না জানি? বল, বীর্য্য, প্রতাপ, পরাক্রম, তোর কিছুই ত আমার অজ্ঞাত নাই। তুই যে পাপাত্মার অগ্রগণ্য, নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তিই যে তোর অবলম্বন, তাহাই বা কে না জানে? তবে আর অনর্থক এত আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ কেন? আমি এই সংহিত শরে সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, সামর্থ্য থাকে, অগ্রসর হ। এই বলিয়া বীর স্বীয় বিশাল শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক অনবরত টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে রাবণের হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রোধানল এরূপ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল, যে উহার উত্তাপে নিতান্ত তাপিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ শত শত শাণিত শর সংযোজিত করিয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রণপণ্ডিত লক্ষ্মণও সুতীক্ষ্ণ সায়কজালে তন্মুহূর্ত্তেই তদীয় সমুদায় প্রয়াস বিফল করিয়া ফেলিলেন। তখন স্বপ্রযুক্ত শরনিকর ছিন্ন ভিন্ন ও ছিন্নভোগ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল, দেখিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত সুমিত্রাতনয়ের প্রতি পুনর্ব্বার অজস্র বাণ বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সংগ্রাম-বিশারদ লক্ষ্মণ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া ক্রমাগত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বর্ষণ দ্বারা তদীয় সমস্ত শরজাল

ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন দশানন বাণবর্ষণ বিষয়ে প্রতিযোদ্ধার তাদৃশী হস্তলঘুতা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও নিজ শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরজাল ব্যর্থ হওয়ায় অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া খরতর অপরাপর শর সমুদায় তূণীর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এদিকে লক্ষ্মণও বিপক্ষের প্রাণ বিনাশার্থ অবিরত সায়ক জাল বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর নিশাচর নিতান্ত ভীষণ নিশিত শরসমূহে বিপক্ষের সায়কনিচয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কালাগ্নি সমপ্রভ স্বয়ম্ভুদত্ত ভীম শর গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের ললাট দেশে এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিল, যে সেই বাণাঘাতে সুমিত্রাকুমার একেবারে জ্ঞান-শূন্য ও একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক একশরে দশাননের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিশেষে ভুজঙ্গবৎ অতিভীষণ শরত্রয়ের আঘাতে রাক্ষসকে একেবারে বিচেতন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দুরাত্মা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে, কিয়ৎকাল পরেই সংজ্ঞালাভ; দুর্দ্দান্ত, তাদৃশী মর্ম্মান্তিক যাতনাকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, পুনর্ব্বার স্বায়ম্ভুবশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে প্রতিযোদ্ধার প্রতি নিক্ষেপ করিল। তখন পুরুষোত্তম ঐ শক্তি প্রবল বেগে আসিতেছে দেখিয়া, উহা ছেদন করিবার প্রত্যাশায় নানা প্রকার শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ স্বয়ম্ভুদত্ত

শক্তি কিছুতেই ছিন্ন বা নিবৃত্ত না হইয়া, অতিবেগে তাঁহার বক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন সুমিত্রানন্দন অসীমশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, সেই অনন্তশক্তি, শক্তি অস্ত্রে আহত ও চেতনাশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এবং ঐ সময়ে তাঁহার প্রকাণ্ড কলেবর নির্ব্বাণোন্মুখী পাবকের ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

তখন পাপ দশকণ্ঠ লক্ষ্মণের তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল ;—অহো ! এই লক্ষ্মণ একবার বীর ইন্দ্রজিতের শরজালে বদ্ধ ও এইরূপ অচেতনাবস্থায় অবনীতলে পতিত হইয়াও যখন পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছে, তখন ইহাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা হইবে না। এক্ষণে এমনি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে ; যাহাতে দুরাত্মা আর কোন রূপেই পুনরুজ্জীবিত হইতে না পারে। আবার ভাবিল, আর অন্য উপায় কি ; এক্ষণে ক্ষত্রিয়াধম অচেতন অবস্থায় আছে, অতএব এই সময়ে উহাকে ধৃত করিয়া গভীর সাগরে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে, কেবল লক্ষ্মণ কেন, উহার শোকে, অশেষ অনর্থের কারণীভূত সেই কুলাঙ্গার রামও অসহায় হইয়া সমরে প্রাণ ত্যাগ করিবে।

দুরাত্মা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সবেগে সুমিত্রানন্দনের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে উত্তোলন করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যে রাবণ বলে

করিলে, বাহুবলে অমরগণ সহ হিমাচল, মন্দরাচল, বা সুমেরু পর্ব্বতকেও অবলীলাক্রমে উত্তোলন অথবা ত্রিলোক উদ্ধরণ করিতেও সমর্থ, সেই রাবণ আজ লক্ষ্মণের কলেবর উত্তোলন করিতে যে সমর্থ হইল না, তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে; কারণ, মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই ব্রাহ্মী শক্তি দ্বারা আহত হইলেও, ধরাতলে শয়ন করিয়া, তৎকালে একান্তচিত্তে পর ব্রহ্মের চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং তৎপ্রভাবে তাঁহার কলেবরের এতাদৃশী গুরুতা জন্মিয়াছিল, যে তাদৃশ বলদর্পিত রাবণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও, কেবল উত্তোলনে কেন, পরিচালনেও সমর্থ হইল না।

এখানে প্রবল পরাক্রান্ত পবনকুমার মহাত্মা লক্ষ্মণের তাদৃশী কাতরতা দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া মহাবেগে রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং তাহার বক্ষস্থলে এরূপ বেগে মুষ্টি প্রহার করিলেন, যে দুরাত্মা সেই আঘাতেই সর্ব্বথা বিচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল এবং ঐ সময়ে দারুণ প্রহারবেগে তদীয় আস্যবিবর, নেত্র ও কর্ণকুহর হইতে নিরন্তর রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত বানর, অন্তরীক্ষচর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ ও ইন্দ্রাদি দেবতারা সেই ভীমপরাক্রম দুর্দ্দান্ত দশকণ্ঠকে রথোপকণ্ঠে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পবনাত্মজকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর মারুতাত্মজ দশরথাত্মজকে শরাঘাতে নিতান্ত আকুল ও অবনীতলে শয়ান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বায় অমিতবীর্য্য বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রামসমীপে লইয়া গেলেন। তৎকালে কপিবরের দৃঢ়তর ভক্তি ও অতুল্য সুহৃদ্ভাব প্রভাবে পুরুষোত্তমের তাদৃশ গুরুতর কলেবর শত্রুপক্ষের অকম্পনীয় হইলেও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুখাবহ হইয়া উঠিল। এবং লক্ষ্মণ রাম সমীপে সমাগত হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়গত শক্তিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রয়োক্তার সন্নিধানে উপনাত হইল। তখন পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ ক্ষণকাল মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার তাদৃশী বেদনারও অবসান হইয়া গেল। এখানে রাবণও কিয়ৎকাল পরে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, নিশিত শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মহাসমরে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রঘুপ্রবীর রাম, বহুসংখ্য বানরী সেনা রণশায়ী হইয়াছে দেখিয়া, প্রচণ্ডবেগে রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মারুতকুমার তাঁহার সন্নিহিত হইয়া করপুটে কহিলেন; প্রভো! দুরাত্মা রথারূঢ় হইয়া রণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আপনার পদব্রজে গমন আমি কদাপি দেখিতে পারিব না; অতএব ভগবান্ নারায়ণ যেমন গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া অমরবৈরির প্রতিগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া, দুষ্টস্বভ দশাননকে শাসন করিতে যাত্রা করুন।

এই বলিয়া হনূমান্ পৃষ্ঠাসন সজ্জিত করিয়া উপান্তে দণ্ডায়মান হইলে পুরুষোত্তম কিঞ্চিৎ হাস্য পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে অধিরোহণ করিয়াই সমরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এবং মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে যেন চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন; রে রাক্ষসাধম! এই আমি করাল কালস্বরূপ হইয়া তোর সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। ক্ষণকাল অবস্থান কর্; তুই যে রূপ গর্হিতাচরণ করিয়াছিস্, আমার প্রাণপ্রতিম জানকীরে নিতান্ত জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যেরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিয়াছিস্, তাহার পরিণাম তোকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! হলাহল বিষ পান করিয়াও কি কেহ জীবিত থাকিতে পারে! কালকূট পানান্তে স্থানান্তরিত হইয়াও কি কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে! অধিক কি, রাবণ! তুই যেরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্ তাহাতে সাক্ষাৎ শূলপাণির শরণাপন্ন হইলেও অথবা গভীর সাগরমধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেও, আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবি না। তুই যখন শক্তি অস্ত্রে আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে প্রহার করিয়াছিস্ এবং সেই কারণ আমিও যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বয়ং সংগ্রামক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি, তখন আমার কোপানলে তোকে সবংশে অবশ্যই ভস্মসাৎ হইতে হইবে।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া অনবরত কোদণ্ডে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

দুর্দান্ত দশানন তাঁহার তাদৃশ কোপদ্দীপন বাক্য কর্ণ-গোচর করিয়া, এবং মহাবল হনূমান্ অসাধারণ বীরগর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহারে বহন করিতেছে, দেখিয়া, পূর্ব্বকথা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কালানল শিখোপম শত শত শর জাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বীরকুল-চূড়ামণি দশরথাত্মজ, দশাননের শরাঘাতে পবনাত্ম-জের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত ব্রণাঙ্কিত হইয়াছে, দেখিয়া অপার ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কাল-ভুজঙ্গবৎ অতিভীষণ শরজালে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষের চক্র, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, সারথি ও অশনিতুল্য শূল,শক্তি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সহ প্রকাণ্ড সাংগ্রামিক রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অশনি প্রহারে পর্ব্বত ভেদ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনিও তদ্রূপ দশাননের বিশাল বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ফেলি-লেন। রাবণ সেই রামশরে বিদীর্ণবক্ষ ও তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া উচ্চতর নিনাদ পূর্ব্বক অচৈতন্য দশায় ধরা-তলে পতিত হইল। তখন আর্য্য দাশরথি তাহারে তাদৃশী অবস্থায় অবনীতলে পতিত দেখিয়া আর বাণ নিক্ষেপ করিলেন না, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক শর সন্ধান পূর্ব্বক দুরাত্মার শিরস্থিত কনকময় কিরীট কর্ত্তন করিয়া ফেলি-লেন। এবং তাহাকে নির্ব্বিষ বিষধরের ন্যায়, অথবা মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী, ও তদীয় রাজোচিত মস্তক তৎকালে কিরীটশূন্য অবলোকন করিয়া

করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন; রাক্ষসরাজ! তুমি বিস্তর গর্হিত কার্য্য এবং অগণ্য মহৎ কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছ, আর আমার শর প্রভাবে তোমার বিস্তর পুরুষকারও বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এই জন্য সম্প্রতি তোমাকে আর মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলাম না। আমি অভয় প্রদান করিতেছি, তুমি এক্ষণে স্বীয় রাজ-ধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক সমস্ত রজনী বিশ্রামসুখ অনু-ভব কর, বন্ধু বান্ধবের সহিত এ জন্মের মত একবার দেখা কর, এবং অন্তিম সময়ে পরলোক মঙ্গলার্থ যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও বিধান কর, পরে আবার ধনুর্ব্বাণ সহ রথারূঢ় হইয়া যখন যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইবে, আমার বলবিক্রম তখনই প্রত্যক্ষ করিও।

তখন রাক্ষসরাজ, ইতিপূর্ব্বে যাহার ক্রোধবিজৃম্ভিত প্রতাপবলে ত্রিলোকের যাবতীয় সত্ত্বই পরাভব বেদনায় ব্যথিত হইত, সেই রাবণ সম্প্রতি রামের অব্যর্থ শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত, হৃতদর্প, হর্ষশূন্য হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি সমুদায় সাংগ্রামিক উপকরণবিনহী ও পরিশেষে অভূতপূর্ব্ব কিরীটশূন্য হইয়া ম্লানমুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই দেব দানব-শত্রু দুর্দ্দান্ত দশানন সংগ্রামে পরাভূত ও প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রঘুপ্রবীর রাম সমরস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, আশ্বাস বাক্যে সমস্ত বানর-কুলের ব্যথা বিদূরিত করিলেন। রাক্ষসরাজের তাদৃশী

অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দশা দর্শনে, তৎকালে অন্তরীক্ষচর দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যাবতীয় ভূচর খেচর, দশ দিক্ ও মহাসাগরও যেণ প্রসন্ন ও হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়

অনন্তর দুর্দ্দান্ত দশকণ্ঠ স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ ও রামের সেই অব্যর্থ শর সন্ধানের কথা মনে করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল, সিংহ দর্শনে মাতঙ্গের ন্যায় ও গরুড় দর্শনে পন্নগের ন্যায়, রামদর্শনে তৎকালে তাহার চিত্ত অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এবং সেই সমস্ত ভুজঙ্গ ভীষণ বিদ্যুৎপ্রকাশ রামশরজাল স্মৃতি-পথে সমুদিত হওয়ায় তাহার মন প্রাণ নিতান্ত বিচলিত হইয়া গেল। দুরাত্মা ঐ সময়ে ভগ্ন মনোরথে স্বর্ণাসনে উপবেশন করিয়া সমীপস্থ রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, নিশাচরগণ! আমি যে সমস্ত দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলাম, আজ সামান্য মনুষ্য সহ সংগ্রামে পরাভূত হওয়ায়, তাহা সর্ব্বথা নিরর্থক জ্ঞান হইতেছে। হায়! আমি স্বীয় পরাক্রমে দেবরাজ পুরন্দরকেও পরাজয় করিয়া, যখন আজ তুচ্ছ মনুষ্যের নিকট পরাভূত হইলাম,

তখন আমার তাদৃশ ঘোরতর তপশ্চরণেই বা কি ফল হইল ? হায় ! আমি বরগ্রহণ সময়ে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পন্নগ প্রভৃতি সমুদায়েরই অবধ্যত্ব রূপ বর প্রর্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে ঘৃণা করিয়া তুচ্ছ নর বানরের কথা যে মনেও করিয়াছিলাম না। রাক্ষসগণ ! এ কি তাহারই পরিণাম ? সেই জন্যই কি আমি সামান্য নর বানরের নিকট এক্ষণে পরাভূত হইলাম ? হায় ! পূর্ব্বকালে ইক্ষাকুবংশীয় মহারাজ অনরণ্য আমার প্রতি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অভিসম্পাত প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ; রে রাক্ষসাধম ! আমার এই পবিত্র বংশে মহীপাল দশরথের ঔরসে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোকে সবংশে কালসদনে প্রেরণ করিবেন। নিশাচরগণ ! বুঝিলাম, এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্যই সার্থক হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি পুরাকালে কেশাকর্ষণ করিয়া দেবী বেদবতী কর্ত্তৃক যে অভিশপ্ত হইয়াছিলাম ; জানিলাম, সম্প্রতি তিনিই বুঝি, জনকাত্মজা সীতারূপে আভির্ভূতা হইয়া নিজ অব্যর্থ বাক্য সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মন্ত্রিগণ ! পূর্ব্বকালে বরুণকন্যা উমা, নন্দীশ্বর ও রম্ভা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, অধুনা তাহাই কি উপস্থিত হইল। তাঁহারা তপঃপ্রভাবশালী, সুতরাং তাঁহাদের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। মন্ত্রিগণ ! একদা আমি বলগর্ব্বে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া বানরমূর্ত্তি নন্দীশ্বরকে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম,

তৎকালে তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অভিসম্পাত প্রসঙ্গে আমাকে কহিয়াছিলেন ; রে বলগর্ব্বিত রাক্ষসাধম ! আমার বানর মুর্ত্তি দেখিয়া যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিলি, তেমনি আমার ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য বানর তোর বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিবে। আমার অবজ্ঞার পরিণাম তখনই তুই বুঝিতে পারিবি। নিশাচর গণ! আর রম্ভার নিমিত্ত নলকূবরও আমাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ; রে হতভাগ্য মুর্খ! তুই যখন কামার্ত্ত হইয়া এই কামিনীরে বিষাদনীরে ভাসাইলি, তখন কালে তোর এই মস্তক নিশ্চয় সপ্তধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এবং তৎপরে বরুণ কন্যার কারণও আমি ব্রহ্মশাপে আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব হে বিচক্ষণ নিশাচরগণ! এক্ষণে তোমরা আমার এই সমস্ত ভয়কারণ অবগত হইয়া যাহাতে ভয় ভঞ্জন হয়, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহারই কোন সতুপায় উদ্ভাবন কর। এক্ষণে ভীষণাকৃতি নিশচরেরা রাজধানী রক্ষার্থ গোপুরের উপরিভাগে সাবধানে অবস্থান করুক।

এই বলিয়া দশানন আবার কহিল, অহে রাক্ষসগণ! দেখ, আমার রাজধানীর মধ্যে যাহারা রণদুর্ম্মদ, একে একে প্রায় সকলেই রণশায়ী হইয়া অভাবিত মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছে, আমিও এক রূপ পরাজিতই হইয়াছি, এক্ষণে এমন বীর আর কে আছে, যে সংগ্রামে সেই নরাধমের প্রাণ সংহার করে। অতএব এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া

তোমরা সত্বর সেই অপ্রতিম গাম্ভীর্য্য দেবদানব-দর্পহারী ব্রহ্মশাপাভিভূত বীর কুম্ভকর্ণকেই জাগরিত কর। এ সময় তিনিই যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত পাত্র। তিনি ভিন্ন, উপস্থিত সংগ্রামে বিজয়মহোৎসব অনুভব করিতে পারে, এমন আর কাহাকেও দেখি না। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, কেহ কেহ দ্বাররক্ষায় যত্নবান্ হও, কেহ কেহ প্রাকারে অধিরোহণ কর এবং অপর কেহ কেহ সেই নিদ্রাভিভূত বীর কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে থাক। সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ কামমোহিত হইয়া বহুকাল যাবৎ নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, তাহার বল বীক্রম ত্রিলোকীতলে যেরূপ বিখ্যাত, আমার বোধ হয়, উপস্থিত সংগ্রামের তিনিই উপযুক্ত পাত্র। অতএব এখন গ্রাম্য সুখে রত হইয়া এ ভাবে তাঁহার নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাক্ষসগণ। সেই অসামান্য পরাক্রমশালী ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে, বোধ হয়, আমার অভিনব পরাভব অবশ্যই অপনীত হইবে। এমন ঘোরতর ব্যসনেও যদি ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ না হইয়া আমার সহায়তা না করেন, তবে তাহার সহিত ভ্রাতৃভাব রাখিয়া আর কি হইবে?

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, পিশাচেরা প্রভুবাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রুতপাদ বিক্ষেপে কুম্ভকর্ণ-নিকেতনে প্রস্থান করিল। গমনকালে

তাহারা কেহ কেহ তাহার উপভোগের নিমিত্ত গন্ধ, কেহ কেহ সুবাসিত কুসুমমাল্য ও কেহ কেহ প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া চলিল। অনন্তর ক্রমে তাহারা সেই প্রকাণ্ডমূর্ত্তি রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণের পুষ্পমাল্য সমলঙ্কৃত সুপ্রশস্ত দ্বারবতী রমণীয়া পুরীমধ্যে যেমন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, অমনি তাহার প্রচণ্ড নিশ্বাস বাতে আহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। তৎপরে সেই সমস্ত রাক্ষসেরা অতিকষ্টে ও প্রযত্নাতিশয় সহকারে সেই কুম্ভকর্ণাধিষ্ঠিত কনকশোভিত কুট্টিমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেই ভীমপরাক্রম ভীষণাকৃতি মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকীর্ণ পর্ব্বতখণ্ডের ন্যায় শয়ান রহিয়াছে। তাহার লোমরাজি অতি বৃহৎ কণ্টকের ন্যায় উদ্গত হইয়া শোভা পাইতেছে। এবং নিশ্বাস বায়ু পাদদলিত ভুজঙ্গনিশ্বাসের ন্যায় ভীষণ বোধ হইতেছে। তাহার নাসিকারন্ধ্রদ্বয় গহ্বরের ন্যায় ও বিকৃত জৃম্ভিত আস্যবিবর পাতালতলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্ব শরীর হইতে সর্ব্বদা মেদ ও শোণিতের দুর্গন্ধ বিনির্গত হইতেছে। এবং সেই সুপ্রশস্ত কাঞ্চনাঙ্গদধারী বীর কুম্ভকর্ণের মস্তকস্থিত কনকময় কিরীট হইতে নিরন্তর প্রভাকরের ন্যায় প্রভাজাল প্রকাশ পাইতেছে। অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের তৃপ্তিসাধনার্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ, মৃগ ও বরাহ প্রভৃতি ভূতনিচয়, অদ্ভুত অন্নরাশি, ভূরি ভূরি শোণিত কুম্ভ ও বিবিধ মাংসস্তূপ সঞ্চয় করিয়া রাখিল এবং

তাহার শরীরের পরার্দ্ধে অনুলেপন লেপন পূর্ব্বক পরম যত্নে সুগন্ধি গন্ধমাল্য প্রদান করিল। এবং তৎপরে সেই সুবিস্তীর্ণ গৃহমধ্যে সুগন্ধি ধূপ নিচয় প্রজ্বালিত করিয়া স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক জলদগম্ভীর স্বরে নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উচ্চতর সিংহনাদে পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড কলেবর সঞ্চালিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং তৎ-পরে তাহারা তাহার নিদ্রাভঙ্গার্থ যুগপৎ সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী ও পণব সমুদায় বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সুদীর্ঘ নিনাদে তৎকালে গগণতলোদ্গত খেচরগণ সহসা চমকিত হইয়া অমনি অধঃপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ, মুদ্গর, মুষল ও শূল সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার বিশাল বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল এবং অপর কেহ কেহ অশণিপাতবৎ অতিভীষণ মুষ্টি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নিদ্রাভিভুত কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। অনন্তর তাহারা কটিতটে দৃঢ়তর কটি-বন্ধ বন্ধন পূর্ব্বক যুগপৎ বহুসংখ্য মৃদঙ্গ, পণব, শঙ্খ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভ সকল বাদন এবং মুখে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। একেবারে দশ সহস্র রাক্ষস বিবিধ কৌশলে সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ ভীম-কলেবর বীর কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন পূর্ব্বক জাগরিত করি-বার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহারণ্যে রোদনবৎ

তাহাদের এত প্রযত্ন, এত প্রয়াস সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া যাইতে লাগিল। দুরাত্মার কিছুতেই উদ্বোধ হইল না। নিশাচরেরা ক্রমে পরিশ্রান্ত; কিন্তু প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া তথাপি তাহারা ক্ষান্ত হইল না, পুনর্ব্বার গুরুতর অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ, অশ্ব ও উষ্ট্র সমুদায় গৃহ মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক প্রবলবেগে কশাঘাত ও অঙ্কুশ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমস্ত জন্তু তৎকালে তাদৃশ ভীম প্রহারে ব্যথিত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের উপরিভাগে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে অপর নিশাচরেরাও আবার মহাবেগে ভেরী,দুন্দুভি, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিকর বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কোন কোন রাক্ষস ঐ অবসরে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ, মুষল ও মুদ্গর দ্বারা মহাবেগে তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আহত করিতে এবং অপর কেহ কেহ তাহার কর্ণকুহরে স্ব স্ব মুখ বিন্যস্ত করিয়া উচ্চতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই সেই তুমুল কোলাহলে সমগ্রা লঙ্কাপুরী সর্ব্বথা পরিপূর্ণ, পর্ব্বত সকল পরিচালিত ও মহাসাগর পর্য্যন্তও সহসা বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তদ্দর্শনে নিশাচরেরা পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র কাঞ্চনময়ী ভেরী যুগপৎ বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। পুনর্ব্বার পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন পরস্পরার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে পারিল না। রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ শাপপ্রভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, এজন্য রাক্ষসেরা এতাদৃশ যত্ন করিয়াও তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না।

অনন্তর নিশাচরেরা এত যত্নে ও এত প্রয়াসেও আপনাদিগকে অকৃতার্থ জানিয়া, পরিশেষে অপরিসীম রোষভরে যেন দ্বিতীয় কালানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং কুম্ভকর্ণের প্রবোধনার্থ বিধিমতে পুনঃরপি স্ব স্ব অনন্যসুলভ পরাক্রম প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে কেহ কেহ ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ মহাবেগে তাহার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল এবং অপর কেহ কেহ শত শত জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের বিশাল কর্ণকুহরে ও সুগভীর নাসিকারন্ধ্রে জল সেক করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে কোন কোন ভীমবল নিশাচর কূট মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের শিরে, বক্ষস্থলে ও সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেগে আঘাত করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুদৃঢ় রজ্জু বন্ধন দ্বারা তাহাঁর সর্ব্ব শরীর বন্ধন করিয়া প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। এদিকে রাক্ষসেরাও দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক আদিষ্ট; প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রযত্ন ব্যর্থ হইবামাত্র তৎপরক্ষণেই তাহারা আবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর এই রূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, পরিশেষে যখন যুগপৎ সহস্র সহস্র মত্ত হস্তী তাহার সেইপ্রকাণ্ড কলেবরের উপরিভাগে প্রধাবিত হইতে লাগিল, তখন রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ কথঞ্চিৎ স্পর্শানুভব করিয়া বহু ক্ষণের পর কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা যুগপৎ বহুসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ ও ক্রম বিক্রমের আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমুদায় ক্রম বিক্রমের আঘাতে তৎকালে নিশাচরের নিঃশেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ, বহুকালের পর নিদ্রাবসানে ক্ষুধা ও ভয়ে নিপীড়িত হইয়া জৃম্ভমান বদনে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় মুখকুহর পাতালতলের ন্যায় অথবা অত্যুচ্চ শরীরোপরি প্রতিষ্ঠিত সেই মুখমণ্ডল শৃঙ্গাগ্রোপরি সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে যেমন বলবতী বাত্যাবলী নিস্সৃত হয়, নিদ্রাবসানে কুম্ভকর্ণের মুখবিবর হইতেও তদ্রূপ নিশ্বাসমারুত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। যুগান্তকালের করালাকৃতি কাল যেমন সর্ব্বভূতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, নিদ্রান্তে কুম্ভকর্ণও তদ্রূপ চতুর্দ্দিকে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে তদীয় প্রদীপ্ত পাবকবৎ সমুজ্জ্বল সুদীর্ঘ নেত্রদ্বয় তেজোময় মহাগ্রহযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিশাচরেরা প্রভুভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও মহিষ বরাহ

প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিল। ক্ষুধাতুর রাক্ষস দর্শনমাত্র তৎসমুদায় ক্ষণকাল মধ্যে ভক্ষণ করিয়া পরে পিপাসাশান্তির জন্য শত শত শোণিতপূর্ণ কুম্ভ এক নিশ্বাসেই শূন্য করিয়া ফেলিল এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রসাস্বাদন পূর্ব্বক মেদ ও মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর নিশাচরেরা মনে মনে বীর কুম্ভকর্ণকে পরিতৃপ্ত জানিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইল। তখন নিদ্রাবিশদনেত্র নিশাচর কুম্ভকর্ণ চারি দিকে অলস নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; রাক্ষসগণ! তোমরা আজ কি জন্য এত যত্ন করিয়া অকালে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে? কেমন, রাক্ষসরাজ লঙ্কেশ্বর ত কুশলে আছেন? রাজধানীর ত কোন রূপ অমঙ্গল সংঘটিত হয় নাই? নিশাচরগণ! তোমরা আজ যখন নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে, তখন বোধ হয়, কোন শত্রু পক্ষ হইতে কোন রূপ অত্যাহিত সংঘটিত হইয়া থাকিবে। যহা হউক, নিশাচরগণ। আমি যখন জাগরিত-হইয়াছি, তখন আর চিন্তা নাই। অদ্য বীর কুম্ভকর্ণের প্রতাপানলে রাক্ষসরাজের রাজনগরীর সমস্ত উৎপাত ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। অদ্য মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদীর্ণ ও অনলদেবও শান্ত হইয়া পড়িবে। এবং ভয়শূন্য হইয়া আজ হইতে তোমরাও নিষ্কণ্টকে পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিবে। অতএব তোমরা এখনি নির্ভয়

চিত্তে বল, আজ কি কারণে আমাকে প্রবোধিত করিলে, বোধ হইতেছে, তোমরা অল্প কারণে আজ আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর নাই।

এই বলিয়া বীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধারুণ লোচনে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন যূপাক্ষ নামক রাজসচিব কুম্ভকর্ণের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল; বীর! আমরা তুচ্ছ কারণে আপনাকে জাগরিত করি নাই, ইহার কোন মহৎ কারণ আছে, কহিতেছি, শ্রবণ করুন; রাক্ষস-প্রবীর। সামান্য নর বানর, ইতি পূর্ব্বে আমরা ঘৃণা করিয়া যাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতাম না, অধুনা তাহা-দের দৌরাত্ম্যে নগরীমধ্যে যাদৃশ বিষম ভয় উপস্থিত হই-য়াছে, বলিতে কি, দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর হইতেও তাদৃশ ভয় কদাচ উপস্থিত হয় নাই। বীর! দুঃখের কথা আর কি কহিব, ইতিপূর্ব্বে যে নগরী, সাক্ষাৎ বজ্রপাণি পুরন্দরেরও অগম্যা ছিল, সম্প্রতি সেই দুষ্প্র-বেশা পুরী পর্ব্বতাকার বানরগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া যেন অভিনব পরাভবই প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে একমাত্র বানর অপার জলধি এক লম্ফে পার হইয়া এই স্বর্ণময়ী পুরী দগ্ধ ও কুমার অক্ষের প্রাণ সংহার করিয়া বিজয় লক্ষ্মীর সহিত প্রস্থান করিয়াছে এবং সম্প্রতি অপার সাগরে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক রাম সমস্ত বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া লঙ্কা পুরী সর্ব্বথা অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছে। বীর! আমরা অধিক আর কি কহিব, দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও

কিন্নরেরাও যাঁহাকে কখন পরাভব করিতে পারে নাই, সেই অতুল্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ সম্প্রতি রণস্থলে সামান্য মনুষ্য রাম কর্ত্তৃক পরাভূত ও পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখের পরাকাষ্ঠাই যেন প্রকাশ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি জাগরিত হইলেন, যাহা কর্ত্তব্য, ত্বরায় প্রতিবিধান করুন।

এই বলিয়া যূপাক্ষ বিরত হইলে, কুম্ভকর্ণ তদীয় মুখে তাদৃশ অভিনব পরাভবের কথা কর্ণগোচর করিয়া ঘূর্ণিতাক্ষে যেন চারি দিক্ বিঘূর্ণিত করিয়াই কহিতে লাগিল; অমাত্য! ছি ছি! সামান্য নর বানর হইতে এতই বিড়ম্বনা! এতই পরাভব! শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। যূপাক্ষ! আমি রাক্ষসরাজের সহিত আর অগ্রে সাক্ষাৎ করিব না। আমি অগ্রে সমস্ত কপিসৈন্যের প্রাণ সংহার করিব, রণক্ষেত্রে রাম লক্ষ্মণকে পরাভব করিব, এবং পশ্চাৎ বিজয়লক্ষ্মীরে ক্রোড়ে করিয়াই একেবারে লঙ্কাপতির সন্নিধানে উপনীত হইব। অদ্য আমি অরাতিকুলের অভিনব শোণিত মাংসে নিশাচরকুলের তর্পণ করিব এবং অদ্য রাজনগরীও রাম লক্ষ্মণের রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়া যেন হাস্য করিতেই থাকিবে। রাক্ষসবীর! আর চিন্তা করিও না, অদ্য আমার হস্তে শত্রুকুল অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

তখন রাক্ষসমুখ্য মহোদর কুম্ভকর্ণের মুখে তাদৃশ গর্ব্ব-দোষদূষিত বচনজাত শ্রবণ করিয়া কহিল, বীর! আপনি

অগ্রে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গুণ দোষের বিচার পূর্ব্বক শত্রুজয়ে অগ্রসর হউন। রাম সামান্য শত্রু নহেন, তৎসহাগত সেনা দলও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করাই বীরপুরুষের কর্ত্তব্য। চপলতা কেবল অনর্থের মূল, তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্টই ঘটিয়াথাকে। অতএব হে মহাবাহো! আমার মতে এরূপ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। আপনি পূর্ব্বে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিপক্ষের বলাবল অবগত হউন, সংগ্রামের উপযুক্ত হইলে, না হয় তখনই অগ্রসর হইবেন। তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ নীতিকুশল মহোদরের তাদৃশ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণে রাক্ষসগণে সমাবৃত হইয়া রাক্ষসরাজের সন্নিধানে অগ্রে গমন করাই কর্ত্তব্য বোধ করিল।

এদিকে অন্যান্য নিশাচরেরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অগ্রেই রাক্ষসরাজসন্নিধানে আসিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি তথা হইতে অগ্রে যুদ্ধযাত্রাই করিবেন; না, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিবেন? যেরূপ অভিরুচি হয়, ত্বরায় ব্যক্ত করুন। তৎশ্রবণে লঙ্কেশ্বর পরম আহ্লাদে কহিল; অহে নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে কুম্ভকর্ণের সকাশে গমন কর এবং তাহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া আমার সমীপে আনয়ন কর। তখন নিশাচরেরা রাজাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ত্বরা-

ন্বিত হইয়া কুম্ভকর্ণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক রাজনিদেশ নিবেদন করিয়া কহিল; রাক্ষসপ্রবীর! মহারাজ আপনার সহিত অগ্রে সাক্ষাৎ করিতেই অভিলাষ করিয়াছেন, অতএব আপনি পূর্ব্বে তাঁহার সন্নিধানেই গমন করুন।

এই বলিয়া নিশাচরেরা উপান্তে দণ্ডায়মান হইলে, বীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালন ও স্নান করিয়া মহা-আমোদে পুষ্টিকর মদ্যপানে ত্বরান্বিত হইলেন। তদ্দর্শনে অপরাপর রাক্ষসেরা সাদরে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও নানাবিধ সুপেয় মদ্য আনয়ন পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ সেই সমস্ত রাক্ষসানীত দুই সহস্র কলস সুরা অবলীলাক্রমে যেন এক নিশ্বাসেই পান করিয়া ঈষৎ মত্ত, হৃষ্ট ও অপরিসীম তেজোবলে সমন্বিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদরের ন্যায় ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে অভিলাষী হইল। ঐ সময়ে তদীয় অসাধারণ বীরদর্পমিশ্রিত পাদবিক্ষেপে ক্ষিতিতল সর্ব্বথা বিকম্পিত ও সূর্য্যপ্রভানিন্দিত তদীয় দেহপ্রভায় তৎকালে রাজপথ সম্যক্ বিকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে বীর কুম্ভকর্ণকে ভ্রাতৃভবনে গমনোদ্যত দেখিয়া, বোধ হইল, ভগবান্ স্বয়ম্ভুই যেন স্বয়ং সুররাজভবনে গমন করিতেছেন।

ঐদিকে রাজনগরীর বহিঃস্থিত বানরী সেনা দূর হইতে সহসা সেই শত্রুনিসূদন নিশাচরপ্রবীর কুম্ভকর্ণের পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দলপতির সহিত

নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে বানরেরা কেহ কেহ প্রাণভয়ে ও দীনবদনে দীনশরণ দাশরথির শরণাপন্ন, কেহ কেহ ভয়ে বিকম্পিত হইয়া ধরাতলে পতিত ও অপর কেহ কেহ যৎপরোনাস্তি ত্রস্ত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এবং অন্যান্য কপিকুল সেই সূর্য্যসমতেজস্বী প্রকাণ্ডকলেবর ভীষণাকৃতি কিরীটী কুম্ভকর্ণের নিতান্ত লোমহর্ষণ রূপ দর্শনে মনে মনে সাতিশয় ভয়াকুল ও সর্ব্বথা জ্ঞানশূন্য হইয়া ভয়দীর্ঘীকৃত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। খেচর বিহঙ্গমকুল সহসা সেই ভীমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ত্রাসে অমনি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা সেই সুমেরুশিখরবৎ সমুন্নত ও সমুদ্ধত রাক্ষসকে জাগরিত দেখিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাবণবধ সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দ্বিতীয় জঙ্গম শৈলের ন্যায় সেই রাক্ষসপ্রবীরকে শার্দ্দূলবৎ মন্থর পাদবিক্ষেপে রাজমার্গে গমন করিতে দেখিয়া নিশাচরেরা অমনি আহ্লাদরসে আপ্লাবিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তৎকালে কাহার চিত্তে যে কিরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতর ছিল না।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

তখন বীরকুলচূড়ামণি মহাতেজস্বী রাম, পূর্ব্বকালে দেব-প্রধান ভগবান্ ত্রিবিক্রম যেমন স্ববিক্রমে স্বর্গ,মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক ব্যাপিয়া স্বীয় কলেবর বিস্তার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসপ্রধান কিরীটী কুম্ভকর্ণকেও গগণব্যাপী ও পর্ব্বতাকার ভীষণ কলেবর ধারণ করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে অমনি স্বীয় অব্যর্থ শর ও শরাসন গ্রহণে যত্নবান্ হই-লেন। কিন্তু সেনাদল সেই কাঞ্চনাঙ্গদ-শোভিত ও বিদ্যুদ্দাম সমলঙ্কৃত সজল জলদখণ্ডের ন্যায় তদীয় ভীম কলেবর দর্শনে ভয়ে সর্ব্বথা জড়ীভূত হইয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেই প্রবৃত্ত হইল। তখন বিচক্ষণ রাম স্বীয় সেনাদলকে নিতান্ত বিমোহিত, বিদ্রুত ও বিপক্ষ রাক্ষসকে অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবেশে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন; মহাত্মন্! ঐ যে প্রকাণ্ডকলেবর যেন গমনশীল সুমেরুর ন্যায় এক রাক্ষস-প্রবীর বীরদর্পে যেন জগৎ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াই সগর্ব্বে গমন করিতেছে, ও কে? উহাকে দেখিয়া, ঐ দেখ আমা-দের সেনাদল সকলেই নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলা-য়ন করিতেছে। কি আর্য্যশ্চ! বর্ষাকালে সমীরণ সহযোগে সজল জলদখণ্ড যেমন দেখিতে দেখিতে অতি প্রকাণ্ড

হইয়া উঠে, দেখিতেছি, ঐ বীরও তেমনি নিজ কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। বিভীষণ! ত্বরায় বল, ঐ বীর কি রাক্ষস? না অন্য কোন অদ্ভুতযোনিসম্ভূত? ইতি পূর্ব্বে আমি এরূপ বিকটদর্শন বীর পুরুষ ত কদাপি নেত্রগোচর করি নাই।

এই বলিয়া রাম একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে দণ্ডায়মান হইলে, রাক্ষসপ্রবীর বিচক্ষণ বিভীষণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! যাহার সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া, স্বয়ং বৈবস্বত ও সবজ্র বজ্রধরও পরপরাভবরূপ পরম বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিলেন, ঐ সেই প্রতাপবান্ রাক্ষস, উহার নাম কুম্ভকর্ণ ও ভগবান্ বিশ্বশ্রবার বংশসম্ভূত। প্রভো! উহার বলবীর্য্য ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ, পরাক্রম দুরাক্রমণীয় ও রণপাণ্ডিত্য ও সামান্য নহে। কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ উহার রণচাতুর্য্য ও সাক্ষাৎ কৃতান্ত তুল্য ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া সকলকেই সহস্রবার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে। আর্য্য! ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য ইতি পূর্ব্বে দেবতারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে উহাকে একরূপ করাল কালের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপই অবধারণ করিয়া সর্ব্বদা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ রাক্ষস স্বভাবতই অন্যান্য নিশাচর হইতে অধিকতর তেজস্বী ও সমধিক

বলবান্ ; বিশেষ দেবদত্ত বরপ্রভাবে উহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রভো। এই দুরাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুসংখ্য জীব জন্তুকে ভক্ষণ করিয়াছিল,তদ্দর্শনে দেব দানবেরা প্রাণভয়ে ভীত ও একত্র মিলিত হইয়া দেবরাজ বজ্রপাণির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন, সুররাজ সুরগণের মুখে তাদৃশ লোমহর্ষণ কথা কর্ণগোচর করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় নিশিত অশণি দ্বারা উহাকে ভয়ঙ্কর এক আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভো! তাঁহার বজ্রাঘাতে দুরাত্মার দৌরাত্ম্য পরম্পরার কিছুমাত্র অবসান হইল না। জ্বলন্ত অনল মধ্যে জলকণা প্রক্ষেপ করিলে, যেমন বিপরীত ফল সম্পাদিত হয়, মহেন্দ্রের বজ্রাঘাতও তদ্রূপ অনর্থের কারণ হইয়া উঠিল। দুরাত্মা সেই অশণি প্রহারে আহত হইবামাত্র কোপভরে এরূপ ভয়ঙ্কর এক চীৎকার করিয়া উঠিল, যে তৎশ্রবণে জীব জন্তুগণ পুনর্ব্বার অধিকতর সন্ত্রস্ত ও যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তদনন্তর ঐ রাক্ষসপ্রবীর ক্রোধে অধীর হইয়া নক্ষত্রবেগে গমন পূর্ব্বক ঐরাবতের পৃষ্ঠদেশ হইতে ভগবান্ মহেন্দ্রকে অবলীলাক্রমে পাতিত ও দন্ত দ্বারা তদীয় বক্ষস্থল একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। তখন দেবরাজ কুম্ভকর্ণের তাদৃশ বিষম আঘাত-জনিত রুধির প্রবাহে রক্তাক্তদেহ ও নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া দেব, দানব, ব্রহ্মর্ষি ও প্রজালোক সহ ভগবান্ সর্ব্বলোক পিতা-

সহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন এবং প্রজাভক্ষণ, আশ্রমোৎপীড়ন, দেবগণের প্রতি উপদ্রব ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উহার যাবতীয় দৌরাত্ম্য পরম্পরা বর্ণন করিয়া নিতান্ত করুণ বাক্যে কহিলেন, বিধাতঃ! ঐ পাপমতি নিশাচর যদি নিত্য নিত্য এইরূপ প্রজাক্ষয় করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বলুন দেখি, আপনার সৃষ্টি কি আর রক্ষা পাইবে? পিতামহ! যদি আপনার এই সমুদায় ভূতগণের জীবন রক্ষায় অভিলাষ থাকে, ত্বরায় ইহার প্রতিবিধান করুন, নচেৎ আর রক্ষা নাই।

এই বলিয়া মহেন্দ্র উপান্তে দণ্ডায়মান হইলে, ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহ তদীয় তাদৃশ করুণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সমস্ত রাক্ষসদিগকে আহ্বান করিলেন; স্মরণ মাত্র স্বয়ং কুম্ভকর্ণ এবং অন্যান্য নিশাচরেরা তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত হইল। তখন ভগবান্ কমলযোনি সেই রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণের তাদৃশী ভীম মূর্ত্তি দর্শনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া রোষাবেশে অভিসম্পাত প্রসঙ্গে কহিলেন; রে রাক্ষসাধম! তোর দৌরাত্ম্য পরম্পরার কথা কর্ণগোচর করিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুই কেবল প্রজাক্ষয় করিবার জন্যই পৌলস্ত্যবংশে আবির্ভূত হইয়াছিস, অতএব আমি তোকে অভিসম্পাত করিতেছি, তুই আজ হইতে মহানিদ্রায় অভিভূত ভূতনিচয়ের ন্যায় নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়া থাকিবি।

প্রভো! সেই সর্ব্বলোকবিধাতা ভগবান্ কমলাসন শরণাপন্ন সুরগণের ও যাবতীয় ভূতনিচয়ের মঙ্গল বিধান জন্য এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র, দুরাত্মা অব্যর্থ ব্রহ্মশাপে অমনি নিদ্রায় অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ দশকণ্ঠ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সসম্ভ্রমে স্বয়ম্ভু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল; ভগবন্! অত্যুন্নত কাঞ্চনতরু আজ কালপ্রভাবে অল্প কালে নিপতিত হইল। দৈববলে আজ যেন ইন্দ্র-ধ্বজ অবনীতলশায়ী হইল। ভগবন্! এই বীর কুম্ভকর্ণ আপনার নপ্তা, উহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া এরূপ নিদারুণ অভিসম্পাত করা ভবাদৃশ সর্ব্বভূত-সমদর্শী মহানুভবের কদাপি উচিত নহে, অতএব প্রার্থনা করি, কৃপা করিয়া, ইহার গত্যন্তর বিধান করুন; আপনার বাক্য কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে, সত্য, কুম্ভকর্ণ নিশ্চয় নিরন্তর নিদ্রিতই থাকিবে; কিন্তু আমার এইমাত্র প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার শয়ন ও জাগরণের কোন নিয়মিত কাল অব-ধারণ করিয়া দেন। তখন ভগবান্ প্রজাপতি লঙ্কাপতির তাদৃশ আর্ত্তনাদমিশ্রিত বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া কহি-লেন; রাক্ষসরাজ! আমি তোমার বাক্যে প্রীত হইলাম; কিন্তু আমার মুখ হইতে যে বাক্য বহির্গত হইয়াছে, তাহা আর কদাপি ব্যর্থ হইবে না, তবে এই মাত্র অনুগ্রহ করিলাম, যে কুম্ভকর্ণ ক্রমাগত ছয় মাসকাল নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া এক দিবস জাগরিত হইবে

এবং নিদ্রাবসানে বুভুক্ষিত হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ ও প্রজা সকলকে অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিতে থাকিবে। এই বলিয়া পিতামহ তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

আর্য্য। ঐ সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত বীর কুম্ভকর্ণ, সম্প্রতি দশানন কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া দ্রুতপদে স্বীয় শিবির হইতে বহির্গমন করিতেছে। প্রভো। আমাদের বানরী সেনা উহাকে দেখিয়াই এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; হইতেও পারে, কারণ উহাকে নিবারণ করা বানরের সাধ্য নহে। অতএব আপনি এক্ষণে বানরদিগের নিকট ইহাই ব্যক্ত করুন; যে উহা আর কিছুই নহে, নগরীমধ্যে যে উন্নত একরূপ দেখিতেছ, উহা রাক্ষসী মায়াসম্ভূত একটী সমুন্নত যন্ত্রমাত্র। প্রভো। তাহা হইলে হয়ত বানরেরা সর্ব্বথা নির্ভয় ও পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অবস্থান করিবে।

তখন বিচক্ষণ রাম বিনীত বিভীষণের তাদৃশী হেতুগর্ভ কথা কর্ণগোচর করিয়া কপিকুলকে তত্তৎ কথায় আশ্বস্ত করিলেন এবং সেনাপতি নীলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; কপিবর। তবে এক্ষণে তুমি যথাবিধি ব্যূহ বিন্যাস পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার নিরোধার্থ নিযুক্ত হও, আর বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ, দ্রুম, বিদ্রুম ও শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া অপরাপর শাখামৃগেরা নির্ভয়ে তোমার সমীপে অবস্থান করুক।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, নীতিকুশল নীল তদীয়

নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথাবৎ বানরসৈন্য সকল শাসন করিলেন। পরে গবাক্ষ, অঙ্গদ, শরভ ও হনূমান্ এই চারি জন কপিপ্রবীর অতিবিশাল পর্ব্বত গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং পরিশেষে অন্যান্য শাখামৃগেরা প্রভুবাক্য শ্রবণে নির্ভয় হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রকাণ্ড পাদপপ্রহারে লঙ্কা পুরীর পরিসর-রক্ষিণী রাক্ষসী সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই শৈলাগ্রবর্ত্তিনী লঙ্কার চতুর্দ্দিকে বানরী সেনাদিগকে যথোচিত বীরদর্প প্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের চারি দিকে নিবিড় জলদাবলীই যেন বাত্যাচালিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

এদিকে অসামান্য পরাক্রমশালী বীর কুম্ভকর্ণ সূর্য্য-প্রভা-নিন্দিত স্বীয় দেহপ্রভায় রাজপথ সমুদ্ভাষিত করিয়া নিদ্রামদ-সমাকুল লোচনে ও শার্দ্দূলবৎ মন্থর গমনে ভ্রাতৃ ভবনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সহস্র সহস্র নিশাচরেরা প্রভুভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রস্থান ও রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তি প্রাসাদস্থিত কামিনীগণ পরম আহ্লাদে তাহার গাত্রোপরি অনবরত

লাজ ও পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রাবণাধিষ্ঠিত রাজভবন সন্নিহিত। ঐ প্রাসাদ অমূল্য হীরকাঙ্কিত কনকস্তম্ভে মণ্ডিত, এবং উহার প্রভায় প্রভাকরের তাদৃশী অনপায়িনী প্রভাও যেন তিরস্কৃত হইতেছে। তখন, সুররাজ ইন্দ্র যেমন আসনাসীন সুরজ্যেষ্ঠ ভগবান্ কমলযোনিকে দর্শন করেন, তদ্রূপ সেই সূর্য্যসম তেজস্বী বীর কুম্ভকর্ণও ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দূর হইতে রত্নময় সিংহাসনারূঢ় জ্যেষ্ঠ রাক্ষসরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া সমধিক বেগে সন্নিহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে রাক্ষসগণসমাবৃত তদীয় তাদৃশ বীরদর্প-মিশ্রিত পাদবিক্ষেপে ধরাতল যেন টলমল ও দশ দিক্ যেন সমাকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ ক্রমে কক্ষান্তর অতিক্রম পূর্ব্বক রাজসমীপে সমুত্তীর্ণ হইয়া দেখিল; লঙ্কাপতি যেন নিতান্ত উদ্বিগ্ন মনে রত্নাসনে আসীন রহিয়াছে। বলবতী চিন্তাজ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও মুখবর্ণ একান্ত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশানন ভ্রাতাকে সমাগত দেখিবামাত্র পরম আহ্লাদে অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমাদরে তাহাকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করিল এবং পরে নিজ পর্য্যঙ্কে আসীন হইলে, মহাবীর কুম্ভকর্ণ সাদরে ভ্রাতৃচরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল;—রাক্ষসরাজ! আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তৎশ্রবণে রাবণ অপার আহ্লাদের সহিত পুনর্ব্বার সমুত্থিত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ়

আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এবং তাহারে উপযুক্ত আসনে আসীন হইতে আদেশ ও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ রাজাসনে সমাসীন হইল। তখন বীরকুলচূড়ামণি ডুর্দ্দান্ত কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া দিব্যাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রোধাকুল লোচনে ও ঘনগম্ভীর স্বরে যেন দিক্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিল ; মহারাজ ! আপনি কি জন্য এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমায় প্রবোধিত করিলেন ? সম্প্রতি আপনার কি কোন শত্রু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে ? কণ্ঠে গুরুতর শিলা বন্ধন পূর্ব্বক কেহ কি স্বমঙ্গলেই সাগর পার হইতে অভিলাষ করিয়াছে ? আর্য্য ! ত্বরায় বলুন, আপনার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অধুনা কোন শত্রু শমনালয়ে গমন করিতে সমুৎসুক হইয়াছে ?

এই বলিয়া বীর কুম্ভকর্ণ বিরত হইলে, আসন্নমৃত্যু দশানন তদীয় তাদৃশ অনন্যসুলভ বীরদর্প-সমলঙ্কৃত বচনজাত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিল ; ভ্রাতঃ ! তুমি অব্যর্থ ব্রহ্মশাপ প্রভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, এজন্য ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পার নাই। সম্প্রতি রাম হইতে আমার যেরূপ মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। বৎস ! আমি এই জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট ছয় মাসের পর তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছি। ভ্রাতঃ ! দুঃখের কথা আর কি কহিব, উত্তর কোশলের অধীশ্বর দশরথাত্মজ রাম বানরী সেনায়

সমবেত ও সুগ্রীব সহ মিলিত হইয়া সাগরে সেতু বন্ধন ও তদ্দ্বারা সুখে আগমন পূর্ব্বক আমার দুষ্প্রবেশ্য রাজনগরীর বন, উপবন প্রভৃতি সমস্ত সুখের সামগ্রী একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এবং স্বপক্ষে যে সকল প্রধান প্রধান রাক্ষসপ্রবীর ছিল, বানরী সেনা সহ সংগ্রামে তাহারা প্রায় সকলেই রণশায়ী হইয়াছে। অথচ বিপক্ষ পক্ষীয় কপিকুলের কিছুমাত্র ক্ষীণতা নিরীক্ষিত হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর সমধিক বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে। ভ্রাতঃ। আমি আর কহিতে পারি না! দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে আমার রাজনগরীর প্রায় সকল ঐশ্বর্য্যই নিঃশেষিত হইয়াছে। বৎস! তুমি অতি পরাক্রমশালী, জগতীতলে সংগ্রামনৈপুণ্যও তোমার বিলক্ষণ প্রথিত আছে, অতএব এক্ষণে আমার এই সমস্ত অভাবিত বিপদ্ পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহাতে আমি এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাই, এবং এই বালবৃদ্ধাবশিষ্টা লঙ্কা নগরীও যাহাতে রক্ষা পায়, তৎপক্ষে যত্নবান্ হও। আমি এরূপ ঘোরতর বিপদে কদাপি পতিত হই নাই, সুতরাং তোমাকে কখন অনুরোধও করি নাই, এক্ষণে আমার ধন প্রাণ রক্ষার জন্য এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে। বৎস! রাক্ষসকুলের মধ্যে তুমিই প্রকৃত বীর, বিচক্ষণ ও রণপাণ্ডিত্যও একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এজন্য আমার সুমহান্ স্নেহ ও কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা একমাত্র তোমা-

তেই বিরাজ করিতেছে। সেই দেবাসুর সংগ্রামে স্বীয় বাহুবলে তুমি বহুবার অকাতরে বিজয় লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছ। ফলতঃ ত্রিলোক মধ্যে এমন লোক এ পর্য্যন্তও আমার লোচন পথে নিপতিত হয় নাই, তোমার অসামান্য সংগ্রাম নৈপুণ্য দেখিয়া যাহার মুখবর্ণ বিবর্ণ ও ভয়ে সমস্ত শোণিতরাশি শুষ্ক হইয়া না যায়। অতএব হে রণদুর্ম্মদ! তুমি এক্ষণে স্বীয় অলোক সামান্য প্রতাপানল প্রজ্বলিত করিয়া বিপক্ষকুলের শোণিতরাশি শুষ্ক করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত রণপ্রিয় ও একান্ত বান্ধব-হিতানুরাগী, বিশেষ ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য বীর যখন আর কেহই নাই, তখন বোধ হয় তুমি অবশ্যই আমার হিতকার্য্যে অগ্রসর হইবে। এবং বর্ষাকালে বলবতী বাত্যাবলী যেমন কানন বিভাগ সমাকুল করিয়া ফেলে, তদ্রূপ সম্প্রতি তুমিও রাক্ষসকুলগৌরব রক্ষার জন্য স্বীয় ভুজবীর্য্যে শত্রুকুল উন্মথিত করিতে যত্নবান্ হইবে, সন্দেহ নাই।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া দশানন বৈরনির্য্যাতন মানসে একদৃষ্টে ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ তদীয় মুখে তাদৃশী অসঙ্গত কথা কর্ণগোচর করিয়া

তৎকালোচিত হিত কথায় উত্তর করিল ;—মহারাজ ! আপনি যখন সেই পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা বিভীষণের মন্ত্রণায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তখনই জানিয়াছি ; সুপ্রসিদ্ধ রাক্ষসকুলগৌরব আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। আর্য্য ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলবীর্য্য ও নীতি পরিজ্ঞানে, আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনাকে উপদেশ দেই, এমন সাধ্য আমার কি আছে, কিন্তু তথাপি স্নেহ নিবন্ধন, কিছু না কহিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। মহারাজ ! লোকে পাপ পুণ্যের ফল পরিণামে প্রাপ্ত হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু ঐ পাপ পুণ্য উৎকট হইলে, তাহার পরিণাম যে সদ্যই ভোগ করিতে হয়, তাহা কি আপনি এপর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই। আপনি পরদারহরণ রূপ যে উৎকট পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নিশ্চয় জানিবেন, এই তাহার আশুসম্ভূত পরিণাম। আপনি নিতান্তই দুষ্কৃতকারী, আপনার ন্যায় পাপপরায়ণ লোকের নরকে পতন ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? মহারাজ ! অকারণে ক্রোধ করিবেন না, আপনি স্বীয় বীর্য্যদর্পে অন্ধ ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-পরিশূন্য হইয়া, স্বানুষ্ঠিত নিতান্ত ঘৃণিত সেই সেই লোমহর্ষণ কার্য্য ও তাহার উত্তরকালীন যে সর্ব্বনাশরূপ অতিভীষণ ফল সমুৎপাদিত হইবে, তৎপক্ষেও যখন কটাক্ষপাত করেন নাই, তখন সম্প্রতি আমাদের সর্ব্বনাশ ব্যতীত অধিক আর কি আশা করিতেছেন ? যে সকল অদূরদর্শী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-

মদে মত্ত হইয়া এবং চরমকাল চিন্তা না করিয়া, চপলের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃত নীতিশাস্ত্রে কখনই অধিকারী নহে। অতএব মহারাজ! অগ্রে উত্তর ফল বিচার করিয়া, পশ্চাৎ সীতা হরণে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য ছিল। যে ব্যক্তি দেশ কাল পাত্র সম্যক রূপ বিচার না করিয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই স্বানুষ্ঠিত কার্য্য হইতে নিশ্চয় দোষরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর যে পুরুষ, বিচক্ষণ ও মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রিগণের সহিত ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থানরূপ ত্রিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আরম্ভোপায়, দ্রব্যসম্পদ, দেশকালবিভাগ, বিপত্তিপ্রতীকার ও সিদ্ধিলাভ এই পঞ্চবিধ সাধন বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই সমি-চীন ব্যক্তিই প্রকৃত নীতিমার্গে অবস্থান করিয়া থাকেন, যে রাজা নীতিশাস্ত্র অতিক্রম না করিয়া ক্ষয়াদি কালে সচিবগণের সহিত সামাদি কার্য্যের বা তৎপ্রয়োগ–সাধন সম্পত্তির সম্যক্ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ স্বীয় উন্নতি ও পরহীনতা দর্শনে দণ্ড, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের সমতা নিরীক্ষণে সাম এবং আত্মহীনতা ও পরোপচয় অবলোকনে দান ইত্যাদি যথাযথ বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং "এই ব্যক্তি হিতবক্তা ও এই ব্যক্তি কেবল প্রভু-সন্তোষকর বাক্যাবলীই প্রয়োগ করে, অতএব উহাকে প্রকৃত সুহৃদ্ বলা যাইতে পারে না" এই রূপ বিবেচনা করিয়া মিত্রবিজ্ঞান বিষয়ে যিনি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন,

সেই রাজাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক বিষয়ে প্রকৃত কুশল। মহারাজ! যাহারা নীতিপরায়ণ ও রাজধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহারা যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়া থাকেন। আর যে রাজা বা রাজপুত্রেরা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, জানিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও, আমার মতে তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও একান্ত অনভিজ্ঞ। আর যাহারা সচ্চরিত্র, সচিবগণের সহিত সামদানাদি চতুর্ব্বিধ উপায়; পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সাধন, প্রয়োগকাল নির্ণয় এবং ধর্ম্মার্থ কাম বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত আত্মবান্ এবং ঐ সমস্ত বিচক্ষণ পুরুষেরাই সর্ব্বদা নিরাপদে রাজ্যানুশাসন করিয়া থাকেন। রাক্ষসরাজ! সর্ব্বার্থ তত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের সহিত উত্তরকাল চিন্তা করিয়া যিনি রাজকার্য্য করিতে সমর্থ, আমার মতে তিনিই প্রকৃত রাজপদ বাচ্য। আর যাহাদের বুদ্ধি পশুবুদ্ধির ন্যায় সদসদ্বিচারে অসমর্থ, সেই সকল কাপুরুষেরাই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে না পারিয়া নীতিকুশল মন্ত্রিগণের প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া তাহারাই অতি প্রগল্‌ভতা সহকারে, সর্ব্বথা দোষাকর হইলেও, আপন মত প্রকাশ ও সমর্থন করিতে উদ্যত হয়। রাক্ষসরাজ! যে সকল মন্ত্রী অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞ ও অসদুপায়ে বিপুল সম্পত্তি অধিকার করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের বাক্য কদাপি শ্রোতব্য নহে। সেই সকল অন-

ভিজ্ঞ সচিবেরা নিতান্ত অহিত বাক্যও যেন হিতবৎ প্রতি-পন্ন ও প্রকৃত শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বথা অশুভ পথেই প্রভুকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। অতএব আমার মতে মন্ত্রণাকালে তাদৃশ কার্য্যাকার্য্য বিচার-পরিশূন্য সচিবগণকে বহিষ্কৃত করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যাহাদের চক্ষু নীতিশাস্ত্রের প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই, কাজে কাজেই স্বামীর বিনাশ কামনা করিয়া, তাহারা বিপরীত কার্য্যেই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা সুমন্ত্রী, যাঁহাদের নীতিনেত্র সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, তাঁহারা সেই সমস্ত দুর্ম্মন্ত্রণা-নিবন্ধন প্রভুর অহিতরূপ ফল জানিতে পারিয়া, অবাধ্য হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পণ্ডিত শত্রুর শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! বিচক্ষণ বিভীষণ আপ-নার প্রকৃত হিতৈষী সচিব, তিনি যে সমস্ত নীতিপূর্ণ বাক্য কহিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই হিত ও পথ্য। আপনি তাঁহার তাদৃশী হিত কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করাতেই তিনি আপনার বিনাশাশঙ্কায় সুধীর শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন। মন্ত্রণাকালে দুর্ম্মন্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিলেই বিচক্ষণ মহীপালেরা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বথা অবগত হইতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন সেই আপাত-রম্য পরিণামবিরস কতকগুলি বাক্যাবলি শুনিয়াই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন বলুন, দেখি আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ অবনীপালদিগকে চপল-মতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। রাক্ষসরাজ! আপনি-

নিশ্চয় জানিবেন, পক্ষিগণ যেমন স্কন্দশক্তি-বিদারিত ক্রৌঞ্চাচলের রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ বিপক্ষেরাও আপনাকে দুর্ম্মন্ত্রিগণের বশীভূত জানিয়া আপনার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্য। আর দেখুন, যে রাজা বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষায় শিথিলতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে অচিরাৎ রাজ্য হইতে বিচলিত হইতে হয়, এবং পদেপদে সমস্ত অশুভ পরম্পরাই দর্শন করিতে হয়। অতএব মহারাজ! আপনার হিতকামনায় মহাত্মা বিভীষণ যে সকল নীতিগর্ভ বাক্যাবলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহাই আপনার হিত ও পথ্য। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই বিধান করুন, এই বলিয়া বীর কুম্ভকর্ণ মৌনাবলম্বন করিল।

তখন আসন্নমৃত্যু দশানন কুম্ভকর্ণের তাদৃশ নীতিগর্ভ বাক্যে দৃক্‌পাতও না করিয়া অসীম রোষাবেগে বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল ; রে দুষ্কুলজাত পাপ কুম্ভকর্ণ! তুই কি আমার উপদেষ্টা, আমি কি তোর নিকট কোন উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছি, যে তুই পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় আমাকে উপদেশ দিতেছিস্। আমি যে তোর গুরু অথবা জন্মদাতার ন্যায় পরম মান্যাস্পদ, গুরুবাক্য যে অবিচার্য্য ও নিতান্ত প্রতিপাল্য, তাহা বোধ হয় তুই এপর্য্যন্তও জানিতে পারিস্ নাই। তাহা না হইলে, অসময়ে এরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিবি কেন! রে দুর্ম্মতি! যদি তোর পরিণামে সুখাভিলাষ থাকে,

তবে এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত কর এবং সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হ। তুই নিতান্ত প্রগল্ভ বাক্যে যাহা কহিলি, তাহাই যদি সত্য হয়, তথাপি জল নির্গমনের পর আলিবন্ধনের ন্যায়, অধুনা তাহা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। চিত্তমোহ বশতই হউক, বা চিত্তবিভ্রম বশতই হউক, অথবা বলবীর্য্য বশতই হউক, আমি যখন ইতি পূর্ব্বে সদুপদেশ অঙ্গীকার করি নাই, তখন আর অকালে তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? গতানুশোচনা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। যাহা একবার গত হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাগত হয় না। অতএব এক্ষণে যাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া দশানন পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ বিনয় সহকারে কহিল; ভ্রাতঃ! দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে। তজ্জন্য অনু-তাপ করা সম্প্রতি কেবল বিড়ম্বনামাত্র। অতএব বৎস! যদি আমার প্রতি তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও স্নেহ থাকে, যদি মদনু-ষ্ঠিত যুদ্ধ কার্য্য তোমার হৃদয়ে অভিমত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, তবে পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা আমার দুর্নীতি-জনিত দুঃখবহ্নি অপসারিত করিতে প্রবৃত্ত হও। তবে আর অণুমাত্রও অন্যমত করিও না। ভ্রাতঃ! দেখ, যে ব্যক্তি দীন, বা বিপন্ন অথবা নীতিমার্গ পরিভ্রষ্ট জনের সাহায্য করে, সেই পুরুষই প্রকৃত সুহৃৎ। অতএব বৎস! এক্ষণে আর ক্রোধ করিও না, যাহা হইবার হইয়াছে, সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানেই তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

তখন অন্যান্য পরাক্রমশালী বীর কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত ক্রোধাকুল জানিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল, আর্য্য! আপনি কুপিত হইবেন না, শান্ত হউন, আপনি ইহা মনেও করিবেন না, যে বীর কুম্ভকর্ণ জীবিত থাকিতে, আপনার জীবন বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! যাহার জন্য আপনার এই অভূতপূর্ব্ব দৈন্য উপস্থিত হই-য়াছে, আমি অচিরকাল মধ্যেই তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। আর্য্য! আপনি দুঃখের দশাতেই থাকুন, আর সুখের অবস্থাতেই অবস্থান করুন, বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ আপনার প্রতি হিত কথা কহিতে আমার সর্ব্ব-কালেই অধিকার আছে। দেখিবেন, আমি অচিরকাল মধ্যেই আপনার শত্রুনিচয় সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলিব, আপনি অদ্যই দেখিবেন, বীর কুম্ভকর্ণের বীর দর্পে রাম লক্ষ্মণ রণশায়ী হইয়া ধরাতলে নিদারুণ মৃত্যু-যাতনা উপভোগ করিতেছে, এবং গর্ব্বিত বানরী সেনাও প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহা-রাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি অদ্যই গিয়া রণ-ভূমি হইতে রাম লক্ষ্মণের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনার সমীপে আনয়ন করিব। আপনার পরম শত্রুর সেই ছিন্ন শির দর্শন করিয়া আজ আপনি অপার আহ্লাদ সাগরে সন্তরণ করিতে থাকিবেন। অদ্য হতবান্ধব পিশাচগণ অরাতিকুলের প্রিয়নিধন নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দ অনু-ভব করিবে, অদ্য বীর কুম্ভকর্ণের বীরদর্পে সংগ্রামে অরিকুল

আকুল ও অবনীতলে পতিত হইয়া লঙ্কাস্থিত নিশাচরকুল-কামিনীদিগের বন্ধুনিধন নিরন্ধন নিরন্তর নিপতিত নেত্র-নীর অপনীত করিবে। দেখিবেন, অদ্য সেই শৈলসঙ্কাশ সূর্য্যসম তেজস্বী তোয়দনিভ মহাকায় সুগ্রীব বীর কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শোণিতলিপ্তদেহে সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া নিদারুণ যাতনা উপভোগ করিবে। আর্য্য! আর চিন্তা কি, যখন বীর কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছে, তখন আর আপনার অনুতাপের বিষয় ত কিছুই দেখিতেছি না। মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম আমাকে বিনাশ না করিয়া কদাপি আপনার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না। আর্য্য! এমন অবস্থায় যখন আমিই ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইতেছি না, তখন আর আপনার বিষাদের বিষয় কি? রাক্ষসনাথ! আমার বধ বিষয়ে কেবল রাম কেন, সাক্ষাৎ বজ্রপাণিরও সামর্থ্য নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও যে সেই অকিঞ্চিৎকর নর বানর হইতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব হে রাক্ষসপ্রবীর! সম্প্রতি আত্মীয় বোধে আমায় আদেশ করুন, দেখিবেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার অরাতিকুলের শোণিত স্রোতে মহাসাগরের জলরাশি পর্য্যন্তও শোণিতাক্ত হইয়া গিয়াছে। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, অলীক ভয়ে ভীত হইয়া আপনি কি সমুদায়ই বিস্মৃত হইলেন, সাক্ষাৎ কালান্তক যম, সাক্ষাৎ বরুণ, কুবের, অনল, ইহাদের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতেও

কি আমি কুণ্ঠিত হই। এমন কি, আমি যখন স্বীয় অতুল্য বিক্রমাঙ্কিত ভীষণ আস্ফালন প্রকাশ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই, তখন স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দরও আমার এই পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড শরীর, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা-নিন্দিত আমার এই অতি ভীষণ শূলাস্ত্র দর্শন করিবামাত্র এবং আমার এই ভীষণ বদন বিনিঃসৃত অতি-গম্ভীর ভীম নিনাদ শ্রবণমাত্র ত্রাসে অমনি পলায়ন করিয়াথাকে। অথবা আমি যদি শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও কেবল বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হই,তাহা হইলেও, যাহাদের জীবনে অভিলাষ আছে, তাহারা কদাচ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। আর্য্য! এই শক্তি অস্ত্র, এই গদা, এই সুতীক্ষ্ণ অসিলতা, এই নিশিত সায়ক, আমি কিছুই চাহি না,আমি কেবল স্বীয় অনন্যসুলভ বাহুবলঅবলম্বন করিয়াই সমরে শত্রু পরাজয় করিব। অদ্য সংগ্রামক্ষেত্রে যদি সেই দশরথাত্মজ আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিতে পারে, তদীয় শর নিচয় তবেই আমার শোণিত পানে সমর্থ হইবে। রাক্ষসরাজ! আপনি নিশ্চয় জানি-বেন, যাহার ভয়ে আপনি দিবা নিশি শয়নে স্বপনে যেন ভয়ের প্রতিমূর্ত্তিই দেখিতেছেন, সেই রাম রণাঙ্গণে আমার একমুষ্টি প্রহারও সহিতে পারিবে না। অতএব আর্য্য! আপনার সেই কুম্ভকর্ণ অদ্য আপনার অরিকুল আকুল করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রায় সমুদ্যত হইয়াছে, আপনি সম্প্রতি ভয় পরিত্যাগ করুন। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি

অদ্য নিতান্তই আপনার পরম শত্রু রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমানকে বিনষ্ট করিব এবং সমরোদ্যত অন্যান্য কপিকুলকেও অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব; তাহা হইলেই ত্রিলোকে আপনার অসাধারণ কীর্ত্তি সর্ব্বদা অনপায়িনী রূপে বিদ্যমান থাকিবে। মহারাজ। আপনি এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন? দুর্ব্বলের ন্যায় এত কাতরতাই বা প্রকাশ করিতেছেন কেন? ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলেও যখন আমি অবলীলাক্রমে নিবারণ করিতে পারি, তখন আর সামান্য নর বানরে আপনার কি করিতে পারে? অদ্য আমি স্বীয় অসামান্য বীরবিক্রমাঙ্কিত ভয়াবহ আস্ফালন পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া নিজ বাহুবলে সমস্ত দেবগণকে ভূতলশায়ী করিব, অদ্য আমি সাক্ষাৎ কালান্তক যমকেও শান্তগুণে বিভূষিত করিব, অনল দেবকে উদরস্থ করিব, সাক্ষাৎ পুরন্দরকেও সংহার করিব, আদিত্য ও নক্ষত্র মণ্ডলকেও ধরাশায়ী করিব, অদ্য আমি ক্রোধে মহাসাগরকেও পান করিব, সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ করিব এবং সমগ্রা মেদিনীকেও বিদারিত করিয়া ফেলিব। আপনি অদ্য বীর কুম্ভকর্ণের বীরবিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইবেন। আমি আজ সমস্ত ভূতনিচয় ভক্ষণ করিয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিব; এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, আজ সমস্ত লোক আমার উদরস্থ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। অতএব আর্য্য। আপনি এখন যথেচ্ছ

বিহার করুন, বারুণীপানে প্রমত্ত হউন, এবং নির্ভয়ে স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন। দেখিবেন, জানকী অচির মধ্যেই আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া বীর কুম্ভকর্ণ বিরত হইলে, রাক্ষসপ্রবীর মহোদর, তদীয় তাদৃশ প্রগল্‌ভতাপূর্ণ বচনবিন্যাস শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল ; কুম্ভকর্ণ! তুমি জগদ্বিখ্যাত রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সত্য, কিন্তু ধৃষ্টতা ও অদূরদর্শিতা বশতঃ সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ নহ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি যে কহিলে, আমাদের মহারাজ নীতি বিষয়ে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ! ইহাও কি বিশ্বাস যোগ্য ? আমরা বিলক্ষণ জানি, আমাদের মহারাজ নীতি শাস্ত্রের পারদর্শী ও রাজধর্ম্ম রূপ অপার জলধির পরপারে পদার্পণ করিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব ইঁহার প্রতি এমন ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগ করায় ইহাতে তোমার সর্ব্বথা বালকত্বই প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমাদের মহারাজ স্বীয় অবস্থান ও বৃদ্ধি, শত্রুপক্ষীয় হানি এবং দেশকাল ভেদে কর্ত্তব্য বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা

লাভ করিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ। যে রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রাহ্য করে না, বলিতে কি, সে নিতান্ত সামান্যবুদ্ধি। বলশালী হইয়াও সে কদাচ কার্য্যকুশল হইতে পারে না। বল দেখি, আমাদের রাক্ষসরাজের ন্যায় কোন্ বুদ্ধিমান্ রাজা তাদৃশ অসাধ্য সাধন করিতে মনে মনেও সাহসী হইতে পারেন? কুম্ভকর্ণ। তুমি যে কহিলে, ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মই সেব্য, তদ্বিরুদ্ধ কাম কদাচ সেব্য নহে। এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবারও একের সামর্থ্য নাই, ইহা নিতান্তই ন্যায়বিরুদ্ধ। তুমি ধর্ম্মাদির প্রকৃত তত্ত্ব নিরীক্ষণ কর নাই, কাজে কাজেই তোমার মুখ হইতে এমন অসঙ্গত কথা নির্গত হইয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিবে, ত্রিবর্গই সর্ব্বসুখসাধন, আর কার্য্যই উহার উৎপাদক, যাহারা ক্রিয়াশূন্য, তাহারা পুরুষার্থ কদাচ লাভ করিতে পারে না। এই জীবলোকে পুরুষেরা পাপ, পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মেরই ফলভোগী, সৎকার্য্যের ফল, সুখ, ও অসৎ কার্য্যের পরিণাম দুঃখ, ইহা ত্রিলোক প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহার সুখ দুঃখও তৎপরিমাণেই নির্দ্ধারিত হইয়াথাকে। অতএব কুম্ভকর্ণ। তুমি যে ব্যক্ত করিলে, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কাম, কদাচ এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ত্রিবর্গই পুরুষের যত্ন সাধ্য; কিন্তু কাম হইতে ধর্ম্ম অর্থের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। কারণ ধর্ম্মার্থের পরিণাম ফল নিঃশ্রেয়স,

কিন্তু কামনা থাকিলে, তাহা কদাচ লাভ করা যায় না। ঐ মুক্তি সাধন ধর্ম্মার্থ যখন কামনা বিশেষ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকে, তখন উহারা কেবল স্বর্গাদিলোকোৎপাদনেই সমর্থ, ধর্ম্মদ্বারা জয় ও ধ্যানাদি এবং অর্থ দ্বারা যজ্ঞদানাদি সৎক্রিয়া সমুদায় সম্পাদিত হইয়া থাকে, ও তাহাতেই পুরুষদিগের চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় পরিণামে মোক্ষফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের বিপরীত অধর্ম্ম ও অর্থের বিপরীত অনর্থের অনুষ্ঠানে বিপরীতাচরণ জন্য প্রত্যবায় ঘটে, এজন্য ইহ লোকে তৎফল দারিদ্র্যাদি ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মার্থের ফল কালান্তরে লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কামনার ফল ইহ কালেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এই নিমিত্ত লোকে সাক্ষাৎ ফললাভের নিমিত্ত কামরূপ পুরুষার্থের সেবা করিয়া থাকে। অতএব রাক্ষসপ্রবীর! তুমি যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ ও এক পুরুষের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়াছিলে, তাহা কদাপি সঙ্গত নহে। সুতরাং আমাদের মহারাজ যে কামরূপ পুরুষার্থ সাধনের জন্য মন্ত্রিগণের অনুমোদিত সাহস কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা যুক্তি সঙ্গত এবং ইহাতে তাঁহার শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। এবং মহারাজের প্রতি মন্ত্রিদিগেরও কিছুমাত্র দুর্ম্মন্ত্রণা বিকাশ পায় নাই। শত্রুর প্রতি বল প্রকাশ করাই প্রকৃত সাহস, এই সাহস অবলম্বন করিয়াই মহারাজ সীতা হরণ করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার সেই কার্য্যে

যথোচিত অনুমোদন করিয়াছি। আর দেখ, কুম্ভকর্ণ! তুমি গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক, "আমি একাকী কেবল বাহুবল অবলম্বন করিয়া সমরে অগ্রসর হইব" বলিয়া যে বারংবার মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ, তাহা নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ ও একান্ত অসাধুসম্মত। আমি তাহা সবিশেষ উপপন্ন করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। যে রাম অবলীলাক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া জনস্থান একেবারে জনশূন্য করিয়াছে, তুমি নিতান্ত রণতুর্ম্মদ হইলেও একাকী কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবে? কুম্ভকর্ণ! জনস্থানে পরাজিত হইয়া যে সকল রাক্ষস পলায়ন পূর্ব্বক ভীতমনে এই লঙ্কাপুরে অবস্থান করিতেছে, তুমি কি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না? কি আশ্চর্য্য! তুমি সামান্য বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কি প্রসুপ্ত সিংহকে প্রবোধিত করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তোমার এ কি মূঢ়তা? তোমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞান তিমিরে আবৃত হইয়া, সেই অসহ্যবিক্রম তেজঃপুঞ্জ কলেবর সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় তুর্দ্ধর্ষ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে কামনা করে? অধিক কি, কুম্ভকর্ণ! রামের যে রূপ পরাক্রম ও যে রূপ বলবীর্য্য জগতীতলে বিখ্যাত, তাহাতে কেবল তুমি কেন, রাজনগরীস্থ সমস্ত রাক্ষসীসেনা একত্র মিলিত হইয়াও সমরক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে কি না, আমার তাহাতেও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। অতএব রাক্ষসপ্রবীর! তুমি নিতান্ত বীর

হইলেও একাকী কদাপি সমরে অগ্রসর হইও না। রাম সামান্য শত্রু নহে, তাহার সহিত সমরে বিজয় লাভ করিতে কেবল তুমি কেন, আমার বোধ হয়, ত্রিলোকের লোক এক দিকে হইলেও ; এমন কি, সাক্ষাৎ ত্রিদশনাথও সমর্থ নহেন। সেই রামের সহিত একাকী সমরে প্রবৃত্ত হওয়া দেখিতেছি, তোমার কেবল মূঢ়তামাত্র।

ক্রোধাকুল মহোদর রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণকে এই রূপে ভৎর্সনা করিয়া পরে সেই রাক্ষসসভায় রাক্ষসপতি রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, লঙ্কেশ্বর! আপনি যদি ভোগসুখ লালসায় সেই সুহাসিনী সীতারে হরণ করিয়া আনিয়া থাকেন, সেই সুধাংশুবদনা কুন্দনিন্দিতদশনা ধরিত্রী সুতারে বশবর্ত্তিনী করিতে যদি আপনার বিশেষ অভিলাষ থাকে, তবে আর অনর্থক কাল বিলম্ব করিতেছেন কেন, সেই কোমলাঙ্গী যাহাতে আপনার বশবর্ত্তিনী হয়, আমি তাহার বিশেষ কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, যদি স্বীয় বুদ্ধিতে সঙ্গত বোধ হয়, করিবেন, নচেৎ যাহা অভিরুচি, তাহাই করিবেন। মহারাজ! আপনি অচিরাৎ এই রাজনগরী মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন, যে মহোদর দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ ও বিতর্দ্দন এই পাঁচ জন, যেন কৃতান্তসহোদর রাক্ষস সেনাপতি অদ্য রামবধার্থ সমরযাত্রা করিবে। পরে আমরাও যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যদি জয়লাভ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে আর

কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে হইবে না। জানকী ভর্ত্তৃমরণ দুঃখে দুঃখিতা ও স্বয়ংই অনুকুল হইয়া বোধ হয়, নিশ্চয়ই আপনার বশে আসিবে। আর যদি শক্র বিনাশ আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠে, আমরাও যদি কোন রূপে জীবন লইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমি মনে মনে যাহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি, তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইব। মহারাজ! স্থির করিয়াছি, আমরা সেই প্রাণ সঙ্কট সংগ্রাম হইতে রামনামাঙ্কিত বাণবিক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনার চরণে ধরিয়া কহিব, মহারাজ! কি ভাবিতেছেন? আপনার প্রসাদে আমরা আজ সমরে রাম লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি, সম্প্রতি আপনার চিরসঞ্চিত আশালতা সুফলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে শক্রজয় নিবন্ধন আমাদিগকে যথোচিত পুরস্কার ও উপযুক্ত সম্মান প্রদান করুন।

মহারাজ! আমরা অপার অহ্লাদের সহিত এইরূপ কহিলে, আপনি তৎক্ষণাৎ গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক, "রাম, লক্ষ্মণ, ও সমস্ত বানরী সেনা আজ সমরে নিহত হইয়াছে," এই বলিয়া নগরীর চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিবেন। অপার আনন্দের সহিত আপনার ভৃত্য, অমাত্য, পরিবার বর্গ ও সেনাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থে পরিতোষ করিতে থাকিবেন। এবং পরিশেষে যোদ্ধগণকে গন্ধ, মাল্য, বসন, ভুষণ, অনুলেপন ও বহুমুল্য আসন প্রভৃতি

ভোগ্য বস্তু অর্পণ করিয়া স্বয়ং সানন্দমনে মধুপানে প্রবৃত্ত হইবেন। মহারাজ! রামের মৃত্যু সংবাদ এই রূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, জানকী অবশ্যই জানিতে পাইবে। ঐ সময়ে আপনিও তাহার সন্নিহিত হইয়া, রামের নিধনবার্ত্তা আদ্যন্ত কীর্ত্তন পূর্ব্বক বিবিধ ভোগ্য বস্তু দেখাইয়া তাহারে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিবেন, রাক্ষসরাজ! জানকী অবলা, এই সমুদায় দুর্ভেদ্য বঞ্চনাজালে প্রতারিত হইয়া অকামা হইলেও শোক ভয় নিবন্ধন অবশ্যই আপনার শরণ লইবে। ভর্ত্তার বিনাশে সাধ্বী কুলকামিনীরা অনুমরণে অভিলাষ করে, সত্য, কিন্তু রক্ষিগণ সমক্ষে জানকী কদাচ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সুতরাং নৈরাশ্য ও স্ত্রীজনসুলভ লঘুতা বশতঃ তাহারে অবশ্যই আপনার শরণ লইতে হইবে। মহারাজ! জানকী চিরকাল ভোগসুখেই প্রতিপালিত হইয়া অধুনা নিরন্তর দুঃসহ যন্ত্রণায় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, সে স্বামি বিনাশে আর বৃথা দুঃখভোগে প্রবৃত্ত হইবে না। আপনাকে এই নগরী মধ্যে প্রভূত ধন রত্ন ও নানাবিধ সুখকর ভোগ্যবস্তুর অধীশ্বর জানিয়া নিঃসন্দেহ আপনার সমীপে আগমন করিবে। অতএব মহারাজ! আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন এবং এই সদ্যুক্তিই অনন্যমনে অবলম্বন করুন। মহারাজ! আপনি আর যুদ্ধে যাইবেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করুন। যে মহীপালের সৈন্যক্ষয় ও নিতান্ত সংশয়কাল উপস্থিত হয়, সুমন্ত্রির মন্ত্রণায় তিনি

স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা না করিয়াও শত্রুজয় পূর্ব্বক, সুফল, সুখ ও অনপায়িনী রাজ্যলক্ষ্মী চিরকাল অবশ্যই ভোগ করিতে পারেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া মহোদর বিরত হইলে, মহাবীর কুম্ভকর্ণ তদীয় কথা কর্ণগোচর করিয়া তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল। এবং পরে রাক্ষসরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; মহারাজ! নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সেই সামান্য নর বানরের রুধির পান করিয়া অদ্য অবশ্যই আপনার অলিক ভয় অপসারিত করিব। আপনি আজ হইতে নিঃশত্রু হইয়া নিরুদ্বেগে সমগ্রা পুরী শাসন করিতে থাকিবেন। যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা শত্রুর অসমক্ষে নির্জল জলদখণ্ডের ন্যায় বৃথা গর্জন করে না। সুতরাং আপনার সমক্ষে আমি আর বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে অভিলাষ করিতে ইচ্ছা করি না। সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কি রূপে গর্জন করি, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবেন।

এই বলিয়া বীর কুম্ভকর্ণ মহোদরের প্রতি বীরদর্প লাঞ্ছিত কোপকটাক্ষপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল; রে— পণ্ডিতাভিমানিন্‌। তুই যে কতকগুলি আত্মশ্লাঘাপূর্ণ

বাক্য দ্বারা স্বীয় রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলি, জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে কি তোর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইল, না, মুর্খতাই বিকাশ পাইল ? যাঁহারা প্রকৃত বীর, তাঁহারা অকাতরে স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং আত্মশ্লাঘা মিশ্রিত বাক্যাবলী দ্বারা স্বীয় বীরত্বকে মলীমস করিতে কদাপি ইচ্ছা করেন না। বিশেষ তুই সভামধ্যে নিতান্ত নিঃসঙ্কোচের ন্যায় যে সকল অনুচিত বাক্যাবলি ওষ্ঠের বাহির করিলি, তাহাতে একান্ত ভীরু ও মুর্খ মহীপালগণেরই অভিরুচি হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মহারাজ এমন অনুচিত কথা শুনিয়াও যে তোর প্রতি এতক্ষণ সমুচিত কথা প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তোর পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। রে কুমন্ত্রিন্! প্রকৃত যোদ্ধারা প্রতিযোদ্ধার সংগ্রাম কৌশলে ভীত হইয়া কি যুদ্ধ হইতে কখন নিবৃত্তি পক্ষ অঙ্গীকার করিয়া থাকে ? তোর ন্যায় নিকৃষ্ট সচিবেরাই পূর্ব্বে প্রিয় বাক্য দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যকালে কাপুরুষতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজার পূর্ব্বানুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্য কলাপ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই বীরপূর্ণা রাজনগরী এক্ষণে যে প্রায় রাজমাত্রশেষা, সেনাবলী হতাশা ও ধনাগার সমস্ত শূন্যপ্রায় হইয়াছে, দেখিতেছি, ইহা কেবল তোদের ন্যায় কাপুরুষ ও কুমন্ত্রিগণেরই মন্ত্রণার ফল। তোদের কার্য্যে কিছুমাত্র সৌহৃদ্যের চিহ্ন দেখা যায় না, কেবলমাত্র অমিত্র কার্য্যই সম্পূর্ণ বিকাশ পাইতেছে। অতএব তোদের

দুর্নীতি নিবারণ ও মহারাজের শুভ সাধন জন্য আমি অদ্য মহাসমরে শত্রু বিজয়ার্থ বিনির্গত হইলাম।

দশানন এতকাল একতান কর্ণে কুম্ভকর্ণের কথা কর্ণগোচর করিতে ছিল, কথা শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল; বৎস কুম্ভকর্ণ! মহোদর যখন বীরপুরুষাবলম্বিত সমরপক্ষ অবলম্বন করিতে অমত প্রকাশ করিতেছে, তখন বোধ হয়, রাম হইতে উহার কোমল অন্তঃকরণে নিতান্তই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে; অতএব ভীরু লোকের কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই, ক্রোধ করিবারও আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমি স্বশক্তি ও স্ববুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শত্রু বিনাশার্থ সমরযাত্রা কর। ভ্রাতঃ! দেখ, তুমি বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় ছিলে, কিন্তু তোমার সমান পরাক্রমী ও তোমার সদৃশ পরম সুহৃৎ আমার আর কেহই নাই, জানিয়াই আমি তোমাকে বহুযত্নে প্রবোধিত করিয়াছি। অতএব হে বিপক্ষপক্ষ-ধূমকেতো! সমরযাত্রার এই প্রকৃত সময়। তুমি সম্প্রতি পাশপাণি কালান্তক যমের ন্যায়, অথবা পিনাকপাণি ভগবান পশুপতির ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শূলপাশ হস্তে সত্বর সমর যাত্রা করিয়া সেই পরম শত্রু রাম, লক্ষ্মণ ও সমগ্রা বানরী সেনাদিগকে স্বীয় করাল কবলে পাতিত করিতে প্রবৃত্ত হও। রণক্ষেত্রে তোমার লোমহর্ষণ রূপ দেখিয়া আরণ্য পশু বানরেরা প্রাণভয়ে অবশ্যই ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে, কেহ কেহ ভয়ে বিঘূর্ণিত হইয়া তোমার করাল আস্য মধ্যে নিপতিত

হইবে এবং তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিভীষিকা-মিশ্রিত ভীমাকৃতি নিরীক্ষণমাত্র হীনবল মনুষ্য রাম লক্ষ্মণের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

আসন্নমৃত্যু দশানন করাল কালগ্রাসে পতিত হইয়া সুবিস্তীর্ণ রাক্ষস বংশ সর্ব্বথা নিঃশেষিত করিবার জন্য এইরূপে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের প্রতি সংগ্রামসজ্জার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক হর্ষভরে মনে মনে যেন পুনর্জন্মই লাভ করিল এবং নিরন্তর ভ্রাতার বল, বিক্রম ও পরাক্রম চিন্তা করিয়া আহ্লাদ ভরে তৎকালে যেন নির্ম্মল শশধরের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় আরক্ত বিংশতি নেত্র হর্ষরাগে রঞ্জিত হইয়া এবং নীলাঞ্জননিভ শরীরকান্তি যেন সমধিক প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এদিকে বীর কুম্ভকর্ণ অগ্রজ কর্ত্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া হৃষ্ট মনে বীরদর্পে তথা হইতে বিনির্গত হইল এবং সেই মহাসমরে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত বিবিধ যত্নে নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। মহাবীর কটিতটে দৃঢ়তর কটিবন্ধ বন্ধন পূর্ব্বক নিষ্কোষিত নিশিত শূলাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যেন ভগবান্ বিশ্ববিনাশী শূলপাণির ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। ঐ বিমল কোষ-নিষ্কাষিত শূল অশনির ন্যায় সারবান্, দেব দানব দলনে সুপটু এবং সাক্ষাৎ শূলপাণির শূলবৎ অতিভীষণ। উহা তৎকালে রক্তমাল্য দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হইয়াই শোভা পাইতেছে। ঐ শাণিত

শূলাস্ত্র হইতে ঐ সময়ে অজস্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমুদ্গত হইতে লাগিল। রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ সেই বিমল কোষ-নিষ্কাশিত শূলাস্ত্র হস্তে লঙ্কেশ্বর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! অদ্য আমি একাকীই সেই মহাসমরে যাত্রা করিব, আপনার যাবতীয় বল বাহন আপনার সন্নিধানেই অবস্থান করুক। বহুকালের পর নিদ্রাবসানে অদ্য আমি একে ক্ষুধিত, তাহাতে আবার যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছি, বিশেষ এ সমস্ত সৈন্য সংগ্রহেরও অনেক বিলম্ব আছে, অতএব আমি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে পারি না, সত্বর গমন পূর্ব্বক বন্য পশুদিগকে ভক্ষণ করিয়া আসি।

এই বলিয়া কুম্ভকর্ণ রাজসমক্ষে তৎকালে অসীম বীরগর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। রাবণ তদীয় কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিল; ভ্রাতঃ! চপলতা কেবল ব্যসনের নিমিত্ত লোকের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়, অতএব তুমি চাপল্য পরিত্যাগ কর, স্থির হও, আমার কথায় কর্ণপাত কর এবং আমার আদেশে শূল মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ শাণিতাস্ত্রধারী বীর সৈনিক পুরুষে সমাবৃত হইয়া সমরযাত্রা কর। একাকী কদাপি সেই মহাসমরে অগ্রসর হইও না। কারণ, বানরেরা সামান্য শত্রু নহে, উহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ও অদ্বিতীয় সংগ্রাম কুশল। তুমি নিতান্তই কেন দুর্দ্ধর্ষ না হও, তোমাকে একাকী পাইলে, আমার বোধ হয়, দশনাঘাতেই তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। অত-

এব বৎস! তুমি অতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া অতি সাবধানে সেই মহাসমরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের বিপক্ষকুল আকুল করিতে প্রবৃত্ত হও।

এই বলিয়া দশানন রাজাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া, বিবিধ কারুকার্য্য খচিত মণিমণ্ডিত কাঞ্চনময়ী মালা আনয়ন পূর্ব্বক বহুমান সহকারে কুম্ভকর্ণের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিল, এবং অমূল্য অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়, শশিসঙ্কাশ হার ও কেয়ূর প্রভৃতি বিবিধ রত্নাভরণ সমস্ত তাহার অঙ্গে পরম যত্নে পরাইয়া দিল। ঐ সময়ে কুম্ভকর্ণের সুবৃহৎ কর্ণযুগলে দোদুল্যমান, রাবণদত্ত প্রদীপ্ত কনককুণ্ডলদ্বয় মধ্যাহ্ন ময়ূখমালীর ন্যায় পরিশোভিত ও দিব্য সুগন্ধি দাম সকল সুরভি গন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদিত করিয়া অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই কাঞ্চনাঙ্গদধারী ভীমকায় কুম্ভকর্ণ সভামধ্যে আহূত হুতাশনের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় কটিদেশ মেচক মণিশোভিত শ্রোণীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৎকালে জলধিমন্থন সময়ে ভুজঙ্গরাজ বেষ্টিত মন্দরাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং তাহার প্রকাণ্ড কলেবর তড়িৎপ্রভ সুদৃঢ় কবচে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত অদ্রিরাজের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তখন সেই সর্ব্বাভরণভূষিত শূলপাণি যেন বিশ্ববিনাশী সাক্ষাৎ ভগবান্ শূলপাণি, রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ স্বদেহপ্রভায়, স্ববিক্রমে ত্রিভুবন আক্রমণে কৃতোৎসাহ ভগবান্ নারায়ণকেও যেন তিরস্কার

করিয়া, অগ্রে অগ্রজকে আলিঙ্গন ও তৎপরে তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সমরযাত্রায় সমুদ্যত হইল। তৎকালে আসন্নমৃত্যু দশাননও দুর্নিবার মৃত্যুমোহে পড়িয়া জয়াশীর্ব্বাদে তাহাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধগমনে অনুমোদিত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অমনি শঙ্খ দুন্দুভীর ভীষণ নির্ঘোষ ও সৈনিক পুরুষগণের কোলাহলে দিগ্বিভাগ পরিপূরিত হইয়া গেল। রাক্ষসরাজের আদেশে অসংখ্য অশ্ব, গজ, অম্বুদনিস্বন রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী পদাতি সৈনিক পুরুষ সকল সমবেত হইয়া সেনানায়কের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং অপরাপর সৈনিক পুরুষেরা কেহ রাক্ষসী মায়াসম্ভূত সর্পযানে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ খরে, কেহ গজে, কেহ সিংহে, কেহ মৃগে ও কেহ কেহ পক্ষি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই ঘোররূপী বীর কুম্ভকর্ণের অনুসরণ করিতে লাগিল।

যখন সেই রাক্ষসপ্রবীর দেবদানবশত্রু মহাকায় কুম্ভ-কর্ণ মদোদ্ধত ও শোণিত গন্ধে মত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ নগরী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল, তখন প্রাসাদস্থিত পুরনারী গণ তাহার অঙ্গে ও উত্তমাঙ্গে বহুমান পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নিতান্ত রণদুর্ম্মদ ও মহাবল ভীমাক্ষ রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া নায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। এবং অতি দীর্ঘকায় নীলাঞ্জননিভ রক্তাক্ষ ও ভীমরূপী অপরাপর নিশাচরেরা সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বিমল

কোষ নিষ্কাশিত অসি, শাণিত শূল, পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, ভীম গদা, মুষল, মুদ্গর, ও বিপুল ক্ষেপণীয় তাল-স্কন্ধ প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত সমুদ্যত করিয়া মার মার শব্দে তাহার সমভিব্যাহারে ধাবিত হইতে লাগিল। মহাবীর ঐ সমস্ত সেনাদলের মধ্যগত হইয়া ভূতগণ বেষ্টিত ত্রিপুর-বিনাশী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ফলতঃ কুম্ভকর্ণের রূপ তৎকালে এরূপ ভীম দর্শন হইয়া উঠিল, যে দেখিয়া কি দেব, কি দানব, সকলের অন্তঃকরণেই অভাবিত ভয়ের উদ্রেক হইতে লাগিল। তাহার শরীরের বিস্তার শত ধনু প্রমাণ এবং দীর্ঘতা ষট্ শত ধনু প্রমাণ। তাহাতে আবার শকট চক্রের ন্যায় ভীষণ রূপে আরক্ত লোচনদ্বয় অনবরত বিঘূর্ণিত হইতেছে, সুতরাং ইহাকে দেখিয়া যে ভূতগণের চিত্তে দারুণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। মহাপর্ব্বতসন্নিভ ভীমবল কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদিগের মধ্যগত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ অট্টহাস্য পূর্ব্বক জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াই কহিতে লাগিল;—ওহে নিশাচরগণ! প্রদীপ্ত পাবক যেমন স্পর্শমাত্রে পতঙ্গকুলকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অদ্য আমার ক্রোধানলও প্রধান প্রধান কপিসেনা-পতিদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। অথবা বানরেরা বন্যপশু; উহাদের অপরাধ কি, অনর্থক উহাদের প্রাণ বিনাশ করিয়াই বা প্রয়োজন কি? বিশেষ উহারা আমা-দের পুরোদ্যানের অলঙ্কার স্বরূপ, আজ ক্রোধভরে উহা-

দিগকে বিনাশ করিলে চিরকালের জন্য আমাদের কানন ও উপকাননের শোভা থাকিবে না। দেখিতেছি, রামই আমাদের পরম শত্রু, নগরী অবরোধ ও যাবতীয় অনর্থ উহা হইতেই সংঘটিত হইয়াছে; অতএব সেই অশেষ অনর্থের মূলকারণীভূত ঐ রামকেই আমি অদ্য কালসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া বীর নিশাচরসমাজে বারংবার আস্ফালন প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে তৎ পক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদে এরূপ ভয়াবহ কোলাহল করিয়া উঠিল, যে তাহাতে সমস্ত সুবেল শৈল বিক্ষোভিত ও মহার্ণব পর্য্যন্তও বিচলিত হইয়া উঠিল।

মহাবীর কুম্ভকর্ণ এইরূপে বিপুল বীরদর্প-মিশ্রিত ভয়াবহ আস্ফালন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, ইত্যবসরে সহসা চতুর্দ্দিকে ঘোরতর দুর্নিমিত্ত পরম্পরা বিকাশ পাইতে লাগিল। অকাণ্ডে আকাশতলে গর্দ্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ মেঘাবলী সমুত্থিত হইয়া অনবরত উল্কা ও অশনি বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কারণ নাই, যেন অকস্মাৎ সসাগরা সকাননা বসুন্ধরা মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। দিবাভাগে উল্কামুখী শিবাগণ মুখব্যাদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা অশিব রব করিতে আরম্ভ করিল। এবং বামভাগে বিহগকুল যেন আকুল হইয়া মণ্ডলাকার পথে উড্ডীন হইতে লাগিল। গমন কালে সেই ভীমকলেবর রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণের সেই ভীষণ শূলাগ্রে এক গৃধ্র উপবেশন করিয়া অতিরুক্ষ-

স্বরে রব করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার বাম বাহু বিকম্পিত ও বাম নয়ন স্ফুরিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ড ভীম নিস্বনে তদভিমুখে পতিত হইতে লাগিল। এবং অকাণ্ডে আদিত্য মণ্ডল যেন নিষ্প্রভ ও দেখিতে দেখিতে পবনদেবও প্রতি-কুল রূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃতান্ত-প্রেরিত কুম্ভকর্ণ এই সমস্ত আকস্মিক দুর্নিমিত্ত পরম্পরা দেখিয়া শুনিয়াও তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবিয়া সমরোৎসাহে ক্রমে সমরা-ঙ্গণে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ লঙ্কাস্থিত প্রাচির উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনতিদূর হইতে সেই অগাধ বিপক্ষ সৈন্যসাগর অবলোকন করিতে লাগিল।

এদিকে বানরী সেনা সহসা সেই মহাপর্ব্বতসঙ্কাশ মহা-কায় কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিয়া ভয়ে পবনচালিত মেঘখণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ আহ্লাদভরে পুনর্ব্বার ঘনগভীর স্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। কপিকুল গগণো-দিত বারিদনাদের ন্যায় তদীয় অতিকঠোর গর্জন শ্রবণে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ছিন্নমুল শাল তরুর ন্যায় একে একে অমনি অবনীতলে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কোষনিষ্কাশিত শূলাস্ত্রধারী বীর কুম্ভকর্ণ যুগান্তে সংহার-রূপী ভগবান্ শূলপাণির ন্যায় কপিসৈন্যদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষ বিনাশার্থ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর সেই মহাপর্ব্বত-সন্নিভ রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ প্রাকার লঙ্ঘনানন্তর ক্রমে কপিসৈন্যের অভিমুখে আপতিত হইয়া অশনিপাতের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে, তৎকালে সুবেল শৈল সর্ব্বথা বিকম্পিত ও মহাসাগর পর্য্যন্তও বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। এবং বানরী সেনা সেই ভীষণমূর্ত্তি কুম্ভকর্ণের বিকটাকৃতি নিরীক্ষণ ও তদীয় তাদৃশ লোমহর্ষণ গর্জন কর্ণগোচর করিয়া প্রাণভয়ে ও শুষ্কমুখে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বালিতনয় অঙ্গদ নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন ও মহাবল কুমুদ প্রভৃতি সেনাপতি এবং অপরাপর কপিকুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে রণপণ্ডিত বানরগণ! আত্মপরাক্রম ও স্ব স্ব বংশমর্য্যাদা তোমরা সকলেই কি বিস্মৃত হইলে? সামান্য রাক্ষস দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাকৃত বানরের ন্যায় কোথায় পলায়ন করিতেছ? অলিক আশঙ্কায় ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ কেনই বা এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ? তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে কি লজ্জার উদ্রেক হইতেছে না? শীঘ্র নিবৃত্ত হও এবং স্বীয় অসামান্য সাহসের উপর

নির্ভর করিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও। ঐ রাক্ষস যাদৃশ সৈনিক পুরুষের সহিত সংগ্রামে কদাপি জয়লাভ করিতে পারিবে না। উহাদিগের যে এত আড়ম্বর দেখিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও বিভীষিকামাত্র। ঐ তুচ্ছ আড়ম্বর দেখিয়া এত উৎকণ্ঠিত হওয়া কি ভবাদৃশ বীর পুরুষদিগের কর্ত্তব্য ? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, বানরী শক্তি অবশ্যই রাক্ষসী শক্তিকে পরাস্ত করিবে।

এই বলিয়া সুধীর অঙ্গদ পুনঃ পুনঃ বানরদিগকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। কপিগণ তৎকালে যুবরাজের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্রুম বিক্রম সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সমর ভূমির অভিমুখে সমরোৎসাহে আগমন করিতে লাগিল। এবং মদমত্ত কুঞ্জরকুলের ন্যায় ক্রোধচণ্ড ঐ সমস্ত কপিকুল বীরদর্পে সমরাঙ্গণে উপনীত হইয়া প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষের বক্ষে ভয়ানক আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণ–প্রক্ষিপ্ত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ও দ্রুম বিক্রম সমূহে আহত হইয়াও কিছুমাত্র বিকম্পিত কি ভীত হইল না। বানরগণের এত যত্ন ও এত প্রয়াস তাহার সেই কঠিন কলেবরে স্পর্শমাত্র সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ, প্রদীপ্ত পাবক যেমন শুষ্কতৃণ রাশি অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অকুতোভয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কপিসেনারূপ তৃণরাশি প্রদ-

খিত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তদীয় প্রচণ্ড আঘাতে অসংখ্য বানরী সেনা রুধির বমন করিতে করিতে রুধিরাক্ত দেহে রক্ত পুষ্পোপশোভিত ক্রমাবলীর ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য কপি-বর্গেরা ভয়ে পৃষ্ঠভাগ নিরীক্ষণ না করিয়াই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ হইয়া সুগভীর সাগরজলে পতিত, কেহ কেহ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গহন কাননে প্রবিষ্ট এবং অপর কেহ কেহ সেই অসামান্য পরাক্রমশালী বীর রাক্ষ-সের অসহ্য আঘাত সহিতে না পারিয়া যে পথে আসিয়া-ছিল, পুনর্ব্বার সেই পথেই প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ঋক্ষবর্গ কেহ কেহ প্রাণভয়ে বিবর্ণ বদনে বৃক্ষ-শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক লুক্কায়িত, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ এবং অপর কেহ কেহ নিম্নপ্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক ত্রাসে অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিল। যে সকল বান-রেরা পূর্ব্বে পরম উৎসাহে যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই ভীমদর্শন রাক্ষসপ্রবীরের অতীব লোমহর্ষণ পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে পতিত এবং অপর কেহ কেহ ভয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধরা-শায়ী হইয়া রহিল। ফলতঃ তৎকালে বানরী সেনার মধ্যে কেহই আর সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

তখন সুধীর অঙ্গদ সমস্ত সেনাদলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সাদরে কহিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ! তোমরা বিভীষিকামাত্র দর্শনে এত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? নিবারণ করি, নিবৃত্ত হও। তোমরা অলিক ভয়ে ভীত হইয়া কি কারণেই বা প্রাণ রক্ষার জন্য এত ত্রাসিত হইয়াছ? বীর পুরুষদিগের কি এই কার্য্য। বিশেষ তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, জগতীতলে আর কুত্রাপি জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমাদের প্রাণ রক্ষার স্থান আমি আর কোথাও দেখিতে পাই না। অতএব যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, সত্বর সমবেত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। আইস, আমরা সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হই। সেনাগণ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ ও অতিবিশাল বৃক্ষাদি তোমাদের আয়ুধ, তাহা সত্ত্বেও যদি তোমরা প্রাকৃত বানরের ন্যায় প্রাণভয়ে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে, বল দেখি, তোমাদের গৃহস্থ পুত্র কলত্রেরা কি তোমাদিগকে উপহাস করিবে না? সেনাগণ। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণের সেই সেই উপহাস বাক্য কি মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ প্রদান করে না? আমার মতে তাহার সমান ক্লেশদায়ক কার্য্য আর কিছুই নাই। তোমরা সেই অবশ্যম্ভাবী উপহাস বাক্যও তিরস্কার করিয়া তুচ্ছ প্রাণভয়ে যে পলায়ন করিতেছ, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কপিগণ! তোমরা অতি মহৎবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করা তোমাদের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। নিশ্চয় জানিও, পরাক্রম সত্ত্বে, যাহারা তৎপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়া ভীত মনে পলায়িত হয়, তাহারা নিতান্ত অনার্য্য, এমন কি, তাঁহাদিগকে একরূপ স্বামিবিদ্রোহী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বানরগণ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, ইতি পূর্ব্বে জনসমাজে তোমরা সগর্ব্বে যে সমস্ত স্বামিহিতকর বাক্য মুক্তকণ্ঠে ওষ্ঠের বাহির করিয়াছিলে, তাহা কি সমুদায়ই সম্প্রতি বিস্মৃত হইলে? তোমরা বীর পুরুষ, কোথা অন্যান্য ভয়শীল কাপুরুষদিগকে ধিকার করিবে, না স্বয়ংই সেই কাপুরুষাবলম্বিত পথ অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইতেছ। বীরগণ! অধিক আর কি কহিব, যাহারা বীর পুরুষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইয়া আবার জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, বলিতে কি, আমার মতে তাহাদের জীবন এবং মরণ উভয়ই তুল্য। অতএব কপিগণ! তোমরা এক্ষণে অলিক আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক সৎপুরুষসেবিত বীরোচিত সমরপথে পদার্পণ কর। আমরা এই উপস্থিত সংগ্রামে নিহত হইয়া হয় ব্রহ্মলোকে গমন করিব, না হয় শত্রুবধ পূর্ব্বক ধরামণ্ডলে অতুল্য কীর্ত্তি বিস্তার করিব।

এই বলিয়া সুধীর যুবরাজ আবার কহিলেন; বীরগণ! কেন, উপস্থিত সংগ্রামে আমাদের পরাভব পাইবার ভ

কোন কারণই দেখিতেছি না। এত সামান্য নিশাচর, যাঁহার সংগ্রামনৈপুণ্য দর্শনে সসাগরা সদ্বীপা ধরা ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই রামকে রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিলে, সামান্য কুম্ভকর্ণ যে জীবন লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে, কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে পতিত হইবামাত্র জীবন বিসর্জন করে, তদ্রূপ রামরূপ হুতাশনে রাক্ষসের জীবন অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের জয়াশারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এরূপ স্থলেও যদি আমরা উপস্থিত সংগ্রামে ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া সামান্য প্রাণ রক্ষার জন্য নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করি, তাহা হইলে, বল দেখি, আমাদের চিরসঞ্চিত দিগন্তব্যাপিনী বীরখ্যাতি কোথায় থাকিবে?

এই বলিয়া অঙ্গদ বিরত হইলে, পলায়নপরায়ণ বানরগণ তদীয় বাক্যে কর্ণপাত করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলোচিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ। যখন ঐ ভীমবল রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ একাকীই আমাদিগকে ঘোরতর রূপে বিমর্দ্দিত করিয়াছে, তখন আর এস্থানে অবস্থিতি করা আমাদের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, যাহাই কেন না বলুন, জগতে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম আর কিছুই নাই। সুতরাং আমরা সেই রক্ষণীয় প্রাণ রক্ষার জন্য তৎপর হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছি। আপনার প্রলোভ বাক্যে আমরা কোনমতেই প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিব না, সুতরাং আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতেও আমরা

ইচ্ছুক নহি, সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমরা উপস্থিত রণে ভঙ্গ দিয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিব।

এই বলিয়া সমস্ত বানরী সেনা একমতাবলম্বী হইয়া পলায়নে সমুদ্যত হইলে, সুধীর অঙ্গদ তখন মহাত্মা রামের সপ্ততাল ভেদ ও নাগপাশ মুক্তি করণ প্রভৃতি নানাবিধ অসামান্য বীর কার্য্যের কীর্ত্তন ও নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা, স্বপক্ষীয় বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া সেই সমস্ত প্রস্থানোন্মুখ কপিকুলকে নিবর্ত্তিত করিলেন। তখন ভগ্নোৎসাহ বানরেরা মহামতি বালিতনয় অঙ্গদের সেই সেই জয়ানুমাপক বিবিধ হেতু-গর্ভ বচনে কথঞ্চিৎ উৎসাহিত ও বিশ্বস্ত হইয়া সমরোৎ-সাহে অবস্থান পূর্ব্বক সমর যাত্রার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবং উৎসাহ দীর্ঘীকৃত রাম জয় শব্দে তৎকালে দিগ্বিভাগ সর্ব্বথা পরিপুরিত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে মহাবল ঋষভ, সরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, নল, কুমুদ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস, ও বায়ুপুত্র হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতি সকল পরম আহ্লাদে ত্বরিত পাদ বিক্ষেপে রণস্থলের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর অঙ্গদ-সমুৎসাহিত সমস্ত বানরী সেনা সমাশ্রিত-পরাক্রম ও সমরাকাঙ্ক্ষী হইয়া, আজ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি বিমুখ হইব না, এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গ একবেগে উৎপাটন পূর্ব্বক জীবনাশা একেবারে পরিহার করিয়া বিপক্ষের প্রতি মহাবেগে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মহাবীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবেগে স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বানরী সেনার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। তখন সংগ্রামনিরত শত শত বানরেরা কুম্ভকর্ণের গদাতাড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। পক্ষিরাজ বিনতাতনয় যেমন বিহগকুলকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ এক একবার ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশৎ ত্রিংশৎ বা ততোধিক বানর ধরিয়া ধরিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তদীয় তাড়নে যে সকল বানর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা অবনীতলশায়ী হইয়াছিল, তাহারা কিয়ৎকাল পর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও পরস্পর সঙ্গত হইয়া হস্ত দ্বারা মহাক্রম সমস্ত সমুদ্যত করিয়া রণস্থলে সভয়ে

অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দ্বিবিদনামক দ্বিরদবৎ বলিষ্ঠ বানরপ্রবীর দ্বিতীয় পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক মার মার শব্দে ধাবমান ও বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া অসংখ্য অশ্ব, গজ ও রাক্ষস-দিগের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং ভ্রূক্ষেপ মাত্র অপর এক প্রকাণ্ড শৈলশিখর উৎপাটন ও অসাধারণ রণচাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিপক্ষ সেনানায়কদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীরের বেগনির্গত সেই বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গের আঘাতে বহুসংখ্য হস্ত্যশ্বসারথি নিহত, কেহ বিঘূর্ণিত ও অসংখ্য রাক্ষস ক্ষত বিক্ষত হইয়া অবনীতল-শায়ী হইল। তৎকালে, তাহাদের দেহনিস্থত রুধিরধারায় রণক্ষেত্র একেবারে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। এদিকে ভীষণাকৃতি মহাবল মহাসারথি নিশাচরেরাও অবিকল কালান্তক যমের ন্যায় করাল শরজাল নিক্ষেপ করিয়া বানরী সেনাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরাও অতি বিশাল পাদপ সকল উৎপাটন ও মহাক্রোধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষকুল ক্রমে ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর মারুতকুমার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈল শৃঙ্গ ও সুদীর্ঘ পাদপ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ পথ হইতে কুম্ভকর্ণের মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন; রাক্ষস-প্রবীর কুম্ভকর্ণও অনায়াসে তৎপ্রযুক্ত সমস্ত প্রহরণ তীক্ষ্ণ শাণিত শূলাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে উভয় পক্ষে

তুমুল সংগ্রাম, কেবল বীরনিনাদে দিগ্বিভাগ পূর্ণ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। সেই প্রকাণ্ডমূর্ত্তি বীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধপরীত নেত্রে ও প্রচণ্ড বেগে, যেন ত্রিপুর-বিনাশী সাক্ষাৎ শূলপাণির ন্যায় স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শূলাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বানরসৈন্যের অভিমুখে প্রধাবিত হইল তদ্দর্শনে অকুতোভয় অঞ্জনাতনয় এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শিখর উৎপাটন ও ঊর্দ্ধে ধারণ পূর্ব্বক তাদৃশ বীর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন, দেখিয়া রাক্ষসপ্রবীর অধিকতর কোপ সহকারে যেমন বেগে আসিতে লাগিল, হনুমান্ অমনি প্রচণ্ড বেগে সেই উদ্ধৃত শৈলশৃঙ্গ তাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তখন নিশাচর সেই শৃঙ্গাঘাতে নিতান্ত অভি-ভূত, ক্ষুব্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া কিয়ৎকাল বিচেতন অবস্থায় রহিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার আশ্বস্ত ও সমধিক কোপান্বিত হইয়া নিজ সুতীক্ষ্ণ শূলাস্ত্র দ্বারা পবনাত্মজের বক্ষস্থলে এরূপ আঘাত করিল, যে কুমার-নিক্ষিপ্ত উগ্র শক্তির প্রহারে ক্রৌঞ্চাচল যেমন বিদীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ তিনিও সেই আঘাতে নির্ভিন্নহৃদয় ও নিতান্ত বিহ্বল হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিলেন। এবং সেই অসহ্য বেদনায় একান্ত ব্যথিত হইয়া যুগান্ত-কালীন মেঘধ্বনির ন্যায় ভীমনাদে আর্ত্তরব করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে নিশাচরেরা পবনকুমারকে তাদৃশী বিষম বেদনায় ব্যথিত দেখিয়া আহ্লাদস্বরে চীৎকার

করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে কপিকুলের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না; তাহারা নিতান্ত ত্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার্থ দ্রুতপদে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মহাবীর নীল স্বপক্ষীয় সেনানিকরের ভয়ভঞ্জন ও বিপক্ষদমন করিবার নিমিত্ত মহাবেগে কুম্ভকর্ণের বক্ষে এক প্রকাণ্ড শৈলাগ্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত নিশাচর এক মুষ্টি প্রহার করিবা মাত্র উহা অভিহত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অগ্নিকণা উদ্গীরণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষভ, সরভ, গন্ধমাদন, গবাক্ষ ও নীল এই পঞ্চ সেনাপতি সমবেত হইয়া মহাক্রোধে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক চারি দিক্ হইতে অনবরত পর্ব্বতশৃঙ্গ, পাদপ, পাদ ও মুষ্টি দ্বারা তাহাকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহাদের সেই সেই ভীষণ আঘাতেও যেন স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করিল না। প্রত্যুত তাহাদের মধ্যে ঋষভ নামক বানরকে বাহুযুগলে বেষ্টন ও কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ পূর্ব্বক এরূপ বেদনা প্রদান করিল, যে মহাবীর তাহাতেই বিচেতনপ্রায় ও ভূতলে পতিত হইয়া নিরন্তর শোণিত বমন করিতে লাগিল। তৎপরে সেই ভীষণ রাক্ষস ক্রোধারুণ চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক মুষ্টি প্রহারে সরভকে, জানুদ্বারা নীলকে, পদাঘাতে গন্ধমাদনকে এবং চপেটাঘাতে গবাক্ষকে নিতান্ত আহত করিলে,

তাহারা একান্ত ব্যথিত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে নিকৃত্ত কিংশুক তরুর ন্যায় অবনীতলে নিপতিত হইল।

এই রূপে প্রধান প্রধান বানরেরা সমরশায়ী হইলে, সহস্র সহস্র বীর বানরেরা অসীম রোষাবেগে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামলালসায় বায়ুবেগে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড তদীয় কলেবরে আরোহণ ও উৎপতন পূর্ব্বক কেহ ভীষণরূপে দংশন, কেহ দংষ্ট্রাঘাতে, কেহ নখরাঘাতে, কেহ চপেটা-ঘাতে ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা ঘোরতর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেমন উপরি-স্থিত পাদপ সমূহে সুশোভিত হইয়া থাকে, অধিরূঢ় বানরবর্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া, রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণও তদ্রূপ বিকাশ পাইতে লাগিল। এবং কিয়ৎকাল পরে পক্ষিরাজ বিনতাতনয় যেমন পন্নগদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তদ্রূপ আরূঢ় বানরদিগকেও ধরিয়া ধরিয়া করাল আস্য মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কুম্ভ-কর্ণের সেই বিশাল বক্ত্র গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বান-রেরা তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রকাণ্ড নাসাবিবর ও কর্ণকুহর দিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হইতে লাগিল। তখন নিশাচর নিজ প্রয়াস নিষ্ফল দেখিয়া সমধিক ক্রোধাবেগ সহকারে সমস্ত শাখামৃগদিগকে ভগ্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সেই শূলপাণি যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদর রাক্ষসপ্রবীর মাংসশোণিতে সমরভূমি কর্দ্দময়

করিয়া, কপিসৈন্যমধ্যে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায়, সবজ্র বজ্রধরের ন্যায় অথবা পাশহস্ত যমের ন্যায় অকুতোভয়ে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিলে এবং নিদাঘ কালীন প্রদীপ্ত পাবক যেমন শুষ্ক অরণ্য দাহ করিতে থাকে, তদ্রূপ তদীয় অতুল্য প্রতাপানলে কপি সৈন্যরূপ নিবিড় কানন ভস্মীভূত হইলে, অবশিষ্ট কতকগুলি বানর ভয়ার্ত্ত হইয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এবং অপর কতকগুলি কপিসৈন্য আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে প্রাণ ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইল।

ঐ সময়ে বালিতনয় অঙ্গদ স্বপক্ষীয় সেনাদলকে ভয়বিরূপীকৃত চীৎকার ও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বায়ুবেগে ও অতীব রোষাবেশে কুম্ভকর্ণের প্রতি প্রধাবিত হইলেন এবং প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদ্যত ও ভীষণ সিংহ নাদে নিশাচরকুলকে বিত্রাসিত করিয়া, শৈলশিখর অতিবেগে কুম্ভকর্ণের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন রণদুর্ম্মদ নিশাচর অঙ্গদ-নিক্ষিপ্ত সেই গিরিশিখরে আহত হইয়া ক্রোধানলে যেন প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল এবং বিকট নিনাদে অনুচর বানরকুল বিত্রাসিত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদের অঙ্গে শূলাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত অঙ্গদ অতিবিচিত্র রণচাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উল্লম্ফন দ্বারা আপতিত শস্ত্রপথ অনায়াসে পরিহার করিয়া, বিপক্ষের বক্ষস্থলে এরূপ বেগে এক চপেটাঘাত করিলেন, যে নিশাচর সেই তলপ্রহারে একে

বারে বিচেতন হইয়া পড়িল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত কিয়ৎকাল পরেই আবার সংজ্ঞালাভ করিয়া বিকট হাস্যে উপহাস পূর্ব্বক এরূপ বেগে অঙ্গদের অঙ্গে এক বিষম মুষ্টি প্রহার করিল, যে সেই আঘাতে মহাবীর অঙ্গদও জ্ঞানশূন্য হইয়া অবনীতলে শয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে কুম্ভকর্ণ দেখিতে না দেখিতে তৎসমীপে গমন ও স্বীয় শূলাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে পরে কপিরাজ সুগ্রীব সন্নিধানে ধাবমান হইল। তখন সংগ্রামকুশল সুগ্রীবও নিশাচরকে অতিবেগে আপতিত দেখিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক এক পর্ব্বতাগ্র উৎপাটন করিয়া মহাবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং তদ্দর্শনে নিশাচর সগর্ব্বে বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ করিয়া তদগ্রে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইলে, বিপক্ষশরীর বানরশোণিতে অভিষিক্ত দেখিয়া কহিলেন; রে হতভাগ্য রাক্ষস! তুই সংগ্রামে বিস্তর বীর বানরসৈন্য নিপাত ও ভক্ষণ করিয়া বড়ই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, এজন্য যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ যশস্বীও হইয়াছিস্। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে যদি তোর প্রকৃত বীরগর্ব্ব থাকে, তবে আমার কথায় কর্ণপাত কর্ এবং সামান্য বানরবল পরিহার পূর্ব্বক প্রকৃত বীর সহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ। হীনবলদিগকে পরাজয় করিলে, তাহাতে প্রকৃত বীরের পৌরুষ কদাচ বৃদ্ধি পায় না। রাক্ষস! সম্প্রতি আমি তোর প্রতি এক পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছি, যদি সামর্থ্য থাকে সহ্য কর্, নচেৎ কালের করাল কবলের শোভা বর্দ্ধন কর্।

এই বলিয়া কপিরাজ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইলে, রাক্ষস-প্রবীর তদীয় তাদৃশ বীররসাভিষিক্ত গম্ভীর বাক্য শ্রবণে অসহ্য হইয়া কহিল ;— রে দুষ্কুলজাত দুর্ভাগ্য বানর! তুই প্রজাপতির পৌত্র ও ঋক্ষরজের পুত্র হইয়া এতই গর্ব্ব করিতেছিস্। যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা স্বয়ং কদাচ আত্মগৌরব প্রকাশ করে না, কার্য্যই তাহাদের বীরাভিমানিতার পরিচায়ক। অথবা তোর সহিত আর বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি, যদি সামর্থ্য থাকে, যুদ্ধ কর্, নচেৎ পলায়ন করিয়া স্বীয় কোমল প্রাণ রক্ষা কর্। তখন সুপ্রশস্তগ্রীব সুগ্রীব রাক্ষসের তাদৃশ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে গ্রীবাদেশ বিঘূর্ণিত করিয়া, হস্তস্থিত বিশাল শৈলশিখর উত্তলন পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল ভুজান্তরে নিপতিত হইবামাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কপিকুলের বদন ভয়ে আকুল এবং নিশাচরদিগের প্রকাণ্ড বদন সাতিশয় প্রফুল্ল ও আহ্লাদে যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে তাহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বীর কুম্ভকর্ণ সেই শৈলাহত ও সাতিশয় কোপান্বিত হইয়া বিকটাস্যে অট্ট হাস্য ও ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ব্বক সৌদামিনীপ্রভা-নিন্দিত সমুজ্জ্বল স্বীয় শূল উত্তোলন করিয়া কপিরাজের বিনাশ কামনায় যেমন নিক্ষেপ করিল, অমনি সংগ্রামচতুর মহাবীর মারুতকুমার ঊর্দ্ধ পথে উৎপতিত হইয়া, সেই কাঞ্চন-দামশোভিত শূলের উভয়

প্রান্ত ধারণ ও মধ্যভাগে সুকঠিন জানুদেশ বিন্যাস এবং মহাবেগে উভয় প্রান্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তখন বানরপতি সুগ্রীব সেই কালায়স সদৃশ গুরুভার মহাশূল মারুতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, তদ্দর্শনে অপরাপর বানরেরাও অপার আনন্দ অনুভব করিয়া, উচ্চনিনাদ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণের ইতস্ততঃ বিচরণ এবং পরিশেষে পরমানন্দে কর্ষধ্বনি করত হনুমানের পূজা করিতে লাগিল।

এখানে রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ স্বীয় শূল ভগ্ন দর্শনে অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া লঙ্কাসমীপস্থ এক প্রকাণ্ড মলয়শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা সুগ্রীবকে এরূপ আঘাত করিল, যে কপিরাজ সেই আঘাতে অভিহত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতবৎ মহীতলে নিপতিত হইলেন। দেখিয়া তৎকালে নিশাচরেরা অমনি আহ্লাদভরে গর্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ সেই ভীষণাকৃতি বানরপতির সমীপে গমন পূর্ব্বক, প্রবল পবন যেমন প্রকাণ্ড মেঘমণ্ডলকে বেগে স্থানান্তরিত করে, তদ্রূপ তাঁহাকেও কক্ষে করিয়া সৈন্যমধ্য হইতে স্থানান্তরে লইয়া চলিল। ঐ সময়ে বোধ হইতে লাগিল, পর্ব্বতরাজ সুমেরুই যেন অপর এক উন্নত গিরিশৃঙ্গ বহন করিয়া প্রচলিত হইতেছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ অকুতোভয়ে তাদৃশ বীর বানরপতিকে লইয়া রাক্ষসগণ-প্রদত্ত বিবিধোপচার-সমন্বিত পূজা গ্রহণ ও তৎকার্য্য বিস্মিত দেবতাদিগের ভয়াকুল বাক্য শ্রবণ করিতে

করিতে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং গমন সময়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;— অহো! আমি যখন এই ইন্দ্রতুল্য বীর কপিরাজকে পরাজিত করিলাম, তখন বোধ হয় উপস্থিত সংগ্রামে বিজয় লাভের আর কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুম্ভকর্ণ গমন করিতেছে, এমন সময়ে রণপণ্ডিত মারুতকুমার, বানরবাহিনীর পলায়ন ও কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক কপিরাজের স্থানান্তরে অপনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;— অহো! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, অথবা এক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের অবসর নাই, যখন আমাদের কপিরাজ সুগ্রীবকে লইয়া যাইতেছে, তখন কোন মতেই আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। যে রূপেই হউক, সম্প্রতি কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করাই সময়োচিত কার্য্য। উহাকে বধ করিলে, এক্ষণে সুগ্রীবও মুক্তিলাভ করিবেন এবং খিন্নমনা বানরেরাও যারপর নাই আহ্লাদিত হইবে সন্দেহ নাই।

মতিমান্ হনূমান্ কিয়ৎকাল এইরূপ ভাবিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন ; না, কপিরাজ যখন স্বয়ংই আত্মরক্ষায় সক্ষম, তখন অন্যের বাহুবলে রক্ষিত হইলে, বোধ হয় ইনি বিলক্ষণ লজ্জিত হইবেন, না হইবারই বা সম্ভব কি, প্রকৃত বীর পুরুষেরা সংগ্রামে আত্মজীবন ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সাহায্যে উহা রক্ষা করিতে কদাপি অভিলাষ করেন না। তবে যে ইনি এখনও উপেক্ষা করিতে-

ছেন, ইহাতে আমার বোধ হয়, সংগ্রামে কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক সহসা নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গে আহত হইয়া মোহ বশতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা অদ্বিতীয় বীর হইয়াও অপর কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন, অথচ বুঝিতে পারিতেছেন না কেন? অতএব এ বিষয়ে আমার বল প্রকাশের প্রয়োজন নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, আপনার ও বানরগণের যাহা হিত ও পথ্য, তাহা বোধ হয়, ইনি স্বয়ংই সম্পাদন করিবেন। আমা দ্বারা উদ্ধার সাধন হইলে, কপি-রাজের অপ্রীতি ও বিলক্ষণ কষ্ট হইবারও সম্ভাবনা, এবং তাহাতে তাঁহার চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিও বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব আমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহা হইলে স্বীয় পরিত্রাণ-নিরত রণপণ্ডিত সুগ্রীবের অতুল্য বিক্রম অবশ্যই দেখিতে পাইব; এক্ষণে পলায়ন-সমুদ্যত এই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন সেনাদলকে আশ্বাস প্রদান করি।

এই ভাবিয়া সুধীর হনূমান্ পলায়নোন্মুখ সমস্ত কপি-সৈন্যদিগকে আশ্বাস বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগি-লেন। এদিকে রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ কপিরাজ সুগ্রী-বকে কক্ষে করিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাক্ষসকুল-কামিনীরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বিমান, প্রাসাদ ও গৃহগোপুর হইতে নিরন্তর তাহার মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কামিনী তদীয় মুখমণ্ডল বিজয়শ্রী-পরিশোভিত দেখিয়া আনন্দভরে লাজ বৃষ্টি ও অপর কোন যুবতি সুগন্ধ চন্দন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

নিশাচর নিতম্বিনীগণের ঐ সমস্ত আনন্দসূচক কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সানন্দে প্রস্থান করিতেছে, এমন সময়ে ঐ সমুদায় সুস্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধে কক্ষান্তরবর্ত্তী মহাবল সুগ্রীবের মোহ অপনীত হইয়াগেল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া এবং বিপক্ষ কর্ত্তৃক ধৃত ও লঙ্কাপুরীর রাজপথে আনীত হইয়াছেন দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন ;— এ কি! আমি কোথায়? একেবারে যে শত্রুপুরেই আনীত হইয়াছি। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? অথবা সম্প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তার অবসর নাই, যাহাতে আত্মরক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে বল প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

এই ভাবিয়া মহাবল সুগ্রীব সহসা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক খরতর কর-নখর দ্বারা কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও সুতীক্ষ্ণ দশন দ্বারা তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া, পরে পদনখরে তদীয় পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন নিশাচর কুম্ভকর্ণ ছিন্নকর্ণ, ভগ্ননাশ, বিদীর্ণপার্শ্ব ও রুধিরে আপ্লাবিত হইয়া ক্রোধভরে কপিরাজকে ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া বল পূর্ব্বক পেষণ করিতে লাগিল। এবং ঐ সময়ে অন্যান্য রাক্ষ-সেরাও আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ আঘাত করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবল সুগ্রীব নিশাচরদিগের তাদৃশ আঘাতেও কিছুমাত্র বেদনা অনুভব-না করিয়া রণচাতুর্য্য বলে কন্দুকবৎ তাহাদের হস্ত হইতে স্খলিত ও আকাশ-পথে উত্থিত হইয়া সানন্দমনে পুনর্ব্বার রাম সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

এখানে, সুগ্রীব এইরূপে দুরবস্থা সম্পাদন পূর্ব্বক লঙ্কার অভ্যন্তর হইতে প্রস্থান করিলে, নাসাকর্ণ-বিহীন রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ রুধিরস্রাবী প্রস্রবণ-সমন্বিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ শত্রু-নখরাঘাত-সম্ভূত শোণিত ধারায় আপ্লাবিত হওয়ায় তাহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। এমন কি, দুর্দ্দান্ত আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে না পারিয়া " আমি আজ সংগ্রামে অবশ্যই ইহার প্রতিবিধান করিব " স্থির করিয়া ঘোর মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রণ স্থলে প্রস্থান করিল। এবং ক্রোধে প্রদীপ্ত কালানলবৎ প্রজ্বলিত ও প্রবলবেগে বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন বানরদিগকে ভক্ষণ ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে মাংসশোণিতের গন্ধে দুরাত্মা এরূপ মুগ্ধ হইয়া উঠিল, যে তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইয়া গেল। কি বানর, কি ঋক্ষ কি রাক্ষস, কি পিশাচ, যাহারা তাহার সম্মুখে পতিত হইতে লাগিল, দুর্দ্দান্ত আত্মপর বিচারে বিমূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকেই উদরসাৎ করিতে লাগিল।

অনন্তর বীর কুম্ভকর্ণ এইরূপে এক, দুই, তিন বা বহু সংখ্যক বানরদিগকে এক হস্তে ধরিয়া ধরিয়া যুগপৎ করাল আস্য মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া বানরেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ দ্বারা তাহার গাত্রে ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু

দুর্দ্দান্ত সুগ্রীবকৃত তাদৃশ অতি ভীষণ নখরাঘাতে রুধিরে আপ্লাবিত হইয়াও বানরদিগের প্রহারে দৃক্‌পাতও না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কপিকুল ভক্ষণ করিতে লাগিল। বানরগণ তদীয় তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য দর্শনে মনে মনে সাতিশয় ভীত হইয়া রামসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিল;—প্রভো! আজ দুর্দ্দান্ত কুম্ভকর্ণ নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সাক্ষাৎ জগদন্তকারী অন্তকের ন্যায় করাল কবল বিস্তার পূর্ব্বক বানরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, অতএব সত্বর ইহার প্রতিবিধান করুন, নচেৎ আর রক্ষা নাই। দুরাচার বহুসংখ্যক বানরদিগকে ধরিয়া যুগপৎ উদরসাৎ করিতেছে এবং মাংসশোণিতের গন্ধে নিতান্ত প্রফুল্ল হইয়া অকুতোভয়ে ক্রমশঃ অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার গাত্র মেদ, বসা ও শোণিতধারায় পরিব্যাপ্ত, ছিন্ন কর্ণের অবশিষ্টাংশে অন্ত্রমালা বিলম্বিত, দংষ্ট্রাসমস্ত সুতীক্ষ্ণ ও অতিভীষণ। প্রভো। অধিক আর কি কহিব, প্রলয় কালীন যেমন করাল কাল, অথবা ত্রিপুর বিনাশ কালীন যেমন ভগবান্ শূলপাণি, দুর্দ্দান্তও তাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ও অনবরত শূল বর্ষণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্র একেবারেই আলুলায়িত করিয়া তুলিয়াছে।

এই বলিয়া কপিকুল ভয়াকুলমানসে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাদের তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধান্ধ ও তৎক্ষণাৎ কবচ বন্ধন এবং স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক রণ স্থলে অবতীর্ণ হইয়া

প্রথমেই কুম্ভকর্ণের প্রতি যুগপৎ সাত শর নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎপরেও তূণীর হইতে বাণ গ্রহণ করিয়া অনবরত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষস তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা বিকম্পিত না হইয়া অনায়াসে তাঁহার শরজাল নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত সুমিত্রাতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাণে বাণে তদীয় সুবর্ণময় কবচ একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই নিবিড় নীরদকান্তি দুর্দ্দান্ত নিশাচর তাদৃশ কাঞ্চনভূষণ অব্যর্থ বাণ সমূহে আবিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইল না; প্রত্যুত বিকটাস্যে ঘন ঘন অট্টহাস্য পূর্ব্বক উপহাস করিয়া লক্ষ্মণকে কহিল;—রে ক্ষত্রিয়কুলাধম! আমি ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামে অবলীলাক্রমে সাক্ষাৎ জগদন্তকারী অন্তকেরও যে অন্তিম দশা সম্পাদন করিতে পারি, এ কথা কি এ পর্য্যন্তও তোর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? তুই আবার কোন সাহসে এত নির্ভয় চিত্তে আমার সহিত সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করিতে আসিয়াছিস্? অথবা তোর সহিত আর বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া ফল কি, ক্ষুদ্র লোকের সহিত বাগাড়ম্বর মহতের বিড়ম্বনামাত্র কেবল সম্পাদন করে। এই আমার শেষ কথা;—আমি সংগ্রামে সাক্ষাৎ অন্তকেরও অন্তক, বালস্বভাব অনভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক, বা মূঢ়তা নিবন্ধনই হউক, তুই আমার অগ্রে সাহস পূর্ব্বক যে দণ্ডায়মান হইয়াছিস্, ইহাতেই তোর বীরত্বের বিলক্ষণ প্রশংসা হইয়াছে।

নতুবা সাক্ষাৎ অমরাবতীশ্বর ঐরাবত সমারূঢ় হইয়াও যাহার অগ্রে অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহার সহিত সংগ্রাম করা কি সামান্য ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ?

এই বলিয়া বীর কিঞ্চিৎ শান্ত ভাবে আবার কহিল; রাজকুমার! অদ্য আমি তোমার অসাধারণ বল, অতুল্য পরাক্রম ও নিরুপম সাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এ জন্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অণুমাত্রও অভিলাষ হইতেছে না। তুমি যখন বলবীর্য্যে ও সমধিক সাহসে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, তখন তোমাকে বধ করিতেও আমার বাঞ্ছা হইতেছে না। এক্ষণে যদি অনুমতি কর, তবে এক বার তোমার অগ্রজের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করি। তাহার প্রাণ বধেই আমার সমধিক উৎসাহ হইতেছে; কারণ সংগ্রামে সেই রাম নিহত হইলে তোমাদের অন্যান্য যে সমস্ত সৈন্য থাকিবে, আমি তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না; মৎপক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে; তখন আমি কেবল মধ্যস্থের ন্যায় এক পার্শ্বে থাকিয়া উভয় পক্ষের জয় পরাজয় প্রত্যক্ষ করিব।

এই বলিয়া বীর সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইলে, মহাবীর লক্ষ্মণ তদীয় তাদৃশ অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; রাক্ষস! তোমার পরাক্রম, প্রতাপ ও বিক্রম ইন্দ্রাদি দেবতারাও যে সহ্য করিতে পারেন না, তাহা বড় মিথ্যা বোধ হইতেছে না, অদ্য

প্রত্যক্ষ করিয়া আমার নিতান্তই বিস্ময় জন্মিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এই যে মহারথি মহাত্মা দাশরথি বীর গর্ব্বে জগৎ যেন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া মহাদ্রির ন্যায় অটল ভাবে অবস্থান করিতেছেন; নিশ্চয় জানিবে, ইনিই তোমার দর্পহারী এবং ইহাঁ হইতেই তোমার পঞ্চত্বও সম্পাদিত হইবে।

এই বলিয়া তিনি বিরত হইলে রাক্ষসপ্রবীর তাঁহাকে অনাদর ও অতিক্রম করিয়া বায়ুবেগে যেন দুর্ণিবার কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া পদভরে মেদিনী বিকম্পিত করত রামের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। মহাবীর রাম রাক্ষসকে অতিবেগে অভিমুখে আপতিত দেখিয়া অতি ক্রোধে শাণিত রৌদ্র শরজাল তদীয় হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তখন রামবাহু নির্ম্মুক্ত ঐ সমস্ত অব্যর্থ শরজালে বিদ্ধ হইয়া, ক্রুদ্ধ নিশাচরের বদনবিবর হইতে অনর্গল অঙ্গার-মিশ্রিত অনলশিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত তাদৃশ খরতর শরে বিদ্ধ হইয়াও ঘোরতর নিনাদে বানর-দিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রামচন্দ্রের অব্যর্থ বাণপ্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হওয়ায় হস্ত হইতে অস্ত্রজাল ও ভীমগদা ভূতলে পতিত হইয়া গেল। ঐ সময়ে ভীমবল কুম্ভকর্ণ আপনাকে নিরস্ত্র জানিয়া ইতস্ততঃ ধাবন পূর্ব্বক চপেটাঘাতে ও মুষ্টিপ্রহারে বানরী সেনাদিগকে বিত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত যেমন গৈরিকস্রববাহী

প্রস্রবণ নির্গত হয়, তৎকালে তদীয় শরবিদ্ধ শরীর হইতেও তদ্রূপ শোণিতধারা বহির্গত হইতে লাগিল, দেখিয়া নিশাচর ক্রুদ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া ঋক্ষ, রাক্ষস, বানর, যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই ধরিয়া করাল গ্রাসে নিপাতিত করিয়া ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এবং এই রূপে অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া পরে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক দাশরথির অভিমুখে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত রাম একমাত্র শরে উহা মধ্য পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং কনকপুঙ্খ অপর শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুরাত্মার গাত্রস্থিত সুকঠিন বর্ম্মও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদনমাত্র সেই কনকময় কবচ স্বীয় সমুজ্জ্বল দেহপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া অমনি সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় বানরগণের মধ্যে নিপতিত হইল।

অনন্তর সুধীর লক্ষ্মণ বিপক্ষের বধ বিষয়ে নানাবিধ উপায় চিন্তা করিয়া অগ্রজসন্নিধানে কহিলেন; আর্য্য! দুরাত্মা রাক্ষসাধম কুম্ভকর্ণ অধুনা শোণিতগন্ধে এরূপ বিমোহিত হইয়াছে, যে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিচার-বিমূঢ় হইয়া কি রাক্ষস, কি বানর, যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই ধরিয়া উদরসাৎ করিতেছে; এমন অবস্থায় উহাকে শীঘ্র বিনাশ করাই বিধেয়। অথবা আমাদের বানরবীর সকল সত্বর উহার স্কন্ধে অধিরোহণ করুক, তাহা হইলে দুরাত্মা গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেই

থাকিবে, পূর্ব্ববৎ অভ্যাহিত সম্পাদন করিতে আর সমর্থ হইবে না।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইবামাত্র বানরেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া অমনি নিশাচরের নিবিড় নীরদনিভ প্রকাণ্ড শরীরে অধিরোহণ করিল ; কিন্তু মত্ত গজ যেমন গজারোহী-দিগকে বেগে প্রক্ষেপ করে, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্র প্রকম্পন দ্বারা ঐ সমস্ত আরূঢ় বানর-দিগকে সুদূরে অপসারিত করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে দুষ্টদমন দাশরথি ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত ও প্রবলবেগে উৎপতিত হইয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষ-বলমর্দ্দিত বানরবলদিগকে সমধিক উৎসাহিত করত মহাবেগে সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে তদীয় রোষ-লোহিত লোচনযুগল হইতে যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। রণপণ্ডিত রাম অনুজ ও অনুচরবর্গে সমাবৃত হইয়া কুম্ভকর্ণের অভি-মুখে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন ; তাহার শিরোভাগে কনক-ময় কিরীট শোভা পাইতেছে, এবং লোহিত লোচনপ্রান্ত হইতে যেন অনলশিখা নির্গত হইতেছে। দুরাত্মা মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বানরগণের প্রতি মহাক্রোধে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার বিশাল বাহুযুগলে কাঞ্চনময় কেয়ূর এবং চতুর্দ্দিকে নিশাচরেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। বর্ষাকালীন নিবিড় নীরদমণ্ডল হইতে যেমন নিরন্তর নীরধারা নিপতিত হয়, তদ্রূপ তদীয় করাল আস্য

বিবর হইতেও অনর্গল শোণিতধারা নির্গত হইতেছে। দুরাত্মা লম্বমান রসনা দ্বারা শোণিতধারাভিষিক্ত সৃক্কণীদ্বয় একবার পরিলেহণ করিতেছে, আর বার সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বানরী সেনাদিগকে প্রমথিত করিয়া সগর্ব্বে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। বীরকুলধুরন্ধর রাম প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় সেই নিশাচরকে নয়নগোচর করিয়া স্বীয় বিশাল শরাসনে যেমন টঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, তৎশ্রবণে আসন্নমৃত্যু কুম্ভকর্ণ অমনি ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দুষ্টনিয়ন্তা মহাত্মা দাশরথি রোষারুণ নেত্রে কহিলেন; রে হতভাগ্য নিশাচর! আমি এই ভীষণ কোদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন নিমেষমধ্যে মহারণ্যও দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমিও আজ রাক্ষসরূপ মহারণ্য ভস্মসাৎ করিব। তৎশ্রবণে দুরাত্মা ক্রোধে অধীর হইয়া কপিগণের মনে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক বিকৃতস্বরে ঘন ঘন অট্টহাস্য করিতে করিতে দ্রুত পদে রামের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। এবং গর্ব্বিত বাক্যে কহিল; রাম! তুমি বিরাধ নামক কবন্ধ বা খর নামক রাক্ষসের ন্যায় আমাকে মনে করিও না। অথবা বালি কি মারীচ বলিয়াও আমাকে অবজ্ঞা করিও না। যাহার প্রতাপবলে সাক্ষাৎ অমরাবতীশ্বর সুররাজ ইন্দ্রের গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়া যায়, আমি সেই অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী বীর কুম্ভকর্ণ, আজ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই আমার কালদণ্ড সদৃশ

ভীষণ মুদ্গর, অবলোকন কর। পূর্ব্ব কালে আমি ইহা দ্বারা অবলীলাক্রমে দেব দানবদিগকেও পরাস্ত করিয়াছি। তবে যে সুগ্রীব কর্ত্তৃক কর্ণ নাসা ছিন্ন হইয়াছে, সে কেবল আমার অনবধানতামাত্র। সে জন্য আমাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিও না। বিশেষতঃ তাহাতে আমার কিছুমাত্র বেদনাও অনুভূত হয় নাই।

এই বলিয়া বীর আবার কহিল, সে যাহা হউক, রাম! তোমার সহিত অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি, তোমাকে কিয়ৎকাল অবকাশ প্রদান করিলাম, তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, প্রকাশ কর; তোমার বল পৌরুষ পরীক্ষা করিয়া না হয় পরেই তোমাকে উদরসাৎ করিব।

দুর্দ্দান্ত কুম্ভকর্ণ এইরূপ আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বিরত হইলে, দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথির ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি দুরাত্মার ঐ সমস্ত গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি যুগপৎ বহুসংখ্য শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু নিশাচর তাদৃশ অশনিতুল্য, শাণিত শরনিকরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইল না। যে সকল সায়কে সপ্ততাল পর্ব্বত বিদীর্ণ, সুকঠিন শালতরু ছিন্ন ও মহাবল বালিও নিহত হইয়াছিল, সেই সমুদায় অব্যর্থ শরেও দুরাত্মার দুর্ভেদ্য শরীর ভেদ করিতে পারিল না, দেখিয়া রণপণ্ডিত রাম রোষভরে পুনঃ পুনঃ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রুধিরাভিষিক্ত নিশাচর কুম্ভকর্ণও স্বীয় ভীষণ মুদ্গর

পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া বিপক্ষের শরবেগ নিবারণ পূর্ব্বক বানরী সেনাদিগকে বিত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে দাশরথির ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না, কোপপ্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সুদীর্ঘ ললাটপটে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া অব্যর্থ বায়ব্য অস্ত্র দ্বারা নিশাচরের সমুদ্গর দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ রামশরে ছিন্নবাহু হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেই শৈলশিখর তুল্য বিশাল বাহু ছিন্ন হইয়া বানরসৈন্য মধ্যে নিকৃত্ত শালতরুর ন্যায় পতিত হওয়ায় বিস্তর বানর সৈন্যও নিহত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সমীপবর্ত্তী কপিকুল ভয়ে বিবর্ণ ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্থির নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধান্ধ হইয়া বামকরে এক প্রকাণ্ড দ্রুম উৎপাটন পূর্ব্বক ভগ্নশৃঙ্গ জঙ্গম শৈলের ন্যায় রামের প্রতি প্রধাবিত হইল, দেখিয়া রঘুপ্রবীর রাম আকর্ণ বিস্ফারিত স্বীয় বিশাল শরাসনে কাঞ্চন-চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিয়া মহাবেগে নিশাচরের অপর করে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্যর্থ শর নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র রাক্ষসের বামবাহু ছিন্ন ও ধরাতলে পতিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিল। কিন্তু দুরাত্মা তথাপি রণোৎসাহ হইতে নিবৃত্ত হইল না, পুনর্ব্বার ভীমবেগে সহকারে শত্রুর অভিমুখে ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে দুর্জ্জয়ভিলাষ্কা

দাশরথি দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় পাদদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পাদদ্বয় রামশরে বিভিন্ন হইবামাত্র এরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল, যে তদ্দ্বারা গিরিগুহা, লঙ্কা নগরী, মহার্ণব এবং দিক্ বিদিক্ সমস্তই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই বিষম শব্দে রাক্ষস ও বানরকুলও ভয়ে আকুল হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিল। তৎপরে রাহুগ্রহ যেমন অন্তরীক্ষগত ভগবান্ চন্দ্রমার অভিমুখে প্রধাবিত হয়, করচরণবিহীন কুম্ভকর্ণও তদ্রূপ স্বীয় বিকটাস্য ব্যাদান পূর্ব্বক ভীমগর্জ্জনে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকর দ্বারা তদীয় বিবৃত মুখকুহর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্দ্দান্ত নিশাচর বাণপূর্ণাস্য ও বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া ঘোরতর অব্যক্ত নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, রণচতুর রাম অমনি সূর্য্যমরীচিকল্প অশণিতুল্য নিশিত ঐন্দ্রাস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অনলসঙ্কাশ শাণিত সায়ক রামবাহু হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র স্বীয় প্রভায় দিগ্বিভাগ সমুজ্জ্বল করিয়া রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণের পর্ব্বতকূট সন্নিভ কুণ্ডলশোভিত প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শূর বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণের মস্তকও আজ দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথি কর্ত্তৃক ছিন্ন ও

বেগে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন গগণস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। এবং নিমেষমধ্যে সেই প্রকাণ্ড মুণ্ড এরূপ প্রচণ্ড বেগে লঙ্কা মধ্যে নিপতিত হইল, যে উহার পতনবেগে নগরীস্থিত অত্যুচ্চ প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণদ্বার ও চর্য্যাগৃহ সমুদায় ভগ্ন হইয়া গেল। এবং তদীয় পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড মস্তকবিহীন দেহটাও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে রণক্ষেত্র হইতে সুগভীর সাগরজলে পতিত ও গ্রাহ, মীন, নক্র ভুজঙ্গ দিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিমগ্ন হইয়া গেল।

এইরূপে সেই লোমহর্ষণ মহাসমরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিহত হইলে, দেবী সর্ব্বংসহাও যেন দুর্ব্বহ ভার হইতে কথঞ্চিৎ পরিমুক্ত হইলেন, পর্ব্বত সমস্ত যেন সভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠিল, অন্তরীক্ষে দেবতারা আনন্দভরে তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নভোগত দেবর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পন্নগ, ও সিদ্ধ পুরুষেরাও অমিতবিক্রম দাশরথির অতুল্য পরাক্রম দর্শনে প্রহর্ষিত ও সাতিশয় বিস্মিত হইয়া অবিরত হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এখানে মাতঙ্গকুল কেশরী দর্শনে আকুল হইয়া যেমন আর্ত্তনাদ করে, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণবধ-ভীত নিশাচরেরাও রণক্ষেত্রে সেই ভীষণ রামরূপ অবলোকনে সাতিশয় ভীত হইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে উচ্চ নিনাদ করিতে লাগিল। রাহুমুখ-নির্ম্মুক্ত ভগবান্ ভাস্কর যেমন তমো-

রাশি বিনষ্ট করিয়া গগণতলে বিরাজিত হন, তদ্রূপ দুষ্ট-নিয়ন্তা দাশরথিও কুম্ভকর্ণের বধসাধনে প্রফুল্ল হইয়া সমরাঙ্গণে বিকাশ পাইতে লাগিলেন। এবং দুর্দ্দান্ত বৃত্রাসুর বধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, তদ্রূপ অনন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; আর বানরেরা চতুর্দ্দিকে আসিয়া সহর্ষ বদনে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজসমীপে গমন পুর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিল; মহারাজ! রণস্থলে যাঁহার অতুল্য বীরদর্প-পরিশোভিত ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও ভয়ের উদ্রেক হইত, সেই কালসঙ্কাশ বীর কুম্ভকর্ণ সমরে অসংখ্য বানরসৈন্যদিগকে তাড়ন ও ভক্ষণ করিয়াও আজ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহার মস্তক-বিহীন শরীর সাগর জলে পতিত ও নিমগ্ন হইয়াছে এবং তদীয় নাশাকর্ণবিহীন প্রকাণ্ড মস্তক পর্ব্বতের ন্যায় লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া নিপতিত আছে। মহারাজ! দুঃখের কথা আর কি কহিব; আপনার সেই কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা দাবদগ্ধ মহাদ্রুমের ন্যায় হস্তপদ-বিরহিত হইয়া পরিশেষে রাম-শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই বলিয়া নিশাচরেরা নীরপরীত নেত্রে নীরব হইলে, সহসা কুম্ভকর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিশাচরনাথ যার পর নাই শোকাকুল ও বিমোহিত হইয়া "অমনি হা ভ্রাতঃ!" বলিয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় ইহারা পিতৃব্য বধ বার্ত্তা শ্রবণে অপার শোক সাগরে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ রামশরে নিহত হইয়াছে, শুনিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর রাবণ অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভ্রাতৃউদ্দেশে দীনবদনে সজল নেত্রে বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিল; হা ভ্রাতঃ রিপুদর্পহরিন্ বীর কুম্ভকর্ণ! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া আজ অকস্মাৎ কি জন্য যমসদনে গমন করিলে? আমি তোমার বিরহে যে মৃতপ্রায় হইলাম, আমার দক্ষিণ বাহু যে নিপতিত হইল। বৎস! ভাল জিজ্ঞসা করি, শত্রু হৃদয়ে সন্তাপ প্রদান এবং আমার শৈল্য উদ্ধার না করিয়া একাকী প্রবাসী হওয়াই কি তোমার উচিত? সম্প্রতি সীতারূপ শৈল্যে এবং তোমার ন্যায় রণপণ্ডিত ভ্রাতার বিয়োগে যে আমার প্রাণ যায়, প্রাণান্ত সময়েও কি একবার দেখা দিবে না? আহা! বৎস! তোমার ন্যায় রণদুর্ম্মদ বীর ভ্রাতার বলে, বলিতে কি আমি সুরাসুরদিগকেও ভয় করিতাম না। অধুনা তোমার অভাবে অবসর পাইয়া

তাহারা অনায়াসেই চিরসঞ্চিত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবে। ভ্রাতঃ! ভাল তুমি দেবদানব-দর্পহারী ও সাক্ষাৎ অন্তকের অন্তক হইয়াও আজ সামান্য ক্ষত্রিয়ের বাণে রণে কি জন্য নিহত হইলে? আহা! বীর! অমর-রাজের অব্যর্থ অশণির আঘাতেও তোমার দুঃখোৎপাদন করিতে পারিত না, সেই তুমি আজ একজন সামান্য মনুষ্য সহ সংগ্রামে কালগ্রাসে পতিত হইলে? আহা! ভাই রে! দুঃখের কথা আর কি কহিব, ইতি পূর্ব্বে তোমার প্রতাপানলে যাহাদের মুখমণ্ডল নিয়ত মলিন থাকিত, সম্প্রতি তোমার নিধন দর্শনে আহ্লাদে প্রফুল্ল ও ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত দেবতারা নির্ভয় চিত্তে অবশ্যই হর্ষধ্বনি করিতেছে। অদ্য বানরেরা অবকাশ পাইয়া সহাস্য বদনে অবশ্যই আমার নগরী অধি-কার করিয়া ফেলিবে। হায়! আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গিয়াই বা প্রাণপ্রতিম সহোদরের বীররসাভিষিক্ত প্রফুল্ল মুখ কমল দেখিতে পাই। আর আমার সীতায় প্রয়োজন নাই, এবং প্রাণাধিক বীর কুম্ভকর্ণ-বিহীন হইয়া পাপ জীবনেরও আবশ্যকতা নাই। যদি সেই প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণ-হন্তা রামকেই সমরে বধ করিতে না পারিলাম, তবে আমার মরণই শ্রেয়, তবে অনর্থক এ পাপ দেহভার বহন করিয়া আর ফল কি? আমার প্রাণের ভাই যে খানে প্রস্থান করিয়াছেন, এ ছার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমি

এখন সেই স্থানেই গমন করিব। আমার আর মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে অভিলাষ নাই। হায়! আমি ভ্রাতৃগর্ব্বে মত্ত হইয়া ইতিপূর্ব্বে দেবতাদিগের বিস্তর অপকার করিয়াছিলাম, অধুনা তাহারা আমাকে দেখিয়া অবশ্যই উপহাস করিবে। আহা! বৎস! তুমি সামান্য মনুষ্য সহ অকস্মাৎ নিহত হইলে; বল দেখি, এখন আমি একাকী কি রূপে ইন্দ্রবিজয়ে প্রবৃত্ত হইব।

এই বলিয়া দশানন ভ্রাতৃশোকে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল, এবং কিয়ৎকাল পৌর্ব্বাপর্য্য চিন্তা করিয়া কহিল;—অহো! আমি অজ্ঞান বশতঃ মহাত্মা বিভীষণের তাদৃশ সদ্ভাবগর্ভ বাক্যও যে ঘৃণা করিয়া শ্রবণ করিয়াছিলাম না, সম্প্রতি বীর প্রহস্ত ও প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণের বধে তৎসমুদায় আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া যেন আমার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। হা! ভ্রাতঃ! বিভীষণ! তোমার তাদৃশ ইষ্ট বাক্য গ্রহণ না করিয়া সবিশেষ অবমাননা পূর্ব্বক তোমাকে যে লঙ্কা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, বুঝিলাম, এ সমুদায় সর্ব্বথা তাহারই পরিণাম। এই বলিয়া লঙ্কেশ্বর শোকাকুল হৃদয়ে বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া অনুজের নিধন চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার অবনীতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

তখন ত্রিশিরা নামক নিশাচর শোকাভিভূত দশাননকে উক্তরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিল; মহারাজ! আপনার ন্যায় অভিজ্ঞ পুরুষের অনভিজ্ঞের ন্যায় এত বিলাপ করা কি উচিত? প্রিয়বিয়োগ নিবন্ধন শোকের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে উহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। আপনি ত অবগতই আছেন, জন্ম হইলে জীবের এক সময়ে অবশ্যই মরণ আছে। তজ্জন্য বৃথা শোকাকুল হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব মহারাজ! বীর কুম্ভকর্ণ আজ দৈবগত্যা রণে নিহত হইয়াছেন, এজন্য আপনার ন্যায় বীর ও বিচক্ষণ পুরুষের এরূপ বিলাপ করা উচিত নহে। আপনি স্বশক্তি দ্বারা ত্রিভুবন বিজয়েও সমর্থ; হীনশক্তি পুরুষের ন্যায় আত্মাকে শোকাকুল করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আপনার এই ব্রহ্মদত্ত অপ্রতিহত শক্তি, এই দুর্ভেদ্য কবচ, এই সুতীক্ষ্ণ সায়ক, এই বিশাল শরাসন, এই মেঘনিস্বন রথ সমুদয়ই ত বিদ্যমান আছে, এবং দেব দানবেরাও ত আপনার প্রতাপে পুনঃ পুনঃ বিত্রাসিত হইতেছে, এমন স্থলে শোক পরিহার পূর্ব্বক

সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন হইয়া সম্প্রতি বিপক্ষ শাসনে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। অথবা আমরা বিদ্যমানে আপনার যুদ্ধ যাত্রা করিবার প্রয়োজন কি ? আপনি নির্ভয় চিত্তে অবস্থান করুন, আমি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিব। মহারাজ! আত্ম-গৌরব প্রকাশ করা অবিধেয়, এজন্য আমার বীরত্বের বিষয় কিছু ব্যক্ত করিলাম না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন; পক্ষিরাজ বিনতাতনয় যেমন অবলীলাক্রমে পন্নগদিগকে ভক্ষণ করে, দেবরাজ কর্ত্তৃক যেমন শম্বর এবং ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক যেমন নরকাসুর নিহত হইয়াছিল, অদ্য সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া, তদ্রূপ আমিও আপনার শত্রু-কুল বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া ত্রিশিরা মৌনাবলম্বন করিল।

রাবণের মৃত্যুকাল আসন্ন; সুতরাং তাদৃশ অদ্বিতীয় বীর কুম্ভকর্ণের নিধনেও সামান্য ত্রিশিরার কথায় সংগ্রাম পক্ষে তাহার সমধিক উৎসাহ জন্মিয়া উঠিল এবং দেবান্তক, নরান্তক ও তেজস্বী অতিকায়; ত্রিশিরার কথায় ইহারাও অনুমোদনকরিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইল। অনন্তর অতিকায় প্রভৃতি অমিতবীর্য্য ঐ সমস্ত নিশাচরেরা রণপিপাসায় অধীর হইয়া, পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক “ অগ্রে আমিই যুদ্ধযাত্রা করিব ” বলিয়া ঘোরতর গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা সকলেই অন্তরীক্ষ গমনে সমর্থ, সকলেই মায়াজাল বিস্তারবিশারদ, সকলেই দেবদানবদলনে সুপটু এবং সকলেই রণদুর্ম্মদ। উহাদের বাহুবলে স্ব স্ব

কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং যে যুদ্ধই কেন না হউক, উহারা বিজয় লক্ষ্মীকে ক্রোড়ে না করিয়া আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

রাক্ষসরাজ রাবণ রাজসিংহাসনে বসিয়া এতাদৃশ অতুল্য-বীর্য্য শত্রুবিমর্দ্দনকারী আত্মজগণে আবৃত হইয়া দানব-দর্পহারী দেবগণে সমাবৃত দেবপতির ন্যায় বিকাশ পাইতে ছিল। পুত্রগণের মুখে এতাদৃশ সাহসপূর্ণ কথা কর্ণগোচর করিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল এবং নানাবিধ অমূল্য রত্নাভরণে তাহাদিগকে বিভূষিত, আশীর্ব্বচনে সম্বর্দ্ধিত ও যুদ্ধ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া তাহাদিগের রক্ষার্থ মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক মহাবল ভ্রাতৃদ্বয়কেও নিয়োগ করিল।

অনন্তর অতিকায় প্রভৃতি মহাকায় নিশাচরগণ পিতৃপাদ-পদ্মে প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ ও তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং অস্ত্রপ্রতিরোধক মন্ত্রৌষধি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সংগ্রামার্থ বিনির্গত হইল। মহাবীর মহোদর সর্ব্বা-য়ুধসম্পন্ন ও তূণীরবিভূষিত এবং ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীল নীরদনিভ সুদর্শন নামক সুসজ্জিত মাতঙ্গের পৃষ্ঠে অধি-রূঢ় হইয়া অস্তাচলারূঢ় আদিত্যের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল এবং ত্রিদশদর্পহারী বীর ত্রিশিরা বিবিধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত, উল্কাসমন্বিত ও ইন্দ্রচাপাঙ্কিত নিবিড় নীরদখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার

মস্তকস্থিত কনকময় কিরীটচূড়া পর্ব্বতরাজ সুমেরুর সুবর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর অতিতেজস্বী অতিকায় অপর এক অত্যুৎকৃষ্ট রথে সগর্ব্বে অধিরোহণ করিল। ঐ রথ দিব্য ঘোটকে সংযোজিত, সুদৃঢ় সুরম্য চক্রে অলঙ্কৃত, বাণপূর্ণ তূণীরে পরিপূরিত এবং প্রাস, অসি প্রভৃতি নানাবিধ শস্ত্রনিকরে সমুদ্ভাষিত। মহাবীর অতিকায় নানা ভূষণে বিভূষিত এতাদৃশ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, স্বীয় দেহপ্রভায় সুমেরুর ন্যায় চারি দিক সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এবং বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসবলে সমাবৃত হইয়া দেবলোকে দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবপতির ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তদনন্তর নরান্তক, যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তক মহাবীর নিশাচর প্রাস অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবা নামক সুবর্ণভূষিত মনোবেগগামী এক অশ্ব পৃষ্ঠে অধিরোহণ করিয়া শিখিবাহনে সমারূঢ় দেবপ্রধান কুমারের ন্যায়, তৎপরে দেবান্তক কনকাঙ্কিত শক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়া সাগর মন্থন সময়ে মন্দরগিরিধারী ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় এবং পরিশেষে মহাবল মহাপার্শ্ব ভীম গদা ধারণ পূর্ব্বক গদাপাণি কুবেরের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপ অতিভীষণ সংগ্রামসজ্জা করিয়া সেই ছয় জন রাক্ষসপ্রবীর অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায়, সমরলালসায় লঙ্কা হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বিবিধ আয়ুধধারী সাংগ্রামিক নিশাচরসৈনিক পুরুষেরা

সংগ্রাম লালসায় অশ্ব রথ ও গজারোহণে মহাশব্দে তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। অম্বরতলে স্বস্বপ্রভাপ্রদীপ্ত যেমন গ্রহগণ, যাত্রাসময়ে রাজতনয়েরাও তদ্রূপ বিকাশ পাইতে লাগিল। এবং স্বচ্ছসলিলে শরৎকালীন মেঘমালা-নিন্দিত যেমন হংসাবলী, গমন সময়ে তাহাদের শস্ত্রাবলীও তদ্রূপ আকাশতলে শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে ক্রমে সকলের সমরসজ্জা নির্ব্বাহিত হইলে, ঐ সমস্ত সমরাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্ব নিশাচরগণ "আজ রণে হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক মহারাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিব" মনে মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক মার মার শব্দে সমরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহাদের ভীষণ আস্ফালনে, লোমহর্ষণ আস্ফোটনে এবং অতুল্য বীরনিনাদে অপার জলধি বিক্ষোভিত, দিগ্বিভাগ পরিপূরিত, আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও সমগ্রা পৃথিবীও যেন বিকম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপ উগ্র তেজে নিশাচরেরা সমরাঙ্গনে উত্তীর্ণ হইলে; বানরগণ দূর হইতে ঐ সমস্ত উদ্যতায়ুধ নিবিড় নীরদমালাসদৃশী রাক্ষসী সেনা ক্রমে সন্নিহিত হইতেছে, দেখিয়া অতি বিশাল শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল। নিশাচরেরাও বিপক্ষের উৎকট নিনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অমর্ষি-

ভীষণতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত। বানরী সেনা প্রতিযোদ্ধার তাদৃশ ভীষণ গর্জন শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ ও অতি বিশাল পাদপাবলী সমুদ্যত করিয়া শিখরশালী জঙ্গম শৈলের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বীরগর্ব্বে আকাশ পথে উৎপতিত হইয়া ভীম নাদে গর্জন ও কেহ কেহ বা ক্রম-বিক্রম বিভূষিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষবল মধ্যে অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। বানরেরা রণলালসায় উন্মত্ত হইয়া নিশাচরদিগের প্রতি নিরন্তর শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, বিপক্ষ রাক্ষসেরাও অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই সংগ্রামচাতুর্য্যে বিলক্ষণ সুপটু; সুতরাং কেহই কাহাকে সহসা পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। নিতান্ত রণদুর্ম্মদ নিশাচরেরা রণক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া ঘোরতর গর্জন করিতে আরম্ভ করিল,তৎশ্রবণে বলবতী বানরী সেনা অধিকতর কোপাকুল হইয়া উপর্য্যুপরি শৈলাঘাতে বিপক্ষকুলের দর্পচূর্ণ করিতে লাগিল। এবং তাহাদের সেই বিষম আঘাতে বহুসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী নিশাচরেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িল। কেহ হত, কেহ আহত, কেহ চূর্ণীকৃত, চপেটাঘাতে কেহ উৎপাটিতচক্ষু, ও বিষম পর্ব্বতাঘাতে কেহ নিষ্পিষ্ট হইয়া সংগ্রাম-

ভূমীর শোভা ও শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

এইরূপে রণচতুর বানরেরা নিরন্তর নিশাচরদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলে, প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা সাতিশয় রোষাম্বিত হইয়া অজস্র শূল, শক্তি, মুদ্গর ও সুশাণিত অসিলতা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র প্রহারে প্রতিযোদ্ধাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে পরস্পর বিজিগীষু উভয় পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরাই শোণিত ধারায় অভিষিক্ত এবং বানর-বিসৃষ্ট শিলা ও নিশাচর-নিক্ষিপ্ত সায়ক সমূহের আঘাতে উভয় পক্ষীয় সেনাদলের বিভিন্ন দেহ হইতে এরূপ বেগে রুধির প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে মুহূর্ত্তমধ্যে সমর ভূমিও শোণিতোক্ষিত ও মৃতদেহে সর্ব্বথা সমাবৃত হইয়া উঠিল। মহাবল বানরেরা সমরোৎসাহে সাতিশয় উৎফুল্ল হইয়া, পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড রাক্ষসদিগকেও ধারণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত ও ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর রাক্ষসেরাও অজস্র শরবৃষ্টি দ্বারা প্রতিযোদ্ধা-দিগের প্রাণ নাশ করিতে আরম্ভ করিল। এবং বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত শৈলশিখর সমস্ত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের প্রতিই প্রক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে শৈলাস্ত্র সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইলে, বানরেরা অপার ক্রোধের সহিত ক্রমে প্রতিযোদ্ধাদিগের সন্নিহিত হইয়া কেবলমাত্র হস্ত পদাদি দ্বারা অতি অদ্ভুত

সংগ্রাম আরম্ভ করিল, এবং কিয়ৎকাল এইরূপ শরীরকৃত সংগ্রাম করিয়া পরে আবার পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অতীব লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। রণ-পণ্ডিত নিশাচরেরা নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণে প্রতিযোদ্ধার রণদর্প খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। শরজালে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত, ঘোরতর অন্ধকার, কুত্রাপি কিছুই আর লক্ষ্য হয় না, বীর নিনাদ ভিন্ন চারি দিকে কিছুই আর কর্ণগোচর হয় না। বর্ষা কালীন নিবিড় মেঘমালা হইতে যেমন সৌদামিনীর ছটা বিকাশ পায়, সময়ে সময়ে কেবল সেই ঘোরতিমিরাবলীর মধ্যে বাণানলশিখা জ্বলিতে লাগিল। পর্ব্বত হইতে যেমন গৈরিকদ্রববাহী প্রস্রবণ পতিত হয়, তদ্রূপ উভয়পক্ষীয় সৈনিক পুরুষের বিভিন্ন দেহ হইতেও অজস্র শোণিত ধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর এই রূপ কিয়ৎকাল সংগ্রাম কার্য্য সম্পাদিত হইলে, পরে প্রধান প্রধান বানরেরা রণক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইয়া ঘোরতর আস্ফালন পূর্ব্বক রথ দ্বারা রথ, গজ দ্বারা গজ ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব সমুদায় আহত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য শাখামৃগেরাও সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ ও মহতী পাদপাবলীর আঘাতে প্রতিযোদ্ধা-দিগের দর্প চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে উভয় পক্ষে পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত। রাক্ষসেরাও সমধিক রণোৎসাহ সহকারে যুগপৎ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও

নিশিত শরনিকর দ্বারা বানর-বিসৃষ্ট তত্তৎ প্রহরণ সমস্ত ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমরভূমি পুনর্ব্বার মাংসশোণিতে ও শৈল, শিলা, শরনিকরে পরিপূর্ণ। বলোন্মত্ত বানরেরা ক্রমেই দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে বিপক্ষ সহ উৎকট সংগ্রাম করিতে লাগিল। নিশাচরবল ক্রমশঃ অবসাদিত। এবং বানরবল উত্তরোত্তর হর্ষান্বিত; দেখিয়া অন্তরীক্ষচর দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর মহানক্র যেমন মহার্ণবে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাবীর নরান্তক, যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তক রাক্ষসপ্রবীর নিজবল হীনবল দেখিয়া মনোগামী অশ্বে আরোহণ ও প্রাস অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমবেগে সেই আবর্ত্তবহুল বানরসৈন্যরূপ সুগভীর মহাসাগরে প্রবেশ করিল এবং রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া একমাত্র প্রাস অস্ত্র দ্বারা নিমেষ মধ্যে সাত শত বানররূপ মীন বিদ্ধ ও মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য বানর সৈন্য বিনাশ করিয়া, পরে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট বানরেরা সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত। আকাশ-বিহারী বিদ্যাধর ও সিদ্ধ পুরুষেরা রণাঙ্গনে সেই অতুল্যবিক্রম নরান্তকের ভীমমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের প্রহারণাঘাতে নিহত কপিকুলের মাংসশোণিতে একেবারে কর্দ্দমময় ও

পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড দেহ সমূহে সর্ব্বথা সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বানরেরা সকলে সমবেত হইয়া যেমন বিক্রম প্রকাশে সমুদ্যত হয়, দুরাত্মা অমনি বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভেদ করিয়া ফেলে। তাহারা যেমন শৈল ও পাদপাবলী উৎপাটিত করে, প্রাসপাণি নরান্তকের প্রাসাস্ত্রে অমনি তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অশনিচ্ছিন্ন অচলের ন্যায় মহাশব্দে মহীতলে পতিত হইয়া যায়। ফলতঃ প্রজ্বলিত হুতাশন যেমন মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর নরান্তকও অবলীলাক্রমে বানরী সেনা বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর এই রূপে সেই নরান্তক একমাত্র প্রাস অস্ত্র সমুদ্যত ও সমরাঙ্গণের সর্ব্বদিক্ বিমর্দ্দন করিয়া বর্ষাকালীন অনিলের ন্যায় প্রবল বেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সম্মুখ হইতে কোন প্রাণীই আর প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না এবং সমর সাহস করিবে কি, কেহ তাহার অগ্রসর হইতেও সাহসী হইল না। সেই দুর্দ্দান্ত নিশাচর রণশাস্ত্রে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, যে কি উৎপতিত, কি প্রধাবিত, কি অবস্থিত, অনায়াসে সকলকেই অবসাদিত করিতে পারে। ফলতঃ সেই নরান্তক রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া যে রূপ সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে বোধ হইল, এ যুদ্ধে আর কাহারও নিস্তার থাকিবে না। মহাবীর ক্রমেই অধিকতর কোপ সহকারে এক-

দ্যান্ত প্রাস অস্ত্রের আঘাতে বিপক্ষকুল আকুল ও অবনী-তলে পাতিত করিতে লাগিল। হীনবল বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহাশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অশনি দ্বারা মূল ছিন্ন হইলে, পতনকালে যেমন পর্ব্বতাবলী, অধুনা সংগ্রাম স্থলে প্রাসবিভিন্ন পতনোন্মুখ বানরী সেনাও তদ্রূপ বিকাশ পাইতে লাগিল।

এখানে বালিতনয় অঙ্গদ প্রভৃতি যে সকল মহাকায় কপিবর পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল, অধুনা তাহারা স্বপক্ষের পরাভব দর্শনে অসহ্য হইয়া সুগ্রীবসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তখন কপিরাজ রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন; স্বপক্ষীয় সেনাদল নরান্তকের ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে এবং নরান্তক অব্যর্থ প্রাস অস্ত্র ধারণ ও অশ্বারো-হণ পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে আগমন করিতেছে, দেখিয়া অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; বীর! আর কি প্রতীক্ষা করিতেছ, সত্বর অগ্রসর হইয়া দুর্দ্দান্ত অন্তকের অন্তিম দশা সম্পাদন কর। তৎশ্রবণে অমিতবিক্রম অঙ্গদ, নিবিড় নীরদজাল হইতে যেমন ভগবান্ অংশুমান্, তদ্রূপ স্বপক্ষীয় সেনাদল হইতে বহির্গত ও সমরস্থলে অবতীর্ণ হইয়া বীর বিক্রমে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং এক লম্ফে বিপক্ষের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন; রে দুর্ব্বৃত্ত! হীনবল সহ সমরে বল প্রকাশ করা কি প্রকৃত বীর পুরুষের

কার্য্য ? ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই তোর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছি। রাক্ষস ! তুই যে প্রাস অস্ত্রের গৌরবে রণাঙ্গণে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছিস, এই আমি বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ করিয়া তোর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম, নিক্ষেপ কর ; দেখি, আমার এই অশনিতুল্য সুকঠিন হৃদয় সহ তুলনায় কাহার উৎকর্ষ প্রকাশ পায়।

এই বলিয়া বীর অঙ্গদ বীরগর্ব্বে যেন জগৎ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, নরান্তক তদীয় গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া সুতীক্ষ্ণ দশন পংক্তি দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক ক্রোধাকুল কাল ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল এবং বিপক্ষের তাদৃশ অশনি তুল্য বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে স্বীয় ভীষণ প্রাস অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেই মহাপ্রাস, যদ্দ্বারা বহু-সংখ্য বানরকুল নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছে, অধুনা বালিতনয়ের অঙ্গস্পর্শমাত্র ভগ্ন ও গরুড়চ্ছিন্ন ভুজঙ্গ-ভোগের ন্যায় অবনীতলে পতিত হইয়া নিতান্ত শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ বীরগর্ব্বে সমধিক প্রফুল্ল হইয়া প্রবল বেগে অভিগমন পূর্ব্বক নরান্তকের অশ্বশিরে এরূপ এক তল প্রহার করিলেন, যে আঘাতমাত্র তাদৃশ পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ-মেরও পাদচতুষ্টয় ভগ্ন, অক্ষিতারা স্ফুরিত ও জিহ্বা বহি-

গর্ত্ত হইয়া পড়িল। এবং অশ্ব বিদীর্ণমস্তক ও তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন নরান্তক অঙ্গদের একমাত্র চপেটাঘাতে তাদৃশ তেজস্বী অশ্বও বিনষ্ট হইয়া গেল, দেখিয়া অপার ক্রোধের সহিত বিপক্ষের মস্তকে এরূপ এক মুষ্ট্যাঘাত করিল, যে তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তক বিশীর্ণ ও মুখবিবর হইতে অনর্গত রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎকাল বিচেতন অবস্থায় অবস্থান ও তৎপরে কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া নরান্তকের তাদৃশ লোমহর্ষণ কার্য্য দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বালিতনয় মহাবীর অঙ্গদ বিপক্ষের তত্তৎ কার্য্য দর্শনে ক্রোধে ললাটপট্টে ভ্রূকুটীবন্ধন পূর্ব্বক কোপাকুল লোচনে তাহার বক্ষস্থলে এরূপবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন; যে সেই ভীষণ প্রহারেই নিশাচরের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়াগেল, মুখকুহর হইতে অনর্গল অনলশিখার ন্যায় শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় রুধিরধারায় আপ্লাবিত হইয়া পড়িল। নরান্তক সেই বিষম আঘাতেই বিঘূর্ণিত হইয়া বজ্রবিভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় মহাশব্দে রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া পরিশেষে কৃতান্তের শরণ লইল। তদ্দর্শনে রামের শুভাকাঙ্ক্ষী, অন্তরীক্ষগত দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও ধরাতলগত বানরবর্গেরা হর্ষ ভরে অমনি উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অঙ্গদ বিজয় অহোঙ্কারে

পরিপূর্ণ হইয়া পরম আহ্লাদে রামচরণে প্রণিপাত করিলেন, এবং মহাত্মা রামও তদীয় অসামান্য পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

এখানে দেবান্তক, ত্রিশিরা এবং মহোদর ইহারা রণে নরান্তকের অন্তিম দশা নিরীক্ষণ করিয়া শোকাকুল চিত্তে মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং ক্রোধানলে এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যে ক্ষণকালও আর সহিতে না পারিয়া, প্রথমে মহোদর নিবীড় নীরদনিভ নাগপৃষ্ঠে অধিরোহণ, তৎপরে দেবান্তক অপার ক্রোধের সহিত অতিঘোর পরিঘাস্ত্র ধারণ ও পরিশেষে ত্রিদশদর্পহারী বীর ত্রিশিরা মনোবেগগামী তুরঙ্গ-যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন মানসে মনোবেগে অঙ্গদের প্রতি প্রধাবিত হইল। এই রূপে সেই অরিদর্পহারী বীরত্রয় যুগপৎ আক্রমণের উপক্রম করিলে, মহাবীর অঙ্গদও এক প্রকাণ্ড পাদপ উৎপাটন করিয়া অকুতোভয়ে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত। তখন দেবরাজ যেমন প্রবল বেগে প্রদীপ্ত

বজ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যুবরাজও মহাক্রোধে সেই মহাতরু দেবান্তকের গাত্রে সহসা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রণচতুর ত্রিশিরা ভ্রাতৃসাহায্যার্থ আশীবিষ বিষধরোপম শর বর্ষণ দ্বারা তাহা অবলীলাক্রমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বালিপুত্র ক্রোধে ভীমমূর্ত্তি হইয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের প্রতি অবিরত শৈল শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর ত্রিশিরাও অতুল্য রণচাতুর্য্য প্রভাবে অনবরত সায়ক বর্ষণে তৎসমুদায় ছেদন করিতে লাগিল। এবং মহোদরও মহাক্রোধে পরিঘাস্ত্র দ্বারা বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত সমস্ত দ্রুম বিক্রম চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর বীর ত্রিশিরা কোপে সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক সায়ক উদ্যত করিয়া অতিবেগে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে মহাবীর মহোদরও গজারোহণে অতিগমন পূর্ব্বক অসীম রোষাবেশে তোমরাস্ত্র দ্বারা অঙ্গদের বক্ষস্থলে ঘোরতর আঘাত করিল। ঐ সময়ে দেবদর্পহারী বীর দেবান্তকও প্রবল বেগে ধাবন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পরিঘাস্ত্র প্রহার করিয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু অসামান্য পরাক্রমশালী বীর অঙ্গদ সাক্ষাৎ কৃতান্ততুল্য এতাদৃশ বীরত্রয়ে যুগপৎ সমাক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না; প্রত্যুত অধিকতর কোপাকুল হইয়া অভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক মহোদরের গজশিরে এরূপ ভয়ানক এক তল প্রহার করিলেন

যে তাহাতেই তাহার নয়নদ্বয় উৎপাটিত হইয়া গেল। গজরাজ সেই প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক অমনি ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময়ে বীর অঙ্গদ সেই ভূপতিত গজের দন্তদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবান্তকের গাত্রে ঘোরতর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিষাণদ্বয়ের ভীষণ আঘাতে দেবান্তক বাতোদ্ধৃত কদলীতরুর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত এবং তাহার মুখকুহর হইতেও অজস্র লাক্ষারসবর্ণ শোণিত-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত কিয়ৎকাল পরেই আবার আশ্বস্ত হইয়া পরিঘাস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঙ্গদের অঙ্গে প্রহার করিল। বালিতনয় সেই প্রহার বেগে জানুদ্বয় ভূতলে পাতিত করিয়া কেবল ক্ষণমাত্র মৌনভাবে অবস্থান করিলেন, কিন্তু তৎপরেই আবার পরমোৎসাহ সহকারে উৎপতিত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নিশাচরপ্রবীর ত্রিশিরা এরূপ বেগে যুগপৎ বাণত্রয় নিক্ষেপ করিল, যে সেই বাণাঘাতে বালিতনয়ের ললাটদেশ একেবারে বিদ্ধ হইয়া গেল।

ঐ সময়ে মহাবীর মারুতকুমার এবং মহামতি নীল ইহারা, রাক্ষসবীরত্রয় কর্ত্তৃক অঙ্গদ যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াছেন, দেখিয়া অমনি মহাক্রোধে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, অঙ্গদ একাকীই বীরত্রয় সহ যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত নীল দূর হইতেই শৈল

শিলা সমস্ত ত্রিশিরার গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বীর ত্রিশিরাও রণচাতুর্য্য বলে শত শত শর বর্ষণ দ্বারা অবলীলাক্রমে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবান্তক পরম আহ্লাদিত হইয়া পরিঘাস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক হনূমানের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তখন রণপণ্ডিত মারুতকুমার সহসা রাবণকুমারকে সম্মুখে আপতিত দেখিয়া উৎপতন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে অতি ভীষণ এক চপেটাঘাত করিলেন এবং উচ্চতর সিংহনাদ ও ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিয়া সমস্ত নিশাচরদিগকে একেবারে বিকম্পিত ও বিত্রাসিত করিয়া ফেলিলেন। মারুতকুমারের সেই ভীষণ চপেটাঘাতেই দেবান্তকের দন্তপংক্তি উৎপাটিত ও চক্ষুদ্বয় বহির্গত হইয়া গেল, মুখবিবর হইতে লোল রসনা বিনিঃসৃত, লম্বমান ও তাহা হইতে অনর্গল শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং তদীয় প্রকাণ্ড মুণ্ডও সর্ব্বথা নিষ্পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। রাক্ষস চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিয়া অমনি অবনীতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণাঙ্গনে কেবলমাত্র জননীর শোক বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে সেই দেবশত্রু মহাবীর দেবান্তক অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইলে, ত্রিদশদর্পহারী বীর ত্রিশিরা ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া নীলের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর নিশিত সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। আদিত্য দেব যেমন দিবাবসানে অস্তাচলে অধিরোহণ

করেন, সেই রূপ মহাবীর মহোদরও এক পর্ব্বতোপম গজপৃষ্ঠে অধিরূঢ় হইয়া অবিরত তড়িৎপ্রভা-নিন্দিত সমুজ্জ্বল শরজাল তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে সেনানায়ক নীল তাদৃশ খরতর শত শত শরপাতে বিভিন্নগাত্র হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না, কেবলমাত্র ক্ষণ কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; কিন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি প্রকৃতিস্থ ও অধিকতর কোপাভিভূত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করত পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা মহোদরের মস্তকে এরূপ বেগে প্রহার করিলেন, যে বজ্রাভিহত পর্ব্বত যেমন ধরাতলে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই প্রহারেই মহোদর ঘূর্ণিত ও স্বীয় বাহন সহ ভূতলে পতিত এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণাঙ্গণে কেবলমাত্র শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তখন নিশাচর ত্রিশিরা পিতৃব্য শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অসীম রোষাবেশে অতি বিশাল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অবিরত টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিল এবং আরক্ত নেত্রে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বীরদর্পে জগৎ যেন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শত শত শরজাল বর্ষণে হনুমানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। তদীয় শরপ্রহারে আহত ও সাতিশয় কোপাকুল হইয়া রণপণ্ডিত হনুমানও জয় রাম শব্দে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভীষণ শৈলাঘাতে বিপক্ষশরীর ক্ষত বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উভয়ের

ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত; উভয়েই রণচাতুর্য্যে সুদক্ষ, সুতরাং অন্যতরকে পরাভব করা উভয়েরই সুকঠিন হইয়া উঠিল। পবনকুমার কোপে উদ্দীপ্ত হইয়া যতই ভ্রম বিক্রম ও শৈল শিলা নিক্ষেপ করেন, ত্রিশিরা সমর-নৈপুণ্যবলে শত শত শরবর্ষণ দ্বারা শূন্য পথেই তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। তদ্দর্শণে পবনাত্মজের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি ঐ সময়ে ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, কেশরী যেমন করিকুম্ভ বিদারণ করে, তদ্রূপ স্বীয় খর নখর দ্বারা বিপক্ষের অশ্বশির বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীর অসীম কোপাবেশে অধীর হইয়া সাক্ষাৎ কাল-রাত্রিস্বরূপিনী রিপুদর্পখর্ব্বকারিণী ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হনূমানের গাত্রে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অসামান্য রণচাতুর্য্য-সম্পন্ন বীর পবনকুমার সেই ভীম উল্কা-রূপিণী অব্যাহতগতি আকাশগামিনী শক্তি আকাশপথেই ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভীমনাদে অবিরত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কপিকুলের আনন্দ ও নিশাচরকুলের নিরানন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময়ে ত্রিশিরা নিজ প্রয়াস ব্যর্থ দর্শনে ক্রোধে দশনে দশন ঘর্ষণ পূর্ব্বক একবেগে শাণিত অসিলতা নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা হনূমানের বক্ষস্থলে এক ভয়ানক প্রহার করিল; কিন্তু অনিলাত্মজ তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত অধিকতর কোপান্বিত হইয়া তাহার

বক্ষস্থলে এরূপ ভীষণ এক চপেটাঘাত করিলেন, যে রাক্ষস সেই দারুণ আঘাতে অচেতন হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে অবনীতলে নিপতিত হইল। ঐ সময়ে পবনকুমার বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে অসিলতা গ্রহণ ও বিঘূর্ণিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদে নিশাচরকুলকে আকুল ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। এখানে আসন্ন-মৃত্যু ত্রিশিরা, কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা অপসারিত হইলে, সেই মহানাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফন পূর্ব্বক হনুমানকে পুনঃ পুনঃ ঘোরতর মুষ্টিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না, তিনি সেই কোপাবেগে অধীর হইয়া এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই শাণিত অসি দ্বারা তাহার কিরীট কুণ্ডল-বিভূষিত প্রকাণ্ড মস্তক একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ কর্ত্তৃক বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইয়া যেমন পতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আজ হনূমান্ কর্ত্তৃক ত্রিশিরার শিরত্রয় ছিন্ন হইয়াও আকাশমার্গ হইতে জ্যোতিষ্কের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল, দেখিয়া আকাশবিহারী সিদ্ধপুরুষদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা অপার আনন্দের সহিত অনন্তমুখে পুনঃ পুনঃ অনিলতনয়ের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর এইরূপে ত্রিশিরা সমরশায়ী হইলে, কপিকুলের হর্ষপরীত ঘনগভীর গর্জ্জনে ও সমধিক যত্নে তৎকালে লঙ্কাসমুদ্র ও বিকম্পিত হইতে লাগিল। এবং রাক্ষসী

সেনা সমস্ত সাতিশয় ত্রস্ত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাপার্শ্ব নামক রাক্ষসবীর রণে ত্রিশিরার নিধন দর্শনে অসীম ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিল। শত্রুগণের হর্ষপরীত বিজয়ধ্বনি তাহার হৃদয়ে যেন বজ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। নিশাচর আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় তেজস্বিনী আয়সী গদা ধারণ পূর্ব্বক প্রলয় কালীন প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় অথবা কালপ্রেরিতের ন্যায় অতিবেগে প্রতিযোদ্ধার প্রতি প্রধাবিত হইল। তৎকালে তাহার হেমময়ী মহতী গদা শত্রুগণের মাংসশোণিতে পরিব্যাপ্ত ও লোহিত কুসুমদামে অলঙ্কৃত ছিল। উহার আঘাত দূরে থাক, নিরীক্ষণ করিলেই, বলিতে কি, দেবরাজের মনেও ত্রাসের উদ্রেক হয়। যখন ঐ ভীমগদা ধারণ করিয়া নিশাচর সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল; সংসাররূপ মহারণ্য দগ্ধ করিবার জন্য বুঝি যুগান্তানলই প্রজ্বলিত হইয়াছে।

অনন্তর মহাপার্শ্ব তাদৃশী মহতী গদা হস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে, ঐ সময়ে ঋষভ নামক মহাবল বানর উৎপতন পূর্ব্বক তাহার সন্নিহিত হইয়া দম্ভভরে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর মহাপার্শ্ব তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া তদীয় বক্ষস্থলে ক্রোধভরে এরূপ বেগে সেই গদাঘাত করিল, যে সেই গদাপ্রহারে ঋষভের বক্ষস্থল একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল, মুখকুহর হইতে অনর্গল

শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত বিকম্পিত ও চেতনাও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাবীর কিয়ৎকাল পরেই আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া আরক্ত নেত্রে সেই দুর্দ্দান্ত নিশাচরের প্রতি কটাক্ষ-পাত করত লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলে এরূপ ভীষণ এক মুষ্টি প্রহার করিলেন, যে রাক্ষস সেই দারুণ মুষ্টি প্রহারে বিচেতন ও বিঘূর্ণিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ কুঠারচ্ছিন্ন শাল তরুর ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইল। ঐসময়ে সুচতুর ঋষভ অবসর পাইয়া অমনি তাহার হস্ত হইতে সেই ভীম গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এখানে দুর্দ্দান্ত নিশাচর বিপক্ষশরে মুর্চ্ছিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল মৃতপ্রায় মহীতলে শয়ান ছিল, অধুনা সেই ভীম গর্জ্জন শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ উৎপতিত ও মহাবেগে ধাবিত হইয়া ঋষভের বক্ষস্থলে ঘোরতর আঘাত করিল। সেই প্রচণ্ড তাড়নে কপিবর নিতান্ত নিপীড়িত ও সহসা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আবার চেতনা লাভ করিয়া পুনরপি উৎপতন পূর্ব্বক সেই মহতী গদা দ্বারা তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত হইতে যেমন গৈরিকদ্রববাহী প্রস্রবণ বিনির্গত হয়, তৎ-কালে সেই নিদারুণ গদাঘাতে ও রাক্ষসের পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড দেহ হইতে তদ্রূপ অনর্গল রুধিরধারা নির্গত

হইতে লাগিল। কপিবর কোপে অধির হইয়া ক্রমেই অধিকতর বেগে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নিশাচর সেই বিষম আঘাত আর সহিতে না পারিয়া অমনি অবনীতলে পতিত হইল। তাহার দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় ক্রমে বিকল হইয়া আসিল। রাক্ষস সেই অসহ্য বেদনায় ব্যথিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে কপিকুল সমবেত হইয়া অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এবং নিশাচরেরা নিতান্ত নিরানন্দ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর দেবদানব-দর্পহারী অতুল্য-বিক্রম অতিকায় স্বপক্ষীয় রাক্ষসকুল আকুল, পিতৃব্যদ্বয় নিহত ও রণে নরান্তক প্রভৃতি তাদৃশ ভীম পরাক্রম ভ্রাতৃগণেরও অন্তিম দশা দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত বর স্মরণ পূর্ব্বক অসীম রোষাবেশে অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ সহস্র ভাস্করবৎ ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক বীরগর্ব্বে যেন ত্রিলোক তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অতিবেগে বিপক্ষাভিমুখে ধাবমান হইল। এবং কিরীট-কুণ্ডল

বিভূষিত স্বীয় ভীষণ মুখমণ্ডল বিঘূর্ণিত ও বিশাল শরাসন আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া স্বনামোচ্চারণ পূর্ব্বক অনবরত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহার সেই বীরদর্প মিশ্রিত অতুল্য প্রতাপ-গুম্ফিত ভীমমূর্ত্তি দূর হইতে দর্শন করিয়া এবং তদীয় তাদৃশ ভীষণ সিংহনাদ ও শ্রুতিকঠোর জ্যাশব্দ শুনিয়া বানরেরা কেহ কেহ "বুঝি পুনর্ব্বার সেই বীর কুম্ভকর্ণই সমুত্থিত হইল" ভাবিয়া ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিতে লাগিল এবং অপর কেহ কেহ ত্রিবিক্রম প্রকাশ সময়ে ভগবান্ নারায়ণের বিরাট মূর্ত্তির ন্যায় অতিকায়ের অতিকায় আজ দূর হইতে অবলোকন করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দেখিতে দেখিতে বীর রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে অবশিষ্ট নির্ভীক কপিবরেরাও তাহার কৃতান্ত তুল্য ভীষণাকৃতি নিরীক্ষণে নিতান্ত ত্রস্ত ও ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পরিশেষে সেই আর্ত্তজনৈকবন্ধু দশরথাত্মজ দাশরথির শরণ লইল।

রাম সেই নিবিড় নীরদনিভ অতিকায়কে রথোপরি নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে কপিকুলের আকুলভাব অপসারিত করিয়া সাদরে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন; মহাত্মন্! সহস্রাশ্ব সমন্বিত ভাস্বর রথে অধিরোহণ করিয়া, ঐ যে পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড ভীমমূর্ত্তি এক বীর কোপানলে যেন জগৎ দগ্ধ করিয়া আগমন করিতেছে, ও কে? উহার নাম কি?

পরাক্রমই বা কি রূপ? ত্রিপুর বিনাশ সময়ে ভূতগণে পরিবেষ্টিত যেমন দেবপ্রধান ভগবান্ ভূতনাথ, শূল, শক্তি ও প্রাস মুদগর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র জালে বিভূষিত হওয়ায়, উঁহাকেও যেন অবিকল তদ্রূপই দেখাইতেছে; নিবিড় নীরদখণ্ড হইতে যেমন বিদ্যুচ্ছটা বিকাশ পায়, উঁহার গাত্রবিভূষিত শক্তি অস্ত্রের প্রভাও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে; ইন্দ্রচাপ উদিত হইয়া যেমন আকাশতল সুশোভিত করে, ঐ মহাবীরের হেমময় জ্যাযোজিত শরাসন দ্বারা রথেরও তদ্রূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইতেছে। ঐ রাক্ষসপ্রবীর ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত ও সূর্য্যপ্রভানিন্দিত সমুজ্জ্বল রথে এবং অশণিতুল্য সায়ক সমূহে যেন দশ দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া বেগে অগ্রসর হইতেছে; উঁহার মেঘনিস্বন শরাসন অবিকল শক্রচাপের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে! উঁহার রথ ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত ও চারি জন সারথি কর্ত্তৃক নিয়ত পরিচালিত হইতেছে,এবং গতিবশাৎ উঁহার চক্রাবলী হইতে মেঘনিস্বনের ন্যায় এরূপ স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে, যে তদ্দ্বারা দিক্চক্র সর্ব্বথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উঁহার উভয় পার্শ্বস্থিত অসিদ্বয় অনুমান যেন দশহস্ত আয়ত; বর্ণ নিবিড় নীরদ খণ্ডের ন্যায় নীল; বাহুযুগলে কনকময় কেয়ূর, কণ্ঠে রক্তমাল্য ও কর্ণে কনককুণ্ডল দুলিতেছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ভগবান্ ময়ূখমালীই বুঝি নিজ কিরণজালা বিস্তার ও মেঘমালা অতিক্রম করিয়া বেগে আগমন

করিতেছেন। অতএব হে মহাবাহো! তুমি সত্বর উহার পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল অপনয়ন কর, ঐ দেখ, আমাদের সেনাদল উহার ভীমাকৃতি দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে।

শুনিয়া সুগ্রীব সাদরে কহিলেন; প্রভো! আপনি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার নাম অতিকায়, রাবণের আত্মজ এবং ধান্যমালিনী নাম্নী নিশাচরীর গর্ভে উহার জন্ম হইয়াছে। কি বিক্রম, কি পরাক্রম, কি ধৈর্য্য, কি বীর্য্য, কি গাম্ভীর্য্য, ঐ বীর সর্ব্বাংশেই রাবণের তুল্য; এবং রাজনগরী উহার বাহুবলেই ভয়শূন্য ও নিয়ত রক্ষিত হইতেছে। ঐ যুবা গুরুসেবায় সমধিক অনুরাগী, শ্রুতিধর এবং সর্ব্বশাস্ত্রেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। আর্য্য! উহার এত গুণ, যে তাহার পরিসীমা করাও অসাধ্য। কি অশ্বে, কি গজে নিশাচর সকল যানেই আরোহণ করিতে সুপটু। ধনুরাকর্ষণে এক জন অদ্বিতীয়, অসিপ্রয়োগেও বিলক্ষণ নিপুণ এবং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও মৈত্রীকরণ বিষয়েও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। ঐ বীর অতিকায়ের অতিকঠোর তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়া ভগবান্ অম্বুজাসন উহাকে অসংখ্য দিব্যাস্ত্র সহ সুরাসুর ও যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির অবধ্যত্ব রূপ বর প্রদান করিয়াছেন; নিশাচর সেই বরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শত শত দেব দানবকে শত শতবার পরাজিত করিয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে নিরাপদে রাখিয়াছে। অধিক

কি, ঐ মহাবীর একদা শরবর্ষণ দ্বারা সুররাজ ইন্দ্রের বজ্রও স্তম্ভিত ও পাশধারী বরুণ দেবের পাশাস্ত্রও প্রতিহত করিয়াছিল। অতএব হে সাধো! উহাকে সামান্য বীর মনে করিবেন না; আমি উহার বল পৌরুষের বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বানরগণের ক্ষয় সাধন করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে উহার নিধন সম্পাদিত হয়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

বিভীষণ রাম সমক্ষে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছেন; ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতে সেই ভীমবিক্রম মহাবীর অতিকায় অতিবেগে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধনুর্জ্যাকর্ষণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান বানরেরাও প্রতি সিংহনাদ পূর্ব্বক প্রবল বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। কুমুদ, নীল, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ; রণে অতিকায়কে অবতীর্ণ দেখিয়া, ইঁহারাও যুগপৎ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু রণপণ্ডিত অতিকায় একদা শত শত সায়ক জাল বর্ষণ করিয়া অভি ধাবিত সমস্ত কপিকুলকেই বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার তাদৃশ আশীবিষ বিষধরোপম শরজালে নিপীড়িত ও পরাজিত হইয়া তৎকালে কেহই আর তাহার প্রতিকারে সমর্থ হইল না। যৌবন-দর্পিত মৃগরাজ দর্শনে মৃগযূথ যেমন ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে, অতিকায়ের অতিভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বানরেরাও তদ্রূপ ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন রণগর্ব্বিত

অতিকায় যেন তুচ্ছ জ্ঞান করত রণপরাঙ্মুখ কপিকুলকে আর প্রহার না করিয়া সগর্ব্বে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; রাম! আমি সামান্য বানর সহ সমরে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করি না; কতকগুলি হীনবল প্রাকৃত কপিকুলের প্রাণ নাশ করিয়া মাদৃশ বীর পুরুষের কি পৌরুষ প্রকাশ পাইবে? আমি এই ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, যদি তোমার বা অন্য কাহারও সামর্থ্য থাকে, অগ্রসর হও।

ঐ সময়ে বিখ্যাতবীর্য্য বীর লক্ষ্মণ রামের সন্নিধানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অতিকায়ের অতি কঠোর বাক্য সহিতে না পারিয়া, অসীম রোষাবেশে অমনি উল্লম্ফন পূর্ব্বক স্বীয় বিশাল শরাসন গ্রহণ করিলেন: এবং অব্যাহত পাদবিক্ষেপে বিপক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ কোদণ্ডে টঙ্কার ও অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন. ঐ সময়ে তাঁহার ক্রোধবিরূপীকৃত ভ্রূকুটীলাঞ্ছিত আরক্ত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিশাচরকুলের শোণিতরাশি শুষ্ক ও তদীয় জ্যাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূরিত, মহাসাগর বিক্ষোভিত, পর্ব্বত সমস্ত বিকম্পিত ও দিগ্বিভাগ সমুদায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অতিকায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত লোচনে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল;—লক্ষ্মণ! তুমি নিতান্ত বালক, তোমার বলবিক্রম বা পরাক্রম এখন পর্য্যন্তও পরিপক্কতায় পরিণত হয় নাই, এবং তুমি অদ্যাপিও যুদ্ধ-

কার্য্যে বিচক্ষণ হও নাই। অতএব রাজকুমার! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় স্নেহের উদ্রেক হইতেছে, তুমি আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর। আমি সাক্ষাৎ অন্তকেরও অন্তক, আমাকে দেখিয়াও কি কারণে যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ এবং কি জন্যই বা এত আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছ? অতিসারবান্ পর্ব্বতরাজ হিমবানও যখন অতিকায়ের অপ্রতিহতগতি সায়কজাল সহিতে পারে না, তখন তুমি সামান্য ক্ষত্রিয় ও বালক হইয়া আজ কি জন্য নির্ব্বাণোন্মুখ কালানল প্রজ্বলিত করিতে আসিয়াছ? সাধ করিয়া কেনই বা আমার হস্তে জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ? অতএব যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, যদি গর্ভধারিণীর গর্ভ বেদনামাত্রই সম্পাদন করিতে অভিলাষ না থাকে, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া সত্বর প্রস্থান কর। অথবা যদি আপনাকে বীর বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে আর প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, একেবারে জন্মের মতই প্রস্থান করাইতেছি। আমার এই যে প্রকাণ্ড কোদণ্ড ও এই যে তপ্তকাঞ্চনভূষিত অরিদর্প-বিনাশন শাণিত সায়কজাল নিরীক্ষণ করিতেছ, মৃগরাজ কেশরী যেমন করিকুম্ভ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান করে, তদ্রূপ এই শর সকল অবিলম্বেই তোমার মস্তক ভেদ করিয়া উত্তপ্ত শোণিত পান করিবে। এই বলিয়া বীর অতিকায় তখন ক্রোধভরে ভীষণ কার্ম্মুকে শর যোজনা করিতে লাগিল।

অসামান্য পরাক্রমশালী বীর লক্ষ্মণ অতিকায়ের তাদৃশ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত-লোচনে যেন জগৎ দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন; রে হতভাগ্য রাক্ষসাধম! বৃথা কতকগুলি বাগ্‌জাল বিস্তার করিলেই কিছু বীরসভায় বীর বলিয়া গণ্য হয় না; কার্য্যই। বীরত্বের পরিচায়ক; যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা কদাচ আপনা হইতে আত্মগৌরব প্রকাশ করে না, স্ব স্ব কার্য্যই তাহাদের গুণগ্রামের প্রকাশক। রে মূঢ়! যদি কথঞ্চিৎ বিক্রম বা পরাক্রম থাকে, কার্য্য দ্বারা প্রকাশ কর, তাহা হইলে কেবল আমি কেন, তোর কত বিক্রম তাহা সকলেই জানিতে পারিবে। অথবা তোর সহিত আর বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি, কার্য্যেই সমুদায় প্রকাশ পাইবে। আমি এই ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তোর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলাম, যদি সামর্থ্য থাকে, কার্য্য দ্বারা স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ কর। যে পুরুষ স্বীয় বাহুবলে আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিতে পারে, লোকে তাহাকেই প্রকৃত বীর বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। রে পাষণ্ড! তোকে আর অধিক কি কহিব, এই ত তুই সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন ও রথারূঢ় হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিস্, আর আমি, এই দেখ, পাদচারেই পরিভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু তথাপি তোর যতদূর সামর্থ্য থাকে, প্রকাশ কর, আমি এই বীর পুরুষোচিত বিশাল বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। কিন্তু তুই নিশ্চয় জানিবি, আমার এই সমস্ত শাণিত শরজাল তোর

গাত্রক্ষত সমুত্থিত রুধিরধারা পান করিয়া অদ্য যথোচিত তৃপ্তিলাভ করিবে, এবং প্রবল পবন যেমন পরিপক্ক তালফল বৃন্ত হইতে পাতিত করে, তদ্রূপ আজ তোর মস্তক ছেদন করিয়া অবশ্যই ভূতলশায়ী করিবে। রে মূর্খ! আর দেখ, আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, কিন্তু তোকে বিনাশ করিতে আমি কোন অংশেই অযোগ্য নহি. বালক বলিয়া অবজ্ঞা করা তোর কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ নারায়ণ বালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াই ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক বলির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন।

এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ বীরদর্পে সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে, মহাকায় অতিকায় তদীয় তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে অতীব রোষাবেশে তৎক্ষণাৎ আকর্ণ আকৃষ্ট কোদণ্ডে অত্যুৎকৃষ্ট শাণিত সায়ক যোজনা করিল। তৎকালে দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর, বিদ্যাধর ও মহাত্মা মহর্ষিগণ সকলেই অতিকায়ের অতি অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিবার প্রত্যাশায় আকাশপথ হইতে বিস্ময়াবেশে একতান নয়নে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। এখানে অতিকায় শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক প্রতিযোদ্ধার প্রতি অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা আপতিত সমস্ত সায়কজাল অবলীলাক্রমে ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতিকায় নিজ প্রয়াস ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যুগপৎ পাঁচ শর শরাসনে সন্ধান করিল। কিন্তু ঐ পঞ্চশর অতিকায়ের বাহু-

মুক্ত ও বায়ুবেগে ধাবিত হইবামাত্র রণচতুর লক্ষ্মণ স্বীয় সুতীক্ষ্ণ সায়ক বর্ষণ দ্বারা তৎসমুদায় মধ্যপথেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ সমুজ্জ্বল অপর শর স্বীয় বিশাল শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক এরূপ বেগে পরিত্যাগ করিলেন; যে সেই দারুণ শরেই অতিকায়ের অতিকঠিন ললাটদেশও বিদ্ধ হইয়া গেল। তৎকালে ঐ দারুণ সায়ক শোণিতাক্ত হইয়া অচলাগ্রস্থিত পন্নগরাজের ন্যায় বিকাশ এবং অতিকায়ও সেই শরাঘাতে, ভগবান্ ত্রিপুরারির বাণাহত ত্রিপুরাসুরের পুরগোপুরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে, কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে, নিশাচর মনে মনে বিপক্ষের বলবীর্য্য ও তাদৃশ অমোঘবীর্য্য সায়কের বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একরূপ শ্লাঘনীয় শত্রু বলিয়াই অবধারণ করিল এবং মুখব্যাদান পূর্ব্বক ভুজদ্বয় আনম্র করিয়া রথারোহণে রণাঙ্গণে কিয়ৎকাল বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর অতিকায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যুগপৎ শত শত সায়কজাল শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি অতিবেগে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সকল কালসঙ্কাশ ভাস্করবৎ ভাস্বর শরনিকর তদীয় বিশাল বাহু হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র স্ব স্ব দেহপ্রভায় অম্বরতল সমুদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে দশরথাত্মজ স্বীয় অসামান্য রণপাণ্ডিত্য প্রভাবে

একমাত্র শরে হাসিতে হাসিতেই সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাকায় অতিকায়, সমরে স্বীয় প্রয়াস সমস্ত পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে, দেখিয়া অসীম রোষাবেশে অপর এক শর সন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উহা এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিল, যে সৌমিত্রি সেই শরাঘাতে হৃদয়ে আহত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবিরত রুধিরস্রাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসামান্য শক্তি প্রভাবে মহাবীর কিয়ৎকাল পরেই আবার প্রকৃতিস্থ ইহয়া আশীবিষোপম অপর এক শর গ্রহণ পূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রে শরাসনে সন্ধান করিলেন। তৎকালে ঐ শাণিত শর বহ্নিমন্ত্রে সংযোজিত হইয়া জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অতি-তেজস্বী অতিকায়ও রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় ভীম কোদণ্ডে সংযোজিত করিল। অনন্তর অন্তক যেমন অন্তিম সময়ে জীবের প্রতি অতিভীষণ কালদণ্ড নিক্ষেপ করে, সুপণ্ডিত সুমিত্রাতনয়ও তদ্রূপ সেই জ্বলন্ত আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে অতিকায়ও অতিক্রোধে পূর্ব্বসংহিত রৌদ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তৎকালে ঐ উভয় বাণ মধ্যপথে পরস্পর অভিহত হইয়া অম্বরতলে কিয়ৎ-কাল কোপাকুল কাল ভুজঙ্গের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল এবং পরিশেষে পরস্পরের তেজে ভস্মীভূত হইয়া উভয়েই ধরাতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে নিশাচর অতি-মাত্র কুপিত হইয়া তদ্দণ্ডেই আবার ঐষিকাস্ত্র পরিত্যাগ

করিল, সংগ্রামবিশারদ লক্ষ্মণও ঐন্দ্রাস্ত্র বর্ষণ দ্বারা উহা তন্মুহূর্ত্তেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাবণাত্মজ পুনর্ব্বার আকর্ণ বিস্ফারিত বিশাল শরাসনে যাম্য অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রণপণ্ডিত লক্ষ্মণ তৎক্ষণেই বায়ব্য অস্ত্র দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, পরে বর্ষা সম্ভূত জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অতিকায়ের প্রতি অজস্র শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় অস্ত্রই অতিকায়ের করস্থিত কবচস্পর্শে ভগ্নাগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ মহীতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দশ-রথাত্মজের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না, তিনি অসীম রোষাবেশে পুনরপি শত শত সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতিকায়ের দেহ লৌহবর্ম্মে রক্ষিত; সুতরাং তৎকালে সে তাঁহার বাণসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা উৎকণ্ঠিত হইল না।

অনন্তর সেই মহাসমরে মহাত্মা দশরথাত্মজ অবিরত এতাদৃশ অশনিতুল্য শরজাল বর্ষণ করিয়াও অতিকায়ের অন্তিম দশা সম্পাদন করিতে পারিলেন না, দেখিয়া পবন-দেব অলক্ষিত ভাবে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন; মহাত্মন্! দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের শরীরে ঐ যে লৌহময় কবচ দেখিতেছ, উহা ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন অন্য সমুদায় অস্ত্রেরই অভেদ্য; অতএব এক্ষণে সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দুরাত্মার কবচ ভেদ করিয়া উহার বধ সাধন কর। এই বলিয়া পবনদেব অন্তর্হিত হইলেন। তখন অসা-

মান্য পরাক্রমশালী বীর লক্ষ্মণ পবনদেবের বাক্যে স্বীয় কোদণ্ডে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ঐ বিষম ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সংহিত হইলে, তদীয় প্রভাজালে তৎকালে দিগ্বিভাগ ও গ্রহ সমুদায়ও যেন সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রণপণ্ডিত বীর লক্ষ্মণ অতীব রোষাবেগে কোদণ্ড আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া সেই অশনিতুল্য অন্তকোপম বিষম ব্রহ্মাস্ত্র অতিবেগে অতিকায়ের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মবাণ নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে আসিতে লাগিল, দেখিয়া নিশাচর তখন তন্নিবারণার্থ নানাবিধ সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অব্যাহতগতি ব্রহ্মবাণ তদীয় সমস্ত প্রয়াস বিফল করিয়া ক্রমশ সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, দেখিয়া আসন্নমৃত্যু অতিকায় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুনর্ব্বার শক্তি, গদা, শূল, মুদগর, কুঠার ও অন্যান্য শত শত সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিল; পরিত্রাণ পাইবার জন্য অন্যবিধ কত প্রকার যত্নই করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার সমুদায়ই তখন ব্যর্থ হইয়া গেল।

অনন্তর সেই অমোঘবীর্য্য নিদারুণ ব্রহ্মশর অতিকায়ের তাদৃশ অদ্ভুত অস্ত্র সমস্ত ব্যর্থ করিয়া অতিবেগে তদীয় কিরীট-শোভিত প্রকাণ্ড মস্তকে বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইল। অতিকায়ের মস্তক অমনি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দেহ সহ হিমাচলের শৃঙ্গের ন্যায় অবনীতলে পতিত

হইল। ঐ সময়ে হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা সেই মহাকায় অতিকায়ের অতিকায় আজ সহসা মৃত্তিকায় পতিত দেখিয়া প্রাণভয়ে অমনি বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এবং পরে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া বিষণ্ণ বদনে লঙ্কা পুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। এখানে বানরগণ সেই অসামান্য পরাক্রমশালী দুর্দ্দান্ত শত্রু আজ নিপাতিত হইল, দেখিয়া আহ্লাদভরে বিজয়শ্রী-পরিশোভিত বীর লক্ষ্মণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

অনন্তর হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া রোদন করিতে করিতে মহারাজ লঙ্কেশ্বর সন্নিধানে রণে নরান্তক, দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি নিশাচরদিগের নিধন বার্ত্তা সবিশেষ কীর্ত্তন করিলে, রাবণ দূত মুখে পুত্রগণের বধ ও ভ্রাতৃব্যসন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র অমনি জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজাসন হইতে ভূতলে পতিত হইল। এবং কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে শোকাকুল হৃদয়ে ও বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিল; হায়! রাম কি বলবান্ শত্রু হইয়াই

উপস্থিত হইল, যে কেহই উঁহাকে সমরে পরাজয় করিতে পারিল না। মহাবল ধূম্রাক্ষ, রণস্থলে যাহার ধূম্রবর্ণ অক্ষি-যুগল নিরীক্ষণ করিয়া বিপক্ষকুলের শোণিতরাশি শুষ্ক হইয়া যাইত; অমিতবিক্রম অকম্পন, যাহার বীরদর্প দেখিলে শত্রুগণের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্তও কম্পিত হইত; রাক্ষস-প্রবীর প্রহস্ত, যাহার প্রতাপে প্রতিযোদ্ধার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত; মহাবীর কুম্ভকর্ণ, যিনি স্বীয় বাহুবলে ত্রিলোক-কেও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন; এবং অমিবীর্য্য অতিকায় দেবা-ন্তক প্রভৃতি সমস্ত বীরই সেই প্রবল শত্রু রামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। আমার আত্মজ ইন্দ্রজিতের যে শর-বন্ধন হইতে সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পন্নগ, অধিক কি, স্বয়ং সুররাজও পরিত্রাণ পাইতে পারে না, দুরাত্মারা সে অমোঘ শরবন্ধন হইতেও অনায়াসে মুক্তি-লাভ করিল। জানি না, তাহারা কোন্ বিদ্যার প্রভাবে এতাদৃশ বিষম সঙ্কট হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে। হায়! আমার আজ্ঞানুসারে যে সমস্ত বীর পুরুষেরা সংগ্রামার্থ নির্গত হইল, সেই মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা সক-লেই সমরশায়ী হইল, কেহই আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সম্প্রতি সমরে তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে, এরূপ মহাবল রাক্ষসবীর নগরীমধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। উঃ—রামের পরাক্রম কি অদ্ভুত! উঁহার বলবীর্য্যই বা কেমন অসামান্য; একে একে আমার নগরী বীরশূন্য করিয়াই ফেলিল। এই সমুদায় ভাবিয়া চিন্তিয়া

আমার বোধ হয় রাম কদাচ মনুষ্য নহে, স্বয়ং নারায়ণ রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্যই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আসন্নমৃত্যু দশানন এইরূপে কিয়ৎকাল আর্ত্তনাদ করিয়া সন্নিহিত নিশাচরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; রাক্ষসগণ! যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা অপ্রমত্ত চিত্তে রাজনগরী রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও। আর দেখিও, যেন সীতাধিষ্ঠিত অশোক কাননের রক্ষা বিষয়ে কোন রূপ ত্রুটি না জন্মে। যে যে স্থলে উৎকৃষ্ট তরু গুল্ম সমস্ত রোপিত হইয়াছে, তোমরা সসৈন্য হইয়া সেই সমুদায় স্থানের সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; এবং বানরদিগের গমনাগমনের প্রতিও বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে। কি প্রদোষ, কি প্রত্যূষ, কি দিবা, কি রাত্রি, তোমরা অবজ্ঞা করিয়া কোন সময়েই অনবধানতা প্রকাশ করিও না। নিশাচরগণ! দেখ, যদিও তোমরা সুশিক্ষিত এবং পূর্ব্ব হইতেই রক্ষা বিষয়ে নিযুক্ত আছ, শত্রুসৈন্য সমস্ত সম্প্রতি বিশেষ উদ্যমশালী হইয়াছে, বলিয়া তোমাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া রক্ষোরাজ বিরত হইলে, রাক্ষসগণ তদীয় আদেশ শ্রবণমাত্র সকলে যথাবৎ রাজনির্দেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল। দশানন রাক্ষসদিগকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া যেন উৎকণ্ঠিতের ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রদীপ্ত শোকানল তাহার হৃদয়ে নিরন্তর জ্বলিতে

লাগিল। এবং পুত্রগণের ব্যসন অনুভূত হওয়ায় সময়ে সময়ে ক্রোধানলও প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

রাবণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আত্মীয়গণের মৃত্যুর বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে বীর ইন্দ্রজিৎ তদীয় দীনভাব দর্শনে তৎকালোচিত বাক্যে কহিল;—পিতঃ! ছি ছি! আপনি ত্রিভুবন-বিজয়ী ও বীর ইন্দ্রজিতের জনক হইয়াও আজ সামান্য শত্রু দমনের জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনার ইন্দ্রবিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ যখন এখনও জীবিত রহিয়াছে, তখন আপনার বিষাদের বিষয় ত কিছুই দেখিতেছি না। তাত! আপনি কি সমুদায়ই বিস্মৃত হইলেন? আমি রণসজ্জায় রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে এবং আমার অমোঘশক্তি শরনিকরে তাড়িত হইলে; প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, বলুন দেখি, ত্রিলোক মধ্যে এমন বীর পুরুষ কে আছে? আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিব, দেখিবেন, আজ আমার সায়কজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রাম লক্ষ্মণ অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। অধিক কি, পিতঃ। আমি স্বীয় বাহুবীর্য্য ও দৈববল-প্রভাবে আপনার

সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি ; অদ্য সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ধরাতলশায়ী করিব। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের ও বৈশ্বানর প্রভৃতি দেবতারা, বলিরাজার যজ্ঞস্থলে বামনরূপী নারায়ণের বিক্রম দর্শনে যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, অদ্য সংগ্রামস্থলে আমার সংগ্রামনৈপুণ্য ও অপ্রমেয় বাহুবল অবলোকন করিয়াও তদ্রূপ বিস্ময়রসে আপ্লাবিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

রণপণ্ডিত মহাবল ইন্দ্রজিৎ মহারাজ সন্নিধানে এইরূপ আস্ফালন ও অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অসি কার্ম্মুকাঙ্কিত অনিলবেগ রথে অধিরোহণ করিল। ঐ সময়ে অপরাপর নিশাচর-সৈনিক পুরুষেরাও অতুল্য সমরোৎসাহ সহকারে রণসজ্জা করিয়া বীরদর্পে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এবং কেহ তুরঙ্গ, কেহ মাতঙ্গ, কেহ কেশরী, কেহ শার্দ্দূল, কেহ বরাহ, কেহ বৃশ্চিক, কেহ জম্বুক, কেহ মার্জার, কেহ উষ্ট্র, কেহ কাক, কেহ হংস, ও কেহ কেহ ময়ূর বাহনে অধিরূঢ় হইয়া শূল, শক্তি, প্রাস, মুদ্গর, পরশ্বধ, মহাগদা, ভুশুণ্ডি, যষ্টি ও পরিঘ প্রভৃতি স্ব স্ব শাণিত সায়ক জাল ধারণ পূর্ব্বক ভীম নাদে নায়ক সহ মিলিত হইতে আরম্ভ করিল। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ ভেরীর ভীষণ রব সমুত্থিত হইল। চারি দিক্ বীরনিনাদে পরিপূর্ণ ; ঐ সময়ে ইন্দ্রবিজয়ী বীর ইন্দ্রজিত, মস্তক শশাঙ্ক-সঙ্কাশ শুভ্র-

শলাক সিতাতপত্রে পরিশোভিত ও উভয় পার্শ্বে হেমদণ্ড সুচারু চামরদ্বয় দোদুল্যমান থাকায়, পরিবেশমণ্ডিত ভাস্বর ভাস্কর স্বীয় প্রভাজালে যেমন আকাশমণ্ডল সুশোভিত করেন, তদ্রূপ সমগ্রা লঙ্কানগরী একেবারে প্রভান্বিত করিয়া তুলিল।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ স্বীয় স্যন্দনের চতুর্দ্দিকে যথাবিধি সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক স্বয়ং বিজয় সাধক নিকুম্ভিলা নামক হোমাগারে প্রবেশ করিল এবং বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় বিজয়কামনায় আহুতি [illegible] করিতে আরম্ভ করিল। নিশাচর এই রূপে ক্রমে আজ্য, লাজ, ও সুগন্ধি কুসুমমাল্য দ্বারা বহ্নিদেবতার তৃপ্তিসাধন করিয়া পরে যজ্ঞীয় সমিধ, শরপত্র, কালায়স স্রুব ও অভিচারার্থ লোহিত বস্ত্র পুনঃ পুনঃ আহুতি প্রদান করিতে লাগিল; তৎপরে বিজয় লালসায় জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ শরপত্রে ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে, সেই প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পূর্ব্ববৎ বিজয়সূচক শুভ চিহ্ন সকল বিকাশ পাইতে লাগিল। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ প্রদীপ্ত বহ্নি তখন স্বয়ং দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা বিস্তার পূর্ব্বক সেই মহাহোমের হোমীয় হবি সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিশারদ অমিতবিক্রম বীর ইন্দ্রজিৎ স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র, কোদণ্ড, রথ ও কবচাদি আনয়ন পূর্ব্বক পবিত্র মন্ত্রে তৎসমুদায় অভিমন্ত্রিত করিল। ঐ সময়ে দুর্দান্ত নিশাচর

কর্ত্তৃক সমস্ত অস্ত্রদেবতা আহূত ও স্বয়ং বহ্নিদেব বিবিধ উপচারে অর্চ্চিত হইলে, অন্তরীক্ষচর চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র সকল নিতান্ত ভীত ও একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বীর ইন্দ্রজিৎ এইরূপে বিজয় সাধন হোমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শর, শরাসন, শূল, শক্তি, সুতীক্ষ্ণ অসিলতা, রথ ও রথাশ্ব সহ আকাশে সমুত্থিত ও মেঘমণ্ডলের অন্তরালে লুকায়িত হইল।

এদিকে হস্ত্যশ্বরথ-সমাকীর্ণ ধ্বজপতাকা পরিশোভিত তদীয় সেনাদল সংগ্রাম লালসায় মহোল্লাসে বীরদর্পে অতি ঘোর গভীর সিংহনাদ করিতে করিতে বহির্গত হইতে লাগিল। এবং সেই মহাসমরক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ আশীবিষোপম বিবিধ সায়ক, তোমর ও কঠোর অঙ্কুশ দ্বারা বানরদিগকে নিতান্ত বিত্রাসিত ও একান্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। এখানে বীর ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া স্বীয় সেনাদলের ভীষণ সংগ্রাম নিরীক্ষণে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অতি গম্ভীর মেঘ নিস্বনে কহিল; অহে সেনাগণ! তোমরা কিছুমাত্র ভীত হইও না, নির্ভয়ে বানরকুল নিঃশেষিত করিতে প্রবৃত্ত হও। নিশাচরেরা একেই ত সাতিশয় রণদুর্ম্মদ, তাহাতে আবার প্রভুর নিকট অভয় প্রাপ্ত, সুতরাং একেবারে উন্মত্ত হইয়া বিজয়বাসনায় বিপক্ষের প্রতি অবিরত বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এবং ঐ সময়ে কপটযোধী বীর ইন্দ্রজিতও অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক শূল, শক্তি ও গদা

প্রভৃতি বিবিধ বাণ বর্ষণে বানরকুল সর্ব্বথা আকুল করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাবল বানরেরাও সমরে নিশাচর কর্ত্তৃক আহত ও উৎপীড়িত হইয়া শৈল শিলা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে অনুমানে ইন্দ্রজিতের প্রতি তৎসমুদায় মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই অন্তর্হিত অমিতবীর্য্য নিশাচর অসীম রোষাবেশে অমোঘশক্তি সমস্ত আয়ুধজাল বর্ষণ দ্বারা প্রতিযোদ্ধাদিগের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নিশাচরকুলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা আহ্লাদে উৎফুল্ল ও যেন অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া অনবরত শর বৃষ্টি দ্বারা বিপক্ষকুলকে বিত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিল। তখন বানরেরা সেই বীর ইন্দ্রজিতের শরে প্রমথিত ও অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরশর-নিপীড়ি অসুরগণের ন্যায় ক্রমে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। এবং এতাদৃশ অমোঘ শরে ব্যথিত হইয়াও তৎকালে তাহারা কেহ কেহ, বাণপ্রভায় সেই সূর্য্যসম তেজস্বী বীর ইন্দ্রজিৎকে নিম্নাভিমুখে আপতিত হইতে দেখিয়া বায়ুবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। এবং তদ্দর্শনে রুধিরোক্ষিত বিভিন্নদেহ অবশিষ্ট বানরেরাও তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া কোপভরে মার মার শব্দে সমরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত বানরেরা রামের নিমিত্ত জীবিতাশা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং তৎকালে তাহারা বিপক্ষ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও অতি বিশাল শাল,

তাল, তমাল প্রভৃতি বিবিধ পাদপাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক ভীম নাদে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এবং কোপানলে যেন প্রজ্ব-লিত হইয়া অবিরত ঐ সমস্ত তরুরাজি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই রণপণ্ডিত বীর ইন্দ্রজিৎ অব-লীলা ক্রমে তাহাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল এবং আশীবিষ বিষধরোপম শত শত সায়ক বর্ষণ দ্বারা তাহাদের দেহ একে বারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। এমন কি, সেই অসামান্য পরাক্রমশালী বীর ইন্দ্রজিৎ সাক্ষাৎ অশণিতুল্য অষ্টাদশ শরে গন্ধমাদনকে, নয় বাণে অনলতনয় নলকে, অনলতুল্য তেজস্বী সপ্ত সায়কে মৈন্দকে, পঞ্চ শরে গয়, দশ বাণে জাম্ববান্, ত্রিংশৎ শরে নীলকে এবং বরলব্ধ সায়ক সমূহে সুগ্রীব, অঙ্গদ, ঋষভ ও দ্বিবিদ নামক দ্বিরদবদ্বলিষ্ঠ বানর-দিগকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে অপরাপর যাবতীয় বানরেরাও সেই ভীম শত্রু-বিনির্ম্মুক্ত শরজালে ব্যথিত হইয়া সমরাঙ্গণে পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্র-জিৎ ক্রমেই অধিকতর কোপ সহকারে শিক্ষাবলে অবি চ্ছেদে বাণবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে বাণে বাণে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, শরজালে সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না, তৎকালে কেবলমাত্র নিশা-চরকুলের বীরনাদ যেন কর্ণকুহর বধীর করিতে লাগিল। বানরী সেনা সমস্ত সেই সমুদায় বাণের আঘাতে সমাকুল, বিভিন্নকায়, শোণিত ধারায় আপ্লাবিত ও সমরশায়ী হই-

য়াছে, দেখিয়া ঐ সময়ে নিশাচরকুলের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর রণস্থলের চতুর্দ্দিকে যে সকল কপিকুল আকুল ভাবে অবস্থান করিতে ছিল, দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ শত শত শরবৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকেও নিপীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু তথাপি দুর্দ্দান্তের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল না; নিবিড় জলদাবলী যেমন অবিশ্রান্তে জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ ইন্দ্রজিতও তৎকালে স্বীয় সেনাদলের সামীপ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ সেনাদলের উপরিভাগে উপনীত হইয়া নিরন্তর নিশিত সায়ক জাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ বজ্রপাণির বজ্রাস্ত্রের আঘাতে যেমন পর্ব্বতাবলি পতিত হইয়াছিল, আজ কপটযোধী বীর ইন্দ্রজিতের শরেও সেইরূপ গিরিতুল্য প্রকাণ্ডদেহ বানর সকল বিশীর্ণ হইয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভয়াকুল কপিকুল কেবল এই মাত্র দেখিতে লাগিল; যে অবিচ্ছেদে তাহাদের উপর শরবৃষ্টিই হইতেছে, কিন্তু প্রয়োক্তাকে আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

এখানে বীর ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে লুকায়িত হইয়া সর্ব্বদিক্ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সায়কজালে দিক্চক্র সমাচ্ছাদিত ও বানরদিগকে বিত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত বাণ যখন বানরগণের মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল, স্ফুলিঙ্গ সহ সমুজ্জ্বল বহ্নি অথবা মহোল্কাই যেন আকাশমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতেছে। ঐ

সময়ে প্রধান প্রধান কপিবর্গেরা তদীয় তাদৃশ খরতর শরাঘাতে তাড়িত ও শোণিতাক্ত হইয়াও, কেহ কেহ বিকশিত কুসুম-শোভিত কিংশুক তরুর ন্যায় সংগ্রাম লালসায় তাহার অভিগমন করিল; অস্ত্রপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কেহ কেহ রণপিপাসায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার বাণবিদ্ধ-নেত্র হইয়া পরস্পরের গাত্রালিঙ্গন পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিল। এবং অপর কেহ কেহ বা সেই প্রহার-বেগে অধীর হইয়া একেবারে পঞ্চত্বই প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর এই রূপে বীর ইন্দ্রজিৎ স্বীয় অমোঘশক্তি সায়কজালে হনূমান্, সুগ্রীব, গন্ধমাদন, গয়, গবাক্ষ, গবয়, জাম্ববান্, নল, নীল, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরী, জ্যোতি-র্মুখ দধিমুখ, পাবকাক্ষ ও কুমুদ প্রভৃতি কপিকুলকে আকুল ও বিদ্ধ করিয়া পরে রাম লক্ষ্মণের প্রতিও ভাস্করবৎ ভাস্বর সায়কজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বিচক্ষণ রাম তখন বৃষ্টিধারাপাতের ন্যায় সেই সমস্ত শর-জাল বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ভাই লক্ষ্মণ! সেই ইন্দ্রশত্রু দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ বরগর্ব্বিত ও মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া অজস্র শর বর্ষণ দ্বারা আমাদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখন কি রূপে দুরাত্মার বধসাধনে সমর্থ হইব। সেই অচিন্ত্যবৈভব সর্ব্বসংসার-প্রভব ভগবান্ স্বয়ম্ভূ আগমন প্রসন্ন হইয়া উহাকে এই রূপ বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব

এব লক্ষণ! একণে তুমি আমার সহিত সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত শর বর্ষণ সহ্য করিতে থাক, তাহা হইলে ভগবানের অনুগ্রহে হয়ত আমাদের শুভশু সংঘটিত হইতে পারিবে; অন্যথা এমন অবস্থায় বিজয়লাভের আর সম্ভাবনা কোথায়? ভাই! দেখ দেখ, বীর ইন্দ্রজিৎ বাণে বাণে আজ সমস্ত দিক্ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এবং আমাদের সেনাদল সমস্তই তদ্দ্বারা নিপীড়িত ও মৃতপ্রায় অবনীতলে নিপতিত হইয়াছে। আহা! বানরগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় বিক্রম লক্ষিত হইতেছে না। বৎস! আজ দুরাত্মার যে রূপ অতুল্য সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, কিয়ৎকাল পরে আমরাও হর্ষ, রোষ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া অবনীতলশায়ী হইব; দেখিয়া দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ আজ অবশ্যই বিজয় মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া নগরী প্রবেশ করিবে; কিন্তু ভাই! আমাদের অনুষ্ঠেয় আমরা তৎপরেই সাধন করিব।

এই রূপ মন্ত্রণা করিতে করিতে রাম অনুজ সহ সেই দুর্দ্দান্ত নিশাচরের অস্ত্রজালে একেবারে নিপীড়িত ও ধরাতলশায়ী হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে বীর ইন্দ্রজিতের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। দুরাত্মা সে দিন এই রূপে সংগ্রামে রাম লক্ষণ ও সমস্ত বানরদিগকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া সানন্দ মনে নগরী প্রবেশ করিল। আর অন্যান্য নিশাচরেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল

হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে করিতে রাজসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

এখানে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সমরাঙ্গণে নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলে, তদ্দর্শনে কপিকুল সমধিক আকুল ও বিমোহিত হইয়া মৃতবৎ ভূতলে পতিত হইল। এবং নল, নীল, জাম্ববান্, হনূমান্, অঙ্গদ ও সুগ্রীব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেরাও তৎকালে বিপৎপ্রতীকারের আর উপায় না দেখিয়া অচেতন অবস্থায় সক্লেশে ধরাতলশায়ী হইল; তদ্দর্শনে সুধীর বিভীষণ তৎকালোচিত বাক্যে বানরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; কপিগণ! তোমরা ভীত হইয়া একেবারে জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলে কেন? এ কি তোমাদের বিষাদের সময়? বিষণ্ণ হইয়া থাকিলেই কি বিপদের প্রতিকার হয়? ভাল জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যাঁহার শোকে মুগ্ধ হইয়া জিবীতাশা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই অচিন্ত্যশক্তি রাম অথবা লক্ষ্মণ কি মরিবার? তাঁহারা কেবল ভগবান্ স্বয়ম্ভুর বাক্যগৌরব পালনার্থ অবশ ও বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। নতুবা যিনি কটাক্ষমাত্রে ত্রিলোক আলুলায়িত করিয়া আবার স্থাপনও করিতে পারেন, তিনি যে সামান্য

নিশাচরের শরে এরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। সর্ব্বলোকপিতামহ, ভগবান্ কমলাসন স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রজিতকে যে অমোঘ-বীর্য্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, নিশ্চয় জানিবে, এ সেই ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান; ইহাতে তোমাদের বিষাদের বিষয় ত কিছুই দেখি না।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, মতিমান্ হনূমান্ তদীয় বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ভক্তিভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন; মহাত্মন্! তবে আসুন, আমরা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া, যে সমস্ত বানর জীবিত আছে, তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করি। এই বলিয়া তাঁহারা উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীভৎসদর্শন সমরক্ষেত্রের চারি দিক্ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দেখিলেন: কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও পাদ, কাহারও বক্ষ, কাহারও পার্শ্ব, ও কাহারও গ্রীবাদেশ সেই দারুণ শরাঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; সেই বিষম শরাঘাতে ব্যথিত ও ধরাতলশায়ী হইয়া কেহ কেহ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে আর তাহাদের গাত্র হইতে অনিবার্য্য বেগে রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে; কেহ কেহ সেই বিষম প্রহারবেগে অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, এবং অসংখ্য কপিকুল সেই সায়ক প্রহারে নিপীড়িত ও কালের শরণাপন্ন হইয়া অকালে অবনীতলে পতিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত মৃত পতিত বানরগণের দেহে নিশাচর-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমরভূমি সর্ব্বথা আচ্ছ-

জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বিভীষণ ও হনূমান্ উভয়ে এই রূপ বীভৎস দৃশ্য দর্শন ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে দেখিলেন; কপিরাজ সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, সেনাপতি নল, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও মন্ত্রিপ্রধান জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেরা সেই দারুণ শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। ইন্দ্রবিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ দিবসের চতুর্থভাগে সেই অসংখ্য জীব-বিনাশক্ষম অমোঘ-শক্তি দুর্জয় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে সাত কোটি বানর সৈন্য বিনাশ করিয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহে সমরভূমি একেবারে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বর্ষাসম্ভূত নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত শোণিত প্রবাহ বহিতেছে, এবং মাংসাশী শকুনি ও শৃগাল কুক্কুরেরা পরমানন্দে ঐ সমস্ত মৃতদেহ ভোজন করিতেছে। ধীমান্ হনূমান্ ও বিনীতশীল বিভীষণ উভয়ে অপার দুঃখের সহিত এই সমস্ত বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া,উপস্থিত বিপদের প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মন্ত্রণাকুশল বহুদর্শী বৃদ্ধ জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন একস্থানে জাম্ববান্ সেই বিষম বাণাঘাতে ব্যাকুল হইয়া মুমূর্ষু দশায় ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন; তিনি একেই ত বৃদ্ধভাবসুলভ জরাদি দ্বারা আক্রান্ত, তাহাতে আবার দুরাত্মার শত শত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া একেবারে নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় বিকাশ পাইতেছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া

জিজ্ঞাসিলেন ; আর্য্য ! কেমন আপনি ত জীবিত আছেন ? জাম্ববান্ অতিকষ্টে প্রত্যুত্তর করিলেন ; মহাত্মন্ ! আমি কেবল স্বরপরিচয়ে তোমাকে বিভীষণ বলিয়া জানিলাম, কিন্তু সমুদায় অঙ্গে শরবিদ্ধ হওয়ায়, আমি এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, যে তোমাকে চক্ষে দেখিতেও পারিতেছি না ; যাহা হউক, রাক্ষসোত্তম ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহাকে প্রসব করিয়া অঞ্জনা সুপ্রজা ও রত্নগর্ভা এবং যাঁহাকে ঔরসে ধরিয়া পবনদেবও সুপুত্র হইয়াছেন, সেই কপিকুলচূড়ামণি বীর হনূমান্ ত জীবিত আছেন ? কপিকুলের ন্যায় তাঁহার ত কোন অত্যাহিত সংঘটিত হয় নাই ? বিভীষণ তদীয় প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন ; সে কি, আর্য্য ! আপনি অগ্রে রাজকুমারদ্বয়ের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রথমতঃ মারুতকুমারের কথাই যে উত্থাপন করিলেন ! কপিরাজ সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ প্রভৃতি আপনার স্নেহের পাত্র ত অনেকেই আছেন, তবে যে হনূমানের প্রতিই অগ্রে স্নেহভাব প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি ?

এই বলিয়া বিভীষণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মৌনাবলম্বন করিলে, সুধীর জাম্ববান্ তদীয় প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিলেন ; বিভীষণ ! আমি যে কারণে অগ্রে অঞ্জনাতনয়ের প্রতি এত স্নেহ প্রকাশ করিলাম, কহিতেছি, শ্রবণ কর ; সেই অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন বীর হনূমান্ যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমরা হত হইলেও অহত অর্থাৎ

আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাঁহার প্রযত্নে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারিব। আর তাঁহার জীবনান্ত হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ মনে করিবে; ফলতঃ সেই পবনকুমার জীবিত থাকিলেই আমাদের জীবিতাশা থাকিবে, নতুবা আর ভদ্রতা নাই। দুরাত্মার শর বেদনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার তিনি ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

এই বলিয়া বৃদ্ধ জাম্ববান্ দারুণ শরপীড়ায় আর অধিক কিছু কহিতে পারিলেন না; কেবলমাত্র দরদরিত ধারে নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর হনুমান্ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বনামোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ অভিবাদন করিলেন। ঋক্ষরাজ সেই দারুণ শরাঘাতে যদিও তৎকালে বিষণ্ণ ও সর্ব্বথা বিকলেন্দ্রিয় হইয়া ছিলেন, তথাপি হনূমানের কথা শুনিয়া মনে মনে আপনাদিগকে যেন পুনর্জীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং সাদরে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! পবনকুমার, আহা! এ সময়ে তোমাকে জীবিত দেখিয়া আমরা যেন পুনর্জ্জীবিত হইলাম। বাছা রে! এস, এস, একবার আমার নিকটে এস, আহা! তুমি ভিন্ন কপিকুলের পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। একণে তুমিই আমাদের জীবন ও তুমিই আমাদের পরম সখা; তোমার বিক্রম ভিন্ন একণে আমাদের জীবন রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। বৎস! এ সমরে কার্য্য সাধনে তুমি ভিন্ন আর কেহই

সম্পূর্ণ নহে। তোমার পরাক্রম প্রকাশের কালও উপস্থিত। অতএব তুমি সম্প্রতি স্বীয় বীর্য্যবলে কপিকুলের আকুল ভাব ও রাজকুমারযুগলকে বিশল্য করিতে প্রবৃত্ত হও। পবনকুমার! একণে তুমি উত্তরদিকে বহুদূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অচলরাজ হিমাচলে গমণ কর, তথায় গিয়া দেখিবে, অত্যুচ্চ কাঞ্চনশৃঙ্গ-পরিশোভিত ঋষভ নামক পর্ব্বতোত্তম ও কৈলাসশিখর যেন গগণতল ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে। ঐ অদ্ভুত শিখরদ্বয়ের মধ্যভাগে সর্ব্বৌষধিযুক্ত অতুল্যপ্রভ ওষধিপর্ব্বত। কপিবর! তুমি সেই ওষধিপর্ব্বতে তদীয় শিখরসম্ভূত এরূপ ওষধিচতুষ্টয় দেখিতে পাইবে, যে তাহার প্রভায় চতুর্দ্দিক যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। বৎস! সেই চারিটী ওষধির মধ্যে একের নাম বিশল্যকরণী, দ্বিতীয় মৃতসঞ্জীবনী, তৃতীয় সুবর্ণ-করণী এবং অপরটীর নাম সন্ধানকরণী। প্রথমটীর শক্তি আঘ্রাণমাত্র বিশল্যকারিত্ব, দ্বিতীয়ের মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত্ব, তৃতীয়ের গুণ দেহাদির বর্ণ সুবর্ণবৎকারিত্ব এবং চতুর্থ ঔষধি আঘ্রাণমাত্র ছিন্ন ও কবন্ধাদিরও পূর্ব্ববৎ অবয়বাদির সন্ধান করে। অতএব মারুতকুমার! তুমি একণে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই মহৌষধিচতুষ্টয় আনয়ন পূর্ব্বক কপিকুলকে জীবিত ও আশ্বস্ত কর।

এই বলিয়া কপিপ্রধান সুষীর জাম্ববান্ বিরত হইলে, প্রবল বায়ু[illegible] শরীর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, [illegible] [illegible] [illegible] পবনকুমার ও

আহ্লাদে আয়ত ও সমধিক স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক ভীষণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিচিত্রকূট ত্রিকূট শিখরে উৎপতিত ও তথায় কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া অপর শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় পদভরে পর্ব্বতরাজ এরূপ ভারাক্রান্ত হইল, যে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, গিরিবর যেন আর সহিতে না পারিয়া স্বীয় অবয়ব মধ্যেই প্রবিষ্ট হইতেছে। অনন্তর পবনকুমার মহাবেগে তথা হইতে উৎপতিত হইলেন। ঐ উৎপতনবেগে শিখরস্থিত পাদপরাজি বিঘূর্ণিত ও পরস্পার ঘর্ষণোত্থিত বহ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত এবং পর্ব্বতরাজ এরূপ বিকম্পিত হইতে লাগিল, যে সেই প্রকম্পনবেগে বানরেরা তথায় আর অবস্থান করিতেও সমর্থ হইল না। রাজনগরী লঙ্কার মহাদ্বার বিচলিত ও গৃহগোপুর সমস্তও কম্পিত হইতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে পবনাত্মজের তাদৃশ ভীষণ আস্ফালনে ব্যথিত হইয়া সমস্ত নগরীই যেন ভয়াকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহামতি মারুতি স্বীয় পদাঘাতে ধরণীধরকে এই রূপ নিপীড়িত এবং সসাগরা বসুন্ধরার সংক্ষোভ সম্পাদন পূর্ব্বক বড়বা মুখের ন্যায় স্বীয় বিবৃত আনন বিস্তীর্ণ করিয়া নিশাচরদিগের নির্গমন নিবারণার্থ নিতান্ত ভীম নিনাদে তাহাদিগকে একান্ত ভীত ও নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিলেন। এবং ভক্তিবিনম্র [illegible] রামচরণে প্রণিপাত করিয়া "কি রূপ [illegible] সিদ্ধ হইবে"

তাহার সদুপায় ভাবিতে ভাবিতে পবন বেগে গগণ সাগরে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে তদীয় ভুজঙ্গবৎ ভীমদৃশ্য সুবৃহৎ লাঙ্গুল তদীয় উন্নত পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, কর্ণযুগল কুঞ্চিত ও সুপ্রশস্ত আস্যদেশ সমধিক বিবৃত হইয়া উঠিল, তাঁহার গতিবেগে উভয় পার্শ্বস্থিত পার্ব্বতীয় পাদপরাজি উৎপাটিত হইতে লাগিল এবং সেই প্রবল বেগে বিঘূর্ণিত হইয়া শৈলশিলা ও ত্রিকূট-নিবাসী সমস্ত জীব জন্তুগণ সহসা সাগর সলিলে পতিত হইতে লাগিল। পবনকুমার এই রূপে স্বীয় ভুজঙ্গ-ভীষণ ভুজদ্বয় প্রসারিত এবং স্বীয় গতিবশাৎ আকুল-সত্ত্ব-বিলোড়িত তরঙ্গসঙ্কুল সাগরশোভা দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণুপাণি-বিনির্ম্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে নগরাজ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে নানাবিধ নদ, নদী, নগর জনপদ ও বিবিধ পাদপ-পরিশোভিত পর্ব্বত সকল তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। পবনকুমার আদিত্যপথ আশ্রয় করিয়া পবন পরাক্রমে এই রূপে অবলীলাক্রমে যাইতে লাগিলেন, হিংস্র জন্তুগণকে বিত্রাসিত করিবার জন্য অবিরত সিংহনাদ পূর্ব্বক দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া তুলিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নগরাজ হিমালয়ে উপনীত হইয়া জাম্ববান্-নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিবামাত্র উহা হিমগিরি বলিয়াই জানিতে পারিলেন। দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতে নানাবিধ প্রবাহ-বিভূষিত বিচিত্র প্রস্রবণ, কমনীয় কন্দর ও নির্ঝর সকল

নিরতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে, শারদীয় মেঘবৎ শুভ্র ও সুচারুদর্শন শিখর সমূহে সমলঙ্কৃত ও বিবিধ বিচিত্র পাদপকুলে পরিব্যাপ্ত থাকায় উহার শোভা সমৃদ্ধির আর পরিসীমা নাই।

মহাবীর পবনকুমার সেই মহাসত্ত্ব-নিষেবিত হেমশৃঙ্গ মহাশৈল প্রাপ্ত হইয়া তথায় দেবর্ষিগণ সেবিত পুণ্যাশ্রম ও দেবতাদিগের আবাসস্থান সমুদায় সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের ব্রহ্মকোশ, এবং অপর মূর্ত্তিধারী সেই হিরণ্যগর্ভের রজতালয় নামক পবিত্র স্থান সকল তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তৎপরে দেবাদিদেব ভগবান্ রুদ্রদেব ত্রিপুরাসুরের সংহারার্থ যে স্থানে শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ রণ স্থান, এবং শক্রালয়, হয়গ্রীবালয় ও ব্রহ্মাস্ত্র দেবতাস্থান সকল দর্শন করিয়া তৎপরে তিনি সাতিশয় কৌতুহল সহকারে সাদর নেত্রে কিঙ্করদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তদনন্তর সুধীর হনুমান্ ঐ পর্ব্বতরাজের কোনস্থানে পবিত্র অগ্ন্যালয়, বৈশ্রবণালয়, ব্রহ্মালয়, ভগবান্ শঙ্করদেবের পাণি শোভিত পিণাকস্থান, ভুনাভি নামক প্রাজাপত্য স্থান, কৈলাসগিরি, ভগবান্ রুদ্রদেবের তপঃ সমাধিপীঠ এবং জাম্ববান্ নির্দ্দিষ্ট সেই বৃষ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পরিশেষে প্রদীপ্ত অনল শিখার ন্যায় প্রভান্বিত সর্ব্বৌষধি পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং মহাবীর তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান

পূর্ব্বক সেই ওষধি গিরিতে অধিরোহণ করিয়া ঋক্ষরাজ নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বৌষধি সকল চারি দিক্ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ প্রসঙ্গে কত স্থানে কত প্রকার স্বভাবশোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি স্বাভীষ্ট সিদ্ধির সুলক্ষণ নেত্র গোচর করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি বহুপর্য্যটনের পর যথায় অভীষ্ট সিদ্ধির মহোপযোগী মহৌষধি সকল বিরাজমান. ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি উপনীত হইবামাত্র মহৌষধি সকল তাঁহাকে সমাগত ও গ্রহণেচ্ছু দর্শনে ভীত হইয়া সহসা তত্তৎ প্রদেশেই অন্তর্হিত হইল।

তদ্দর্শনে মহাবীর পবনকুমারের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না, তাঁহার নয়নদ্বয় তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ও অনবরত বিঘূর্ণিত, ক্রোধে কপোল যুগল অমনি তাম্রবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ বাতাহত পাদপের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সেই সহসা সম্ভূত ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অমনি বীরসুলভ এক সুগভীর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং শৈলরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিতান্ত পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিলেন, ওহে শৈলরাজ! বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, তাহা না হইলে, অযোধ্যানাথের অহিত কামনায় এত ব্যগ্র হইবে কেন? তুমি নিতান্ত পামর, তাহা না হইলেই বা পবনাত্মজের সকাশে তদীয় স্বাভীষ্ট গোপনে এত সত্বর হইবে কেন?

পর্ব্বতরাজ। ভাল জিজ্ঞসা করি, সেই জগৎশরণ্য আর্য্য দাশরথির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে না, এই পাপ সঙ্কল্পই কি তোমার পাপ চিত্তে অবধারিত হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে বীর পবনাত্মজের প্রবল বাহুবল অবলোকন কর। নিশ্চয় কহিতেছি, তাহা হইলে তুমি আমার বাহুবলে অদ্য অভিভূত হইয়া অবশ্যই বিকীর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইবে।

এই বলিয়া বীরপ্রবীর মারুতকুমার ক্রোধে দুই চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া শৈলরাজের সেই সহস্রধাতু-সমন্বিত সনাগ কাঞ্চনশৃঙ্গ ধারণ ও বেগে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই দুর্ব্বিহ প্রকাণ্ড শৈলশিখর অবলীলাক্রমে গ্রহণ ও সুরাসুরগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক আকাশপথে উৎপতিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় ভীষণ বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সিদ্ধচারণ প্রভৃতি খেচরগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সেই প্রদীপ্ত শৈলশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক আদিত্যপথে অপর আদিত্যের ন্যায় অথবা চক্রধারী ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর হনুমান্ তাদৃশ অসাধ্য সাধন করিয়া অকুতোভয়ে আকাশপথে আগমন পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে লঙ্কাস্থিত কপিগণের নয়নপথে নিপতিত হইলে, তাহারা আহ্লাদ ভরে অমনি উচ্চ নিনাদ করিয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে

দেখিয়া তিনিও হর্ষভরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন; এদিকে তাহাদের সহসা-সম্ভূত তাদৃশ আনন্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশাচরেরাও ঘোরতর গর্জন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহামতি মারুতি সেই মহৌষধি-সমুদ্ভাবিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক স্বগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রণাম ও ধার্ম্মিকবর বিভীষণ সহ আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ সেই মহৌষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ ও বিশল্য হইয়া উঠিলেন, বাণাঘাত-মূর্চ্ছিত অপরাপর কপিবরেরাও সেই মহৌষধি আঘ্রাণমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, এবং যে সকল বানর সর্ব্বথা মহানিদ্রায় ভূতলে পতিত ছিল, ওষধির আঘ্রাণে তাহারাও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্বায় জীবিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ সেই অব্যর্থ মহৌষধির আঘ্রাণমাত্র বানরেরা সকলেই পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল।

নিহত নিশাচরকুলের সংখ্যা নিরীক্ষণ করিয়া বানরেরা যদি অবশিষ্টের অল্পতা জানিয়া সহসা পুরীপ্রবেশ করে, এই ভয়ে রাবণ, সমর-নিহত রাক্ষসগণকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করিয়াছিল, বলিয়া মৃত নিশাচরেরাও সমুদ্রজলে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তৎপক্ষীয় [illegible] সমভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি এইরূপে রাজকুমারযুগল ও বানর কুলের আকুলভাব বিদূরিত করিলে, কপিরাজসুগ্রীব ইতিকর্ত্তব্যতার বিজ্ঞাপন জন্য তাঁহাকে কহিলেন, পবন-কুমার! যখন তাদৃশ ভীমপরাক্রম বীর কুম্ভকর্ণ এবং তাদৃশ বীর্য্যবান্ রাক্ষসরাজ-কুমারেরাও রণে নিহত হইয়াছে, তখন বোধ হয় লঙ্কেশ্বর লঙ্কা পুরীর পরিরক্ষণে এখন আর সমর্থ হইবে না। অতএব যে সকল বানরেরা মহাবল, রণদুর্ম্মদ ও ক্ষিপ্রহস্ত; সম্প্রতি তাহারা উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ দাহার্থ লঙ্কা প্রবেশ করুক।

এই বলিয়া কপিরাজ বিরত হইলে এবং ভগবান্ ময়ূখ-মালী স্বীয় কিরণমালা সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে অধিরোহণ করিলে, প্রধান প্রধান বানরেরা রাজাজ্ঞানুসারে প্রজ্বলিত উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ রজনীমুখে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল এবং অন্যান্য বানরেরাও ঐ সময়ে উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক ভৈরবরবে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দ্বাররক্ষক রাক্ষসেরা স্ব স্ব করস্থিত অস্ত্রজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে বানরী সেনা সকল অবকাশ

পাইয়া অনায়াসে ও অকুতোভয়ে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় রাজপথ, ক্ষুদ্র পথের পর্য্যন্তবর্ত্তী গৃহ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা সমূহে অগ্নি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সেই অনলরাশি সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া নিশাচরদিগের শত শত আবাস ভবন সমস্ত দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। সেই প্রবল বহ্নিশিখায় অগুরু চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যজাত, রাশি রাশি মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরক, মহামূল্য বিবিধ কৌশেয় বসন, অতি শোভন ক্ষৌমবস্ত্র, নানাবিধ কাঞ্চনভূষণ, বাজিপরিচ্ছদ নাগপরিচ্ছদ, রথপরিচ্ছদ, যোধগণের পরিত্রাণ যোগ্য তনুত্র, অশ্ব ও গজাদির শরীরাবরণ, খড়্গ, কোদণ্ড, জ্যা, বাণজাল, তোমর, অঙ্কুশ ও শক্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রজাত, এবং কম্বল, চামর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন ও বিচিত্র মণি মুক্তা-গুম্ফিত বহুসংখ্যক প্রাসাদ সমস্ত ক্রমে ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ হইল। এবং এই রূপে লঙ্কাস্থিত সমস্ত গৃহস্থ রাক্ষসদিগেরও গৃহ ও দ্রব্যজাত সমুদায় দেখিতে দেখিতে সেই প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে দগ্ধ হইতে লাগিল।

যাহারা মধুপানে উন্মত্ত, চপলাক্ষ ও বিহ্বলগতি; যাঁহারা মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার-বিভূষিত, যাহারা বিপক্ষের প্রতি কোপাকুল হইয়া শূলশক্তি প্রভৃতি অস্ত্রজাত ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছিল, যাহারা প্রিয়তমার কণ্ঠ

মহার্হ শয্যায় শয়ান ছিল, এবং যে সকল নিশাচরেরা ভয়-বিহ্বল মনে আত্মজদিগের সহিত ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে ছিল, তাহারা সকলেই সেই ভীষণ অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রলয়ানলের ন্যায় ভীমরবে অনলরাশি ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং স্থির সংস্থান-সম্পন্ন কনকার্দ্ধচন্দ্র-শোভিত, নানা রত্ন বিভূষিত ও মহামূল্য গবাক্ষ মঞ্চাদি সমন্বিত অত্যুচ্চ সুরম্য হর্ম্ম্য সকল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে মণি মুক্তা বিচিত্রিত, শিঞ্জনভূষণে প্রতিনাদিত ও পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড প্রশস্ত অট্টালিকা সমস্ত ভস্মসাৎ হওয়ায় লঙ্কা নগরীর অদ্ভুত তোরণ সমুদায় বহ্নিপরিব্যাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিল, বর্ষারম্ভে সৌদামিনী-লাঞ্ছিত যেমন কাদম্বিনী, রজনী প্রারম্ভে অনল পারব্যাপ্ত ভবনাবলীও তদ্রূপ শোভা প্রকাশ কবিতে লাগিল; দাবাগ্নি প্রদাপ্ত গিরিশিখর যেমন বিকাশ পাইয়া থাকে, আজ লঙ্কাস্থিত প্রভূত হর্ম্ম্য শিখরও সেই রূপ দিপ্ত পাইতে লাগিল। দূর হইতে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলে, দহ্যমান হিমাচল-শিখরের শোভা যে রূপ প্রকাশ পায়, সম্প্রতি সেই ভীষণ অগ্নি সংযোগে লঙ্কাস্থিত সমস্ত প্রাসাদাবলীর শোভাও তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল। এবং রজনীযোগে হর্ম্ম্যাগ্র সকল প্রজ্বলিত হওয়ায় তৎকালে রাজপুরী যেন পুষ্পিত কিংশুক তরুরাজির শোভা লক্ষ্মীকে প্রকাশ করিতে লাগিল

অন্যদিকে যে সকল কামিনীরা রমণীয় ভূষণে বিভূষিত

হইয়া সপ্ততল ভবনে সুখে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা সহসা এই বিভীষিকা দর্শনে বিত্রাসিত হইয়া বসনাভরণ পরিহার পূর্ব্বক আকুল ভাবে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ অগ্নিপ্রবাহ দর্শনে ভীত হইয়া মাতঙ্গাধ্যক্ষেরা মাতঙ্গদিগকে এবং তুরঙ্গম-রক্ষকেরা তুরঙ্গমদিগকে ঐ সময়ে মুক্ত করিয়া দেওয়ায় লঙ্কাপুরীর পরিসরভাগ প্রলয় কালীন ভ্রান্তগ্রাহ মহার্ণবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কোন স্থানে নাগকুল মুক্ত অশ্ব দর্শনে আকুল হইয়া ভয়ে ধাবমান হইল এবং কোথাও বা অশ্বগণ বন্ধনমুক্ত মাতঙ্গ দর্শনে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় সেই রাজনগরী লঙ্কা মুহূর্ত্তমধ্যে বানরগণ কর্ত্তৃক প্রদীপিত হইলে, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রতিবিম্বপাতে জলনিধির জল লোহিত রূপ ধারণ করিলে, এবং ঐ সময়ে ধূমাকীর্ণ প্রতপ্ত নারীকুলের অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইলে, দগ্ধকায় নিশাচর সকল হাহাকার করিতে করিতে পুরীর বহির্ভাগে যেমন বিনির্গত হইতে লাগিল, অমনি রণপিপাসু বানরগণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহাদের অভিমুখে আপতিত হইয়া নানা প্রকার প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে রাক্ষস ও বানরগণের ভীমনাদে সমুদ্র, পৃথিবী ও দশ দিক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এখানে দুর্দ্দান্ত-দমন দাশরথি ও লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ঐ আস্ফালন জনিত এরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল, যে তৎশ্রবণে নিশাচরকুলের শোণিতরাশি যেন একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। সংহারকালে ভগবান্ ব্যোম-কেশ যেমন বেদময় কোদণ্ড আস্ফালন করিয়া শোভমান হইয়াছিলেন, আজ বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত-দমন দাশরথিও তদ্রূপ বিকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যা নিনাদ তৎকালে রাক্ষস ও বানরদিগের তাদৃশ ভীমনাদ অতিক্রম করিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে তদীয় জ্যানির্ঘোষে, বানরগণের তাদৃশ ভীমগর্জ্জনে এবং ভয়াকুল রাক্ষসকুলের তাদৃশ উচ্চ-তর আর্ত্তরবে দিক্ চক্র সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর দুর্দ্দান্তদমন বীর দাশরথি স্বীয় বিশাল শরা-সনে শরযোজনা করিয়া সবেগে রাজধানীর গোপুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্যর্থ বাণ নিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র পুরগোপুর, যেন বজ্রাহত কৈলাশগিরির ন্যায় তৎ-ক্ষণাৎ বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহা-বীর রাম ক্রমেই অধিকতর ক্রোধের সহিত বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পৃথীমধ্যে কেবল শরজাল, তদ্ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তদ্দর্শনে রণদুর্ম্মদ নিশাচরেরা যেন কালপ্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ অনুসন্ধান করিল; কিন্তু করিলেও সেই আকাশব্যা

যামিনী তাহাদের সম্বন্ধে যেন শতযুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এখানে সুধীর সুগ্রীব যোধগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে বানরগণ! দেখ, তোমরা সম্প্রতি এই আসন্ন দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক আন্তরিক যত্নের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে দীক্ষিত হও। আমি তোমাদিগের সকলকেই আদেশ করিতেছি, এই সংগ্রাম সময়ে যে সকল বানর তোমাদের মধ্য হইতে পলায়ন করিবে, তাহারা নিশ্চয় রাজশাসন-দূষক বলিয়া পরিগণিত হইবে; অতএব তোমরা প্রতি-যোদ্ধাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে তাহাদিগকেই বিনাশ করিবে।

এই বলিয়া কপিরাজ বিরত হইলে, বানরেরা তদীয় নিদেশে তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বার আশ্রয় করিয়া যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এখানে আসন্নমৃত্যু দশানন, পুরদ্বারে কপিকুলের কোলাহল শুনিয়া সাতিশয় কোপাকুল হইয়া পুরীমধ্য হইতে সেই অসহ্য ক্রোধ-বিজৃম্ভিত এরূপ এক গম্ভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিল, যে সেই শব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন দশদিক্ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তৎকালে তদীয় আরক্ত বিংশতি নেত্র ও বিকম্পিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান হইতে লাগিল, যেন স্বয়ং ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তত্তৎ প্রদেশে প্রকাশ পাইতেছে। দুর্দ্দান্ত বিকটাস্যে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক

কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক দুই বীরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেখ, তোমরা এই মুহূর্ত্তেই স্বস্ব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা কর। আগমমৃত্যু বীরদ্বয় রাজ-নিদেশ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল। তাহাদের গমনকালে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামে অপর চারি বীরও সজ্জিতবেশে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাদের যাত্রাকালে বিপক্ষসৈণ্যগণের মনে ভয়োৎপাদনার্থ রাবণ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সেনা-দলের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার করিল, যে তাহাদিগকে সেই রজনীতেই রণযাত্রা করিতে হইবে। অন্যথা তাহারা প্রভাতেই দণ্ডার্হ হইবে। অনন্তর দশানন এই উগ্রশাসন প্রচার করিয়া বিরত হইলে, রণচতুর নিশাচরেরা তদ্দণ্ডেই স্বস্ব কোদণ্ড ও আয়ুধ জাল গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সিংহ-নাদ করিয়া নগরী হইতে বহির্গত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত। ঐ সময়ে নিশাচরদিগের ভূষণ ও আয়ুধ-জালের প্রভানিকরে এবং বানরগণের হস্তস্থিত সেই সেই প্রজ্বলিত উল্কামালায় আকাশমণ্ডল সর্ব্বথা প্রভান্বিত হইয়া উঠিল। ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা ও তারকাবলীর প্রভা এবং নিম্নভাগেও উল্লিখিত প্রভা প্রকাশিত, এই উভয় প্রভায় সেনাদ্বয়ের মধ্যগত গগণ প্রদেশ সর্ব্বথা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এবং ঐ সময়ে লঙ্কাস্থিত অর্দ্ধপ্রদীপ্ত ভবন সমুদায়ের সমুজ্জ্বল প্রভা সাগরজলে প্রতিফলিত হওয়ায় সেই ঊর্ম্মিমালা-সম-লঙ্কৃত মহার্ণবও অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

এক দিকে হস্ত্যশ্বরথপত্তি-সমাকুল ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রাক্ষসবল, স্বস্ব অসামান্য প্রভায় অপূর্ব্ব ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এবং বিমল কোশ নিষ্কাশিত অসিলতা, শূল, শক্তি, পরস্বধ, গদা, প্রাস, তোমর ও অতি বৃহৎ কার্ম্মুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তৎকালে অতীব ভীমরূপ ধারণ করিল। তাহাদের বল, পৌরুষ, বিক্রম ও পরাক্রম নিতান্ত ভয়াবহ ও একান্ত দুর্ব্বিষহ। ঐ সময়ে তাহারা আবার শত শত কিঙ্কিনী নিনাদে প্রতিনাদিত ও অপ্রতিম প্রাস অস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া যারপর নাই ভাস্বর হইয়া উঠিল। তাহাদের করনিকর কনকভূষণে কমনীয়; এবং ভীমবেগে পরিচালিত পরস্বধাস্ত্রের প্রভাও আবার তাহাতে প্রতিফলিত। তাহাদের গাত্রগন্ধে, গন্ধমাল্যে ও মধুর আমোদে তত্রত্য গন্ধবহ সমধিক আমোদিত হইয়া উঠিল।

অপর দিকে বানরেরা প্রজ্বলিত উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাজিত, তাহারা সেই সমস্ত আঘূর্ণিতাস্ত্র শূরসমাকীর্ণ নিশাচরবল সমাগত দেখিয়া সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং অত্যুচ্চ নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া যেন পাবকমুখে পতঙ্গের ন্যায় তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। যুযুৎসু বানরগণ উন্মত্তবৎ উৎপতন পূর্ব্বক ভীম মুষ্টি প্রহারে বিপক্ষকুলের আকুল ভাব সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। অতুল্যবিক্রম রাক্ষসেরাও

তৎক্ষণাৎ সুশাণিত শরজাল দ্বারা তাহাদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামে, রাক্ষসী সেনার মধ্যে কেহ ছিন্নকর্ণ, মুষ্টি প্রহারে কেহ বিদীর্ণ মস্তক ও প্রবল শিলাঘাতে কেহ কেহ ভগ্নাঙ্গ হইয়া রণাঙ্গণে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এবং অপর কেহ কেহ বীর নিনাদে যেন চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া অসিপ্রহারে অসংখ্য বানরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে আবার রণপণ্ডিত কপিবরেরাও মার মার শব্দে বিপক্ষ বক্ষে ভীষণ মুষ্টি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষে অতীব তুমুল সংগ্রাম। কোন বীর অপর বীরকে আঘাত করিতে গিয়া আবার অন্যবীর কর্ত্তৃক আহত হই-তেছে, কেহ দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনবধানবশতঃ স্বয়ংই দষ্ট হইতেছে, এবং অপর কেহ কেহ বা অপরকে পাতিত করিবার বাসনায় অগ্রসর হইয়া অন্যবীর কর্ত্তৃক নিজেই পাতিত হইতেছে। কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ যুদ্ধ করিবার বাসনায় দুর হইতে বলবীর্য্য দেখাইতেছে এবং কেহ কেহ ভীষণ আস্ফালন পূর্ব্বক সগর্ব্বে সমরে অগ্রসর হইতেছে। ফলতঃ সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে কে যে কি করিতে আরম্ভ করিল, তাহার কিছুই অবধারণ করা যায় না। কোন কোন বীর অপর বীরগণকে কহিতে লাগিল; রে ভীরু! কেন আর ক্লেশ দিতেছিস্, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমরা এই দণ্ডেই তোদেক উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতেছি। প্রত্যুত্তরে আবার প্রতিযোদ্ধারাও

আস্ফর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; হে বীরাভিমানিন্! যে বীর নিজমুখে নিজ রণবীর্য্য প্রকাশ করে, সে নিতান্ত হীনবীর্য্য, তাহার পরিণামও পরপরাভবের অনায়ত্ত হইতে পারে না। এই রূপে উভয় পক্ষীয় সেনাদল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত পরুষাক্ষরে পরস্পরের প্রতি বাক্‌কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকানেক যোধগণের অঙ্গ হইতে কবচ ও হস্ত হইতে আয়ুধজাল স্খলিত এবং কেহ শূল, কেহ মুষ্টি, কেহ প্রাস ও কেহ কেহ বিমল কোষ নিষ্কাশিত অসিলতা সমুদ্যত করিয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে বানর রাক্ষসের সংগ্রাম পরিবর্দ্ধিত। সেই ভীষণ সময়ে নিশাচরেরা এক এক বার সপ্তদশ বানর বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল, বানরেরাও যুগপৎ ঐ সপ্তদশের বিপরিত সংখ্যক নিশাচরদিগকে নিপাতিত করিয়া বিপক্ষীয় সেনাদলকে বেষ্টন পূর্ব্বক সগর্ব্বে সংগ্রামকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

এই রূপে বানররাক্ষসের বীরক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অমিতবীর্য্য অঙ্গদ রণপিপাসায় অধীর হইয়া কম্পন নামক রাক্ষস বীরকে আহ্বান পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বীর কম্পন কোপাবেগে প্রাভিমুখ

কম্পিত ও বেগে প্রধাবিত হইয়া অঙ্গদের প্রতি ভীষবেগে গদাঘাত করিল, সেই প্রবল আঘাতে অধীর হইয়া তিনি ক্ষণ কাল বিচেতন হইয়া রহিলেন; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পনের অঙ্গে অতি-বেগে এরূপ এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, যে সেই প্রহারেই রাক্ষসপ্রবীর নিপীড়িত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া নিধন দশা প্রাপ্ত হইল।

তদ্দর্শনে রথারূঢ় শোণিতাক্ষ প্রবল রোষাবেশে অবিরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং সাক্ষাৎ কালানলবৎ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তদীয় তাদৃশ প্রকাণ্ড গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। মহাবীর অঙ্গদ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুরপ্র, নারাচ, শিলী-মুখ ও দীর্ঘ শৈল্য-সমন্বিত সেই সমস্ত ভীষণ বাণজালে নিপীড়িত ও অপার ক্রোধে অমিতবেগে অগ্রসর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার তাদৃশ উগ্রধনু, রথ ও শর সমুদায় সর্ব্বথা প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে নিশাচর শোণিতাক্ষ নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিমল কোষনিষ্কা-শিত সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ ও দিক্ বিদিক্-জ্ঞানশূন্য মনে উৎপতন পূর্ব্বক বিপক্ষের বক্ষে অবিরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অমিতবীর্য্য অঙ্গদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত না হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে সেই অসিলতা গ্রহণ করিয়া বীরসুলভ ভীষণ স্পর্দ্ধা সহকারে উচ্চ নিনাদে অবিরত সিংহনাদ

করিতে লাগিলেন, এবং অতুল্য সমরনৈপুণ্যবলে অনায়াসে সেই খড়্গাঘাত করিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাদৃশভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও কালগ্রাসে পতিত হইল না, ভূমিতলে পতিত হইয়া বৈরনির্য্যাতনস্পৃহায় পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। রণদুর্ম্মদ বালিতনয় অঙ্গদ তৎকালে তাহাকে মৃতবৎ উপেক্ষা করিয়া অপর সেনাদলের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে মহাবল যূপাক্ষ রাক্ষসপ্রবীর প্রজঙ্ঘ সহ মিলিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অসীম রোষাবেশে প্রতিযোদ্ধার প্রতি ধাবমান হইল। এখানে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ নিশাচর শোণিতাক্ষও রাক্ষসী মায়াবলে কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আয়সী গদা ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় সমরোদ্যত অঙ্গদের অনুসরণ করিল। রণবিশারদ অঙ্গদ তখন প্রজঙ্ঘ ও শোণিতাক্ষের মধ্যগত হইয়া বিশাখ নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এবং ঐ সময়ে মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক রণচতুর বানরদ্বয় তাঁহার সহায়তা সম্পাদনার্থ সন্নিহিত হইয়া অবহিত নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে যূপাক্ষেরা যুদ্ধে অগ্রসর হইলে, তৎপক্ষীয় সৈন্যদল শর, শরাসন ও অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে বানরসৈন্যের অভিমুখে আপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে মৈন্দ, দ্বিবিদ ও অমিতবীর্য্য অঙ্গদ এই তিন বানর,

বীর সহ যূপাক্ষ প্রভৃতি বীরত্রয়ের অতীব লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কেহই কাহাকে পরাভব করিতে পারে না। বানরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্রুম বিদ্রুম সমস্ত উৎপাটন করিয়া প্রতিযোদ্ধা-দিগের প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করে, কিন্তু রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘ শাণিত অসি দ্বারা তৎসমস্তই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। কি, রথ, কি অশ্ব, কি গজ, কি শৈল, কি পাদপ যাহাই সম্মুখে পায়, অসামান্য বলবীর্য্যশালী বানরেরা তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করে, কিন্তু যুদ্ধবিশারদ যূপাক্ষ অমনি শরজাল প্রক্ষেপ করিয়া তদ্দণ্ডেই তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করে। তদ্দর্শনে মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিরদবৎ বলিষ্ঠ দ্বিবিদ অসীম কোপাবেগে দশনে দশন মর্দ্দণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর উৎপাটন পূর্ব্বক ভীমবেগে পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রণদুর্ম্মদ শোণিতাক্ষ শাণিত অসি প্রহারে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল করিয়া ফেলিল।

অনন্তর নিশাচর প্রজঙ্ঘ অরিমর্ম্ম-বিদারণ সুতীক্ষ্ণ খড়্গ সমুদ্যত করিয়া অতিবেগে অঙ্গদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অঙ্গদ প্রজঙ্ঘ নিশাচরকে সম্মুখে আপতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক অশ্বকর্ণদ্রুম উৎ-পাটন ও নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে ভয়ানক আঘাত করি-লেন। এবং তদীয় বাহুতে নিস্ত্রিংশ নামক যে শাণিতাস্ত্র বিরাজিত ছিল, বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাও ধরাতলে

নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নিশাচর নিজ অস্ত্র ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধভরে প্রতিযোদ্ধার ললাটদেশে এক বিষম মুষ্টিপ্রহার করিল। মহাতেজা কপিবর সেই অশনিকল্প মুষ্টিপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ক্ষণকাল বিচেতন হইয়া রহিলেন; সত্য, কিন্তু মহাবীর তৎ পরক্ষণেই আবার চেতনা লাভ করিয়া এরূপ বেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন, যে সেই প্রবল আঘাতেই নিশাচরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল বজ্রাহত পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় মহাশব্দে মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর এইরূপে পিতৃব্য প্রজঙ্ঘ রণশায়ী হইলে, যূপাক্ষ শোকে মোহে ও অপার ক্রোধে জড়ীভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কালানলতুল্য ভীষণ শরজাল গ্রহণ করিয়া রণ-পিপাসায় প্রতিযোদ্ধার অভিমুখে আপতিত হইল। তদ্দর্শনে দ্বিরদতুল্য বলিষ্ঠ মহাবীর দ্বিবিদ সবেগে প্রধাবিত হইয়া তদীয় বক্ষস্থলে এক ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়াই রাখিলেন। তখন শোণিতাক্ষ ভ্রাতাকে সহসা অবরুদ্ধ দেখিয়া অপার ক্রোধে গদাঘাত দ্বারা দ্বিবিদের উরস্থল নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। কপিবর সেই প্রহারনিকরে কিয়ৎকাল বিচেতন অবস্থায় থাকিয়া, এবং তৎপর ক্ষণেই আবার লব্ধসংজ্ঞ ও আশ্বস্ত হইয়া শোণিতাক্ষের হস্ত হইতে সেই মহতী গদা আহরণ করিয়া লইলেন। ইত্য-

বশরে মহাবীর মৈন্দও আবার দ্বিবিদ সমীপে সমাগত হইয়া স্বীয় সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। উভয় নিশাচর এইরূপে উভয় কপিকর্ত্তৃক আহত হইয়া রণাঙ্গণে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবল, মৈন্দ কোপভরে যূপাক্ষকে আরবার উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পদাঘাত দ্বারা একেবারে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দুরাত্মা সেই বিষম নিষ্পেষণেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণাঙ্গণে শৃগাল কুকুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে সেই সেনানী নিহত হইলে, রাক্ষসী সেনা যার পর নাই ব্যথিত ও একান্ত ভীত হইয়া যে স্থানে কুম্ভকর্ণাত্মজ কুম্ভ অবস্থান করিতেছিল, মলিন মুখে তদভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর সেই সমস্ত হতনাথা সেনাদলকে সমাগত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক স্বয়ং সংগ্রামকার্য্যে দীক্ষিত হইল এবং তদ্দণ্ডেই স্বীয় প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি অবিরত আশীবিষ সম শাণিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার দেহ ঐরাবতের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড; সায়কজাল তড়িতের ন্যায় প্রভান্বিত, যখন কোদণ্ডে সংযোজিত হয়, তখন সেই কোদণ্ড যেন বিদ্যুৎ ও মেঘমণ্ডলের মধ্যগত দ্বিতীয় ইন্দ্রকোদণ্ডের ন্যায় বিকাশ পাইতে থাকে। সেই কুম্ভকর্ণাত্মজ মহাবীর কুম্ভ কোপকষায়িত নেত্রে কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্বিবিদের প্রতি এরূপ বেগে বাণ পরি-

ত্যাগ করিল, যে অদ্রিকূটনিভ মহাবল দ্বিবিদ সেই বিষম শরাঘাতে সমাহত হইয়া শিথিলিত চরণে, কম্পিত কলেবরে ও নিতান্ত বিহ্বল মানসে রণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন মহাবল মৈন্দ ভ্রাতাকে সহসা সমরে শয়ান দেখিয়া অসীম রোষাবেশে দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড হস্তে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তদীয় বিশাল বক্ষে সেই শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ভীমরবে অবিরত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিশাচর কুম্ভও নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সেই আপতিত মহতী শিলা অর্দ্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং অপরাপর শরজাল বর্ষণ দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিতে লাগিল। বানরবীর মৈন্দ তাদৃশ আশীবিষ বিষধরোপম ভীষণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শূন্যমনে মহীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর এইরূপে মাতুলদ্বয় বিচেতন দশায় রণাঙ্গণে পতিত হইলে, অতুল্যবিক্রম অঙ্গদ অপার ক্রোধের সহিত সেই উদ্যতকার্ম্মুক কুম্ভের অভিমুখে অতি-বেগে অভিদ্রুত হইলেন। তদ্দর্শনে বীর কুম্ভকর্ণাত্মজ কুম্ভ, তোমরাস্ত্রে যেমন মত্ত হস্তীকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু বানরপ্রবীর তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভিত, কম্পিত বা ব্যথিত না হইয়া, অকুতোভয়ে প্রতিযোদ্ধার মস্তকোপরি শিলারাশি ও পাদপ

সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসবীর কুম্ভও অজস্র শর বর্ষণ দ্বারা তৎ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অপর শরাঘাতে তদীয় ভ্রূমধ্যদেশ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহার ভ্রূমধ্য দেশ বিদ্ধ হইবামাত্র তথা হইতে নিরন্তর রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাবীর তথাপি পাণিতলে তৎপ্রদেশ আচ্ছাদিত করিয়া অপর করে আসন্নবর্ত্তী এক শালতরু গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রণপণ্ডিত কুম্ভ অবলীলাক্রমে সপ্ত শর নিক্ষেপ দ্বারা তদীয় প্রয়াস বিফল করিয়া তাঁহার অঙ্গে অবিরত শাণিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে পুনঃপুনঃ শরাহত হইয়া যারপর নাই ব্যথিত এবং পরিশেষে অচৈতন্য হইয়া অবনীতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর বানরগণ তাদৃশ ভীমপরাক্রম অঙ্গদকেও সহসা মহীতলে নিপতিত দেখিয়া, আকুল হৃদয়ে দুর্দ্দান্ত-দমন দাশরথির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পতন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত কীর্ত্তন করিল। তৎশ্রবণে রাম নিতান্ত দুঃখিত ও অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রভূতবিক্রম সেনানায়কদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহারা রামনির্দেশ শ্রবণমাত্র আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া অতীব রোষাবেগে তৎক্ষণাৎ সেই উদ্যতায়ুধ দুর্দ্দান্ত কুম্ভের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। কিন্তু পর্ব্বত যেমন জলপ্রবাহ নিবারণ করে,

তদ্রূপ নিশাচরও ঐ সমস্ত আপতিত বীরগণকে অবলোকন মাত্র অবিরত বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদের গতিভঙ্গ করিয়া ফেলিল। মহার্ণব যেমন স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদীয় শরজালে নিপীড়িত হইয়া, তৎকালে বানরেরাও তদ্রূপ তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

তদ্দর্শনে কপিরাজ সুগ্রীব ক্রোধাবেগে রক্ষিতব্য অঙ্গদকেও পশ্চাৎ করিয়া, করাল কেশরী যেমন সানুচর করীর প্রতি ধাবমান হয়, সেই কুম্ভকর্ণতনয় দুর্দ্দান্ত কুম্ভের প্রতিও তদ্রূপ প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইলেন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ও বিবিধ পাদপরাজি উৎপাটন পূর্ব্বক অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অজস্র পাদপ বর্ষণে তৎকালে আকাশমণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কুম্ভ অপার ক্রোধের সহিত অবিরত শত শত সায়কনিকর নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল করিয়া অপরাপর অসংখ্য শরে তদীয় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু কপিরাজ, কুম্ভ কর্ত্তৃক নিজ প্রয়াস নিষ্ফল দেখিয়া এবং তাদৃশ অশনিতুল্য শত শত শরাঘাত সহ্য করিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত তৎকালে অধিকতর ত্বরান্বিত হইয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় হস্ত হইতে সেই ইন্দ্রকোদণ্ড-তুল্য বিশাল কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এবং এই রূপে তাদৃশ দুষ্কর কার্য্যও অনায়াসে সম্পাদন করিয়া,

তৎপরে সেই অগ্নদগ্ধ উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ কোঁপান্বিত কুম্ভকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; অহে. রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভ। কি প্রহ্লাদ, কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি বরুণ, কি বলি, বলিতে কি তুমি বলবীর্য্যে ও পরাক্রমে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছ। তোমার এবং রাবণের বিক্রম, রণ-নৈপুণ্য, বানবেগ ও স্বপক্ষ-পাতিতা প্রভৃতি গুণগ্রাম কিছুই আমার অবিদিত নাই। কি সংগ্রামকৌশলে, কি বলবীর্য্যে তুমি সর্ব্বাংশেই বীর কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। তুমি শূলাস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপনীত হইলে, আধি যেমন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ স্বয়ং ইন্দ্র আসিযাও তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। তোমার পিতৃব্য রাবণ দেবদত্ত বরপ্রভাবে দেব দানবকেও লক্ষ্য করে না, আর তোমার পিতা কুম্ভকর্ণও স্বীয় বলবীর্য্যে ত্রিলোককেও তৃণ জ্ঞান করিত। সম্প্রতি ধনুর্ব্বিদ্যায় তুমিও ইন্দ্রজিতের তুল্য এবং প্রতাপেও দশাননের সদৃশ; সুতরাং অধুনা সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে তুমি যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছ, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অধিক কি, আজ তোমার যে রূপ সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি বলবীর্য্য প্রভাবে পিতা ও পিতৃব্যকেও অতিক্রম করিয়াছ। তুমি অদ্য সংগ্রামে অতুল্য সাহসের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, সর্ব্বথা অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং রণে এই সমস্ত ভীমপরাক্রম কপিকুলেরও

আকুল ভাব সম্পাদন করিয়াছ; কিন্তু রাক্ষস! তুমি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন হইলেও অদ্য বীর সুগ্রীব সহ সংগ্রামে তুমি যত দূর পার, বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হও, আর আমার কার্য্য কলাপও প্রত্যক্ষ কর। অদ্য তোমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যেমন সুররাজ ও সম্বরের, তদ্রূপ ভূতগণেরা আমাদিগের অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিবে। দেখ, নিশাচর! সত্য বলিতে কি, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও যে এতকাল জীবিত রহিয়াছ, আপনা হইতে আত্মগৌরব প্রকাশ করা নিতান্ত দোষের হইলেও, আমি তাহার কারণ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বহুসংখ্য যোধগণের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ, সহসা তোমার প্রাণবধ করিলে লোকে আমার নিন্দা করিয়া কহিবে, যে সুগ্রীব এমনি ক্রোধান্ধ, যে ক্রোধাবেগ সহিতে না পারিয়া পরিশ্রান্ত কুম্ভের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। অতএব নিশাচর নিশ্চয় কহিতেছি, আমি কেবল সেই লোকনিন্দা ভয়েই তোমার নিধন সাধনে উপেক্ষা করিতেছি। তুমি যে স্বীয় বীর্য্যবলে এপর্য্যন্ত নিহত হও নাই, ইহা কদাপি মনে করিও না। আমার নিন্দাভয়ই তোমার জীবন রক্ষার একমাত্র নিদান। এক্ষণে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বাহুবলও প্রত্যক্ষ কর।

এই বলিয়া কপিরাজ বিরত হইলে, দুর্দ্দান্ত কুম্ভ তদীয় তাদৃশ অপমান-সূচক বাক্য পরম্পরা কর্ণগোচর করিয়া

ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধানলে একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না করিয়া অমনি সুগ্রীব সহ বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত মহাগজের ন্যায় দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া সুগ্রীবও তখন বাহুযুদ্ধেই দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম। কখন উভয়ের বাহুধারণ ও কখন মস্তক ধারণ করিয়া উভয়ে ভয়ানক বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরিশ্রম বশতঃ ঐ সময়ে উভয়ের বদনবিবর হইতে সধূম অগ্নি-জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ভীষণ সংগ্রাম সময়ে তাহাদের পদাঘাতে ধরণী বিকম্পিত ও নিমগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল এবং মহার্ণবও যেন বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর এইরূপে কিয়ৎকাল উভয়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে, সংগ্রামচতুর মহাবীর সুগ্রীব স্বীয় বাহুবল প্রদর্শনার্থ প্রতি-যোদ্ধাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লবণ মহার্ণবে পাতিত করিলেন। ঐ পতনবেগে কুম্ভ একেবারে সুগভীর জলতলে নিমগ্ন হইল এবং পতন সময়ে জলরাশি যেন সমুত্থিত ও উচ্চতর নিনাদে দশ দিক যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভ তৎক্ষণাৎ সেই জলরাশি ভেদ করিয়া সমুত্থিত ও উৎপতন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিযোদ্ধার সম্মুখে উপনীত হইয়া অপার ক্রোধের সহিত তাঁহার বক্ষ-স্থলে যেন অশনি কল্প এক মুষ্টি প্রহার করিল। তৎকালে ঐ বিষম মুষ্টি প্রহার সুগ্রীবের চর্ম্মভেদ করিয়া একেবারে অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায়, ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধির-

ধারা নির্গত হইতে লাগিল। মহাগিরি হইতে বজ্রনিষ্পেষ-জনিত যেমন জ্বালা, ঐ সময়ে তাঁহার বক্ষস্থল হইতেও তদ্রূপ প্রজ্বলিত মহাতেজ বিনির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর সুগ্রীব তাদৃশ যাতনা পরম্পরায় ব্যথিত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; প্রত্যুত অতীব কোপান্বিত হইয়া, সহস্র রশ্মি সমাকীর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃঢ় মুষ্টি উদ্যত করিয়া এরূপভাবে বিপক্ষবক্ষে পাতিত করিলেন, যে নিশাচর সেই বিষম আঘাতেই নিতান্ত নিপীড়িত ও বিহ্বল হইয়া শিখাশূন্য পাবকের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তৎকালে তাহার মূর্ত্তি রুদ্রাভি-ভূত রবির ন্যায় একান্ত শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং তদীয় নিধনে সশৈলকাননা বসুন্ধরা সহ নিশাচরকুলের চিত্ত যার পর নাই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর এইরূপে মহাবীর কুম্ভ সমরশায়ী হইলে, নিশা-চর নিকুম্ভ ভ্রাতৃনিধন দর্শনে নিতান্ত শোকাকুল ও কোপা-নলে একান্ত দগ্ধ হইয়া আরক্ত নেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার করে পর্ব্বতশিখরবৎ প্রকাণ্ড পরি-ঘাস্ত্র বিরাজিত। ঐ সমুজ্জ্বল অস্ত্র বিশুদ্ধ হৈমপট্টে মণ্ডিত,

সচন্দন কুসুমমালায় সমলঙ্কৃত, পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত আয়স মুষ্টি দ্বারা সমুদ্ভাবিত, বিক্রম বিভূষিত ও সাক্ষাৎ যম-দণ্ডের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে। উহার দর্শনমাত্রে বিপক্ষ-কুল আকুল ও স্বপক্ষকুলের চিত্ত যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সেই বিকটমূর্ত্তি, বিবৃতাস্য, ভীমপরাক্রম নিশাচর নিকুম্ভ ঐ মহাস্ত্র সমুদ্যত ও আরক্ত-নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া রণাঙ্গণে অতীব উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার উরঃস্থলে নিষ্ক, বিশাল বাহুযুগলে কনকময় কেয়ূর, কর্ণযুগলে মণিমুক্তা-মণ্ডিত কাঞ্চনময় কুণ্ডল এবং কণ্ঠ-দেশে বিচিত্র কণ্ঠহার নিরতিশয় শোভা পাইতেছে। তৎ-কালে তদীয় তাদৃশী করাল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল, ইন্দ্রকোদণ্ড-মণ্ডিত গর্জনশীল নিবিড় নীরদখণ্ডই যেন বায়ুবশাৎ খণ্ডিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইয়াছে। এবং তদীয় দীর্ঘাকার পরিঘাগ্রভাগ দর্শনেও অনুমান হইতে লাগিল, যেন জ্বলন্ত পাবকশিখাই শূন্যমার্গে বিকাশ পাইতেছে।

অনন্তর মহাবীর রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া ভীষণ আস্ফালন পূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র অবিরত বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, যেন চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ও ত্রিভুবন সহ সমস্ত আকাশমণ্ডলই বিঘূর্ণিত হইতেছে। অনন্তর ক্রমে নিকুম্ভরূপ ইন্ধনে ক্রোধরূপ অনল প্রজ্বলিত হইয়া যুগান্তকালীন বিধূমপাবক-শিখার ন্যায় পরিঘ প্রভারূপ সমুজ্জ্বল জ্বালা প্রকাশ করিতে

লাগিল। তৎকালে কি বানর, কি রাক্ষস, সেই ভীম পরিঘপ্রভা দর্শনে সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া নিস্পন্দ-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু কেবল বীর হনূমান্ স্বীয় বিশাল বক্ষস্থল বিস্তৃত করিয়া তাহার সম্মুখে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। নিশাচর ক্রমশই অধিকতর বেগে সেই মহাস্ত্র বিঘূর্ণিত করিতেছে, সেই ঘূর্ণিত পরিঘ সহসা পবনাত্মজের বজ্রসারময় বিশালবক্ষে সংলগ্ন হইবামাত্র শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অম্বরতলস্থিত উল্কামালার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু মহাবীর পবনকুমার তাদৃশ ভীম পরিঘপ্রহারেও কিছুমাত্র ভীত, ব্যথিত বা চঞ্চল হইলেন না; প্রত্যুত ভূমিকম্পসময়ে যেমন অচল, তদ্রূপ অচলভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎকালপরে বিপক্ষবক্ষে এরূপ এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন, যে সেই নিদারুণ প্রহারে নিকুম্ভের বক্ষস্থল একেবারে স্ফুটিত হইয়া গেল। এবং মেঘ হইতে যেমন বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তথা হইতে অনর্গল শোণিত ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। রাক্ষস সেই আঘাতে ক্ষণকাল জ্ঞানশূন্য, কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার লব্ধসংজ্ঞ হইয়া বৈরনির্য্যাতনে সমুদ্যত হইল। প্রভুর সাহস তদধীন রাক্ষসী সেনারাও তখন বানরদিগের মনে ভয়োৎ-পাদনার্থ ভীমরবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অন-ন্তর পবনাত্মজ নিকুম্ভ নিশাচর কর্তৃক আহত ও সাতিশয় কোপান্বিত হইয়া তাহার বক্ষস্থলে পুনর্ব্বার এক বজ্রকল্প

মুষ্টিপ্রহার করিলেন, সেই বিষম আঘাতে অধীর হইয়া নিকুম্ভ যেমন ভূতলে পতিত হইয়াছে, অমনি পবনকুমার উল্লম্ফন পূর্ব্বক বেগে তাহার উরস্থলে নিপতিত হইয়া, পদাঘাতে ও চপেটাঘাতে তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। তৎপরে তদীয় গ্রীবাদেশ ধারণ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় তাহার মস্তক দেহ হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ভীষণ গর্জন ও ভয়াবহ আস্ফালন পূর্ব্বক সমস্ত ভূতগণের মনে ভয়োৎপাদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হনূমানের হস্তে নিশাচর নিকুম্ভ নিহত হইলে, সংগ্রামস্থল তৎকালে অতীব ভয়াবহ হইয়া উঠিল। তাদৃশ মহাবীর সেনানায়কের নিধন দর্শনে বানরকুল সাতিশয় আহ্লাদিত, নিশাচরকুল ত্রাসে নিতান্ত বিষাদিত, দশদিক্ প্রতিধ্বনিত, ধরণী বিকম্পিত ও আকাশমণ্ডল যেন স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

এখানে রক্ষোরাজ রাবণ দূতমুখে কুম্ভ ও নিকুম্ভের নিধন বার্ত্তাশ্রবণে শোকে, মোহে ও আত্মক্ষয়কর ক্রোধানলে যেন একেবারে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রখরগতি খরপুত্র মকরাক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, বৎস মকরাক্ষ! দেখ, এই বীরপূর্ণা রাজনগরী যে সামান্য নর বানরের হস্তে প্রায় বীরশূন্য হইয়া পড়িল, ইহা অল্প দুঃখ বা সামান্য লজ্জার কথা নহে। আমি স্ব স্ব দলবলে সমাবৃত করিয়া যাহাকেই প্রেরণ করি, কেহই আর প্রতি নিবৃত্ত হয় না। অতএব বীর! এক্ষণে তুমিই আমার আদেশে রক্ষোবলে সমাবৃত হইয়া যুদ্ধ যাত্রা কর, তোমার বলবীর্য্য আমার পরীক্ষিত, সুতরাং বৈরনির্য্যাতন করিয়া তুমি যে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, মহাবল মকরাক্ষ রাজনিদেশ শ্রবণে অমনি যে আজ্ঞা বলিয়া গাত্রোত্থান করিল। এবং লঙ্কেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সজ্জিতবেশে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল। মহাবীর রাজভবনের বহির্গত হইয়া সন্নিহিত সেনাধ্যক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল;

সেনাধ্যক্ষ! আর কি দেখিতেছ, কেনই বা আর বিলম্ব করিতেছ, সত্বর আমার রথ আনয়ন কর, এবং আমার যাবতীয় সেনাদলকেও সজ্জিত হইতে আদেশ কর। আদেশমাত্র বলাধ্যক্ষ রথ ও সুসজ্জিত বলবাহন সমস্ত আনয়ন করিল। মকরাক্ষ নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সেই রমণীয় রথে সমারূঢ় হইয়া সারথিকে কহিল; সূত! তুমি এরূপবেগে রথচালনা করিবে, যে আমরা নিমেষমধ্যে রণাঙ্গণে উপনীত হইতে পারি। এই বলিয়া নিশাচর স্বীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক আদেশ করিল; অহে সেনাগণ! আমি আজ রাজনিয়োগে শত্রুর নিধন সাধনে প্রবৃত্ত হইব। তোমরা আন্তরিক যত্নের সহিত আমার পুরোবর্ত্তী হইয়া যথাসাধ্য সহায়তা সম্পাদন করিবে। অদ্য আমি নিশ্চয়ই সেই পরমশত্রু রাম, লক্ষ্মণ ও শাখামৃগ সুগ্রীবকে বিনাশ করিয়া তাহাদের শোণিত-ধারায় মহারাজের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিব! অদ্য আমার ভুজঙ্গবৎ ভীম দৃশ্য সুশাণিত শরনিকরের আঘাতে ও সুতীক্ষ্ণ শূলাস্ত্রে সমস্ত কপিসেনাপতি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে এবং জ্বলন্ত হুতাশন যেমন শুষ্ক ইন্ধন রাশিকে নিমেষ মধ্যে ভস্মসাৎ করে, অদ্য আমিও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রজ্বালায় তদ্রূপ বানরবল দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া বীর মকরাক্ষ ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া যেন কালান্তক যমের ন্যায় অগ্রসর হইতে

লাগিল। কামরূপী নিশাচরেরাও তদীয় নিদেশ শ্রবণে অতীব উৎসাহ সহকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া সংগ্রামা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিল। গমনকালে তাহাদের বীর-নিনাদে দিগ্বিভাগ সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। করে নানাবিধ আয়ুধজাল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, সংহার রূপী ভগবান্ পিনাকপাণির অনুগামী ভূতগণই যেন জগৎ বিনাশ বাসনায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। যাত্রাকালে তাহাদের ভীষণ আস্ফালনে ও বীরদর্প মিশ্রত পাদক্ষেপে ধরণী অবিরত বিকম্পিত হইতে লাগিল। এবং শত শত শঙ্খ ভেরীর তাদৃশ ভৈরব রব সেনাগণের বীর নিনাদের সহিত মিশ্রিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

সেনাদল এইরূপ উৎসাহ সহকারে ক্রমশঃ অগ্রসর হই-তেছে, ইত্যবসরে সারথির হস্ত হইতে প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল; তাদৃশ দৃঢ়বদ্ধ রথধ্বজ সহসা ভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং প্রতিকূল পবন রজোরাশি উড্ডীন করিয়া প্রখররূপে সহসা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কালপ্রেরিত নিশাচরগণ এতাদৃশ দুর্নিমিত্ত পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া "অগ্রে আমি যাইব, অগ্রে আমিই যুদ্ধকৌশল দেখাইব" এইরূপ ভীমগর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতে ক্রমশ সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

এখানে বানরী সেনা সেই অসংখ্য রাক্ষসদল সমাকীর্ণ বীর মকরাক্ষকে সমাগত দেখিয়া সহসা উল্লম্ফন পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুদ্যত ও ভয়াবহ বীর নিনাদ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত। দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় উভয় পক্ষে ক্রমশঃ অতীব লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নিশাচরেরা শূল, শক্তি, পরিঘ ও মহতী গদা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নির্ঘাত দ্বারা এবং বানরেরা শৈলশিলা প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পরের প্রতি ঘোরতর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে অতীব লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরা ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া শূল, শক্তি, সায়ক, তোমর, মুদ্গর, দণ্ড, পাশ, ভিন্দিপাল, পট্টিশ, কুম্ভ, গদা ও বিমলকোশ-নিষ্কাশিত অসি প্রহারে বানরকুলের নিতান্ত আকুল ভাব সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে মকরাক্ষও মহতী গদাঘাতে বিপক্ষদিগের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই গদাঘাতে নিপীড়িত হইয়া বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, আর নিশাচরেরা অমনি ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া চারিদিক্

আকুল করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত দাশরথি ক্রোধে অধীর হইয়া শরজাল বর্ষণে বিপক্ষদিগের বিমর্দ্দভাব সম্পাদন করিলেন।

তখন নিশাচর মকরাক্ষ বিপক্ষশরে স্বপক্ষের তাদৃশ আকুল ভাব নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; রাম! তুমি সামান্য মনুষ্য, তোমাকে আর অধিক কি কহিব, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। নিশ্চয় জানিবে, আজ আমার এই কার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত নিশিত শরজাল তোমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইবে না। রাম! তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার অনবধানপরায়ণ পিতৃদেবকে যে দিন নিধন করিয়াছ, সেই দিন হইতে তোমার প্রতি আমার বিলক্ষণ ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে, তুমি আমার পিতৃহন্তা, তোমাকে সম্মুখে পাইয়া আমার সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধানল সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধিক কি, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আজ কোপানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

এই বলিতে বলিতে ক্রোধে নিশাচরের দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে কোপবিজৃম্ভিত ললাটপট্টে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক নিতান্ত পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিল, রে বীরাভিমানিন্ দুরাত্মন্ দাশরথি! তুই নিশ্চয় জানিবি, পিতৃবধসময়ে সেই মহারণ্যে আমি অবস্থিত ছিলাম না, এই জন্যই তুই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছিস্, নতুবা এত দিন

তোকেও আমার পিতৃসন্নিধানেই যাইতে হইত। যাহা হউক, রাম। অনেক দিনের পর আজ তোকে সম্মুখে পাইয়াছি, করাল কেশরী যেমন অনায়াসে করিকুল বিদারণ করে, তদ্রূপ আমিও আজ তোর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব। আজ তুই আমার এই শাণিত শরনিকরে সমাহত হইয়া নিশ্চয় প্রেতরাজভবনে গমন করিবি এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছিস্, অদ্য তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া দৌরাত্ম্যের প্রকৃত ফল অনুভব করিবি। অথবা তোর সহিত আর অনর্থক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? তুই সামান্য মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিস্, তোর সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিলে লোকে রাক্ষসকুলের নিতান্ত অপযশ ঘোষণা করিবে। অতএব এই আমার শেষ বাক্য ; এই মহাসংগ্রামে গদা কিম্বা বাহু, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিস্, সত্বর প্রবৃত্ত হ, সমস্ত লোক চারি দিক্ হইতে আমাদের উভয়ের বলাবল অবলোকন করুক, তাহা হইলেই প্রকৃত বীর কে, প্রকাশ পাইবে।

এই বলিয়া নিশাচর মকরাক্ষ নীরব হইলে, মহাত্মা রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ; নিশাচর ! গর্ব্বিত পুরুষের ন্যায় কেন আর বৃথা সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? যুদ্ধ ভিন্ন কেবল বাক্যবলে কেহই কখন জয়ী হইতে পারে না, আর প্রকৃত বীর পুরুষেরা সংগ্রাম ভিন্ন বৃথা বাক্য ব্যয়ও করে না। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি যখন দণ্ডকারণ্যে

চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়াছি, এবং তোমার পিতা খর দূষণ ও অমিতবীর্য্য ত্রিশিরাও যখন আমার এই হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তোমার অভিনব মাংস শোণিত ভোজন করিয়া আজ গৃধ্র, গোমায়ু, ও বায়সেরা যে এই মহাসংগ্রামে যথোচিত তৃপ্তিলাভ করিবে, আজ পক্ষিকুল রুধিরাক্তমুখে রক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া যে আকাশ পথে পরম সুখে উড্‌ডীন হইবে, এবং বসুধা দেবীও যে আজ শান্তিরসে অভিষিক্ত হইবেন। তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তুমি নিতান্ত বালক, আজ পর্য্যন্তও তোমার বালসুলভ চাপ-ল্যভাব বিদূরিত হয় নাই, তোমার সহিত আর বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি?

এই বলিয়া দাশরথি বিরত হইলে, বীর মকরাক্ষ তদীয় তাদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য কর্ণগোচর করিয়া অতীব রোষাবেশে তাঁহার উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রণপণ্ডিত রাম একমাত্র শরেই তাহার সমুদায় প্রয়াস বিফল করিয়া দিলেন; নিশাচর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যতই বাণ নিক্ষেপ করে, রামের অব্যর্থ শরনিকরে সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। এইরূপে উভয়ে ক্রমশঃ লোমহর্ষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি আকাশগত মেঘদ্বয়ের বিমিশ্র গর্জ্জনের ন্যায় ভূতগণের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ঐ ঘোরতর সমর দর্শনার্থ কৌতুকাক্রান্ত

হইয়া তৎকালে দেব, দানব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর ও সিদ্ধ পুরুষেরা অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ক্রমে উভয়ের তুমুল সংগ্রাম। উভয়ের শরনিকরে বিদ্ধ হওয়ায় প্রতিকার করণার্থ উভয়ে অধিকতর বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং স্ব স্ব বাণ দ্বারা উভয়ের শরনিকর ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে উভয়ের শরজালে দিক্ বিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, আর কিছুই লক্ষিত হয় না। ধনুষ্টঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচরও হয় না। তখন মহাবীর রাম কোপ-ভরে একেবারে অষ্ট নারাচ নিক্ষেপ করিয়া মকরাক্ষের সেই মহাকোদণ্ড ছেদন ও তদ্দ্বারা তদীয় সারথিকেও বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার শরাঘাতে স্বীয় রথ খণ্ড খণ্ড ও অশ্বসকল নিহত হইলে, নিশাচর মকরাক্ষ নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র ও মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া, শূলাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ সংহাররূপী শূলপাণি ভগবান্ ব্যোম-কেশের ন্যায় অথবা যুগান্তকালীন বিধূম পাবকের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তাহার তাৎকালিকী তাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে যাবতীয় ভূতগণ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তদীয় করস্থিত সেই সমুদ্যত মহাশূল আকাশমার্গে সংহাররূপী ভগবান্ শূলপাণির অপর শূলাস্ত্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল এবং তদ্দর্শনে সমস্ত দেবতারাও ভয়-বিকম্পিত কলেবরে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর নিশাচর মকরাক্ষ সেই মহাশূল সমুদ্যত ও বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে বিপক্ষ বক্ষে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অসামান্যরণ-নৈপুণ্যশালী রাম একমাত্র শরেই উহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন তাদৃশ হেমমণ্ডিত প্রকাণ্ড শূলাস্ত্র রামশরে একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, দেখিয়া নভোগত সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভূতগণ মহাত্মা দাশরথির প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এখানে রাক্ষস মকরাক্ষ শূলাস্ত্র বিনাশে পরিশেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্তশিক্ষক দাশরথি ঈষৎ হাস্য করিয়া শরাসনে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন, সেই অব্যর্থ আগ্নেয়াস্ত্র রামবাহু হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মহাশব্দে বিপক্ষের বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। নিশাচর সেই দারুণ আঘাতেই আহত, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণাঙ্গনে কেবলমাত্র জননীর শোক ও শৃগাল কুকুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তৎসহাগত রাক্ষসগণ তখন রামভয়ে অভিভূত হইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষচরেরা অপার আহ্লাদে অবিরত আনন্দ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

এখানে দশানন দূতমুখে মকরাক্ষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকে, মোহে ও স্ববংশক্ষয়কর ক্রোধে অধীর হইয়া অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ পূর্ব্বক যেন উন্মত্তের ন্যায় বিকট শব্দ করিতে লাগিল। এবং কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; কিন্তু দুরাত্মা তৎপরক্ষণে আবার অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতায় যেন প্রেরিত হইয়া সংগ্রামার্থ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; বৎস ইন্দ্রজিৎ। তুমি অদৃশ্য বা দৃশ্যভাবেই কেন না থাক, রাম লক্ষ্মণ অপেক্ষা তুমি যে অধিকতর বলসম্পন্ন, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই। কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি উরগ, অধিক কি, তুমি সংগ্রামে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়া অনন্যসুলভ ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। সুতরাং তোমার বলবীর্য্য ও বীরত্বের তুলনা করাও সহজ ব্যাপার নহে। অতএব বৎস। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি পুনর্ব্বার যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আমার সেই চিরশত্রু রাম লক্ষ্মণের অভিনব শোণিতে আমার এই সম্বর্দ্ধিত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত কর।

এই বলিয়া রাবণ বিরত হইলে, বীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃবাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় যজ্ঞ ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধি হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে রক্তোষ্ণীষধারিণী কতকগুলী নিশাচরী সসম্ভ্রমে হোমাগারে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্যের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ বিভীতক সমিধ, লোহিত বসন, আয়সস্রুব, শরপত্র এবং নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বহ্নির চতুর্দ্দিকে যথাবিধি আস্তীর্ণ করিয়া পরে সতোমর শরপাত্রে কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ ছেদন পূর্ব্বক যথানিয়মে হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তখন সেই হুতপ্রদীপ্ত বিধূম বহ্নিশিখা হইতে যে সমস্ত লক্ষণ পরম্পরা লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, সমরে বিজয়লক্ষ্মী অবশ্যই ইন্দ্রজিতের করতলে বিরাজিত হইবেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সংস্কৃত অনল যথাবিধি আহূত ও দক্ষিণাবর্ত্ত শুভকরী শিখা বিস্তার পূর্ব্বক স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এই রূপে হোমকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইলে, বীর ইন্দ্রজিৎ পরমাহ্লাদে বহ্নি, দেব, দানব ও রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া মনে মনে শুভচিন্তা করিতে করিতে অত্যুৎকৃষ্ট রথে অধিরোহণ করিল। ঐ বিচিত্র রথ চারিটী সুশিক্ষিত ঘোটকে সংযোজিত, নানাবিধ শাণিত শরজালে সমাকীর্ণ এবং চিত্রময় যুগে ও সুবর্ণময় পরিচ্ছদে সমুদ্ভাষিত। ঐ সময়ে উহার বৈদুর্য্যালঙ্কৃত স্বর্ণবলয়-

বেষ্টিত সাক্ষাৎ পাবকশিখা সদৃশ ধ্বজপতাকা সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম বীর ইন্দ্রজিৎ সেই সুসজ্জিত রথে অধিরূঢ় ও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া অপ্রতিহত সাহসে নগরী হইতে বিনির্গত হইল এবং নৈঋতদেবতাক মন্ত্র দ্বারা অন্তর্দ্ধান শক্তি প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। অহো! আমি অদ্য সেই কপটাচারী রামকে সমরে বিনষ্ট করিয়া তদীয় উতপ্ত শোণিতে মহারাজের চির-সঞ্চিত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিব। এবং সমস্ত কপি-কুলের প্রাণ সংহার করিয়া শোণিতধারায় ধরামণ্ডলকেও অভিষিক্ত করিব। এই বলিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ সহসা অন্ত-র্হিত হইল এবং কিয়ৎকাল পরে সমরক্ষেত্রের ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়া দেখিল; রাক্ষসকুলের ধূমকেতুস্বরূপ সেই ধনুর্ব্বাণধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের মধ্যে যেন প্রমত্ত নাগদ্বয়ের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। দর্শন মাত্র নিশাচরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। বর্ষারম্ভে নিবিড় জলদাবলী যেমন অজস্র জল বর্ষণ করে, দুর্দ্দান্ত অন্তর্দ্ধান শক্তি প্রভাবে চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া রথারোহণে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ দ্বারা দিক্ বিদিক্ পরিপূর্ণ ও চিরশত্রু রাম লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

এখানে ভূতলগত রাম ও লক্ষ্মণ তদীয় শরবেগে অধীর হইয়া স্ব স্ব কোদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত দিব্য

অস্ত্রনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহা-দের তাদৃশ অনলসঙ্কাশ শাণিত শরজালে তৎকালে নভোমণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; কিন্তু অন্ত-র্দ্ধানগত ইন্দ্রজিতের অঙ্গে একটী বাণও স্পর্শ করিতে পারিল না। সেই কপটযোধী দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া সমস্ত আকাশমণ্ডল অন্ধকারময় ও দিক্‌বিভাগ যেন নীহারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। দুর্দ্দান্ত রথারোহণে অন্ত রীক্ষে অন্তর্হিত হইয়া অবিরত শত শত শর বর্ষণ করি-তেছে, কিন্তু তদীয় শরাসনের জ্যানির্ঘোষ, কি রথনেমির ধ্বনি, কি অশ্বখুরের শব্দ, মায়া প্রভাবে কিছুই আর শ্রুতি-গোচর হয় না এবং তাহার রূপও কাহার নয়নগোচর হয় না। সেই নিবিড় অন্ধকার হইতে কেবলমাত্র করাল কাল-সর্পের ন্যায় নিরন্তর শর বর্ষণ হইতে লাগিল।

অনন্তর নিশাচর ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে এইরূপে লুক্কায়িত হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা রাম লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে, তাঁহারা ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরোপম অসংখ্য সায়কনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এবং বহুসংখ্য ভল্লাস্ত্র বর্ষণ দ্বারা নিশাচর নির্ম্মুক্ত বাণ নিকর ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এক বাণ ছেদন করেন, তৎ-পরক্ষণেই আবার সহস্র শর আসিয়া যুগপৎ তাঁহাদের অঙ্গে নিপতিত হয়। তাঁহারা যে দিকে দৃশ্যমান হইতে লাগি-লেন, সেই দিকেই সহস্র সহস্র সায়ক নিপতিত হইতে

লাগিল। ঐ সময়ে সেই সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ সায়কনিকরে বিদ্ধাঙ্গ হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে যেন পুষ্পিত কিংশুক তরুদ্বয়ের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ দিবাকরের গতির ন্যায় ইন্দ্রজিতের গতি, আকৃতি, শর ও শরাসন কিছুই লক্ষিত হয় না এবং ধনুরাকর্ষণ জনিত জ্যানির্ঘোষও কর্ণগোচর হয় না। তৎকালে কেবল এই মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; নিদাঘান্তে নিবিড় মেঘ হইতে যেমন জলবর্ষণ হয়, তদ্রূপ শূন্যমার্গ হইতে অবিরত সায়কজালই নিপতিত হইতেছে। শত শত বানরেরা সেই দারুণ শরাঘাতে নিপীড়িত ও ধরণীতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রোধান্ধ লক্ষ্মণ ক্রোধাবেগ আর সহিতে না পারিয়া অগ্রজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; আর্য্য! আমি আর সহিতে পারি না, অনুমতি করুন, আমি অদ্য ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সমস্ত অবনীমণ্ডল একেবারে রাক্ষস শূন্য করিয়া ফেলি। রাম কহিলেন; বৎস! দেখ, একের অপরাধে সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস করিলে, লোকে আমাদিগকে বড় অধার্ম্মিক বলিবে। রাক্ষস হইলেই যে বধ্য, এমত নহে; দেখ, তাহাদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ কার্য্যে বিমুখ, বা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, কিম্বা ভয়ে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক শরণাগত অথবা পলায়নে তৎপর; বল দেখি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করা কি ন্যায্য, না ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। জানই ত, পরম শত্রুতাচরণ করিয়াও যদি এক ব্যক্তি পরে শরণাগত হয়, তবে নিজের

প্রাণ দিয়াও তাহাকে রক্ষা করা সাধুজনের কর্ত্তব্য। অতএব বৎস। এক্ষণে এই উপস্থিত শত্রু ইন্দ্রজিতের বধবিষয়েই আমাদের যথোচিত যত্ন করা উচিত। হয় আমরাই উহার বিনাশার্থ আশীবিষোপম অসংখ্য শরজাল নিক্ষেপ করিব; না হয় বানরেরাই ঐ কপটযোধীকে দৈবাৎ দর্শন করিবামাত্র নিহত করিয়া ফেলিবে। ভাই। তুমি নিশ্চয় জানিবে, উহার বিনাশোদ্দেশে যদি আমি বাণ নিক্ষেপ করি, জলে, অনলে বা রসাতলে, যেখানেই কেন লুকায়িত না হউক, আমার শরানলে উহাকে ভস্মীভূত ও গতাসু হইয়া অবশ্যই ভূতলশায়ী হইতে হইবে। এই বলিয়া দুর্দ্দান্তদমন দাশরথি বানরগণে সমাবৃত হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

এখানে অন্তরীক্ষগত বীর ইন্দ্রজিৎ রণপণ্ডিত রামচন্দ্রের তাদৃশ লোমহর্ষণ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অমনি সংগ্রামব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে সেই

লোমহর্ষণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তথায় উপনীত হইবামাত্র সমস্ত তেজস্বী রাক্ষসকুলের নিধনবার্ত্তা তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায় তদীয় ক্রোধানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দুর্দান্ত নিশাচর অমনি কোপকষায়িত নেত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় সেনাদলে সমাবৃত হইয়া নিকুম্ভিলাগারে গমন করিবার মানসে লঙ্কার পশ্চিম দ্বার দিয়া বিনির্গত হইল। এবং নির্গমন সময়ে দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সমরাভিলাষে বদ্ধপরিকরে তথায় যেন কালান্তক যমের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। তদ্দর্শনে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ শত্রু-দমনের আর উপায়ান্তর না দেখিয়া বিপক্ষ-মোহনকরী মায়া দ্বারা মায়াময়ী সীতারে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিল। এবং সঙ্কল্পমাত্রে এক মায়াসীতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় রথে সংস্থাপিত করিয়া বিপক্ষকুলের মোহ উৎপাদনার্থ তদভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে সমস্ত বানরী সেনা নিশাচরকে অভিমুখে আপতিত দেখিয়া অসীম ক্রোধাবেগে শৈল, শিলা ও অতি বৃহৎ পাদপাবলী ধারণ পূর্ব্বক সমরাভিলাষে পুনঃ পুনঃ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর পবনকুমারও ইন্দ্রজিৎকে নয়নগোচর করিয়া অপার আহ্লাদে প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের অগ্র-সর হইলেন। অনন্তর ক্রমে উভয়ে সন্নিহিত হইলে, মহাত্মা হনুমান্ ইন্দ্রজিতের রথোপরি দৃষ্টি পাত করিয়া

দেখিলেন, সেই একবেণীধরা উপবাসকৃশা মলিনবসনা সুদীনবদনা মলদিগ্ধাঙ্গী আর্য্যা জানকী একবার নয়নজলে ভাসিতেছেন, আরবার যেন হৃদয়স্থ প্রিয়বস্তুর অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ সাদরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পবনকুমার দেখিবামাত্র অমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, একি, অশোকবন শোকাকুল করিয়া আর্য্যা অবনীসুতা আজ পাপাত্মার রথোপরি অবিরত নয়নবারি বিসর্জন করিতেছেন কেন? দুরাত্মার পাপ চিত্তে কি কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে? এই ভাবিয়া মারুতাত্মজ মুহূর্ত্তকাল অধোবদনে ও মৌনাবলম্বনে রহিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার বাক্‌শক্তি বাষ্পাবেগে একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে সেই রামপ্রিয়া আর্য্যা জনকাত্মজারে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন; পাপাত্মার অভিপ্রায় যেরূপই হউক না কেন, আমি অবশ্যই উহার প্রাণ সংহার করিব। এই বলিয়া হনূমান তখন প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া অতিবেগে বিপক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

তখন রণচতুর ইন্দ্রজিৎ বানরবলকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া অতীব রোষাবেশে বিমল কোশ হইতে শাণিত তরবারি নিষ্কাশিত করিল এবং বাম হস্তে সেই মায়াময়ী জানকীর কেশকলাপ ধারণ পূর্ব্বক নিতান্ত ঘৃণিত বাক্যে পুনঃ পুনঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই মায়াময়ী সীতা "হা রাম! হা লক্ষ্মণ! দুরাত্মার হস্তে

এখন আমার প্রাণ যায়" এই বলিয়া সজলায়ত লোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকীর তাদৃশী শোচনীয় দশা ও কেশাকর্ষণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎকালে পবনাত্মজের শোক সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। নয়নজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাদৃশ অচিন্তনীয় ব্যাপার দর্শনে ঐ সময়ে শোকে মোহে তাঁহার বলবুদ্ধিও যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং শোক প্রভাবে ক্ষণকাল জগৎ যেন তাঁহার সম্বন্ধে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর তাদৃশ অসহ্য ব্যাপার অবলোকনে তৎপর ক্ষণেই আবার তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তখন তিনি সেই সহসা-সম্ভূত রোষাবেগে অধীর হইয়া আরক্ত লোচনে ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; রে হতভাগ্য রাক্ষসাধম! এই কি তোর বীরত্ব, এই কি তোর রণপাণ্ডিত্য; যে নিরপরাধে অবলার কেশাকর্ষণ করিয়া প্রাণ বিনাশেই উদ্যত হইয়াছিস্। রে নির্দ্দয় নিশাচর! আর্য্যা জানকী ত তোর কোন অপকার করেন নাই, ইনি রামের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া সম্প্রতি দীনা, অশরণা ও দিবানিশি নয়নজলে ভাসিতেছেন, ইহাঁর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে তোর হৃদয়ক্ষেত্রে কি কিঞ্চিন্মাত্রও করুণার উদ্রেক হইতেছে না। অবলার প্রতি অকারণে এত উৎপীড়ন করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না! রে পাপ চণ্ডাল! তুই যখন নিরপরাধে আর্য্যা জনকাত্ম-

জার প্রতি এত নিষ্ঠুরাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তখন নিশ্চয় জানিবি, তোর মৃত্যুকাল নিতান্তই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তুই ব্রহ্মর্ষি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, সত্য; কিন্তু তুই আবার রাক্ষসী যোনি সম্ভূত; এই কারণেই বোধ হয়, তোর এতাদৃশী নীচ প্রকৃতি ও ঈদৃশী ঘৃণিত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তোরে ধিক, তোর পরাক্রমে ধিক, তোর বিক্রমেও ধিক। রে নির্ঘৃণ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, স্ত্রীবধ করিতে তোর মনে কি কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে না? ইহাতে কি তোর সংগ্রামচাতুর্য্যই কিছু প্রকাশ পাইবে, না রণপাণ্ডিত্যই বিকাশ পাইবে? রে নিষ্ঠুর! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, যদি আজ নিরপরাধে আর্য্যা জনকাত্মজার প্রাণ সংহার করিস্, তাহা হইলে তোকে আর মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না। বিশেষ তুই যখন আজ বীর পবনাত্মজের হস্তে নিপতিত হইয়াছিস্, তখন আর তুই কতক্ষণ বাঁচিবি। এই দুষ্কার্য্যের ফল হাতে হাতেই দেখিতে পাইবি, সন্দেহ নাই। রে নির্ব্বোধ! "স্ত্রীহত্যাকারী পুরুষেরা পরিণামে চৌরাদি প্রাপ্য কুৎসিত লোক হইতেও অপকৃষ্টতম লোকে অধিগমন করে" এ পবিত্র শ্রুতি কি এপর্য্যন্তও তোর শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই?

এই বলিয়া বীর পবনকুমার কপিকুলে সমাবৃত হইয়া অতীব রোষাবেশে যেন ত্রিপুরবিনাশী ভগবান্ ত্রিলোচনের ন্যায় আরক্ত লোচনে নিশাচরের প্রতি ধাবমান

হইলেন। ভীমবল রাক্ষসেরাও বিপক্ষসেনাদলকে আপ-তিত দেখিয়া অবিরত বাণ বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে নিবা-রণ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর বীর ইন্দ্রজিৎ যুগপৎ শত শত শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানরবাহিনীকে বিক্ষোভিত ও তৎপরে হনুমান্‌কে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল; রে শাখামৃগ! যাহার নিমিত্ত তোদের কপিরাজ সুগ্রীব, তুই এবং রাম লক্ষ্মণ এই লবণ মহার্ণব পার হইয়া আসিয়াছিস্, আজ তোর সমক্ষে সেই বৈদেহীর প্রাণসংহার করিতেছি, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ। রে বীরাভিমানিন্! কেবল ইহার কেন, ইহার প্রাণ নাশ করিয়া পরে রাম লক্ষ্মণের, তৎপরে তোর ও সুগ্রীবের এবং পরিশেষে অনার্য্য বিভীষণেরও নিধন সাধন করিয়া শত্রুকুল একেবারে নিঃশেষিত করিব। রে পণ্ডিতাভিমানিন্! তুই যে কহিলি, স্ত্রীবধ করা বীর পুরুষের কর্ত্তব্য নহে, ইহা এরূপ স্থলে কদাপি সঙ্গত নহে। কারণ, যাহা শত্রুগণের পীড়াকর, তাহা নিতান্ত নিন্দামূলক হইলেও অনুষ্ঠেয়, সন্দেহ নাই। জানকীরে বিনষ্ট করিলে, আমাদের অরিপক্ষ যখন আন্তরিক বেদনা পাইবে, সমস্ত কলহের কারণী ভূত এই কামিনীরে সংহার করিলেই যখন আমাদের শত্রুকুল অকূল শোকসাগরনীরে ভাসিতে থাকিবে, তখন কেনই বা আমরা তাহার অনুষ্ঠান না করিব। আর যদি স্ত্রীবধ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া তোর বোধ থাকে, তবে বল দেখি, তোদের প্রভু, যে কপটাচারী পিতৃসত্য পালনার্থ বনে

বনে ধর্ম্মসঞ্চয়ের ভান করিয়া বেড়াইতেছে, সে কিজন্য কিরূপেই বা তাড়কার প্রাণ বধ করিল। আত্মচ্ছিদ্রে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, রে মর্কট। এই আমি তোর সমক্ষে রামমহিষীর প্রাণ নাশ করি, অবলোকন কর, অথবা ক্ষমতা থাকে, রক্ষা কর।

এই বলিয়া মায়াবী ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী জানকীরে সেই উদ্ধৃত শাণিত অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিল। মায়াময়ী তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ এইরূপে মায়াসীতা ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার হনূমান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; রে শাখামৃগ ! এই ত তোদের রামমহিষী মহীসুতার জীবনের সহিত তোদের সমস্ত প্রয়াগ বিফল করিয়া ফেলিলাম। এখন আর তোদের যুদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন, বরং যদি জীবনের প্রয়োজন থাকে, সত্বর পলায়ন কর। এই বলিয়া বীর তখন বীরসুলভ সিংহনাদে দিক্ বিদিক্ আলুলায়িত করিয়া তুলিল। এবং ঐ সময়ে তদীয় মূর্ত্তিও এরূপ বিকট হইয়া উঠিল, যে দেখিয়া শুনিয়া অদূরবর্ত্তী বানরেরা প্রাণভয়ে অমনি পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

তখন অসামান্য পরাক্রমশালী পবনকুমার সংগ্রামে কপিকুলকে আকুল মনে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহা-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ; বানরগণ ! দেখ তোমরা আজ এত বিষণ্ণ হইয়া মলিন বদনে পলায়ন করিতেছ কেন ? তোমাদের তাদৃশ অনন্যসুলভ উৎসাহ, অদ্বিতীয় বীরত্ব, অসামান্য সংগ্রামচাতুর্য্য ; সামান্য নিশাচরের ভয়ে সমুদায়ই কি পরিত্যাগ করিলে ? ভয় কি ! সংগ্রামে আমি অগ্রসর হইতেছি: তোমরা সাহস পূর্ব্বক আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। দেখ, সংগ্রামে বিমুখ হওয়া বীর পুরুষদিগের কার্য্য নহে। বরং জীবনও উপক্ষিত, কিন্তু পরাঙ্মুখতা কদাপি অবলম্বিত নহে। এই বলিয়া বীর পবনাত্মজ সমরে অগ্রসর হইলে, তখন বানরী সেনা, নায়কের তাদৃশ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টমনে সমস্ত শৈলশিলা ও অতিবৃহৎ পাদপাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। বীর পবনাত্মজ বানরসৈন্যে সমাবৃত ও সাক্ষাৎ কালহুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া শত্রু বাহিনী দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালান্তক যমের

ন্যায় তদীয় তাৎকালিকী ভীষণ মুর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিশাচরদিগের শোণিতরাশি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। পবনকুমার তৎকালে সীতাশোকে আকুল হইয়াও বৈরনির্য্যাতনার্থ ইন্দ্রজিতের রথে এরূপ বেগে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, যে সেই বেগনির্ম্মুক্ত শিলা, সুচতুর শক্রসারথি কর্ত্তৃক তদ্দর্শনমাত্র রথ অন্য স্থানে স্থাপিত করিলেও, বহুসংখ্য রাক্ষসের জীবনের সহিত ধরণী ভেদ করিয়া একেবারে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর শত শত বানরেরা মহোৎসাহ সহকারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ড ও পাদপ সকল সমুদ্যত করিয়া মার মার শব্দে ইন্দ্রজিতের রথের প্রতি ধাবিত হইল। এবং অতিবেগে ও অকুতোভয়ে ঐ সমস্ত শিলাদ্রুম নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহাদের তাদৃশ উচ্চতর ভীম গর্জনে ও ভয়াবহ আস্ফালনে দিক্ বিভাগ প্রতিধ্বনিত, মেদিনী বিকম্পিত ও লবণ মহার্ণব যেন বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। এবং ঐ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রামে শিলাঘাতে অসংখ্য নিশাচরকুল নিহত ও মহীতলে নিপতিত হইয়া নিদারুণ মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে লাগিল।

তখন রণচতুর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রণস্থলে বানরাহত স্বীয় অসংখ্য রাক্ষসবল ধরাতলে বিচেষ্টমান অবলোকন করিয়া অপার ক্রোধের সহিত খরধার আয়ুধ সকল গ্রহণ ও শক্র-কুম্ভীর-বিলোড়িত সেই ভীষণ সমরসাগরে অবগাহন

পূর্ব্বক ক্রমে শূল, শক্তি, অশণি, খড়্গ, পট্টিশ ও মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রাঘাতে বিপক্ষকুলের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান বানরেরাও সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সমধিক যত্নে বৈরনির্য্যাতনে দীক্ষিত হইলেন। মহাবীর পবনকুমারও অতিবৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা ভীম রাক্ষসদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বানরসৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; বীরগণ! দেখ, আমরা প্রাণপর্য্যন্তও পণ করিয়া যাঁহার উদ্ধারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই আর্য্যা জনকাত্মজাই যখন দুর্দ্দান্ত নিশাচরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন আর আমাদের সংগ্রামের প্রয়োজন কি? অতএব আমরা এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই শোকাবহ বৃত্তান্ত আর্য্য রাম ও সুগ্রীবের সমীপে নিবেদন করি, শুনিয়া তাঁহারা যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, আমরা তাহাই করিব।

এই বলিয়া মতিমান্ মারুতকুমার তখন কপিগণকে নিবারণ করিয়া ক্রমশঃ যুদ্ধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এখানে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ হনূমান্‌কে রামসন্নিধানে গমনে সমুদ্যত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞসাধন মানসে নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে প্রস্থান করিল। এবং তত্রত্য যজ্ঞ ভূমিতে উপনীত হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে বিধিপূর্ব্বক শোণিতাহুতি প্রদান করিলে, শোণিতপ্রদীপ্ত বিধূম পাবক তখন সন্ধ্যাকালীন আদিত্য-

দেবের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিলেন। বিধানজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসকুলের কল্যাণার্থ কার্য্যাকার্য্যজ্ঞ রাক্ষসদিগের সাহায্যে তথায় এইরূপে হোম কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

এদিকে মহাত্মা রাম রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল সংগ্রাম নির্ঘোষ শ্রবণে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ঋক্ষরাজ! আমার বোধ হইতেছে, আজিকার সংগ্রামে পবনকুমার একাকী অতিদুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আজ যেরূপ সুমহান্ আয়ুধধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে, রাক্ষসকুলের যেরূপ বাহ্বাস্ফোটন লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে পবনাত্মজের সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আপনি স্বীয় দলবলে সমাবৃত হইয়া তাঁহার সহায়তা সম্পাদনার্থ সত্বর বিনির্গত হউন। তখন ঋক্ষরাজ রামবাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় সেনা-দলে সমাবৃত হইয়া হনুমানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়দ্দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, মহাবীর পবনকুমার সমরভূমি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যেন আকুল মনে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহার সহচর বান-

রেরা যুদ্ধকার্য্যে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায়, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাঁহারে বেষ্টন করিয়া আগমন করিতেছে। মহামতি মারুতকুমার দূর হইতে সেই নীল-মেঘোপম সসৈন্য ঋক্ষপতিকে সমরোদ্যত অবলোকন করিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে উভয়ে একত্রিত হইয়া দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মতিমান্ মারুতকুমার অগ্রসর হইয়া নিতান্ত বিষণ্ন বদনে কৃতাঞ্জলিকরে রামচন্দ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন ; প্রভো ! আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ যার পর নাই উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যব-সরে দশাননাত্মজ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ সহসা সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের সমক্ষে আপনার প্রিয়তমা আর্য্যা জনকাত্মজারে সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিল। আর্য্য ! আর অধিক কি কহিব, স্বচক্ষে তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া অবধি, আমরা আর যুদ্ধ করিব কি,আমাদের বলবুদ্ধি বিক্রম পরাক্রম সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গেল। আর সংগ্রামস্থলে থাকিতে পারিলাম না, আর বলবীর্য্যও প্রকাশ করিতে পারিলাম না, শোকে মোহে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া সেই ভয়াবহ ব্যাপার নিবেদন করি-বার জন্য এই আমরা আপনার সন্নিধানে উপনীত হই-লাম, সম্প্রতি আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, আমরা তৎ-সাধনেই তৎপর আছি।

এই বলিয়া পবনাত্মজ বিরত হইলে, রাম তদীয় মুখে সেই সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণমাত্র অমনি মূর্চ্ছিত ও কুঠারচ্ছিন্ন শালতরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান বানরেরা নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া “হায়! কি হইল” বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন এবং দুরন্ত শোকানলে দহ্যমান রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে তৎকালে জ্বলদঙ্গারবৎ নিরীক্ষণ করিয়া পদ্মসুগন্ধি সুশীতল সলিল দ্বারা বারংবার তাঁহারে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তখন অতিকষ্টে অগ্রজের কথঞ্চিৎ চৈতন্য সম্পাদন করিয়া হেতুগর্ভ বচনে ও নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে বুঝাইতে লাগিলেন;—

আর্য্য! আপনি যখন রাজ্য, সম্পদ, সুহৃদ, পরিজন, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া পিতৃসত্য পালনার্থ দীনবেশে দিবানিশি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং হস্তগত সাম্রাজ্যসুখের সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক স্বরূপ সেই ক্রুরাশয়া অনার্য্যা কৈকেয়ী ও মহারাজের প্রতিও যখন তদবধি আপনার চিত্তের কিছুমাত্র বিকৃতিভাব লক্ষিত হয় নাই, তখন ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জিতেন্দ্রিয়দিগের মধ্যে আপনিই অগ্রগণ্য। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র লোকের ন্যায় আপনার এরূপ শোকাভিভূত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর্য্য! আপনাকে আমি উপদেশ দেই, এমন সাধ্য আমার কি আছে, তথাপি শোক প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্মরণার্থ কিছু

না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। বলুন, দেখি, আপনি এতাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও ধর্ম্ম যখন আপনাকে অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। তখন ধর্ম্ম নিতান্তই নিরর্থক, এমন কি, তাহার অস্তিত্বের বিষয়েই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়া উঠিল। আর কোন রূপে অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও প্রাধান্য রূপে ধর্ম্মকে পুরুষার্থ বলিয়া কদাপি পরিগণিত করা যাইতে পারে না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অসীম সংসার মধ্যে ভূতগণের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম নামে যে কোন পদার্থ আছে. আমার এরূপ উপলব্ধিই হয় না। কারণ ঐ সমস্ত ভূতগণের মধ্যে ধর্ম্মাচরণে যাহার সামর্থ্য বা অধিকার নাই, তাহার সম্বন্ধেও ভবদুক্ত ধর্ম্মজনিত সুখাদি ফল লক্ষিত হইতেছে। অতএব সুখাদি যে ধর্ম্মফল, ইহাই বা কিরূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বিশেষ ধর্ম্মের ফল সুখাদি হইলে ভবাদৃশ ধার্ম্মিক পুরুষেরা প্রবাসে আসিয়া কদাপি এরূপ বিপদে পড়িতেন না।

অন্যপক্ষে আবার অধর্ম্মই যদি দুঃখসাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলে নিতান্ত অধার্ম্মিক রাবণ দুঃখভোগ ব্যতীত কদাপি সুখ ভোগের অধিকারী হইত না, আর নিয়ত ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাকেও কখন সুখভোগে বঞ্চিত হইতে হইত না। আর্য্য! দেখুন, সেই ধর্ম্মব্যভিচারী নিতান্ত পামর নিশাচরপতি রাবণ অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিয়ত সুখভোগে নিরত রহিয়াছে, আর আপনি ধর্ম্মের

আশ্রয়ে থাকিয়া নিরাশ্রয়ের ন্যায় পদে পদে বিপদই উপ-ভোগ করিতেছেন, ইহাতেও কি ধর্ম্ম সুখসাধক ও অধর্ম্ম-দুঃখদায়ক বলিয়া আপনার উপলব্ধি হইতেছে। এ উভয় স্থলেই যে বিলক্ষণ ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে, ধর্ম্মাচরণ করিলে, যদি ধর্ম্মজনিত সুখাদি ফল লাভ করা যাইত, আর অধর্ম্মাচরণেও যদি তৎসাধ্য দুঃখাদি ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলে নিশাচরকে অবশ্যই অশুভ ফল ভোজন করিতে হইত, আর আপনিও নিয়ত সুখভোগেই নিরত থাকিতেন।

আর্য্য! সত্য বলিতে কি, দেখুন, যাহারা নিয়ত অধর্ম্মা-চরণে প্রবৃত্ত, দেখিতেছি, দিন দিন তাহাদিগেরই অর্থ বিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর যাঁহারা ধার্ম্মিক ও ফুৎকার দ্বারা পথাদি পরিষ্কার করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহারাই পদে পদে বিপদ পরম্পরা উপভোগ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ধর্ম্মাধর্ম্মের যেরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক, বরং আমার মতে উহাদিগের ফলই বিপরীত। তাহা না হইলে, ভবাদৃশ সুধার্ম্মিক পুরুষের পদে পদে এরূপ বিপদ পরম্পরা কদাপি লক্ষিত হইত না। আর্য্য! আর দেখুন, ধর্ম্মাদির স্বরূপ নিরূপণ করাও সহজ ব্যাপার নহে; যদি কেবল ক্রিয়ামাত্রকেই ধর্ম্মাদির স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে, উহা-দিগের স্থায়িত্বের পক্ষেই বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে; কারণ ক্রিয়ামাত্রেরই প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি

এবং তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশ। অতএব যদি হিংসাদি অধর্ম্ম ক্রিয়া চতুর্থক্ষণে বিদ্যমান না থাকিল, তবে তদ্দারা হন্তব্যের বিনাশই বা কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আর ক্রিয়াজনিত পাপপুণ্যকেও ধর্ম্মাদির স্বরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ অন্যবিহিত শ্যেন যাগাদি দ্বারা যদি কোন পুরুষ নিহত হয়, তাহা হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠাতা পাপে লিপ্ত না হইয়া; সেই স্থলে বিধিকেই পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়; দ্বিতীয়তঃ ক্রিয়াজনিত পাপ পুণ্য সকল অব্যক্ত ও চেতনাপরিশূন্য; অচেতন পদার্থ দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়া বা ক্রিয়াজনিত পুণ্যাদি কদাপি ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে না। অথবা যদি বলেন, কর্ম্মজনিত অদৃষ্টই সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিয়া লোকদিগকে শুভাশুভ ফল প্রদান করিতেছে; কিন্তু আর্য্য! তাহাতেও আমার এই বক্তব্য, যে তাহা হইলে ভবাদৃশ নির্ম্মল পুরুষের আর কোন রূপ অশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না, যখন আপনি পদে পদেই নূতন নূতন ক্লেশ পাইতেছেন, তখন উহাকে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কোন মতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

আর্য্য! অথবা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিলেও, উহা দ্বারা কোন রূপ অর্থসাধন হইতে পারে না, উহা সর্ব্বথা পৌরুষায়ত্ত; অর্থাৎ পুরুষকারের সহায়তা ব্যতিরেকে কোন মতেই অর্থসিদ্ধি করিতে পারে না।

অতএব হে সদসদ্বিবেক-নির্ম্মলমতি আর্য্য দাশরথে! আপনি বিচার করিয়া দেখুন, কেবলমাত্র সেই দুর্ব্বল ধর্ম্মের সেবা করা আমার মতে কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না। পৌরুষই প্রধান, ধর্ম্ম কদাপি প্রধান নহে। অতএব আর্য্য! এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আপনি সম্প্রতি প্রধানকেই অবলম্বন করুন। অথবা যদি সত্যকেই প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রতিপাল্য বলিয়া আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে তাহাও ত যথার্থরূপে প্রতিপালিত হয় নাই; বুঝি সেই কারণেই আমাদের নানা-বিধ অনর্থপাত ঘটিতেছে। প্রভো! দেখুন, সেই স্ত্রৈণ পুরুষ মহারাজ দশরথ প্রথমতঃ আপনার করেই সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে পাপীয়সী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় তাহা প্রতিপা-লিত না হওয়ায় আপনার অদর্শনে তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন, আর আপনিও তদবধি নানাবিধ অনর্থ পরম্পরা দর্শন করিতেছেন।

আর্য্য! আর দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্রও যখন বলপ্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বরূপ মুনিকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ যাগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে পৌরুষ ভিন্ন কেবল ধর্ম্ম কদাপি ইষ্ট সাধনে সক্ষম হয় না। অতএব আর্য্য! যখন দেবরাজ প্রভৃতি দেব ও মনুষ্য সকলেই স্ব স্ব পুরুষকার সহ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তখন প্রার্থনা করি, সম্প্রতি আপ-

নিও কেবলমাত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিয়া স্বীয় পুরুষ-কারকেও অবলম্বন করুন, দেশ কাল পাত্রানুসারে অধুনা পৌরুষ অবলম্বন করাই ন্যায্য বলিয়া প্রতীয়মান হই-তেছে। আরও দেখুন, আপনি যখন অর্থমুল সাম্রাজ্যও তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় জানিবেন, যে ধর্ম্মের মুল অর্থও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই অর্থনাশ নিবন্ধনই আপনি নানাবিধ ক্লেশ পরম্পরা উপভোগ করি-তেছেন। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সকল নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মমুল অর্থ হইতেও সমস্ত যাগাদি প্রধান ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আর্য্য! সেই অর্থনাশে কেবল যে ধর্ম্মের হানি হয়, এমত নহে, তাহাতে পদে পদে দোষোৎ-পত্তিও বিলক্ষণ ঘটিয়া থাকে। দারিদ্র দুঃখে দুঃখিত পুরু-ষেরা সমস্ত পুণ্যক্রিয়ায় বঞ্চিত হইয়া, পরিশেষে সুখ-কামনায় পাপাচরণেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের পদে পদে অসম্মান, কেহ দেখিলেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। এমন কি, অর্থহীন হইলে, নিতান্ত আত্মীয় স্বজনেরাও নিষ্কারণে তাহার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব প্রভো। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই সংসাররূপ রত্নাকর হইতে যিনিই অর্থ সংগ্রহ করিয়া-ছেন, কি বন্ধু, কি মিত্র, কি আত্মীয়, কি স্বজন, তিনি সকলকেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং তিনিই প্রকৃত পুরুষ ও সম্মানের একমাত্র পাত্র। কি বিক্রম, কি পরাক্রম, কি বুদ্ধি, কি বল, কি বীর্য্য, কি গুণ, সকলেরই মুল অর্থ। অর্থ

হীন হইলে তাহার বিপদের আর পরিসীমা থাকে না। আপনি সেই অর্থ-পরিত্যাগ-বিষয়িণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কি জন্য যে হস্তগত সাম্রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাহা আমি ভাবিয়া চিন্তায়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার, কেবল আমার কেন, সকলেরই এই রূপ উপলব্ধি আছে,যে অর্থী ব্যক্তিই ধর্ম্ম,অর্থ ও কামের অধিকারী এবং সেই অর্থের বলেই সমুদায় তাহার অনুকুল থাকে। আর নির্দ্ধন ব্যক্তি কদাপি অর্থসাধ্য যাগাদি ধর্ম্মের মুখাবলোকন করিতে পারে না, অর্থ অন্বেষণ করিলেও তাহা সহজে লাভ করিতে পারে না এবং কামও তাহার সম্বন্ধে কেবল কামনামাত্র। অধিক কি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন,একমাত্র অর্থ সম্পত্তি হইতেই কাম, ক্রোধ, শম, দম ও হর্ষ প্রভৃতি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে, যেমন শুভ গ্রহদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ আপনাতেও সেই সর্ব্বমুল অর্থ অবলোকিত হইতেছে না। দেখুন বনবাসী তাপসদিগের একমাত্র অর্থাভাব জন্যই ঐহিক পুরুষার্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপনি পিতৃসত্য পালনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্য রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাপসবেশে বনবাসব্রত অবলম্বন করিলে, দুর্দ্দান্ত দশানন আপনার প্রিয়তমা, যিনি অসূর্য্যম্পশ্যা, তাঁহারেও হরণ করিয়া লইয়া গেল, আবার আজ দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ আমাদের আশা লতার মুলপর্য্যন্ত উৎখাত করিয়া ফেলিল। দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য পরম্পরা

হইতে, এভাবে থাকিলে আরও যে কোন রূপ দুঃখ উপভোগ করিতে না হইবে, তাহারই বা বিশ্বাস কি? অতএব আর্য্য। আমি আর সহিতে পারি না, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আপনার কৃতদাসকে উৎসাহিত করুন। আমি অদ্য স্বীয় পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সমস্ত দুঃখের প্রতিশোধ লইব। ছি ছি! আর্য্য। প্রাকৃত জনের ন্যায় দৈন্যভাব আশ্রয় করিয়া থাকা, কি আপনার ন্যায় বীর পুরুষের উপযুক্ত কার্য্য? না ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিয়ম? আপনি এত ক্লেশ পাইয়াও যে কি কারণে আত্মপরিজ্ঞানে বিমোহিত রহিয়াছেন, বিশেষ আজ আর্য্যা জনকাত্মজার নিধনবার্ত্তা শুনিয়াও যে কি জন্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়া আছেন, তাহার তত্ত্ব আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আর্য্য। এক্ষণে আমি আর কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমি অদ্যই সমস্ত লঙ্কা নগরী বাণানলে ভস্মসাৎ করিয়া সাগর জলে নিক্ষেপ করিব।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজকে আশ্বাসিত করিতেছেন; এমন সময়ে মহামতি বিভীষণ সেনাদলকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া রাম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, প্রধান প্রধান বানরেরা সজল নয়নে ও মৌনাবলম্বনে অধোবদনে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন। এবং দুরন্ত শোকানলে অভিভূত হইয়া মহাত্মা রাম লক্ষ্মণের অঙ্কদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। রামের তাদৃশী অতর্কিত শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া বিভীষণ মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিত ও চমৎকৃত হইয়া কহিলেন; একি! আজ আর্য্যের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিতেছি কেন? লক্ষ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আজ বড় সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম, আজিকার যুদ্ধে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিতান্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া আর্য্যা জনকাত্মজারে সংহার করিয়াছেন। এইমাত্র পবনকুমারের মুখে এই লোমহর্ষণ বার্ত্তা শুনিয়া আর্য্য অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন।

সুধীর বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক শোকবিহ্বল রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; প্রভো! হনূমান্ আপনাকে যাহা কহি-

য়াছেন, তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলিক ও নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ, আর্য্যা জনকাত্মজার প্রতি অনার্য্য রাবণের যে রূপ অভিপ্রায়, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। সেই পাপমতি যে তাঁহারে সহসা বিনাশ করিতে দিবে, ইহা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমি ইতি পূর্ব্বে বৈদেহীরে বিমুক্ত করিবার জন্য দুরাচারের নিকট অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা কিছুতেই আমার কথা রক্ষা না করিয়া কহিল, বিভীষণ! তুমি যাহাই কেন না বল, আমি প্রাণ থাকিতে সীতারে কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আর্য্য! আর্য্যা আবার এরূপ ভাবে রক্ষিত, যে একমাত্র চতুর্থ উপায় অবলম্বন ভিন্ন তাঁহারে অবলোকন করিবারও আর অন্য উপায় নাই। সেই সীতারে যে ইন্দ্রজিৎ রণস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছে, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। পবনকুমার যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় মায়াবী ইন্দ্রজিতের মায়ামাত্র। সেই কপটযোধী দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ, "পাছে পরাক্রান্ত বানরেরা গিয়া হোমের বিঘ্ন সম্পাদন করে" এই ভয়ে মায়াসীতা ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমোহিত করিয়া সম্প্রতি নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু প্রভো! আমি নিশ্চয় জানি, নির্ব্বিঘ্নে হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, দুরাত্মা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। তখন আর কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না।

অতএব তাহার হোমকার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতেই বিঘ্ন সম্পাদনার্থ আমি সসৈন্যে তথায় গমন করিব। আপনি স্থির হউন, অলিক শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনার এতাদৃশ অতর্কিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের সেনাদল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আপনি সুস্থ হৃদয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করুন, আমরা সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছি; বরং না হয়, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে আমাদের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন। নিশিত শরজাল বর্ষণে ইনিই তদীয় যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদন করিবেন, করিলেই দুরাত্মা কালগ্রাসে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে মহাবাহো! আপনি বৈরনির্য্যাতনার্থ সত্বর লক্ষ্মণকে আদেশ করুন, শত্রু নিধন বিষয়ে কালাতিপাত করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। যেমন দেবর্ষিপুর নিধনে দেবরাজ স্বীয় অব্যর্থ অশণি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা করি, আপনিও তদ্রূপ অরি বিনাশার্থ অব্যাহতগতি পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে প্রেরণ করুন। নতুবা কালাতিপাত নিবন্ধন ইন্দ্রজিৎ যদি নির্ব্বিঘ্নে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে কেবল আমাদের কেন, আজ বোধ হয়, দেবাসুরগণেরও প্রাণসংশয় ঘটিয়া উঠিবে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, রাম তদীয় বাক্য কর্ণগোচর করিয়াও শোকপ্রভাবে তাহার অর্থগ্রহে সমর্থ হইলেন না। বলবতী শোকানলশিখা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত ভাবে জ্বলিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎ কাল পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি যাহা কহিলে, শোকাবেগে আমি তাহার কিছুমাত্র অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই, আরবার শুনিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি পুনর্ব্বার তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাক্যবিশারদ মহাত্মা বিভীষণ রামচন্দ্রের আগ্রহে পূর্ব্বোক্ত বিষয় পুনর্ব্বার বর্ণন করিয়া কহিলেন; আর্য্য! ব্যূহ রচনা বিষয়ে আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তদনুরূপই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণকেও সর্ব্বত্র বিভক্ত করা হইয়াছে এবং যূথপতিদিগকেও যথাস্থানে নিযুক্ত করা গিয়াছে। আপনি এক্ষণে অলিক শোক মোহ পরিত্যাগ করুন, আপনার এরূপ অমূলক শোক মোহ দেখিয়া আমাদের চিত্ত নিতান্ত

নিরুৎসাহ ও একান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। অতএব প্রভো! এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি উপস্থিত অমূলক শো' সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুহর্ষ-বিবর্দ্ধিনী দুশ্চিন্তা পরি- ত্যাগ করুন। সুস্থ হউন, অমূলক শোকে অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি আর্য্যা জানকীর উদ্ধার সাধনে এবং শত্রু নিধনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, সকল বিষয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক আমার হিত বাক্যে কর্ণপাত করুন। প্রভো! আমি যাহা কহিতেছি, নিশ্চয় জানিবেন, তাহাই সম্পূর্ণ হিত ও অনুষ্ঠেয়। সম্প্রতি মহাবীর লক্ষ্মণ স্বীয় সেনাদলে সমাবৃত হইয়া দুর্দ্দান্ত ইন্দ্র- জিতের বধসাধনার্থ শর ও শরাসন সহ সত্বর নিকুম্ভিলা- গারে গমন করুন। আর্য্য! সেই রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ সামান্য রাক্ষস নহে, সে অতিকঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ স্বয়- ম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া এইরূপ বরলাভ করিয়াছে, যে যদি নিকুম্ভিলাগারে নির্ব্বিঘ্নে দেবী-হোম সমাপ্ত করিতে পারে, তাহা হইলে অগ্নির নিকট হইতে কামগ তুরঙ্গমযুক্ত রথ এবং ব্রহ্মশিরঃ নামে দিব্য লাভ করিতে পারিবে। আর্য্য! সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস সম্প্রতি হোমকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সৈন্যগণ সহ নিকুম্ভিলাগারে গমন করিয়াছে, যদি সে কৃত- কার্য্য হইতে পারে, নিশ্চয় জানিবেন, তবে আর আজ কাহারও নিস্তার থাকিবে না, দুর্দ্দান্ত হোমকার্য্য নির্ব্বাহান্তে বরপ্রদীপ্ত হইয়া আজ এরূপ সমরানল প্রজ্বলিত করিবে, যে তাহাতে আমাদের সকলকেই পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত

হইতে হইবে। অতএব তাহার বধের নিমিত্ত সত্বর যত্নবান্ হউন।

প্রভো! সেই সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রজিতকে বর প্রদান করিয়া পরে আবার ইহাও কহিয়াছিলেন; নিশাচর! তুমি নিকুম্ভিলাগারে গমন পূর্ব্বক যখন হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, ঐ সময়ে কোন শত্রু আসিয়া হোমের বিঘ্ন সম্পাদন পূর্ব্বক যদি তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই শত্রুই তোমার প্রাণহন্তা, তুমি তাহার হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হইবে। প্রভো! ভগবান্ কমলযোনি বরপ্রদান করিয়া পরে এই রূপে তাহার বধের উপায়ও যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে। অতএব আর্য্য! সম্প্রতি আপনি সেই বরপ্রদীপ্ত দুর্দ্দান্ত নিশাচরের নিধনার্থ বীর লক্ষ্মণকে নিদেশ করুন। সেই রণদুর্ম্মদ রাবণাত্মজ নিহত হইলে, নিশ্চয় জানিবেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সুহৃদ্গণ সহ তখন সহজেই সমরশায়ী হইবে, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, রাম তদীয় বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন; হে মতিমন্! সেই প্রচণ্ডবিক্রম দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের মায়াবল আমি সর্ব্বথা অবগত আছি। কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর অধিক কি তাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ দেবরাজ ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগকেও সংগ্রামে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে হয়। মেঘাচ্ছন্ন হইলে, দিবাকরের গতি যেমন কেহ অবগত

হইতে পারে না, তদ্রূপ মায়াবলে অন্তরীক্ষগত হইলে উহার গতিও কেহ জানিতে সমর্থ হয় না।

এই বলিয়া রাম পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! আমাদের পরমহিতৈষী মহাত্মা বিভীষণ যাহা কহিলেন, তাহা ত শুনিলে। এক্ষণে তুমি মহাবীর পবনকুমার ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানায়ক সহ সেই মায়াবী ইন্দ্রজিতের নিধনার্থ সত্বর নির্গত হও। আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী এই মায়াভিজ্ঞ বিচক্ষণ বিভীষণ তোমার পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিবেন। অতএব বীর! তুমি এক্ষণে অকুতোভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই পাপনিরত নিশাচরের নিধন সাধন করিয়া আইস।

এই বলিয়া রাম তখন যেন কৃতকার্য্য হইয়াই প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে অনুজের প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ অগ্রজের বাক্য শ্রবণমাত্র অমনি বিভীষণ সহ গাত্রোত্থান করিলেন এবং লৌহময় কবচে সর্ব্ব শরীর সমাবৃত করিয়া বাম করে কোদণ্ড ও দক্ষিণ করে কৃপাণ ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! শরদাগমে হংসশ্রেণী যেমন সরোজিনীকে আলুলায়িত করিয়া সরসীজলে কেলী করে, তদ্রূপ আমার এই সায়কাবলীও আজ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের বক্ষস্থল বিদারণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল আকুল করিয়া লঙ্কা পুরীর পরিসরে ক্রীড়া করিবে; আজ রণক্ষেত্রে সেই নির্দ্দয় পশুর প্রাণ সংহার করিয়া তদীয়

শোণিতে আমাদের চিরসম্বর্দ্ধিত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিব, আজ বসুন্ধরা দেবী নিশাচর শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, এবং বীর লক্ষ্মণের প্রতাপানলে আজ সমগ্রা লঙ্কা নগরী ভস্মীভূত হইয়া পড়িবে।

এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক অপার ক্রোধের সহিত শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং অগ্রজকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের বধসাধনার্থ ত্বরিত পদে যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদরের ন্যায় বহির্গত হইলেন। ঐ সময়ে মহামতি বিভীষণ অমাত্যগণে সমাবৃত ও বীর পবনকুমার স্বীয় সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সীতা-বধবৃত্তান্ত নিবেদন সময়ে পবনাত্মজ যে সকল বানরদিগকে এবং ঋক্ষরাজ যে সকল সৈন্যগণকে দ্বার রক্ষার্থ নিযোজিত করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এখানে লক্ষ্মণ বিনির্গত হইলে, মহাত্মা রাম অনুজের শুভ সাধনোদ্দেশে নানা প্রকার স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ এইরূপ সজ্জিতবেশে অনেক দূর গমন করিয়া দেখিলেন, দূরদেশে রাক্ষসী সেনা সমস্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনূমানের সহিত মিলিত হইয়া তথায় ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎ পর-

ক্ষণেই মহাবীর সেই মহারথ-সঙ্কুল, শস্ত্র ভাস্বর, ধ্বজগহন তিমির প্রতিম শত্রু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঐ সময়ে মহামতি বিভীষণ পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক আত্মহিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বীর! এই যে নিবিড় ঘন ঘটার ন্যায় রাক্ষসী সেনা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সত্বর শিলায়ুধধারী কপিসৈন্যদিগকে নিয়োগ করুন, আর আপনি স্বয়ং ঐ সর্ব্বদিক্‌ব্যাপী সুমহৎ ব্যূহ ভেদ সাধনে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলে, এই স্থানেই সেই দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইবেন। পুরুষোত্তম! সেই দুরাচার যাবৎ হোমকার্য্য সমাপন করিতে না পারে, তাবৎকালের মধ্যে আপনি অশনি তুল্য সায়ক সমূহে অপর রাক্ষসকুলকে আকুল করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে যত্নবান্ হউন।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, মহাবীর লক্ষ্মণ তদীয় তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রজিতের প্রাপ্তিকামনায় তদীয় সেনাদলের প্রতি অবিরত

শাণিত শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তৎসহাগত শাখামৃগেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ও ক্রম বিক্রম সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের অভিমুখে বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে নিশাচরেরাও কপিসৈন্যগণের নিধন সাধনের নিমিত্ত নিশিত শর, শক্তি, তোমর ও বিমল কোষ-নিষ্কাশিত অসিলতা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহাসাহসে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। ঐ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে উভয় পক্ষের বীরদর্প মিশ্রিত ভীম পাদ বিক্ষেপে ও ভীষণ চীৎকার শব্দে লঙ্কা নগরী অবিরত বিকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্রে, বিবিধ প্রকার সুশাণিত শস্ত্রে, উদ্ধৃত পাদপ সমূহে, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈল শিলা খণ্ডে তৎকালে আকাশতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বলবতী বানরী সেনা ক্রমেই অধিকতর উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইয়া অরিকুল আকুল করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচরেরাও নানাবিধ শরজাল বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষকুলের মনে ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল, কিন্তু বানরবীরগণের তাদৃশ অসামান্য বীরদর্প ও লোমহর্ষণ সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণে ক্ষণকাল মধ্যেই নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

তখন দুর্দান্ত দশাননাত্মজ বীর ইন্দ্রজিৎ সহসা সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত দর্শনে ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া যজ্ঞাবশেষ সম্পূর্ণ না হইতেই ভীমবেগে গাত্রো-

খান করিল এবং নিকুম্ভিলাগার হইতে বহির্গত হইয়া সুসজ্জিত রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তৎকালে যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহার তাদৃশ করাল কার্ম্মুক, অশনি তুল্য শাণিত শর, নিবিড় মেঘ খণ্ডের ন্যায় নীলিমা-রঞ্জিত শরীরকান্তি, এবং ক্রোধবিরূপীকৃত লোহিত লোচনযুগল দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, সমস্ত ভূতগণের প্রাণ সংহারের জন্য ভগবান্ ভূতনাথই বুঝি এই রূপ করাল রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বানরেরা তদীয় তাদৃশ বিকট মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অমনি প্রাণভয়ে সমাকুল হইয়া উঠিল। এদিকে নিশাচরেরা নায়ককে রথারূঢ় ও সংগ্রামোদ্যত দেখিয়া পরমাহ্লাদে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর ধরণীধর-সঙ্কাশ মহাবীর মারুতকুমার মহাতরু সমুদ্যত করিয়া সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতীব রোষাবেশে শৈলশিলা ও বিবিধ পাদপাবলী নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্যদিগকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরাও কেহ কেহ শূল, কেহ শর, কেহ অসি, কেহ পট্টিশ, কেহ তোমর, কেহ পরশু, কেহ ভিন্দিপাল এবং অপর কেহ কেহ বা বজ্রকল্প দৃঢ়তর মুষ্টি প্রহার দ্বারা তাহাকে ঘোরতর আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু অচলবৎ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বীর হনুমান্ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত

অচলের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়াই শিলা প্রহারে অনায়াসে শত শত নিশাচরের নিধন সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন বলদর্পিত বীর ইন্দ্রজিৎ তদীয় তাদৃশ অসামান্য প্রতাপানলে নিশাচরকুলকে শলভের ন্যায় আকুল দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিজ সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; ওহে সূত! দুরাত্মা যেরূপ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আর কিছুকাল উপেক্ষা করিলে, সমস্ত রাক্ষসবলই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব তুমি অতিসত্বর ঐ মর্কটাধমের অভিমুখে রথ চালনা কর। আদেশমাত্র সারথি রথ লইয়া হনূমানের সম্মুখে উপনীত হইল। তখন দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ পবনাত্মজের অভিমুখে আপতিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি যুগপৎ শেল, শূল প্রভৃতি শত শত অস্ত্রজাত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর মারুতকুমার তাদৃশ দুঃসহ প্রহারনিচয় অনায়াসে সহ্য করিয়া ক্রোধভরে নিশাচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে যেন জগৎ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াই কহিতে লাগিলেন; রে রাক্ষসাধম! এই ত তোর অস্ত্রযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিলাম, যদি আরও কিছু সঞ্চয় থাকে, এই সময়ে না হয় তাহাও প্রয়োগ কর। এবং যদি বীরত্ব থাকে, প্রকৃত বীর সহ প্রাণপণে সংগ্রামকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া প্রকৃত বীর পুরুষের কার্য্য কর্। তুই যখন আজ বীর পবনাত্মজের নেত্রপথে নিপতিত হইয়াছিস, তখন আর তোর

কোন ক্রমেই নিস্তার নাই, তোর প্রাণ আজ পবনকুমা-রের প্রতাপানলেই শলভবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। রে নিশাচর! তোর অস্ত্রযুদ্ধ ত দেখিলাম, এক্ষণে যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অভিলাষ থাকে, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সম্প্রতি তাহাতেই প্রবৃত্ত হ। ফলত আজ বীর পবনকুমা-রের প্রতাপানল উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যা-গমন করিতে পারিবি না। এই বলিয়া হনূমান্ স্বীয় অসা-মান্য রণগর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

এখানে মহামতি বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে হনূমান্ সহ সমরে প্রবৃত্ত ও উদ্যতায়ুধ দেখিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহাত্মন্! এক্ষণে আর বিলম্ব করিবেন না, ঐ দেখুন, সুরাসুরবিজেতা দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ রথারোহণ পূর্ব্বক হনূমান্ সহ ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সম্প্রতি আপনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অশনিতুল্য অসংখ্য শর বর্ষণ দ্বারা দুরাত্মার বধসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

মহামতি বিভীষণ নিশাচরের নিধন বিষয়ে বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং ধণুর্ব্বাণসহ অতীব রোষাবেশে যেন কালান্তক যমের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রজিতের অদূরস্থিত এক মহাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বীর লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত দ্বারা কহিলেন; পুরুষোত্তম! এই যে নিবিড় নীরদ খণ্ডবৎ নীলিমা রঞ্জিত ভীম দর্শন ন্যগ্রোধ পাদপ দেখিতেছেন, দুরাত্মা এই স্থলেই ভূত-গণকে বলি প্রদান করিয়া অকুতোভয়ে যুদ্ধযাত্রা করে এবং এই স্থান হইতেই সর্ব্বভূতগণের অদৃশ্য ও সুরাসুরদিগের অজেয় হইয়া সমরে শত্রু সংহার করে। অতএব হে অরিনিসূদন! এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতেই কর্ণপাত করুন এবং তদনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইলে, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। পুরুষোত্তম! দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া যেমন এই ন্যগ্রোধ সমীপে সমাগত হইবে, তৎক্ষণাৎ আপনি অশনিতুল্য অসংখ্য শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হস্ত্যশ্বরথ পদাতি ও সারথির সহিত উহার প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিবেন।

এই বলিয়া মহামতি বিভীষণ বিরত হইলে, মহাবীর

লক্ষ্মণ তদীয় বাক্য শ্রবণে তাহাই করিব, বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভীষণ কার্ম্মুক আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া সেই ন্যগ্রোধ দ্বারে যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার শব্দে দিগ্বিভাগ নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বীর ইন্দ্রজিৎ তদীয় জ্যাশব্দ শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিবর্ণ রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীর লক্ষ্মণ কহিলেন; ওহে নিশাচর! আজ আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি, অদ্য তোমাকে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তখন দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ ইন্দ্রজিৎ তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নিকট বিভীষণকে দেখিয়া নানাবিধ ভৎর্সনা বাক্যে কহিতে লাগিল; পিতৃব্য! তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা। এই লঙ্কায় জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং এ পর্য্যন্ত এই স্থানেই প্রতিপালিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, এক্ষণে কোন্ মুখে পুত্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ?

এই বলিতে বলিতে ইন্দ্রজিতের তৎকালে ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না, তখন সে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কহিতে লাগিল; রে রাক্ষসকুল ধূমকেতো। এই সুবিস্তীর্ণ বংশ, জাতি, মান ও সৌহার্দ্দ তুই কি কিছুরই অনুরোধ রাখিলি না? তোর আচার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিলাম, তোর সম্

কৃতঘ্ন ও অধার্ম্মিক অবনীতলে আর দুইটী নাই। রে রাক্ষসকুলাধম! যখন তুই আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্, তখন যে তুই মহাজনের শোচনীয়, সাধুলোকের নিন্দনীয় এবং ত্রিলোকবিখ্যাত গর্ব্বিত রাক্ষসকুলের সবিশেষ ঘৃণিত, তাহার কি অণুমাত্রও সংশয় আছে। রে পাপ কৃতঘ্ন! স্ব জনের সহিত অবস্থান, আর পরের অধীনতা স্বীকার, এ উভয়ের যে কত দূর অন্তর, আমার বোধ হয়, তুই অল্প বুদ্ধি দ্বারা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিস্ নাই, নতুবা অনায়াসে এমন গর্হিত কার্য্যে দীক্ষিত হইবি কেন? রে রাক্ষসকুলধূমকেতো! আত্মীয়গণ নির্গুণ হইলেও যে গুণবান্ পর হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা কি এখন পর্য্যন্তও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই? পর কি কখন আপনার হইয়া থাকে। তাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রথমে আত্মীয়তা প্রকাশ করে, সত্য; কিন্তু স্বকার্য্য সাধন হইলেই তাহারা আবার বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া যে প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, ইহা কি তোর চিত্তে একবারও জাগরূক হয় না। যাহা হউক, তুই আত্মীয় হইয়া আমার হোমকার্য্যের বিঘ্ন সম্পাদনার্থ লক্ষ্মণকে ন্যগ্রোধ দ্বারে আনয়ন পূর্ব্বক আজ যেরূপ নির্দ্দয়ভাব প্রকাশ করিলি, তোকেই জিজ্ঞাসা করি, বল্ দেখি, স্বজন হইয়া কোন্ ব্যক্তি এমন গর্হিত কার্য্য করিতে পারে?

[illegible] বীর ইন্দ্রজিৎ বিরত হইলে, বিভীষণ ভ্রাতু-

পুত্রের তাদৃশ পরুষ বাক্য শুনিয়াও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন না; বালক জ্ঞানে ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, তোমার সহিত বাগাড়ম্বর করিলে লোকে আমাকেই ঘৃণা করিবে। তুমি বালসুলভ অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমার স্বভাব অবগত না হইয়া কেবল অনর্থক আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, প্রকৃত জ্ঞানী হইলে আর এরূপ ঘৃণার কথা তোমার মুখ হইতে বহিষ্কৃত হইত না। ইন্দ্রজিৎ! তুমি নিশ্চয় জানিবে; আমি ক্রুরকর্ম্মা ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু তাহাদের ন্যায় পাপাচরণে বা অধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার চিত্ত কদাপি অনুরক্ত নহে। তোমার পিতা নিতান্ত দুঃশীল, যার পর নাই অধার্ম্মিক এবং একান্ত নিষ্ঠুর; সুতরাং আমি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। তুমি তাহারই আত্মজ; সুতরাং তোমার স্বভাবও যে তাহার অনুগমন করিবে এবং অধর্ম্মোপার্জিত বৃথা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া তুমিও যে লোকের প্রতি অনর্থক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবে, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে। কিন্তু বৎস! নিবারণ করি, তোমার পিতার ন্যায় তুমি আর অধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষপাত করিও না, সাধুপথে পদার্পণ করিয়া পারুষ্য পরিত্যাগ কর। এবং তাদৃশ মহাপাতকী পিতাকেও পরিহার করিয়া, যদি জীবিতাশা থাকে, তবে সম্প্রতি সাধুজনের আশ্রয় লও। বৎস! দুষ্ট

ক্রুদ্ধ আশীবিষ বিষধরকে পরিত্যাগ করিলে, যেমন পরম সুখ লাভ হয়, ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাত্মা পুরুষকে পরিহার করিলেও তদ্রূপ সুখানুভব হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত ভবন পরিত্যাগ করা যেমন জীবন রক্ষার নিদান, পরস্বাপহারী ও পরদার-নিরত মহাপাতকী পুরুষকে পরিহার করাও তদ্রূপই জানিবে। পরস্বাপহরণ বা পরদার গমন ইহার সমান মহাপাতক আর নাই। নিজবংশ নিতান্ত বিস্তৃত ও একান্ত বলগর্ব্বিত হইলেও উক্ত উভয়বিধ পাপসংসর্গে অচিরাৎ ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং তোমরা যে এই অধর্ম্মের প্রভাবেই বিনষ্ট হইবে, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। বৎস! এমন স্থলে আমি যে তোমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া সাধুজনের আশ্রয় লইয়াছি তাহা ন্যায্যই হইয়াছে।

আহা! ইন্দ্রজিৎ! ভাল তুমিই বিচার করিয়া দেখ দেখি, যাঁহাদের আহার্য্য বস্তু অপর দিনেও স্থায়ী থাকে না, অকারণে সেই সমস্ত সরলমতি তাপসকুলের নিধন, জগৎ-পূজ্য দেবগণের দ্বেষ, অভিমান, দীর্ঘকালব্যাপী বৈরভাব, ও প্রতিকুল বুদ্ধি; এ সমুদায় কি তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ নহে? জলদপটল যেমন পর্ব্বত সকলকে আচ্ছা-দিত করে, সেই রূপ ঐ সমস্ত দোষ তাহার গুণরাশিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমি এই সমস্ত কারণে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিবে, তোমার এবং তোমার পিতার সহিত এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী অচিরকাল

মধ্যেই ছার খার হইয়া যাইবে। তুমি বালক, অভিমানী ও নিতান্ত দুর্বিনীত। তোমার হিতাহিত বিচারশক্তি কিছু-মাত্র নাই, থাকিলে আমার প্রতি কদাচ কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে না। কিন্তু উহা নিতান্ত আশ্চর্য্যেরও নহে; কারণ, কালপাশে বদ্ধ হইলে, প্রায়ই লোকের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বল। তাহাতে আমার কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে. উপস্থিত বিপদ হইতে রাক্ষসকুল আর কোন মতেই রক্ষা পাইবে না, তোমাকেও আর ন্যগ্রোধ ভবনে প্রবেশ করিতে হইবে না। রামের সহিত শত্রুতা করিয়াও কি কেহ জীবিত থাকিতে পারে? ইন্দ্রজিৎ। আর অধিক বিলম্ব নাই, এই মহাবীর মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি অচির কাল মধ্যেই যমালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে সন্দেহ নাই। এমন কি, বাণে বাণে জগৎ আচ্ছন্ন করিলেও এবং দুর্গম রাক্ষসী মায়া দেখাইলেও আজ লক্ষ্মণের হস্ত হইতে কোন রূপেই প্রাণ লইয়া সসৈন্যে প্রতিগমন করিতে পারিবে না।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া মহাত্মা বিভীষণ বিরত হইলে, ভীমবল ইন্দ্রজিৎ তদীয় তাদৃশ হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণেও আসন্ন মৃত্যু-বশতঃ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পরুষ বাক্যে তাঁহারে বিস্তর তিরস্কার করিল; পরে কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া এবং প্রকাণ্ড কঠোর কার্ম্মুক ও অরিবিনাশন সুতীক্ষ্ণ শরজাল সমুদ্যত করিয়া যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। এবং কিয়ৎকাল পরে দূর হইতে লক্ষ্মণকে হনূমানের পৃষ্ঠোপরি উদয় পর্ব্বতস্থ মরীচি-মালীর ন্যায়, সন্নিহিত পরম শত্রু বিভীষণ এবং চতুর্দ্দিকে শাখামৃগসাগর অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিল; রে দুর্ব্বিনীত সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ! রে কৃতঘ্ন কুলাপ বিভীষণ! রে দুর্ব্বল সমরভীরু শাখামৃগগণ! আজ তোরা জগদ্বিখ্যাতশক্তি বীর ইন্দ্রজিতের অব্যর্থ পরাক্রম অবলোকন কর্ এবং নিবিড় নীরদ-নিঃসৃত নীরবর্ষণের ন্যায় তদীয় কার্ম্মুকোৎসৃষ্ট শরবর্ষণ সহ্য করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হ! অনল যেমন অনায়াসে তুলারাশি দগ্ধ করে,

আজ আমার অব্যর্থ শরজালও তদ্রূপ তোদের শুষ্ক কোমল শরীর দগ্ধ করিয়া ফেলিবে; এবং আজ আমার এই সুতীক্ষ্ণ সায়ক, এই করাল শূল, এই সুশাণিত শক্তি, নিশ্চয়ই তোদেক যমালয়ে প্রেরণ করিবে। রে রণভীরুগণ! আমি রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া শরজাল বর্ষণ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গর্জন করিলে এবং আমার বীরদর্পমিশ্রিত ভয়াবহ আস্ফালন দেখিলে, কোন্ বীর আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সাহসী হয়? রে বৃথাদর্পকারিগণ! ইতি পূর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধে শরবর্ষণ দ্বারা আমি যে সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে একেবারে বিসংজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা কি তোদের ভয়বিহ্বল চিত্তে একবারও জাগরূক হয় না? অথবা তোদের সহিত বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া আর ফল কি? কিয়ৎকাল পরে যমালয়ে প্রবেশ করিলেই আমার বীরত্বের বিষয় লোকে সর্ব্বথা অবগত হইতে পারিবে।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বিরত হইতে না হইতেই বীর লক্ষ্মণ ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন; রে রাক্ষসাধম! মনে মনে শত্রু বিনাশ করা অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যে দেখান অতি দুরূহ ব্যাপার। যে ব্যক্তি প্রকৃত বীর ও বুদ্ধিমান্, সে কখন মনে কি মুখে গর্ব্ব করে না; কার্য্য দ্বারাই পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, এই জন্যই আপনাকে শত্রুবিজয়ী মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিস্। রে মূর্খ! তুই যে অন্তর্হিত হইয়া

গোপনভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলি, সে যে তস্করবৃত্তি, সে কি বীরের কার্য্য? প্রকৃত বীর পুরুষেরা কি তাদৃশ ঘৃণিত ব্যবহারে কখন কটাক্ষপাত করেন? যাহা হউক, ইন্দ্রজিৎ! অদ্য আমি তোর বাণপথে দণ্ডায়মান হইলাম, আর বৃথা গর্ব্বের প্রয়োজন কি, সামর্থ্য থাকে, আমাকে বধ কর্।

এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ বিরত হইলে, মহাবল ইন্দ্রজিৎ তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধবিরূপীকৃত সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত বাণ সমস্তই তাঁহার বর্ম্মাবৃত অঙ্গ স্পর্শমাত্র মন্ত্রৌষধি-নিরুদ্ধ শ্বসনশীল বিষধরের ন্যায় প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিশাচর অতিশয় বেগ-বান্ বাণজাল শরাসনে যোজনা করিয়া ভীমবেগে বিপ-ক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মহাত্মা লক্ষ্মণের দেহ বাণে বাণে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরো-ক্ষিত হইয়া রণাঙ্গণে বিধূম পাবকের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিশাচর মনে মনে আপন রণকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া সগর্ব্বে প্রতিযোদ্ধার অভিমুখে গমন ও অত্যুচ্চ সিংহনাদ পূর্ব্বক কহিল; রে ক্ষত্রিয়কুলাবসাদক! আজ আমার এই সুশাণিত শরজাল নিশ্চয়ই তোর জীবন সংহার করিবে; আজ শৃগাল কুকুরেরা তোকে গতাসু ও রণাঙ্গণে শয়ান দেখিয়া পরমানন্দে তোর শব শরীর ভোজন

তরিবে; এবং আর যাস মেত্রলীরে ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চয়ই দেখিবে, যে তুই শরকার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক মদীয় বাণে গতাসু হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছিস্; আর তোর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরে নিপতিত হইয়া তোর হীনশক্তি প্রকাশ করিতেছে।

এই বলিয়া বীর বিরত হইলে, অকুতোভয় লক্ষ্মণ তদীয় তাদৃশ কঠোর বাক্য পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর করিয়া কোপ-কষায়িত নেত্রে নিশাচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; রে পাপ রাক্ষসাধম। তুই নিতান্ত মুর্খ; রণপাণ্ডিত্যের লেশমাত্রও তোর শরীরে নাই, থাকিলে বারংবার কেবল-মাত্র বাক্য দ্বারা বল প্রকাশ করিবি কেন? যদি সামর্থ্য থাকে, তবে কার্য্য দ্বারাই বীরত্ব প্রকাশ কর। কর্ম্ম দ্বারা বলবীর্য্য না দেখাইয়া যখন তুই পুনঃ পুনঃ কেবল মৌখিক শ্লাঘাই প্রকাশ করিতেছিস্, তখন তোর কথায় কে বিশ্বাস করিবে? রে রণপণ্ডিতাভিমানিন্। দেখ, আমি তোর সমক্ষে একটীও পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই, গর্ব্বিত কথাও আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই এবং কোনরূপ আত্মশ্লাঘাও প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তোকে কিয়ৎকাল মধ্যেই কালসদনে প্রেরণ করিতেছি।

এই বলিয়া রণপণ্ডিত মহাত্মা দশরথাত্মজ পার্শ্বস্থিত তূণীর হইতে পাঁচটী সুতীক্ষ্ণ নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নির্ম্মুক্ত হইবা-মাত্র ঐ রুক্মপত্রশোভিত বেগবান্ পঞ্চ নারাচ সবেগে

প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশস্ত বক্ষস্থলে নিপতিত হইয়া সর্ব্বথা সূর্য্য-রশ্মির শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

তখন অসামান্য বলবীর্য্য-সম্পন্ন বীর ইন্দ্রজিৎ প্রতি-যোদ্ধার অপ্রতিহত বাণে আহত হইয়া সমধিক রোষা-বেশে তিন বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। ক্রমে সেই নরসিংহ লক্ষ্মণ ও রাক্ষস-সিংহ রাবণাত্মজের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই জয়াভিলাষী, রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অসামান্য পরা-ক্রম ও অতুল্য বিক্রমশালী, প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন এবং সাতিশয় সমরদুর্জ্জয়। রণক্ষেত্রে সেই অমোঘবীর্য্য বীরদ্বয় নভোমণ্ডলগত গ্রহদ্বয়ের ন্যায় বা শম্বর ও বাসবের ন্যায় কিম্বা দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরেন্দ্র বৃত্রাসুরের ন্যায় অথবা উন্মত্ত করাল কেশরীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। তৎকালে সেই সমরোন্মত্ত নররাক্ষস-মুখ্যের অজস্র বাণ বর্ষণে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, আর কিছুই লক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র বাণানল বর্ষাকালীন সজল জলদঘটার মধ্যবর্ত্তী বিদ্যু-ন্মালার ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। এবং সেই সময়ে উভয়ের পরিত্যক্ত শরনিকরে উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও ক্ষত বিক্ষত হইতে আরম্ভ হইল।

একোন নবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর এই রূপে তুল্যাবস্থায় কিছুকাল যুদ্ধ হইলে, অতুল্যবল-সম্পন্ন বীর লক্ষ্মণ সংক্রুদ্ধ করাল কেশরীর ন্যায় ভীষণ গর্জ্জণ করিয়া প্রতিযোদ্ধার উপর অতি ভয়ঙ্কর বাণ সমস্ত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উচ্চতর ধনুষ্টঙ্কারে দিক্ বিদিক্ যেন একেবারে আলুলায়িত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সেই বিকরাল জ্যানির্ঘোষ শ্রবণে রাবণাত্মজের তাদৃশ বীররসাভিষিক্ত মুখবর্ণও তৎকালে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বাণে বাণে তদীয় তাদৃশ কঠোর কলেবর সর্ব্বথা অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং ভয়ে যেন তাহার শোণিতরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের তাদৃশ অতুল্য পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও যুদ্ধ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ঐ সময়ে মহাত্মা বিভীষণ ভ্রাতৃপুত্রের নিতান্ত বিষণ্ণ বদন ও বীর লক্ষ্মণের তাদৃশ অতুল্য সংগ্রাম কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন; হে রণপণ্ডিত মহাবীর দাশরথে! আর চিন্তা নাই, যখন রাবণাত্মজের আজ পরা-

ভয়-সূচক মুখবৈবর্ণ্য প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত পরম্পরা লক্ষিত হইতেছে, তখন আপনি অবিচলিত সাহসে ত্বরান্বিত হউন। ঐ দুর্জয় নিশাচর অদ্য অবসন্ন হইয়াছে, অবশ্যই নিহত হইবে।

এই বলিয়া বিভীষণ বিরত হইলে, বীর লক্ষ্মণ তদীয় তাদৃশ সাহসের কথা কর্ণগোচর করিয়া আশীবিষ বিষধরের ন্যায় সুশাণিত শরজাল শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক বিপক্ষের বক্ষস্থলে নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিশাচর সেই অশনিতুল্য শরসমূহে সমাহত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্ষণকাল বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তদীয় ইন্দ্রিয় সকলও তৎকালে ক্ষুভিত হইয়া পড়িল; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই দুর্দ্দান্ত নিশাচর সংজ্ঞা লাভ করিল এবং তাহার ইন্দ্রিয় সকলও যেন বিশ্রাম লাভ করিয়া তৎকালে সমধিক সমর্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তখন সে নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক সেই মহাসমরে সমরবিজয়ী লক্ষ্মণকে বিরাজমান দর্শনে কাপুরুষোচিত [illegible] তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিল; রে বীরাভিমানিন্! প্রথম যুদ্ধে যে তুই ভ্রাতার সহিত আমার শরজালে বদ্ধ, অবসন্ন ও বিলুপ্তচেতন হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছিলি, তাহা কি তোর চিত্তে একবারও জাগরূক হয় না? অথবা এখন আর স্মরণ হইবেই না; কারণ সম্প্রতি মৃত্যু তোর অতি সন্নিহিত; তাহা না হইলে, সেই বিষম ব্যাপার অবশ্যই স্মৃতিপথে উদিত হইত এবং

পলায়নরূপ ঘৃণিত বৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন হইত। তোর মনে মনে নিতান্তই প্রাণত্যাগের বাসনা হইয়াছে; বোধ হয় তজ্জন্যই তুই পুনর্ব্বার আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিস্। যাহা হউক, লক্ষ্মণ! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, যদি সে যুদ্ধে আমার পরাক্রম ও রণবিক্রম সর্ব্বথা অবগত হইতে না পারিয়া থাকিস্, এই যুদ্ধেই সমুদায় জানিতে পারিবি। এই বলিয়া বীর ক্রোধভরে যুগপৎ সপ্তশর নিক্ষেপ দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল এবং তৎপরে অত্যন্ত কুপিত হইয়া দশ শরে হনূমান্ ও শত বাণে বিভীষণকেও বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রাবণাত্মজের তাদৃশ লোমহর্ষণ কার্য্য দর্শনেও কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত তদীয় কার্য্যে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন; রে হতভাগ্য হীনবল নিশাচর! তুই এত গর্ব্ব ও এত অহঙ্কার প্রকাশ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, যে তৃণরাশির ন্যায় বাণরাশি নিক্ষেপ করিলি, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যাহারা প্রকৃত বীর ও রণশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহারা সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া এতাদৃশ অসার শর কখন নিক্ষেপ করে না। রে বৃথাগর্ব্বকারিন্! বলিতে কি তোর অল্পসার শরনিকর আমাদের অঙ্গস্পর্শে যেন সুখকর বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। তোর ন্যায় এরূপ অকিঞ্চিৎকর শরনিকর লইয়া কেহ কখন এতাদৃশ মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব যদি

এই মহাযুদ্ধের সদৃশ পরাক্রম বা শরনিকর সংগ্রহ থাকে, সম্প্রতি তাহাই প্রদর্শন কর।

এই বলিয়া বীর সুতীক্ষ্ণতর শরনিকর শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক অবিরত বিপক্ষবক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল বাহুযুগল হইতে পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঐ সমস্ত শরজাল মহাবেগে গিয়া নিশাচরের নিতান্ত কঠোর কবচ ছিন্ন ভিন্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। যেমন অম্বর-তল হইতে তারকাবলী নিঃসৃত হয়, তৎকালে ঐ সমস্ত বর্ম্মখণ্ডও নিপতিত হইতে লাগিল এবং তাহার দেহও বাণবিদ্ধ ও রুধিরোক্ষিত হওয়ায় ঐ সময়ে নবোদিত দিবা-করের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষস-প্রবীর ইন্দ্রজিৎ দশরথাত্মজের শত শত শাণিত শরনিকরে আহত ও নিতান্ত আকুল হইয়া অজস্র বাণবর্ষণে তাঁহার দেহেও ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে নিশাচর-নিক্ষিপ্ত নিশিত শরনিকরে তাঁহার দেহস্থিত কবচও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে প্রতিশোধ মনে করিয়া তৎকালে ইন্দ্রজিতের আস্ফালনের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা উভয়েই রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; সুতরাং উভ-য়ের অভিমুখে উভয়েই সবেগে ও অব্যাহত সাহসে ধাব-মান হইতে লাগিলেন এবং বিষম বীরদর্প সহ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বাণাঘাতে পরস্পরের শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে আপ্লুত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিজয়লাভে কেহই সমর্থ হই-

লেন না। বাণে বাণে উভয়ের দেহ হইতে পর্ব্বত-প্রস্র-বণের ন্যায় উত্তপ্ত শোণিত ধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি, নিবিড় নীরদাবলী যেমন নীর বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীষণ শব্দে শরজাল বর্ষণে প্রবৃত্ত হই-লেন। ক্রমে অধিক সময় অতিবাহিত হইল। তথাপি কেহ যুদ্ধে বিমুখ বা পরিশ্রান্ত হইলেন না। উভয়েই ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক অবিরত অস্ত্রকৌশল দেখাইতে লাগিলেন এবং নিদারুণ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চারি দিক্ যেন আলুলায়িত ও শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয় সর্ব্বথা বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। এদিকে অন্যান্য যোদ্ধারাও ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে বাণে বাণে দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যমণ্ডল যেন তুষারাচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এবং সেই মহাকায় বীরদ্বয়ের প্রকাণ্ড কলেবর শরাহত ও শোণিতাক্ত হইয়া তৎকালে পুষ্পিত কিংশুক বা শাল্মলী তরুর ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। উভয়েই অসাধারণ বীর; সুতরাং উভয়েই জয়াভিলাষী হইয়া উন্মত্ত মাত-ঙ্গের ন্যায় অবিশ্রান্তে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই পরিশ্রান্ত হইলেন না। তাঁহাদের রুধিরো-ক্ষিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় শরসংবৃত হইয়া রণস্থলে শিখা-বিশিষ্ট জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি কেহ যুদ্ধ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমে অনেক সময় অতিবাহিত হইল; সংগ্রামে

কেহই বিমুখ বা পরিশ্রান্ত হইলেন না। কিন্তু তথাপি হিতৈষী বিভীষণ অপরাজিত দাশরথির অনুমিত রণপরিশ্রম অপনয়ন জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

নবতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা বিভীষণ সেই পরস্পর-বিজিগীষু প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ বলিষ্ঠ সংগ্রামনিরত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন এবং স্বয়ং সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিশাল শরচাপ ধারণ পূর্ব্বক রণশীর্ষে যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। এবং প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিশাচর নিকরের প্রতি নিরন্তর সায়কজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রোত্তম অশনি যেমন অচলরাজিকে বিদীর্ণ করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার বাহুনির্ম্মুক্ত অনলতুল্য বাণ সমূহও রাক্ষস-দিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। এদিকে তাঁহার সহ-চরেরাও শূল, শক্তি, পট্টিশ ও সুতীক্ষ্ণ অসিলতা প্রভৃতি অস্ত্রজালে সংগ্রামনিরত নিশাচরদিগকে নিরন্তর নিপী-ড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে রাক্ষসগণে পরিবৃত ও রণপ্রবৃত্ত ভীষণমূর্ত্তি বিভীষণকে দেখিয়া বোধ হইতে

লাগিল; উদ্ধত করিসাবকগণে সমাবৃত মত্ত করীই যেন শোভা পাইতেছে।

অনন্তর অবসরজ্ঞ সুধীর বিভীষণ সময় বুঝিয়া সংগ্রামপ্রিয় বানরগণকে সমধিক উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন; কপিগণ! তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন? কেনই বা আর স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছ? সম্প্রতি পাপ দশাননের এই কেবল একমাত্র যোদ্ধা অবশিষ্ট রহিয়াছে, এক্ষণে এই কেবল তাহার একমাত্র বল, নগরী মধ্যে রণপণ্ডিত আর কেহই নাই। অধুনা এই দুর্দ্দান্ত নিশাচর নিহত হইলেই নগরীর সমস্ত বীরই নিহত হইল। কেবল রাবণমাত্র অবশিষ্ট। দেখ, প্রহস্ত, প্রজঙ্ঘ, প্রমদ্য, কুম্ভ, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কম্পন, জম্বুমালী, মহামালী, অশনিপ্রভ, অরিঘ্ন, অগ্নিকেতু, অকম্পন, সুপ্তঘ্ন, সুপার্শ্ব, সূর্য্যশত্রু, সংহ্রাদ, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রমালী, বিকট, বির্য্যবান্ রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, ধূম্রাক্ষ, তীক্ষ্ণবেগ, যজ্ঞকোপ, তপন, মন্দপ্রয়াস, জঙ্ঘ, দুর্দ্ধর্ষ, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ মহাবল নিশাচরদিগকেও যখন সমরে সংহার করিয়াছ, তখন আর কিজন্য এত বিলম্ব করিতেছ? বানরগণ! বল দেখি, বাহুবলে দুস্তর সাগর পার হইয়া এখন সামান্য বলরূপ গোষ্পদ উত্তীর্ণ হইতে আর বৃথা কাল হরণ করিবার প্রয়োজন কি? অতএব তোমরা এক্ষণে সত্বর স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। পুরীমধ্যে যে সকল নিশাচরেরা বলদর্পিত, রণদুর্ম্মদ ও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিল, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া

একে একে তাহারা সকলেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। সম্প্রতি জেতব্য বলের মধ্যে কেবল এই দুর্ব্বিনীত রাক্ষসই অবশিষ্ট। কপিগণ! স্বয়ং ভ্রাতৃপুত্রের নিধন সাধন করা নিতান্ত অযৌক্তিক হইলেও রাক্ষসকুলের অসহ্য দৌরাত্ম্য এবং আর্য্য রামের অনুরোধে মমতা পরিহার পূর্ব্বক আমি অবশ্যই দুরাচারের প্রাণ সংহার করিতাম, কিন্তু কি করি, আমি স্বয়ং ইহাকে বধ করিতে অভিলাষ করিলেই অমনি বাষ্পবারি উচ্ছলিত হইয়া কি কারণে যেন আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া ফেলে। এজন্য আমি স্বয়ং উহার বিনাশে অসমর্থ। কিন্তু হইলেই মহাবীর লক্ষ্মণই অবলীলাক্রমে উহার নিধন সম্পাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া উহার সহাগত নিশাচরদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হও।

এই বলিয়া সুধীর বিভীষণ বিরত হইলে, বানরী সেনা তৎকর্ত্তৃক এইরূপে উত্তেজিত হইয়া বর্ষাসম্ভূত ঘনঘটা দর্শনে উৎফুল্ল ময়ূরকুলের ন্যায় গর্জন ও সমরোৎসাহে লাঙ্গুল বিঘূর্ণিত করিয়া শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। যূথপতি জাম্ববান্ যূথগণে সমাবৃত হইয়া অতিবৃহৎ শিলা প্রহারে ও নখদন্তাঘাতে বিপক্ষকুল আকুল করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচরেরাও অমনি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া অকুতোভয়ে প্রতিযোদ্ধাদিগকে ব্যাকুল করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায়

ক্রমে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জ্যানির্ঘোষে দিক্ বিদিক্ পরিব্যাপ্ত, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। ঐ সময়ে অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন বীর হনুমান্ লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অসীম কোপভরে অচলসানু উৎপাটন করিয়া নিশাচরগণের নিধন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রামচতুর মহাবল ইন্দ্রজিতও পিতৃব্যসহ কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। সন্নিহিত হইবামাত্র নরবীর ও রাক্ষসবীর উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তৎকালে নিক্ষিপ্ত শরজালে উভয়েই সমাচ্ছন্ন; উভয়েরই দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। বর্ষাগমে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় পরস্পরের শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও দৃষ্টিবিহীন হইয়া ধনুগ্রহণ, শরাসনে শরসন্ধান ও লক্ষ্য স্থিরীকরণ প্রভৃতি তৎকালোচিত কার্য্যে তখন আর কেহই সক্ষম হইলেন না। কিন্তু বাণবর্ষণে কেহই ক্ষান্ত হইলেন না। উভয়েই ক্ষিপ্রহস্ত; সুতরাং তাঁহাদের অজস্র বাণবর্ষণে তৎকালে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যে সকল বস্তু ইতি পূর্ব্বে সুস্পষ্টভাবে নয়নগোচর হইতেছিল, অনবরত বাণ বর্ষণে অধুনা তাহা আর লক্ষিত হয় না। অনন্তর সংরুদ্ধদৃষ্টি বীরদ্বয়ের সংগ্রাম এরূপ অব্যবস্থিত হইয়া উঠিল, যে বাণ প্রহারে স্বপক্ষীয় সেনাগণেরও প্রাণ সংহার হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশ মণ্ডল তমোজালে সমাচ্ছন্ন, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

শত শত শরনিকরে দিক্ বিদিক্ সর্ব্বথা পরিব্যাপ্ত, অন্ধকারাবৃত ও নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এবং ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী কিরণমালা সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে অধিরোহণ করিলে, রণক্ষেত্র তমোজালে সমধিক ভীষণ হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে শোণিতনদী প্রবাহিত, নিশাচরেরা নিশাযোগে আনন্দিত হইয়া চারি দিক্ হইতে ভীম রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই মহাসংগ্রামে গতিভঙ্গ নিবন্ধন পবনদেব প্রবাহবিহীন ও অগ্নিদেবও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। দূরস্থিত ঋষিগণ সেই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে সর্ব্বথা সৃষ্টি বিনাশের লক্ষণ অনুমান করিয়া একমনে ঈশ্বরের নিকট জগতের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ চারণ সহ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর এইরূপে কিয়ৎকাল সংগ্রাম হইলে, রণচতুর মহাবীর দাশরথি সাক্ষাৎ কালকল্প বাণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া নিশাচরের স্বর্ণভূষণ কৃষ্ণাঙ্গ তুরঙ্গম চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন, এবং পরে অশনিতুল্য সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সারথির মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রজিতের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না; মন্দোদরীতনয় তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সারথির কার্য্য করিয়াও শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষচর

দর্শকেরা, সারথি ও রথির কার্য্য সম্পাদনে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময় রসে অভিষিক্ত হইয়া যেন চিত্রিতের ন্যায় তাহার প্রতিই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এখানে মহাত্মা লক্ষ্মণও নিতান্ত ক্ষিপ্রহস্ত ও যারপর নাই রণ চতুর; তিনি ছিদ্র পাইলেই অমনি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর যখন অশ্বচালনে হস্তদ্বয় আসক্ত করে, নরবীর অমনি তাহার গাত্রে শর প্রহার করেন; রাক্ষসশার্দ্দূল যখন আবার ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করে, নরশার্দ্দূল তৎক্ষণাৎ তাহার অশ্বের প্রতি বাণ পরিত্যাগ করিতে থাকেন। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যেই তিনি ইন্দ্রজিৎকে একান্ত অধীর ও নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলিলেন। তাহার মুখমণ্ডল তৎকালে নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল; ইতিপূর্ব্বে রণ কর্ম্মে তাহার যে রূপ উৎসাহ ছিল, ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। ফলতঃ সারথির নিধনে তৎকালে তাহার বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না। এদিকে বানরী সেনা তাহার ম্লানমুখ দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। রভস, শরভ, গন্ধমাদন ও প্রমাথী ইহাঁরা ক্রোধাকুল হইয়া শত্রুর প্রতি ভীমবেগে ধাবমান হইলেন এবং উৎপতন পূর্ব্বক তদীয় অশ্বচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠোপরি অধিরোহণ করিলেন।

সেই ভীমবল পর্ব্বতোপম প্রকাণ্ডকলেবর বানরগণ বাণবিদ্ধ অশ্বচতুষ্টয়ের উপরিভাগে উপবেশন করিবামাত্র

রুধির বমন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহারা ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বানরেরা তখন তদীয় রথ প্রমথিত করিয়া অমনি উল্লম্ফন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের পার্শ্বে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে নিশাচর ইন্দ্রজিৎ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজেই বিপক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। তদ্দর্শনে বীর লক্ষ্মণ সাতিশয় উৎসাহ সহকারে শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ অশ্ব, রথ ও সারথিবিহীন হইয়া অবনীতলে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধানলে প্রজ্বলিত ও পাদদলিত কালভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কাননস্থিত প্রমত্ত মাতঙ্গযুগল পরস্পর-বিজয় কামনায় যেমন ভীমবেগে অগ্রসর হয়, বিজিগীষু বীরদ্বয়ও তদ্রূপ অতিবেগে সন্নিহিত হইয়া অবিরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে রাক্ষসী ও

বানরী সেনাও স্ব স্ব স্বামীর সন্নিহিত হইয়া বিপক্ষের প্রতি ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর উভয় পক্ষে এইরূপে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ সহাগত নিশাচরদিগকে হর্ষান্বিত ও উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন; ওহে রাক্ষসগণ। সম্প্রতি আমাদের বলবৃদ্ধিকরী কল্যাণকারিণী রজনী সমাগত ও সমস্ত দিক্ বিদিক্ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ, কিছুই নির্ণয় করা যাইতেছে না। অধুনা তোমরা যেরূপ সংগ্রাম নৈপুন্য প্রকাশ করিতেছ, অবধান পূর্ব্বক অকুতোভয়ে তাহাই করিও, আমি চলিলাম, পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া রণাঙ্গণে আসিব; কিন্তু দেখিও, ছিদ্রান্বেষী বানরেরা যেন আমার নগর প্রবেশের কোনরূপ বিঘ্ন সম্পাদন করিতে না পারে।

এই বলিয়া নিশাচর গুপ্তভাবে রথারোহণের নিমিত্ত দ্রুতপাদ বিক্ষেপে নগরীপ্রবেশ করিল এবং অতিত্বরান্বিত হইয়া শাণিত শর, প্রাস ও সুতীক্ষ্ণ অসিলতা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, হেমভূষিত, উত্তমাশ্ব-যোজিত রথে সমারূঢ়, রণদুর্ম্মদ প্রধান প্রধান রাক্ষসবলে সমাবৃত ও সুশিক্ষিত সারথির স্বকার্য্য দক্ষতা নিবন্ধন নিমেষ মধ্যে পুনর্ব্বার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে স্থানে মহাত্মা লক্ষ্মণ বিভীষণ সহ অবস্থান করিতেছিলেন, অতিবেগে তথায় গমন পূর্ব্বক ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে

লাগিল। দুরাত্মা পুরীপ্রবেশ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক এত শীঘ্র আবার রণাঙ্গণে উপনীত হইয়াছিল, যে তাহার তাদৃশী ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে তৎকালে লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলের চিত্তই বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়াছিল।

অনন্তর দুর্দ্দান্ত রাক্ষস অসীম রোষাবেশে সুদীর্ঘ ললাট-পট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে শত শত শর নিক্ষেপ করিয়া বানরদিগকে ব্যথিত ও ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার হস্তস্থিত ভীম ধনুঃ নিয়তই যেন মণ্ডলাকার দেখাইতে লাগিল। তূণীর হইতে শরোদ্ধরণ ও শরাসন হইতে তাহা পরিত্যাগ এই দুইটী কার্য্যের কালবিভাগ করিতে তৎকালে কেহই সমর্থ হইল না; কেবল এইমাত্র দেখিতে লাগিল, যেন অনবরত শর বর্ষণই হইতেছে। প্রজাগণ কোন কার্য্য বশত বিপন্ন হইলে, যেমন প্রজাপতির শরণ লয়, তদ্রূপ বানরেরাও রাক্ষসের প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথির ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শনার্থ তৎক্ষণাৎ একমাত্র শরেই ইন্দ্রজিতের কোদণ্ড ছেদন করিলেন। এবং ছিন্ন কার্ম্মুক দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া নিশাচর যেমন অপর কোদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে, রণপণ্ডিত উপর্য্যুপরি বাণত্রয় বিসর্জ্জন করিয়া অমনি তাহাও দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এরূপ বেগে পঞ্চ শর পরিত্যাগ করিলেন, যে সাক্ষাৎ আশীবিষ বিষধরোপম

সেই পঞ্চ সায়ক তদীয় বাহুনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে ধাবন পূর্ব্বক প্রতিযোদ্ধার তাদৃশ কঠোর বক্ষস্থলও ভেদ করিয়া রক্তাক্ত উরগগণের ন্যায় বিনিঃসৃত ও ভূতলে নিপতিত হইল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ তৎকালে বিদীর্ণ হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ রুধির বমন করিয়াও অপর কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক, বর্ষাসম্ভূত নিবিড় নীরদাবলী যেমন নিয়ত নীর বর্ষণ করে, তদ্রূপ অবিরত বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বিপক্ষ-বিজয়ী বীর লক্ষ্মণও অবলীলাক্রমে নিশাচর-নির্ম্মুক্ত সায়কনিকর নিবারণ করিয়া স্বীয় অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অতুল্য বলপৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং তিন তিন বাণে এক এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া সংগ্রামনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস সেই শত্রুবিমর্দ্দনকারী দাশরথির বাণে বিদ্ধাঙ্গ ও সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িল; কিন্তু পাপ রাক্ষসকুলের বিজয়লাভের এতই অভিলাষ, যে তথাপি সে বাণবর্ষণে বিরত হইল না। বাণ প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াও প্রতিযোদ্ধার প্রতি অজস্র বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু রিপুদর্পহারী বীর লক্ষ্মণ তাহা অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া পরে করাল ভল্লাস্ত্র বিসর্জন পূর্ব্বক তদীয় সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অশ্বগণ সারথি-বিহীন হইয়া রণাঙ্গণে মণ্ডলপথে পরিভ্রমণ

পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। অনন্তর অমিতবিক্রম দাশরথি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর শর বর্ষণ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে, নিশাচরেরা অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িল; তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ অসীম রোষাবেগে যুগপৎ একাদশ বাণ বিসর্জন করিল; কিন্তু ঐ সমস্ত সায়ক অশনিতুল্য ও সাক্ষাৎ কালকল্প হইয়াও তাঁহার কবচস্পর্শমাত্রে অপহৃতবিষ বিষধরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে নিশাচর দাশরথির অক্ষত কবচ অভেদ্য মনে করিয়া তাঁহার ললাট দেশে অতিবেগে তিন বাণ নিক্ষেপ করিল। ঐ বাণত্রয় তদীয় বাহু নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ হওয়ায় তৎকালে যেন তাঁহাকে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর দাশরথি নিশাচরশরে বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; প্রত্যুত অধিকতর সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক এরূপ বেগে পাঁচটী সায়ক পরিত্যাগ করিলেন, যে ঐ বাণনিকর নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মনোবেগে প্রধাবিত হইয়া তাহার কুণ্ডল-মণ্ডিত মুখমণ্ডল একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে রাক্ষস অসীম রোষাবেশে অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল; মহাবীর লক্ষ্মণও তদীয় শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক নিজ সায়কজাল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের শরীর শোণিতলিপ্ত; রণাঙ্গনে যেন পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় [illegible]

ক্ষণেই তাঁহাদের শোভা হইয়া উঠিল। উভয়েই জয়াভিলাষী, সুতরাং রণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে কেহই অনবধানতা বা শিথিলতা প্রকাশ করেন না।

অনন্তর কিয়ৎকাল উভয়ের এইরূপ ভয়াবহ সংগ্রাম হইলে, দুরাত্মা দশাননাত্মজ পিতৃব্য বিভীষণের বদন লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ তিন বাণ নিক্ষেপ এবং অপর এক এক বাণে বানরী সেনাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীমবিক্রম বিভীষণের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই কোপ-বিরূপীকৃত ললাটপট্টে ভ্রুকুটী বন্ধন ও তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক গদাঘাতে তাহার অশ্বসমুদায়কে একেবারে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে নিশাচর অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি মহতী শক্তি পরিত্যাগ করিল; কিন্তু রণপণ্ডিত লক্ষ্মণ সেই ভীষণ শক্তি অস্ত্র আকাশ পথে আপতিত দেখিবামাত্র সুতীক্ষ্ণতর দশ বাণে উহা দশ ভাগে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এদিকে বিভীষণও নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার বক্ষস্থলে সুশাণিত পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র, ঐ সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর দুরাত্মার শরীর ভেদ করিয়া লোহিতাক্ত দেহে রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের কার্য্য দর্শনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশার্থ যমদত্ত শর গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসনে সন্ধান করিলে, রণপণ্ডিত লক্ষ্মণও তূণীর হইতে এক শাণিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক

কার্ম্মুকে যোজনা করিলেন। অনন্তর ঐ উভয় বাণ যুগপৎ পরিত্যক্ত হইবামাত্র আকাশপথে সমুত্থিত হইয়া দেহ-প্রভায় নভোমণ্ডল সমুজ্জল করিয়া পরস্পর আহত হইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণে তৎকালে ঐ বাণদ্বয় হইতে ধূম ও স্ফুলিঙ্গ সহ দারুণ অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ শরদ্বয় আকাশপথে কিয়ৎকাল এইরূপ পরস্পর আহত হইতে হইতে তৎপরে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সংগ্রাম স্থলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে নরসিংহ লক্ষ্মণ ও রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিৎ উভয়েই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ অসীম ক্রোধভরে সাক্ষাৎ অশনিতুল্য বেগবান্ বারুণাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর রাবণাত্মজও তৎক্ষণাৎ নিদারুণ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক লোক সংহারের নিমিত্তই যেন শরাসনে সন্ধান করিয়া প্রবল বেগে পরিত্যাগ করিল। ঐ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র তদীয় বাহুনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র আকাশপথ সমুজ্জল করিয়া অতিবেগে ধাবমান হইল; কিন্তু রণপণ্ডিত দাশরথি সূর্য্যাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহা শূন্য পথেই নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দশানন্দাত্মজ ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুশাণিত দারুণ আসুরাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তৎপরক্ষণেই আবার শূল, শক্তি, কূট মুদ্গর, ভুশুণ্ডি, পরশ্বধ, মহতী গদা ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গ প্রভৃতি অতিভাস্বর অস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ

করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর দশরথাত্মজ একমাত্র মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারাই তৎসমুদায় নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল সেই রণদুর্ম্মদ নরশার্দ্দূল ও রাক্ষসশার্দ্দূলের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহাদের তাৎকালিক ভৈরবরব-সঙ্কুল লোমহর্ষণ অদ্ভুত সমরনৈপুণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, গগনবিহারী ভূতগণ যেন চিত্রি-তের ন্যায় অনিমেষ নেত্রে আকাশপথে বিকাশ পাইতে লাগিল। এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রসর করিয়া সংগ্রাম স্থলে দুর্দ্দান্ত-নিরন্তা দাশরথি লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমপরাক্রম মহাত্মা লক্ষ্মণ ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া সাক্ষাৎ হুতাশনকল্প এক সুতীক্ষ্ণ শর শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ বাণ সুবর্ণপুঙ্খ-শোভিত, স্বর্ণভূষিত, অসুরত্রাস, সাক্ষাৎ আশীবিষ ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় ভীষণ, রিপুগণের দুর্নিবার, শরীরান্তকর, দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত এবং রাবণাত্মজের অঙ্গবিদারণে সমর্থ। পূর্ব্ব-কালে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অব্যর্থ বাণ প্রভাবেই দানবদল দলনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই ভীষণ শর স্বীয় প্রকাণ্ড কোদণ্ডে সন্ধান পূর্ব্বক কহিলেন ; হে শরেশ্বর! যদি সেই দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দশরথাত্মজ আর্য্য রাম যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ, সত্য-নিরত এবং অতুল্য বলবীর্য্য

ও অপ্রতিম পৌরুষ সম্পন্ন হন, আর দুর্দান্ত দশানন যদি প্রকৃত দৌরাত্ম্যপরায়ণ ও ঘৃণিত কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে, তুমি অবিলম্বেই ঐ দুরাচার রাক্ষসাধম রাবণপুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া জগতের হিত সাধন কর। এই বলিয়া মহাবীর ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া সেই করাল শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক এরূপ বেগে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, যে সেই সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর নিদারুণ ঐন্দ্রাস্ত্র তাঁহার বিশাল বাহুযুগল হইতে পরিত্যক্ত হইবা মাত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবন ও স্বীয় দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া রাক্ষসের শিরস্ত্রাণ-শোভিত কুণ্ডল-মণ্ডিত অতিবিশাল মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইবামাত্র রক্তাক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত এবং তৎপরক্ষণে তদীয় প্রকাণ্ড দেহটাও সশব্দে সমরশায়ী হইল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বিভীষণ ও অসংখ্য বানরী সেনা, বৃত্রাসুর নিধনে যেমন সুরগণ, তদ্রূপ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এদিকে অন্তরীক্ষচর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ দুর্দ্দান্ত দশাননাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সমরশায়ী দেখিয়া পরমাহ্লাদে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এখানে জয়োন্মত্ত কপিকুল কর্ত্তৃক আহত রাক্ষসী সেনা প্রভুর বিনাশে বিত্রাসিত হইয়া সমরে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে প্রধান প্রধান নিশাচরেরাও সামান্য বানরের প্রহারে হতজ্ঞান

লইয়া সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। এবং অপরাপর নিশাচরেরাও নায়কের নিধনে নিরাশ্বাস হইয়া সমস্ত অস্ত্রজাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল;—তন্মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুদ্রতর বানরের প্রহারেই প্রপীড়িত হইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল; কেহ কেহ সুগভীর সাগরজলে লুক্কায়িত এবং অপর কেহ কেহ বা প্রাণ রক্ষার্থ দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিল। ফলতঃ ইতি পূর্ব্বে সেই সংগ্রাম স্থলে হতাবশিষ্ট সহস্র সহস্র রাক্ষস সংগ্রাম করিতেছিল: কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া নিমেষমধ্যে কে যে কোথায় কখন পলায়ন করিল, তাহার কিছুই স্থিরতর হইল না। এমন কি, ক্ষণকাল মধ্যে সংগ্রামস্থল একেবারে রাক্ষসশূন্য হইয়া পড়িল। যেমন ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলে অধিরোহণ করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে তদীয় রশ্মিজালও অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ রাক্ষস-প্রবীর ইন্দ্রজিতের নিধনেও নিশাচরেরা যেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল।

সমরশায়ী ইন্দ্রজিতের সেই প্রকাণ্ড কলেবর সমরাঙ্গণে শান্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় অথবা নির্ব্বাপিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। পীড়ার উপশম হইলে পীড়িত ব্যক্তির যেমন আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ জগতের দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের নিধনেও আনন্দের

আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। সুরলোকে সুরপতি ইন্দ্র সুরগণ ও ঋষিগণ সহ সমধিক প্রীত হইয়া দাশরথির প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; আকাশে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি, গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ মনের সুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে নভোমণ্ডল হইতে অবিশ্রান্তে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং নদ নদী ও সাগর প্রভৃতির সলিল সমুদায় আবিলশূন্য ও নভোমণ্ডল সাতিশয় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ফলতঃ কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি কিন্নর, কি সিদ্ধ, কি চারণ; দুরাত্মার নিধন দর্শনে সকলের চিত্তই আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মুক্তকণ্ঠে ও অপার আনন্দে সকলেই কহিতে লাগিলেন; অহো! দুরাত্মার দৌরাত্ম্যরূপ প্রবল অনল ত্বদীয় শোণিতজলে নির্ব্বাপিত হওয়ায় আজ পৃথিবী প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলেন। আজ হইতে সরলমতি তাপসকুলের বিপদ্ বিদূরিত হইল; আজ হইতে আমরা জগতের কল্যাণ কামনায় নির্ভয়ে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিব; এবং আজ হইতে ব্রাহ্মণগণ! তাপসগণ! আপনারা বিজ্বর হইয়া নিশঙ্কচিত্তে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হউন। এই বলিয়া তাঁহারা অন্তরীক্ষে অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এখানে বানরী সেনা সেই রাক্ষসনায়ক দুরাচার ইন্দ্রজিৎকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদভরে রণস্থলে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বিভীষণ

মহাবল হনুমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ জয়লাভে পরম হর্ষান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বানরেরা মহাবীর দাশরথিকে বেষ্টন করিয়া কেহ নর্ত্তন, কেহ কুর্দ্দন, কেহ খেলন ও কেহ কেহ গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন বানর হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক দাশরথির গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং অপরাপর বানরেরা অপার আনন্দে লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক " হে আর্য্য লক্ষ্মণ! আপনি আজ পাপ নিশাচরের নিধন সাধন করিয়া ত্রিলোকে অনপায়িনী কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, অতএব আপনার জয় হউক " এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা লক্ষ্মণ যুদ্ধব্রণজনিত পীড়াবশতঃ বিভীষণ ও হনূমান্‌কে আশ্রয় করিয়া বানরী সেনা ও বিজয়লক্ষ্মী সহ, যথায় রাম ও কপিরাজ সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্রজের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিলেন; পরে সুগ্রীবসহ যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন এবং তৎপরে আনত বদনে রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া, মহেন্দ্র সমীপে উপেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা বিভীষণ রামসমীপে উপস্থিত হইয়া বিণীত ভাবে ও পরম আহ্লাদে কহিলেন; আর্য্য! আজ আপনার অনুজ বীর লক্ষ্মণ দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া সমরে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন। রাম বিভীষণমুখে সেই শুভ সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ভাই! তুমিই ধন্য ও অদ্বিতীয় সাধু। তুমি আজ দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যে অতিদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে

আমি তোমার প্রতি যে কতদূর প্রীত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। বৎস। আজ যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল, তখন যে বিজয়লাভে আমরা পূর্ণমনোরথ হইব, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই বলিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল রাম পুনঃ পুনঃ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার বিজয়শ্রী-পরিশোভিত প্রফুল্ল মুখকমল বারংবার অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিনীতশীল লক্ষ্মণ অগ্রজের মুখে আপনার প্রশংসাবাদ শুনিয়া নত শিরে অবস্থান এবং যুদ্ধব্রণ জনিত পীড়া নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রাম স্নেহাস্পদ ভ্রাতাকে তদবস্থ দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার অঙ্গস্পর্শ ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস। এক্ষণে আশ্বস্ত হও। আহা! আজ তুমি যেরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছ, তাহাতে কেবল আমাদের কেন, সমস্ত জগতেরই কুশল সম্পাদিত হই-য়াছে, সন্দেহ নাই। আজ নিশ্চয় জানিলাম, প্রিয় পুত্রের বিনাশে দুর্দ্দান্ত দশাননও বিনষ্ট হইবে। সেই দুর্জয় দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায় আজ আমি যেন সর্ব্বথা বিজয়-লক্ষ্মীলাভের অতুল আনন্দই অনুভব করিলাম। ঐ দুরাত্মাই দশাননের দক্ষিণ হস্ত ছিল, আজ সৌভাগ্য বশতঃ তুমি যখন উহাকে সমরশায়ী করিয়াছ, তখন নিশ্চয় জানিও, পাপ রাবণকে বধকরা এখন আর নিতান্ত দুরূহ হইবে না।

এই রূপে ভ্রাতৃবৎসল রাম স্নেহাস্পদ ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিয়া পরে মহাত্মা বিভীষণ ও হনুমান্‌কেও আশ্বাসনের নিমিত্ত কহিলেন; মিত্র বিভীষণ! বৎস পবনকুমার! এই মহাসংগ্রামে তোমাদের অসাধারণ সহায়তায় আজ অতিমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ক্রমাগত তোমাদের পরিশ্রমের সীমা না থাকিলেও আজ শ্রম সফল হইল; আমাদের পরম শত্রু রাবণ যদিও জীবিত রহিয়াছে, তথাপি দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের বধে আজ যেন আমি আপনাকে নিঃশত্রু মনে করিতেছি। আজ প্রিয় পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকে মোহে ও অপার ক্রোধে অধীর হইয়া দুরাত্মা রাবণ সেনাগণ সহ অবশ্যই যুদ্ধ যাত্রা করিবে; আর আমি সুমহৎবলে পরিবেষ্টিত হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে কালের করাল কবলে নিপাতিত করিব। এই বলিয়া দাশরথি অনুজের প্রতি দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক স্নেহমধুর বাক্যে কহিলেন; ভাই লক্ষ্মণ! আজ তুমি যখন সমরে সেই ইন্দ্রবিজয়ী দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিতের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তখন প্রিয়তমা সীতা ও পৃথিবী আমার আর এখন দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, অবশ্যই পুনঃ প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই।

এইরূপে রাম অনুজ লক্ষ্মণ, মিত্র বিভীষণ ও হনুমান্‌ প্রভৃতিকে যথোচিত আশ্বস্ত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতমনে ও প্রফুল্ল বদনে সুষেণকে সম্ভাষণ করিয়া কহি-

লেন; কপিবর সুষেণ! আজ আমার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, মিত্র বিভীষণ, মহাত্মা পবনকুমার এবং অন্যান্য ঋক্ষবানর সৈন্যগণ যাহাতে বিশল্য হন, যাহাতে ইহাঁদের সংগ্রামজনিত পীড়ার কিছুমাত্র অবশেষ না থাকে, তুমি সবিশেষ মনোযোগী হইয়া অবিলম্বে তাহার উপায় বিধান কর। সকলেই যেন সত্বর ব্রণশূন্য হইয়া প্রকৃতিস্থ ও সুখী হইতে পারেন। দেখ,পরম শত্রুর বিনাশে চিত্তে হর্ষের উদ্রেক হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ইহাঁদিগকে নিতান্ত পীড়িত দেখিয়া আমার সে হর্ষ যেন বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া আছে, অতএব সুষেণ! তুমি আর বিলম্ব করিও না, সত্বর হও।

এই বলিয়া দাশরথি বিরত হইলে, মহামতি সুষেণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা বলিয়া লক্ষ্মণের নাসিকায় মহৌষধি প্রদান করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ বিশল্য ও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কপিবর সুষেণ সেই মহৌষধি প্রদান পূর্ব্বক বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ ও ঋক্ষ বানর সৈন্যদিগকে একে একে সকলকেই ব্রণশূন্য ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিলেন। তৎকালে ভ্রাতৃবৎসল রাম, মহাত্মা বিভীষণ, পবনাত্মজ হনূমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ লক্ষ্মণকে হৃতশল্য ও বিগতজ্বর দর্শনে সৈন্যগণে সমবেত ও জয়-লাভ নিবন্ধন আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া তাঁহার অসামান্য বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

এদিকে নিশাচরেরা দূতমুখে ইন্দ্রজিতের বধবৃত্তান্ত শ্রবণে যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক কাতর বচনে কহিল; মহারাজ। দুঃখের কথা আর কি কহিব, কহিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আজিকার যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্য লইয়া অসংখ্য সেনাসহ আপনার আত্মজ মহাবীর ইন্দ্রজিতের প্রাণ সংহার করিয়াছে। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! ইতিপূর্ব্বে যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও অবলীলাক্রমে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন, যাঁহার বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত ও বিপক্ষকুল আকুল হইয়া ত্রাসে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূরে অপসারিত হইত; সেই ইন্দ্রবিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ সামান্য মনুষ্য সহ সংগ্রামে আজ পরলোক যাত্রা করিলেন।! এই বলিয়া নিশাচরেরা শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া নিরন্তর নেত্রনীর বিসর্জন করিতে লাগিল।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ সচিবগণের মুখে সেই সর্ব্বনাশের কথা শুনিবামাত্র অমনি বজ্রাহত শালতরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর

কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলব্ধ হইলে সুদীর্ঘ নিশ্বাস-ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক " হায়। কি শুনিলাম " এই বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। প্রবল শোকানলে তাহার মুখবর্ণ মলিন; সর্ব্ব শরীর বিকম্পিত; যেন উন্মত্তের ন্যায় কিয়ৎকাল বিকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ বলবতী শোকানলশিখায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এবং প্রিয়পুত্রের বিনাশে জগৎ যেন শূন্যময় নিরীক্ষণ করিয়া দীন বদনে, হাহাকার শব্দে বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিল; হা বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি সমরে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়া আজ কি সামান্য মনুষ্য লক্ষ্মণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে? বীর! ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার সেনাগণের অগ্রগণ্য, মন্দরশৃঙ্গ বিদারণে সমর্থ এবং ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বান্তকারী অ-তকেরও অন্তকারী ছিলে; লক্ষ্মণ এক জন সামান্য মনুষ্য, বিশেষ তোমার নিকট ত নিতান্তই তুচ্ছ; তবে কেন তুমি অকারণে এতাদৃশ অতর্কিত দশা প্রাপ্ত হইলে? আহা! বৎস। আজ যমরাজ তোমাকে কাল-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী করিয়া আমার নিকট অত্যন্ত শ্লাঘনীয় হইল। কারণ, যে বীর স্বামীর নিমিত্ত সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রতি কদাপি যমের অধিকার থাকে না; সে নিশ্চয়ই সর্ব্বসুখাস্পদ স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে। এই নিয়ম যে কেবল নর, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণের মধ্যে চির-সিদ্ধ, এরূপ নহে; ইহা দেবতারাও স্বীকার করিয়া থাকেন

সুতরাং তুমি যে আজ উত্তম লোকে গমন করিয়াছ,তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! তোমার অসামান্য বীরদর্পে ত্রাসিত হইয়া এতদিন যাহারা দিবানিশি নয়নজলে ভাষিত; আজ তোমার বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দেবগণ, দিক্‌পালগণ ও মহর্ষিগণ পরমাহ্লাদে সুখে নিদ্রা যাইবে। হা বৎস! একমাত্র তোমার বিরহে আজ সসাগরা, সদ্বীপা ও সকাননা সমস্ত পৃথিবীই যেন শূন্যময় প্রতিভাত হইতেছে। আহা! আজ আমি গিরিগহ্বরে করেণুকাসমূহের আর্ত্ত নিনাদের ন্যায় অন্তঃপুরে নিশাচরীদিগের শোকার্ত্ত ধ্বনি কিরূপে কর্ণগোচর করিব? এবং কি বলিয়াই বা তোমার মাতা মন্দোদরীকে প্রবোধ দিব? আহা! বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি এই অতুল্য বৈভবশালিনী অমরাবতী-নির্ম্মিত সুবর্ণ লঙ্কাপুরী, যৌবরাজ্য, এই সমস্ত রাক্ষসবর্গ, মাতা, পিতা ও প্রিয়তমা ভার্য্যা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় চলিলে? আমি অগ্রে লোকান্তরে গমন করিব, তুমি আমার প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিবে, এই প্রথাই জগতে প্রথিত ও যুক্তিসম্মত; কিন্তু তুমি আজ তাহার বিপরীতাচরণ করিলে কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আহা! ইন্দ্রজিৎ রে! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত রহিল, তুমি আমার হৃদয়শেল্য উদ্ধার না করিয়াই কোথায় পলায়ন করিলে?

এই রূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে পুত্রবিনাশ-সম্ভূত প্রচণ্ড কোপানল প্রবলরূপে

তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে জ্বলিয়া উঠিল। নিদাঘ সময়ে মরীচি-মালা যেমন ভগবান্ মরীচিমালীকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ পুত্রব্যসন—জনিত নিদারুণ মনঃপীড়া তাহাকে সন্দীপিত করিয়া তুলিল। এবং সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুরের বদনবিবর হইতে যে রূপ সধূম অগ্নিশিখা বিনির্গত হইয়াছিল, আজ শোকাকুল দশাননের বিজৃম্ভমান মুখকুহর হইতেও তদ্রূপ বহ্নিজ্বালা উৎপতিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ প্রিয়পুত্রের নিধনে নিতান্ত নিপীড়িত ও তন্নিবন্ধন ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া আসন্নমৃত্যু বশতঃ মনে মনে ভাবিতে লাগিল; অহো দুর্ব্বিনীতা জানকীই আমার পুত্রবিনাশের মূল কারণ; অতএব তাহার প্রাণ সংহার করাই প্রথম কর্ত্তব্য। বোধ হয়, তাহাকে বিনাশ করিলে, ব্যর্থপ্রয়াস ও সাতিশয় শোকাকুল হইয়া, সেই পরম শত্রু রাম লক্ষ্মণ আপনা আপনিই প্রাণত্যাগ করিবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া, দুরাত্মা বৈদেহীর প্রাণ সংহার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তৎকালে তদীয় স্বভাবরক্ত বিংশতি নেত্র ক্রোধাগ্নি প্রভাবে সমধিক লোহিত হইয়া উঠিল। তাহার মূর্ত্তি সহজেই সমধিক প্রচণ্ড ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য, তাহাতে আবার পুত্রবিনাশ-সম্ভূত প্রবল ক্রোধ উপস্থিত; সুতরাং দেখিতে দেখিতে এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যে তৎকালে সন্নিহিত নিশাচরেরাও আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বালা-সম্পন্ন উত্তপ্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, আজ

লঙ্কেশ্বরের ক্রোধবিরূপীকৃত আরক্ত বিংশতিনেত্র হইতেও তদ্রূপ অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইতে লাগিল। এবং সমুদ্র-মন্থন সময়ে দেবগণ নাগরাজ বাসুকী দ্বারা মন্থনযন্ত্র মন্দর পর্ব্বতকে আকর্ষণ করিলে, যে রূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, আজ ভীমমূর্ত্তি দশাননের ক্রোধসম্ভূত দন্ত ঘর্ষণেও তদ্রূপ বিকট শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে দশাননের তাদৃশী ভীমমূর্ত্তি ও অভূত-পূর্ব্ব ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া, সর্ব্বদা সন্নিধানে অবস্থান-কারী নিশাচরেরাও নিতান্ত ভীত হইয়া শূন্য নয়নে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর আসন্নমৃত্যু দশানন তথাপি সংগ্রাম-লালসায় রাক্ষসী সেনাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন; নিশাচরগণ! আমি বহুকাল ব্যাপিনী অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম; তাঁহার প্রসন্নতা-প্রাপ্ত বরপ্রভাবে কি দেব কি দানব, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি সিদ্ধ, কি চারণ, কি অসুর, তদবধি কাহা হইতেও আমার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমার যে আদিত্যনিভ ব্রহ্মদত্ত দুর্ভেদ্য কবচ আছে, দেবাসুর সংগ্রামে যাহা বজ্রশক্তি দ্বারাও বিভিন্ন হয় নাই, আজ আমি সেই কঠোর কবচ ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, কেবল বর্ত্তমান শত্রু কেন, কাহারও সাধ্য নাই, যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে। অধিক কি, সেই বজ্রদুর্ভেদ্য কবচ দেখিয়া, আমার

বোধ হয়, সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও অগ্রসর হইতে পারিবে না। হে রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ! পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে ভগবান্ কমলাসন প্রসন্ন হইয়া আমাকে যে শর ও শরাসন অর্পণ করিয়াছিলেন, তোমরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য বাদন পূর্ব্বক যাহা উত্থাপিত করিয়া থাক, আজ আমি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সেই পরম শত্রু রাম লক্ষ্মণের প্রাণ সংহার করিব। এক্ষণে তোমরা নির্ভয়ে সমধিক উৎসাহ সহকারে সমরসজ্জায় সজ্জিত হও।

এই বলিয়া দশানন শোকাকুল অপর নিশাচরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল;—রাক্ষসগণ! তোমরা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর, সুস্থ হও। বৎস ইন্দ্রজিৎ দুর্ভেদ্য রাক্ষসী মায়া প্রভাবে নির্ব্বোধ বানরদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মায়াসীতাকে নিহত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি আজ সত্য সত্যই সেই ক্ষত্রিয়কুলাধম রামের অনুরক্তা মহিষীর প্রাণ নাশ এবং তন্নিবন্ধন শোকাকুল রামলক্ষ্মণকেও পরিশেষে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব। এই বলিয়া লঙ্কেশ্বর আরক্ত বিংশতিনেত্রে বিঘূর্ণিত ও বিমল কোষ হইতে সুশাণিত অসিলতা নিষ্কাশিত করিয়া ভার্য্যা ও সচিবগণ সহ সীতা সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় মন্ত্রিগণ দশাননকে ক্রোধভরে বিনির্গত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; আজ মহারাজ যে রূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ইঁহার মূর্ত্তিও আজ যে

রূপ ভয়াবহ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, রাম লক্ষ্মণ ইহাঁকে দেখিলেই সাতিশয় ভয়াকুল ও ব্যথিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। আর কেনই বা ভীত না হইবে; রণাঙ্গণে ইহাঁর বিঘূর্ণিত আরক্ত বিশতি নেত্র ও অতুল্য বীরদর্প নিরীক্ষণ করিলে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, লোকপালেরাও যখন সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভয়ে পরাজয় স্বীকার করেন, তখন সামান্য মনুষ্যের কথা উল্লেখ করাই অনুপস্থিত প্রসঙ্গ। এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বাহুবলে সংগ্রাম জয় করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর সহিত ত্রিলোকের যাবতীয় রত্নজাত আহরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিতেছেন। রণবিক্রম ও বীরত্বের বিষয় তুলনা করিলে বোধ হয় জগতীতলে ইহাঁর তুল্য আর কেহই নাই।

প্রভুপরায়ণ সচিবেরা এই রূপে নানা কথায় প্রভুর প্রশংসা করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। এদিকে ক্রোধাকুল রাবণ সমবেগে সেই অশোকবন-বাসিনী সুদীনা জনকাত্মজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় সুবুদ্ধি সুহৃদ্বর্গেরা তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যবসায় হইতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্দ্দান্ত তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া, চন্দ্রপত্নী রোহিণীর প্রতি যেমন করাল রাহুগ্রহ প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল।

এখানে অশোকবন-বাসিনী, পতিবিরহে যেন উন্মাদিনী রাক্ষসীগণ-রক্ষিতা সুদীনা সীতা সুদীন বদনে দিবানিশি

প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন; সহসা সেই নিস্ত্রিংশধারী ক্রোধচণ্ড দুর্দ্দান্ত দশাননকে আধাবিত দেখিয়া এবং তাহার প্রতি শত শত সুহৃদ্বর্গের নিষ্ফল নিবারণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া তৎকালে তাঁহার চন্দ্র-বদন মলিন ও সর্ব্বশোণিত যেন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি এই আকস্মিক ঘোর বিপত্তি হইতে কিসে পরিত্রাণ পাইবেন, কিসে অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবেন, কিসে প্রাণ রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; যেন উন্মাদিনীর ন্যায় অমনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং নিরন্তর নিপতিত নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন;—হায়! দুর্দ্দান্ত রাবণ সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাকুল আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিতে করিতে যখন আমার অভিমুখেই ধাবমান হইতেছে, তখন আজ বা কি সর্ব্বনাশের কার্য্যই সংঘটিত হয়। অনুমান করি, আজ এই হতভাগিনীকেই বুঝি নিহত করে। হা প্রাণবল্লভ! এমন সময়ে একবার আসিয়া আপনার প্রাণাধিকা জানকীর শেষ দশা দেখিলেন না। হায়! ত্রিলোকশরণ্য দাশরথির সহধর্ম্মিণী হইয়াও আজ আমাকে অনাথার ন্যায় দুর্ব্বিনীত দশাননের হস্তে জীবন বিসর্জন করিতে হইল। হায়! আজ দুরাত্মার যে রূপ ক্রোধ দেখিতেছি, তাহাতে যে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তাহার কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই। হায়! দুরাচার আমাকে ভার্য্যাপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য চর প্রেরণ

করিয়াছিল, স্বয়ংও আসিয়াছিল, কিন্তু আমি কোন মতেই তাহাতে স্বীকৃত হই নাই; বোধ হয়, সেই কারণেই কামুক রাক্ষস আমাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে। অথবা আজ যখন লঙ্কার যাবতীয় রাক্ষসের হর্ষধ্বনি, সিংহনাদ ও আহ্লাদপরীত বাক্যালাপ কর্ণগোচর হইতেছে, তখন অনুমান হয়, দুর্দ্দান্ত আজ কি সর্ব্বনাশের কার্য্যই বা সম্পাদন করিয়াছে। হা! আর্য্যপুত্র! হা দেবর লক্ষ্মণ! বাহুবলে সাগর লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে গোষ্পদ লঙ্ঘনে কি অপারগ হইলেন? না না. সামান্য নিশাচরের হস্তে তাঁহারা মরিবার নহেন। আমার বোধ হয়, দুরাত্মা আজ প্রিয় পুত্রের নিধনে নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছে, বলবতী শোকানলশিখায় উহার বলবীর্য্য সমুদায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বৈরসাধনে সামর্থ্য বিহীণ হইয়া এই হতভাগিনীর প্রাণ নাশ করিতেই আসিতেছে। আমি অবলা; সুতরাং নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও আমার জীবনবিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। হায়! মহাত্মা হনুমান্ যখন আমারে পৃষ্ঠে করিয়া আর্য্য সমীপে লইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; তখন কেন আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; তাহা হইলে ত আজ আমাকে এরূপ অনুতাপ করিতে হইত না। তৎকালে ভাবিয়াছিলাম; আর্য্যপুত্র স্বয়ং আসিয়া শত্রু জয় পূর্ব্বক আমারে উদ্ধার করিলেই আমার এ দুঃখের অবসান হয়; কিন্তু আমি যে নিতান্তই হতভাগিনী,

বিধাতা আমার ললাটে যে কেবলমাত্র দুঃখই লিখিয়াছেন; তাহা আজ সর্ব্বথা অবগত হইলাম।

এই বলিতে বলিতে দশাননভয়ে পতিপ্রাণা জানকী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রাণপতিকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন;—আর্য্যপুত্র! সমধিক উচ্চৈঃস্বরে হে প্রাণবল্লভ! কৈ, আমি এত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, তিনি ত উত্তর দিলেন না, সত্য সত্যই কি রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? জীবিতনাথ! আপনি অমিতবীর্য্য হইয়া আজ কি সামান্য নিশাচরের সহিত সমরে জীবন বিসর্জন করিলেন? অয়ি আর্য্যে কৌশল্যে! এখানে যে আপনার সর্ব্বনাশ হইল। কিছুই জানিতে পারিলেন না। আপনার অমূল্য নিধি এই হতভাগিনীর জন্য বাহু-বলে সুদুস্তর সাগর পার হইয়া আজ রাক্ষসরূপ গোষ্পদে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হায়! আর্য্যা কৌশল্যার কেবল আর্য্যপুত্রই একমাত্র সন্তান, এ সর্ব্বনাশের কথা যদি তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে কি তাঁহার দেহে আর জীবন থাকিবে? আহা! তিনি এতকাল কেবল আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই জীবন রাখিয়াছেন, অধুনা সে আশা নিরাশা হওয়ার সংবাদ পাইলে, আশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। অথবা এই লোমহর্ষণ সংবাদ শুনিবামাত্র প্রথমে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তৎপরে প্রিয়পুত্রের মনোহর রূপলা-বণ্য ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিয়া রোদন করিবেন;

পরিশেষে উন্মাদিনীর ন্যায় কার্য্যাকার্য্য বিবেক-পরিশূন্য হইয়া হয় জল প্রবেশ, না হয় অনল প্রবেশ করিবেন। অয়ি দেবী কৈকেয়ি। অয়ি পাপীয়সী মন্থরে। এতদিনে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।

এই বলিয়া সুদীনা সীতা রোদন করিতেছেন; এমন সময়ে শুদ্ধব্রত, সুবোধ ও সৎস্বভাব সুপার্শ্ব নামক অমাত্য শশাঙ্কবিহীনা দেবী রোহিণীর ন্যায় তাঁহারে রোদন করিতে দেখিয়া নিবারণার্থ দ্রুত পদে নিশাচরনাথের নিকট গমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে অন্যান্য অমাত্যেরা মহারাজের সমধিক ক্রোধোদ্রেক দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেও, তিনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ত্বরায় রাজসন্নিধানে গিয়া কহিলেন; মহারাজ! একি, আপনি মহাত্মা বৈশ্রবণের অনুজ ও মহৎকুলসম্ভূত! ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারীর প্রাণনাশ করা কি ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্য? আপনি যখন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া যথানিয়মে রাজ্য পালন করিতেছেন, তখন কি আপনার নারীবধে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত? রাক্ষসরাজ! আমি বিনয় পূর্ব্বক নিবারণ করি, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, ক্ষান্ত হউন, সীতা অবলা, ইহার প্রাণবধ করিলে আপনার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই; বরং বিলক্ষণ অধর্ম্মলাভেরই সম্ভাবনা; অতএব

মহারাজ! আমার অনুরোধে ইহাকে অন্তত রামবধ পর্য্যন্তও রক্ষা করুন। উপস্থিত কোপ রামের প্রতিই প্রকাশ করুন। অদ্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আজ সংগ্রামের সমস্ত উদেযাগ করিয়া কল্য অমাবস্যাযোগে সমস্ত দলবল সহ বিজয় লাভার্থ যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। নাথ! আপনি অতি ধীর, বীর, বিচক্ষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত; আপনি বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণে যাত্রা করিলে, উপস্থিত শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবেন। শত্রু নিপাত হইলে শত্রুপত্নী মৈথিলী তখন স্বয়ংই আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।

এই বলিয়া মহামতি সুপার্শ্ব বিরত হইলে, দশানন তদীয় ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ কোপাবেগ উপশমিত করিয়া জনকাত্মজার বধোদ্যম হইতে সংগ্রামলালসায় স্বভবনাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর আসন্নমৃত্যু দশানন প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ব্যাকুল মনে সভাভবনে প্রবেশ করিল এবং সুদীন বদনে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বীয় পরিণাম নিতান্ত দুর্ব্বল বশতঃ দুরাত্মার তৎকালে এরূপ ক্রোধোদ্রেক হইয়া উঠিল, যে তাহা আর কোন মতেই সংবরণ করিতে পারিল না; অমনি কোপপূর্ণ করাল কেশরীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেনাপতিদিগকে কহিতে লাগিল; অহে সেনাধ্যক্ষগণ! তোমরা ত্বরায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিবর্গে পরিবৃত ও রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া, আমার পরম শত্রু সেই নরাধম রামকে অবরোধ পূর্ব্বক বর্ষাসম্ভূত জলদপটল যেমন জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ অজস্র বাণ বর্ষণ কর। একমাত্র তাহার প্রাণসংহার করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য; সেই রামই সকলের মুল, তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলে অন্যান্য সেনা সমুদায় অনায়াসেই আয়ত্ত হইবে। অথবা তোমরা তাহার বধসাধনে যদিও কৃতকার্য্য হইতে না পার, তাহা হইলে আজ কেবল শরবর্ষণ দ্বারা

তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখ; কল্য আমি স্বয়ং সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধে অবিরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিল। নিশাচরেরা প্রভুর আদেশমাত্র স্ব স্ব রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক সেনাদলে সমবেত হইয়া মহাসমারোহে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা করিল। এবং দেখিতে দেখিতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া বানরগণের প্রতি অসংখ্য প্রাণান্তক পারঘ, পট্টিশ, পরশ্বধ, শর ও সুতীক্ষ্ণ অসি প্রভৃতি মহা বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এদিকে মহাবল বানরেরাও শৈলশিলা প্রভৃতি পাদপরাজি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঘোরতর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে কপিরাক্ষসদিগের ক্রমে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নিশাচরেরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বানরদিগের প্রতি ভীষণ গদা প্রহার করিতে লাগিল; বানরেরাও বল পূর্ব্বক সেই সমস্ত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আবার তদ্দ্বারাই তাহাদিগকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সংগ্রামক্ষেত্রে কপিরাক্ষসদিগের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে প্রথমতঃ আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; তৎপরে শোণিত প্রবাহে সেই সমুদায় রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। প্রবল প্রবাহে তৎকালে শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগ্ন পতিত রথ ও মৃত করিকুল যেন ঐ নদীর কূলের ন্যায়

প্রবাহমান হইতে লাগিল। এবং উভয় পক্ষীয় সৈন্য-দিগের শব শরীর ঐ প্রবল নদীপ্রবাহে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। ভীমবল বানরেরা ঐ রুধির প্রবাহে আপ্লুত হইয়া পরমানন্দে পুনঃ পুনঃ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিযোদ্ধাদিগের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও নানাবিধ অস্ত্র সমস্ত চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বা দশন ও নখর দ্বারা রিপক্ষ-গণের কেশ, কর্ণ, নাশিকা ও ললাট প্রভৃতি বিদীর্ণ ও বিক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক একটী ফলবান্ বৃক্ষের উপর যেমন শত শত পক্ষী নিপতিত হয়, তদ্রূপ এক এক নিশাচরের প্রতি শত শত বানর প্রধাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া এরূপ বেগে গদা প্রভৃতি মহাস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিল; যে বানরেরা তাহা আর কোন মতেই সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া শরণ্য রামের শরণাপন্ন হইল।

তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া স্বীয় বিশাল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষসী সেনাদল মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে নিশাচরেরা নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন দিবাকরের ন্যায় অথবা আদর্শতলে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় রামচন্দ্রের প্রতি নেত্র পাত করিতেও সমর্থ হইল না এবং মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রবৎ তদীয় শর-

প্রহারও সহ্য করিতে পারিল না। মহাবীর রাম অসাধারণ সংগ্রাম নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক নিদারুণ শরানলে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ কৌশলে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে রজনীচরেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেই পারিল না; কেবল তৎকৃত অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য কলাপই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বনমধ্যস্থিত প্রবল বায়ু যেমন কার্য্য দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ রাম যে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহা কেবল তৎকৃত অসাধারণ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারাই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি এরূপ সংগ্রামকৌশল বিকাশ করিতে লাগিলেন, এরূপ ভীষণ বেগে বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, যে তৎকালে মহতী রাক্ষসী সেনারাও নিতান্ত অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অসংখ্য মহারথ রাক্ষসগণ নিহত ও ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। জীবগণ যেমন ইন্দ্রিয় বিষয়াধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতে পারে না, তদ্রূপ নিশাচরেরা ছিন্ন ভিন্ন ও বাণানলে দগ্ধ হইয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। রাম অবলীলাক্রমে সমস্ত গজ, বাজি, মহারথ ও পদাতিদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। নিয়ত গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ করাতে নিশাচরেরা তৎপ্রভাবে তৎকালে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া উঠিল এবং হনন-প্রবৃত্ত রামদর্শনে অপারগ ও ক্রোধোন্মত্ত হইয়া রামসাদৃশ্য জ্ঞানে পরিশেষে পরস্পরকেই বিনাশ করিতে

আরম্ভ করিল। কখন সহস্র সহস্র রাম রণস্থলে যুগপৎ দর্শন করিতে লাগিল, এবং কখন বা একমাত্র রাম তাহাদিগের নেত্রপথে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত রামকে কেহই দেখিতে সমর্থ হইল না; সেই বীরকুলচূড়ামণি লঘুহস্ত রামচন্দ্রের কনকময়ী কার্ম্মুককোটি তীব্রবেগ বশতঃ তৎকালে অলাতচক্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বথা কাচক্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর মধ্যভাগ চক্রমধ্যদেশের ন্যায়, আকৃষ্ট কোদণ্ড নেমির ন্যায়, প্রযুক্ত বল অনলশিখার ন্যায়, শরনিকর অরকাষ্ঠের ন্যায় এবং জ্যানির্ঘোষ ও তলশব্দ চক্রধ্বনির ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর সেই মহাসংগ্রামে অন্তকরূপী বীর রামচন্দ্র একাকী এইরূপে মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে সাত কোটি বিংশতি লক্ষ রথ ভগ্ন এবং ত্রয়োদশ কোটি দ্বাদশ লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র গজ, দশকোটি বিংশতি লক্ষ বিংশতি সহস্র অশ্ব, ও এক শত পঞ্চ চত্বারিংশৎ কোটি অষ্টাশীতি লক্ষ পদাতিসৈন্যদিগের প্রাণ সংহার করিলে, হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তদীয় তাদৃশ লোমহর্ষণ কার্য্য দর্শনে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে নিহত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতিদিগের মৃত দেহসমূহে রণভূমি যেন ক্রোধপ্রচণ্ড রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। দুর্দান্ত নিরস্ত। মহাত্মা দাশরথির অত্যাশ্চর্য্য বীরত্ব দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অন্তরীক্ষে দেব,

দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ভূতলে বানরেরা পূজা করিতে লাগিলেন। এবং পাতালতলে নাগলোকেরা তাঁহার অনন্ত গুণগরিমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা রাম সন্নিহিত কপিরাজ সুগ্রীব, মিত্র বিভীষণ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, সুধীর হনূমান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি সহচরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; হে হিতৈষী সুহৃদগণ! আপনারা ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির অস্ত্র বলের ন্যায় আমার অস্ত্রবল প্রত্যক্ষ করিলেন; এক্ষণে এ যুদ্ধের অবসান হইল; ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। এই বলিয়া রাম তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া বিজয়-সম্ভূত পরমাহ্লাদে শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

এদিকে লঙ্কানগরীস্থ সমস্ত নিশাচর ও নিশাচরীগণ সমরে সেই অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথির, তপ্ত কাঞ্চন-মণ্ডিত প্রদীপ্ত শরানলে রাবণপ্রেরিত সহস্র সহস্র গজ বাজি, অসংখ্য রথ ও গদা-পরিঘধারী বহু সংখ্য শূর রাক্ষস ভস্মসাৎ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল চিত্তে একত্র সমবেত হইয়া অসীম দুঃখ প্রকাশ করিতেছে; এমন সময়ে পতিপুত্রবিহীনা কতকগুলি নিশাচরী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইল। এবং সকলে সমবেত হইয়া সজল নেত্রে আর্ত্ত হৃদয়ে এক রূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল;—

হায়! সেই কুলক্ষয়কারিণী বিকৃতাঙ্গী নিম্নোদরী স্থবিরা পাপ শূর্পণখা কেনই বা দণ্ডকারণ্যে দুর্দ্দান্ত দাশরথির সন্নিধানে গমন করিয়াছিল? সেই সর্ব্বনাশী কুরূপা নিশাচরী কেনই বা সেই কন্দর্প-নিন্দিত রূপলাবণ্য সম্পন্ন সুকুমার রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া কামমোহিত হইয়াছিল? কি জন্যই বা সেই গুণহীনা দুর্মুখী সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত চন্দ্রবদন দশরথাত্মজের সংসর্গ কামনা করিয়াছিল? হায়!

এই সুবিস্তীর্ণ রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্যই বুঝি পাপ রাক্ষসী বৃদ্ধ বয়সেও তাদৃশ উপহাসাস্পদ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? হায়! সেনাপতি খর দূষণের বিনাশ ও রাক্ষসবংশ নিঃশেষ করিবার নিমিত্তই কি, সেই পক্ককেশা কুরূপা নিশাচরী দণ্ডকারণ্যে রাঘব সন্নিধানে উৎকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছিল? পাপ শূর্পণখার নিমিত্তই ত নরেশ্বর রামচন্দ্র সহ লঙ্কেশ্বরের এই লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল? সেই সর্ব্বনাশীই সকল কার্য্যের মূল এবং তাহা হইতেই জগদ্বিখ্যাত রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। আহা! রাক্ষসরাজ অগ্রে না বুঝিয়া রাক্ষসকুল ক্ষয়ের জন্যই রামসহিষী জনকাত্মজারে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন মতেই তাঁহারে লাভ করিতে পারিবেন না; কেবল বলবান্ শত্রু রাম সহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইলেন। রাম একাকী বিরাধ নামক রাক্ষসকে নিহত করিলেন, দেখিয়াও যখন লঙ্কাপতি পতিদেবতা বৈদেহীরে কামনা করিয়াছেন, আমরা তখনই জানিয়াছি, রাক্ষসকুলের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। রাম একাকী হইয়া জনস্থানে যখন তাদৃশ ভীমকর্ম্মা রণদুর্ম্মদ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরা এই তিন দুর্দ্দান্ত নিশাচরও যখন তাঁহার হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন রাম যে সুরাসুরবিজয়ী, এবং রাক্ষসকুলক্ষয়কর অবতার বিশেষ, তৎপক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমস্ত জনতাসূলক লোমহর্ষণ

কার্য্যই তাহার প্রকৃত নিদর্শন। সেই যোজনবাহু রুধিরাশন কবন্ধ রাক্ষস যখন রামশরে নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; তখন মহাত্মা দশরথাত্মজ যে সুরাসুর-সর্ব্বলোক-বিজয়ী; তাহা বলাই বাহুল্য; আমরা শুনিয়াছি; কপিরাজ সুগ্রীব অগ্রজের ভয়ে ভগ্নমনোরথ হইয়া অতিদীন বদনে, ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিল, মহাবীর রাম তথায় উপস্থিত হইয়া তৎসহ সখ্যভাব স্থাপন পূর্ব্বক তাহার অনুরোধে মহাবল বালিকেও নিহত করিয়া যখন সেই সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তখন রাম যে সুরাসুর সর্ব্বলোকবিজয়ী, তাহার উল্লেখ করা কেবল অত্যুক্তিমাত্র।

হায়! মহাত্মা বিভীষণ পরিণাম ভাবিয়া লঙ্কেশ্বরের নিকট যে সমস্ত ধর্ম্মসঙ্গত হিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে যখন তিনি কর্ণপাত করেন নাই; আমরা তখনই জানিয়াছি; রাক্ষসবংশের আর রক্ষা নাই। হায়! মহারাজ তৎকালে যদি তাঁহার কথায় সম্মত হইতেন, তাহা হইলে-এই মনোহারিণী, যেন ইন্দ্রনগরী লঙ্কাপুরী ত কখনই এরূপ শ্মশানভূমির ন্যায় ক্লেশকরী হইত না। হায়! সেই নরশার্দ্দূল রামের শরানলে মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভস্মসাৎ হইলেন, বীরপ্রবীর লক্ষ্মণ অবলীলাক্রমে অমিতবীর্য্য অতিকায়কেও নিহত করিলেন, এবং পরিশেষে ইন্দ্রজিতও সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল; এ সমুদায় দেখিয়াও কি দশাননের অন্তরঙ্গ হয় না, যে রাম সামান্য মনুষ্যের

ইতি পূর্ব্বে বীর হনূমান্ লাঙ্গুলবহ্নি দ্বারা অবলীলাক্রমে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী ছার খার এবং মহাবীর কুমার অক্ষকেও সংহার করিয়া স্বয়ং অক্ষত শরীরেই প্রস্থান করিয়াছে, তৎকালে ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কি তাঁহার জ্ঞানোদ্রেক হয় না, যে রাম সামান্য শত্রু নহেন। নগরী মধ্যে "হা! পুত্র! হা ভ্রাতঃ! হা স্বামিন্!" বলিয়া দিবানিশি উচ্চতর রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, শুনিয়াও কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, যে রাম সর্ব্বথা অজেয় শত্রু। হায়! সংগ্রামে সহস্র সহস্র অশ্ব, শত শত রথ, কত শত গজ এবং বহুসংখ্য পদাতি সৈন্য রামহস্তে নিহত হইল, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি তিনি রণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন না। কি কাল ক্রোধই তাঁহারে আক্রমণ করিয়াছে, তাঁহারও ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইবে না; আর আমাদেরও দুঃখের অবসান হইবে না।

উঃ—কে বলে; রাম মনুষ্য! এতাদৃশ লোমহর্ষণ বিক্রম, এতাদৃশ অতুল্য সংগ্রাম চাতুর্য্য, কে কোথা মনুষ্যশরীরে নিরীক্ষণ করিয়াছে। আমাদের বোধ হয়, সাক্ষাৎ জগৎসংহারকারী ভগবান্ পিনাকপাণি কিম্বা স্বয়ং নারায়ণ অথবা স্বয়ং কালান্তক যমই রাম রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, সেই নরশার্দ্দূল রাম সংগ্রামে যখন একে একে আমাদের প্রধান প্রধান সমস্ত বীরগণেরই নিধন সাধন করিয়াছেন; নগরী হইতে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কে বীর

সমরে যাত্রা করে, তাহাকে যখন প্রাণ লইয়া আর প্রতি-নিবৃত্ত হইতে দেখিতেছি না; তখন আর আমাদের জীবনাশা কোথায়? এ ঘোরতর বিপদ্ হইতে আমরা আর কোন মতেই নিস্তার পাইব না। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! এই মহৎ ভয় উপস্থিত হই-য়াছে, জানিয়াও, ব্রহ্মদত্ত বর প্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া দশানন জানিতে পারিতেছেন না। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও কিন্নরেরাও যাঁহাকে সংগ্রামে পরা-জয় করিতে পারেন না; সেই রামকে পরাভব করা কি রাক্ষসের কার্য্য? বিশেষ এখন ক্রমশঃ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিরী-ভাবে নিবারণ করিতেও এখন কেহ সমর্থ হইবে না। হায়! প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রা সময়েই আমরা ইতস্ততঃ নানা প্রকার অমঙ্গল সূচক যে সমস্ত উৎপাত পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেছি; তৎসমুদায় যে লঙ্কেশ্বরের নিধনের সুস্পষ্ট চিহ্ন; তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মাল্যবান্ প্রভৃতি বৃদ্ধ রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে রামের হস্তে রাব-ণের নিশ্চই নিধন সম্পাদিত হইবে, ভাবিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল;—অহো! সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগ-বান্ কমলাসন তপস্যায় প্রীত হইয়া দশাননকে কেবল দেব, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন; মনুষ্য হইতে ত অবধ্যত্ব প্রদান করেন

নাই ; এক্ষণে যে মনুষ্যের সহিতই সংগ্রাম উপস্থিত ; সুতরাং এ সংগ্রামে যে আমাদের ঘোরতর বিপত্তি উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

আমরা শুনিয়াছি ; রাম মহারাজ দশরথের আত্মজ। সুতরাং তাঁহার মনুষ্যত্বের বিষয় আর সন্দেহ কি আছে ? আরও শুনিয়াছি, আমাদের মহারাজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত ও মহামদে বিমোহিত হইয়া দেবগণকে সর্ব্বদা প্রপীড়িত করিতেন ; এজন্য তাঁহারা উৎকট তপস্যা দ্বারা পিতামহকে প্রসন্ন করেন। ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তৎকালে কহিয়াছিলেন ; দেবগণ ! আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। অচির কাল মধ্যেই দানব ও রাক্ষসগণ তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করিবে। ওদিকে চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও মিলিত হইয়া ভগবান্ ভূতভাবন দেবপ্রধান মহাদেবকে প্রসন্ন করায়, তিনিও প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন ; দেবগণ ! তোমরা নিশ্চন্ত হও, অচিরকাল মধ্যে তোমাদের এ ভয় বিদূরিত হইয়া যাইবে। তোমাদের হিতার্থ রাক্ষস বংশ ধ্বংস করিবার জন্য একটী নারী অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন। সেই নারী হইতেই তোমাদের বিপদ্ এবং রাক্ষসকুল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের বোধ হয়, সেই নারীই বুঝি এই জানকী। অশোকবনে প্রবেশ করা অবধি যে রূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে ; তাহাতে ইহা হইতেই যে রাক্ষসবংশ ধ্বংস হইবে, তাহার আর

সন্দেহ নাই। অনুমান করি পূর্ব্বকালে এই সর্ব্বনাশিনী জানকীই বুঝি দেবপ্রযুক্ত হইয়া দানবদিগকে সংহার করিয়াছিল; অধুনা আবার রাক্ষসবংশ ভক্ষণ করিতেও আসিয়াছে।

হায়! দুর্নীতিপরায়ণ দুর্ব্বিনীত দশাননের দুর্নীতি বশতই আমাদের এই মহৎ ভয়, এই অপার শোক, এবং এইরূপে রাক্ষস কুলের ক্ষয় আরম্ভ হইল। আমরা এখন কোথায় যাইব, কোথায় গিয়াই বা রক্ষা পাইব। এ সংসারে এরূপ ব্যক্তি আর কে আছে, যে এই ঘোরতর সঙ্কট হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করে। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়। করেণু এবং করেণুকাদল দাবাগ্নি-পরিবৃত হইয়া যেমন সভয়ে কাল যাপন করে, সম্প্রতি আমরাও তদ্রূপ সেই কালান্তক রামের ভয়ে ভীত হইয়া দিবানিশি নয়ন জলে ভাসিতেছি। এক্ষণে আমরা কাহারই বা শরণ লইব; আর কেই বা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। জগতীতলে এমন লোক অতি বিরল, যাহার কোপদৃষ্টি রাক্ষসবংশে নিপতিত না হইয়াছে; সুতরাং কোথায় গিয়াও আমাদের রক্ষার পথ দেখিতেছি না। মহাত্মা বিভীষণ অতি বিচক্ষণ; তিনি পরিণাম দুর্দ্দশা দেখিয়া অগ্রেই রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন। নগরী মধ্যে নিশাচর ও নিশাচরীগণ সাতিশয় শোকার্ত্ত ও ভয়বিপীড়িত হইয়া পরস্পর এইরূপে বিষাদ ও উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

এখানে ভীমদর্শন পাপ দশানন পুরীমধ্যে সমস্ত বৃদ্ধা রাক্ষসী ও রাক্ষসগণের বিলাপ ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনবদনে কিয়ৎকাল পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্তে এরূপ ক্রোধোদ্রেক হইল, যে তৎ প্রভাবে তৎকালে তাহার বিংশতি নেত্র সর্ব্বথা নবোদিত দিবাকরের ন্যায় লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তখন কালসমমূর্ত্ত্য রাবণ রোষাবেগে অবিরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রাক্ষসদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সমীপস্থ নিশাচরদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ক্রোধাব্যক্ত ভাষে কহিতে লাগিল; হে রাক্ষসগণ! তোমরা অবিলম্বে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষের নিকট গিয়া বল, যে মহারাজের আজ্ঞা, সত্বর সমর সজ্জায় সজ্জিত হউন।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধবিরূপীকৃত আরক্ত বিংশতি নেত্রে যেন চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিয়াই ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত

করিতে লাগিল। পার্শ্বচর নিশাচরেরা প্রভুর বাক্য শ্রবণ
মাত্রে জয়ার্জ্জিত হইয়া তাহাদের নিকটে তৎক্ষণাৎ গিয়া
রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিল। তখন ভীমদর্শন মহোদর প্রভৃতি
রাক্ষসগণ স্বামীর আদেশ শ্রবণমাত্রে অতিমাত্র ত্বরান্বিত
হইয়া তদীয় জয়াভিলাষে স্বস্ত্যয়ন পূর্ব্বক যুদ্ধ যাত্রার্থ রাজ-
সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। দশানন তাহা-
দিগকে সমরোদ্যত দর্শনে অট্টহাস্য পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া
কহিল; ওহে রাক্ষসবীরগণ! আজ ত্রিভুবন-বিজয়ী বীর
লঙ্কেশ্বরের কঠোর কার্ম্মুক-বিনির্ম্মুক্ত প্রলয়াদিত্যসঙ্কাশ
সুশাণিত শরনিকরে হীনবল মনুষ্য রাম লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই
যমালয়ে গমন করিবে; আজ আমি রণাঙ্গণে অবতীর্ণ
হইয়া বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক খর, দূষণ, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ ও
প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ বধের প্রতীকার সম্পাদন করিব।
আজ আমার অবিশ্রান্ত পরিত্যক্ত অশনিতুল্য বাণমেঘে
সমাচ্ছন্ন হইয়া, কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি
সাগর, কি স্বর্গ, সমস্তই অপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে;
আজ আমি সেই মহাসমরে সমস্ত প্রধান প্রধান বানর-
দিগকে যমসদনে প্রেরণ করিব; আজ আমার এই কার্ম্মুক
ব্যাপার সমুত্থিত শরোর্ম্মিমালায় সমুদায় কপিসৈন্য নিমগ্ন
হইয়া পড়িবে; মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন পদ্মকানন বিদলিত
করে, তদ্রূপ আমিও আজ সেই মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়া
রামরূপী বানরগণের বিজয়োদ্যম-বিকসিত পদ্মবন
সকল একেবারে প্রমথিত করিয়া ফেলিব; আজ [illegible]

সরসীরুহের ন্যায় বানরদিগের শরবিদ্ধ বদন সমূহে ধরা-
তল পরিশোভিত হইবে; আজ আমি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ
হইয়া একমাত্র শরে শত সহস্র কামরূপী শাখামৃগদিগকে
আকুলায়িত করিয়া তুলিব; ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও আত্মীয়
স্বজনের বিনাশ হওয়ায়, আমার নগরীস্থ অনেকানেক
নিশাচরীরা দিবানিশি নয়ন জলে ভাসিতেছে, আজ রণ-
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক অবশ্যই তাহা-
দের অশ্রুমার্জ্জন করিব; আজ মদীয় অশনিতুল্য অব্যর্থ
শরপাতে ছিন্ন বিছিন্ন ও গতাসু কপিসৈন্যগণের মৃতদেহে
ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও নিতান্তই শ্মশানবৎ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া
উঠিবে এবং আজ শৃগাল কুক্কুর ও অপরাপর মাংশাসী
প্রাণিবর্গেরা শত্রু শোণিত মাংস ভোজন করিয়া অবশ্যই
পরিতৃপ্ত হইবে। অতএব হে রাক্ষসপ্রবীরগণ। তোমরা
সত্বর সমর সজ্জায় সজ্জিত হও; আমার রথ সুসজ্জিত
করিতে আদেশ কর, অবিলম্বে আমার শরাসন আনয়ন
কর এবং অবশিষ্ট নিশাচরদিগকেও আমার অনুসরণ
করিতে বল।

এই বলিয়া দশানন যেন শত্রুবধে কৃতকার্য্যই হইয়া
অসীম বীরগর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মহাবল
মহাপার্শ্ব রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সমীপস্থ বলাধ্যক্ষদিগকে
সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিল। তাহারাও প্রভুর
আদেশ শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহার্থ লঙ্কার
প্রতিগৃহে গমন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরেই ভীমমূর্ত্তি নিশাচরেরা সকলে সমবেত ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভীমনাদে ও মহা-সমারোহে সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বিমল কোশ-নিষ্কাশিত সুতীক্ষ্ণ অসিলতা, সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় সমধিক বিকাশ পাইতেছে; কাহারও করে শূল, কাহারও হস্তে শক্তি এবং কাহারও কাহারও করে মহতী গদা, পট্টিশ, মুষল, হল, কূট মুদ্গর, যষ্টি, বিবিধ চক্র, শাণিত পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধজাল অতিভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এদিকে বলাধ্যক্ষেরা রাজানুশাসনে ত্বরান্বিত হইয়া সারথি সহ অষ্টতুরঙ্গম-যোজিত চারি খানি মহারথ রাজসমীপে আনয়ন করিল। তদ্দর্শনে দশানন সমরসজ্জায় সুশোভিত হইয়া এক সুসজ্জিত রথে অধি-রোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর শব্দে যেন কালান্তক যমের ন্যায় রণ ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এদিকে অপরাপর রাক্ষসী সেনা তাহাকে বেষ্টন করিয়া, সাক্ষাৎ সংহাররূপী ভগবান্ পিণাকপাণির অনুগামী ভূতগণের ন্যায় ঘোর দর্পে যাইতে লাগিল এবং মহাবল মহাপার্শ্ব, মহো-দর ও ক্রোধবিক্রপীকৃতাক্ষ বিরূপাক্ষ রাজানুশাসনে অপর রথত্রয়ে অধিরোহণ পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জনে যেন জগৎ আকুলায়িত করিয়া নায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তৎকালে পদাতিসৈন্যগণের পদভরে এবং তুরঙ্গ দশাননের অসামান্য বীরদর্পে ধরামণ্ডল যেন টলমল ক

মহাসাগরও বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময়ে তাহাদের রণযাত্রা দেখিয়া বোধ হইল; কেবল রাম লক্ষ্মণ কেন, আজ সমস্ত জগতেরই নিস্তার থাকিবে না।

অনন্তর এইরূপে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দশানন, যে দিকে রাম লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, দলবল সহ তথায় অগ্রসর হইতেছে, ইত্যবসরে নানাবিধ দুর্ণিমিত্ত পরম্পরা তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে দিবাকর নিষ্প্রভ ও দিক্ বিদিক্ সমুদায় তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল। ঘোরতর অন্ধকার, যেন সর্ব্বথা কালরাত্রিই উপস্থিত। অকস্মাৎ পক্ষীগণ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং অকারণে অবনীমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। শিবাগণ দিবাভাগে অশিব রবে ভৈরব রব করিয়া চারি দিক্ বেড়াইতে লাগিল। অকস্মাৎ আকাশ হইতে শোণিতবৃষ্টি ও অশ্বগণের সমভূমিতেও পাদস্খলন এবং ধ্বজাগ্রভাগে অশুভসূচক গৃধ্রগণ নিপতিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ ঝঞ্জা বায়ুতে দিগ্বিভাগ আলুলায়িত, সশৈলকানলা বসুন্ধরা যেন ত্রাসে বিকম্পিত এবং অতিবিশাল বদ্ধমূল পাদপরাজি নিষ্কারণে ইতস্তত পতিত হইতে লাগিল। মেঘাবলী সহসা শোণিত মিশ্রিত দূষিত বারিধারা বর্ষণ করিয়া জীবগণকে সমধিক আকুল করিয়া তুলিল। মৃগপক্ষিকুলের স্বর সহসা রুক্ষ হইয়া উঠিল। তাহারা অকস্মাৎ আকুল ও দীনস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সূর্য্যাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া যেন মহতী

বিপদের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব অকস্মাৎ নীলিমায় রঞ্জিত; তদীয় পরিবেশমণ্ডল সহসা হ্রস্ব, রুক্ষ, কখন অপ্রকাশিত, কখন লোহিত রাগে রঞ্জিত ও কখন বা নিষ্কান্ত ভীমদর্শন হইতে লাগিল। শ্যেন, কাক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিকুল নিতান্ত আকুল ও আকাশ হইতে অকস্মাৎ পতিত হইয়া যেন যুগান্ত লক্ষনই প্রকাশ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সংগ্রামোদ্যত দশাননের বামাক্ষি ও বাম বাহু স্পন্দিত, বদনমণ্ডল সহসা বিবর্ণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে অকস্মাৎ ভীষণ উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং অশুভসূচক শকুনিকুল বায়সগণের সহিত মিলিত হইয়া অশনিপাতের ন্যায় অতিকঠোর ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আসন্নমৃত্যু দশানন অনিবার্য্য মৃত্যুমোহ বশতঃ তাদৃশ নিধনসূচক দুর্ণিমিত্ত পরম্পরা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও রণোদ্যম হইতে ক্ষান্ত হইল না; প্রত্যুত যেন কাল-প্রেরিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধার্থ ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে মহাবল বানরেরাও বিপক্ষকুলের রথনির্ঘোষ শ্রবণে সংগ্রামলালসায় অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষীয় সেনাদল সন্নিহিত হইলে, পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে বিজয়াকাঙ্ক্ষী কপিরাক্ষসকুলের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রচণ্ডমূর্ত্তি দশানন সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ক্রোধ-

বিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক অতিবেগ-নির্ম্মুক্ত কাঞ্চন মণ্ডিত অসংখ্য শরাঘাতে অগণ্য বাণরসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহার বিষম শরাঘাতে কোন বানরের শিরঃ, কাহারও মুখ, কাহারও কর্ণ, কহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ এবং অপর কাহারও পার্শ্বদেশ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সকলে রণশায়ী হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কেহ কেহ নিদারুণ বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিরুচ্ছাস হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; এবং অপর কেহ কেহ দ্বিখণ্ডিত হস্তে, কেহ কেহ ছিন্ন মস্তকে, কেহ কেহ বা উৎপাটিত নেত্রে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ দশানন এইরূপ ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রণস্থলের যে দিকেই গমন করিতে লাগিল; সেই সেই দিক যেন একেবারে কপিশূন্য হইয়া পড়িল। এমন কি, তৎকালে প্রাধান প্রধান বানরেরাও তাহার অবিষহ্য শরবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে পলায়নরূপ ঘৃণিত বৃত্তিই অবলম্বন করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর এই রূপে দশাননশরে আহত ও বিচেতন হইয়া ক্রমে বহুসংখ্য বানরী সেনা সমরশায়ী হইতে লাগিল। তাহাদের মৃতদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন ও শোণিতপ্রবাহ নদীপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পতঙ্গকুল যেমন বহ্নিসন্তাপ সহিতে পারে না, তদ্রূপ বানরেরাও তৎকালে রাবণের অসহ্য শরসম্পাত সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা শরার্দ্দিত হইয়া দাবদগ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ু যেমন মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ দশাননও সমরোদ্যত সমস্ত কপিসৈন্যদিগকে নিরাকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং স্বীয় অতুল্য বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুসংখ্য বানরবল বিনষ্ট করিয়া তুষারাপগমে সুপ্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় সমরোত্তীর্ণ রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। ঐ সময়ে কপিরাজ সুগ্রীব বানরদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেনাসন্নিবেশে সেনাপতি সুষেণকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সংগ্রামলালসায় এক প্রকাণ্ড পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষের

অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তৎকালে সুষেণ ব্যতীত অন্যান্য সেনাপতিরা সকলেই তাঁহাকে সমরোদ্যত দেখিয়া, শৈল শিলা ও অতি বিশাল পাদপরাজি ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সেনা সহ তাঁহার পার্শ্বে এবং পশ্চাদ্ভাগে ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর সুগ্রীব মহানাদে সমরাঙ্গণে উত্তীর্ণ হইয়া পাদপাঘাতে নিশাচরদিগকে রণস্থলে প্রোথিত ও মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুগান্তকালে প্রচণ্ড বায়ু সমুত্থিত হইয়া যেমন অত্যুচ্চ তরুরাজি বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ ভীমবল কপিরাজও তৎকালে প্রতিযোদ্ধা-দিগকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিবীড় নীরদাবলী যেমন ভীষণ গর্জন পূর্ব্বক কাননস্থিত পক্ষি-কুলের উপর শিলা বর্ষণ করে, সেই রূপ বিপক্ষবর্গের উপর নিরন্তর শিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রণভীরু নিশাচরেরা সেই সমস্ত শৈল শিলার আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় বিদীর্ণ শিরে প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রোধবিরূপীকৃতাক্ষ ভীমবল বিরূপাক্ষ রাক্ষস অমনি রথ হইতে লম্ফ প্রদান ও স্বনামোচ্চারণ পূর্ব্বক গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া মহানাদে বানরদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং বানরসেনাগ্রসর সুগ্রীবের উপর অজস্র শর বর্ষণ করিয়া স্বপক্ষীয় উদ্বিগ্ন সেনানিকরের হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব বিরূপাক্ষের বিনাশ মানসে

আহত হইয়া অপার ক্রোধে অশনিপাতবৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক মহা পাদপ উৎপাটন করিয়া দ্রুত-বেগে ধাবন পূর্ব্বক এরূপ বেগে তদীয় গজশিরে আঘাত করিলেন, যে আঘাতমাত্র গজরাজ চীৎকার করিয়া কিয়দ্দূর অপসৃত, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন ভীমবিক্রম বিরূপাক্ষ মাতঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষভচর্ম্ম পরিশোভিত চর্ম্মফলক ও বিমল কোশ-নিষ্কাশিত অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে সুগ্রীবের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া তাঁহাকে কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিতে করিতে ভয়ানক প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রণপণ্ডিত কপিরাজ সুগ্রীব তাহার প্রহারে ও তাদৃশ বীর-রস-ব্যঞ্জক আস্ফালনে সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া নিবিড় মেঘখণ্ডের ন্যায় এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রণচতুর নিশাচর তদীয় পরিত্যক্ত শিলাখণ্ড ব্যর্থ করিবার অভিলাষে কিঞ্চিৎ অপ-সৃত হইলে, ধাবমান শিলা বায়ুবেগে দূরে গিয়া যেমন পতিত হইল, আর অমনি গিয়া সুগ্রীবের বক্ষস্থলে এরূপ বেগে খড়্গাঘাত করিল, যে সেই বিষম আঘাতে তিনি আহত হইয়া ক্ষণকাল বিচেতন অবস্থায় ধরাতলে পতিত হইয়া রহিলেন কিন্তু তৎ পরেই বীর আবার গাত্রোত্থান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিপক্ষবক্ষে মহাবেগে সুদৃঢ় মুষ্টিপ্রহার করিলেন; কিন্তু মহাযোদ্ধা রণপণ্ডিত ভীমবল বিরূপাক্ষ

উহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া পরে সুগ্রীবের অঙ্গে পুনর্ব্বার এরূপ বেগে এক খড়্গাঘাত করিল, যে সেই ভীষণ আঘাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত এবং তিনি সেই নিদারুণ যাতনায় জানুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে যেন জড়ের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত কালমাত্র। তৎপরেই আবার তিনি পূর্ব্ববৎ সবল গাত্রে গাত্রোত্থান করিলেন। ক্রোধে তৎকালে তাঁহার নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ জ্বলিতে লাগিল, তিনি আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রোধগদ্গদ বাক্যে কহিলেন; রে রাক্ষসাধম! এই বার তোকে অবশ্যই যমালয়ে যাইতে হইবে, এই বলিয়া তাহার প্রশস্ত ললাটপট্টে সাক্ষাৎ অশনিকল্প এরূপ ভীষণ এক তল প্রহার করিলেন, যে সেই দারুণ আঘাতেই দুর্দ্দান্ত নিশাচর রুধিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বত হইতে যেমন প্রস্রবণ জল অনর্গল নির্গত হয়, তদ্রূপ বিরূপাক্ষের প্রকাণ্ড মুখকুহর হইতেও অবিরত শোণিতধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে দারুণ মৃত্যুযাতনায় তাহার নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়ায় তাহাকে অধিকতর বিকটাকার দেখাইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস সেই বিষম যাতনায় ব্যথিত হইয়া আকুল ভাবে কখন পার্শ্বপরিবর্ত্তন, কখন অনর্গল রুধির উদ্গীরণ ও কখন করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বানর ও রাক্ষসেরা ভিন্নবেগ অর্ণবদ্বয়ের ন্যায় হর্ষভরে আনন্দনাদ ও শোকপ্রলাপে

আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এবং উদ্বেল সমুদ্রপ্রবা-
হের ন্যায় কেহ হর্ষভরে ও কেহ শোকভরে ইতস্ততঃ
প্রসৃত হইয়া পড়িল। এবং ঐ সময়ে সমরক্ষেত্রও নিদাঘ
কালীন শুষ্কসলিলা সরসীর ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

তখন দশানন অসংখ্য সেনা সহ বিরূপাক্ষের নিধন
দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট এবং স্বীয় সৈন্যসংখ্যা ক্রম-
শই অল্প হইতেছে, আর বলবান্ বানরেরা অবলীলাক্রমে
তাহাদিগকে ধরিয়া বধ করিতেছে, দেখিয়া মনে মনে
দৈবের প্রতিকূল ভাব অবধারণ পূর্ব্বক যারপর নাই ব্যথিত
হইয়া উঠিল; কিয়ৎকাল পরিণামও ভাবিতে আরম্ভ
করিল; কিন্তু আসন্নমৃত্যু-সম্ভূত কোপ যেন কেশাকর্ষণ
করিয়া উপস্থিত কলহেই পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রেরণ
করিতে লাগিল। তখন সে সেই সর্ব্বনাশের ক্রোধের উত্তে-
জনায় সন্নিহিত সহোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল; ওহে
সহোদর! এ সময়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকা কি
তোমার উচিত? আমি এতকাল অন্নাচ্ছাদন প্রদান করিয়া
তোমার যে উপকার করিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যুপকারের
এই প্রকৃত কাল উপস্থিত। অতএব তুমি অতি সত্বর যুদ্ধ-

যাত্রা করিয়া সৈন্যনির্য্যান পূর্ব্বক স্বীয় অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হও। এ সময়ে আমার জয়াশা সর্ব্বথা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, মহাবীর মহোদর রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় অরিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এবং স্বীয় অতুল্য তেজে উৎসাহিত হইয়া ভীষণ শরপ্রহারে বিপক্ষ-কুল আকুল করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বলবান্ বানরেরাও বিপুল শিলাখণ্ড ধারণ পূর্ব্বক রিপুবল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহোদর সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধভরে ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত করিয়া বেগ-বান্ বাণজালে বিপক্ষ সেনাদলের পাণি, পাদ ও উরুদেশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বানরেরা সেই সমস্ত শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, কেহ কেহ চতুর্দ্দিকে পলায়ন এবং অপর কেহ কেহ শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত সুগ্রীব-সমীপে ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিল।

তদ্দর্শনে কপিরাজের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে ধাবন পূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বিপক্ষ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রণচতুর নিশাচর শরপ্রহার দ্বারা তাহা অবলীলাক্রমে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব নিজ প্রয়াস ব্যর্থ দর্শনে কোপাকুল হইয়া এক বেগে এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে মহোদরের মস্তকে নিক্ষেপ

করিলেন, এবং স্বীয় সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত
বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ানক আঘাতে অব-
সান্ন হওয়ায় মহোদরের হস্ত হইতে পরিঘাস্ত্র স্খলিত হইয়া
পড়িল; ঐ সময়ে সুগ্রীব সুযোগ পাইয়া সেই পাদপ গ্রহণ
পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহার অশ্বগণের মস্তকে এরূপ নিদারুণ
আঘাত করিলেন, যে সেই আঘাতেই তাহারা ধরাতলে
পতিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে পরিশেষে
নিদারুণ মৃত্যুবেদনা উপভোগ করিতে লাগিল। তখন
নিশাচরপ্রবীর মহোদর সাতিশয় কোপাকুল হইয়া অশ্ব-
বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান ও মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক
সংগ্রাম লালসায় প্রতিযোদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।
ঐ সময়ে সমরাঙ্গণে পরস্পর মিলিত, গদা পরিঘ হস্ত
বীরদ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; বিদ্যুদ্দাম-পরি-
শোভিত নিবীড় মেঘখণ্ডদ্বয় কোন দৈবকারণ বশতঃ গগন
মণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াই যেন ধরাতলে বিকাশ পাই
তেছে। অনন্তর মহাবীর মহোদর সেই সূর্য্যপ্রভা-নিন্দিত
মহতী গদা বিঘূর্ণিত করিয়া কোপভরে অতিবেগে কপি-
রাজের অঙ্গে নিক্ষেপ করিল। ঐ সময়ে সুগ্রীবও পরিঘাস্ত্র
সমুদ্যত করিয়া কোপকষায়িত লোচনে সেই প্রক্ষিপ্ত গদার
উপর প্রক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কোন ফলোপধায়ক হইল
না; সেই বজ্রকল্প মহতী গদাস্পর্শ মাত্র উহা তৎক্ষণাৎ খণ্ড
খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রোধাবৃত হইয়া
তেজস্বী সুগ্রীব এক লৌহমুষল গ্রহণ পূর্ব্বক [illegible]

সেই গদার উপর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে পারিলেন না; পরস্পর আহত হইয়া তৎকালে উভয় অস্ত্রই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর এইরূপে বীরদ্বয় অস্ত্রশূন্য হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় কোপজ্বলিত লোচনে পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই মনোবেগে উভয়ের গাত্রে কখন দৃঢ়তর মুষ্টি প্রহার, কখন ভয়ঙ্কর গর্জন এবং কখন বা কোপাকুল কেশরীর ন্যায় নিনাদ করিয়া পরস্পরকে বিষম তল প্রহার করিতে লাগিলেন। ভীম চপেটাঘাতে অধীর হইয়া এক এক বার উভয়েই ধরাতলে পতিত; আরবার গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণশাস্ত্রে উভয়েই সুপণ্ডিত, সুতরাং সহসা কেহই পরাভবের নহেন। পরস্পরের অবিশ্রান্তে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অনন্তর বহুকাল এইরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রামের পর উভয়ে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রান্ত হইলে, নিশাচর মহাবেগে ধাবন পূর্ব্বক অদূরস্থিত খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই আবার তথায় সমুত্তীর্ণ হইল। এদিকে ঐ অবসরে রণচতুর সুগ্রীবও অদূরবর্ত্তী ভূপতিত অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেখিতে না দেখিতে পুনর্ব্বার স্ব স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তৎকালে সেই ক্রোধোন্মত্ত অস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয় আরক্ত নেত্রে যেন জগৎ দগ্ধ করিবার মানসেই মহাখড়্গ সমুদ্যত করিয়া

মণ্ডলাকারপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং এক এক বার অতুল্য বীরদর্পমিশ্রিত ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত ও সাধারণের মনে ভয়োৎ-পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়েই বিজয়াকাঙ্ক্ষী ও অবধানপরায়ণ; সুতরাং প্রহারাবসর প্রতীক্ষায় উভ-য়েই লোচনদ্বয় অবহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অনন্তর এইরূপে কিয়ৎকাল মণ্ডলাকার পথে পরি-ভ্রমণের পর আসন্নমৃত্যু রাক্ষস অবসর বুঝিয়া প্রতি-যোদ্ধার মহাচর্ম্মে যেমন খড়্গাঘাত করিয়াছে, ঐ সুযোগে সুচতুর সুগ্রীব অমনি অসিপ্রহার দ্বারা তাহার মস্তক দ্বিখ-ণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী সেনা, নায়কের নিধন দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তথায় মুহূর্ত্তকালও কেহ আর অব-স্থান করিতে সমর্থ হইল না। যূথনাথ বিরহে মৃগযূথ যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ নিশাচরেরাও প্রাণ ভয়ে ও বিষণ্ণ বদনে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কপিরাজ সুগ্রীব বৈরনির্য্যাতন করিয়া স্বীয় দলবল সহ অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশাননের ক্রোধ এবং রামচন্দ্রের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর মহাবীর বানরেশ্বর সুগ্রীব এইরূপে নিজ বাহু বলে সেই মহাবল মহোদরকে নিপাতিত করিয়া বিজয় শ্রীতে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগি-লেন। আর দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর এবং

ভূতলগত অপরাপর জীবগণ তদীয় বিজয় লাভে অপার আহ্লাদিত হইয়া হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

নবনবতিতম অধ্যায়।

তখন মহাবল মাহাপার্শ্ব স্বচক্ষে মহোদরের নিধন দর্শনে ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া আরক্ত লোচনে অঙ্গদসৈন্যের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুসংযোগে যেমন তাল-বৃক্ষ হইতে সুপক্ক তালফল নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্দ্দান্ত নিশাচরও শাণিত শরসংযোগ দ্বারা প্রধান প্রধান বানর দিগের দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং বেগবান্ বাণ বর্ষণ দ্বারা কখন কাহারও কক্ষ ও কখন কহারও হস্তও ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। বানরেরা তৎকালে সেই প্রবল শত্রুর সুদুঃসহ বাণবৃষ্টি আর কোন মতেই সহিতে পারিল না; বাণে বাণে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া অনেকেই ধরাতলে বিচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তখন অমিতবল বালিতনয় অঙ্গদ স্বীয় সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতন দর্শনে, পর্ব্বদিনে যেমন মহার্ণব, তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও সাতিশয় বেগবান্ হইয়া উঠিলেন

এবং শরৎসূর্য্য নিন্দিত প্রভাবিশিষ্ট লৌহময় পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক এরূপ বেগে মহাপার্শ্বের অঙ্গে পরিত্যাগ করিলেন, যে সেই নিদারুণ আঘাতে রাক্ষস সারথি সহ একেবারে বিচেতন দশা দর্শন করিয়া রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে সুযোগ পাইয়া নীলাঞ্জননিভ সুচতুর জাম্ববান্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলশিলা সমস্ত গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা মহাপার্শ্বের সারথিবিহীন অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন এবং তৎপরে দুই প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা তাহার রথও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অসীম রোষাবেগে অবিশ্রান্তে বাণবর্ষণ দ্বারা অঙ্গদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ক্ষত বিক্ষত করিয়া, পরে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের স্তনান্তরে তিন বাণ এবং গবাক্ষের বক্ষে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিল, তখন অমিতবীর্য্য অঙ্গদ গবাক্ষ ও ঋক্ষপতি বৃদ্ধ জাম্ববানকে শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া কোপকষায়িত নেত্রে সাক্ষাৎ অশনিকল্প ঘোরতর পরিঘাস্ত্র ভ্রামিত করিয়া দূরবর্ত্তী মহাপার্শ্বের উপর উহা এরূপ বেগে পরিত্যাগ করিলেন, যে সেই বিষম আঘাতেই নিশাচরের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ এবং মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ স্খলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে বালিতনয় সবেগে ধাবন পূর্ব্বক তাহার কুণ্ডলশোভিত কর্ণমূলে এক ভয়ঙ্কর চপেটাঘাত করিলেন। তখন নিশাচর ক্রোধে নিতান্ত আকুল হইয়া সাক্ষাৎ কাল-

রূপ লৌহময় সুদৃঢ় পরশ্বধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে প্রতি-যোদ্ধার বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু অসামান্য পরাক্রম-শালী রণপণ্ডিত বীর অঙ্গদ বামাংস সন্নিবিষ্ট ফলক দ্বারা তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি-লেন এবং সেই ভীষণাস্ত্র নিষ্ফল হওয়ায় সমধিক উৎ-সাহিত হইয়া এরূপ ভীষণবেগে তাহার বক্ষে মুষ্টি প্রহার করিলেন, যে সেই নিদারুণ প্রহারেই হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় পাপ নিশাচর তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণাঙ্গণে কেবলমাত্র শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ ও জননীর শোকবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে মহাপার্শ্ব নিহত হইলে, তৎসহাগত নিশাচরেরা প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিধন দর্শনে দশাননের মনে মৃত্যু-নিদান ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং বৈরনির্য্যা-তন সম্ভূত হর্ষোৎফুল্ল বানরগণের সিংহনাদে তৎকালে অট্টালিকা ও গোপুরের সহিত সমস্ত নগরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর নিধনে দেবরাজ মহেন্দ্র সহ যেমন দেবগণের, তদ্রূপ অতুল্যবিক্রম অঙ্গদ সহ বানর গণের বিজয়ামোদ-জনিত আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

শততম অধ্যায়।

অনন্তর এইরূপে সেই মহাসমরে মহাবল মহাপার্শ্ব মহোদর ও বিরূপাক্ষ রাক্ষস নিহত হইলে, দশাননের হৃদয়ক্ষেত্রে কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দুরাত্মা সেই মৃত্যুনিদান ক্রোধাবেগ আর ক্ষণকালও সহিতে না পারিয়া সংগ্রামলালসায় সারথিকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিল; ওহে সূত! হীনবল বানরেরা যে আমার লঙ্কা পুরী অবরোধ ও অনবধান-পরায়ণ প্রধান প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যগণকে নিহত করিয়াছে; আমি আজ রাম লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া অবশ্যই সে দুঃখের প্রতিশোধ করিব। দেখ, উহাদের মধ্যে রামই সকলের আশ্রয় ও মহাবৃক্ষস্বরূপ; জানকী উহার ফলপ্রদ পুষ্প; আর সুগ্রীব, জাম্ববান্ কুমুদ, নল, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন ও হনূমান্ প্রভৃতি যাহার কথাই কেন না বল; সকলেই ঐ মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা মাত্র। অতএব সম্প্রতি সেই রামতরুর মূলোচ্ছেদ হইলে, তদাশ্রিতগণের বিনাশ সহজেই সাধিত হইবে।

এই বলিয়া দশানন রথশব্দে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া আরক্ত নেত্রে সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময়ে তদীয় ভীষণ রথনির্ঘোষে পরিপূরিত হইয়া নদ, নদী, পর্ব্বত ও কানন সহ ধরিত্রীমণ্ডল অবিরত বিকম্পিত হইতে লাগিল। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদকুল প্রাণ-ভয়ে আকুল হইয়া দূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্তরীক্ষচর পক্ষিকুলেরাও সহসা সেই বিষম নিনাদ শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্দ্দান্ত দশানন দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সুদারুণ তামসাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত শত কপিসৈন্যের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। তদীয় বাণবর্ষণে তৎকালে চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যমণ্ডল যেন তুষারাবৃতের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। তখন বানরেরা আর যুদ্ধ করিবে কি, সংগ্রাম ক্ষেত্রে সেই ভীমমূর্ত্তি রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না এবং তদীয় ব্রহ্মনির্ম্মিত শরজাল সহ্য করিতেও সামর্থ্যবিহীন হইয়া পরিশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে পলা-য়ন-পরায়ণ বানরগণের পাদোৎক্ষিপ্ত রজোরাশিতে দিক্ বিদিক্ এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল, যে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; সর্ব্বসংহারের জন্য সর্ব্বথা কালরাত্রিই যেন আবির্ভূত হইল।

তখন বীরকুলচূড়ামণি রাম রাবণের শরবর্ষণে স্বপক্ষীয় সেনাদল দলিত ও পলায়িত দর্শনে অনুজ সহ অতিমাত্র

ক্রুদ্ধ হইয়া কোপতাম্রায়ত্ত লোচনে রাক্ষসকুল যেন দগ্ধ করিয়াই অগ্রসর হইলেন। তৎকালে রাবণ পুরোভাগে বিরাজমান সাক্ষাৎ উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রের ন্যায় উভয়কে অবলোকন করিয়া ও তাঁহাদের করস্থিত ধনুষ্কোটি যেন মেঘমণ্ডলকেই অতিক্রম করিতেছে, দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। দুর্জ্জয় রাম ও লক্ষ্মণ নিজ সেনাদিগকে পলায়িত ও রাবণকে সম্মুখে আপতিত দর্শনে মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত ও আহ্লাদিত হইয়া অতীব উৎসাহ সহকারে কার্ম্মুকের মধ্যদেশ ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের সেই বিশাল শরাসন-বিস্ফারণজনিত ভীষণ শব্দে এবং রণদুর্ম্মদ দুর্দ্দান্ত দশাননের বাণপাত নিনাদে মেদিনীমণ্ডল যেন বিদীর্ণ ও শত শত নিশাচরকুল ভয়ে আকুল হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং ঐ সময়ে রাজকুমারদ্বয়ের বাণপথে নিপতিত হওয়ায় রাবণকেও চন্দ্রসূর্য্য-সমীপবর্ত্তী রাহুগ্রহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সংগ্রামলালসায় শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প শাণিত বাণ বর্ষণ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল একেবারে পরিব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধবিশারদ রাবণও তৎকালে অবধানপরায়ণ হইয়া মুক্তমাত্রেই তৎসমুদায় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই সুমিত্রাতনয়ের এক বাণ একমাত্র শরে, তিন বাণ ত্রিমাত্র শরে ও দশবাণ দশমাত্র

পরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বথা নিষ্ফল করিয়া স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনার্থ অবিশ্রান্তে সায়কবৃষ্টি করিতে লাগিল। এদিকে মহাবীর লক্ষ্মণও অমিতবিক্রম, রণশাস্ত্রে তিনিও সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাহু হইতেও বাণনিকর নির্ম্মুক্ত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে উভয়ের সংগ্রামকার্য্য এই রূপে নিঃশেষ হইলে, অসামান্য সমরনৈপুণ্য-সম্পন্ন দুর্দ্দান্ত দশানন সুমিত্রানন্দনকে অতিক্রম পূর্ব্বক অসাধারণ গম্ভীর প্রকৃতি রণপণ্ডিত রামের প্রতি ধাবমান ও নিমেষ মধ্যে সন্নিহিত হইয়া কোপকষায়িত নেত্রে তাঁহার উপর অবিশ্রান্তে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তদীয় বাহুনির্ম্মুক্ত বাণনিকর সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ও আশীবিষ বিষধরোপম হইলেও দ্রুতবেগে আপতিত হই-তেছে, দেখিবামাত্র রণচতুর রাম ভল্লাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দারা অবলীলাক্রমে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। ক্রমে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাবণের উপর রাম এবং রামের উপর রাবণ অবিশ্রান্তে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। এবং উভয়েই শরবর্ষণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকার পথে বিবিধ গমনে বিচরণ করিয়া সংগ্রামনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। সেই অন্তকতুল্য অনন্তশক্তিসম্পন্ন দুর্জ্জয় রাম ও রাবণের সংগ্রাম ক্রমে এরূপ ভয়ঙ্কর হইল, যে ভূতলগত ভূতগণের

কথা দূরে থাক, অন্তরীক্ষগণের মনেও অভূতপূর্ব্ব ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল। নিদাঘান্তে নভোমণ্ডল যেমন বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত নিবিড় নীরদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, আজ রাম রাবণের যুদ্ধেও তদ্রূপ সায়কনিকরে আকাশ-মণ্ডল আবৃত হওয়ায়, দিবাভাগেও অন্ধকারময় হইয়া পড়িল। বৃত্রাসুর ও সুরেশ্বরের সংগ্রাম যেমন একমাত্র নিধন উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আজ অতুল্যশক্তি বীরদ্বয়েরও তদ্রূপ অচিন্তনীয় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই অপ্রতিম সংগ্রামবিশারদ, অতুল্য ধন্বী এবং অস্ত্র শস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন যে দিকে যাইতে লাগিলেন, ঊর্ম্মিমালা-সঙ্কুল সাগরের ন্যায় সেই দিকই তৎকালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর এইরূপে কিছুকাল তুল্যাবস্থায় যুদ্ধব্যাপার নিঃশেষিত হইলে, দুরাত্মা রাবণ রামচন্দ্রের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া নারাচমালা নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা দাশরথি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত না হইয়া অব্যাকুল মানসে উহা মালার ন্যায়ই কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং স্বীয় প্রকাণ্ড কোদণ্ডে ভীম টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া মহাস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সমুদায় শর সাতিশয় রৌদ্র হইলেও দশাননের শরীরস্থিত লৌহময় কবচ স্পর্শ করিবামাত্র

মন্ত্রৌষধি নিরুদ্ধ হতবীর্য্য ফণীর ন্যায় অমনি ভূতলে নিপতিত হইল, তাহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত নিয়ন্তা মহাত্মা দাশরথি অসীম রোষাবেগে বিপক্ষের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া সাক্ষাৎ অশনিকল্প মহাস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সমস্ত সায়কজাল এরূপ ভয়াবহ ও দুর্নিবার্য্য, যে রাবণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তদীয় ললাটদেশের কিয়দংশ ভেদ করিয়া গর্জ্জনশীল পঞ্চশীর্ষ পন্নগের ন্যায় বেগপ্রভাবে একেবারে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত দশাননের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ দুর্ভেদ্য রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক সিংহমুখ, শার্দ্দূলমুখ, শ্যেনমুখ, শৃগালমুখ, কাকমুখ, কঙ্কমুখ, কুক্কুরমুখ, কুক্কুটমুখ, গৃধ্রমুখ, বরাহমুখ, ও সর্পমুখ প্রভৃতি বিবিধ আসুরাস্ত্র সমস্ত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমুদায় তমোময়ী অস্ত্রাবলী তাহার কোদণ্ড হইতে পরিমুক্ত হইবামাত্র দিগ্বিভাগ এরূপ তমোজালে আবৃত হইয়া পড়িল, যে সহসা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; সর্ব্বসংহাররূপিণী সাক্ষাৎ কাল রাত্রিই বুঝি জগৎ বিনাশার্থ উপস্থিত হইল।

তখন জ্বলন্ত হুতাশনকল্প রণপণ্ডিত মহাত্মা দাশরথি সহসা সমুদায় ঘোর তিমিরাবৃত দর্শনে কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া সেই সমস্ত তমোময় আসুরাস্ত্র নিবারণ করিবার নিমিত্ত অজস্র আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ঐ সমস্ত শরজাল রামচন্দ্রের বিশাল বাহুযুগল হইতে নির্মুক্ত হইবামাত্র দশাননের সমস্ত সায়কনিকর ছেদন করিয়া নভোমণ্ডলে কোনটীর মুখ জ্বলন্ত পাবকের ন্যায়, কোনটীর মুখ সূর্য্যের ন্যায়, কোনটীর মুখ বিদ্যুতের ন্যায়, কোনটীর মুখ উল্কাখণ্ডের ন্যায় এবং অপর কোনটীর মুখ অন্তরীক্ষগত জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত দেখাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রভুপরায়ণ কপিকুলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। দশাননের নভোতলগত তাদৃশ ভীষণ আসুরাস্ত্রও রামশরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, দেখিয়া তাহারা আহ্লাদ ভরে কেহ নৃত্য, কেহ উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ এবং সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান কপিবরেরা তৎকালে রামকে বেষ্টন করিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরকুলচূড়ামণি রাম রাবণ-নিক্ষিপ্ত সায়কনিকর বিনষ্ট ও আকাশে বিলীন করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; সুগ্রীবাদিসহ মিলিত হইয়া পুনঃ সংগ্রাম লালসায় ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর এইরূপে নিজ প্রয়াস নিষ্ফল হইলে, নিশাচর-পতি দ্বিগুণতর কোপাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি ময়-নির্ম্মিত অব্যর্থ রৌদ্রাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিয়া তৎপরক্ষণেই আবার শূল, শক্তি, গদা, মুষল, বজ্রসার সায়ক, মুদগর, কূটপাশ ও প্রদীপ্ত অশনি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র সমুদায় যুগান্তকালীন বাতের ন্যায় মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। রণদুর্ম্মদ রামও অবিরত গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তদীয় বাহুবিনির্ম্মুক্ত ঐ সমস্ত সায়কজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে লঙ্কেশ্বর ক্রোধারক্ত নেত্রে যেন বিপক্ষকুল দগ্ধ করিয়াই শৌর অস্ত্র বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিল। এবং সময়ে সময়ে তদীয় প্রচণ্ড কোদণ্ড হইতে ভাস্বর চক্র সকলও স্বন্ স্বন্ শব্দে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত অস্ত্রজাল চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত; সুতরাং তদ্দারা আকাশমণ্ডল একেবারে আলোকময় হইয়া উঠিল। কিন্তু সংগ্রাম-বিশারদ মহাত্মা দাশরথি একমাত্র শরেই তাহার তাদৃশ বিচিত্র সায়ক নিকর ছেদন করিয়া তদ্দারাই আবার আপতিত চক্রসমুদায়ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-

লেন। তখন দুর্দ্দান্ত দশানন নিজ প্রয়াস নিমেষ মধ্যে নিষ্ফল হইল দেখিয়া অসীম কোপভরে যুগপৎ দশ বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের মর্ম্মস্থান সমস্ত বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরম তেজস্বী মহাবীর রাম সেই সমুদায় ভীষণ শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া যুগপৎ প্রযুক্ত শত শত সায়কনিকরে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া যুগপৎ সপ্ত শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশাননের মনুষ্য-চিহ্নিত প্রসিদ্ধ ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন, তৎপরে অপর এক শরে তদীয় সারথির কুণ্ডল-শোভিত শিরশ্ছেদন এবং পরিশেষে সাক্ষাৎ অশনিকল্প পঞ্চ সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তাহার মহাধনুও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এবং এই অবসরে ভীমমূর্ত্তি বিভীষণও সবেগে প্রধাবিত হইয়া মহতী গদা প্রহারে তাহার নীলমেঘোপম রথাশ্ব সমুদায় সংহার করিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্দ্দান্ত দশানন কোপাবেগ-সম্ভূত দশনঘর্ষণ-সমুত্থিত বিকট শব্দে শত্রুকুলের কর্ণকুহর যেন বধির করিয়াই ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি অশনিতুল্য সুতীক্ষ্ণ এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল; কিন্তু বীরকুলচূড়ামণি মহাত্মা লক্ষ্মণ তদ্দর্শনে যুগপৎ তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঐ প্রধাবিত শক্তি মধ্যপথেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

ঐ মহাশক্তি লক্ষ্মণশরে দ্বিখণ্ডিত হইবামাত্র, সস্ফুলিঙ্গ সমুজ্জ্বল উল্কাখণ্ড যেমন নভোমণ্ডল হইতে বিচ্যুত হয়, তদ্রূপ আকাশতল হইতে অবনীতলে নিপতিত হইল; আর প্রভুপরায়ণ বানরগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া অমনি জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

তদ্দর্শনে ক্রোধচণ্ড রাবণ ক্রোধানলে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া পুনর্ব্বার অতিদুঃসহ এক মহাশক্তি ধারণ করিল। ঐ অব্যর্থ শক্তি অশনি-নিন্দিত প্রভাজালে জড়িত ও বিপুল তেজঃসম্পন্ন। দুরাত্মা সেই মহাশক্তি বেগপূরিত করিয়া বিভীষণের প্রতি বিসর্জন করিতে সমুদ্যত হইলে, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ঐ মহাস্ত্র তখন প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ পরম হিতৈষী বিভীষণকে প্রাণ-সংশয়াপন্ন ভাবিয়া স্বয়ং সেই বাণপাতের পথবর্ত্তী হইলেন এবং পরম শত্রুর করস্থিত সেই ভীষণ শক্তি ব্যর্থ করিবার অভিলাষে স্বীয় শরাসন আনমিত করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দুর্দ্দান্ত দশানন তদীয় বাহু-নির্ম্মুক্ত শরপ্রহারে সমাকীর্ণ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃবধোৎসাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ বিনাশেই তৎপর হইল। এবং নিতান্ত নিষ্করুণ বাক্যে কহিল; রে বলগর্ব্বিত লক্ষ্মণ! তোর নিতান্ত আসন্ন দশা উপস্থিত; তাহা না হইলে, তুই এমন লোমহর্ষণ কার্য্যে অগ্রসর হইবি কেন? তুই যখন বিভীষণকে এই অব্যর্থ করাল

শক্তি অস্ত্র হইতে রক্ষা করিলি, তখন আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখন তোর প্রতিই ইহা নিক্ষেপ করিব। এই মহাস্ত্র আমার বাহুনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র অতিবেগে প্রধাবিত হইয়া নিশ্চয়ই তোর বক্ষোভেদ, শোণিত আস্বাদন ও প্রাণ সংহার করিয়া নির্গত হইবে। এই বলিয়া দুর্দ্দান্ত নিশাচর সেই অষ্টঘণ্টা-শোভিনী মহানাদকারিণী ময়-নির্ম্মিতা অমোঘা মহাশক্তি মহাশব্দে ও ভীমবেগে লক্ষ্মণের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিল। যৎকালে ঐ বজ্রসমান নাদিনী ভীষণ মহাশক্তি তাহার বাহুনির্ম্মুক্ত হইয়া চারি দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া পবনবেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল; তৎকালে রাম সাতিশয় ভীত হইয়া ঐ মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; অয়ি অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আপনি যদিও অমোঘা, প্রার্থনা করি, তথাপি অদ্য আমার প্রাণপ্রতিম লক্ষ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া কল্যাণকারিণী ও তাহার প্রাণ বিনাশ বিষয়ে মোঘা ও হতোদ্যমা হউন।

এই বলিয়া রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমেষমধ্যে সেই মহাশক্তি নাগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া রণশীর্ষস্থিত লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষে নিপতিত হইল। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সেই অব্যর্থ মহাশক্তিকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিলেন না; তদ্দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শালতরুর ন্যায় অমনি পতিত ও ভূতলে শয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃ-

বৎসল রামচন্দ্র সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মহাত্মা বাষ্পাকুল লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তৎপরক্ষণেই আবার যুগান্তকালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং শোণিতাক্ত সপন্নগ পর্ব্বতের ন্যায় শক্তিভিন্নহৃদয় প্রাণাধিক ভ্রাতার প্রতি সাদরে ও সজলায়ত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক "এ বিষাদের সময় নহে" মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ও সমুদ্যত হইলেন।

এখানে সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ সেই ভীষণ শক্তি প্রহারে মুমূর্ষু দশায় ধরাতলে শয়ন করিয়া পরম বেদনা উপভোগ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে বলবান্ বানরেরা শোকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঐ ভীম শক্তি তাঁহার বক্ষস্থল হইতে উদ্ধারের জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত নিশাচর উহা এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যে অতি কষ্টেও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিশেষ যৎকালে তাঁহারা ঐ শক্তি উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত প্রবল শোক প্রভাবে একেই ত অবসন্ন ছিল; তাহার পর আবার দুরাচার দশানন ঐ সময়ে অজস্র বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিতান্তই ব্যাকুল করিয়া ছিল; সুতরাং তৎকালে কোনক্রমেই কেহ শক্তি উদ্ধারণে সমর্থ হইলেন না। মহাস্ত্র লক্ষ্য ভেদ করিয়া ক্রমশই পাতালল-

স্তলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি মহাত্মা দাশরথি স্বীয় বাহুযুগলে সেই মহাশক্তি ধারণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বহিষ্কৃত ও ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

রাম এই অনন্যসুলভ কার্য্যে অগ্রসর হইলে, রাবণ অবিরত তদীয় গাত্রে শর বর্ষণ করিলেও, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত তদ্বিষয়ে দৃক্‌পাতও না করিয়া স্নেহাস্পদ ভ্রাতাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বীর হনূমান্ ও কপিরাজ সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া বীরগর্ব্বগুম্ফিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; বীর পবন-কুমার! সখে সুগ্রীব! সম্প্রতি আমার চিরবাঞ্ছিত পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত; অতএব তোমরা আন্তরিক যত্নে ও সাবধানে আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান কর। আজ আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য এই মুহূর্ত্তেই বানরেরা আমার শরানলে জগৎ রাবণ শূন্য অথবা তদীয় বাণানলে রামশূন্যই পর্য্যবেক্ষণ করিবে। নিদাঘাবসানে চাতক যেমন চির-বাঞ্ছিত নিবিড় নীরদখণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে, তদ্রূপ আমিও আজ পাপ দশাননকে দর্শনপথে পাইয়া সমধিক আহ্লাদিত হইয়াছি। দুরাত্মার দৌরাত্ম্য পরম্পরা রূপ প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা আমি আজ তদীয় শোণিতেই নির্ব্বাপিত করিব; আমার দুর্ভাগ্যে যে রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাহরণ, ও নরকযন্ত্রণার ন্যায়

সুদুঃসহ যাতনা পরম্পরা ঘটিয়াছে, আজ আমি দুর্দ্দান্ত দশাননকে সমরে সংহার করিয়া সেই সমুদায় অতর্কিত অসহ্য দুঃখরাশির অবশ্যই অপনয়ন করিব; আমি যাহার জন্য কিষ্কিন্ধ্যানাথ মহাবল বালিকে বিনাশ করিয়া তদীয় রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছি; যে দুরাচারের জন্য আমরা এই সুদুস্তর মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক পরপারে আগমন করিয়াছি; আজ সেই দুর্ম্মতি, সেই পরভার্য্যাচৌর পাপ রাক্ষসাধম আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে; আমি আজ, প্রাণথাকিতে কোন ক্রমেই উঁহাকে প্রাণ লইয়া প্রতিগমন করিতে দিব না। দৃষ্টিবিষ মহাসর্পের দৃষ্টিপথে মনুষ্য এবং পক্ষিরাজ বিনতাতনয়ের দৃষ্টিপথে কোন বিষধর নিপতিত হইলে, যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখ অবলোকন করে, তদ্রূপ দুর্দ্দান্ত দশাননও আমার দর্শনপথে পতিত হইয়াছে, আজ অবশ্যই অবনীতলশায়ী হইয়া সমরভূমির শোভা বর্দ্ধন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে সমর-বিশারদ বানরগণ! আজ তোমরা এই পর্ব্বতশিখরে সুখে সমাসীন হইয়া একতান নয়নে রাম রাবণের যুদ্ধ ও রাবণের বিনাশ অবলোকন কর। আমি সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও অসামান্য শৌর্য্যশালী বলিয়াই ত্রিলোকীতলে রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছি; অতএব অদ্য সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকের লোক একত্র সমবেত হইয়া আমার রাম নামের যাথার্থ্য অবলোকন করুন। বানরগণ! আমি

নিশ্চয় কহিতেছি, আজ আমি সমরে দুষ্ট দশাননকে মৃত্যু-মুখে নিপাতিত করিয়া আমার চিরপ্রসিদ্ধ রামনাম অন্বর্থ দ্বারা অবশ্যই বিভূষিত করিব। দেখিবে, অতঃপর ত্রিলোকের যাবতীয় লোক চিরকাল আমার এইকার্য্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা মহাত্মা দাশরথি ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত ও যেন নিশাচরকুল দগ্ধ করিয়াই সাক্ষাৎ অশনিকল্প সুশাণিত শরবর্ষণ দ্বারা পাপ দশাননকে ঘোরতর আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নিদাঘান্তে নিবিড় নীরদাবলী যেমন নিরন্তর নীরধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ নিশাচরও বিপক্ষের উপর নিয়ত নিশিত নারাচমালা, মুষল ও সায়কজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাঁহাদের পরস্পর-বিনির্ম্মুক্ত সায়কনিকর শূন্য মার্গে পরস্পর অভিহত হওয়ায় এরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল, যে তৎশ্রবণে দর্শকগণের শ্রবণ যেন বধির হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে অসংখ্য বাণ পরস্পরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়া বহ্নিজ্বালা প্রকাশ পূর্ব্বক আকাশমার্গ হইতে মহাশব্দে মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং উভয়ের জ্যানির্ঘোষে ও তল নিনাদে ভূতগণ যেন বধির ও ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই ভীষণ সময়ে নিশাচরপতি নরপতি দাশরথির করাল কোদণ্ড-বিনির্গত মর্ম্মঘাতক দুঃসহ সায়কনিকরে নিপীড়িত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, অনিলাভিহত নীরদখণ্ড যেমন

বেগে প্রস্থান করে, তদ্রূপ স্বীয় দলবল সহ লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

এদিকে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি দুরন্ত শরবর্ষণ দ্বারা দুর্দ্দান্ত দশাননকে দূরীকৃত করিয়া শোণিতলিপ্ত প্রাণাধিক লক্ষ্মণের পীড়াশান্তি করণার্থ সুবিমলমতি সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপগর্ভ বাক্যে কহিলেন; কপিবর সুষেণ! আহা! ইহাও কি দেখা যায়, আমি বিদ্যমানে আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ পাপ রাবণ কর্ত্তৃক আহত ও ভূতলে পতিত হইয়া আকুল সর্পের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। এমন লোমহর্ষণ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন আমার দগ্ধ প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন আমি যে নিশ্চয় পাষাণ হৃদয়, তাহার আর কিছুমাত্রও সংশয় নাই। কপিবর! সত্য বলিতে কি, এই স্নেহাস্পদ বৎস লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত অবলোকন করিয়া আমার অন্তরাত্মা এরূপ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যে সম্প্রতি যুদ্ধ করিতে, কি জানকীর উদ্ধারে কিছুতেই আমার কিছুমাত্র লালসা হইতেছে না। আহা! প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আমার জন্য বনে বনে ভ্রমণ ও পরিশেষে দুস্তর মহার্ণবের

পর পারে আসিয়া এক্ষণে যদি অকালে কালকবলে পতিত হন, তাহা হইলে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি? সুখেরই বা আবশ্যক কি? আর জীবিতেশ্বরী জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়াই বা ফল কি? হায়! আমি এবং আমার এই অতুল্য বলসম্পন্ন বাহুযুগল বিদ্যমান থাকিতে আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণের এতাদৃশী অচিন্তনীয় বিপদ্ সংঘটিত হইল, দেখিয়া আমার চিত্ত অতীব উৎকণ্ঠিত ও যার পর নাই বিষণ্ণ হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া আমার মনপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, হস্ত হইতে শরাসন পরিভ্রষ্ট হইতেছে, সায়কজালে অবসন্ন এবং বাষ্পে বাক্শক্তি তিরোহিত ও দৃষ্টিপথ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। আমার আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার কিছুমাত্র লালসা নাই, সামর্থ্যও নাই। স্বপ্নাবস্থায় গমন সময়ে দেহ যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আমার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, চিত্তে নিরন্তর দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে এবং মরণেচ্ছা যেন ক্রমশই বলবতী হইয়া উঠিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রের শোকসিন্ধু একেবারে উথলিয়া উঠিল। তখন আর তিনি মুহূর্ত্তকালও সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না; অমনি ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; হা বৎস লক্ষ্মণ! হা অরণ্যবাসসহচারিন্! হা প্রাণপ্রতিম সুমিত্রাতনয়! আজ অকস্মাৎ তোমারে সময়াঙ্গণে ধূলিলুণ্ঠিত দেখিয়া, রণবিজয় আমার আর প্রিয়

কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। আহঃ! যেমন ভগবান্ চন্দ্রমাঃ নেত্রযুগলের অগোচরে থাকিয়া কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন না, তদ্রূপ তোমার অদর্শনেও কিছুই প্রীতিকর বোধ হইতেছে না। ভাই! তুমি আমার জন্য বিদেশে আসিয়া সামান্য রাক্ষসের হস্তে প্রাণ হারাইলে; কিন্তু আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া এতক্ষণও জীবিত রহিয়াছি; তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিতেছি না; আমার এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমার যুদ্ধেই বা আর কাজ কি? জানকী লাভের জন্যই বা আর উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? হায়! যে সমর ভূমিতে আমার প্রাণাধিক শয়ন করিলেন, আমি কোন ক্রমেই সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিব না। বনবাস সময়ে অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া বৎস যেমন আমার অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও আজ অবশ্যই যমসদনে ইহাঁর অনুগমন করিব।

এই বলিতে বলিতে বাষ্পবেগে তাঁহার বাক্‌শক্তি একেবারেই অবরোধ হইয়া আসিল; তখন আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে বলবতী শোকানল শিখায় তাঁহার অমলমুখকান্তি সর্ব্বথা বিবর্ণ হইয়া গেল; লোচনযুগল হইতে অবিরল ধারায় বারিধারা পতিত হইতে লাগিল; প্রবল শোকপ্রভাবে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত এবং মূর্চ্ছা মুহুর্ম্মুহুঃ তাঁহারে আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন তিনি বাষ্পাকুল লোচনে বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ

ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হা বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমার জন্য বনবাসী হইয়া পরিশেষে কূটযোধী দুরাচার নিশাচরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে; কিন্তু আমি স্বচক্ষে তোমার ঈদৃশী শোচনীয় দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও জীবিত রহিয়াছি; আমায় ধিক্! আমার কার্য্যে ধিক্। এবং আমার দগ্ধ হৃদয়েও ধিক্! যে এতক্ষণও শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। ভাই! কলত্রের কোনরূপ অত্যাহিত সংঘটিত হইলে, সকল দেশেই কলত্র পাওয়া যায়, বান্ধবের বিয়োগ হইলে, সকল দেশেই বান্ধব পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাণপ্রতিম সহোদর প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি এরূপ দেশ জগতীতলে কোথাও দেখিতে পাই না। আহা! ভাই রে! তোমার ন্যায় সাধুশীল ভ্রাতাকে হারাইয়া, আমার তুচ্ছ রাজ্য সুখের প্রয়োজন কি? জীবন ধারণেই বা আবশ্যক কি? হায়! আমরা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া বনবাসে আসিয়াছিলাম; সম্প্রতি আমি একাকী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া সেই আশাপথবর্ত্তিনী তপস্বিনী পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রাকে কি বলিয়া বুঝাইব, তিনি ইহাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তখন কি প্রত্যুত্তর করিব? এবং জননী কৌশল্যা ও মাতা কৈকেয়ীকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? হায়! যখন মহাত্মা ভরত আমাকে জিজ্ঞাসিবেন; আর্য্য! বনগমন সময়ে আপনি লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনবাসে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারে

কোথায় রাখিয়া আসিলেন? তাঁহার ত কোন অত্যাহিত সংঘটিত হয় নাই? তখন কি আমি মুক্তকণ্ঠে ইহাই কহিব, যে লক্ষ্মণ আমার জন্য বনবাসী হইয়া পরিশেষে নিশাচরের হস্তে নিহত হইয়াছেন। না না, এমন সর্ব্ব-নাশের কথা আমি প্রাণ থাকিতে কোনক্রমেই মুখের বাহির করিতে পারিব না। এ পাপ জীবন আমি এই স্থানেই বিসর্জন করিব। বন্ধুগণের অনুযোগার্হ, শোকা-নলে দগ্ধ ও মৃততুল্য হইয়া জীবিত থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। হা বিধাতঃ আমি জন্মান্তরে কতই দুষ্কা-র্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যে সেই মহাপাপের ফলে আমার সম্মুখে এমন সর্ব্বনাশের ব্যাপার সংঘটিত হইল? আহা ভাই! তুমি এত কাল আমাকে পরম গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, ভ্রমেও আমার কথা কদাপি উল্লঙ্ঘন কর নাই, এক্ষণে আমারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার নিমিত্ত এত বিলাপ, এত পরি-তাপ ও এতই রোদন করিতেছি, আজ কি জন্য তাহাতে কর্ণপাত করিতেছ না? ভাই! তুমি কি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছ? বৎস! অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাই কি তোমার উচিত; তুমি ত এমন অজ্ঞ নহ, যে অকারণে অগ্রজের প্রতি কোপান্বিত হইবে? ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার প্রাণ যায়, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। কেন এত দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া আছ? উঠ উঠ, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি-

শান্ত কর। ভাই! আমি কোন কার্য্যবশতঃ শোকাকুল বা বিষণ্ণ হইলে, এতদিন তুমি নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আমারে সান্ত্বনা করিতে, আজ আমারে শোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়াও নির্দ্দয়ের ন্যায় নীরব হইয়া রহিয়াছ কেন?

এই বলিয়া রাম মুহুর্ম্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সুষেণ তাঁহাকে ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন; আর্য্য! ছি ছি! আপনার ন্যায় মহানুভবের এতাদৃশী শোকোৎপাদিনী বুদ্ধি অবলম্বন করা কি উচিত? ক্ষান্ত হউন, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ কখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন নাই; ইনি জীবিতই রহিয়াছেন। দেখুন, ইহাঁর মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় বিকৃত, প্রভাশূন্য ও এখন পর্য্যন্তও শ্যামবর্ণ হয় নাই। ইতি পূর্ব্বে ইহাঁর যে রূপ অমল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতেন, এই দেখুন, উহা তদ্রূপই রহিয়াছে। ইহাঁর পাণিতল পূর্ব্ববৎ পদ্মপত্রের ন্যায়, ও সুপ্রসন্ন লোচনদ্বয় পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায়ই বিকাশ পাইতেছে। গতাসুদিগের অঙ্গলাবণ্য কদাপি এরূপ লক্ষিত হয় না। অতএব হে ধৈর্য্যগুণাবলম্বিন্! আপনি অনর্থক শোক করিবেন না; বৃথা বিষাদ পরিত্যাগ করুন; আপনি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন, বলিয়াই আপনার চিত্তে নানা প্রকার অশুভ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। মহাত্মা লক্ষ্মণ জীবিতই রহিয়াছেন, নিদারুণ শক্তি প্রহারে কেবল ইহাঁর জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত

হইয়াছে। ভাল আর্য্য! আপনিই কেন বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন না, ইহাঁর এই কম্পমান হৃদয় কি পুনঃ পুনঃ জীবিতাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে না? অমলমুখকান্তি দর্শনে ইহাঁকে মূর্চ্ছিতই অনুমান হইতেছে, কিন্তু কোন রূপেই মৃত আশঙ্কা হইতেছে না।

মহামতি সুষেণ এইরূপ বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে নরপতিকে আশ্বস্ত করিয়া, সমীপস্থিত মহাবীর পবনকুমারকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; হে অসাধ্য-সাধন-তৎপর বিচক্ষণ হনূমন্! ইতিপূর্ব্বে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের মুখে শ্রবণ করিয়া, তুমি যে মহৌষধি পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলে, অধুনা সেই মহাগিরির দক্ষিণ শিখরে গমন পূর্ব্বক বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি আনয়ন কর। ঐ মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধি ঐ মহাপর্ব্বতের দক্ষিণ শিখরেই জন্মিয়া থাকে। অতএব মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষার্থ তুমি এক্ষণে তথায় গমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পার, প্রত্যাগমন করিবে। তুমি ভিন্ন, এতাদৃশ অসাধ্য কার্য্যে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। একবার তুমিই রাজকুমারযুগলের জীবন রক্ষা করিয়াছ, অধুনাও ইহাঁর জীবন রক্ষায় তৎপর হও।

এই বলিয়া সুধীর সুষেণ বিরত হইলে, সুবিমলমতি মারুতি তদীয় বাক্য শ্রবণমাত্র অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই মহৌষধি আনয়নার্থ মহাবেগে প্রস্থান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মহৌষধি পর্ব্বতের দক্ষিণ শিখরে

গিয়া উপনীত হইলেন। পবনকুমার সেই ঔষধি চিনিতেন না, এবং কার্য্যত্বরা নিবন্ধন তাহার কোন নিদর্শনও জিজ্ঞাসা করিয়া আইসেন নাই, আর সুষেণও তাহার কোন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন নাই; এজন্য তিনি তথায় উপনীত হইয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন; কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যেই স্থির করিলেন; যে কোন ঔষধির প্রয়োজন হইবে, তাহা যখন আমি নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না, তখন এই মহৌষধি-সমন্বিত সমস্ত শৈলশিখর উৎপাটন পূর্ব্বক লইয়া যাওয়াই বিধেয়। কারণ কপিবর সুষেণের কথানুসারে এই পর্ব্বতের এই শিখর ব্যতিত সেই মহৌষধি আর কুত্রাপি জন্মে না। এক্ষণে যদি বিশল্যকরণী না লইয়া প্রতিগমন করি, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব এই পর্ব্বত-শিখর সমস্ত উৎপাটন করিয়া লইয়া যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সুধীর পবনাত্মজ ঐ মহাগিরির তটভাগ ধারণ ও তিনবার প্রকম্পন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই কুসুমফল-পরিশোভিত প্রকাণ্ড শৃঙ্গ স্বীয় বাহুযুগলে ধারণ করিয়া আকাশ পথে উৎপতিত হইলেন। অনন্তর মারুতকুমার অনায়াসে এই অসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিমেষমধ্যে গমন পূর্ব্বক সুষেণাধিষ্ঠিত দেশে উপনীত হইয়া তথায় সেই প্রকাণ্ড গিরিশিখর স্থাপন করিলেন।

এবং মুহূর্ত্তকাল শ্রমাপনোদন করিয়া পরে সুষেণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সবিস্ময়ে কহিলেন; হে মহাভাগ! আপনি যে মহৌষধি আনিবার জন্য আমায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি চিনি না, আপনিও কার্য্যত্বরা নিবন্ধন তাহার কোন নিদর্শন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন না, আমিও জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলাম; কিন্তু তথাপি আমি রিক্তহস্তে না আসিয়া সমস্ত গিরিশিখরই আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে যাহা আপনার আবশ্যক, তাহাই গ্রহণ করুন। তৎশ্রবণে মহামতি সুষেণ তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া তথা হইতে উপযুক্ত মহৌষধি গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য কপিসেনা-নায়কেরা তাঁহার তাদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং “এতাদৃশ অসাধ্য সাধনে দেবতারাও সক্ষম নহেন” এই বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহামতি সুষেণ সেই মহৌষধি মর্দ্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রদান করিলেন। তখন পুরুষোত্তম সেই অব্যর্থ বিশল্যকরণীর আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ বিশল্য ও রোগশূন্য হইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ধরাতল হইতে উত্থিত হইলেন। এ দিকে প্রভুপরায়ণ বানরেরা সহসা বীর লক্ষ্মণকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া অগণ্য ধন্যবাদ ও অপার আহ্লাদে হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র নীরপরীত নেত্রে ভ্রাতাকে আহ্বান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন; ভাই লক্ষ্মণ! আহা! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত হইলে। মনেও ছিল না, যে তোমার এই অমল মুখকান্তি আমি পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিব। ভাই! তোমার অচেতন দশা দেখিয়া আমার চিত্তে যে কত প্রকার অশুভ ভাবেরই আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। যাহা হউক, বৎস! তুমি যখন পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছ, তখন আর আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তোমাকে হারাইয়া আমি জয়লাভের অভিলাষ করি না, স্বীয় জীবনের কি জীবিতেশ্বরী জানকীর প্রত্যাশাও করি না। অতএব ভাই! তুমি এক্ষণে স্বীয় রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর।

এই বলিয়া দাশরথি তখন নিরন্তর নিপতিত নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্রজের তাদৃশ নিরাশ্বাস বাক্য শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কহিলেন; আর্য্য! সে কি! ইতিপূর্ব্বে আপনি রাবণ বধ ও মিত্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সম্প্রতি আবার তাহার বিপরীত কথা কহিতেছেন কেন? লঘুচেতা কাপুরুষের ন্যায় আপনার এই ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত মুখমণ্ডল হইতে আজ কি জন্য যে এতাদৃশ ঘৃণিত বাক্য বিনিঃসৃত হইল, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

বলিতে কি, আর্য্য! আজ আপনার মুখে এতাদৃশ জঘন্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যে কতদূর দুঃখিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি নিশ্চয় জানি, মহানুভব পুরুষেরা প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু কদাচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করেন না; তবে যে আজ আপনি কি জন্য সেই প্রতিজ্ঞা পরিপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, তাহার সিদ্ধান্ত আপনিই করুন! আর্য্য! আমার জন্য অঙ্গীকার পালনে আপনি কদাচ বিরত হইবেন না; তাহা নিতান্তই অযুক্ত। অতএব হে সত্যবিক্রম! প্রার্থনা করি, আপনি আজ রাবণকে সংহার করিয়া সেই প্রতিজ্ঞারূপ পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। তীক্ষ্নদংষ্ট্র গর্জ্জনশীল করাল কেশরীর সম্মুখ হইতে যেমন মহাগজ পলায়ন করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ দুর্দ্দান্ত দশাননও আজ আপনার বাণপাতের পথবর্ত্তী হইয়া কদাচ প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবে না। অতএব আর্য্য! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না; সূর্য্যদেব অস্তগত হইতে না হইতেই দুরাত্মা রাবণের প্রাণ বধ হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। অতএব হে ক্ষত্রিয়কুলকুমুদবন্ধো! আপনি দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা, যদি দুর্দ্দান্ত দশাননের প্রাণ সংহার করিতে আপনার অভিলাষ থাকে; আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, যদি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে আপনার বাসনা থাকে, আপনি রাজকুমার, যদি স্বীয় নাম অন্বর্থ করিতে আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকে; আপনি দয়িতাবৎসল,

যদি দয়িতার উদ্ধারে আপনার অভিপ্রায় থাকে; তাহা হইলে আর বিলম্ব করিবেন না, সত্বর হউন এবং সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার বাক্য পালনে সবিশেষ যত্ন করুন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ একান্তে কৃতাঞ্জলি করে দণ্ডায়মান হইলে, দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি তদীয় তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বাক্য কর্ণগোচর করিয়া স্বীয় বিশাল শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক রাবণের প্রতি অজস্র সায়কজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে আসন্নমৃত্যু দশাননও অন্য এক রথে অধিরোহণ করিয়া, রাহুগ্রহ যেমন ভাস্করের প্রতি প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযোদ্ধার অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল এবং নিবিড় নীরদখণ্ড যেমন মহাশৈলের উপর নীরধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ প্রতিপক্ষের উপর নিরন্তর অশনিকল্প ভীষণ শরনিকর প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অসামান্য গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা দাশরথি তাহাতে কিছুমাত্র পীড়িত ও ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত সংগ্রামক্ষেত্রে সমাহিত চিত্তে অচলের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দশাননের প্রতি নিয়ত সায়কজাল বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষগত দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি ভূতগণ দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; দেবরাজ! দেখুন, রাবণ রথারূঢ়; কিন্তু মহাত্মা রাম ভূতলগত হইয়া পাদচারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন; এরূপ যুদ্ধ নিতান্তই অসদৃশ; দেখিয়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের এই রূপ যুক্তিযুক্ত প্রিয় বাক্য কর্ণগোচর করিয়া মনে মনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং স্বীয় সারথি মাতলিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; ওহে সারথি! তুমি আমার রথ লইয়া সত্বর মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। মহাত্মা দাশরথি নিতান্ত দীনের ন্যায় পাদচারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি অবিলম্বে গিয়া তাহারে রথে আরোপিত করিয়া ত্রিলোকের সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন কর।

এই বলিয়া দেবরাজ বিরত হইলে, মাতলি প্রভুবাক্য শ্রবণমাত্র প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি করে নিবেদন করিলেন; দেবরাজ! আমি স্বয়ংই এবিষয়ের প্রস্তাব করিতে উদ্যত ছিলাম। আপনিই যখন ইহার উত্থাপন করিলেন, তখন আর আমার এবিষয়ে অমত কি আছে। আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান করুন। আমি অবিলম্বেই গমন পূর্ব্বক আর্য্য দাশরথির সারথ্য কার্য্য সম্পাদন করিব। এই বলিয়া দেবসারথি মাতলি মনের মত রথসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে শ্বেতচামর-শোভিত কাঞ্চন-ভূষণ-বিভূষিত হরিত বর্ণ উত্তমাশ্ব সকল ঐ দিব্য রথে সংযোজিত

করিলেন। তৎপরে শত শত সুবর্ণময়ী কিঙ্কিনী উহার চতুর্দ্দিকে বিকাশ পাইতে লাগিল। স্থানে স্থানে উত্তপ্ত সুবর্ণ বর্ণ স্বুবর্ণভূষণ বিভূষিত এবং উপরিভাগে মণিমুক্তা-মণ্ডিত সুবর্ণদণ্ড নানাবর্ণের ধ্বজপতাকা সমুদায় উড্ডীন হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। দেবসারথি সেই সুসজ্জিত দিব্য রথে অধিরোহণ করিয়া পরমাহ্লাদে স্বর্গপুর হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে ভূতলগত রামচন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলি করে ও বিনীত বাক্যে কহিলেন; রাজকুমার। সুররাজ ইন্দ্র আপনার নিমিত্ত এই সুশোভিত দিব্য রথ, এই অব্যর্থ ঐন্দ্রচাপ, এই হুতাশন-সন্নিভ দুর্ভেদ্য কবচ, এই আদিত্ত-সঙ্কাশ শর এবং এই সুবিমল শক্তি অস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি এই সমুদায় দিব্য বৈভব গ্রহণ পূর্ব্বক এই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত দশাননের বধসাধনে প্রবৃত্ত হউন। মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাকে সারথি করিয়া দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমার প্রতি সারথ্য ভার অর্পণ করিয়া বৈরনির্য্যাতনে অগ্রসর হউন। সংগ্রাম স্থলে আপনাকে ভূতলগত নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষগত ভূতগণের চিত্তে বড় উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে।

এই বলিয়া মাতলি মৌনাবলম্বন করিলে, রঘুকুলাবতংশ রামচন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে সেই দিব্য রথোপরি অধিরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে

রথোপরি তাঁহার অপূর্ব্বমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রই বুঝি ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার রাবণ সহ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই শরৎসূর্য্য-নিন্দিত-নিভ শরীরকান্তি তৎকালে রথোপরি বিকাশিত হওয়ায় দিক্‌চক্র সুশোভিত ও সর্ব্বথা আলোকময় হইয়া উঠিল। এবং তদীয় তাদৃশ বীররসাভিষিক্ত অতুল্য বিক্রম দর্শনে অনুমান হইল, সংহাররূপী ভগবান্ ভবানীপতিই বুঝি ত্রিলোক সংহার বাসনায় প্রথমে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর ক্রমে রথারূঢ় উভয় যোদ্ধার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অসামান্য রণশাস্ত্রার্থদর্শী মহাত্মা দাশরথি দশানন-নিক্ষিপ্ত গান্ধর্ব্বাস্ত্র গান্ধর্ব্ব অস্ত্র দ্বারা এবং দৈবাস্ত্র দৈব অস্ত্র দ্বারাই ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসাধিপতি দুর্দ্দান্ত রাবণ কোপ-বিজৃম্ভিত আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া সাক্ষাৎ অশণিকল্প ঘোরতর রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত ভীষণাস্ত্র প্রয়োক্তার বাহুযুগল হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র করাল সর্পের আকার পরিগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ কাল সর্পের ন্যায় মহাবেগে বিপক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। এবং স্বস্ব বিষপূর্ণ মুখব্যাদান ও জ্বলন জ্বালা উদ্বমন করিতে করিতে দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া বানরকুলের চিত্তে নানাপ্রকার অশুভ কল্পনার কারণ রূপে পরিণত হইল, দেখিয়া রণচতুর রাম তৎক্ষণাৎ অতি ভীষণ গারু-

স্ত্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ঐ সমুদায় ভয়ঙ্কর গারুড়াস্ত্র রামবাহু হইতে পরিত্যক্ত হইবা-মাত্র আকাশপথে সুপর্ণাকার ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত সর্পবাণ ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর এইরূপে নিশা-চর-নিক্ষিপ্ত সমস্ত সায়কজাল নিষ্ফল হইলে, আসন্নমৃত্যু দশানন ক্রোধে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিরন্তর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে দুর্দ্দান্ত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যুগপৎ এত অধিক ও এতা-দৃশ ভীষণ সায়কজাল প্রয়োগ করিল, যে ঐ সমুদায় শরা-ঘাতে রাম নিতান্ত নিপীড়িত, মাতলি সারথি বিদ্ধ, তাদৃশ সুদৃঢ় ঐন্দ্ররথের ধ্বজদণ্ড সমস্ত ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত এবং রথাশ্ব সমুদায় তৎকালে বিনষ্ট হইয়া গেল। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষগত দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নর, চারণ, মহর্ষি, দেবর্ষি ও সিদ্ধপুরুষেরা ত্রিলোকের অশুভ আশঙ্কায় সাতিশয় বিষাদিত হইলেন। এবং বানরগণ, ঋক্ষগণ ও বিভীষণ প্রভৃতি রামানুচরেরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে রাবণরূপ করাল রাহুগ্রহ কর্ত্তৃক রামরূপ চন্দ্রকে গ্রস্ত দেখিয়া ভয়া-বহ ঔৎপাতিক চিহ্ন সকল চতুর্দ্দিকে বিকাশ পাইতে লাগিল। আকাশতলে বুধগ্রহ, প্রজাপতি দৈবত রোহিণী নক্ষত্রকে আক্রমন করিয়া প্রজাবর্গের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দৈবত বিশাখ

নক্ষত্রকে আহত করিয়া, অন্যান্য নক্ষত্র সকল অঙ্গারবৎ প্রদীপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধূমকেতু-সংসক্ত কৃষ্ণপ্রান্ত ভগবান্ সহস্ররশ্মি ঐ সময়ে মন্দরশ্মি হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিল এবং ধরাতলে সধূম সমুদ্র তরঙ্গ সমস্ত যেন দিবাকরকে স্পর্শ করিবার জন্যই অত্যুচ্চ হইয়া উঠিল।

এখানে দুর্দ্দান্ত দশানন স্বীয় বিশাল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথোপরি সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় অথবা মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং অবিরত শরবর্ষণে দিক্ বিদিক্ সর্ব্বথা আলুলায়িত করিয়া ফেলিল। দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথি তদীয় তাদৃশ অবিষহ্য সায়ক প্রহারে প্রপীড়িত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কিয়ৎকাল শরসন্ধানে অসক্ত ছিলেন; কিন্তু অধুনা তাহার গর্ব্বিত শার্দ্দূলবৎ ভয়াবহ বিক্রম, তাদৃশ রণপরাক্রম ও আত্মপক্ষের অতীব বিষাদ দর্শনে আর ক্ষণকালও সুস্থ চিত্তে অবস্থান করিতে পারিলেন না। অমনি ক্রোধবিজৃম্ভিত সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক কোপকষায়িত লোচনে যেন নিশাচরকুল দগ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রচণ্ড ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তাৎকালিকী বীররসপূর্ণ ভীম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভূতলগত সমস্ত ভূতগণ ভয়ে ত্রস্ত ও সসাগরা মেদিনীমণ্ডল যেন ত্রিলোকের বিনাশাশঙ্কায় মুহুর্ম্মুহুঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। সিংহ, শার্দ্দূল-সঙ্কুল শৈল সকল তৎকালে ভয়ে

বিচলিত ও সুগভীর সরিৎপতিও বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। এবং অম্বরতলে জলদগণ নিশাচর খরের ন্যায় কঠোর স্বরে যেন সভয়ে অবিরত গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথির ক্রোধ-বিজৃম্ভিত তাদৃশ করাল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দুর্দ্দান্ত দশাননের হৃদয়েও ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে বিমান-বিহারী বিবুধগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ রাম রাবণের তাদৃশ অতুল্য মহাসংগ্রাম দর্শনার্থ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এবং একপক্ষে অসুরগণ রাবণের জয় ও অপর পক্ষে সুরগণ রামচন্দ্রের জয় হউক বলিয়া স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্দ্দান্ত দশানন বৈরনির্য্যাতন মানসে এক ভীষণ শূলাস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ মহাশূল প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল, অশনির ন্যায় অসীম সারবান্, অসীম দুরাসদ ও বজ্রবৎ সুদৃঢ় পদার্থ ভেদনেও সুপটু। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সেই সর্ব্বভূত ভয়াবহ মহাশূল ধারণ পূর্ব্বক হুহুঙ্কার শব্দে স্বপক্ষীয় সেনাগণের হর্ষোৎপাদন ও ভীষণ সিংহনাদে সকাননা বসুন্ধরা, অন্তরীক্ষ, দিক্, বিদিক্ ও ভূতগণ সমস্ত বিকম্পিত, বিত্রাসিত ও মহাসাগ পর্য্যন্তও বিক্ষোভিত করিতে লাগিল এবং রামচন্দ্রের প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরুষ বাক্যে কহিল ; রে রণপণ্ডিতাভি-মানিন্। এই যে বজ্রনির্ম্মিত মহাশূল সমুদ্যত দেখিতেছিস্,

ইহা দ্বারা আজ নিশ্চয় তোর এবং লক্ষ্মণের প্রাণ সংহার করিব। তুই সংগ্রামে যে সমস্ত অনবহিত শূর নিশাচর-দিগকে নিহত করিয়াছিস্ এই শূলাস্ত্র দ্বারা তোরে বিনাশ করিয়া আজ অবশ্যই তাহার প্রতিশোধ লইব। আর অধিক বিলম্ব নাই, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিশাচর অতিবেগে সেই অশনিকল্প ভীষণ শূল বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপকরিল। শূলাস্ত্র তদীয় বাহুনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র আকাশ মণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রণপণ্ডিত রাম স্বীয় বিশাল শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন জলৌঘ দ্বারা ঊর্দ্ধশিখ যুগা-ন্তানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম শররাশি বর্ষণ দ্বারা সেই আপতিত মহাশূল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রদীপ্ত পাবক যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ রাম-কার্ম্মুক-নিস্থত সায়ক রাশিও সেই শূলানলে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দাশরথির ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ মাতলি-সমানীত ইন্দ্রদত্ত শক্তিঅস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রধাবিত শূলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মহতী শক্তি রামকর-বিনির্ম্মুক্ত হইবামাত্র প্রলয়কালীন উল্কার ন্যায় স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক ঐ শূলোপরি যেমন নিপতিত হইল, মহাশূল অমনি ছিন্ন ভিন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া হতবীর্য্য ফণীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূমি-

তলে নিপতিত হইল। এই অবকাশে রণচতুর রাম যুগপৎ শত শত শরবর্ষণ দ্বারা তদীয় উরস্থল ভেদ এবং তৎপর অপর তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার ললাট-দেশও বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে দশাননের সর্ব্ব শরীর শরবিদ্ধ হওয়ায় নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, এবং নিশাচরদিগের মধ্যে তাহাকে দেখিয়া ঐ সময়ে অনুমান হইল, যেন বনরাজির মধ্যগত প্রফুল্ল কুসুম এক অভিনব অশোকতরুই বিকাশ পাইতেছে।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে সমবশ্লাঘী দশানন বিপক্ষের প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া প্রবল ক্রোধাবেগে আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত ও স্বীয় বিশাল শরাসন সমুদ্যত করিয়া অতিবেগে রামের অভিমুখে প্রধাবিত হইল, এবং বর্ষাসম্ভূত নিবিড় নীরদখণ্ড যেমন নীর বর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ শত শত সায়কজাল বর্ষণ দ্বারা দাশ-রথির তাদৃশ ক্ষত্রিয়োচিত কঠিনতর দেহও বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অসামান্য গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা দাশরথি, তাদৃশ অবিষহ্য শরনিকরে বিদ্ধাঙ্গ হইয়াও তৎকালে কিছু-মাত্র ব্যথিত বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না, প্রত্যুত অচলের

ন্যায় অটলভাবে অবস্থান করিয়া প্রতিবাণে প্রতিপক্ষের বাণনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রণচতুর রাবণ সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া বিপক্ষের বক্ষরূপ লক্ষ্যে নিরন্তর নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে রাম রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও দুর্দ্দান্ত দশানন-পরিত্যক্ত তাদৃশ বাণনিকরে শোণিতাক্ত হইয়া রণাঙ্গণে কিয়ৎকাল বিকশিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর তৎপর ক্ষণেই আবার কোপাবেগে আরক্তলোচন হইয়া যুগান্ত মধ্যাহ্ন ময়ূখমালীর ন্যায় প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব দর্শ-নার্থ যেন অলক্ষিত ভাবে ঘন ঘন শরগ্রহণ ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে উভয়ের পরিত্যক্ত বাণ-নিকরে প্রবল বায়ু-সমুত্থিত ধূলিজালবৎ আকাশমণ্ডল সর্ব্বথা তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তখন আর পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন না।

তদ্দর্শনে মহাবীর রাম ক্রোধে দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ করিয়া নিতান্ত কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—রে রাক্ষসাধম! তুই মোহবশতঃ আমার ভার্য্যাকে জনস্থান হইতে অপহরণ পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে আনিয়াও যখন তাঁহারে স্ববশে আনিতে পারিস্ নাই, তখন তোর পাপ অভিপ্রায় আর কদাচ সফল হইবে না এবং তোকে বীর্য্যবান্ পুরুষ বলিয়াও আর স্বীকার করিতে পারি না। রে দুরাচার! ভাল তোকেই জিজ্ঞাসা করি, বল্ দেখি,

তুই আমার অসমক্ষে সেই দীনা কামিনীকে সেই মহারণ্য হইতে অপহরণ করিয়া সম্প্রতি আপনাকে যে শূর মনে করিতেছিস্, ইহাতে কি তোর কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ হইতেছে না? এই কি তোর বীরত্ব? এই কি তোর পুরুষত্ব? নাথবিরহিত পরদার হরণে প্রবৃত্ত হইয়াও যে পুরুষ পুরুষত্ব প্রকাশ করে, সে পুরুষের কাপুরুষত্ব ভিন্ন প্রকৃত পুরুষত্ব কি কদাচ বিকাশ পায়? রে মূঢ়! তুই নির্লজ্জ পুরুষের কার্য্য করিয়া আবার বীরত্ব প্রকাশ করিতে কি তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? রে ভিন্নমর্য্যাদ পাপ রাক্ষস! তুই সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও আবার নির্ব্বোধের ন্যায় গর্ব্বভরে আপনার বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিস্? রে হতভাগ্য দশানন! তুই বলদর্পে দর্পিত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অতি মহৎ কার্য্য বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, তাহা নিতান্ত গর্হিত ও পরলোকে একান্ত ঘৃণিত। আমার হস্তে আজ নিশ্চয়ই সেই স্বকৃত কার্য্যের পরিণাম ভোগ করিবি। তুই যখন তস্করের ন্যায় ধরিত্রীসুতারে অপহরণ করিয়াও আপনাকে শূর বলিয়া মনে করিতেছিস্, তখন তোর পাপচিত্তে লজ্জা বা ঘৃণার লেষ মাত্রও নাই। রে পণ্ডিতাভিমানিন্! যদি তুই আমার সমক্ষে সেই লোমহর্ষণ কার্য্য সাধনে সাহসী হইতিস্, তাহা হইলে, তোর রণপাণ্ডিত্য সেই সময়েই সর্ব্বথা বিকাশ পাইত এবং আমার অব্যর্থ বাণজালে তাড়িত হইয়া সেই সময়েই স্বীয় ভ্রাতা খরের

সমীপে গমন করিতে হইত। রে নির্ব্বোধ! তুই কালসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া আজ যখন দুর্দ্দান্তকাল রামের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছিস্, তখন আজ তোকে শমনসদন অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আজ তোর কুণ্ডলমণ্ডিত বিংশতি মুণ্ড আমার অমোঘ বাণাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শৃগাল কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, আকৃষ্ট ও রণপাংশু মধ্যে নিশ্চয়ই বিলুণ্ঠিত হইবে। এবং আজ তুই বিচ্ছিন্ন মহাবৃক্ষের ন্যায় মহাশব্দে মহীতলে নিপতিত হইলে, গৃধ্রগণ পরমাহ্লাদে তোর উরস্থলে নিপতিত ও উপবিষ্ট হইয়া বাণক্ষত সমুত্থিত শোণিত পান করিয়া নিতান্তই তৃপ্তিলাভ করিবে। আজ আমার বাণে তোর হৃদয় নিশ্চয়ই বিভিন্ন হইয়া যাইবে, তুই আজ রণাঙ্গণে নিপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া অবশ্যই মৃত্যুযাতনা ভোগ করিবি, এবং শৃগাল কুক্কুরেরা আজ তোর মৃত শরীর আকর্ষণ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া নিতান্তই তৃপ্তিলাভ করিবে।

এই বলিয়া দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা মহাবীর রাম দশাননের প্রতি অবিরত শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে শত্রু-নিধনাভিলাষী দুর্দ্দান্তদমন দাশরথির বল, বিক্রম, পরাক্রম ও হর্ষ সমুদায় উৎসাহভরে যেন দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল, অস্ত্রদেবতারা আরাধ্য দেবতার ন্যায় যেন প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তদীয় বাহু-নির্ম্মুক্ত হইয়া বাণ সকল শন্ শন্ শব্দে প্রধাবিত ও হর্ষভরে তাঁহার ক্ষিপ্রহস্ততাও তৎ-

কালে প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন দুর্দ্দান্ত দমনকারী দাশরথি এই রূপ শুভসূচক লক্ষণ পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া সুমহান্ উৎসাহ সহকারে অজস্র বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক পাপ দশাননকে সর্ব্বথা প্রপীড়িত করিয়া তুলিলেন। ঐ সময়ে সংগ্রামকোবিদ কপিকুলের মহতী শিলা বর্ষণে এবং দাশরথির মর্ম্মভেদী নিশিত শর নিপাতে দশগ্রীবের হৃদয় একেবারে বিচলিত ও বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অন্তরাত্মা সর্ব্বথা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল, বলবীর্য্য একেবারে নিস্তেজ ও হতপ্রায় হইয়া উঠিল এবং তদীয় অস্ত্র শস্ত্রের গতিও সর্ব্বথা রুদ্ধ হইয়া গেল। রাবণ সেই মহা সগ্রামে বিমূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে দয়াময় দাশরথি পূর্ব্ববৎ অস্ত্র প্রয়োগে শিথিল প্রযত্ন হইলেন; কিন্তু হইলেও তাহার মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যে সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই তদীয় মৃত্যুসাধনে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল।

রাবণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলে, তদীয় সারথি তাহারে তদবস্থ দেখিয়া অগত্যা সংগ্রামস্থল হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

সারথি রথ লইয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়াছে, ইত্তিমধ্যে আসন্নমৃত্যু দশানন সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধারক্ত লোচনে ও নিতান্ত পরুষাক্ষরে সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল ; রে নির্ব্বোধ সূত! তুই আমার সারথি, আমার অভিপ্রায় না জানিয়া আজ কি জন্য হীনবীর্য্য, অসক্ত ও পৌরুষবিহীন কাপুরুষের ন্যায় আমাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রথ লইয়া পলায়ন করিতেছিস্। রে অনার্য্য অশিক্ষিত সারথি! আজ তুই শত্রু সমক্ষে বিমুখ হইয়া আমার চিরসঞ্চিত যশঃ, বীর্য্য, তেজ ও শৌর্য্য সমুদায় একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলি। বহু কাল হইল তুই আমার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিস্, রাবণের চিত্ত যে রণপিপাসায় সর্ব্বদা ব্যাকুল, তাহা কি এখন পর্য্যন্তও জানিতে পারিস্ নাই। ছি ছি। জানিয়া শুনিয়া আমার অনভিমতে রণে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করিলি! ইহাতে তোর, কেবল তোর কেন, আমারও কাপুরুষতা প্রকাশ পাইল। রে সূত! তুই যদি অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে তুই নিশ্চয়ই শত্রুর নিকট উপকৃত হইয়াছিস্।

রে নির্ব্বোধ! আমি যে এরূপ সম্ভাবনা করিতেছি, তাহা কদাচ মিথ্যা নহে, কারণ, যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী, সুহৃদ্ ও নিয়ত শুভকামনায় নিরত, সে কদাপি এমন ঘৃণার কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। আজ তুই আমার অনভিমতে রণে ভঙ্গ দিয়া পরম শত্রুর কার্য্য করিয়াছিস্। রে নির্ব্বোধ সারথি! যাহা করিবার, করিয়াছিস্ এক্ষণে তোকে আর অধিক কি কহিব, যদি তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতি-পালিত ও উপকৃত হইয়া থাকিস্, এবং আমার গুণগ্রামের বিষয় তোর চিত্তে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও জাগরূক থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে সেই শত্রু সমীপে লইয়া চল্।

এই বলিয়া দশানন ক্রোধে দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিল। হিতবুদ্ধি সারথি তদীয় দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তৎ-কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া অতি বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলি করে কহিল; মহারাজ! আমি ভীত হই নাই এবং শত্রুর নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াও এ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। আমি প্রমত্ত নহি, আপনার প্রতি স্নেহশূন্য নহি এবং মূঢ় বা আপনার গুণগ্রামও ভুলিবার নহি। আমি হিত কামনা করিয়াই আপনার চিরসঞ্চিত যশঃ রক্ষা করিয়াছি। হায়! কি আশ্চর্য্য! আমি স্নেহাসক্ত মনে আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একেবারে অপ্রিয় হইয়াই পড়িলাম! মহারাজ! আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপাততঃ শুনিতে মধুর, অথচ নিতান্ত অহিত জনক; এমন কার্য্য করিতে অনেক লোক পাওয়া

যায়, কিন্তু আন্তরিক যত্নের সহিত প্রিয় কামনা করে, এমন লোক অতি বিরল। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আপাতত অপ্রিয় হইলেও আপনার পক্ষে নিতান্তই হিতজনক, সন্দেহ নাই। রণস্থল হইতে বিমুখ হওয়াতে আপনি আমাকে লঘুচিত ও অনার্য্য বলিয়া দোষী করিবেন না। আমি আপনার শত্রু নহি, চিরকাল হিত কামনাই করিয়া আসিতেছি, আপনার অশুভ কামনা করিয়া আমার জীবন যেন ক্ষণমাত্রও দেহে না থাকে। মহারাজ! আজ আমি যে নিমিত্ত রথ লইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; চন্দ্রোদয়ে সাগরবারি প্রবর্দ্ধিত হইয়া যেমন নদীপ্রবাহকে নিবৃত্ত করে, তদ্রূপ শত্রুপক্ষ হইতে বাণপ্রবাহ আসিয়া আমাকে নিবর্ত্তিত করিতে লাগিল। আর এদিকে আপনিও সংগ্রামে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে শত্রুর অপেক্ষা আপনার বীর্য্যাধিক্য বোধ হইল না; রথাশ্বগণ বহনকার্য্য করিয়া অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িল এবং চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল দুর্নিমিত্ত পরম্পরাও লক্ষিত হইতে লাগিল। আমি এই সমুদায় দেখিয়াই এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমার চিত্তে অন্য আর কিছুই নাই। মহারাজ! শুভ ও অশুভাদিসূচক নিমিত্ত, মুখপ্রসাদ ও বৈবর্ণ্যাদির ইঙ্গিত, দৈন্য, হর্ষ, খেদ, রথির বলাবল, সম, বিষম, নিম্ন প্রদেশে বিচরণ, শত্রুপক্ষের ছিদ্র দর্শন এবং প্রয়াণ ও নিবর্ত্তনের কাল; রথনির্ব্বাহক সার-

থির এই সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া আব-শ্যক। অতএব আমি এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া আপনার ও অশ্বগণের বিশ্রামের নিমিত্ত এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহাতে আপনার খেদও অপনীত হইয়াছে। ফলতঃ আপনি নিশ্চয় জানি-বেন, আমি যাহা করিয়াছি, স্বেচ্ছানুসারে করি নাই, স্বামির প্রতি স্নেহাধিক্যের অনুরোধেই করিয়াছি। যাহা হউক, মহারাজ। এক্ষণে আপনার প্রিয়তর কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আপনার অভি-প্রায়ানুরূপ কার্য্য সাধন দ্বারা পূর্ব্বোপকার স্বীকার করিয়া আমি আপন চিত্তকে পরিতৃপ্ত করি।

এই বলিয়া সারথি বিরত হইলে, রণ-লোলুপ রাক্ষসরাজ তদীয় তাদৃশ হিতবাক্য শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিল; সারথি! জানিলাম, আমি তোমার প্রতি অনর্থক কতকগুলি অপ্রিয় কথা প্রয়োগ করিয়াছি। তুমি আমার যথার্থই শুভানু-ধ্যায়ী সারথি। যাহা হউক, সূত! এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার পরম শত্রু সেই রামের অভিমুখে রথ সঞ্চালন কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, দেববিজয়ী দশানন শত্রু বিজয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। এই প্রিয় কথা দ্বারা পরিতোষ করিয়া দশানন পরমাহ্লাদে সারথিকে স্বীয় উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ অর্পণ করিল। সারথি প্রভুর বাক্যানুসারে অমনি সমরাভিমুখে রথসঞ্চালন করিলে,

দেখিতে দেখিতে রথও সমর ভূমির অগ্রে উপনীত হইল।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

এখানে মহর্ষি অগস্ত্য রাম রাবণের অত্যাশ্চর্য্য সংগ্রাম-নৈপুণ্য দর্শনার্থ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া দেবগণ সহ আকাশ পথে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি তৎকালে দাশরথিকে যুদ্ধ-পরিশ্রান্তের ন্যায় এবং রাবণকে সংগ্রামার্থ পুনরাগত দেখিয়া দেবগণের অনুরোধে রাম সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন; হে মহাবাহো! তুমি রাবণ বধের জন্য কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হইও না। যদ্দ্বারা অনায়াসে শত্রু বিজয়ে সমর্থ হইবে, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৎস! * আদিত্যহৃদয় নামে একটী স্তব আছে, ঐ স্তব অতি-

---

* এই স্থানে এই রূপ জনশ্রুতি আছে, যে রাম রাবণ বধে সাতিশয় সন্দিহান হইয়া অকাল বোধন দ্বারা দেবীকে আরাধনা করেন। দেবী তদীয় আরাধনায় প্রসন্না হইলে, তাঁহা হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া রাম রাবণ বধে কৃতকার্য্য হয়েন। এই জনশ্রুতি অলীক নহে দেবীপুরাণে প্রকাশিত আছে. কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই জন্য লিখিলাম না।

পাঠকগণের পাঠার্থ মূল হইতে আদিত্য হৃদয় নামক আদিত্যস্তব উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে টীকাকারে সন্নিবেশিত করিলাম;—

"রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনং।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসি॥

গুহ্য, সনাতন, ব্রহ্মদৈবত; পরম পবিত্র ও শিবপ্রদ। উহা একাগ্র চিত্তে পাঠ করিলে, ভগবান্ আদিত্য দেবের হৃদয় প্রসন্ন হয়, সকল শোক ও সকল চিন্তা নিবারণ হয়, আয়ুঃ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া শুভকার্য্য সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। অতএব বৎস। তুমি অগ্রে ভক্তি পূর্ব্বক সেই দেবাসুরবন্দিত ভুবনেশ্বর ভগবান্ আদিত্য দেবকে পূজা কর। তিনি সর্ব্বদেবাত্মক, পরম তেজস্বী

আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্বশত্রুবিনাশনং।
জয়াবহং জপেন্নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবং॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রনাশনং।
চিন্তা শোকপ্রশমন মায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমং॥
রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুর নমস্কৃতং।
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরং॥
সর্ব্বদেবাত্মকোহ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ॥
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ॥
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনী মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্ব্বহ্নিঃ প্রজাপ্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ॥
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান।
সুবর্ণসদৃশোভানু র্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ॥
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্ম্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভু স্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকোংশুমান্॥
হিরণ্যগর্ভঃ শিশির স্তপনোহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভো দিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ॥

এবং স্বীয় ময়ূখমালায় সমস্ত মহীমণ্ডল স্ফুরিত ও প্রকাশিত করিতেছেন। একমাত্র তাঁহারই কিরণমালায় দেবগণ ও অসুরবর্গেরাও পরিরক্ষিত হইতেছে; অতএব তুমি অগ্রে তাঁহাকেই নমস্কার কর। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, এবং তিনিই শিব; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, কাল, যম, পিতৃগণ, বসুগণ এবং সাধ্যরূপ দেবতারাও তাঁহারই স্বরূপমাত্র; অতএব তুমি অগ্রে তাঁহাকেই নমস্কার

ব্যোমনাথ স্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃ সাম পারগঃ।
ঘনবৃষ্টি রপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গমঃ॥
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কবির্ব্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ॥
নক্ষত্র গ্রহতারাণা মধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্‌ নমোস্তুতে॥
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ॥
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যশ্বায় নমোনমঃ॥
নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমোনমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোনমঃ॥
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূর্য্যায়াদিত্য বর্চ্চসে।
ভাস্বতে সর্ব্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুসে নমঃ॥
তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥
তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্ম্মণে।
নমস্তমোভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে॥

কর। তিনিই অশ্বিনীকুমারযুগল, তিনিই মরুদ্গণ, তিনিই মনু, তিনিই প্রজাগণের প্রাণবায়ু, তিনিই অগ্নি এবং তিনিই ঋতুকর্ত্তা প্রভাকর; অতএব অগ্রে তুমি তাঁহাকেই নমস্কার কর।

এই রূপে ভগবান্ আদিত্য দেবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার স্তব কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে দেব! তুমি আদিত্য, তুমি সবিতা, তুমি সূর্য্য এবং তুমিই পরমাকাশগামী বলিয়া খগ, ও পোষণ কর্ত্তা বলিয়া পূষা নামে বিখ্যাত হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি গভস্তিমান্, তোমার বর্ণ সুবর্ণবৎ সমুজ্জ্বল, তুমি ভানু, হিরণ্যরেতা এবং দিবাকর; তোমাকে নমস্কার। তুমি হরিদশ্ব, তুমি সহস্রার্চ্চি এবং সপ্তসপ্তি নামে তুমিই

নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥
এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।
এষ চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ ফলঞ্চৈবাগ্নিহোত্রিণাং॥
দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেবচ।
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্ব্বেষু পরম প্রভুঃ॥
এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
কীর্ত্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব॥
পূজয়স্বৈন মেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিং।
এতৎ ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যসি॥"
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিত্য
হৃদয়ং নাম স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ॥

অভিহিত; তোমাকে নমস্কার। তুমি মরীচিমান্, তিমির-বিনাশন ও অপবর্গাদি সুখপ্রদ বলিয়া তুমি শম্ভু নামেও অভিহিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। হে দেবপ্রবর! নিজ ভক্তগণের দুঃখরাশি নিবারণ কর বলিয়া তুমি মার্ত্তণ্ড-নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমারে নমস্কার। তুমি হিরণ্যগর্ভ এবং ত্রিতাপতপ্ত জনের বিশ্রাম স্থান বলিয়া তুমি শিশির নামেও কীর্ত্তিত হইয়া থাক। তুমি সর্ব্বেশ্বর বলিয়া তপন এবং গগণের আত্মস্বরূপ বলিয়া শঙ্খ নামে বিখ্যাত হইয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অহস্কর, তুমি রবি, তুমি অগ্নিগর্ভ, তুমি অদিতিপুত্র, তুমি শিশির-নাশন, তুমি ব্যোমনাথ, তুমি তমোভেদী এবং ঋগ যজুঃ ও সামবেদ পারগ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদ, বৃষ্টির কারণ বলিয়া ঘনবৃষ্টি এবং জলকর্ত্তা বলিয়া অপাংমিত্র নামে বিখ্যাত; তোমাকে নমস্কার। হে দিন-নাথ। বিন্ধ্যপর্ব্বতাদি দুর্গম মার্গে শীঘ্র গমন কর বলিয়া তুমি বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গম নামে বিখ্যাত হইয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি আতপী, কৌস্তুভধারী বলিয়া তুমি মণ্ডলী, সর্ব্বমৃত্যু সম্পাদক বলিয়া তুমি মৃত্যু, পিঙ্গলা নাড়ী প্রব-র্ত্তন দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক বলিয়া তুমি পিঙ্গল এবং সর্ব্ব সংহারক বলিয়া তুমি সর্ব্বতাপন নামে বিখ্যাত হই-য়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কবি, বিশ্বরূপধারী বলিয়া বিশ্ব, সুমহৎ তেজঃস্বরূপ বলিয়া মহা-তেজা এবং সর্ব্বরঞ্জক বলিয়া তুমি রক্তনামেও অভিহিত

হইয়া থাক ; তোমাকে নমস্কার। তুমি নক্ষত্র ও গ্রহগণের অধিপতি, তুমি বিশ্বভাবন, অগ্ন্যাদি তেজঃ সমূহের স্ফুরণ-কারী এবং পরমতেজস্বী, তোমারে নমস্কার। তুমি সকল কার্য্যের উৎপাদক বলিয়া সর্ব্বভবোদ্ভব, এবং দ্বাদশ মাসে সর্ব্বভূমি সঞ্চারক বলিয়া দ্বাদশাত্মা নামে বিখ্যাত হইয়াছ ; তোমাকে নমস্কার। দিননাথ! তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম গিরির অধিপতি, জ্যোতিঃ পদার্থের অধিস্বামী, তুমি জয়, তুমি জয়ভদ্র, তুমি হর্য্যশ্ব ও দিবাকর ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্রাংশু, তুমি আদিত্য, তুমি উগ্র, তুমি বীর, তুমি প্রচণ্ড, তুমি সারঙ্গ ও পদ্মপ্রবোধক ; তোমাকে নমস্কার। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রহ্মা, তুমি ঈশান, তুমি অচ্যুত, তুমি ভাস্বান্, তুমি সর্ব্বভক্ষ, তুমি রৌদ্রবপুঃ ; তুমি তমোঘ্ন, শত্রুঘ্ন, হিমঘ্ন এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তিরাও তোমা হইতেই বিনাশ পাইয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অমিতাত্মা, তুমি উত্তপ্ত চামীকর সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, তুমি অশেষ জ্ঞানাকর হরি, বিশ্বকর্ম্মা, রুচি এবং লোকসাক্ষীরূপে অভিহিত হইয়া থাক ; তোমাকে নমস্কার। তুমি যাবতীয় ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছ, ভূতগণ প্রসুপ্ত হইলে, স্বীয় মণ্ডলে মণ্ডিল হইয়া তুমিই জাগরণ করিতেছ ; তুমি অগ্নিহোত্রীগণের অগ্নিহোত্রের ও সমস্ত যজ্ঞের ফলস্বরূপ এবং যাবতীয় দেবতারাও তোমারই রূপমাত্র। ভারতক্ষেত্রে যাবতীয় কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমিই তৎসমুদায়ের প্রভু। যে কোন পুরুষ

বিষম আপদে, কান্তারে বা মৃত্যুভয়ে পড়িয়া এই আদিত্য হৃদয় নামক স্তব পাঠ করেন তিনি কদাচ অবসন্ন হন না।

অতএব হে রঘুনন্দন! তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবপ্রধান দেবদেব দিনপতির পূজা করিয়া তিনবার স্তবপাঠ কর, নিশ্চয়ই সংগ্রামে জয়লাভ করিবে। শত্রুবধে আর কোন চিন্তা করিও না। এই বলিয়া মহামুনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুধীর দশরথাত্মজ যথার্থবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে এইরূপ আত্মহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণবধে চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে কৃতস্নাত হইয়া বিশুদ্ধমনে ভগবান্ আদিত্যদেবের পূজা, দর্শন ও স্তবপাঠ সমাপন পূর্ব্বক বৈর-নির্য্যাতন মানসে সংগ্রামার্থ বিনির্গত হইলেন। তৎপরে তিনি সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে সমাগত দর্শনে জয়লাভার্থ পরম আহ্লাদ সহকারে শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক আন্তরিক যত্নের সহিত তদীয় বধ বিষয়ক চিন্তা করিতেছেন; ইত্যবসরে ভক্তজন-হিতৈষী ভগবান্ বাসর-পতি রঘুপতিকে অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষ চিত্তে স্বীয় মণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত বিমানচারী দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামকে কহিলেন; বৎস! আর চিন্তা করিও না, বিলম্বও করিও না; এক্ষণে শত্রুবধে সত্বর হও। সূর্য্যদেব এইরূপ সুমিষ্ট বাক্যে রামকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

এদিকে রাবণ-সারথি রণপতাকা-পরিশোভিত অত্যুন্নত রথ লইয়া বৈর নির্য্যাতন মানসে পরমোল্লাসে বায়ুবেগে ধাবমান হইল। ঐ মহারথ দেখিতে গন্ধর্ব্বনগরাকার, চতুর্দ্দিকে হেমমালা বিরাজিত, সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত ও যুদ্ধোপকরণে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। উহার ঘর্ঘরশব্দে তৎকালে ধরণী প্রতিধ্বনিত, পরসৈন্যগণের হৃদয় বিকম্পিত এবং স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের চিত্ত একেবারে উল্লাসিত হইয়া উঠিল। রণপণ্ডিত রাম, অশণিহত অচলের নিনাদবৎ অতি কঠোর রথশব্দ শ্রবণে সহসা দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন; সেই ভীমমূর্ত্তি নিশাচর কৃষ্ণরাজিসমাযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হইয়া, বর্ষাসম্ভূত ঘনরাজি যেমন ঘনবেগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ বাণরাশি বর্ষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার অভিমুখে আপতিত হইতেছে। এবং তদীয় রথপতাকাবলী বিদ্যুতাবলীর ন্যায় পরিশোভিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। তদ্দর্শনে রঘুবীর ইন্দ্রসারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; সারথি! ঐ দেখ, বর্ষাসম্ভূত বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত মেঘখণ্ড যেমন প্রবল বায়ুবেগে পরিচালিত হয়, তদ্রূপ শত্রুরথও পুনর্ব্বার মহাবেগে

আগমন করিতেছে। কিন্তু করিলেও দুরাচার যখন আমার বিনাশার্থ দক্ষিণাভিমুখে রথচালনা করিতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে, ঐ অপসব্য গমনই উহার বিনাশের কারণ হইয়া উঠিবে। অতএব তুমি চিন্তাপরিশূন্য ও অপ্রমত্ত হইয়া রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুর অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাক। প্রবল বায়ু যেমন সমুত্থিত মেঘখণ্ডকে বিনষ্ট করে, দেখিবে তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচার দশাননকে বিনাশ করিয়া ফেলিব। তুমি ক্ষণকাল অব্যগ্র-হৃদয়ে রশ্মি ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে পুরোভাগে রথ সঞ্চালিত কর। মাতলি! দেখ তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি, আমি যে তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছি, এরূপ কদাচ মনে করিও না। আমি কেবল স্মরণার্থই তোমাকে উক্তরূপ আদেশ করিলাম।

এই বলিয়া রাম শত্রু বিনাশার্থ সাতিশয় উৎসাহিত হইলেন। সুরসারথি মাতলি তাঁহার বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুরথের বামভাগে বেগে রথ চালিত করিলেন। সহসা সেই রথচক্রসম্ভূত রজোরাজি সমুদ্ভূত হইয়া আকাশ মণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে দশাননের হৃদয়ে যেন অভূতপূর্ব্ব ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি আসন্নমৃত্যুতা বশতঃ রাক্ষস রামকে রথের পুরোভাগে আপতিত দেখিয়া কোপকষায়িত নেত্রে নিরন্তর সায়কনিকর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রণপণ্ডিত রামও সাতিশয় উৎসাহ সহকারে মহা-

বেগে ঐন্দ্র কোদণ্ড ও সূর্য্যরশ্মিসম শরজাল গ্রহণ করিলেন। পরস্পর বিজয়াভিলাষী করাল কেশরীদ্বয়ের ন্যায় ঐ মহারথীদ্বয়ের পুনর্ব্বার মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাবণের বিনাশাভিলাষী দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থ পুনরায় আকাশপথে সমাগত হইলেন। এবং রাবণের বিনাশ ও রামের বিজয় দেখাইবার নিমিত্ত দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। দেবতারা রাবণের রথোপরি পুনঃ পুনঃ রুধিরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতিশয় তীব্র বাত্যাবলী সহসা সমুত্থিত হইয়া তদীয় বামভাগ হইতে প্রতিকূল ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে যে দিকে রাবণের রথ সঞ্চালিত হইতে লাগিল, শকুনিকুল ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ লঙ্কা নগরী যেন দিবাভাগেও জবাকুসুম সঙ্কাশ। সন্ধ্যা পরিবৃতার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। অকারণে উল্কামালা মহা শব্দে নিপতিত হইয়া নিশাচর নিকরের চিত্তে নিরতিশয় ভয় জন্মাইতে লাগিল। যে যে দিকেই রাবণ যাইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই যেন অকারণে ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হইল। এবং সেই সময়েই কে যেন আসিয়া বলপূর্ব্বক প্রহারোদ্যত রাক্ষসকুলের হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ যেন রক্ত, পীত, অসিত ও শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের সূর্য্যরশ্মি সকল সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া রাবণের সম্মুখে বিকাশ পাইতে লাগিল। অকারণে

শিবাগণ ভীষণ অগ্নিশিখা উদগীরণ পূর্ব্বক অশিবরব করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবন ও সহসা প্রতিকূল পবন প্রবাহিত হইয়া রণভূমির ধূলিপটল উৎক্ষেপ পূর্ব্বক দশাননের দৃষ্টিপথ সর্ব্বথা অবরোধ করিতে লাগিল। নিষ্কারণে দিক্ বিদিক্ সমুদায় যেন তিমিরাবলীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সমুত্থিত ধূলিপটলে সমস্ত নভস্তল একেবারে দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল এবং মেঘোদয় ব্যতিরেকেও ঘোর-রবে বজ্রপাত হইতে লাগিল। শারিকাকুল কলকণ্ঠ হইয়াও তৎকালে পরস্পর ঘোরতর কলহ করিয়া কর্কশ স্বরে রথোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। এবং অকারণে তদীয় রথাশ্বগণের জঘনদেশ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও নেত্র হইতে অশ্রুবারি যুগপৎ বিনির্গত হইতে আরম্ভ হইল। ফলতঃ যে প্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শনে মৃত্যুর আসন্নতা অনুমান হয়, তদ্রূপ বহুবিধ উৎপাত পরম্পরা রাক্ষসের বিনাশের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিকাশ পাইতে লাগিল; আর এদিকে রামচন্দ্রের জয়লাভার্থ নানাবিধ অনুকূল শুভ লক্ষণ সমস্ত তাঁহার এবং তৎপক্ষীয়দিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি চারি দিকেই শুভসূচক নিমিত্ত পরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে রাবণবধ একেবারে অবধারণই করিলেন এবং সমধিক উৎ-সাহ সহকারে সংগ্রামে অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

ক্রমে উভয়ের তুমুল সংগ্রাম। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী, সুতরাং শিক্ষানুসারে সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে কেহই শিথিলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন না। এক পক্ষে প্রহরণধারী বানরকুল ও অপরপক্ষে অস্ত্রপাণি নিশাচরকুল সেই অভূতপূর্ব্ব মহাসংগ্রাম দর্শনে ভয়ে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এবং অসীম বিস্ময় রসে আবিষ্ট হওয়ায় তাহাদের চিত্ত সর্ব্বথা বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। সুতরাং প্রহারোদ্যত হইলেও তৎকালে তাহারা কেহই আর অভিগমনে সমর্থ হইল না। স্ব স্ব প্রভুর অদৃষ্টপূর্ব্ব রণকৌশল দর্শনে কেবলমাত্র বিস্ময় রসে আবিষ্ট হইয়া স্থিরনেত্রে চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সংগ্রাম ক্রমেই অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। শুভাশুভ লক্ষণ পরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া জয় পরাজয় অবধারণ পূর্ব্বক উভয়ে নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত দশানন কোপ কষায়িত নেত্রে শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক বিপক্ষের রথধ্বজ লক্ষ্য করিয়া প্রবলবেগে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ সমস্ত সায়ক জাল উহা স্পর্শ করিতেও পারিল না; দিব্যরথ স্পর্শমাত্রে

অমনি প্রতিহত, ধরণীতলে নিপতিত ও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম সমধিক তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতিশোধার্থ তদীয় রথধ্বজ ছেদন করিবার নিমিত্ত এরূপ ভীষণ বেগে এক নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন, যে ঐ ভয়ঙ্কর শর তদীয় বাহু হইতে বিনির্গত হইবামাত্র মহাসর্পের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া মহাবেগে গমন পূর্ব্বক দশাননের তাদৃশ সুকঠিন রথধ্বজ অনায়াসেই ছেদন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে নিশাচরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তৎকালে রাক্ষস কোপাবেগে যেন উন্মত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত সায়কজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং পরিশেষে জ্বলন্ত হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত এক শর নিক্ষেপ করিয়া রামচন্দ্রের রথাশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল; কিন্তু সেই দিব্য তুরঙ্গমগণ তাদৃশ শর প্রহারেও কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত হইল না; পদ্মনালা-ভিহত হস্তীর ন্যায় অসম্ভ্রান্ত মনেই বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশানন অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া উহাদের উপর পুনর্ব্বার বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে তৎসহাগত রণপণ্ডিত নিশাচরেরাও দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের উপর নিরন্তর শূল, শক্তি, পরিঘ, গদা, চক্র, মুষল, পরশ্বধ, গিরিশৃঙ্গ ও সুদীর্ঘ তরু-রাজি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে নিশাচরগণের ও নিশাচরপতির অসামান্য রণনৈপুণ্য সিদ্ধ অস্ত্রাদি বর্ষণে সেই অস্ত্রময় সংগ্রাম অতীব ভীষণ ও ত্রাসজনক

হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে রণচতুর রাবণ রামরথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বানরগণের প্রতি নিয়ত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। বাণে বাণে ধরণী ও নভোমণ্ডল তৎকালে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, যে বাণপ্রবাহ ভিন্ন চতুর্দ্দিকে আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

অনন্তর রাবণ অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণ পূর্ব্বক অসঙ্কুচিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, দেখিয়া অসামান্য রণনৈপুণ্য-সম্পন্ন মহাবীর রাম তাহার প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ ও ঈষৎ হাস্য করিয়া যুগপৎ শত সহস্র সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দশাননও প্রজ্বলিত কোপহুতাশনে সন্তাপিত হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সর্ব্বথা অন্তরশূন্য করিয়া তুলিল। তৎকালে তাঁহাদের সায়কনিকর সায়ক-রচিত দ্বিতীয় ভাস্বর অম্বরতলের ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। উভয়েরই অস্ত্রজাত অনিস্ফল, লক্ষ্যভেদ না করিয়া একটীও পরাঙ্মুখ হইবার নহে; সুতরাং পরস্পর অভিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সংগ্রাম ক্রমেই অধিকতর ভীষণ হইতে লাগিল। উভয়ের বাহুনির্ম্মুক্ত বাণবর্ষণে আকাশমণ্ডল একেবারে নিরুচ্ছাস হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি দশাননের ও দুর্দ্দান্ত দশানন দাশরথির অশ্বগণকে লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ শত শত সায়কজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়লক্ষ্মী মধ্যগত হইয়াই বিরাজ করিতে লাগিলেন। উভয়েই রণশাস্ত্রে সুপ-

গুিত, সুতরাং উভয়ের যুদ্ধ তুল্য রূপেই চলিতে লাগিল।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর অন্তরীক্ষগত দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভূতগণ রাম রাবণের অতুল্য সংগ্রামনৈপুণ্য দর্শনে অতীব বিস্ময় রসে আবিষ্ট হইয়া অনিমেষ নেত্রে চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসামান্য সমরচাতুর্য্য প্রকাশার্থ সমরাঙ্গণে উভয়েই ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন, উভয়ের সারথিই রণশাস্ত্র-পরিকল্পিত বিশুদ্ধ মণ্ডলবীথী ও গত প্রত্যাগত প্রভৃতি নানাবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব সারথ্যনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাম রাবণকে ও রাবণ রামকে গতিবেগ নিবর্ত্তন বিষয়ে বিবিধ কৌশল দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অতুল্য শিক্ষাবলে উভয়েই নিরন্তর বাণধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বাণলক্ষ্য উভয়ের রথদর্শনে বোধ হইতে লাগিল, ধারা-সম্পন্ন মেঘখণ্ডদ্বয়ই যেন নভোমণ্ডল হইতে খণ্ডিত হইয়া সমরমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে।

তদনন্তর সেই সংগ্রামে স্ব স্ব শিক্ষা-পরিপ্রাপ্ত নানাবিধ গতি প্রদর্শিত হইলে, বীরদ্বয় পরস্পর বিজিগীষা-পরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার সম্মুখীন হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের রথ-ধুর রথধুরের সহিত, অশ্বমুখ অশ্বমুখের সহিত ও পতাকা পতাকা সহ সমান্তরালে অবস্থিত হইলে, দুর্দ্দান্ত-দমন দাশরথি দুর্দ্দান্ত দশাননের চারি অশ্বের প্রতি এরূপ বেগে চারিটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যে ঐ বাণচতুষ্টয় তদীয় বাহুবিনির্গত হইবামাত্র অতিবেগে অভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া, পরে পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা অপসৃত হইল। তদ্দর্শনে দশানন ক্রোধে দশনে দশন ঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রতিযোদ্ধার প্রতি বহুসংখ্য বাণ প্রয়োগ করিল; কিন্তু মহাবীর রাম শিক্ষাবলে তদীয় বাণনিকরে বিদ্ধাঙ্গ হইয়াও কিছুমাত্র বিকৃত, ভীত বা ব্যথিত হইলেন না। তৎপরে পাপ রাক্ষস ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ অশনি-কল্প শাণিত শরনিকর গ্রহণ পূর্ব্বক মাতলির প্রতি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু দেবসারথি মাতলিও দিব্যশক্তি প্রভাবে তাদৃশ ভীমবেগ-নিপতিত অমোঘ অস্ত্রজালেও বেদনা অনুভব করিলেন না। অনন্তর সুধীর দাশরথি আত্মোপরি শরনিপাতে যাদৃশ ক্রোধাকুল হইয়াছিলেন, দেবসারথি মাতলির প্রতি শর নিক্ষেপে ততোধিক কোপা-বিষ্ট হইয়া এক এক বারে শত সহস্র ও অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশাননকে একেবারে সংগ্রামবিমুখ করিয়া ফেলিলেন। এমন কি, বাণে বাণে তৎকালে

তদীয় রথ সর্ব্বথা সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে রাক্ষসপতির ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে কোপাবেগে বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া অতীব বেগে গদা মুষল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রজাত নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাজীব-লোচনকে সর্ব্বথা প্রপীড়িত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে পুনর্ব্বার তুমুল সংগ্রাম। উভয়পক্ষ হইতে পরিত্যক্ত শরশব্দে সমরাঙ্গণে অন্য শব্দ আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। কেবলমাত্র শরনিকরের ঘোরতর নিনাদ। উভয় পক্ষ হইতে এরূপ বেগে ও এত অধিক শররাশি পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল, যে বাণসমূহের গতিবেগে ও পুঙ্খবাতে তৎকালে বলবতী বাত্যাবলী সমুত্থিত হইয়া সুগভীর মহাসাগরকেও একেবারে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। সহসা সাগরবারি ক্ষোভিত হওয়ায় পাতালতলবাসী দানব ও নাগকুল নিতান্ত ব্যথিত ও সশৈলকাননা বসুন্ধরা দেবীও বিকম্পিত হইতে লাগিল। সেই অভূতপূর্ব্ব ভীষণ সংগ্রাম সময়ে প্রভাকর প্রভাশূন্য ও সদাগতিও তৎকালে রুদ্ধগতি হইয়া পড়িলেন। সেই অসামান্য সমর দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, মহোরগ ও মহর্ষিরা অন্তরীক্ষে সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া “সংগ্রামে সুধীর দাশরথি অধীর দশাননকে পরাভব করিয়া বিজয়-মহোৎসব অনুভব করুন, সাধুলোকেরা স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাস্থানে অবস্থিত হউন” এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এবং অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বেরা

সেই অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষণ সংগ্রামনৈপুণ্য দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে মুখে কেবল এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যে "রাম রাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধেরই তুল্য, ইহার আর অন্য তুলনা নাই" এমন কি, এমন ভীষণ সংগ্রাম আমরা স্বপ্নেও কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। বারংবার এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারা তৎকালে বিস্ময়স্তিমিত লোচনে যেন চিত্রিতের ন্যায় যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এইরূপে কিয়ৎকাল সমরকার্য্য সম্পন্ন হইলে, অসামান্য রণশাস্ত্রার্থদর্শী রঘুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন রাঘব রোষ-কষায়িত নেত্রে কটাক্ষপাত পূর্ব্বক এরূপ কৌশলে শরা-সনে শরসন্ধান ও পরিত্যাগ করিলেন, যে ঐ আশীবিষো-পম শর তদীয় বাহুবিনির্গত হইবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া দশাননের তাদৃশ কঠিনতর কুণ্ডলশোভিত সমুজ্জ্বল বিংশতিমস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। কিন্তু পূর্ব্ব পরি-প্রাপ্ত বরপ্রভাবে শিরোমালা ভূমিতলে নিপতিত ও লোকলোচনের গোচরীভূত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার ছিন্নকণ্ঠ হইতে পূর্ব্ববৎ সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে রণ-পণ্ডিত রাম অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ অপর বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই সমুত্থিত শিরোমালা পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন; কিন্তু ছেদনমাত্র ছিন্নকণ্ঠে আবার পূর্ব্বানু-রূপ মুণ্ডমালা বিকাশ পাইতে লাগিল। দাশরথি পুনর্ব্বার শাণিত অস্ত্রে ছেদন করিলেন; শিরোমালাও তৎপর ক্ষণেই

পূর্ব্ববৎ সমুত্থিত হইল। এই রূপে মস্তকাবলী শতবার ছিন্ন হইল, তথাচ দশাননের জীবন বিনষ্ট হইল না।

এইরূপে রাম রাবণের মস্তকাবলী যত বারই ছেদন করেন, বরপ্রভাবে ততবারই তদনুরূপ নূতন শিরোমালা বিকাশ পাইতে লাগিল, দেখিয়া তিনি তৎকালে সশস্ত্র হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—কি আশ্চর্য্য ! এমন অভাবিত ব্যাপার ত কোথাও প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি যে সমস্ত অস্ত্রে মহাবীর মারীচের প্রাণ সংহার করিয়াছি, খর দূষণ নামক দুরন্ত রাক্ষসদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি, দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ নিশাচরকে নিহত করিয়াছি, এবং যে সকল শরে অতি বিশাল শালগিরি ও মহাবল বালিকে বিদীর্ণ ও মহাসাগরকেও বিক্ষোভিত করিয়াছি, আমার সেই সমুদায় অব্যর্থ অস্ত্রাবলী আজ কি কারণে ব্যর্থ হইতে লাগিল ; কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। রাবণবধে আমি প্রায় সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু মন্ত্রবলে হতবীর্য্য ফণীর ন্যায় সমস্তই মন্দতেজ হইয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ কি ? অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে, হয় ত আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে। রাম অপ্রমত্তভাবে কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসের বক্ষোরূপ লক্ষ্যে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুর্দ্দান্ত দশাননও আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া মহতী গদাঘাতে রাজীবলোচনকে

নিপীড়িত করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখন অন্তরীক্ষে, কখন অবনীতলে ও কখন বা অচলশৃঙ্গে সেই অমিতবীর্য্য বীরদ্বয়ের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল। বাণে বাণে পুনর্ব্বার নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বাণগতি-সমুত্থিত বলবতী বাত্যাবলী দ্বারা পুনরায় মহাসাগর ক্ষোভিত ও সশৈল কাননা বসুন্ধরাও বিকম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী উভয় পক্ষের মধ্যস্থলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর ও সিদ্ধ পুরুষেরা সেই অসামান্য সমরনৈপুণ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এবং ভয়ে তাঁহাদের বাক্‌শক্তি একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। অনন্তর দেখিতে দেখিতে এই রূপে সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। দিন্ নাই, রাত্রি নাই, মুহূর্ত্ত নাই, ক্ষণও নাই, সকল সময়েই অবিচ্ছেদে সেই মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল; কিন্তু জয় পরাজয় বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন দেবসারথি মাতলি সমরে উভয় পক্ষের সমতা নিরীক্ষণ করিয়া দাশরথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে রণশাস্ত্রার্থদর্শিন্! আপনি সমুদায় কার্য্যের পারদর্শী হইয়া সম্প্রতি যেন অপারদর্শীর ন্যায় রাবণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। প্রভো! আমি সারথি, যোদ্ধা নহি, আপনাকে উপদেশ দেই, এমন পাণ্ডিত্য আমার কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি স্নেহপ্রবর্ত্তনায় স্মরণার্থ না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। রঘুবর! আপনি এক্ষণে দুরাচার রাক্ষসের বিনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র বিসর্জ্জন করুন। তদ্দ্বারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বিশেষ দেবতারা রাবণ বিনাশের যে কাল কীর্ত্তন করিয়াছেন, অদ্য তাহাও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, আর শিথিলতাও বিকাশ করিবেন না, মন্ত্রপূত করিয়া সত্বর পৈতামহাস্ত্র পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র-সারথি নীরব হইলে, রাম তদীয় অনুকূল বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তূণীর হইতে সেই পাদদলিত কালসর্পবৎ শ্বসমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ অগস্ত্য ঐ ব্রহ্মদত্ত মহাস্ত্র রামকে প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিভুবন-বিজয়াভিলাষী দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য ঐ অমোঘশক্তি-সম্পন্ন বজ্রবিনিন্দিত বাণ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন, ঐ পবনাধিদৈবত মহাস্ত্র গতিবিষয়ে সাক্ষাৎ পবনের তুল্য; তেজ বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত হুতাশন ও মধ্যাহ্ন মরীচিমালিবিনিন্দিত; সারবত্তায় মেরু বা মন্দর; এবং মধ্যভাগ আকাশময় বলিয়া উহার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত। ঐ মহাস্ত্র হেমভূষণে বিভূষিত; হেমময় পুঙ্খে পরিশোভিত, জাজ্বল্যমান ও সধূম কালানলেরন্যায় তেজঃসম্পন্ন। উহার শক্তি হস্তী, অশ্ব, রথ, গোপুর, পরিঘ, অধিক কি, গিরিভেদনেও পটীয়সী, শীঘ্রগামিনী ও আশীবিষসদৃশী। ঐ ভীষণ শর সর্ব্বভূতের ভয়াবহ, সমরে গোমায়ুগণের আনন্দবর্দ্ধন, বানরেন্দ্রগণের অনুকূল ও নিশাচরকুলের প্রতিকূল। সংগ্রাম সময়ে উহার রূপ সাক্ষাৎ যমতুল্য ও অতীব ভীষণ এবং ঐ অশনিনিন্দিত অমোঘ শর ইক্ষ্বাকুকুলের ভয়নাশন ও শত্রুকুলের চিরসঞ্চিত কীর্ত্তিও বিলোপ করণে সমর্থ।

অসামান্য সমরনৈপুণ্য সম্পন্ন দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথি উদাত্তাদি বেদকল্পিত স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই ভীষণ

শর শরাসনে সন্ধান করিলে, ভূতগণ ভয়ে বিত্রস্ত ও বিস্ময়ে নিমেষশূন্য এবং বসুন্ধরা পুনঃ পুনঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। রণপণ্ডিত রাম কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক এরূপ বেগে সেই মর্ম্মবিদারণ মহাস্ত্র দশাননের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, যে ঐ বজ্রকল্প ভীষণাস্ত্র তদীয় বাহু-বিনির্গত হইবামাত্র যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মহাবেগে ধাবন পূর্ব্বক রাক্ষসের বক্ষস্থলে যেমন নিপতিত হইল, অমনি তাহার তাদৃশ কঠোরতর বক্ষও ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। মহাস্ত্র নিমেষ মধ্যে রাবণের বক্ষোভেদ ও প্রাণনাশ করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ধরাতলে প্রবেশ করিল এবং কিয়ৎকাল পরে পৃথিবীমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রয়োক্তার তূণীর মধ্যে উপনীত হইল।

এদিকে দুর্দ্দান্ত দশানন নিহত হইলে, তাহার দেহ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বিনির্গত, হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত ও রথ হইতে তদীয় প্রকাণ্ড শরীর ভূমিতলে নিপতিত হইল। বজ্রাভিহত যেমন বৃত্রাসুরের, তদ্রূপ সেই ভীষণাস্ত্র-নিহত ও গতাসু দশাননের মৃতদেহ ভূপতিত দেখিয়া হতাবশিষ্ট অনাথ নিশাচরকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। আর জয়যোধী বানরেরা অবকাশ পাইয়া ঘোরতর গর্জন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পলায়মান নিশাচরদিগের সম্মুখে গিয়া ভয়াবহ আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ দশাননের নিধনে ও রামের

বিজয় দর্শনে আশ্রয়বিহীন হইয়া একেই ত অবিরত অশ্রু-ধারা বিসর্জন করিতেছে, ইহার পর আবার বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত; সুতরাং তৎকালে তাহাদের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভয়ে মোহে ও ত্রাসে একেবারে ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে স্খলিতপদে শূন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। এদিকে বানরকুল স্বপক্ষের বিজয় ও অপর পক্ষের পরাজয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক বিজয়নিমিত্ত উচ্চ নিনাদ ও আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এবং ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত, দিব্য গন্ধবাহী অনুকুল পবন সুমন্দ ভাবে প্রবাহিত ও আকাশমণ্ডল হইতে রাম-রথোপরি অনিবার পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সর্ব্বলোক-ভয়াবহ দুর্দ্দান্ত দশাননের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে সাধুগণের হৃদয়ে আহ্লাদরস যেন উথলিয়া উঠিল এবং তাঁহাদের হর্ষপ্রফুল্ল বদন-বিনির্গত সাধু সাধু শব্দে গগণমণ্ডল সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি দুর্দ্দান্তের নিধন-সম্ভূতা বিজয়-লক্ষ্মী ক্রোড়ে করিয়া সফল মনোরথে ও পরমাহ্লাদে সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরদিগকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দেবতারা সর্ব্বথা প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত এবং দশদিক সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ভাবে পরিশোভিত, ধরণী দেবীর কম্পিতভাব বিদূরিত, সুরভি-

পুষ্প পরাগবাহী বায়ু মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত এবং ভগবান্ প্রভাকর স্বীয় প্রভাজালে পরিশোভিত হইয়া উঠিলেন। তখন সুগ্রীব, বিভীষণ অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ যাবতীয় সুহৃদ্‌গণ সহ মিলিত ও বিজয়সম্ভূত অতুল্য আহ্লাদরসে অভিষিক্ত হইয়া রণভূমি মধ্যে রণপণ্ডিত রামচন্দ্রের পূজা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় বিজয়লক্ষ্মী-সম্বর্দ্ধিত প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, বৃত্রাসুরের বধানন্তর দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রই যেন রণাঙ্গণে শোভা পাইতেছেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ সমরাঙ্গনে ভ্রাতা রাবণকে নিহত ও নিপতিত দেখিয়া অসীম শোকভরে বাষ্পাকুলিত নেত্রে ও মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হে বীরপ্রবীর। হে ত্রিলোক-বিজয়িন্। হে নীতিকুশল প্রবীণ! আপনি এতকাল দুগ্ধফেণনিভ মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া আজ কি জন্য ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন? হায়! ইতিপূর্ব্বে আপনার অঙ্গদ-বিভূষিত যে সুদীর্ঘ বাহু নিরীক্ষণ করিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মারুতে শত্রুকুলের শোণিত-

রাশি শুষ্ক হইয়া যাইত, আপনার সূর্য্যপ্রভাবিনিন্দিত যে মুকুটরত্ন ইতিপূর্ব্বে সুমেরুর শোভা বিস্তার করিত, আজ সেই বাহু, সেই মুকুট ধূলিধূসরিত হইয়া নিশাচর-কুলের নিতান্ত আকুল ভাব সম্পাদন করিতেছে। বীর! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার চরণ ধরিয়া যাহা কহিয়াছিলাম, কামমোহে পড়িয়া আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই, অদ্য তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছেন। নাথ! আমার হিতবাক্যে কেবল আপনি কেন, দর্পভরে উন্মত্ত হইয়া প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ও নরান্তক প্রভৃতি আপনার আত্মীয় স্বজনেরাও কর্ণপাত করিয়াছিল না; সুতরাং তাহারা পূর্ব্বেই আপনার পরিণাম পথের প্রদর্শক হইয়াছে। আহা! আজ কি রামরূপ তরঙ্গে সুনীতির সেতু ভগ্ন হইয়া গেল? সাক্ষাৎ ধর্ম্মের বিগ্রহ আজ কি বিনষ্ট হইল? আজ কি সত্বগুণের আধার সচ্ছিদ্র হইয়া পড়িল? লঙ্কেশ্বর! আপনি সম্মুখ সমরে নিহত হইয়া যদিও অদ্য বীরগণের সুপ্রশস্ত গতিপ্রাপ্ত হইলেন; তথাপি সমরাঙ্গণে নিপতিত আপনার মৃতদেহ দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, কোন দৈব কারণ বশতঃ আকাশ-মণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট ও নিষ্প্রভ হইয়া আজ ভগবান্ আদিত্য দেবই বুঝি ভূতলশায়ী হইয়াছেন; অথবা দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ আজ নিশানাথই বুঝি তিমিরাবলীতে সমাচ্ছন্ন, কিম্বা ভগবান্ চিত্রভানুই বুঝি দীপ্তিরহিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইয়াছে। ভ্রাতঃ! আপনি অভাবিত

কালগ্রাসে কবলিত ও ধরাতলে নিপতিত হওয়ায় আজ লঙ্কা মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বথা নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। এবং আপনার বিনাশে পুরীমধ্যে ভাগ্যহীন পৌরগণের কি না বিনষ্ট হইল? আজ হইতে তাহাদের সমস্ত আশাই নিঃশেষিত হইল।

হায়! আজ সংগ্রামে রামরূপ প্রবল সমীরণ সমুত্থিত হওয়ায় যখন রাবণরূপ সুদৃঢ় তরুও সম্মর্দ্দিত হইল, তখন আর উহার ধৃতিরূপ প্রবাল, ক্ষমারূপ পুষ্প, তপোরূপ ফল ও শৌর্য্যরূপ মুল কোথায়? সমস্তই তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গেল। আহা! এই লঙ্কাধামে দশাননরূপ যে পর্ব্বতপ্রতিম প্রকাণ্ড গন্ধহস্তী ছিল; অসামান্য তেজস্বিতা তাহার দন্তাবলী, সুবিস্তীর্ণ বংশ পৃষ্ঠদন্ত এবং কোপ ও প্রসাদ তাহার অপর গাত্র ও হস্তের কার্য্য করিত; অদ্য রামরূপ করাল কেশরী আসিয়া সেই দুর্দ্দান্ত হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। আহা! এই রাক্ষস-সঙ্কুলা লঙ্কা নগরীতে রাক্ষসেশ্বর সাক্ষাৎ বহ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিলেন। তাঁহার অতুল্য পরাক্রম ও অসাধারণ উৎসাহ ঐ বহ্নির প্রদীপ্ত শিখার ন্যায় দীপ্তি পাইত এবং নিশ্বাস-ধুম ও স্বীয় বল উহার তাপের ন্যায় বিকাশ পাইত; আজ রামরূপ নিবিড় মেঘখণ্ড হইতে শরধারা বর্ষণে সেই সমুজ্জ্বল রাবণবহ্নি সর্ব্বথা নির্ব্বাপিত হইল। হায়! এই লঙ্কাধামে নিশাচরেরা যাহার লাঙ্গুল, ককুদ ও বিষাণবৎ বিকাশ পাইত, পরাক্রম ও উৎসাহ বিষয়ে যিনি পবনের

তুল্য ও পরাভিজেতা ছিলেন; সেই অতুল্যশক্তি রাবণ-রূপ মহাবৃষ আজ রামরূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ হেতুগর্ভ অর্থযুক্ত বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ পূর্ব্বক মহাত্মা বিভীষণ নানা প্রকার বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎশ্রবণে সুপণ্ডিত রাম সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় উপদেশ প্রসঙ্গে কহিলেন; সখে! যাহা হইবার হইয়াছে, তজ্জন্য বৃথা শোক প্রকাশ করা কি তোমার ন্যায় মহাপুরুষের কর্ত্তব্য? এতকাল জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধুনা কি অলিক শোক প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারই পরিণাম প্রদর্শন করিতেছ? বয়স্য! তোমার ভ্রাতা রাবণ যে অতুল্য শক্তি-সম্পন্ন, অমিতবিক্রম ও মহোৎসাহ-বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া যে সাক্ষাৎ অন্তকের হৃদয়েও অসীম ভয়োদ্রেক হইত; তাহা কে না জানে? এবং সেই অমিতবীর্য্য বীর আজ সামর্থ্যহীনতা প্রযুক্ত সমরে পরাজিত হইয়া যে কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন, ইহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? এমন স্থলেও যে ইনি আজ নিহত হইলেন, কেবল দৈবই ইহার প্রকৃত নিদান। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য অলিক শোক প্রকাশ করা ভবাদৃশ বিচক্ষণ লোকের কার্য্য নহে। আর দেখ, সখে! যে সকল জয়াকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষেরা এই রূপ সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন, ক্ষত্রীয় ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা কদাপি শোচনীয় নহেন। এই বীরপ্রবীর দশানন একমাত্র বাহু-

বল প্রভাবে অমিতবল অমররাজ, অমরগণ ও ত্রিলোককেও বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, অধুনা কেবল অবশ্যম্ভাবী কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়াই সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাঁর জন্য শোক মোহে অভিভূত হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ, এই জগতীতলে কেহই চিরস্থায়ী নহে, অদ্যই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক, জন্ম গ্রহণ করিলে এক সময়ে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেই হইবে; সুতরাং তন্নিবন্ধন অলিক শোক প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। আরও দেখ, ইনি দুর্ব্বল নহেন, রণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞও নহেন, ইতিপূর্ব্বে সংগ্রামে কোন শত্রুর নিকট পরাজিতও হন নাই, তবে যে আজ ইহাঁর ঈদৃশী গতি সংঘটিত হইল, দৈব ভিন্ন ইহার প্রকৃত নিদান আর কি আছে। কিন্তু মহাত্মন! তুমি নিশ্চয় জানিবে, মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা এই রূপ গতিকেই ক্ষত্রিয় সম্মত উত্তম গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং রণ-নিহত ক্ষত্রিয় বা বীর পুরুষেরা কখনই শোচ্য নহে। অতএব বয়স্য! আমি যাহা কহিলাম, অলিক শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি তাহাই যথার্থ বলিয়া স্বীকার কর এবং অধুনা যাহা অনুষ্ঠেয়, শোকশূন্য মনে তাহাই চিন্তা কর।

এই বলিয়া মহাত্মা দাশরথি মৌনাবলম্বন করিলে, শোকাকুল সুধীর বিভীষণ তদীয় তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন; রাজকুমার!

ইতিপূর্ব্বে যাঁহার চিরবিক্রম-গুম্ফিত ভীষণ আস্ফালন দর্শন করিয়া, যুদ্ধ করিবে কি, শত্রুপক্ষীয়েরা ভয়ে একেবারে চিত্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করিত; কি যক্ষগণ, কি ভূতগণ, কি সুরগণ অধিক কি, সাক্ষাৎ সুরপতি ইন্দ্রও যাঁহারে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই; সেই অতুল্যবীর্য্য বীর দশানন আজ আপনার সহিত সমরে নিহত হইলেন। ইনি পাবকমুখে বিস্তর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, বিস্তর ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছেন, অসংখ্য ভৃত্যবর্গের ভরণ পোষণ করিয়াছেন, মিত্রগণকে বিস্তর ধনদান করিয়াছেন এবং সমরে সংখ্যাতীত শত্রুও বিনষ্ট করিয়াছেন; ইনি যথাবিহিত আহিতাগ্নি, মহাতপা ও কর্ম্মকুশল ছিলেন; অতএব আমি এক্ষণে ইহাঁর কিঞ্চিৎ হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে সম্প্রতি প্রেতলোকগত ভ্রাতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভ্রাতৃঋণ হইতে কথঞ্চিৎ পরিমুক্ত হই।

এই বলিয়া বিভীষণ রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাম তদীয় তৎকালোচিত করুণ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক রাবণের স্বর্গলাভার্থ তদীয় প্রেতকার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন, কহিলেন; বয়স্য! যখন তোমার ভ্রাতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, তখন আর তাঁহার সহিত বৈরভাব নাই। বিশেষ আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইয়াছে। দেখ মহাত্মন্! কেবল তোমার কেন, এক্ষণে যেন তোমার ন্যায় আমারও ইহাঁর

প্রতি স্নেহ হইতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে নিঃশঙ্ক মনে ভ্রাতার প্রেতকৃত্য করিতে যত্নবান্ হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

এদিকে লঙ্কাপুরীর অন্তঃপুরবাসিনী নিশাচরীগণ রামের হস্তে রাবণের অতর্কিত নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র শোকে মোহে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া মুক্তকেশে যেন উন্মাদিনীর ন্যায় তথা হইতে বহির্গত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমান হইয়াও অনিবার্য্য বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হতবৎসা ধেনুর ন্যায় আকুল ভাবে রণপাংশু মধ্যে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ওদিকে রাজমহিলাগণ সহসা এই সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণে মুহুর্মুহুঃ বক্ষে করাঘাত ও পুরীর উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দরদরিত ধারে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে হতপতির অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা একবার "হা নাথ!" এই মর্ম্মভেদী বাক্য মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত ও আর বার "হা আর্য্যপুত্র!" বলিয়া সেই কবন্ধচিহ্নিতা শোণিতকর্দ্দমা রণভূমি মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইয়া যূথনাথ-বিরহিতা করেণুকা-

গণের ন্যায় বাষ্পাকুল লোচনে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল পরে সেই নীলাঞ্জননিভ মৃত পতিত পতিকে সহসা অবলোকন করিয়া সবেগে ধাবন পূর্ব্বক ছিন্ন লতার ন্যায় তদীয় গাত্রোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত রাজমহিলাদিগের মধ্যে তৎকালে কেহ বহুমান পূর্ব্বক আলিঙ্গন, কেহ চরণযুগল ধরিয়া রোদন এবং অপর কেহ কেহ ভুজাবলী ধারণ করিয়া সেই শোণিতাভিষিক্ত রণপাংশু মধ্যে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ হত পতিত পতির বিয়োগজনিত বিকৃত বদন মণ্ডল দর্শনে বিমোহিত ও অপর কেহ কেহ মৃত পতির বদনমণ্ডল অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অবলোকন ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তুষাররাশি দ্বারা যেমন পঙ্কজাবলী অভিষিক্ত হয়, তৎকালে কামিনীকুলের নেত্রনীরেও তদ্রূপ নিহত রাবণের মুখারবিন্দ অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহিষীগণ পতিবিয়োগ-জনিত মহতী বেদনায় ব্যাকুল হইয়া বারংবার তদীয় মুখারবিন্দ দর্শন ও রোদন করিয়া পরিশেষে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিল;—হা হত বিধে! ইতিপূর্ব্বে সমরাঙ্গণে যাঁহার বীরদর্পলাঞ্ছিত ভীম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও শঙ্কিত ও সাক্ষাৎ কৃতান্তও ভীত হইয়া থাকিতেন, যিনি ক্রোধবশতঃ সমরপরাজিত রাজা বৈশ্রবণকে পুষ্পক-বিয়োজিত করিয়াছিলেন; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,

পিশাচ, কিন্নর, পন্নগ, উরগ, অধিক কি, যাঁহাকে দেখিয়া সুরাসুরেরাও ভয়ে পলায়ন করিতেন, সেই বীরাগ্রগণ্য অমিতবীর্য্য লঙ্কেশ্বর অধুনা সামান্য মনুষ্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন ? হায় ! কি আশ্চর্য্য ! কি পরিতাপ ! যিনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য ; সুরাসুর প্রভৃতি কেহই যাঁহাকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন নাই ; আজ এক দুর্ব্বল পাদচারী ও প্রাকৃত মনুষ্যের হস্তে সেই অতুল্যবীর্য্য মহাবীরের মৃত্যু হইল ?

কামিনীগণ কিয়ৎকাল এইরূপ বিলাপ ও দুঃখিত মনে হাহাকার পূর্ব্বক রোদন করিয়া পরে শোকাকুল হৃদয়ে পুনর্ব্বার বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল; হা নাথ ! আপনি শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্‌গণের হিত কথায় কর্ণপাত না করিয়া যে কেবল আত্মবিনাশের জন্যই সেই অযোনিসম্ভবা জানকীরে হরণ করিয়াছিলেন, এমত নহে, এই সুবিস্তীর্ণ রাক্ষসকুল, এই সুবর্ণময়ী লঙ্কা পুরী, এই অতুল্য বৈভব, তজ্জন্য সমস্তই বিধ্বংস হইয়া গেল। লঙ্কেশ্বর ! মহাত্মা বিভীষণ কতপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া কত রূপ হিত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনি মোহ বশতঃ তাহাতে কর্ণপাতও করিয়াছিলেন না ; আজ সামান্য মনু-ষ্যের হস্তে তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছেন। হা নাথ ! আপনি সীতাকে হরণ করিয়াও যদি আবার রামের করে অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আপনার কদাচ এতা-দৃশ অভাবিত ব্যসন উপস্থিত হইত না। ভ্রাতা বিভীষণও

হয়ত সফল মনোরথ হইয়া মিত্রপক্ষেই অবস্থান করিতেন, রাম কদাচ শত্রু হইতেন না, আমরাও বিধবা ও হতনাথা হইতাম না এবং শত্রুবর্গেরাও সফল মনোরথ হইয়া এত উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিত না। হা নাথ! দুঃখের কথা আর কি কহিব, আপনি বলপূর্ব্বক জানকীরে হরণ করিয়া নিতান্তই নৃশংসের কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে এরূপ অভাবিত গতি কদাপি সংঘটিত হইত না। অথবা এবিষয়ে আপনার দোষ কি? আপনার ইচ্ছানুসারে এরূপ কার্য্য কখনই ঘটে নাই। আমাদের বোধ হয়, দৈবই ইহার প্রকৃত নিদান। দৈবের প্রতিকূলাচরণেই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেল, সন্দেহ নাই। অর্থই হউক, কামই হউক, আর বিক্রমই হউক, এই সংসারে স্ব স্ব বলে দৈববলকে অতিক্রম করে, এমন কি আছে, সমস্তই দৈবায়ত্ত। এই রূপে রাজমহিষীগণ শোকাকুলা কুররীর ন্যায় বাষ্পাকুল লোচনে মৃত পতির উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ সমস্ত রোরুদ্যমানা মহিষীগণের মধ্যে প্রধানা মহিষী মন্দোদরী রামহস্তে পতির অভাবিত মৃত্যুদশা দর্শন করিয়া করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল ;—নাথ ! ইতিপূর্ব্বে সংগ্রাম ক্ষেত্রে তোমার ক্রোধ-বিস্ফারিত বিঘূর্ণিত আরক্ত বিংশতি নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং দেবরাজ পুরন্দরও তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে ভীত হইতেন এবং দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ তোমার ভয়ে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নানাদিকে পলায়ন করিতেন, সেই তুমি আজ সামান্য মনুষ্য রাম সহ সমরে পরাজিত হইলে, ইহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না ? লঙ্কেশ্বর ! ছি ছি। উঠ উঠ, এতকাল মহামূল্য দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এখন কি রণপাংশু মধ্যে শয়ন করা তোমার উচিত ? ভাল যদি নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে, না হয় গৃহে গিয়াই শয়ন কর। তথায় সুকোমল শয্যা সজ্জিতই রহিয়াছে। প্রাণবল্লভ ! আহা ! তুমি স্বীয় বাহুবলে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক ত্রিভুবনের জয়লক্ষ্মী ক্রোড়ে করিয়া অতীব শোভান্বিত

ও যারপর নাই দিব্য বৈভবে সুশোভিত ছিলে, জিজ্ঞাসা করি, এক জন বনচারী সামান্য মনুষ্য আসিয়া তোমায় কি রূপে বিনাশ করিল ? এই লঙ্কাপুরী চতুর্দ্দিকে মহা-সাগরবেষ্টিতা ; সুতরাং মনুষ্যদিগের অগম্যা। তাহাতে আবার তুমি সর্ব্বলোকবিজয়ী, সুতরাং তুমি বিদ্যমানে সেই দুর্গম লঙ্কানগরী প্রবেশ করিয়া সমরে এক জন মনুষ্য যে তোমায় পরাজয় করিবে, এ আশঙ্কা আমার চিত্তে এক দিনের নিমিত্তও স্থান পায় নাই। নাথ! আমি অধিক কি কহিব, বাস্তবিক পক্ষে রামের হস্তে তোমার বিনাশ কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না। অথবা আমার বোধ হয়, সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তই বুঝি রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক তোমার বিনাশের জন্য দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিম্বা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই বুঝি রামরূপে লঙ্কাধামে অবতীর্ণ হইয়া, আজ সমরে তোমাকে পরাজিত করিয়াছে ; না না, শচীপতির এমন কি সামর্থ্য আছে, যে লঙ্কাপতির সহিত সম্মুখ সমরে তিষ্ঠিতে পারে। অথবা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী পরমযোগী শাশ্বত সনাতন ভগবান্ নারায়ণই ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ স্বয়ং মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বানর-বেশধারী দেবগণ সহ আগমন পূর্ব্বক তোমাকে নিহত করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্ব্বকালে ইন্দ্রিয় সকলকে পরাজয় করিয়া ত্রিলোকের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই ইন্দ্রিয়-

গণই বুঝি অবসর পাইয়া পূর্ব্ব বৈরভাব স্মরণ ও অকার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে পরাজয় করিল। তাহা না হইলে তোমার পরাভব বিষয়ে অন্য আর কি সম্ভবে।

আর্য্যপুত্র! জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর বহু রাক্ষসে পরিবৃত ও মহাবল হইয়াও যখন রামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তখনই অনুমান করিয়াছি, যে রাম সামান্য মনুষ্য নহেন, অবশ্যই কোন অবতার বিশেষ হইবেন, নতুবা মনুষ্যলোকে এতাদৃশ অলৌকিক কার্য্য কদাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই। নাথ! আর দেখ, যে লঙ্কাপুরে, অন্যের কথা আর কি কহিব, সুরগণও প্রবেশ করিতে সাহস করেন না, সেই লঙ্কাধামে যখন হনূমান্ স্বীয় বার্য্য বলে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিয়াছিল, আমি তখনই জানিয়াছি, রাম কদাচ মনুষ্য নহে। প্রাণবল্লভ! আমি ত পূর্ব্বেই কত প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিয়াছিলাম, যে রাম সামান্য মানব নহে, তাহার সহিত বিরোধের প্রয়োজন নাই, সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার শরণ লওয়াই কর্ত্তব্য। নাথ! তৎকালে আমার সেই, হিত কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক্ষণে তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছ, সন্দেহ নাই। লঙ্কেশ্বর! এই অতুল্য বৈভব, এই সুবিস্তীর্ণ রাক্ষসকুল, এই সুবর্ণময়ী লঙ্কা নগরী স্বয়ং, এবং সমুদায় বিনাশের নিমিত্তই যে তুমি সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে, তাহা আজ সর্ব্বথা বিকাশ পাইল। আহা! নাথ! তোমার কি সর্ব্বনাশিনী দুর্ম্মতিই উপ-

স্থিত হইয়াছিল, কি পরিণামে বিরসা আসক্তিই চিত্রক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। তুমি এতকাল এত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কি জানিতে পারিয়াছিলে না, যে আর্য্যা জানকী সাক্ষাৎ অরুন্ধতী বা রোহিণীর ন্যায় পতিব্রতা এবং সর্ব্বসৌভাগ্য-শালিনী সাক্ষাৎ কমলা। তুমি কপটজাল বিস্তার পূর্ব্বক যখন সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাপুরে আনয়ন করিয়াছ, আমি তখনই জানিয়াছি, যে রাক্ষসকুল ধ্বংস হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। লঙ্কানাথ! তুমি সেই সীতা সতীর সহিত যে সঙ্গমের অভিলাষ করিয়াছিলে, তোমার সে অভিলাষ কিছুমাত্র পূর্ণ হইল না: অথচ পতিব্রতার অতুলীয় তপস্তেজে স্বয়ংই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে। নাথ! যখন তুমি সেই অসূর্য্যম্পশ্যারূপা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা সীতা সতীকে হরণ করিয়াছিলে, তোমার এ শরীর যে তখনই ভস্মসাৎ হইয়াছিল না; ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য! কিন্তু "পাপ কার্য্যের ফল অবশ্যই ফলিবে" এই বিশ্বাসে দেবতারা এতকাল ফলকালই প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, আজ সেই পরিপাক সময় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রাণবল্লভ! যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরিণামে তাহার তদনুরূপ শুভ ফলই লাভ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ভবিষ্যতে তাহার যে অশুভ ফল প্রাপ্তি হয়, তাহাও

স্থিরীকৃতই রহিয়াছে। এই নিমিত্ত মহাত্মা বিভীষণ এক্ষণে সুখভাগী হইল, আর তোমার এতাদৃশ অভাবিত দুর্গতির সংঘটন হইল। হায়! এই লঙ্কা নগরীতে অতুল্য রূপ-যৌবন-সম্পন্না অসংখ্য কামিনীকুল তোমার আয়ত্ত ছিল; আমিও নিতান্ত অনুরক্তা ছিলাম; কিন্তু তুমি অনঙ্গপীড়ায় বিমোহিত ও এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলে, যে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে, কি দাক্ষিণ্যে মৈথিলী সর্ব্বাংশেই আমার অসমরূপিণী, জানিয়াও তাহার প্রতিই সমধিক আসক্তি প্রকাশ করিতে। অথবা ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে, কারণ সর্ব্বভূতেরই মৃত্যুর এক একটী নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, সুতরাং জানকীই তোমার মরণের নিদান, তদ্ভিন্ন তোমার মৃত্যুর আর কোন উপায়ই লক্ষিত হয় না। বলিতে কি, তুমি সীতাকে অপহরণ করিয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে মৃত্যুকেও আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলে, সন্দেহ নাই। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! সেই জানকী, যিনি অশোকবনে একাকিনী নয়নজলে ভাসিতেছে, এক্ষণে শোকশূন্য মনে প্রাণপতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখে বিহার করিবে, আর আমি রাবণের প্রধানা মহিষী ও সুখের পরাকাষ্ঠানুভাবিনী হইয়া এক্ষণে অপার শোক সাগরে চিরজীবন যাপিত করিব। নাথ! যে আমি এতকাল পুষ্পক নামক নিরুপম বিমান যানে আরোহণ করিয়া বিচিত্র মাল্য ও মহামুল্য ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক তোমার সহিত বিহার করিতে করিতে

কৈলাশশিখর, মন্দর পর্ব্বত, চৈত্ররথকানন ও দেবোদ্যান প্রভৃতি বিবিধ আনন্দকর দেশ দর্শন করিতাম, সেই আমি অধুনা তোমার বিয়োগে কামভোগে বঞ্চিত ও বিধবা হইয়া কি রূপে কাল যাপন করিব? এবং হতভাগ্য পাপ দেহ-ভার বহন করিয়া সম্প্রতি কি প্রকারেই বা শত্রুকুলের বৃদ্ধি দর্শন করিব? হায়! রাজাদিগের এতাদৃশী চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে ধিক্!!

এই বলিয়া রাজমহিষী একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন. আর বার বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক মৃত পতিত প্রাণ-পতির মুখারবিন্দ সাদরে অবলোকন করেন। এবং প্রবল শোকানলে দহ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন;—হা নাথ। ইতি পূর্ব্বে তোমার যে তাম্রায়ত নয়নমণ্ডিত বদনমণ্ডল সুনাসা-সমন্বিত, সুকুমার ও সুলাবণ্যে পরিশোভিত ছিল; কান্তি, শ্রী ও দ্যুতি বিষয়ে যাহা নিশাকর, দিবাকর ও পদ্মাবলীর শোভাকেও তির-স্কার করিত; কিরীটকোটি প্রভায় যাহার উজ্জ্বলতার পরিসীমা থাকিত না এবং পানভূমিতে মদব্যাকুলতা বশতঃ যাহাতে নয়নচাঞ্চল্য-মাধুরী নিরীক্ষিত হইত; আহা! আজ সেই কুণ্ডল মণ্ডিত সুচারু স্মিত-শোভিত শুভানন প্রভাত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশূন্য ও হতশ্রী হইয়া গিয়াছে এবং রামশর নির্ভিন্ন ত্বদীয় দেহ হইতে যে মেদ, মাংস, মস্তিষ্ক ও শোণিতধারা বিনির্গত হইতেছে, তাহা বানর-কুলের আনন্দ-সম্ভূত পাদসঞ্চালন-সমুত্থিত ধূলিপটল

সংস্পর্শে নিতান্ত রুক্ষ ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হায়! আমার ভাগ্যে যে অভাবিত অভিনব বৈধব্য দশা সংঘটিত হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। হায়! দানবরাজ পিতা, রাক্ষসরাজ ভর্ত্তা এবং ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্র বলিয়া আমি যে কতই গর্ব্ব করিতাম, অরিদর্পহারী অমিতবীর্য্য ও অকুতোভয় উদ্দৃপ্ত নিশাচরেরা নিরন্তর আমাদিগের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ভাবিয়া আমি যে কতই আনন্দ ও নির্ভীকতা প্রকাশ করিতাম, তাহার আর পরিসীমা ছিল না, অধুনা এক জন সামান্য মনুষ্য আসিয়া আমার সকল গর্ব্বই খর্ব্ব করিয়া ফেলিল।

আহা! প্রাণবল্লভ! ইতি পূর্ব্বে তোমার যে দেহ সুস্নিগ্ধ ইন্দ্র নীলমণি বিনিন্দিত, মহামূল্য মুক্তাহারে পরিমণ্ডিত, আভরণ প্রভায় সৌদামিনীসঙ্কুল সজল জলদবৎ পরিশোভিত, বিহার সময়ে সাতিশয় সুকুমার ও পরম রমণীয় এবং সংগ্রাম কালে অতীব উগ্র ও প্রকাণ্ড পর্ব্বতবৎ লক্ষিত হইত; অধুনা সেই সুকোমল শরীর শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া আলিঙ্গনের নিতান্তই অযোগ্য হইয়াছে এবং স্নায়ুবন্ধন সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহার পূর্ব্ববৎ শোভা আর কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না; কেবলমাত্র রুধির ধারায় রক্ত বর্ণ হইয়া, বজ্রপ্রহার-পতিত ধাতুরাগ-রঞ্জিত বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

ভাল নাথ! জিজ্ঞাসা করি, তুমি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়া

আজ কি রূপে মর্ত্যলোকের হস্তে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? অনুমান করি, তুমি বুঝি নিদ্রিত বা অনবধান-পরায়ণ ছিলে, নতুবা তোমার এরূপ অভাবিত মৃত্যু কদাচ সংঘটিত হইত না। প্রাণবল্লভ! তোমার বৈভব ও প্রভাবের কথা আর কি কহিব; এই ত্রিলোকীতলে যাবতীয় দিব্যোপভোগ্য বস্তু আছে, সমুদায়ই তোমার ভোগ্য। তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জগতীতল নিয়তই কম্পিত হইত। তুমি লোকপালগণের বিজেতা, গর্ব্বিতগণের নিগৃহীতা এবং ভূত বিদারণে ও লোক ক্ষোভনেও সবিশেষ পটু, তোমার বিক্রম অতুল্য ও পরাক্রম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। রিপুগণ সন্নিধানে গর্ব্বিত বাক্য কথনে তুমিই সমর্থ, স্বর্গরক্ষণে সুপণ্ডিত এবং অমিতবীর্য্য বীরবর্গ ও যক্ষ দানবগণের নিয়ন্তা। তুমি সমরে নিবাত কবচদিগের নিগৃহীতা, যজ্ঞাদির বিঘ্ন সম্পাদয়িতা, স্বজনগণের পরিত্রাতা ও ধর্ম্ম ব্যবস্থার ভেদয়িতা এবং সংগ্রাম স্থলে বিবিধ দুর্ভেদ্য মায়া প্রকটনেও তুমিই একমাত্র দক্ষ। তুমি দেবাসুর নর-কামিনীকুলের অপহরণকারী, বিপক্ষ বনিতাকুলের শোকবর্দ্ধনকারী, লঙ্কা নগরীর রক্ষণকারী, স্বীয় দল বল সমূহের পালনকারী, আমাদিগের অভিলাষানুরূপ ভোগ্য বস্তু প্রদানকারী, ভীমকার্য্য করণে অধিকারী এবং রথিগণের মধ্যে একমাত্র তুমিই প্রভুত্ব বিস্তারকারী। নাথ! তুমি এতাদৃশ অতুল্য প্রভাবসম্পন্ন হইয়া আজ কি মনুষ্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে?

হায়! আমি কি হতভাগিনী, আমি কি পাপীয়সী, কি পাষাণময়ী! যে এমন সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাণপতিকে নিহত দেখিয়া এখন পর্য্যন্তও এ পাপ দেহ ভার বহন করিতেছি, আমাকে ধিক্, আমার নামে ধিক্, আমার ভাগ্যেও ধিক্। প্রাণকান্ত বিরহে আমি এ দগ্ধ প্রাণ কদাচ বহন করিতে পারিব না। এবং সমস্ত বন্ধু বান্ধব-বিহীনা, ভবাদৃশ নাথ-বিরহিতা ও সুখাভিলাষে বঞ্চিতা হইয়া চিরকাল নূতন নূতন মনোবেদনাও উপভোগ করিতে পারিব না। অতএব নাথ! তুমি যখন এই সমস্ত অতুল্য দিব্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া সুদুর্গম দীর্ঘপথে গমন করিতেছ, তখন প্রার্থনা করি, এ হতভাগিনীকেও সঙ্গে লইয়া চল। আমি তোমার বিয়োগে কখনই একাকিনী থাকিতে পারিব না। প্রাণবল্লভ! আমি তোমার নিমিত্ত দীন ভাবে এত বিলাপ করিতেছি, মুক্ত কণ্ঠে এতই রোদন করিতেছি, তুমি কি জন্য আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না এবং কি কারণেই বা আমারে একাকিনী ফেলিয়া চিরদিনের নিমিত্ত প্রবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ভাল নাথ! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার প্রতি কোন কারণ বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়াছ? আমাকে ভ্রষ্টাবগুণ্ঠনা ও নগর দ্বার হইতে একাকিনী নির্গতা দেখিয়া তুমি কি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ? প্রাণেশ্বর! ভাল যদিও কোন অপরাধ হইয়া থাকে, এই ত তাহার প্রতিকার হইল, এক্ষণে বিনয় করি, চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও,

অবলার প্রতি এত ক্রোধ করা তোমার ন্যায় মহা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! ভাল আমিই যেন হতভাগিনী ও ক্রোধের পাত্রী হইলাম; তোমার নিমিত্ত তোমার প্রিয়তমা শত শত যোষিদ্গণেরা লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া নিরবগুণ্ঠনে যেন উন্মাদিনীর ন্যায় আলুলায়িত কেশে ভবৎ সকাশে আসিয়া কতই রোদন ও কতই বিলাপ করিতেছে, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হইতেছে না? নাথ! একবার উঠ উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমার বিয়োগে তোমার সুবর্ণময়ী লঙ্কা পুরীর কতই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। নাথ! আমি তোমার প্রধানা মহিষী ও বিহার কালে সাদর বিহারিণী, অন্য দিন কোন কারণ বশতঃ প্রণয় কোপের বশবর্ত্তিনী হইলে, আমায় কত প্রকার অনু-নয় করিতে; সেই আমি আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে কত প্রকার বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে কতই রোদন করিতেছি, নাথ! কি জন্য আমাকে আশ্বাসিত ও বহুমানিত করিতেছ না?

আহা! লঙ্কানাথ! তুমি যে সকল পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা কুলবধূদিগকে বিধবা ও অনাথা করিয়াছ, অনুমান করি, তাহাদের অব্যর্থ অভিসম্পাতেই বুঝি তোমার আজ এতা-দৃশী অভাবিত দশা উপস্থিত হইল। শুনিয়াছি, বিপ্রকৃতা পতিব্রতা কুলকামিনীগণের নেত্রনীর কদাপি নিরর্থক পতিত হয় না; নাথ! অদ্য ভাগ্য দোষে সেই লোক প্রবাদটী তোমার পক্ষেই সত্য হইল। অথবা আমি এখন

নিশ্চয় জানিলাম, তুমি স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যের অভি-মান ও নিজ বাহুবলে ত্রিলোক পরাভব এবং পরিশেষে মৃগচ্ছলে রামকে আশ্রম হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, পরে তৎপত্নী সীতা হরণ রূপ যে চৌর্য্য কার্য্যে রত হইয়াছিলে, এ তাহারই দুষ্পরিণাম, সন্দেহ নাই। হায়! অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয়জ্ঞ বিচক্ষণ বিভীষণ সেই অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা সীতাকে নিরীক্ষণ-মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন; অহো! বুঝি রাক্ষসবংশ ধ্বংস হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। নাথ! অদ্য সেই সত্যভাষীর সেই বাক্যই সত্য হইল। মহারাজ! তোমার হৃদয়ে কামুকতারূপ অনিবার্য্য ব্যসন উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল, তদ্দারা তুমিও বিনষ্ট হইলে এবং তোমার আশ্রিত সমস্ত নিশাচরেরাও অনাথ হইয়া সম্প্রতি নিতান্ত দীন দশা প্রাপ্ত হইল।

লঙ্কেশ্বর! তুমি যখন অসামান্য বলপৌরুষ দ্বারা ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছ, তখন আর তোমার উদ্দেশে যদিও শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি আমাদিগের অবলা-জনোচিত অল্প বুদ্ধি যেন পুনঃ পুনঃ কারুণ্য রসেই অভি-ষিক্ত হইতেছে। সুকৃতিই হউক, আর দুষ্কৃতিই হউক, তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, অবশ্যই তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় গতি লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমি কেবল তোমার বিয়োগে অনাথা হইয়া আক্ষেপেই

শোক করিতেছি। মহারাজ! তুমি যে কামমোহে পড়িয়া শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্গণের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই, মহাত্মা বিভীষণের, মহামতি মারীচের, কুম্ভকর্ণের এবং আমার পিতার তাদৃশ যুক্তিযুক্ত প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও যে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া তাহাতে নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলে, নিশ্চয় জানিবে, এ তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আহা! নাথ! তোমার যে অঙ্গ কামিনীকুলের অঙ্গ ভূষণ ছিল, আজ সেই অঙ্গ সমরাঙ্গণে বিক্ষিপ্ত করিয়া রজোরাশি মধ্যে কি জন্য শয়ন করিয়া আছ? কি নিমিত্তই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? প্রাণবল্লভ! আমাকে সামান্যা কামিনী মনে করিয়াই কি উত্তর প্রদানে বিমুখ হইয়াছ? আমি সামান্যা কামিনী নহি, সংগ্রামশাস্ত্রে যিনি অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, আমি সেই মহা-বীর্য্য সুমালীর দৌহিত্রী, তবে কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? নাথ! একবার উঠ, গাত্রোত্থান কর। আজ নব পরাভবে কেন শয়ন করিয়া আছ? লঙ্কেশ্বর! দুঃখের কথা আর কি কহিব, যে আদিত্য দেব ভয়ে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া নাতিশীতোষ্ণভাবে রশ্মি প্রদান করিত, আজ সেই আদিত্য যেন সময় পাইয়া নির্ভয়ান্তঃকরণে পুরীমধ্যে যথোচিত রশ্মিজাল বিতরণ করিতেছে। আহা! মহারাজ! তুমি সাক্ষাৎ অশনিকল্প যে পরিঘাস্ত্র দ্বারা বৈর নির্য্যাতন করিতে এবং যে মহাস্ত্র প্রতিদিন তোমার নিকট যথোচিত

ভাবে পূজিত হইত, আজ তোমার সেই ভীষণাস্ত্র বাণে বাণে সহস্রধা বিভিন্ন হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে। নাথ! অনুমান করি, তুমি আমার অপেক্ষা বুঝি অবনীকেই প্রিয়তরা জ্ঞান কর, নতুবা আমি ধরাতলে পড়িয়া আলুলায়িত কেশে এত রোদন করিতেছি, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া অবণী সহবাসে কেন শয়ন করিয়া থাকিবে। হা নাথ! তোমার লোকান্তরিত দশা দর্শন করিয়াও যখন আমার এ পাপ হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না; তখন আমার এ পাষাণময় হৃদয়কে ধিক্।

এই রূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে মন্দোদরী বাষ্পাকুল লোচনে যেন উন্মাদিনীর ন্যায় প্রাণপতির বক্ষস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যারক্ত জলদখণ্ডে যেমন সৌদামিনী পরিশোভিত হয়, তৎকালে রুধিরাক্ত রাবণের উরস্থলে মন্দোদরীও তদ্রূপ বিকাশ পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে অন্যান্য রাজমহিষীগণ প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর তাদৃশী শোকপরীত দশা দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে সকলে সমীপে আগমন করিল এবং তাহারে সমুত্থাপিত করিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে তাহারা মন্দোদরীকে কাতর বচনে সম্বোধন করিয়া কহিল; দেবি! এক্ষণে ক্ষান্ত হউন, পুণ্যবিপাক দশাবিশেষের বিনাশে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা ও লোকস্থিতিও অস্থিরা হয়, ইহা অবগত হইয়াও অনভিজ্ঞা কামিনীর ন্যায় করুণ স্বরে এত রোদন করিতে

ছেন কেন ? কিন্তু তাহাদের সান্ত্বনাবাক্যে কোন ফল দর্শিল না। রাজমহিষী মন্দোদরী বলবতী শোকানল-শিখায় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া অজস্র পতিত অশ্রুধারায় বক্ষস্থল অভিষিক্ত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে অবসরোচিত বক্তা মহাত্মা রাম বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! এ সময়ে ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর তুমি স্বীয় ভ্রাতা দশাননের অন্ত্য সংস্কার করণে ও রাজমহিষীগণের পরিসান্ত্বনে প্রবৃত্ত হও। তৎশ্রবণে ধীমান্ বিভীষণ কিয়ৎকাল মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া মনোমত হিত বাক্যে কহিলেন; প্রভো! আমি পরদার-নিরত দুরাচার দশাননের নির্ব্বাণ সংস্কার করিতে অভিলাষ করি না। দুরাত্মা সম্বন্ধে আমার গুরু, সত্য; কিন্তু নানাবিধ দোষে আমার পূজার্হ নহে, সম্মানের পাত্রও নহে। বরং সে আমার, কেবল আমার কেন, ত্রিলোকেরই পরম শত্রু ও যারপর নাই অহিতকারী। উহার অধুনাতন কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে, আপাতত লোকে আমাকে নিতান্ত নৃশংস কহিবে; কিন্তু তদীয় গুণগ্রাম সমস্ত মনে করিয়া পরে আমাকে উচিতকারী বলিয়া প্রশংসাই করিবে।

এই বলিয়া মহামতি নীরব হইলে, দয়াময় দাশরথি তদীয় বাক্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন; হে রাক্ষসকুল-কোবিদ বিভীষণ! আমি যখন তোমার প্রভাবে অজেয়ে জয় করিলাম, তখন তোমার মত বিরুদ্ধ কার্য্যে আমি

কদাচ অগ্রসর হইব না; কিন্তু আমি কএকটী ধর্ম্মার্থসঙ্গত উপযুক্ত কথা কহিতেছি, অবধান পূর্ব্বক কর্ণপাত কর। তোমার ভ্রাতা দশানন যদিও ঘৃণিত কার্য্যে দীক্ষিত ও অধর্ম্মাচরণে পরম আহ্লাদিত; তথাপি অতিতেজস্বী, অমিত বলসম্পন্ন ও সংগ্রামকার্য্যে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই; দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অধিক কি, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও ইহাঁকে সমরে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অতএব বয়স্য! যাঁহার প্রতাপে ত্রিলোক ত্রাসে বিকম্পিত হইত, সেই অতুল্য বিক্রম মহাবল রাবণ যে উক্ত দোষ বশতঃ তোমার সংকার যোগ্য নহেন, ইহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষ লোকে শত্রুভাব জীবন কাল পর্য্যন্তই বদ্ধমূল থাকে, জীবনান্ত হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতারও অবসান হইয়া যায়। অতএব আজ যখন দশাননের শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর বৈরভাব স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন নাই। আর দেখ, সখে! রাবণ যে কেবল তোমারই শত্রু ছিলেন এমন নহে, আমারও পরম শত্রু ছিলেন; কিন্তু তথাপি যেন আমার হৃদয়ে আজ কারুণ্য রসের উদ্রেক হইতেছে। অতএব বয়স্য! এক্ষণে আর কিছু মনে করিও না, সরলান্তঃকরণে সম্প্রতি ভ্রাতার সংকার করণে যত্নবান্ হও। এক্ষণে দশানন ধর্ম্মতঃ তোমা হইতেই যথাবিধি সংস্কার পাইবার উপযুক্ত; ইহাতে তাঁহারও সমধিক সদগতি হইবে, এবং ত্রিলোকীতলে তোমারও

চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি ও যথোচিত যশোলাভ হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব] এক্ষণে আমার কথা রাখ, এবং ভ্রাতার অন্ত্য সংস্কার করণের যথোপযুক্ত উদ্যোগ কর।

এই বলিয়া সুধীর রাম, রাবণের তৎকালোচিত কার্য্য সম্পাদনে সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মতিমান্ বিভীষণ তদীয় তাদৃশ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে ভ্রাতার অন্ত্যসংস্কার করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরীপ্রবেশ করিয়া অগ্রে রাবণের চিরসঞ্চিত অগ্নিহোত্র বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিলেন এবং পরে নগরীস্থ আশ্রিত নিশাচরবর্গে পরিবৃত হইয়া শকট, দারুপত্র, অগ্নি, অগুরু, চন্দন, বিবিধ কাষ্ঠরাশি, মণি, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি নানাবিধ রত্নজাত ও যাজকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং তৎপরে মাল্যবানের সহিত মিলিত হইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমস্ত উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন;—

পুরবাসী ব্রহ্ম রাক্ষসেরা বাষ্পাকুল লোচনে লঙ্কাপতির মৃত দেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌম বসনে আচ্ছাদিত করিয়া সুবর্ণময় শিবিকায় আরোপিত করিলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে অমনি বিবিধ প্রকার তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। বন্দীগণ তৎকালোচিত রাগে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল এবং কুসুমশোভিত বিচিত্র পতাকাবলী চারি দিকে পত পত শব্দে উড্ডীন হইল। তদনন্তর ব্রহ্ম রাক্ষসেরা শিবিকা

উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে শ্মশান পথে গমনার্থ দণ্ডায়মান হইলে, মহাত্মা বিভীষণ সকরুণ হৃদয়ে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। বিভীষণ অগ্রে, তৎপশ্চাৎ শিবিকা এবং তৎপশ্চাৎ অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর এই রূপে অনতিবিলম্বে শ্মশান প্রদেশে সকলে উপনীত হইলে, বাহকেরা পবিত্র স্থানে শিবিকা স্থাপিত করিল। তদনন্তর যাজকেরা পদ্মক, উশীর ও চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা বেদোক্ত বিধানানুসারে চিতা প্রস্তুত ও তদুপরি আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া, তৎপরে যথাবিধানে পিতৃমাঙ্গ-বিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে বেদীর উপরিভাগে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে চিতা রচিত হইলে, এবং দশাননের মৃত দেহ তদুপরি আরোপিত করিলে, যথা বিধানে দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশে আহবনীয়, উত্তর পশ্চিমে গার্হপত্য ও দক্ষিণ পশ্চিমে দক্ষিণাগ্নি রক্ষিত হইতে লাগিল। এবং শবের স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্য মিশ্রিত স্রুব, পাদদ্বয়ে শকট, উরু দেশে উদূখল ও অন্যান্য স্থানে দারুপাত্র সকল যথাবিধি বিন্যস্ত হইলে, পরিশেষে নিশাচরেরা বেদবিহিত বিধানানুসারে মেধ্য পশু হনন ও তদ্দ্বারা মুখাচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া রাক্ষসপতির ঘৃতাক্ত মুখোপরি সন্নিবেশিত করিল। এদিকে বিভীষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ দীন মনে ও জলধারাকুল লোচনে গন্ধ মাল্য ও বিবিধ বসন দ্বারা তদীয় মৃত শরীর অলঙ্কৃত করিয়া

তদুপরি লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহামতি বিভীষণ বেদ বিধানে বহ্নি প্রদান পূর্ব্বক কৃতস্নাত হইয়া আর্দ্র বসনে তিল দর্ভ মিশ্রিত পবিত্র জলে ভ্রাতার সলিল ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পরে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে অবরোধগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী-গণ তদীয় তৎকালোচিত প্রিয় বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার নিদেশে পুরী প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা পুরী প্রবেশ করিলে, ধার্ম্মিকচূড়ামণি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ দুর্দ্দান্ত-নিয়ন্তা দাশরথি সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎকালে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুর বধে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, দুর্দ্দান্ত দশানন বধে রামও তদ্রূপ পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, রিপু বিনাশে নিশ্চিন্ত মনে শর শরাসন ও ইন্দ্র-দত্ত কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

এদিকে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, কিন্নর, উরগ ও সিদ্ধ পুরুষেরা দুর্দ্দান্ত দশাননের চিরবাঞ্ছিত নিধন দশা দর্শন করিয়া স্ব স্ব বিমানে অধিরোহণ পূর্ব্বক রাবণের বধ, রামের অতুল্য পরাক্রম, বানরগণের অত্যাশ্চর্য্য সংগ্রাম-কৌশল, সুগ্রীবের সুমন্ত্রণা, মহামতি মারুতির ভক্তি এবং আর্য্যা জানকীর অসামান্য পাতিব্রত্যের কথা সবিশেষ করিয়া কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রামচন্দ্র মাতলিকেও যথাবিধি সৎকার করিয়া ইন্দ্রদত্ত দিব্য রথ সহ স্বধামে গমন করিতে আদেশ করিলেন। দেবসারথি দাশরথির নিদেশে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গাভি-মুখে উৎপতিত হইলেন।

অনন্তর সুরসারথি সমুচিত সৎকারে সৎকৃত হইয়া সহর্ষে স্বর্গারূঢ় হইলে, রাম বিজয়সম্বর্দ্ধিত অতুল্য আহ্লাদ ভরে গদগদ হইয়া পরম সুহৃদ সুগ্রীব সহ আলিঙ্গন করি-লেন এবং অনুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অপার হর্ষে অভিবাদিত ও কপিকুল কর্ত্তৃক পরম সমাদরে পূজিত হইয়া, পরে তাঁহা-

দের সমভিব্যাহারে সেনা নিবেশ স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! এই পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ আমার একান্ত অনুরক্ত, একান্ত ভক্ত ও যারপর নাই উপকারী; ভাবিয়া দেখিলে ইহাঁর তুল্য পরম মিত্র আমার আর কেহই নাই। এক্ষণে ইনি লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। অতএব লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি সম্প্রতি বান্ধবকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সবিশেষ যত্নবান্ হও।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সাগরসলিল আহরণার্থ অতি বেগগামী বানরদিগকে সুবর্ণময় ঘট সমস্ত প্রদান করিলেন। তাহারা তদীয় আনন্দময়ী কথা শ্রবণমাত্র আনন্দভরে নিমেষ মধ্যে চতুঃসমুদ্রের সলিলপূর্ণ কুম্ভসহ প্রত্যাগত হইল। তখন পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ একটী বারিপূর্ণ সুবর্ণ কলস দিব্যাসনে স্থাপন পূর্ব্বক পরে সেই জলে স্বয়ং বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন। এবং তৎপরে সুহৃদ্গণে সমাবৃত হইয়া সমস্ত নিশাচরদিগের সমক্ষে অগ্রজের শাসনে তাঁহাকে যথা বিধানে রাজাসনে বসাইলেন।

এই রূপে নূতন রাজা রাজাসনে অধিরূঢ় হইলে, যে সমস্ত নিশাচরেরা তদীয় ভক্ত ও অমাত্য ছিল, তৎকালে তাহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সাধু

পুরুষেরা তদ্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রামদত্ত সুবিস্তীর্ণ রাক্ষস–সাম্রাজ্য লাভে পরম আহ্লাদিত হইয়া লঙ্কাস্থিত সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে তৎকালোচিত বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন। গমন কালে প্রজাবর্গেরা দধি, অক্ষত, লাজ, মোদক ও কুসুমাদি আহরণ করিয়া রাজকরে অর্পণ করিয়াছিল। বিভীষণ ঐ সমুদায় সমাহৃত মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণকে অর্পণ করিলেন। রাম তৎকালে বান্ধবকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অপার আনন্দে তাঁহার উপহার গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সন্নিহিত হনূমান্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন; পবনকুমার! তুমি এক্ষণে এই প্রশান্তমুর্ত্তি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া অনতিবিলম্বে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ কর এবং প্রাণাধিকা দেবী বৈদেহীর সমীপে গমন পূর্ব্বক আমাদের সকলের কুশলবার্ত্তা ও দুর্দ্দান্ত দশাননের নিধন সংবাদ প্রদান করিয়া, পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন শুভ বার্ত্তা লইয়া যত শীঘ্র পার প্রত্যাগত হও।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

এই বলিয়া দাশরথি বিরত হইলে, মহামতি মারুতি প্রভুর আদেশে নূতন রাজার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে পুরী প্রবেশ করিলেন। তিনি পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, নিশাচরেরা তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র সমুচিত সমাদরে সৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর পবনকুমার পুরী মধ্যে এই রূপে পূজিত হইয়া পরে অশোক বাটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন;—আর্য্যা জনকাত্মজা নিশাচরীগণে সমাবৃতা হইয়া গ্রহপীড়িতা দেবী রোহিণীর ন্যায় নিরন্তর নিপতিত, নিরানন্দ-সম্বর্দ্ধিত নেত্রনীরে বক্ষস্থল অভিষিক্ত করিয়া সাশঙ্ক মনে যেন উন্মাদিনীর ন্যায় তরুমূলে অবস্থান করিতেছেন; তদ্দর্শনে সুধীর সুমন্দ পাদ সঞ্চারে তদীয় সমীপে গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইলেন। জানকী সহসা পবনাত্মজকে প্রত্যক্ষ করিয়া, যেন সভয়ান্তঃকরণে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কিন্তু তৎপরক্ষণে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আবার পরম আহ্লাদিত হইলেন। তখন অবসরোচিত বক্তা বিচক্ষণ হনূমান্ দেবী বৈদেহীর

প্রীতি-প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত কুশলবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন; আর্য্যে! এত দিনের পর কৃতকার্য্য হইয়া আপনারে কুশল সংবাদ শুনাইতে আসিলাম: শ্রবণ করুন; আপনি দিবানিশি নয়নজলে ভাষিয়া এত দিন যাঁহার অনুধ্যান করিতেছেন, তাঁহার, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের এবং আমাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আর্য্যে! দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা আর্য্য দাশরথি সমরে সকল শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক পরিশেষে দুর্দ্দান্ত দশাননের প্রাণ সংহার করিয়া সম্প্রতি পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন। দেবি! সেই ত্রিভুবনবিজয়ী দুরাচার দশানন যে লঙ্কাসমরে নব পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনার অসামান্য পাতিব্রত্য প্রভাবই তাহার প্রকৃত নিদান, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আর্য্যে! আমাদের সৌভাগ্য ক্রমেই আপনি এত কাল জীবিত আছেন, সম্প্রতি এই চিরবাঞ্ছিত শুভ সংবাদ শ্রবণে সুস্থ হইয়া বিজয়মহোৎসব অনুভব করুন। দেবি! আপনার নিকট হইতে গিয়া অবধি আমি এতকাল আর নিদ্রা যাই নাই। আপনার উদ্ধারার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেতু বন্ধন পূর্ব্বক সাগর পারে সমাগত হইয়া এত দিনের পর সেই প্রতিজ্ঞা পারে উত্তীর্ণ হইলাম। এখন আপনি নিশ্চিন্ত হউন, রাবণগৃহে বাস করিতে এখন আর কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। এই লঙ্কা রাজ্য, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য, আর্য্য রামের আদেশে সমুদায় এক্ষণে নূতন রাজা বিভীষণের আয়ত্ত

হইয়াছে। অতএব আপনি আশ্বস্ত হইয়া সম্প্রতি বিশ্বস্ত মনে স্বগৃহের ন্যায় লঙ্কা নগরীর পরিসরে বিচরণ করুন। আর শঙ্কিত হইবেন না। পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা বিভীষণও পরম আহ্লাদিত হইয়া আপনার পবিত্র পাদপদ্ম দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন।

এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ বিনীত ভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, পতিব্রতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা তদীয় মুখে উক্ত রূপ অভাবিত অমৃতোপম বচনবিন্যাস শ্রবণে মনে মনে এরূপ আহ্লাদিত হইলেন, যে সেই অসীম আনন্দ ভরে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হওয়ায় কিয়ৎকাল তিনি প্রতি বচন প্রদানেও সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ মারুতির মুখে চির-সম্বর্দ্ধিত আশালতার সফলতা-সংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে এত অধিক আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, যে তৎ-কালে তিনি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, স্বপ্নাবস্থায়, কি নিদ্রিতা-বস্থায় ছিলেন, কিছুরই সংজ্ঞা ছিল না। তদ্দর্শনে সুধীর হনূমান্ মনে মনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহি-লেন; একি! দেবি! আপনি কি ভাবিতেছেন? এমন শুভ সংবাদ পাইয়া, আপনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? আনন্দ প্রকাশ না করিয়া কেনই বা নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছেন? তৎশ্রবণে জানকী আনন্দ-রসে যেন প্লাবিতা হইয়া গদগদ স্বরে কহিলেন; পবন-কুমার! আমি আজ এত দিনের পর তোমার মুখে প্রাণ-পতির বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে যেন কিয়ৎকাল

অচৈতন্য হইয়াছিলাম, সুতরাং বাক্য স্ফুরণেও আমার সামর্থ্য ছিল না। আর কেবল যে হর্ষ ভরেই কথা কহিতে পারি নাই, এমন নহে; তুমি আজ যে রূপ প্রিয় সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার সমুচিত প্রত্যভিনন্দন কি, মনে মনে তাহাও ভাবিতে ছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, ত্রিভুবন মধ্যে তোমার প্রিয় বাক্যের সমান বস্তু আর কিছুই নাই। এই ত্রিলোকীতলে যত প্রকার প্রিয় বস্তুই আছে, তোমার এ প্রিয় সংবাদের কিছুই উপযুক্ত নহে, অধিক কি, ত্রিলোকসাম্রাজ্যও উহার ষোড়শাংশ নহে।

এই বলিয়া সীতাদেবী অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহামতি মারুতি তদীয় প্রফুল্ল মুখনির্গত স্নেহময়ী কথা শ্রবণে পুলকিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন; দেবি! আপনি যখন পতিব্রতাদিগের মধ্যে অগ্রগামিনী, পতির হিতাভিলাষিণী ও পতির বিজয়াকাঙ্ক্ষিণী, তখন পরিণামে যে, এই রূপ শুভ ফল লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? আর্য্যে। আপনি যে রূপ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, উহা আপনারই সদৃশ; আপনার এই মধুর বাক্য, কি হিরণ্যাবলি, কি রত্নজাত, অধিক কি, দেবসাম্রাজ্য হইতেও সমধিক আনন্দপ্রদ। দেবি! আমি জাতিতে বানর, সামান্য রত্নাদিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই; আপনার এই অমৃত নিস্যন্দিনী কথাই আমার পক্ষে পরম প্রত্যভিনন্দন। আমি যে

এত দিনের পর আর্য্য দাশরথিকে নিষ্কণ্টক ও বিজয়লাভে সুস্থচিত্ত দেখিলাম, ইহাতেই আমার দেবসাম্রাজ্যের আধিক্য লাভ হইল, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া সুধীর বিনীত ভাবে মৌনাবলম্বন করিলেন। জনকাত্মজা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভতর বচনে পুনর্ব্বার কহিলেন; মহাত্মন্! আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, প্রত্যাসক্তি ও মাধুর্য্যাদি গুণসম্পন্ন এবং শুশ্রূষাদি অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত বিশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগে তুমিই সুপণ্ডিত। তোমার তুল্য পরম ধার্ম্মিক ও পরমোপকারী ত্রিলোকীতলেও আর দুইটী নাই। তোমার বল অতুল্য, বীর্য্য অসামান্য, বিক্রম অদ্বিতীয়, পরাক্রম অতীব প্রশংসনীয় ও ঔদার্য্যাদিগুণগ্রাম সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য ও বিনীত ভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রাম এবং অন্যান্য যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণনিকর তোমাতেই শোভা পাইতেছে। সুধীর হনূমান্ সীতামুখে এই রূপ আত্ম প্রশংসা শুনিয়া কিয়ৎকাল অধোবদনে রহিলেন, কহিলেন; দেবি! এই সমস্ত নিশাচরীরা আপনার প্রতি নানাবিধ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কত প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব যদি অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই উহাদিগকে একেবারে শমনভবনে প্রেরণ করি। আপনি পতিব্রতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি সহজশালিন্য ভরে সর্ব্বদা অবনতা; আর এই পাপ রাক্ষসীরা নিতান্ত বিকৃতাননা, বিকৃতাঙ্গী ও যারপর নাই কর্কশবচনা। আপনারে অশোকবনে একাকিনী

পাইয়া উহারা কতই যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, পাপ দশ-কণ্ঠের দুরভিসন্ধি সাধনার্থ আপনার প্রতি কতই যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। অতএব পাপীয়সীদিগকে এক্ষণে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ; কেবল আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা। দেবি। আপনার অভিপ্রায় হইলে, আমি আজ এই বিশাল মুষ্ট্যাঘাতে, এই চপেটাঘাতে এবং এই জানুপ্রহারে এই দণ্ডেই দুরাচা-রিণীদিগের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব। আমি আজ দশন দ্বারা উহাদিগের নাসা কর্ণ কর্ত্তন ও কেশকলাপ ছেদন করিয়া অবশ্যই অপকারের সমুচিত প্রত্যপকার করিব। পাপীয়সীরা নিরপরাধে যখন আপনার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, তখন যে রূপেই হউক, আমি আজ নিশ্চয় উহাদিগকে বিনষ্ট করিব, এক্ষণে কেবল আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা।

এই বলিয়া হনূমান্ ক্রোধে আরক্ত লোচনে যেন বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। দীনবৎসলা আর্য্যা জানকী তাঁহার বাক্য শ্রবণে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন; বৎস! নিরপরাধে নিশাচরীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ উহারা রাজার আশ্রিত ও একান্ত বশতাপন্ন; প্রভু যে রূপ আদেশ করেন, দাসীরা তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং উহাদের প্রতি অনর্থক কোপ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। আমি স্বীয় ভাগ্যদোষে অথবা পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির পরিণাম বশতই

এত ক্লেশ পাইয়াছি, তাহাতে রাক্ষসীদিগের আর অপরাধ কি? আমি অপহৃতা হইয়া যে সমুদায় ক্লেশপরম্পরা উপভোগ করিলাম, দৈবই তাহার প্রকৃত নিদান। উহারা কিঙ্করী, রাজানুশাসনেই আমার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ও এত অত্যাচার করিয়াছে। বস্তুতঃ উহাদের নিজের কোন দোষ নাই। অতএব মহাত্মন্! অনুরোধ করি, তুমি এরূপ কথা আর মুখে আনিও না। আমি উহাদিগকে ক্ষমা করিতে অভিলাষ করিতেছি। বিশেষ এক্ষণে দুর্দ্দান্ত দশানন নিহত হইয়াছে, সুতরাং উহারা আমার প্রতি আর কোন অত্যাচার করিবে না। মূল উৎখাত হইলে, শাখা প্রশাখার পূর্ব্ববৎ তেজস্বিতা কোথায়? পবনকুমার! এ বিষয়ে একটী পৌরাণিকী গাথা প্রসিদ্ধ আছে, এক বৃক্ষস্থিত ঋক্ষ ব্যাঘ্র সমীপে ঐ গাথাটী পাঠ করিয়াছিল; "যদি অন্য ব্যক্তি * পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ তাহার সে পাপ গ্রহণ করেন না; অর্থাৎ অপকারকারীর প্রত্যপকার করণে প্রবৃত্ত হন না।

" * ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাং।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই :—এক ব্যাধ ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত হইয়া উপায়ান্তর অদর্শনে সহসা এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। কিন্তু ব্যাঘ্র তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেই বৃক্ষ সমীপে উপনীত হইল। ঐ পাদপে একটী ভল্লুক ছিল। ব্যাঘ্র সেই ভল্লুককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল : ভো ঋক্ষরাজ! ঐ ব্যাধ এই অরণ্য মধ্যে নিত্য নিত্য জন্তুগণের

সুতরাং অনিষ্টকারীর প্রতি প্রত্যপকার বর্জনরূপ আচারই পরম উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বথা রক্ষণীয়।” বিশেষ শুভকারীর ন্যায় পাপকারীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করা প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য ; কারণ সময়ে সকলেরই এরূপ অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর দেখ পবনকুমার ! যখন পরহিংসা করা নিশাচরজাতির নৈসর্গিক ধর্ম্ম, তখন উক্ত দোষ বশতঃ উহারা কদাপি বধার্হ নহে। হিংসা যাহাদের বিহার,

---

প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়া থাকে ; অতএব উহাকে বৃক্ষ হইতে পাতিত কর। তৎশ্রবণে ঋক্ষ কহিল, ওহে ব্যাঘ্র ! এই বৃক্ষই উহার বাসস্থান, অতএব আমি কোন ক্রমেই স্বস্থান হইতে উহাকে পাতিত করিতে পারিব না। করিলে আমার নিতান্ত অধর্ম্ম হইবে, এই বলিয়া এবং ব্যাধকেও নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া ভল্লুক পূর্ব্ববৎ সুখে শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর কিয়ৎ কাল পর ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল ; ওহে ব্যাধ ! ভল্লুক এক্ষণে নিদ্রিত উহাকে পাতিত করিলে আমি তোমাকে আর ভক্ষণ করিব না। এই বলিয়া ব্যাঘ্র বিরত হইলে, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যাধ অনায়াসে সেই বিষম সাহসের কার্য্য সম্পাদন করিল ; কিন্তু ভল্লুক অভ্যাস বশতঃ তৎক্ষণাৎ শাখান্তর অবলম্বন করিয়া আর পতিত হইল না। তখন ব্যাঘ্র অবসর পাইয়া পুনর্ব্বার ভল্লুককে কহিল ; ভো ভল্লুকরাজ ! এই ব্যাধ নিতান্ত অপরাধী, বিশেষ তোমার অপকার করণে সবিশেষ যত্ন পাইয়াছিল, অতএব উহাকে শীঘ্র পাতিত কর। ভল্লুক কহিল, ওহে ব্যাঘ্র ! এই ব্যাধ নিতান্ত অপকারী হইলেও আমি উহাকে রক্ষা করিব। এই প্রসঙ্গে ভল্লুক ব্যাঘ্র সমীপে উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়াছিল।

পাপাচরণ যাহাদের স্বভাব, তাহাদের সকল কার্য্যই ক্ষমা যোগ্য।

এই বলিয়া রামমহিষী নীরব হইলে, বাক্যকোবিদ মহামতি মারুতি তাঁহার তাদৃশ ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত বচনজাত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন; দেবি! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের মধ্যে আপনিই অগ্রগণ্যা এবং সর্ব্বত্র সমভাবদর্শিনী। আপনার তুল্য দয়াবতী বোধ হয় ত্রিলোকীতলেও আর দুইটী নাই। যাহা হউক আর্য্যে! আমি এক্ষণে আর্য্য রামসন্নিধানে গমন করিব, আপনি প্রতি সন্দেশ প্রদান করুন। জানকী কহিলেন; বৎস! আর অধিক কি কহিব, আমি একবার সেই ভক্তবৎসল ভর্ত্তার পাদপদ্ম দর্শন করিতে অভিলাষ করি। তখন পবননন্দন জনকনন্দিনীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন; দেবি! আপনি নিশ্চিন্ত হউন; বৃত্রাসুরের বধানন্তর শচী যেমন শচীপতিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও সেই পদ্মপলাস-লোচন আর্য্য রামচন্দ্রকে অনুজ সহ অবলোকন করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সুধীর সীতাসতীরে সাতিশয় আনন্দিত করিয়া রামসমীপে গমন করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর বাক্যকোবিদ মহামতি মারুতি দাশরথি-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিয়া কহিলেন; প্রভো! যাঁহার নিমিত্ত সুদুস্তর সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহার জন্য দশকণ্ঠাদি নিশাচরকুল নিহত হইল, সেই অশোকবন-বাসিনী শোকাকুলা আর্য্যা অযোনি-সম্ভবা অবনীসুতারে এক বার অবলোকন করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্যা আমার মুখে আপনার বিজয় বার্ত্তা শ্রবণে অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়া আপনারে এক বার দর্শন করিতে নিতান্ত অভিলাষ করিয়াছেন। আর্য্য! আর্য্যা ইতি পূর্ব্বেও আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত, প্রত্যয় বশতঃ বিশ্বস্ত মনে রোদন করিতে করিতে আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই বলিয়া পবনাত্মজ কৃতাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। দয়িতাবৎসল দাশরথি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যেন অভিনব প্রিয়া বিরহ-জনিত দুঃখে সজল নয়নে অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং কিয়ৎকাল পরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

সন্নিহিত বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; সখে! প্রিয়তমা জানকী অনেক দিন হইল স্নান করেন নাই, শোক প্রভাবে অঙ্গে অঙ্গরাগ বা আভরণাদি কিছুই ধারণ করেন নাই; অতএব তুমি অনতিবিলম্বে তাঁহারে স্নান করাইয়া এবং অঙ্গরাগ ও সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া এই স্থানে আনয়ন কর। মিত্রবৎসল বিভীষণ আদেশ-মাত্রে ব্যগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-লেন এবং অন্তঃপুরচারিণী সমস্ত মহিলাদিগকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া দ্রুতপদে সীতা সমীপে উপনীত হইলেন। পরে তদীয় পবিত্র পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, দেবি! আপনি অবিলম্বে স্নান করিয়া, অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণ পরিধান পূর্ব্বক দিব্য বিমানে আরোহণ করুন। আপনার রাম আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পতি-ব্রতা সীতা সতী বিভীষণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! অঙ্গশোভার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত নহি, স্নানাদির প্রয়োজন কি? আমি এই দণ্ডেই এক বার আর্য্যপুত্রের সেই পদ্মপলাস-নিন্দিত নেত্র-বিরাজিত ঈষৎ হাস্যাঞ্চিত প্রফুল্ল মুখ কমল নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি। বিভীষণ কহি-লেন, দেবি! আর্য্য রাম আমার প্রতি যে রূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা আপনার নিকট কহিলাম। ইহাতে আপনার যে রূপ অভিলাষ হয়, করুন; কিন্তু

আমার মতে স্বামী যে রূপ অনুমতি করিয়াছেন, আপনার ন্যায় পতিব্রতা কুলকামিনীদিগের তদনুরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রাক্ষসরাজ বিরত হইলে, পতি-দেবতা সীতা প্রাণপতির নিদেশ শ্রবণে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন এবং স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে নৈসর্গিক সুন্দরাঙ্গে অঙ্গরাগাদি বিলেপন দ্বারা নিরতিশয় সুশোভিত হইয়া গমনের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিভীষণ পরম আহ্লাদে তাঁহারে শিবিকায় আরোহণ করাইলেন এবং ঐ শিবিকার রক্ষণার্থ শত শত নিশাচরী নিযুক্ত করিয়া রামসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি রাম বান্ধবকে আগত-প্রায় জানিয়া অতঃপর কি করিব, কিই বা কহিব, মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা বিভীষণ তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আর্য্যা সমাগতা হইয়াছেন। বিভীষণমুখে শক্র ভবনাধিষ্ঠিতা সীতার আগমন সংবাদ শুনিয়া শক্র সংহর্ত্তা রামের মনে সহসা রোষ, হর্ষ ও দৈন্য; যুগপৎ ত্রিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইল; “হায় এই জানকীর জন্যই এতাদৃশ অভাবিত অনর্থ পরম্পরা সংঘটিত হইল এবং এই সীতার নিমিত্তই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সহ এত ক্লেশ, এত যাতনা ও এতই মনোবেদনা উপভোগ করিলাম।” এই সমস্ত আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অন্তঃ-

কারণে প্রথমতঃ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু আদ্য চিরবিয়োগ-কাতরা বৈদেহীর দর্শন লাভ হইল, এই ভাবিয়া তৎপরক্ষণেই আবার অতুল আনন্দ সমুপস্থিত এবং তৎপরেই আবার "আহা! প্রিয়তমা এতকাল এত যাতনা পাইয়াও কেবল পুনঃ সঙ্গম-লালসায় এত ক্লেশেও জীবন ধারণ করিয়া আছেন" এই রূপ মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। কিন্তু যুগপৎ এই রূপ ত্রিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইলেও সীতা সমাগমে তৎকালে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি জানকীরে শিবিকার মধ্যস্থা জানিয়া সাদর সম্ভাষণে বিভীষণকে কহিলেন; রাক্ষসরাজ! তুমি অবিলম্বে বৈদেহীরে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। বিভীষণ রামবাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ দর্শকদিগকে উৎসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজনিদেশে কঞ্চুক, উষ্ণীষমস্তক ও বেত্র-পাণি রক্ষকগণ লোকোৎসারণার্থ চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঋক্ষ, বানর ও নিশাচরগণ উৎসারিত ও দূরে পলায়িত হওয়ায় তন্নিবন্ধন এরূপ কোলাহল সমুত্থিত হইল, বোধ হইল, যেন প্রবল বাতে বিক্ষোভিত হইয়া মহাসাগরের কল্লোল-মিশ্রিত তরঙ্গ লহরীই সমুত্থিত হইল। তখন বিচক্ষণ রাম স্বীয় ভক্ত ঋক্ষ বানরদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ এবং নিজ নিদেশ ব্যতীত বিভীষণ কর্ত্তৃক সকলকে সুদূরে অপসারিত দেখিয়া কোপ-কষায়িত নেত্রে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন; বিভীষণ! একি!

তুমি নিষ্কারণে উহাদিগের প্রতি এত উদ্বেগ জন্মাইতেছ কেন ? আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কি জন্যই বা উহাদিগকে এত ক্লেশ প্রদান করিতেছ ? উহারা আমার সহোদরের ন্যায়, অথবা প্রাণতুল্য পরম আত্মীয় ; উহাদিগকে অপমানিত করিয়া, কেবল প্রিয়াদর্শন কেন, আমি প্রাণ ধারণ করিতেও অভিলাষ করি না। অতএব তুমি শীঘ্র উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত কর, সত্বর সুস্থ কর এবং অবিলম্বে নিরুদ্বেগ কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, সীতা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইলেও তৎসন্দর্শন অধুনা দোষাবহ নহে। কারণ এখানে কি গৃহ, কি প্রাকার, কি বস্ত্র, অথবা অন্য কোন রূপ আচ্ছাদন যখন কিছুই নাই, তখন কেবল জনাপসরণ রূপ আবরণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। স্ত্রীদিগের চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত আবরণ, সন্দেহ নাই। আর দেখ, ব্যসন, পীড়া, কিম্বা সংগ্রাম বা স্বয়ম্বর, অথবা যজ্ঞ ও বিবাহ এ সমস্ত কার্য্যে স্ত্রীগণের দর্শন কদাচ দূষণীয় নহে। সীতা অধুনা বিপদাপন্না, বিশেষতঃ আমার সমীপগতা, এ সময়ে ইহাঁর দর্শনে দোষ কি ? অতএব জানকী অসম্ভ্রান্ত মনে শিবিকা হইতে আমার সমীপে আগমন করুন। এবং বনবাসী বানরবর্গেরাও নির্ভয়ে আমার সন্নিধানে আসিয়া তাঁহারে অবলোকন করুন।

এই বলিয়া রাম মৌনাবলম্বন করিলে, মহামতি বিভীষণ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া অতি বিনীত ভাবে আর্য্যা অবনীসুতারে স্বামী সমীপে আনয়ন

করিলেন। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও হনুমান্ তৎকালে সেই শ্রুতিকঠোর বাক্য শ্রবণে রামকে জানকীর প্রতি অপ্রীত জানিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ ও অসীম দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন। সহজ শালীনতাভরে কাতরা আর্য্যা জানকী বসনে বদন আবৃত করিয়া এবং লজ্জা ভয়ে যেন স্বীয় শরীরে বিলীন হইয়া তাদৃশ জনসম্বাধ ভেদ করিয়াই স্বামিসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে বহু সংখ্য মিত্র ও পরিবারগণের দর্শনে বিস্ময় ও বহু দিনের পর প্রাণপতির অকলঙ্ক চন্দ্রানন দর্শনে অপার আনন্দ ও স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি সন্নিহিত হইবামাত্র "আর্য্যপুত্র" এই চিরাভ্যস্ত নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধ মুখে ও সাদর নেত্রে স্বামীর সৌম্য মুখ অবলোকন করিলেন এবং বহু কালের পর প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার বদনমণ্ডল শশাঙ্কমণ্ডল হইতেও সমুজ্জ্বল ও চিরসঞ্চিত দুঃখরাশিও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দয়িতাবৎসল দাশরথি বাম পার্শ্বে আর্য্যা বৈদেহীরে অবলোকন করিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন; অয়ি প্রাণাধিকে! আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত শত্রুবল পরাজয় পূর্ব্বক তোমারে আনয়ন করিলাম। নিজ পৌরুষ বা নিজ বাহুবল দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমি তৎসমস্তই নিঃশেষে সম্পন্ন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার চিরসঞ্চিত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল, স্বদারহরণ রূপ অভিনব অভিভব দূরগত হইল এবং শত্রুকৃত অপমান ও শত্রু নিচয় উভয়ই যুগপৎ অপসারিত হইল। অদ্য ত্রিলোকের লোক একত্র হইয়া আমার বল পৌরুষ অবলোকন করুক। প্রিয়তমে! আর দেখ, আমার চিরশত্রু রাবণ বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, অদ্য সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং আপনি আপনার প্রভু হইলাম। জানকি! সেই দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক তুমি যে অপহৃতা হইয়াছিলে, সে দোষ দৈব সম্পাদিত; অর্থাৎ দৈবই তাহার প্রকৃত নিদান;

কিন্তু লৌকিক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমি তাহার সর্ব্বথা অপনয়ন করিলাম।

এই বলিয়া রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার কহিলেন; প্রিয়তমে! দেখ শত্রুকৃত অসহ্য অবমাননা সহ্য করিয়া, যে পুরুষ স্বীয় বলপৌরুষ দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত করিতে না পারে, সে অতি ক্ষুদ্রাশয়, ও নিতান্ত ঘৃণার পাত্র। তাহার বলপৌরুষ প্রবল হইলেও নিষ্ফল, তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর পুরুষকার থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য। এমন কি, আমার মতে তাদৃশ ঘৃণাকর পুরুষের মৃত্যু হওয়াই সৎ। জানকি। মহাবীর মারুতকুমার যে এই মহাসাগর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অগম্যা লঙ্কা নগরী অবমর্দ্দন করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার সেই শ্লাঘনীয় পরিশ্রম সর্ব্বথা সফল হইল। সংগ্রামে কপিরাজ সুগ্রীবাদির পরাক্রম প্রকাশ ও দুর্ভেদ্য মন্ত্রণা প্রদান অদ্য সমুদায় সার্থক হইল এবং যিনি অতুল্য বল বিক্রম-সম্পন্ন স্বীয় ভ্রাতা দশাননকেও পরিত্যাগ করিয়া আমার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা বিভীষণের পরিশ্রমও অদ্য অব্যর্থ হইল।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, জানকী প্রাণপতির মুখে তাদৃশ আহ্লাদের কথা শুনিয়া উৎফুল্ল-নয়না কুরঙ্গীর ন্যায় সজলায়ত লোচনে তাঁহার বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে সমীপগতা প্রিয়তমার অকলঙ্ক মুখমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তর্দাহে রামচন্দ্রের হৃদয় একেবারে চঞ্চল ও

ব্যথিত হইয়া উঠিল। প্রভূত হব্যহুত হুতাশন যেমন সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ অপরিহার্য্য লোকাপবাদ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রেও কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎকালে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন মুখে সহসা-সঞ্জাত ক্রোধসম্ভূত ভ্রূকুটী বন্ধন ও তির্য্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সন্নিহিত বানর রাক্ষস সমক্ষে বৈদেহীকে কহিতে লাগিলেন; অয়ি জানকি! পরকৃত অপমান পরিমার্জ্জনার্থ লোকের যাহা কর্ত্তব্য, দুর্দ্দান্ত দশাননের নিধন দ্বারা তাহা আমি সম্পাদন করিলাম। এবং অসামান্য তপঃ প্রভাবশালী ভগবান্ অগস্ত্য বাতাপিভয়ে যে রূপ দক্ষিণা দিক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক বিজয় লক্ষ্মীর ন্যায় তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিলাম। এই মহা সংগ্রামে সমরে সময়ে আমাদিগকে যে কি রূপ মনোবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তুমি জানিতে পারিয়াছ। কিন্তু জানকি! এই সমস্ত রণপরিশ্রম যে কেবল তোমার নিমিত্তই সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা মনে করিও না। "স্বদার পরিহারকের প্রতিকার বিধানে রাম সক্ষম হইল না" এই অবিষহ্য অপবাদ অপাসন ও চির বিশুদ্ধ ইক্ষাকুকুলের গৌরব রক্ষণ এ দুইটী কারণেও আমি এতাদৃশ প্রয়াস স্বীকার করিয়াছি।

এই বলিয়া লোকাভিরাম রাম পুনর্ব্বার জানকীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি ভদ্রে! তুমি যদিচ শুদ্ধশীলা

ও সদাচার-নিরতা হও, তথাপি বহুকাল কামুক দশাননের গৃহে অবস্থিত থাকায়, তোমার চরিত্র বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। নেত্ররোগাতুর লোকের সম্মুখে যেমন দীপশিখা দুর্নিরীক্ষ, তদ্রূপ তুমিও আমার দর্শনের প্রতিকূলা হইয়াছ, অতএব তোমার আর আমার সম্মুখে থাকিবার প্রয়োজন নাই। দশ দিক্ বিস্তীর্ণা রহিয়াছে, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অনিচ্ছা নাই। অধিক কি জানকি! তোমাতে আর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তুমি যখন বহুকাল কামুক রাবণের গৃহে অবস্থিত ছিলে, তখন তোমার চরিত্র বিষয়ে আমার নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কোন্ সৎকুলসম্ভূত প্রভূত বলসম্পন্ন পুরুষ পরগৃহবাসিনী পত্নীকে অকাতরে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে? কোন্ বীর পুরুষ পরাপহৃতা কামিনীরে পুনরায় গ্রহণ করিয়া চির বিশুদ্ধ নিজ মহৎকুলের গৌরব কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করে? তুমি যখন কামুক দশকণ্ঠের কামোপহত নেত্র দ্বারা দৃষ্ট ও দূষিত হইয়াছ, যখন এই অগম্যা লঙ্কা নগরীর বিহার কাননে বহুকাল যাপিত করিয়াছ, তখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া আমি কোন ক্রমেই চিরবিশুদ্ধ ইক্ষাকুকুল কলঙ্কিত করিতে পারিব না। দূষিত বিষয়ের ন্যায় তুমি আমার নিতান্তই অগ্রাহ্য হইয়াছ। তোমার চরিত্র পবিত্র থাকিলেও আমার চিত্তে নানাবিধ অনর্থ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। সুতরাং আমি আর

কোন মতেই তোমাকে গ্রহণ করিব না। আমি যে নিমিত্ত এত যাতনা ও এত মনোবেদনা সহিয়াও সমরে শত্রুকুল নিধন পূর্ব্বক তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তোমার প্রতি আমার আর কিছুমাত্র অনুরাগ বা অভিরুচি নাই। তুমি সম্প্রতি স্বতন্ত্রা, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।

এই বলিয়া রঘুকুলাবতংস রাম পরিশেষে ফলিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, জানকি! আমি মনে মনে বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। অতএব তুমি এক্ষণে হয় পিতৃগৃহে, না হয় ভ্রাতৃগৃহে, যেখানে তোমার অভিরুচি হয়, অবস্থান করিতে পার। দুরাচার দশানন তোমাকে দিব্যরূপা, নিরুপমা ও নির্জ্জনে স্বগৃহবাসিনী দেখিয়া যে তোমায় ক্ষমা করিয়াছে, কোন মতেই আমার বিশ্বাস হয় না। এই সমস্ত কারণে তোমার প্রতি আমার এবং সর্ব্বসাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই দুর্নিবার।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, কান্ত পতিপ্রাণা সরলহৃদয়া জানকী প্রাণপতির মুখে তাদৃশ অভাবিত ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া গজশুণ্ডাভিহতা বল্লরী লতার ন্যায় অবিরত বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালসম্ভূত সুহাস্য-গুম্ফিত প্রফুল্লপদ্ম-বিনিন্দিত বদনমণ্ডল সহসা সায়ংকালীন সরসীরুহের ন্যায় মলীনতা প্রাপ্ত

করিতে লাগিল। নিরন্তর নেত্রনীর নিপতিত হওয়ায় বক্ষস্থল অভিষিক্ত এবং তাঁহার চিত্ত সেই অশ্রুতপূর্ব্ব পরুষ বাক্য শ্রবণে যার পর নাই ব্যথিত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর চিরাভিমানিনী জানকী মহাজন সন্নিধানে পতির মুখনির্গত তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব পরুষ বাক্য শ্রবণে লজ্জা ভয়ে ও তৎকালোচিত কাতরতা প্রভাবে অবনত হইয়া যেন স্বীয় অঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আর্য্যা অবনীসুতা যেন উন্মাদিনীর ন্যায় বিঘূর্ণিত বদনে ও সনাথা হইয়াও যেন অনাথার ন্যায় শূন্য নয়নে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে বাষ্পাকুল বদনমণ্ডল পরিমার্জ্জিত করিয়া গদগদ বচনে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; আর্য্যপুত্র! প্রাকৃত পুরুষ প্রাকৃতা বনিতার প্রতি যেমন পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে, তদ্রূপ আপনিও যে আজ আমার প্রতি অশ্রুতপূর্ব্ব অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? আপনি কি আমার মন জানেন না? চরিত্র অবগত নহেন? ব্যবহার দেখিয়া কি

আনন্দ প্রকাশ করিতেন না? প্রাণবল্লভ! আপনি আজ আমারে যে রূপ ভাবিতেছেন, যে প্রকার সন্দেহ করিতেছেন, আমি ত কখনই সে রূপ নহি। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, স্বীয় চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আমার কাতর বাক্যে বিশ্বাস করুন। অসতী কুলকামিনীর চরিত্র দর্শনে স্ত্রী জাতির চরিত্রই দুষ্ট মনে করা ভবাদৃশ মহানুভব পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। নাথ! এত কাল কি আমার চরিত্র পরীক্ষা করেন নাই? তবে আজ এমন অলিক আশঙ্কা করিতেছেন কেন? যদি কখন আমার স্বভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া উপস্থিত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন।

এই বলিয়া বৈদেহী রোদন করিতে করিতে আবার কহিলেন; আর্য্যপুত্র! আমি দুরাত্মার স্পর্শে দূষিত হইয়াছি, সত্য; কিন্তু তাহা ত ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে; সে বিষয়ে আমার অপরাধ কি? দৈবই তাহাতে অপরাধী। নাথ! আমার চিত্ত আমার আয়ত্ত, কিন্তু তাহা আপনাতেই নিয়ত আশক্ত, এবং আমার এই গাত্র আপনাতেই অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং পরাধীন কলেবরে আমার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই। সেই নিমিত্তই ইহা স্পৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষ আমি অবলা, তৎকালে ইহার কিছুই প্রতিকার করিতে পারি নাই। আর্য্যপুত্র! ভাল জিজ্ঞাসা করি, চির দিন একত্র সহবাস ও তন্নিবন্ধন বর্দ্ধিত অনুরাগ দ্বারা আপনি কি আমাকে সাধুশীলা বলিয়া জানিতে পারেন নাই? যদি না পারিয়া

থাকেন, তাহা হইলে, আমি চির দুঃখই অঙ্গীকার করিলাম।

এই বলিতে বলিতে নয়ন জলে সরলা সীতা সতীর বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল নিতান্ত শূন্যহৃদয়ার ন্যায় ইতস্ততঃ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় জীবনে যেন নিরপেক্ষ হইয়াই কহিতে লাগিলেন; আর্য্যপুত্র! আপনি আমার অন্বেষণার্থ যখন হনূমান্‌কে পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময়েই কেন এ সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলেন না; তাহা হইলে ত এত কাল আপনার বিয়োগ-জনিত বিষম ব্যথা আর সহিতে হইত না। সেই সর্ব্বনাশের কথা শুনিবামাত্র আমি সেই মুহূর্ত্তেই এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সকল দুঃখ, সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনার অবসান করিতাম। তাহাতে আপনারও বৃথা রণশ্রম অনুভব করিতে হইত না। নাথ! আপনি আজ কি নিমিত্ত রোষপরবশ হইয়া লঘুচিত্ত কাপুরুষের ন্যায় আমাকে সাধারণ রমণী বলিয়া মনে করিতেছেন? আপনি কি অবগত নহেন? রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি হইতে আমার জন্ম, এজন্য লোকে আমাকে জানকী বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে; বস্তুত জনকরাজ আমার জনক নহেন। পালয়িতা মাত্র। অতএব হে দয়িতাবৎসল দাশরথে! আপনি এত কাল আমাকে অযোনীসম্ভবা, অপ্রাকৃতা এবং মদীয় পবিত্র চরিত্রও বহুমানাস্পদ অবগত হইয়াও যে আজ কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইয়াছেন, তাহা আপনিই জানেন। আমি অবলা কুল-কামিনী, ভবাদৃশ মহানুভবের অভিপ্রায় কি রূপে জানিতে পারিব। আহা নাথ! আমার এই অসামান্য পাতিব্রত্য, এই পবিত্র চরিত্র, বাল্যকালাবধি অভিন্ন প্রণয়, ভক্তি ও প্রশান্ত শীল, সমস্তই কি একদাই বিস্মৃত হইলেন? নাথ। আমি কি সত্য সত্যই অসতী হইলাম, আমার অপরিত্যাগ বিষয়ে কিছুই কি প্রমাণ বলিয়া আপনার বোধগম্য হইল না? "হা হতবিধে!" এই বলিয়া জনকনন্দিনী নিয়ত নিপতিত নেত্রনীরে বক্ষস্থল অভিষিক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে আর্য্যা জানকী অতিদীন বদনে দীনবদন সন্নিহিত লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বৎস লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্র-পরিত্যক্ত এ পাপ দেহভার আমি কোন মতেই আর বহন করিতে পারিব না। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। উহাই আমার এ ঘোরতর ব্যসনের উপ-যুক্ত ঔষধি। আমি মিথ্যাপবাদে দূষিত ও কলঙ্কিত হইয়া আর মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণের অভিলাষ করি না। আমার চরিত্রে অপ্রীত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে যখন স্বামী আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমার পক্ষে অগ্নি-প্রবেশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া তিনি অসীম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুধীর লক্ষ্মণ তৎকালে সাধ্বী ধরিত্রীসুতার তাদৃশ করুণ

বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কোপকষায়িত লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাঁহার আকার ইঙ্গিত দ্বারা তদীয় মনোগত ভাব অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে রামচন্দ্রের নৈসর্গিক সুহাস্য-গুম্ফিত সুন্দর বদনমণ্ডল ক্রোধে সাক্ষাৎ কৃতান্তকের ন্যায় এরূপ ভীষণ ও দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল, যে সুহৃদ্গণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহারে অনুনয় করিতে বা কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। রাম তৎকালে আরক্ত লোচনে বসুন্ধরা দেবীকে দগ্ধ করিয়াই যেন অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রবল শোক-সম্ভূত বাষ্পাবেগে সকলের বাক্-শক্তি তৎকালে একেবারে অবরুদ্ধ: পতিপ্রাণা বৈদেহী ধারাবাহী নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে জীবনে সর্ব্বথা নিরপেক্ষ হইয়া প্রাণপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও প্রদ-ক্ষিণ পূর্ব্বক সেই দেদীপ্যমান হুতাশন সমীপে উপনীত হইলেন এবং ভক্তিভাবে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন; হে সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ পাবকদেব! আপনি সকল কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপে জগতী-তলে অবস্থান করিতেছেন; নিবেদন করি, যদি কখন ক্ষণ-কালের নিমিত্তও আমার চিত্ত আমার প্রাণপতির পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে কদাচ ক্ষমা করিবেন না। হে দেব! আমার চরিত্র বিষয়ে অলিক আশঙ্কা করিয়া আর্য্যপুত্র আমাকে অসতী বলিয়াই অবধারণ করিলেন; কিন্তু আপনি লোকসাক্ষী, আপনার

অবিদিত কিছুই নাই। আমি যদি রক্ষার পাত্রী হই, প্রার্থনা করি, তবে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। হে সর্ব্ব-সাক্ষীন্! যদি আমি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কস্মিন্ কালেও আর্য্যপুত্রের পবিত্র পাদপদ্মযুগল অতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে কদাচ এ অসতী সীতারে ক্ষমা করিবেন না।

এই বলিয়া দেবী বৈদেহী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সমস্ত লোক অমনি কোলাহল করিয়া উঠিল। তৎকালে সেই তপ্ত সুবর্ণ-নিন্দিত-বর্ণা তপ্ত কাঞ্চনভূষণা আর্য্যা অযোনিসম্ভবারে অবলীলা ক্রমে প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, সমস্ত ভূতগণ অগাধ বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইল। সেই রমণী-কুলের শিরোমণি সীতা দেবীকে পূর্ণাহুতির ন্যায় প্রজ্বলিত অনলে প্রবিষ্ট দেখিয়া, সাধু পুরুষেরা প্রশংসা করিবে কি, শোকে মোহে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। নারীগণ সেই সুশীলা জনকনন্দিনীরে নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে মন্ত্রসংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় হুতাশনমধ্যে নিপতিত দেখিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ পুরুষেরা অভিশপ্তা নিরয়গতা দেবীর ন্যায় সেই কমলা রূপিণী কামিনীরে অগ্নিপ্রবিষ্টা অবলোকন করিয়া বলবতী শোকানল-শিখায় সাতিশয় সন্তাপিত হইতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে বানর ও রাক্ষসেরা সেই

সর্ব্বনাশের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহাদের সেই বিলাপপূর্ণ কোলাহলে দশ দিক্ সর্ব্বথা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

একোনবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দয়িতাবৎসল দাশরথি দয়িতার তাদৃশী দীন দশা দর্শন ও যাবতীয় ভূতগণের তাদৃশ বিলাপপূর্ণ হাহাকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল যেন উন্মত্তের ন্যায় শূন্য হৃদয়ে অধোবদনে অবস্থান করিলেন, পরে নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন; হায়! আমি কি করিলাম, কি কহিলাম, আমি আমার প্রাণাধিকা জানকীর প্রতিও এমন কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলাম। হায়! আমি নিতান্ত কাপুরুষ, আমি নিতান্ত নরাধম। আমি অলিক আশঙ্কার বশীভূত হইয়া সামান্যা কামিনীর ন্যায় অসতী জ্ঞানে সাধ্বী ধরিত্রীসুতাকেও বিসর্জ্জন দিলাম!! হায়! আমার ন্যায় পাষাণহৃদয় ও পামর পুরুষ বোধ হয় ত্রিলোকীতলেও আর দুইটী নাই। আমি যখন প্রাকৃতা কামিনীর ন্যায় জানকীর সতীত্বের প্রতিও সন্দেহ করি-

রাম, তখন আমার তুল্য মূঢ় আর কে আছে। হায়! এখন আমি কি করিব, কোথায় গিয়াই বা প্রাণেশ্বরীর অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব।

রাম লোককলঙ্ক ভয়ে পতিব্রতা রমণীরে পরিত্যাগ করিয়া অপার দুঃখের সহিত এই রূপ চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে দেবপ্রধান মহাদেব, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ ও যমরাজ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বিমানারোহণে লঙ্কাপুরে আগমন পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন। এবং তদ্দর্শনে বিচক্ষণ রাম তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করে দণ্ডায়মান হইলে, আভরণ-প্রদীপ্ত স্ব স্ব বাহু সমুদ্যত করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে রঘুকুলাবতংস রাঘব! তুমি ত্রিলোকের নিয়ন্তা ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়া সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা আর্য্যা জানকীর অগ্নি প্রবেশ বিষয়ে কি জন্য নিরপেক্ষ হইয়াছ? তুমি দেবশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বিষ্ণু, কেবল দুর্দ্দান্ত নিয়মার্থ মানবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানবকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বতঃপ্রকাশ, বসুগণের মধ্যে তুমিই ঋতধামা বসু, ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা, সর্ব্বকার্য্যের প্রভু এবং রুদ্রগণের মধ্যে তুমিই অষ্টম রুদ্র। তুমি সাক্ষাৎ মহাদেব এবং সাধ্যগণের মধ্যে তুমিই তৎ-পঞ্চম। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার কর্ণ ও চন্দ্র সূর্য্য

তোমার নেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। প্রলয়ান্তে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল একমাত্র তুমিই বিদ্যমান থাক; অতএব তুমি স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কি জন্য নিজ পত্নীর অগ্নিপ্রবেশ উপেক্ষা করিতেছ? তৎশ্রবণে স্বভাবসুন্দর রাম নৈসর্গিক মৃদু বাক্যে উত্তর করিলেন; হে দেবগণ! আপনারা যাহাই কেন না বলুন; আমি আপনাকে রাজা দশরথের পুত্র ও সামান্য মনুষ্য বলিয়াই অবগত আছি, এতদ্ভিন্ন আমি আর কিছুই অবগত নহি। আপনাদিগের ন্যায় আমার আত্মবোধে সামর্থ্য নাই। আপনারা দেবপ্রধান ও সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং আপনাদের অবিদিত কিছুই নাই, সকলই বলিতে পারেন; অতএব এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা প্রসন্ন চিত্তে আপনারাই বলুন, আমি অজ্ঞতা নিবন্ধন আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, ভগবান্ কমলযোনি পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন; হে সত্যপরাক্রম! মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, এখন কি তোমার কিছুই স্মরণ হয় না? তুমি যে স্বয়ং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী দেবপ্রধান নারায়ণ, কেবল দুর্দ্দান্তদিগের নিয়মার্থই ধরাতলে মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, এক্ষণে কি তাহা বিস্মৃত হইলে? পূর্ব্বকালে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুমি যে এক দংষ্ট্রায় ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, ভূতকালে মধুকৈটভ প্রভৃতি রিপুগণ ও ভব্যে শিশুপালাদি

তোমা হইতেই যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় অনন্যসুলভ ব্যাপার এখন কি আর কিছুই মনে হয় না? হে দুর্দ্দান্তশিক্ষক! আদি অন্ত ও মধ্যে একমাত্র তুমিই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ও অচ্যুত ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য। তুমিই লোকদিগের পরম ধর্ম্ম এবং তোমার সেনা সকল সর্ব্বগত বলিয়া তুমিই বিষ্বক্সেন নামে অভিহিত। তুমি চতুর্ভুজ, শার্ঙ্গধন্বা, হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম, অজিত ও ভগবান্ বিষ্ণু এবং তুমিই সর্ব্বজগতের আত্মা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ক্ষমা ও শম দমাদির স্বরূপ। এই জগৎপ্রপঞ্চ তোমা হইতেই পঞ্চীকৃত, প্রতিপালিত ও পরিশেষে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি স্বয়ং মধুসূদন এবং উপেন্দ্রাদি দেবতাও তোমারই মূর্ত্তি ভেদ মাত্র। দিব্য মহর্ষিগণ মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রিপুনাশন ও শরণাগতবৎসল বলিয়া তোমাকেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি শাখাময় সমস্ত বেদ ও বিধিস্বরূপ, ত্রিলোকস্থ সমস্ত প্রজাগণের অদ্বিতীয় প্রভু, সিদ্ধ ও সাধ্যগণের একমাত্র আশ্রয়, সকলের পূর্ব্বজ, ও শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। কি উৎপত্তি, কি নিধন, কি স্বরূপ, তোমার কিছুই কেহ অবগত নহেন। সর্ব্ব দিক্, সর্ব্ব সাগর, সর্ব্ব পর্ব্বত, সর্ব্ব নদী; গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাণিজাত, নভোমণ্ডল ও সমস্ত ভূতময় জগৎ ব্যাপিয়া একমাত্র তুমিই বিরাজ করিতেছ। জ্ঞানিগণ তোমার স্বরূপ সর্ব্বময় বলিয়া জানেন। এবং সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু ও শতশীর্ষ ভগবান্ অনন্তদেব তোমারই রূপমাত্র। এই অনন্তরূপে তুমি

সশৈলকাননা বসুন্ধরা ও সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছ এবং অন্তে তুমিই আবার পৃথিবীতল-প্লাবিত প্রলয় সলিলে মহোরগ শয়নে শয়ান থাকিবে। তুমি ত্রিলোক ধারণ করিতেছ; দেব দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকে আশ্রয় ও অভয় প্রদান করিতেছ এবং অহর্নিশি ত্রিলোকের হিত সাধন করিতেছ। তুমি সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণ; আমি ব্রহ্মা, তোমার হৃদয়গত অর্থাৎ জ্ঞানরূপে তোমার আত্মগত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছি; দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা রূপে বিরাজ করিতেছেন এবং দেবগণ তোমার শরীর স্থিত রোমরাজি রূপে অবস্থান করিতেছেন। রাম! তুমি স্বয়ং নারায়ণ, রাম রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ; এখন কি তোমার এ সকল কিছুই স্মরণ হয় না? তোমার নিমেষ রাত্রি ও উন্মেষকাল দিবারূপে প্রকাশ পাইতেছে। তোমার সংস্কার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ব্যবস্থা বোধক; ত্রিলোক তোমারই শরীর, তোমা ভিন্ন ত্রিলোকীতলে আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তোমার প্রসাদে ধরণী অনায়াসে অশেষ প্রজা ধারণ করিতেছে, প্রদীপ্ত পাবক তোমার কোপ, প্রশান্তমূর্ত্তি সোম তোমার প্রসাদ এবং পূর্ব্বকালে তুমিই বামন রূপ ধারণ করিয়া ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ পূর্ব্বক বলিকে বদ্ধ করিয়াছ।

এই বলিয়া ব্রহ্মা প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন, কহিলেন; অতএব হে নরশার্দ্দূল! এখন কি তোমার কিছুই মনে হয় না? আর্য্যা জানকী যে সাক্ষাৎ কমলা, দুর্দ্দান্ত

দশানন নিধনার্থ মানবী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্বহসহ ধরণী-তলে বিরাজ করিতেছেন, তাহা কি স্মরণ হয় না ? রাঘব ! এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন ও দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, দুরাচার রাবণ নিহত হওয়ায় দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ; অতঃপর লক্ষ্মী সহ সন্তুষ্ট চিত্তে কিয়ংকাল মহারাজ্য ভোগ করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিও। দুর্দ্দান্ত দশানন নিহত হওয়ায় তোমার বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও বিক্রম সকলই সফল হইয়াছে এবং সুগ্রীবাদি অনুচরবর্গ তোমার শুভ দর্শন লাভে ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকেই যথোচিত সম্মান অধিকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

হে পুরুষোত্তম। আমি যে তোমার এই রূপ স্তবপাঠ করিলাম ; ইহা নিতান্ত অমোঘ ও ইষ্ট ফলপ্রদ। এই সংসারে যে সকল মানব ভক্তিভাবে তোমার শরণাপন্ন হইয়া এই দিব্য পুরাতন স্তবপাঠ করিবে, তাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিবে এবং কিছু-তেই তাহাদের পরাভবের সম্ভাবনা থাকিবে না। এই বলিয়া পিতামহ বিরত হইলেন।

বিংশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন স্বয়ং বহ্নিদেব পিতামহ-সমীরিত সেই সমস্ত শুভ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া আর্য্যা জানকীরে স্বীয় অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বজন সমক্ষে সেই প্রজ্বলিত চিতানল হইতে সমুত্থিত হইলেন। আহা! তৎকালে তাঁহার ক্রোড়স্থিতা তরুণাদিত্য-নিন্দিত-বর্ণা কুঞ্চিত নীলকেশা রক্তাম্বরধরা সাধ্বী ধরিত্রীসুতার অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া, বোধ হইতে লাগিল, মূর্ত্তিমতী চন্দ্রকলাই যেন বহ্নিবিশুদ্ধ হইয়া পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর অনলদেব রামসমীপে গমন পূর্ব্বক আর্য্যা অবনীসুতারে অর্পণ করিয়া কহিলেন; হে নরশার্দ্দূল! আমি লোক-সাক্ষী পাবক, তোমার সমক্ষে অকপট চিত্তে কহিতেছি, সাধ্বীকুলের অগ্রগামিনী অক্লিষ্টমাল্যা অনিন্দিতা এই অযোনিসম্ভবা সীতা সতী তোমার মহিষী, ইহাঁর পবিত্র শরীরে কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হয় নাই এবং বাক্য, মনঃ, বুদ্ধি বা চক্ষু দ্বারা ইনি কদাচ তোমাকে অতিক্রম করেন নাই; এমন কি, তোমার বিরহরূপ সমুজ্জ্বল হুতাশন-শিখায় সন্তাপিত হইয়াও যে ইনি এতকাল রাবণগৃহে জীবিত ছিলেন, পুনঃ সঙ্গমরূপ পূর্ণ সুধাকরের সুস্নিগ্ধ

হিল্লোলই তাহার প্রকৃত নিদান। ইনি দিবানিশি দীন বদনে কেবল তোমার পাদপদ্মই চিন্তা করিতেন; করাল-মূর্ত্তি নিশাচরীরা সর্ব্বদা নির্জ্জন কাননে ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। দুর্দ্দান্ত দশানন নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেও ইনি কেবল তোমাকেই চিন্তা করিতেন। ইহাঁর অচলের ন্যায় অটল চিত্ত কিছু-তেই বিচলিত হইবার নহে। অতএব হে ধার্ম্মিকবর। আমি লোকসাক্ষী, সকলের কার্য্যকলাপ অহর্নিশি প্রত্যক্ষ করি-তেছি; জগতীতলে আমার অগোচর আর কিছুই নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, জানকী সাক্ষাৎ কমলা, ইহাঁর বিশুদ্ধ চরিত্রে কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হয় নাই; অতএব তুমি ইহাঁরে গ্রহণ করিতে কদাচ সংশয় করিও না।

এই বলিয়া ভগবান্ বিভাবসু বিরত হইলে, অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি দয়িতাবৎসল দাশরথি তদীয় পবিত্র মুখ-সমীরিত তাদৃশ হিতকর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া প্রীতি-প্রসন্ন লোচনে মুহূর্ত্তকাল বক্তব্য বিষয় ভাবিতে লাগি-লেন; তৎপরে কহিলেন; হে লোকসাক্ষিন্! বৈদেহী পবিত্রব্রতা হইলেও যখন দীর্ঘকাল দুর্দ্দান্ত দশাননের অন্তঃ-[illegible] বাস করিয়াছিলেন, তখন ইহাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা [illegible] প্রয়োজন; কারণ, পরীক্ষা না করিয়া সতা [illegible] গ্রহণ করিলে, লোকে আমায় নিতান্ত কাম-পরতন্ত্র ও একান্ত লৌকিকাচারানভিজ্ঞ বলিয়া অহর্নিশি

স্বীকার করিত। আমি কেবল এই আশঙ্কায় আক্রান্ত হইয়া তৎকালে জানকীরে বহ্নিপ্রবিষ্টা দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলাম। নতুবা তাঁহার চরিত্র যে অতি পবিত্র, হৃদয় যে অনন্যাসক্ত ও প্রাণ যে মদ্গত; তাহা আমার কিছুই অবিদিত নাই। আমি এতৎ সমুদায় জানিয়া শুনিয়াও যে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য ও ঔদাসীনতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ত্রিলোকের সন্দেহাপনয়নই তাহার প্রকৃত নিদান। হে দেবশ্রেষ্ঠ! এই দেবী জানকী স্বীয় অসামান্য পাতিব্রত্য প্রভাবেই আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কোন কারণ বশতঃ স্ফীত হইলেও সাগর যেমন বেলা ভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ দুরাত্মা রাবণ দৌরাত্ম্য-প্রেরিত হইয়াও ইহাঁর দুর্ব্বিষহ পাতিব্রত্য তেজঃ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাঁর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনেই বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, দুরাচার দশানন দুষ্টভাবে মনে মনেও ইহাঁরে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইনি আমার বিরহরূপ অসহ্য মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়াও যে রাবনান্তঃপুরে এতকাল জীবিত ছিলেন, করালবদনা নিশাচরীদিগের তাদৃশ কর্কশ বাক্য দিবানিশি কর্ণগোচর করিয়াও যে অতি কষ্টে এত কাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন, পুনঃ সঙ্গম লালসাই তাহার প্রকৃত কারণ। নতুবা সূর্য্যের প্রভা কি কখন সূর্য্যের বিয়োগ-যন্ত্রণা সহিতে পারে? যাহা হউক, দেব! এক্ষণে দেবী বৈদেহী যে যথার্থই শুদ্ধচারিণী, ইহাঁর চরিত্রে যে অণুমাত্রও

কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তাহা ত্রিলোকের লোক পরিজ্ঞাত হইল। প্রশস্তাত্মা পুরুষেরা যেমন কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও জানকীরে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। অতএব আমি অবশ্যই আপনাদিগের বাক্য রক্ষা করিব। বিশেষ আপনারা লোকসাক্ষী, আমার প্রতি কৃপা করিয়া যে সমস্ত হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম, ত্রৈলোক্যের সন্দেহও বিদূরিত হইল। এই বলিয়া দয়িতাবৎসল দাশরথি দেবগণের মুখে উক্ত রূপ স্বীয় সুখ্যাতিবাদ শ্রবণে ও বহুদিনের পর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সহ পুনঃ সঙ্গম লাভে মনে মনে অতুল্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত যাতনা ও এত মনোবেদনা দয়িতালাভে সমুদায় তিরোহিত হইয়াগেল। বিচক্ষণ বিভীষণ অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের ও সহাগত সমস্ত বানরবর্গের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

একবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি সীতাপতির মুখে সীতার স্বীকার বাক্য কর্ণগোচর করিয়া অপার আনন্দের সহিত কহিলেন; হে রঘুকুলাবতংস দয়িতাবৎসল দাশরথে! তুমি আজ সৌভাগ্য ক্রমে দারুণ শত্রু দুর্দ্দান্ত দশাননের প্রাণ-সংহার করিয়া ত্রিলোকের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছ। দুরাত্মার দৌরাত্ম্য প্রভাবে ভীত হইয়া এত দিন জগৎ রজনীযোগেও নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইত না; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে সেই মহাভয় সর্ব্বথা অপসারিত হইল। অত-এব অধুনা তুমি অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক অনাথা কৌশল্যা ও দেবী সুমিত্রাকে আশ্বাসিত ও আহ্লাদিত করিয়া আর্য্যা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার সহিত সুখে কিছুকাল সাম্রাজ্য সুখ অনুভব ও সুহৃজ্জনের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তৎপরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ ভূতপতির তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক মহতী কীর্ত্তি ও বিশুদ্ধ যশঃ বিস্তার করিয়া ব্রহ্ম লোকে গমন করিও। আর ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ দশরথ দিব্য বিমানে অধিরূঢ় হইয়া বিরাজ

করিতেছেন। ঐ মহানুভব মনুষ্য লোকে তোমার গুরু- ছিলেন, এজন্য দেহান্তে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ভক্তিভাবে পিতৃচরণে প্রণি- পাত কর।

এই বলিয়া ভূতনাথ বিরত হইলে, অযোধ্যানাথ অনুজ সহ তদীয় বাক্য শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া বিমানস্থ পিতৃদেব- চরণে প্রণাম ও উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন; রাজা দশরথ দেহান্তে দিব্য শরীর ধারণ করিয়া তৎপ্রভায় নভো- মণ্ডল উজ্জ্বল করত বিমানে বিরাজ করিতেছেন। চতু- র্দ্দিকে দেবগণ, তৎকালে দেখিবামাত্র বোধ হইল, যেন দেবসভাধিষ্ঠিত দেবরাজ চিরকাঙ্ক্ষিত রাবণবধ দর্শনার্থই আগমন করিয়াছেন। মহীপতি প্রাণাধিক পুত্র রাম লক্ষ্মণের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং স্বীয় বাহুযুগল বিস্তার করিয়া কুমার দ্বয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার অঙ্কদেশে উপবেশন করাইলেন, কহিলেন; বৎস রাম! আমি যদিও ব্রহ্মলোকে সুরশ্রেষ্ঠগণের সমান হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছি, তথাপি তোমার ন্যায় কুলভূষণ তনয়ের বিরহে এ সুখেও যেন আমার সুখবোধ হইতেছে না, এবং এ দুর্লভ স্বর্গও যেন আমার পক্ষে বহুমত বোধ হইতেছে না। রামরে! তোমার হস্তগত সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত ও বনবাসী করিবার জন্য কৈকেয়ী মুখে যে সকল সর্ব্বনাশের কথা কর্ণগোচর করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অদ্যাপি

জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু বৎস! অদ্য অনুজ সহ তোমার অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া আমি যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। হিমানী হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবান্ মরীচিমালী যেমন স্বীয় মরীচি-মালায় অলঙ্কৃত হন, তদ্রূপ আজ আমিও তোমাদিগকে নয়নগোচর করিয়া অসীম দুঃখরাশি হইতে পরিমুক্ত ও ও পরম আহ্লাদিত হইলাম। কহোল নামক ব্রাহ্মণ যেমন অষ্টাবক্র মুনিকে প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করিয়া-ছিলেন, তোমাদিগকে পুত্র রূপে লাভ করিয়া সেইরূপ আমিও অতি ভীষণ সংসারসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাই-য়াছি। বৎস! আমি এতদিন মনুষ্য দেহে তোমাকে প্রকৃত রূপে জানিতে পারি নাই। অধুনা সর্ব্বথা অবগত হই-লাম; তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম নারায়ণ, কেবল রাবণ বধার্থ আমার পুত্রচ্ছলে লক্ষ্মী সহ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আহা! রাম! আমি কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া তোমার ন্যায় গুণভূষণ তনয়কে কতই ক্লেশ প্রদান করি-লাম, তাহার আর সীমা নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, সমস্ত বন্ধুবান্ধব সহ মিলিত হইয়া সম্প্রতি অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। তোমাকে এত দিনের পর বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও স্বগৃহে সমাগত দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা, অপ-হৃত মণি পুনঃ প্রাপ্ত হইলে যেমন ফণিনী, তদ্রূপ আন-ন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব করুন এবং অনাথা প্রজা সকল তোমাকে পুনরাগত ও সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া বিয়ো-

গোত্তাপ-সন্তাপিত স্ব স্ব মুখকমল পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল করুন। আর দেখ, রাম! বৎস ভরত তোমার নিতান্ত অনুরক্ত, শুচিব্রত ও পরম ধার্ম্মিক, তোমার বিরহে অহর্নিশি তাঁহার ক্লেশের আর পরিসীমা নাই। এজন্য অভিলাষ করি, তুমি অবিলম্বে তাঁহার সহিত সমাগত হও। আহা! বৎস! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত ভ্রাতা ও ভার্য্যা সহ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, বনের কটু তিক্ত কষায় ফল মূল ভোজন করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছ, অধুনা আর বিলম্ব করিও না, সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বৎস ভরতের সহিত মিলিত হও। আমি ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়াই তোমাদের শুভ সম্মীলন অবলোকন করিব। রাম! তুমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়া, অসাধ্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, সংগ্রামে দারুণ শত্রু রাবণের প্রাণ সংহার করিয়া ত্রিলোকের যথোচিত উপকার করিয়াছ, এবং জগতীতলে যার পর নাই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ, এক্ষণে প্রার্থনা করি, তুমি সম্প্রতি সাম্রাজ্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হও।

এই বলিয়া রাজা দশরথ মৌনাবলম্বন করিলেন। মহাত্মা রাম তদীয় মুখে তাদৃশী স্নেহময়ী কথা কর্ণগোচর করিয়া বিনয়াবনত বদনে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন; তাত! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহা আমি অচিরাৎ সম্পন্ন করিব। কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা আছে, কৃপা করিয়া আপনাকেও তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

আপনি ইতি পূর্ব্বে আমার বন গমন সময়ে বলবতী শোকানল-শিখায় সন্তাপিত ও নিতান্ত কুপিত হইয়া "পাপীয়সি! আমি ভরতের সহিত তোকে পরিত্যাগ করিলাম" বলিয়া আর্য্যা কৈকেয়ীর প্রতি যে নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন; সেই ঘোরতর অভিশাপ হইতে তাঁহারা যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন; কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন।

এই বলিয়া মহাত্মা রাম অনুজ সহ কৃতাঞ্জলি করে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা দশরথ তথাস্তু বলিয়া কুমারদ্বয়ের প্রার্থনা অনুমোদন পূর্ব্বক উভয়কে স্নেহময় আলিঙ্গন করিলেন এবং পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস লক্ষ্মণ! ভ্রাতৃভক্তি যে কি রূপ পদার্থ, তাহা তুমিই প্রকাশ করিলে, ইহলোকে তন্নিবন্ধন বিপুল যশঃ তুমিই লাভ করিলে এবং পরলোকেও মহত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বৎস! রাম সামান্য নহেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, কেবল ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সমস্ত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, এই সমস্ত সিদ্ধগণ, এই সমস্ত মহর্ষিগণ ইহাঁরা সকলেই রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবতাদিগের হৃদয় স্বরূপ, এই জগৎ-প্রপঞ্চ যাঁহা হইতে পঞ্চীকৃত হইয়াছে; যাঁহার গূঢ়তত্ত্ব বেদেও নির্ণয় করিতে পারে না এবং যিনি অক্ষর অর্থাৎ জন্ম মরণাদি জীবধর্ম্মের অনায়ত্ত, সর্ব্বকারণকারণ ও অনন্ত

ব্রহ্ম, তিনিই ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ অবনীতলে রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুরুষোত্তম! তোমাকে আমি আর অধিক কি কহিব, এই সমস্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার সমক্ষে যে রূপ রামের গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা বোধ হয় তুমি অবহিত চিত্তেই শ্রবণ করিয়াছ; সুতরাং এক ভ্রাতৃশুশ্রূষা করিয়া তুমি যে সকল ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়াছ; তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া রাজা দশরথ আর্য্যা জনকাত্মজারে মধুর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন; অয়ি বৎসে জানকি! রাম অতি বিচক্ষণ হইয়াও যে প্রথমতঃ তোমায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিও না, তোমার হিতার্থই তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব পরুষ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তুমি এত ক্লেশ পাইয়াও যে রূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তাহা অন্য নারীর পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য। তোমার এই পবিত্র চরিত্র, এই নির্ম্মল যশঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে সন্দেহ নাই। বৎসে! যদিও স্বামিসেবায় তোমার নৈসর্গিক প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, তথাপি আমি তোমার গুরু, এজন্য কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর; পতিব্রতা নারীদিগের পক্ষে পতিই পরম দেবতা, পতির পাদসেবা করাই সতীর একমাত্র কার্য্য। ত্রিলোকীতলে সাধ্বীদিগের পক্ষে পতির পাদপদ্ম

ভিন্ন পরম পদ আর কিছুই নাই। এই বলিয়া মহাত্মা দশরথ পরম আহ্লাদে দিব্য বিমানযানে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ স্বর্গধামে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র রামকে মধুর সম্ভাষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে পুরুষোত্তম! তুমি নিদারুণ শত্রু রাবণের নিধন সাধন করিয়া আমাদিগের মহোপকার করিয়াছ; এক্ষণে তোমার এই শুভ দর্শন প্রত্যুপকার রূপ বিভুষণে ভূষিত হইলেই, আমরা যার পর নাই প্রীতি লাভ করিতে পারি। অতএব সম্প্রতি তোমার যাহা অভীষ্ট, ব্যক্ত কর; আমরা তাহা যথাসাধ্য সম্পন্ন করিব।

এই বলিয়া দেবরাজ বিরত হইলেন, পুরুষোত্তম রাম তাঁহার মুখে তাদৃশী আহ্লাদের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার বহুদিন-বর্দ্ধিত আশা লতা সুফলে পরিণত করুন। হে সুররাজ! সম্প্রতি

আমার এই প্রার্থনা; আমার নিমিত্ত যে সকল বানর সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছে; আপনাদের প্রসাদে তাহারা যেন পুনর্জীবিত হইয়া গাত্রোত্থান করে। আমার কার্য্য সাধনার্থ যে সমস্ত শাখামৃগ পুত্রাদি পরিবারবর্গের বিয়োগ জনিত প্রবল শোকানলে দগ্ধ হইয়া নিতান্ত খিন্ন মনে অবস্থান করিতেছে, আমি তাহাদিগকে যেন আত্মীয় সঙ্গম রূপ সুগভীর আনন্দ সাগরে অবগাহন করিতে দেখি; যে সমুদায় শূর শাখমৃগ আমার উপকার সাধনার্থ সমরে স্ব স্ব অমূল্য জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অনায়াসে পাণত্যাগ করিয়াছে, আমার এই অভিলাষ, সেই সকল অনুচরবর্গেরা পুনর্জীবিত হইয়া যেন পুনর্ব্বার আত্মীয়গণ সহ মিলিত হয়, ব্যথা শূন্য হয় এবং পূর্ব্ববৎ বলপৌরুষে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। হে অমরাবতীশ্বর! এই আমার প্রথম প্রার্থনা; দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, এই সমস্ত সমুত্থিত বানর যে স্থানে অবস্থান করিবে, তথায় অকালের ফল কুসুম ও মূল সকলও যেন প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

এই বলিয়া বিচক্ষণ রাম বিনয়াবনত বদনে দণ্ডায়মান হইলে, দেবরাজ মহেন্দ্র, মহাত্মা'র প্রার্থনান্তে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন; হে পুরুষোত্তম! তোমার অভিলষিত বিষয় নিতান্ত দুর্লভ হইলেও, আমি যখন পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। এই মহা সংগ্রামে নিশাচরহস্তে যে সমস্ত বানর

বানরগণ নিহত হইয়াছে, আমার প্রসাদে অদ্য তাহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ রোগশূন্য হইয়া সমুত্থিত হউক। যে সমস্ত বলবান্ বানরগণ তোমার হিতার্থ সমরশায়ী হইয়া অমূল্য জীবন ধনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা পুনর্জীবিত ও পূর্ব্ববৎ বলপৌরুষে বিভূষিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনরুত্থিত ও বন্ধু বান্ধব সহ মিলিত হউক। আর এই সমস্ত ঋক্ষ বানরকুল যথায় অবস্থান করিবে, আমার বাক্যানুসারে তথায় পাদপ সকল অকালে ফলবান্ ও স্রোতস্বতী নদী সকল, সকল কালেই প্রবাহশালিনী হইবে সন্দেহ নাই।

এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবরাজ বিরত হইলে, নিহত ঋক্ষ বানরগণ তাঁহার বর প্রভাবে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ অক্ষত দেহে সমরাঙ্গণ হইতে সমুত্থিত ও স্বজন সহ সম্মিলিত হইয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবগণ ত্রিলোকের হিত সাধনে নিরত মহাত্মা দাশরথিকে সর্ব্বথা কৃতার্থ দেখিয়া সানন্দ মনে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিলেন; রাজকুমার! এক্ষণে বানরদিগকে স্ব স্ব স্থানে যাইবার অনুমতি ও নিতান্ত অনুরক্তা অযোনিসম্ভবা আর্য্যা জানকীরে যথোচিত সান্ত্বনা করিয়া তৎসহ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। মহানুভব ভরত ব্রতচারী ও তোমার বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া অতিক্লেশে দিনযামিনী যাপন করিতেছেন, অতএব অনতিবিলম্বে দর্শন দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা কর, অনুজ শত্রুঘ্নকে স্নেহময় লোচনে ও

বিরহকাতর মাতৃগণকে ভক্তিভাবে অবলোকন কর এবং অযোধ্যায় শূন্য রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়া অমাত্যগণ ও পৌরগণকে আহ্লাদিত কর। কুমারদ্বয়কে এইরূপ আদেশ এবং তাঁহাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া অমররাজ প্রভৃতি সমস্ত সমাগত দেবগণ স্ব স্ব দিব্য বিমানরত্নে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা সে দিন তথায় অবস্থিতি করিবার অনুমতি করিলেন। ইন্দ্রদত্ত বর প্রভাবে সমুত্থিত ও প্রভূত শোভায় সুশোভিত হইয়া তাঁহাদের মহতী সেনা সকল তৎকালে নিশানাথ পরিশোভিত নিশার ন্যায় সর্ব্ব-দিকে সুখে বিরাজ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর রাম সেই সুখময়ী যামিনী তথায় পরম সুখে অতিবাহিত করিলে, মহাত্মা বিভীষণ প্রভাত সময়ে প্রাভা-তিক জয়ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে সুখপ্রবুদ্ধ রামকে মধুর সম্ভাষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে মহানু ভব! স্নান সাধন সুবাসিত তৈল, অঙ্গরাগ, বসন, ভূষণ ও বিবিধ গন্ধ মাল্য প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া,

অধুনা অলঙ্কারিণী রমণীগণ আপনাকে স্নান করাইবার জন্য সমুপস্থিত হইয়াছে। তৎশ্রবণে রাম সাদরে কহিলেন ; সখে ! এক্ষণে আমার স্নান ও অঙ্গরাগাদি করণে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরত আমার বিরহে সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দিনযামিনী যে কতই যাতনা উপভোগ করিতেছেন, তাহার আর পরিসীমা নাই ; সেই সুখোচিত মহাত্মা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কি স্নান, কি অঙ্গরাগ, কি বসন, কি ভূষণ আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই। আহা ! সেই কৈকেয়ীতনয় অতি বালক, এমন সুকুমার বয়সে এত ক্লেশে এত দিন জীবিত আছেন, কি না ; তাহাও সন্দেহের স্থল। অতএব সখে ! আমার এক্ষণে স্নানাদি করিবার প্রয়োজন নাই। অযোধ্যাগমনের পথ অতি দুর্গম, আমি যাহাতে সত্বর তথায় যাইতে পারি, তুমি তৎপক্ষেই বিশেষ যত্ন পাও ; আর যদি আয়োজন হইয়া থাকে, তবে বসন ভূষণাদি দ্বারা সুগ্রীবাদি বানর দিগকেই পরিতুষ্ট কর।

বিভীষণ কহিলেন ; রাজকুমার ! অযোধ্যাগমনের জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। বহুকাল হইল, একদা রাবণ সমরে যক্ষরাজ কুবেরকে পরাজয় করিয়া জয়লব্ধ স্বরূপ তদীয় সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছিল। সেই কামগ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া আপনি অতি সত্বরেই অযোধ্যায় গমন করিতে পারিবেন। কিন্তু হে আশ্রিতবৎসল ! এ আশ্রিতের আশা আপনাকে

অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। 'আমি শুনিয়াছি,' এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করিয়াছি; আপনি শরণাগতবৎসল, আমি আপনার শরণাগত; অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অণুমাত্রও অনুগ্রহ থাকে, যদি এ অধীনের অকিঞ্চিৎকর কোন গুণ আপনার স্মরণযোগ্য হইয়া থাকে; অথবা যদি আমার প্রতি আপনার কথঞ্চিৎ সখ্যভাব সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা করি, অদ্য এই লঙ্কাপুরে অবস্থান করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ ও আর্য্যা জানকী সহ আপনাকে আমি একবার মনের সাধে অর্চ্চনা করিব। মহাত্মা ভরতের জন্য যদি আপনার নিতান্তই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়া থাকে, না হয় কল্য প্রত্যুষেই যাত্রা করিবেন।

এই বলিয়া বিভীষণ বিনয়াবনত বদনে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, মহাত্মা রাম কহিলেন; সখে! তুমি যে, সকল সময়েই সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া পরমোপকারী মন্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ, আমি তাহাতেই সবিশেষ পূজিত হইয়াছি। তুমি কায়মনোবাক্যে কতরূপ চেষ্টা করিয়া এবং নিশাচরকুলের নিধন বিষয়ে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া যেরূপ সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা আমার অধিকতর সৎকার আর কি আছে? ফলতঃ তোমার সর্ব্ব-[illegible] আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] তোমার অনুরোধে এখানে [illegible] [illegible] তোমার সৎকার গ্রহণ করিতেছি, [illegible]

অস্বীকার করিতেছি, মনে করিও না। আমি প্রাণাধিক ভরতের জন্যই নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আহা! যিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চিত্রকূট পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, আমার চরণ ধরিয়া কতরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমার প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া, যিনি বনবাসী না হইয়াও বনবাস-দীক্ষিতের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, অদ্য সেই প্রাণাধিক ভরতকে দেখিবার জন্য আমার চিত্ত যে কতদূর উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। অতএব সখে! আমি আর তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; আমিও অনুরোধ করি, এজন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। তোমা হইতে আমি বিলক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অধুনা তোমার বাক্যেই আমি যথেষ্ট সৎকার প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে প্রার্থনা করি, তুমি প্রসন্ন চিত্তে আমার গমনে অনুমতি কর। সেই শোকবিহ্বলা জননী কৌশল্যা, সেই যশস্বিনী আর্য্যা কৈকেয়ী, সেই শোকাকুলা দেবী সুমিত্রা, সেই সমস্ত অনাথ জানপদবর্গ, পৌরগণ এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ; ইঁহাদিগকে দেখিতে আমার চিত্ত নিতান্তই ব্যাকুল হইতেছে। অতএব হে রাক্ষসরাজ! অনুরোধ করি, তুমি প্রসন্ন মনে আমার গমনে অনুমোদন কর এবং অবিলম্বে সেই কৌবের রথ আনয়ন করিতে অধিকৃত কিঙ্করদিগকে আদেশ কর। [illegible]

আমি যখন কৃতকার্য্য হইলাম, তখন আর এস্থানে অধিক কাল অবস্থিতি করিবার প্রয়োজন কি ?

এই বলিয়া রাম অযোধ্যাগমনে অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা বিভীষণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অবিলম্বে সেই বৈদুর্য্যবেদী-শোভিত বিমান যান আনয়ন করিলেন। ঐ দিব্য বিমান পাণ্ডুর ধ্বজপতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত, সুবর্ণময় শালাগৃহ-সমুদ্ভাষিত, মণিমুক্তামণ্ডিত, কাঞ্চনময়ী কিঙ্কিনীজালে নিনাদিত, গবাক্ষ-পরিশোভিত এবং উচ্চতায় সুমেরু শিখরও যেন তিরস্কৃত। উহার তলভাগে নানাবিধ মণিময় বরাসন বিস্তীর্ণ এবং সর্ব্বদিক মণিমুক্তা প্রবাল জালে বিভূষিত রহিয়াছে।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম অধ্যায়।

রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সেই পুষ্পমালা-পরিশোভিত অপূর্ব্ব পুষ্পক রথ রাম সন্নিধানে আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক বিনীত বদনে কহিলেন; রাজকুমার! এক্ষণে আর কি কর্ত্তব্য, আদেশ করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে চরিতার্থ করুন। তৎশ্রবণে বিচক্ষণ রাম মনে মনে ক্ষণকাল বিচার করিয়া সাদর বচনে কহিলেন;

রাক্ষসরাজ। আমার কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে যতদূর যত্ন করিতে হয় করিয়াছ, এমনকি, তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে আমার একার্য্য নিতান্তই দুঃসাধ্য হইত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রার্থনা ; তুমি নবীন বসন, নূতন ভূষণ, বিচিত্র যান ও নানাবিধ রত্নাবলী দ্বারা বনবাসী বানরদিগকে একবার পরিতৃপ্ত কর। মিত্রবর। আমি যাহাদের সাহায্যে এই সুবীস্তীর্ণ লবণ মহার্ণব বন্ধন করিয়াছি, এই দুর্জয় লঙ্কাপুরী জয় করিয়াছি এবং যাহারা আমার নিমিত্ত অমুল্য আত্ম-প্রাণ স্বীকার করিয়াও সমরে অগ্রসর হইয়া কার্য্যসাধন করিয়াছে ; এক্ষণে ধনরত্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত ও অভিনন্দিত করিলে, আমিও যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিব, আর তাহারাও অতুল আনন্দ অনুভব করিবে সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া নীতিশাস্ত্রার্থদর্শী মহাত্মা রাম রাজনীতি বিষয়ক কথঞ্চিৎ উপদেশচ্ছলে পুনর্ব্বার কহিতে লাগি-লেন ; হে লঙ্কেশ্বর। তুমি যদিচ নীতিকুশল ও পরম ধার্ম্মিক হও, তথাপি নূতন রাজা বলিয়া আমি তোমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ;—তুমি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া অর্থ সংগ্রহে তৎপর ও জিতেন্দ্রিয় হইবে ; তাহা হইলে সকলেই তোমার প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিবে। যে রাজা দান মানাদি দ্বারা সকলকে বশীভূত না রাখে, সে রাজার রাজ্য-লক্ষ্মী অচিরাৎ অন্যের হস্তগত হইয়া থাকে এবং সে

রাজা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া কেবলমাত্র ক্লেশই উপভোগ করে; কারণ অনাদৃত থাকিলে, তাহার সেনাগণ কদাপি প্রাণপণে সমরকার্য্য সম্পাদন করে না, ভয়ের ভান করিয়া হয় পলায়ন করে, না হয় অসন্তোষ নিবন্ধন একেবারে সামর্থ্য হীনতাই প্রকাশ করে। অতএব সখে! সাবধান, সমুচিত সমাদর না পাইয়া স্বীয় সেনাগণ যেন কদাপি বিষণ্ণ ভাব প্রকাশ না করে।

এই বলিয়া দাশরথি বিরত হইলে, মহামতি বিভীষণ তদীয় তাদৃশ উপদেশগর্ভ বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ যথাযোগ্য রত্নাদি বিভাগ দ্বারা বানরদিগকে সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে রাম অতুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অনুজ ও আর্য্যা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা সহ সেই অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য বিমানযানে অধিরোহণ করিলেন এবং প্রথমে সমস্ত বানরবর্গ, পশ্চাৎ কপিরাজ সুগ্রীব ও তৎ পশ্চাৎ মিত্র বিভীষণকে সাদর সম্ভাষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে পরম শুভানুধ্যায়ী কপিগণ! তোমাদের সহায়তায় আমি অসাধ্য কার্য্যও সম্পাদন করিলাম; এক্ষণে আদেশ করি, তোমরা সম্প্রতি স্ব স্ব ধামে গমন পূর্ব্বক স্বজন সহ সমবেত হইয়া সুখে কালাতিপাত কর। হে পরম ধার্ম্মিক সুগ্রীব! পরম হিতৈষী বান্ধবের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি সম্পাদন করিয়াছ; এমন কি, তোমার সাহায্য না পাইলে, আমি এতাদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্যে কদাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না;

অধুনা প্রার্থনা করি, স্বীয় দলবলে সমাবৃত হইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যসুখ অনুভব কর। হে ধার্ম্মিকচূড়ামণি রাক্ষসরাজ বিভীষণ। তোমার সুমন্ত্রণা বলে সম্প্রতি জগৎ পুনঃসমাগতা শান্তি দেবীর সুমুখ প্রত্যক্ষ করিতেছে। এক্ষণে আদেশ করি, তুমি মদ্দত্ত এই লঙ্কা রাজ্যের রাজাসনে আরূঢ় হইয়া সুখে সাম্রাজ্য শাসন ও প্রজাপুঞ্জকে নীতিমার্গে প্রবর্ত্তিত কর। আমার প্রসাদে কি দেবগণ, কি দানবগণ অধিক কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে পারিবেন না। আমি সম্প্রতি অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব, তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, প্রীত মনে আমার প্রতিগমনে অনুমোদন কর।

এই বলিয়া রাম মৌনাবলম্বন করিলে, সমস্ত কপিগণ সহ বিভীষণ বিনয়াবনত বদনে কহিলেন; হে শরণাগতবৎসল দয়াময় দাশরথে! যদি কোন অন্তরায় না থাকে, তবে অভিলাষ করি, আপনার সহিত আমরাও অযোধ্যায় গমন করিব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা পরম আহ্লাদে নানা বন, উপবন, জনপদ ও নগরে নগরে বিচরণ পূর্ব্বক গমন এবং আপনাকে অভিষিক্ত দেখিয়া দেবী কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইব। রাম তাঁহাদের প্রার্থনা বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন; হে কপিগণ! হে পরম সুহৃদ্ বিভীষণ! আমি কৃতকার্য্য হইয়া অযোধ্যায় গমন করিতেছি, প্রথমত এই ত অত্যন্ত আহ্লাদের

বিষয়, তাহাতে আবার সৌভাগ্য বশতঃ সুহৃদ্গণে সমবেত হইয়া যাইব; সুতরাং ইহা যে অধিকতর প্রিয় ও যারপর নাই আনন্দজনক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আমি তোমাদের প্রার্থনায় আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলাম। তোমরা সত্বর সকলে সমবেত হইয়া যানারোহণ কর। বিভীষণ! তুমিও অনুচরবর্গে মিলিত হইয়া এই পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হও। তখন মহাত্মা বিভীষণ ও কপিরাজ সুগ্রীব সহচরবর্গে সমাবৃত হইয়া সানন্দমনে যানারোহণ করিলেন। অনন্তর এই রূপে সকলে রথারোহণ করিলে, রাম রথচালনে অনুমতি করিবামাত্র বিমানযান অমনি বিমানমার্গে উৎপতিত হইল; তৎকালে বানরগণ ও ঋক্ষ রাক্ষসবর্গে সমাবৃত রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যক্ষগণে পরিবৃত যক্ষরাজ কুবেরই যেন স্বীয় যানারোহণ পূর্ব্বক কোন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিতেছেন।

পঞ্চবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই হংসসংযুক্ত বিমানরত্ন নীলাকাশে উৎপতিত হইয়া বায়ুবেগে প্রস্থান করিলে, দয়িতাবৎসল দাশরথি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিশানাথ-নিভাননা প্রাণাধিকা জনকাত্মজারে সম্বোধন করিয়া সাদরে কহিলেন; অয়ি চারুহাসিনি! একবার নিম্নভাগে নেত্রপাত করিয়া দেখ, দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া, তুমি এতকাল যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলে, এই সেই ত্রিকূটাদ্রি-শিখরস্থিত মহানগরী লঙ্কা, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এরূপ অপরূপ কৌশলে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে সহসা দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে; নতুবা হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব কদাপি লক্ষিত হইত না। অয়ি চারুবিলাসিনি! আবার পুরোভাগে নেত্রপাত করিয়া দেখ, যে স্থানে অসংখ্য কপিরাক্ষসকুলের নিধন নিবন্ধন মাংস শোণিতের কর্দ্দমরাশি বিকাশ পাইতেছে, ঐ আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। অয়ি ভীরুশালে! আহা! দেখ দেখ, একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যে স্থানে দুর্দ্দান্ত দশানন তোমার নিমিত্ত নিহত হইয়া চিতারোহণ করিয়াছিল, ঐ সেই দাহভূমি লক্ষিত হইতেছে। সুন্দরি! আবার বাম পার্শ্বে চাহিয়া

দেখ, ঐ স্থানে মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে, এই ভূভাগে নিশাচর প্রহস্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং ঐ ক্ষেত্রে মহাবীর মারুতকুমার ভীমমূর্ত্তি ধুম্রাক্ষের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। প্রিয়ে। আবার এদিকে দেখ, মহাত্মা সুষেণ এই স্থানে বিদ্যুন্মালীর বিনাশ সাধন করিয়াছেন, ঐ ভূভাগে রাবণপুত্র দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরে শমনালয়ে গমন করিয়াছে, এই স্থানে বিকট নামক নিশাচর অঙ্গদের যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ প্রদেশে বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন ও অন্যান্য বলবান্ নিশাচরেরাও নিহত হইয়াছে। প্রাণাধিকে! আবার ও দিকে দেখ, যে খানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, কুম্ভকর্ণাত্মজ নিকুম্ভ, ও কুম্ভ, এবং বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি বহুসংখ্য রাক্ষস প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ঐ সেই স্থান শোণিতপঙ্কে পঙ্কিল হইয়া রহিয়াছে। আর মকরাক্ষ নামে যে এক দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস ছিল, সে আমার হস্তে এই স্থানে নিহত হইয়াছে। অয়ি কৌতুকাক্রান্তে। একবার পুরোভাগে চাহিয়া দেখ, অমিতবীর্য্য অকম্পন, বীর্য্যবান্ শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, ভীমদর্শন বিদ্যুজ্জিহ্ব, প্রজঙ্ঘ, সুপ্তঘ্ন, মহাবল সূর্য্যশত্রু, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু প্রভৃতি অতি বিক্রান্ত দুর্দ্দান্ত ভীষণ নিশাচরেরা অতিভীষণ সংগ্রাম করিয়া যে স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, এই সেই স্থান শোণিতাক্ত হইয়া যেন বর্ষাসলিলে অভিষিক্তের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে।

এই বলিয়া রাম পুনর্ব্বার সাদরে কহিলেন, অয়ি চারু-বিলাসিনি! দেখ দেখ, আর বার এদিকে চাহিয়া দেখ, যেখানে দশাননমহিষী মন্দোদরী শত সহস্র সপত্নীগণে সমাবৃত হইয়া মৃত পতির উদ্দেশে বিলাপ করিয়াছিল, এই সেই স্থান, যেন অধুনাও নয়নজলে অভিষিক্তের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে। আর আমরা আগমন কালে সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে একরাত্রি বসতি করিয়াছিলাম, ঐ দেখ, সেই পবিত্র সাগরতীর্থও লক্ষিত হইতেছে এবং আমরা লবণ মহার্ণবে যে সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম, দেখ সেই সুদুষ্কর নলসেতুও আমাদের পুরোভাগে বিকাশ পাইতেছে। অয়ি দর্শনকৌতুকে! আর এই শঙ্খ শুক্তি সমাকুল অপার বরুণালয় অবলোকন কর।

এই বলিতে বলিতে বিমানয়ান নিমেষমধ্যে মহাসাগরের মধ্যদেশে উপনীত হইল। তখন দয়িতাবৎসল দাশরথি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন; অয়ি চারুশীলে! ঐ দেখ, সুবর্ণবর্ণ পর্ব্বতরাজ মৈনাক এই মহাসাগরের কুক্ষিদেশে বিরাজমান রহিয়াছে, সাগর লঙ্ঘন সময়ে হনুমানের বিশ্রামার্থ গিরিরাজ সমুদ্রবারি ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছিল। আর এই মহাসাগরের উত্তর তীরে যে স্থানে আমাদিগের সেনান্নিবেশ হইয়াছিল, সে প্রদেশও ঐ দেখা যাইতেছে। ঐ স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি সেতু বন্ধনের পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেতুকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত ঐ

সেতুমূল সাগরতীর্থে শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক আমি যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহারে পূজা করিয়াছিলাম, অতঃপর এই মহাপাতক নাশন পবিত্র স্থান সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত ও ত্রিলোকের পূজিত হইবে। এই সেতুবন্ধ তীর্থে এই পরম ধার্ম্মিক রাক্ষসরাজ বিভীষণ আমার সহিত সমাগত হইয়াছিলেন। জানকি! আর ঐ পুরোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যে স্থানে আমি মহাবল বালির প্রাণ সংহার করিয়াছিলাম, ঐ সেই চিত্রকাননা কিস্কিন্ধ্যা নগরী, আর ঐ সেই কপিরাজ সুগ্রীবের রম্যা পুরী শোভা পাইতেছে।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, আর্য্যা জানকী বালিপালিতা কিস্কিন্ধ্যা নগরী নয়নগোচর করিয়া প্রণয়সম্ভূত ঈষৎ হাস্যাঞ্চিত বদনে বিনয় বচনে প্রাণপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; আর্য্যপুত্র। আমার একটী বক্তব্য আছে, যদি কোন অন্তরায় না থাকে, আমার কথাও রাখেন, তবে আদেশ করিলে, আমার মনোভিলাষ বিকাশ করিতে পারি। রাম কহিলেন; সে কি? প্রিয়ে! তুমি আমার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিবে, তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক কি? বল, অকপট চিত্তে বল, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব। তৎশ্রবণে জনকাত্মজা পরম অহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আমি, কপিরাজ সুগ্রীবের তারা প্রভৃতি প্রিয় মহিষী এবং অন্যান্য কপিকুলের কামিনীকুল সহ মিলিত হইয়া অযোধ্যায়

গমন করি, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।" তৎ-শ্রবণে দয়িতাবৎসল দাশরথি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন; প্রাণাধিকে! স্বীকার করিলাম তোমার অভিলাষ অবশ্যই সম্পাদন করিব। এই বলিয়া তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় অবতরণ ও পুষ্পক বিমান সংস্থাপন পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; সখে! তুমি সমস্ত কপিকুলকে স্ব স্ব কামিনীকুলের সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে আগমন করিতে আদেশ কর, আর তুমিও স্বীয় মহিষীগণ সহ সমবেত হইয়া সত্বর বহির্গত হও। আমরা সকলে মিলিত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার মুখে তাদৃশ আহ্লাদের কথা শ্রবণে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; প্রিয়তমে! আর্য্যা জানকীর সন্তোষের নিমিত্ত আর্য্য রাম আদেশ করিয়াছেন, যে তুমি এবং সমস্ত বানর পুঙ্গবেরা স্ব স্ব বনিতা সহ মিলিত হইয়া সত্বর বহির্গত হও। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিব। মহিষি! দেখ, ইহাতে আর কিছুমাত্র অমত করিও না। একে ত সখার আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ তোমাদি-গেরও অযোধ্যা নগরী ও মহারাজ দশরথের মহিষীগণের দর্শন লাভ হইবে। তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা তদীয় বাক্য শ্রবণে কপীন্দ্র যোষিদ্গণকে আহ্বান করিয়া কহি-লেন; হে কপীন্দ্র মহিষীগণ! কপিরাজ সুগ্রীব আদেশ

করিতেছেন, তোমরা বেশ ভূষায় বিভূষিত ও স্ব স্ব স্বামীর সহিত একত্রিত হইয়া অযোধ্যাগমনে সত্বর হও। তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া, আমি যে রাজধানী অযোধ্যা দর্শন করিব, ইহা নিতান্তই আনন্দের বিষয়। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া আর্য্য রামের সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক পৌরবর্গ, জানপদবর্গ ও পুরনারীবর্গের নৈসর্গিকী চেষ্টা ও ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিব; বল দেখি, ইহার পর আর আহ্লাদের বিষয় কি আছে? তখন বানরবনিতারা রাজমহিষী তারার আদেশে বিবিধ বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া অতিমাত্র কৌতূকাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার সহিত বহির্গত হইল এবং জানকী দর্শনার্থ ত্বরান্বিত হইয়া বিমান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তদুপরি অধিরোহণ করিল। তাহারা সকলে অধিরূঢ় হইবামাত্র রথও অমনি আকাশ পথে উৎপতিত হইল।

অনন্তর পুষ্পক বিমান কিয়দ্দূর গমন করিলে, রাম ঋষ্যমূক পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইয়া জানকীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; অয়ি দর্শনকৌতুকে! ঐ যে পুরোভাগে বিবিধ ধাতুরাগ-রঞ্জিত কাঞ্চনাঙ্কিত প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, উহার নাম ঋষ্যমূক। ঐ পর্ব্বতে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার সমাগম ও সখ্যভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং স্বার্থানুরোধে ঐ স্থানেই আমি বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আহা! প্রেয়সি! আর ঐ সেই বিচিত্রকানন৷ সরোজশোভিতা কলহংসনাদিতা পম্পা।

পম্পা, যেন দর্শকদিগের মন হরণ করিয়াই শোভা পাই-তেছে। আহা! প্রাণাধিকে! আমি তোমার বিরহে অধীর হইয়া, উহার তীরে কতই রোদন ও কতই যে বিলাপ করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। অধুনা সেই সেই প্রদেশ দর্শনে সেই সেই ভাব সমস্তই যেন আমার স্মৃতি পথে সমুদিত হইতেছে। ঐ সরসীর তীরে ধর্ম্মচারিণী শবরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ঐ স্থানেই যোজনবাহু কবন্ধ রাক্ষস আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর দেখ, ঐ পম্পা সরসীর উত্তর দেশে বনস্পতি ন্যগ্রোধ শোভা পাইতেছে, ঐ তরুবর মহাত্মা জটায়ুর আবাস স্থান ছিল। প্রেয়সি! আর এই জনস্থান, এই স্থানে তোমার নিমিত্ত মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নামক মহাবল রাক্ষসেরা আমার বাণে এই জনস্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমার জন্য পক্ষিরাজ মহাত্মা জটায়ু এই স্থানেই দুর্দ্দান্ত দশাননের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অয়ি শুভদর্শনে! এদিকে দেখ, আমাদের আশ্রমপদ পঞ্চবটী ও বিচিত্র পর্ণশালাও লক্ষিত হইতেছে। ঐ স্থান হইতেই দুরাচার রাবণ বল পূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এদিকে ঐ প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, ওদিকে ঐ কদলী কাননসমাকীর্ণ ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমপদ এবং অপর দিকে ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের আশ্রম শোভা পাইতেছে। প্রেয়সি! আবার এ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, মহাতপা

শরভঙ্গের আশ্রমপদ যেন অদ্যাপি তপোরূপ অনলে উদ্দীপিত হইয়া বিকাশ পাইতেছে। ঐ স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের আগমন সময়ে উপনীত হইয়াছিলেন। অয়ি সুমধ্যমে! দেখ দেখ, একবার এদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখ, আমাদের কুলপতি ভগবান্ অত্রি তাপসগণ মধ্যে তপোবলে কেমন সূর্য্যের ন্যায় বিকাশ পাইতেছেন। ঐ আশ্রমে তুমি ধর্ম্মচারিণী তাপসী অত্রিপত্নীকে অবলোকন করিয়াছিলে এবং ঐ স্থানেই বিরাধ নামক মহাকায় নিশাচর আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। জানকি! আমাদের পুরোভাগে যে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত শোভা পাইতেছে, উহার নাম চিত্রকূট; ঐ পর্ব্বতে স্নেহাস্পদ ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আর ঐ দেখ, অনতিদূরে বিচিত্রকাননা স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী জমুনা ও ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির পবিত্র আশ্রমপদ প্রকাশ পাইতেছে। অয়ি বিশাললোচনে! আবার এদিকে দেখ, ঐ ত্রিপথগামিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা; দ্বিজগণ উহাঁর পবিত্র সলিলে স্নান ও অবগাহন পূর্ব্বক কেহ উদাত্তাদি স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ ও কেহ কেহ দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে দেবগণের অর্চ্চনা করিতেছেন। ঐ শৃঙ্গবেরপুর; ঐ স্থানে আমার পরম সখা গুহের সহিত সমাগম হইয়াছিল।

অনন্তর এই রূপে নানাকথায় নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী হইলে, দয়িতানন্দবর্দ্ধন দাশ-

রথি দয়িতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আবার কহিলেন; অয়ি প্রাণাধিকে! আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরী ঐ দেখ, অদূরবর্ত্তিনী হইয়াছে। তুমি এত ক্লেশ পাইয়া এত দিনের পর সেই অযোধ্যায় পুনর্ব্বার আগমন করিলে, অধুনা দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রণাম কর। জানকী ভক্তিবিনম্র বদনে অমনি প্রণাম করিলেন। রাম বাক্য শ্রবণে সমস্ত বানরবর্গ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণও পরম আহ্লাদ সহকারে উৎপতন পূর্ব্বক অযোধ্যা পুরীর উন্নত প্রদেশ সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে অযোধ্যা নগরী নিকটবর্ত্তিনী হইলে গজবাজি-বিরাজিত সৌধমালা-পরিবেষ্টিত মহেন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় সেই সুদৃশ্যা অযোধ্যা পুরী অবলোকন পূর্ব্বক অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং সেই মহানগরী নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবচঞ্চলমতি অন্যান্য বানরেরা আহ্লাদে কেহ উন্মত্ত, কেহ পথের একপার্শ্বস্থিত বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অপর পার্শ্বস্থ পাদপোপরি নিপতিত ও অপর কেহ কেহ অসীম আনন্দভরে একেবারে গদগদ হইয়া উঠিল।

ষড়্‌বিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর স্বভাবসুন্দর সত্যসন্ধ রাম, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ ও পিতৃআজ্ঞা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হইলে, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মদ্বয় বন্দনা করিলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক সাদর বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন; ভগবন্‌। আপনি শিষ্যমুখে অযোধ্যার সুভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষের বিষয় কিছু অবগত আছেন? তথায় পূর্ব্ববৎ রোগশূন্যতাই ত বিকাশ পাইতেছে? না অনিয়ম নিবন্ধন অধুনা আধি ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে? কেমন, প্রাণাধিক ভরত আমার বিরহে অধীর হইয়া প্রজাপালন বিষয়ে ত কোন অনবধানতা প্রকাশ করিতেছেন না? তপোধন! আমার বিরহে আমার মাতা কৌশল্যা ত জীবিত আছেন? জননী সুমিত্রা ও আর্য্যা কৈকেয়ী ত কুশলে আছেন?

এই বলিয়া রাম কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ তদীয় তাদৃশ আগ্রহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া হৃষ্ট মনে উত্তর করিলেন; বৎস! তোমার আজ্ঞাবহ ভ্রাতা ভরত জটা ধারণ পূর্ব্বক তোমার পাদুকাদ্বয় রাজাসনে সংস্থাপিত করিয়া এক মনে স্বীয় কর্ত্তব্যের

অনুষ্ঠান ও দিবানিশি তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং রাজধানীর অন্যান্য বিষয়েও পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। পুরুষোত্তম! আহা! তুমি যখন পিতৃনিদেশ পালনার্থ এই অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রাজভবন পরিত্যাগ এবং নিতান্ত দীনোচিত চীর বসন ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গচ্যুত দেবের ন্যায় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাদচারে ভ্রমণ ও বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল মাত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলে, তখন তোমার তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শনে আমার মনে যে কতই করুণাগর্ত্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। আবার অধুনা তোমাকে উত্তীর্ণপ্রতিজ্ঞ ও শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক বান্ধবগণ সহ সমাগত দেখিয়াও যে আমি কত দূর প্রীত হইলাম, তাহাও বলিতে পারি না। হে রঘুকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন! বনবাস সময়ে যে যে স্থানে তোমার যে সমস্ত সুখ দুঃখের ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি তপোবলে এই স্থানে বসিয়াই জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে খরাদি নিশাচর নিধনের নিমিত্ত তুমি নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াছ; ব্রহ্মর্ষিবর্গের প্রয়োজন সিদ্ধার্থে নিযুক্ত হইয়া, তুমি তাঁহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছ। দুর্দ্দান্ত-দশানন মায়াচতুর মারী-চের দ্বারা দুর্ভেদ্য মায়া বিস্তার পূর্ব্বক এই অসূর্য্যম্পশ্যা-রূপা অবনীসুতা সীতারে হরণ করিয়াছিল; আহা! এই অবলা কুলকামিনী অপহৃতা ও অশোকবনে নিশাচরীগণে পরিবৃতা হইয়া কতই ক্লেশ ও কতই যে মনোবেদনা

উপভোগ করিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে। বৎস! তৎপর তোমার কবন্ধদর্শন, পম্পা সরসীতীরে গমন এবং পবনকুমার হনূমানের সমুদ্র লঙ্ঘন ও লঙ্কা দহন প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্তই তপোবলে আমি অবগত হইয়াছি। তদনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব সহ সখ্যভাব স্থাপন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণ, মহাবীর পবনাত্মজের অসামান্য বীরতা, জানকীর অনুসন্ধানের পর সাগরে সেতু বন্ধন এবং পরিশেষে যে রূপে লঙ্কা নগরী উদ্দীপিতা হইয়াছিল, আমি তপঃ প্রভাবে তৎ সমুদায়ই বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছি। বৎস! সেই বলদর্পিত সাধুকণ্টক দুর্দ্দান্ত দশকণ্ঠ যে রূপে অমাত্য, বন্ধু বান্ধব ও পুত্রগণ সহ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে এবং সেই পাপমতি নিশাচর নিহত হইলে, যে রূপে দেবগণের সহিত তোমার সমাগম হইয়াছিল, তৎ সমুদায় ও দেবদত্ত বরলাভ প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্তই তপঃশক্তি প্রভাবে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে জাগরূক রহিয়াছে। পুরুষোত্তম! আর আমার শিষ্যেরা আমার এই আশ্রমপদ হইতে সময়ে সময়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মুখে আমি অযোধ্যার তাবৎ বৃত্তান্তও বিশেষ রূপে অবগত আছি। বৎস! এক্ষণে আমার প্রার্থনা, তুমি অদ্য আমার আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার কর, পর দিন মদ্দত্ত বর লাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া অযোধ্যায় গমন করিও। তাহা হইলে আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না।

এই বলিয়া মহর্ষি বিরত হইলে, রাজকুমার রাম তদীয় নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে দিন পরম সুখে তথায় অবস্থান করিলেন এবং পর দিন প্রভাতে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়াবনম্র বদনে কহিলেন; ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আমায় এই বর প্রদান করুন; আমার অযোধ্যা গমন সময়ে পথি মধ্যে বানরদিগের উপভোগার্থ পাদপরাজি যেন অকালে সুধাতুল্য সুস্বাদু ফল প্রসব করে, সমস্ত বস্তুই যেন মধুস্রাবী, সুগন্ধি এবং সকল প্রদেশই যেন বসুরত্নে পরিপূর্ণ হয়।

এই বলিয়া রাম বিনয়াবনত বদনে দণ্ডায়মান হইলে, মহর্ষি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণমাত্র তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তপোধনের অসামান্য তপঃশক্তি-প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত পাদপরাজি স্বর্গীয় তরুরাজির ন্যায় নিরুপম শোভায় বিভূষিত হইল। যে সকল বৃক্ষ ইতি পূর্ব্বে ফলশূন্য ও শুষ্কাবস্থায় নিতান্ত হতশ্রী ছিল, তাপস-বরের তপোবলে অধুনা তাহারাও পিযূষবৎ সুপেয় ফলে ও সুবাসিত পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিল এবং শৈল সকল হইতে নিরন্তর মধুস্রাব হইতে লাগিল। এই রূপে পথি মধ্যে সর্ব্ব দিকে তিন যোজন ব্যাপিয়া সমস্ত পাদপ ও পর্ব্বত সকল ফল পুষ্পে বিভূষিত হইলে, তদ্দর্শনে বানরগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা মনে মনে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া লম্ফ

প্রদান পূর্ব্বক মনের সাধে সেই সমস্ত স্বর্গীয় ফলমূল ভোজন করিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর অযোধ্যা-গমনোৎসুক অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি রাম স্বীয় রাজধানীর প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক সুগ্রীবাদি সুহৃদগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন ও প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরতের আশ্বাসের নিমিত্ত মনে মনে স্বকর্ত্তব্য কার্য্যজাত চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাত্মা মারুতকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; কপিসত্তম! তুমি অগ্রে অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজভবনস্থিত সমস্ত জনগণের কুশল সংবাদ অবগত হও। আর দেখ, গমন সময়ে কানন মধ্যে শৃঙ্গবের পুর দেখিতে পাইবে, তথায় আমার পরম মিত্র নিষাদ-পতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ জানাইবে। তিনি আমার প্রাণাধিক বন্ধু, আমাকে কুশলী, নীরোগ ও নিশ্চিন্ত জানিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং অযোধ্যা গমনের পথ ও স্নেহাস্পদ ভরতের মঙ্গল সংবাদ তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া কহিবেন। তৎপরে তুমি আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা

ভরতের নিকট গমন করিবে এবং তাঁহাকে আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানাইয়া মদীয় বচনানুসারে পরে ইহাও কহিবে, যে রাম ভার্য্যা জানকী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কর্ত্তব্য সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া সম্প্রতি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধার্থ হইয়াছেন। পরিশেষে তাঁহার নিকট আমাদের দুর্ঘটনার কথাও বিশেষ করিয়া কহিবে; সেই দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক যে রূপে জানকী অপহৃতা হইয়াছিলেন, যে রূপে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার সখ্যভাব সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যে রূপে সংগ্রামে বালিবধ, মৈথিলীর অন্বেষণ, দর্শন, বানরবর্গের সহিত সাগর সমীপে আমাদিগের উপবাস, সমুদ্রে সেতু বন্ধন, লঙ্কা পুরী প্রবেশ, সবান্ধবে রাবণবধ, ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট বরপ্রাপ্তি এবং দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্ত কিছুই তাঁহার নিকট গোপন করিও না। পবনকুমার! আর পরিশেষে কহিবে; রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও কপিরাজ সুগ্রীব সহ সমস্ত শত্রু পরাজয় ও সমস্ত কার্য্য সাধন করিয়া পরমোৎকৃষ্ট যশোলাভ পূর্ব্বক সম্প্রতি সবান্ধবে অযোধ্যায় আগমন করিতেছেন। কপিসত্তম! তোমার মুখে আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার কি প্রকার আকার ইঙ্গিত, কি রূপ মনের ভাব ও মুখবর্ণাদিই বা কি প্রকার সমুদ্ভূত হয়, তাহা তুমি বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে এবং আমার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের কি রূপ অনুষ্ঠান

করেন, তাঁহার দৃষ্টি প্রসাদাদি কি রূপে লক্ষিত ও ভাবিত প্রভৃতিই বা কি রূপ শুনা যায়, তৎ সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি তত্ত্বতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া নিরীক্ষণ করিবে। কারণ গজবাজি-বিরাজিত রথসঙ্কুল সুসমৃদ্ধ পরম্পরাগত সাম্রাজ্য সুখে সকলের চিত্তই আকৃষ্ট হইতে পারে। প্রাণাধিক ভরত যদি বহুকাল সাম্রাজ্যসুখে সুখী অথবা দেবী কৈকেয়ীর ন্যায় রাজ্যলোভে লোলুপ হইয়া থাকেন, তবে পিতৃসাম্রাজ্য না হয় তিনিই শাসন করিবেন, আমি পুনর্ব্বার তাপসব্রত অবলম্বন ও অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা জীবিতকাল অতিবাহিত করিব। স্নেহাস্পদ ভরতের অসন্তোষ জন্মাইয়া সামান্য সাম্রাজ্যসুখ কেন, আমি স্বর্গসুখে সুখী হইতেও অভিলাষ করি না। অতএব হে সৌম্য হনূমন্! এই আশ্রম হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আমরা যাবৎ না অযোধ্যা সন্নিধানে উপনীত হই, তাবৎ তুমি ভরতের মনোগত অভিপ্রায় ও ব্যবসায় বিশেষ রূপ অবগত হইয়া অতি সত্বর আমার সকাশে উপস্থিত হইবে।

অসামান্য গম্ভীর-প্রকৃতি উদারস্বভাব মহাত্মা দাশরথি এই রূপ ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিরত হইলে, মহামতি মারুতি তদীয় নিদেশে তৎক্ষণাৎ মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং এক লম্ফে আকাশ পথে উৎপতিত হইয়া পক্ষিরাজ বিনতাতনয়ের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতে শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গমদিগের সঞ্চার স্থান

অতিক্রান্ত, তৎপরে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম প্রদেশ অতিবাহিত ও তৎ পশ্চাৎ শৃঙ্গবেরপুর তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলে, তিনি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া নিষাদপতির সকাশে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে কহিলেন; নিষাদরাজ! আপনার পরম সখা সত্যপরাক্রম দয়াময় দাশরথি দয়িতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত কার্য্য সাধনানন্তর সম্প্রতি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন, আত্মীয়তা নিবন্ধন অগ্রে আত্মকুশল বিজ্ঞাপনার্থ আমাকে আপনার সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিদেশানুসারে আমি ভবৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, তাঁহাদিগের সকল বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। অদ্য পঞ্চমী রাত্রি, রজনী প্রভাতা হইলেই চতুর্দ্দশ বৎসর সম্পূর্ণ ও বনবাসব্রত উদযাপিত হইবে। এজন্য আর্য্য দাশরথি মহর্ষি ভরদ্বাজের আদেশানুসারে অদ্য তাঁহার আশ্রমেই অবস্থান করিয়া কল্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

এই বলিয়া মহাতেজস্বী মারুতকুমার তাদৃশ পথ পরিশ্রমেও অপরিশ্রান্ত ও জগদানন্দবর্দ্ধন রাজীবলোচন রামচন্দ্রের নিদেশ লাভে যার পর নাই উল্লাসিত হইয়া মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে ক্রমশঃ পরশুরামতীর্থ বালুকী, বরুথী, স্রোতস্বতী গোমতী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক পরে শালবন সকল অবলোকন করিতে করিতে অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করিতে লাগি-

লেন। গমন সময়ে শত শত জনপদবর্গ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর কপিকুঞ্জর মহাবীর হনুমান্ এই রূপে ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া পরে চৈত্ররথ-কাননস্থিত পরম রমণীয় পাদপ সমুহের ন্যায় নন্দিগ্রামের সমীপস্থ সুবাসিত ফলপুষ্প-পরিশোভিত তরু সকল সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তথায় কামিনীকুল বেশ ভূষায় বিভূষিতা ও অলঙ্কৃত পুত্র পৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে ঐ সমস্ত সুরম্য পাদপরাজি হইতে ফলপুষ্প আহরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুরম্য সরোবর; তথায় হংসদল হংসী সহ সাদরে জলকেলী করিতেছে, তীরস্থিত সুরম্য পাদপাবলীর কুলায়ে বসিয়া কলকণ্ঠ কোকিলেরা কুহুরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনীত ও সমধিক আনন্দিত করিতেছে এবং আরণ্য সুবাসিত পুষ্প-পরাগবাহী মৃদুমন্দ মারুত হিল্লোলে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে। সুধীর পবনকুমার এই সমস্ত সুদৃশ্য ভাব দর্শন করিয়া, পরিশেষে ক্রোশমাত্র পথ হইতে দেখিলেন;—কৃষ্ণাজিনধারী, মলদিগ্ধাঙ্গ, ক্ষীণকায়, জটিল মহানুভব ভরত ভ্রাতৃব্যসন নিবন্ধন অতি ম্লান বদনে তাঁহার পাদুকাদ্বয় রাজাসনে সংস্থাপিত করিয়া অতি কষ্টে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আর কাষায়াম্বরধারী রাজনীতিকুশল অমাত্য ও পুরোহিতগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ তাঁহার সমীপে অবহিত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন। মহাত্মা ভরত কেবল ভ্রাতৃআজ্ঞা পালনার্থই

নিয়মিত সময়ে চতুর্ব্বর্ণময় লোকদিগের পরিরক্ষণে প্রবৃত্ত থাকেন; কিন্তু অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মবিষয়িণী পরমানন্দময়ী চিন্তাতেই অতিবাহিত করেন; এজন্য ভ্রাতৃবিরহশোকে তাঁহার তাদৃশ কমনীয় কলেবর কৃশ হইলেও, তপোবল-সম্ভূত উদ্দীপ্তদেহ তাপসের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-পরিপূরিত ও নিতান্ত সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে। ধর্ম্মবৎসল পৌরবর্গেরা সেই জটাচীরধারী পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা ভরতকে পরি-ত্যাগ করিয়া স্বপ্নযোগেও ভোগ্য বস্তুজাত ভোগ করিতে অভিলাষ করেন না, সুতরাং মহানুভব ভরতের ন্যায় তাঁহারাও ভোগপরাঙ্মুখ হইয়া অতি বিমর্ষ ভাবে অহ-র্নিশি অতিবাহিত করিতেছেন।

তখন মহামতি মারুতকুমার সেই মুর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় প্রশান্তমূর্ত্তি মহানুভব ভরত মহাশয়ের সকাশে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করি-লেন; হে পবিত্রমুর্ত্তি মহাত্মন্! আপনি যাঁহার নিমিত্ত নিরন্তর বলবতী শোকানল-শিখায় সন্তপ্ত হইয়া কালাতি-পাত করিতেছেন, সেই জটাচীরধারী দণ্ডকারণ্যবাসী দয়াময় দাশরথি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্রে আমাকে ভবৎসকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব হে মহা-নুভব! সম্প্রতি আপনি শোকভাব পরিত্যাগ করুন, আমি আপনাকে অতীব প্রিয় সম্বাদ প্রদান করিতেছি, শুনিয়া আপনার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না।

এই বলিয়া ধীমান্ হনুমান্ অগ্রে তাঁহাকে শোকসম্ভূত

মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পশ্চাৎ অতি বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন; হে মহাত্মন্! আপনি যাঁহার অপেক্ষায় এত কাল অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া আছেন, আপনার সেই ভক্তিভাজন ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত আপনি অচির কাল মধ্যেই মিলিত হইবেন। আর্য্য দাশরথি দুর্দ্দান্ত দশাননের বধ ও দয়িতা মৈথিলীর উদ্ধার সাধন করিয়া সম্প্রতি মহাবল বন্ধুগণে মিলিত ও সর্ব্বকার্য্য সাধনানন্তর পূর্ণমনোরথ হইয়া অযোধ্যার সমীপদেশে আগমন করিয়াছেন। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী আর্য্যা জনকাত্মজা তাঁহার সমভিব্যাহারেই আসিতেছেন। আর অধিক বিলম্ব নাই, বোধ হয় অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন।

এই বলিয়া পবনাত্মজ বিনয়াবনত বদনে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কৈকেয়ীকুমার মহাত্মা ভরত তদীয় মুখে তাদৃশী পিযূষ-নিঃসন্দিনী কথা কর্ণগোচর করিবামাত্র উৎকট হর্ষভরে একেবারে বিবশ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অপার আহ্লাদের সহিত পবনকুমারকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর অসামান্য ভ্রাতৃভক্ত ভরত আনন্দাশ্রু পাত দ্বারা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অভিষিক্ত করিয়া সাদরে কহিলেন; হে সৌম্য! আপনি দেবতানির্ব্বিশেষই হউন, বা মনুষ্যই হউন, যখন কৃপা করিয়া আমার সকাশে আগমন পূর্ব্বক যার পর নাই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন, তখন

এই প্রিয়তম আখ্যানের প্রতিদান আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আদেশ করুন, এই সাম্রাজ্য মধ্যে আপনি কোন্ বস্তু গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, শত সহস্র সংখ্যক গ্রাম, কিম্বা সদ্বংশসম্ভূতা নিরুপমা রূপযৌবন-সম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা ষোড়শবর্ষীয়া কামিনীকুল, অথবা অভি-লাষানুরূপ অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যনিকরের মধ্যে যাহাই বাঞ্ছা করেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার এ প্রিয় বার্ত্তার অনুরূপ কোন বস্তুই নহে, এমন কি, ত্রিলোকীতলেও এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আপনার এই শুভ সংবাদের সদৃশ হইতে পারে। এজন্য, পাছে আপনি অসদৃশ পারিতোষিক লাভে অসন্তোষ হন, এই ভয়ে আমি স্বতন্ত্র হইয়া পারিতোষিক প্রদানে সাহসী হইতেছি না; কিন্তু তথাপি আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করি, এই সাম্রাজ্য মধ্যে অভিলাষানুরূপ কোন বস্তু আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টাবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

এই বলিয়া মহাত্মা ভরত ভ্রাতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার দর্শনার্থ ও চতুর্দ্দশ বৎসর কি রূপে তিনি অতিবাহিত করিলেন তৎ শ্রবণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া আহ্লাদভরে আবার কহিলেন ; হে প্রশান্তমূর্ত্তি মহাত্মন্‌! সেই অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি উদারচিত্ত দাশরথি মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া কি রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং কি প্রকারে ও কি জন্যই বা বানরদিগের সহিত তাঁহার সমাগম হইয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার চিত্ত নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। হে সৌম্য! দেখুন, এই কল্যাণী গাথা কীর্ত্তিত হইলে, যে কেবল আমার পক্ষেই প্রীতিকরী হইবে, এমত নহে ; উহা চিরকাল জনসাধারণেরই সমধিক আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এই বলিয়া ভ্রাতৃভক্ত ভরত ভ্রাতৃবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুকতা প্রকাশ করিলে, পবনকুমার তদীয় আগ্রহাতিশয় দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাপসাসনে উপবেশন পূর্ব্বক তাপসবেশধারী বনবাসী রামচন্দ্রের সমস্ত চরিত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে কহি-

লেন ; রাজকুমার ! আপনার মাতা আর্য্যা কৈকেয়ী বরদ্বয় প্রার্থনা দ্বারা যে রূপে আর্য্য দাশরথিকে তাপসবেসে বন-বাসী করেন; পুত্রশোকরূপ উদ্দীপ্ত হুতাশন সন্তাপে তাপিত হইয়া, যে রূপে মহারাজ দশরথ মানবী মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন; দূতগণ দ্বারা মাতামহ ভবন হইতে আনীত ও রাজধানী অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইয়া, আপনি যে প্রকারে সাম্রাজ্যভার বহনে অসম্মতি ও নিতান্ত দুঃখের সহিত স্বয়ং চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক পিতৃ-সাম্রাজ্য গ্রহণার্থ অতি বিনীত ভাবে ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; পিতৃসত্য পালনানুরোধে দৃঢ়ব্রত হইয়া, যে রূপে সেই জটাচীরধারী সাম্রাজ্য শাসনভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া আপনাকে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং জ্যেষ্ঠের আদেশে তদীয় পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া, আপনি যে রূপে ভগ্নমানসে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন, এতৎ সমুদায় বোধ হয় আপনার হৃদয়ে জাগরূকই রহিয়াছে। হে ধার্ম্মিকবর ! আপনি চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তৎপরে মহারণ্যে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আমি তাহা যথাশ্রুত ও যথাজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

হে মহাবাহো ! আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সেই মৃগ-পক্ষি সমাকীর্ণ সমস্ত কানন বিভাগ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তৎদর্শনে আর্য্য রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যা সহ সিংহ

ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ মাতঙ্গদল-মর্দ্দিত জনশূন্য অতি ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই মহারণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সহসা সম্মুখ দেশে বিরাধ নামক এক মহাবল রাক্ষসকে নেত্রগোচর করেন। ঐ ভীষণ নিশাচর তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র এরূপ ত্রাসজনক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, যে তৎ শ্রবণে বনের মহাসত্ব হিংস্র জন্তুগণও সুদূরে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ, ঐ গর্জনশীল মত্ত মাতঙ্গবৎ নিনাদকারী উর্দ্ধবাহু নিশাচরকে ধারণ পূর্ব্বক অনায়াসেই এক সুগভীর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর কুমারদ্বয় ঐ অনন্যসুলভ দুষ্কর্ম্ম সাধনানন্তর সায়ং সময়ে মহর্ষি শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমপদে উপনীত হন এবং তাঁহাদের তথায় প্রবেশমাত্র তাপসবর স্বর্গারূঢ় হইলে, তত্রত্য সমস্ত তাপসদিগকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক পরে জনশূন্য জনস্থানে প্রস্থান করেন। ঐ স্থানে শূর্পণখা নাম্নী এক পাপ রাক্ষসী কামপরবশ হইয়া পাণিগ্রহণার্থ প্রথমে রামের, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণের সকাশে উপনীত হয়, কিন্তু পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ তাহার চপলতায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ ও ভ্রাতার আদেশে সহসা সমুত্থিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তদীয় নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলেন। এবং ঐ কারণ বশতঃ ঐ মহারণ্যে তৎ প্রেরিত জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসও একাকী রামের সহিত সংগ্রাম করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে নিধন প্রাপ্ত হয়।

হে মহাত্মন্। অনন্তর এই রূপে সেই সমস্ত তপোবিঘ্ন-কারী মহাবল ও মহাবীর্য্য নিশাচরবর্গ নিহত হইলে, এবং অগ্রে খর দূষণ ও তৎপরে ত্রিশিরা প্রভৃতি দণ্ডকারণ্যবাসী দুর্দান্ত নিশাচরেরা সমরে প্রাণত্যাগ করিলে, লক্ষ্মণ-নিপীড়িতা নিশাচরী বামা শূর্পণখা রাবণ সমীপে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করে। তৎশ্রবণে দশানন নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আর্য্যা জনকাত্মজারে প্রলোভিত ও বিমোহিত করিবার জন্য স্বীয় অনুচর মারীচ নামক এক নিশাচরকে প্রেরণ করে। মারীচও সুবর্ণময় বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক আন্তরিক যত্নের সহিত প্রভুকার্য্য সম্পাদন করে। তদনন্তর শান্তা জানকী সেই অপূর্ব্ব-মৃগদর্শনে অত্যন্ত লোভাকৃষ্ট হইয়া রামকে কহেন; আর্য্যপুত্র! কি আশ্চর্য্য! এমন অপরূপ মৃগরূপ ত কখন নেত্রগোচর করি নাই। আপনি অতি শীঘ্র উহারে ধৃত করুন। ঐ মৃগটী আশ্রমে থাকিলে, আমাদের আশ্রম-পদ অতীব সুন্দর ও রমণীয় দেখাইবে এবং অনেক সময় আমাদের সুখ সন্তোষেরও কারণ হইয়া উঠিবে। অনন্তর জানকী বারংবার এই রূপ অনুরোধ করিলে, রাম শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মায়ামৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু রাঘব ঐ মৃগাকর্ষণার্থ ক্রমাগত যতই গমন করেন, মায়ামৃগ ক্রমশঃ ততই দূরদেশে প্রস্থান করে। এই রূপে আর্য্য রাম অধিক দূর গমন করিলে, পরে জানকীর অনুরোধে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসরণ করেন।

এই অবকাশে দুরাচার দশানন মায়াময়ী সৌম্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হয় এবং আকাশতলে যেমন রাহুগ্রহ দেবী রোহিণীকে ধারণ করে, তদ্রূপ একাকিনী আর্য্যা জানকীরে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করে। পথিমধ্যে পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁহারে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না; দুরাত্মা পরিশেষে পক্ষিরাজের প্রাণবধ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করে। পুরোভাগে পর্ব্বতশিখরে পর্ব্বতোপম সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সহসা রাবণকে তাদৃশ অভাবিত কার্য্যে দীক্ষিত অবলোকন করিয়া সকলেই সাতিশয় বিস্ময়রসে আপ্লাবিত হওয়ায় তৎপ্রতিবিধানে আর কেহই সমর্থ হন না। সুতরাং রাবণ অবকাশ পাইয়া মনের ন্যায় বেগগামী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অচির-কাল মধ্যেই স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ করে। অনন্তর সেই দুর্দ্দান্ত দশানন সুবর্ণনির্ম্মিত অতিপরিষ্কৃত রমণীয় ভবনে আর্য্যা জানকীরে রাখিয়া নানাবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা তাঁহারে সান্ত্বনা করে; কিন্তু পতিব্রতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা তদীয় তৎ সমস্ত প্রলোভ বাক্য এবং সেই রাক্ষসাধমকে তৃণসম জ্ঞান করিয়া স্বীয় অসামান্য পাতিব্রত্য তেজঃপ্রভাবে অকুতোভয়ে অশোক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর রাম সুবর্ণময় মায়ামৃগের প্রাণ বিনাশ

করিয়া শূন্য আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত ও প্রিয়তমার অদর্শনে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং পথিমধ্যে পিতৃসখা পক্ষিরাজ জটায়ুর নিধন দশা দর্শন করিয়া শোকাবেগে অধিকতর কাতর হইয়া পড়েন। অনন্তর এই রূপে রাম অনুজ সহ বিবিধ বিপিন প্রদেশ ও স্রোতস্বতী গোদাবরীর তীরভূমি সকল ভ্রমণ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে কবন্ধ নামক এক নিশাচরকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তদীয় বচনানুসারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীব সহ সখ্যভাব স্থাপন করেন। সুগ্রীবের ভ্রাতা মহাবল বালি ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, আর এদিকে আর্য্য রামও রাজ্যচ্যুত হইয়া দীনবেশে বনপ্রবেশ করেন। এইরূপে উভয়ের অবস্থার অবিসম্বাদ বশতঃ পরস্পরের প্রণয় অত্যন্ত গাঢ়তর হইয়া উঠে। এবং প্রাণপণে উভয়ের কার্য্য সম্পাদন করিব বলিয়া, তৎকালে উভয়েই প্রতিজ্ঞাসূত্রে নিবদ্ধ হন। তৎপরে মহাবীর রাম স্বীয় অসামান্য বাহুবীর্য্য প্রভাবে সমরে বালিবধ করিয়া অভিন্নাত্মা বান্ধবকে তদীয় সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এদিকে কপিরাজ সুগ্রীবও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সমস্ত বানরবর্গে মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণ বিষয়ে সমধিক যত্নবান্ হন এবং দশদিকে দশকোটী বানরও প্রেরণ করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল অনুসন্ধানের পর তাহারা সকলেই পথশ্রমে পরিশ্রান্ত ও অকৃতার্থ

হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে মিলিত হয় এবং সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হওয়ায় তথায় সকলেই যারপর নাই শোকাকুল হইয়া পড়ে। অনন্তর গৃধ্ররাজের ভ্রাতা পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার সমক্ষে, সীতা রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা ও তদীয় ভবনে তাঁহার অবস্থান বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখ নিবারণার্থ আমি স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক এক লম্ফে শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ মহার্ণব লঙ্ঘন করিয়া অশোকবনে সীতা সকাশে গিয়া দেখিলাম; সেই মলিনবসনা মলিনা অতিকৃশাঙ্গী আর্য্যা অবনীসুতা নিরন্তর নিরানন্দ মনে যেন উন্মাদিনীর ন্যায় সেই নির্জ্জন বনে বসতি করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমার হৃদয়ে কারুণ্য রস যেন উথলিয়া উঠিল। আমি নিতান্ত দুঃখিত মনে তাঁহার সমীপে গমন ও যথাবিধি বন্দনা এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পরে রামনামাঙ্কিত অভিজ্ঞান রূপ একটী অঙ্গুরীয় অর্পণ করিলাম এবং তদ্দত্ত অভিজ্ঞান স্বরূপ একটী মণিরত্ন গ্রহণানন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর আমি কৃতার্থতা নিবন্ধন পরম আহ্লাদিত হইয়া রাম সকাশে গমন পূর্ব্বক সীতাদত্ত সেই ভাস্বর মণিরত্ন তাঁহার করে সমর্পণ করিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তি অমৃতপান করিয়া যেমন জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই মণিরত্ন পাইয়া তদ্রূপ রামও যেন মৃত্যুদেহে জীবন পাইলেন।

তৎপরে লঙ্কা বিজয়ার্থ বিবিধ প্রকার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ক্রমে রাম অসংখ্য সৈন্য সহ সমুদ্রতীরে

উপনীত হইলে, সাগরোপরি নলসেতু নির্ম্মিত হইল। এবং বানরী সেনা ক্রমশঃ সেই মহাসেতুপথে গমন পূর্ব্বক মহার্ণবের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই লঙ্কায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর নীল প্রহস্তকে এবং স্বয়ং রাঘব মহাবীর কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য রাক্ষসী সেনা ও সেনাপতি সকল সমরে গতাসু হইলে, মহাবীর লক্ষ্মণের হস্তে রণচতুর রাবণসুত ইন্দ্রজিৎ এবং রাম সহ সংগ্রামে স্বয়ং দশানন বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর এইরূপে সেই দেবতাদ্বেষী পাপ দশকণ্ঠ সমরশায়ী হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, যম ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া, দাশরথির সহিত মিলিত হইলেন এবং স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ আত্মজের তাদৃশ বলবিক্রম দর্শনে সমধিক আনন্দিত ও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে রঘুকুলতিলক রাম দেবর্ষিগণ সহ মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট বরলাভানন্তর অনুচর বর্গকে সমভিব্যাহারে করিয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যা সহ কিষ্কিন্ধায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর তিনি তথা হইতে নির্গত হইয়া সম্প্রতি মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। রজনী প্রভাতা হইলেই আপনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিবেন। আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনার দুঃখের দিন গত হই-

যাছে; সম্প্রতি সুখের দিন সমাগত; অতএব এক্ষণে চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং হৃদয় হইতে শোক সন্তাপ বিদূরিত করিয়া, অধুনা সুস্থ চিত্তে অবস্থান করুন।

একোনত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়।

এই বলিয়া মহামতি মারুতি মৌনভাব অবলম্বন করিলে, পরম ধার্ম্মিক সত্যবিক্রম মহাত্মা ভরত তদীয় মুখে তাদৃশী পীযূষনিঃসন্দিনী কথা কর্ণগোচর করিয়া অপার আহ্লাদের সহিত কহিলেন; হে সৌম্য হনুমন্! আহা! এত দিনের পর বুঝি আমার আশালতা সফলতায় পরিণত হইবে। আহা! আমি কতক্ষণে সেই আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের পবিত্র পাদপদ্মযুগল অবলোকন করিয়া চির-সম্ভূত উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিব এবং কতক্ষণেই বা সেই স্বভাবসুন্দরী সুহাসিনী সীতা সতীর চরণারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া সকল দুঃখ অপসারিত করিব, আর কত ক্ষণেই বা ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা লক্ষ্মণের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব?'

এই বলিয়া মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি আদেশ করিলেন; ভ্রাতঃ! তুমি অবিলম্বে বহির্গমন পূর্ব্বক কুলদেবতা-দিগের মন্দির ও নগরস্থিত সাধারণ দেবগৃহ সমুদায় গন্ধ-

মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার জন্য পবিত্র পরিচারকদিগকে অনুমতি কর; আর কহিও, তাহারা যেন তৎকার্য্য সাধনানন্তর আনন্দকর বিবিধ বাদ্য দ্বারা দেবমন্দির সমস্ত প্রতিধ্বনিত করে। আর দেখ, বৎস! তুমি অতিসত্বর শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সুশিক্ষিত দূতগণ, বংশাবলীকীর্ত্তনকুশল বৈতালিকগণ ও নর্ত্তনকুশলা গণিকাদিগকে আহ্বান করিয়া আর্য্যের প্রত্যুদগমনার্থ গমন করিতে আদেশ কর। মাতৃগণ, অমাত্যগণ, সৈন্যগণ, সেনাঙ্গনাগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, জ্ঞাতিগণ এবং বান্ধবগণ ইহারাও যেন সকলে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসজ্জীভূত হইয়া আর্য্যের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন।

এইরূপ আদেশ করিয়া ভরত বিরত হইলে, সুশীল শত্রুঘ্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র পরম আহ্লাদিত হইয়া অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া নিম্ন মত প্রদেশ সমস্ত সমতল করণার্থ এবং নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত রাজপথে সুশীতল ও সুবাসিত জল সেচনার্থ নিযুক্ত করিলেন। এদিকে পৌরনারীগণ বহুদিনের পর সেই পদ্মপলাসলোচন রামচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন ও লাজ পুষ্প প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত বর্ষণার্থ দণ্ডায়মান হইয়া সাদর নেত্রে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজনগরীর যথাযথ সুদায় নানাবর্ণ সমুচ্ছ্রিত বিচিত্র পতাকা সমূহে

সাতিশয় শোভিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সমস্ত নগর, সমস্ত জনপদ, সমুদায় পথ ও পুরীসকল নানাবিধ সুগন্ধিত ও সুদৃশ্য পুষ্পদাম ও পঞ্চবর্ণ রত্নজাত দ্বারা যাহাতে সুভূষিত হয়; কি পৌরগণ, কি জানপদগণ সকলেই প্রাণপণে ও আন্তরিক যত্নে তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল এবং রাজকুমার ভরতের তাদৃশী আনন্দময়ী আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া শত শত কিঙ্করেরা নানাবিধ যন্ত্রের সহিত রাজমার্গ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। বৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র—কুশল সুমন্ত্র এই আট জন প্রধান মন্ত্রী রাজপথ সংস্কারাদি কার্য্য যথোক্ত নির্ব্বাহ করাইয়া পরমানন্দ মনে প্রত্যাশে রামচন্দ্রের প্রত্যুদগমনার্থ বিনির্গত হইলেন। এবং সহস্র সহস্র গজারোহী সুভূষিত স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকুমার রামচন্দ্রের আগমন পথে গমন করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে অপর একদল বহুসংখ্যক সহেম কক্ষ্যা করেণুর সহিত আনন্দ-বিস্ফারিত বদনে বহির্গত হইল, ওদিকে মহারথি সকল সুশিক্ষিত তুরঙ্গম-যোজিত সুবর্ণভূষিত বিচিত্র রথ সমূহে আরোহণ পূর্ব্বক আর্য্য দাশরথির প্রত্যুদগমনার্থ বিনির্গত হইল এবং অপর দিকে শক্তি প্রাসধারী, ধ্বজপাণি অশ্বারোহীগণ অতিবেগবান্ অশ্ব সহস্রে অধিরূঢ় ও শত শত পদাতি সমূহে সমাবৃত হইয়া নগর হইতে নির্গমন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে মহারাজ

দশরথের পত্নীগণ বিচিত্র বিমানারোহণ পূর্ব্বক দেবী কৌশল্যা ও আর্য্যা সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া সেই বহুদিনের বাসনার ধন পদ্মপলাসলোচন রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার মানসে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। এবং পরিশেষে মহাত্মা ভরত অতুল্য আনন্দরসে নিমগ্ন ও মাল্য-মোদকহস্ত বণিক এবং মন্ত্রণা-চতুর মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রজের পাদুকাদ্বয় স্বীয় মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রাজভবন হইতে বিনির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিক্ অমনি শঙ্খ ভেরীর আনন্দ নিনাদে প্রতিধ্বনিত ও পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বন্দিগণ চিরবিশুদ্ধ ইক্ষ্বাকুকুলের স্তবপাঠ করিতে করিতে ভরতের সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল। এবং শুক্ল মাল্য-পরিশোভিত শ্বেত ছত্র ও রাজোচিত সুবর্ণদণ্ড শ্বেত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃত্যবর্গেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইতে লাগিল। তাপস-বেশধারী উপবাসকৃশ মহাত্মা ভরত মহাশয় অগ্রজের অভাবিত দশা দর্শনে এতাবৎকাল অতীব নিরানন্দে যাপিত করিতে ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অসীম আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইয়া তদীয় প্রত্যুদগমনার্থ সচিবগণ সহ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য অশ্বগণের খুর শব্দে, রথনেমির সুগভীর ঘর্ঘর রবে ও শঙ্খ দুন্দুভির উচ্চতর নিনাদে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল যেন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং গজঘণ্টা-নিনাদ-গুঞ্জিত তত্তৎ শব্দ শ্রবণ

করিয়া অযোধ্যানিবাসী যাবতীয় লোক সকল রামচন্দ্রের সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিবার জন্য নন্দিগ্রামে উপনীত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে সুধীর হনূমান্ তথা হইতে অগ্রে রামসকাশে গমন পূর্ব্বক মহাত্মা ভরতের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন এবং তৎশ্রবণানন্তর রামের আনন্দপরীত আদেশানুসারে পুনর্ব্বার ভরতসমীপে উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃবৎসল ভরত পবনকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক সাদরে জিজ্ঞাসিলেন; হে কপিসত্তম! কৈ? আমি কত-ক্ষণে আর্য্যের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিব এবং কত-ক্ষণেই বা তদীয় পাদপদ্মযুগল দর্শন করিয়া চিরসম্ভূত উৎকণ্ঠা নিবারণ করিব? হে সৌম্য! প্রভুভক্ত মানব গণের স্বভাব-সুলভ চিত্তচাঞ্চল্য আমাকে নিতান্তই ব্যাকুল করিতেছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে আর্য্য রামের আগমন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, তাহা ত সত্য? কৈ? আমরা এখন পর্য্যন্তও তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন পাইলাম না কেন? আর কেনই বা ভবদুক্ত কাম-রূপী কপিগণ এ পর্য্যন্তও আমাদের নয়নপথে নিপতিত হইতেছেন না। স্নেহপ্রবর্ত্তনায় আমার চিত্তে যেন বারংবার সংশয় ভাবেরই উদয় হইতেছে। পবনকুমার! বল বল, সত্য করিয়া বল, আর্য্যের আগমন বৃত্তান্ত ত সত্য?

এই বলিয়া ভ্রাতৃভক্ত ভরত নিতান্ত দর্শনোৎসুকতা

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুধীর হনূমান্ তদীয় তাদৃশ আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া স্বীয় মিথ্যাবাদিতা নিরাস করিবার নিমিত্ত সাদরে কহিলেন; রাজকুমার! আপনি স্নেহসম্বর্দ্ধিত আশঙ্কায় মুগ্ধ হইয়া আমার কথা মিথ্যা মনে করিবেন না। ঐ দেখুন, পথের উভয় পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত পাদপলতা ইতিপূর্ব্বে ফল কুসুমে বঞ্চিত ও নিতান্ত শুষ্কভাবে হতশ্রী ছিল, দেবরাজ ইন্দ্র ও মহর্ষি ভরদ্বাজের বরপ্রভাবে সম্প্রতি তাহারা অকালে ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া নিরন্তর কেমন মধুস্রাব করিতেছে। আর সেই তাপসবরের আশ্রমে সেই তাপসবেশধারী দাশরথি সমস্ত সৈন্য সহ সর্ব্বগুণসমন্বিত আতিথ্য গ্রহণ করায়, কপিকুল পরম আহ্লাদিত হইয়া অকুতোভয়ে যে আনন্দমিশ্রিত কোলাহল করিতেছে, আপনি অবধান পূর্ব্বক কর্ণপাত করুন, ঐ সেই কল কল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে।

এই বলিয়া পবনাত্মজ ভরতের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শনার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন; আর্য্য! আপনি শালবনের প্রতি অবলোকন ও সমুত্থিত রজোরাশি দর্শন পূর্ব্বক বানরী সেনাদিগের গোমতী পারের আহ্লাদময় শব্দ শ্রবণ করুন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বানরেরাই সমস্ত শালবন বিলোড়িত করিয়া আনন্দভরে কোলাহল পূর্ব্বক গোমতী পার হইতেছে।

সুধীর হনূমান্ নানাবিধ নিদর্শন দ্বারা ভরতকে এই রূপে আশ্বস্ত করিতেছেন; ইত্যবসরে দূর হইতে শরচ্চন্দ্র-

সন্নিভ হংসযুক্ত দিব্য পুষ্পক রথ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মানস কৌশলে ঐ বিমানরত্ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা দাশরথি দুর্দ্দান্ত দশাননকে সবান্ধবে বিনষ্ট করিয়া বিভীষণের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর ঐ তরুণা-দিত্য সন্নিভ কনকাঙ্কিত কৌবের বিমান ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে, তন্মধ্যে সেই পদ্মপলাস-নিন্দিতনয়ন নয়নানন্দ-বর্দ্ধন রাম পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ, রমণীকুলের শিরোমণি আর্য্যা সীতা সতী এবং কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণা-দির সহিত বিরাজমান আছেন, দেখিয়া পৌরমহিলারা "ঐ রাম ঐ আমাদের রাম, ঐ আমাদের লক্ষ্মণ ঐ আমাদের অসূর্য্যম্পশ্যরূপা আর্য্যা সীতা সতী" এই বলিয়া অপার আনন্দ ভরে কোলাহল করিয়া উঠিল। তৎকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণের হর্ষপ্রীত কল কল ধ্বনি গগণতল স্পর্শ করিতে লাগিল। এবং অগ্রগামী মানবেরা রথ, অশ্ব ও গজ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বহুদিনব্যাপী মেঘান্তে গগণোদিত পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায়, সাদর নেত্রে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে অবলোকন করিতে লাগিল।

অনন্তর প্রীতি-বিস্ফারিত-ঊর্দ্ধনেত্র রোমাঞ্চিতকলেবর মহাত্মা ভরত বহুদিনের পর অগ্রজের পবিত্র পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং সুমেরুস্থিত ভগবান্ ভাস্করের ন্যায় বিমানস্থ ভ্রাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করিয়া সম্বদ্ধ করপুটে বন্দনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নয়নানন্দ-বর্দ্ধন রাজীব-লোচন রাম প্রজাপতি-বিনির্ম্মিত বিমানবরে বিরাজমান হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন; তিনি ভ্রাতৃবৎসল ভরতের তাদৃশী প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভূতলে বিমান অবতীর্ণ করিতে আদেশ করিলেন। বিমানরত্ন রামাজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৎ-ক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সত্যবিক্রম স্বভাব-সুন্দর ভরত পরমানন্দে তদুপরি অধিরোহণ পূর্ব্বক পুন-র্ব্বার অগ্রজের অম্বুজনিন্দিত চরণতলে নিপতিত হই-লেন। রামও বহুদিনের পর ভ্রাতার অকলঙ্ক মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ ও তাহাঁরে স্বীয় অঙ্কে আরোপিত করিয়া পুনঃ পুনঃ গাঢ়তর আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত প্রীতমনে লক্ষ্মণের সহিত স্নেহ-ময় আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আর্য্যা অবনীসুতাকে অভিবাদন করিলেন এবং তৎপরে কপি-রাজ সুগ্রীব, সুষেণ, শরভ, জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, ও পনস প্রভৃতি বানর-গণ সহ সাদরে আলিঙ্গন করিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সময়ে কামরূপী বানরেরাও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সানন্দ মনে তাঁহাকে তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহাত্মা ভরত পুন-র্ব্বার সুগ্রীব সহ আলিঙ্গন করিয়া অতিবিনীত ভাবে কহি-

লেন; কপিরাজ! সৌহৃদ্য ও পরম উপকার বশতঃ আপনি আমাদের পরম মিত্র ও পঞ্চম ভ্রাতা হইলেন। উপকারের যে প্রত্যুপকার, তাহা আপনিই জানেন এবং আপনা দ্বারাই সর্ব্বথা প্রকাশিত হইল। ফলতঃ আপনিই সখ্যভাবের প্রকৃত পাত্র। পরে তিনি মহাত্মা বিভীষণকেও সাদর সম্ভাষণে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; রাক্ষসরাজ! আপনি আমাদিগকে অভাবিত সাহায্য প্রদান করিয়া যে সকল দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা চির-স্মরণীয় হইয়া রহিল। আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্য, যে ভবাদৃশ ভাগ্যবান্ পুরুষের সহায়তায় আর্য্য নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগত হইলেন। এই বলিয়া ভরত মৌনাবলম্বন করিলেন। তদনন্তর সুশীল শত্রুঘ্ন অতিবিনীত ভাবে রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর চরণে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে অভিবাদন করিলেন এবং তদ্দর্শনে তাঁহারাও যথোচিত স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পরম আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর রাম অগ্রে শোকাকুলা সাশ্রুনেত্রা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সকাশে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বহুকালের পর তাঁহাকে আহ্লাদিত করিলেন। তৎপরে আর্য্যা সুমিত্রা ও দেবী কৈকেয়ীরে ভক্তিভাবে অভিবাদন ও অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম পূর্ব্বক পরে পুরোহিতদিগের সমীপে গিয়া প্রণত হইলেন। তাঁহারা প্রণত রামকে উত্থাপিত করিয়া সাদরে আগত জিজ্ঞাসা করিলে, নাগরিক ও জানপদ লোকসকল

প্রহৃষ্ট করপুটে কহিতে লাগিলেন; হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আপনি ত সুখে সমাগত হইয়াছেন? আপনার ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? আহা! বহু দিনের পর অদ্য আপনার শ্রীমুখ দেখিয়া আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। তখন রাম তাহাদের তাদৃশী কথা শ্রবণ ও বিকসিত পদ্মসমূহের ন্যায় শত সহস্র বদ্ধাঞ্জলি সন্দর্শন করিয়া অতীব প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত অগ্রজের পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদীয় চরণদ্বয়ে সংযোজিত করিয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে অতিবিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন; আর্য্য! ভবদীয় এই সাম্রাজ্য এত দিন আমার হস্তে ন্যাস স্বরূপ ছিল, সম্প্রতি আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনিই অযোধ্যার প্রকৃত রাজা, অযোধ্যায় পুনঃ সমাগত হইলেন, দেখিয়া আমার মানব জন্ম সার্থক ও চিরসম্ভৃত মনোরথ অদ্য সফলতায় পরিপূর্ণ হইল। আপনি কৃপা করিয়া একবার কোষ, কোষ্ঠাগার, গৃহ ও বল সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনার অতুল্য তেজঃ প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বলিয়া মহাত্মা ভরত নীরব হইলে, বিচক্ষণ বিভীষণ ও কপিরাজ সুগ্রীব এবং অন্যান্য সুধীর বানরগণ তদীয় মুখে উক্ত রূপ সুধাতুল্য বচনজাত পান করিয়া আনন্দভরে অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! ভ্রাতৃবৎসলতা

ও ভ্রাতৃভক্তি যে কি পদার্থ, তাহা এই উভয় ভ্রাতাই সর্ব্বথা অবগত আছেন। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ের প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুরুষোত্তম রাম ভরতের তাদৃশী পিয়ূষবর্ষিণী কথা কর্ণগোচর ও তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে আরোপিত করিয়া সেই দিব্য বিমানযোগে সৈন্যগণ সহ ভরতাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহীতলে অবস্থান ও বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ; রাক্ষসরাজ ! আমার প্রার্থনা ;--এক্ষণে কৌবের বিমান কুবের সন্নিধানেই প্রস্থান করুক। এ বিমান তাঁহা হইতেই অপহৃত, ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি ? তখন রামাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সেই পুষ্পক বিমান কুবেরা-লয়ের উদ্দেশে আকাশপথে উত্তরাভিমুখে চালিত হইল। ঐ পরমোৎকৃষ্ট দিব্য বিমান ইতি পূর্ব্বে রক্ষোরাজ রাবণ কর্তৃক বলপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছিল, সম্প্রতি উদার-শীল রামের নিদেশে উহা সবেগে পুনর্ব্বার স্বস্থানেই প্রস্থান করিল। অনন্তর রাম, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সুর-গুরু বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপবেশনানন্তর পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হন, তদ্রূপ পরম হিতৈষী কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার উপবেশনের পর সভাসনে আসীন হইলেন।

ত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর অসামান্য গম্ভীর-প্রকৃতি ভ্রাতৃভক্ত মহাত্মা ভরত স্বীয় শিরে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে ও সাদর সম্ভাষণে অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে সর্ব্ববিষয়-পারদর্শিন্! আমি চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমধিক যত্ন করিলেও, পিতৃসত্য পালনার্থ আপনি তাহাতে সম্মত না হইয়া আমার হস্তে ন্যাসরূপে এই সাম্রাজ্যভার অর্পণ ও মাতৃগণের যথাবৎ সেবা শুশ্রূষা করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, আপনার বাক্যানুসারে আমিও যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার রাজ্য পুনর্ব্বার আপনার করেই সমর্পণ করিতেছি, আপনি অনুকম্পার সহিত অঙ্গীকার করুন। আর্য্য! যেমন বলবান্ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুর্ব্বহ ভার দুর্ব্বল বাড়বা বহন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও ভবদ্বিন্যস্ত গুরুতর সাম্রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত পাত্র নহি। প্রবল বারিবেগ বশতঃ সেতু ভিন্ন হইলে, যেমন পুনর্ব্বার তাহার বন্ধন করা দুষ্কর হইয়া

উঠে, তদ্রূপ রাজ্যের ছিদ্র কোন কারণ বশতঃ অসংবৃত্ত হইলে, তাহা সংবরণ করা মাদৃশ অকিঞ্চিৎকর লোকের পক্ষে নিতান্তই দুরূহ কার্য্য সন্দেহ নাই। যেমন খর অশ্ব-গতির ও বায়স হংসগতির চাতুর্য্য বুঝিতে পারে না, সেই রূপ আমিও আপনার রাজ্যরক্ষণ-চাতুরী অবগত হইতে বা উহার অনুসরণ করিতে কদাপি উৎসাহিত হইতে পারি না। হে সদসদ্বিবেচনাসক্ত নির্ম্মলমতে! এবিষয়ে আমি আরও একটী দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছি, কৃপা করিয়া কর্ণপাত করুন; ভবন-সন্নিহিত কোন উপবনে কোন একটী বৃক্ষ আরোপিত এবং কালানুক্রমে ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা ও পুষ্পরাজিতে বিরাজিত হইয়া ফল কালে যদি ফল প্রদান না করিয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ফলভোগের অধিকারী না হওয়ায়, রোপনকর্ত্তার হৃদয়ে কি রোপণাদি-জনিত ক্লেশের উদ্রেক হয় না? আর্য্য! এ উপমাটী আপনার পক্ষেই সুসম্বদ্ধ হইতেছে এবং ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহাও আপনিই জানেন। স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ প্রজাপালনার্থ স্নেহচক্ষে আপনাকে লালন পালন করিয়াছেন, সম্প্রতি নিজ হস্তে এই সাম্রাজ্যভার গ্রহণ ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া তাঁহার প্রয়াস সফল করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং আমাদিগকে ভৃত্যবৎ শাসন ও প্রতিপালন করাও নীতিসিদ্ধ। অতএব আর্য্য! এ দাসের প্রার্থনায় আর অমত করিবেন না, বাসনা করি, অদ্য এই সাম্রাজ্যলক্ষ্মী আপনাকে প্রতি-

ষিক্ত, রাজাসনে আসীন ও মধ্যাহ্নকালীন দীপ্তপ্রভ প্রভাকরের ন্যায় অবলোকন করুন, অদ্য হইতে আপনি তূর্য্যসংঘাতধ্বনি, কাঞ্চীনূপুর-শিঞ্জিত ও বন্দীগণের সুমধুর সঙ্গীত শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে সুখে নিদ্রিত ও প্রবোধিত হউন এবং আজ হইতে সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া সর্ব্বলোকের অধীশ্বরত্ব লাভানন্তর সুখে প্রজা পালন করুন।

এই বলিয়া মহাত্মা ভরত অতিবিনীত বদনে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ রাম তদীয় তাদৃশ সদর্থ সঙ্গত যুক্তিযুক্ত বচনজাত শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া শুভাসনে আসীন হইলেন। ঐ সময়ে শত্রুঘ্নের আহ্বানে সুনিপুণ ও সুখহস্ত নরসুন্দর সকল স্ব স্ব যন্ত্রাদি সহ আগমন পূর্ব্বক কেশ কর্ত্তন করিবার মানসে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। অনন্তর প্রথমতঃ শত্রুঘ্ন, তৎপরে ভরত ও তদনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ স্নান করিলেন, এবং তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণও যথাবিধি স্নাত হইলে, পরিশেষে সেই পদ্মপলাস-নিন্দিত-নয়ন নয়নানন্দবর্দ্ধন রাম জটাভার মুণ্ডন, স্নান ও বিচিত্র মাল্যানুলেপন পূর্ব্বক মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভুবনমোহিনী শোভার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। আহা। রাম একেই ত স্বাভাবিকী মনোহারিণী শোভায় বিভূষিত, ইহার পর ভ্রাতৃভক্ত ভরত তদীয় অঙ্গে অমূল্য রত্নাভরণ সমস্ত যোজিত করিলে, তৎকালে তাঁহার দেহ-

প্রভায় দশদিক্ যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া সুধীর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণের অঙ্গেও সুশোভন অলঙ্কার সকল পরাইয়া দিলেন। তদনন্তর দশরথপত্নীগণ আর্য্যা জানকীর পরিকর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অপরাপর মনস্বিনী মহিলারা অলঙ্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে পুত্রবৎসলা কৌশল্যা যত্নবতী হইয়া সমাদর পূর্ব্বক সমস্ত বানরপত্নীদিগের প্রসাধন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই রূপে সকলের প্রসাধন কার্য্য সম্পাদিত হইলে, শত্রুঘ্নের আদেশে সুমন্ত্র সারথি রথ সজ্জিত করিয়া আর্য্য রাম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন মহাত্মা রাম সেই সূর্য্যপ্রভা-নিন্দিত প্রভাবিশিষ্ট সন্নিহিত দিব্য বিমান দর্শন করিয়া রাজধানী অযোধ্যাগমনার্থ তদুপরি অধিরোহণ করিলেন। এদিকে কনককুণ্ডলধারী কপিরাজ সুগ্রীব, মহামতি মারুতি ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ দিব্য বসন পরিধান পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে রথস্থ রাঘবের অনুগামী হইলেন এবং তাঁহাদের বনিতারাও দিব্যাভরণে বিভূষিতা হইয়া নগরী দর্শনার্থ সাতিশয় উৎসুক মনে জানকী সহ গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যানগরীস্থ মহারাজ দশরথের মন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের সহিত রামাভিষেকের অনুরূপ দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিচার করিতে লাগি-

লেন। এখানে অতুল্যজ্ঞানশক্তি সম্পন্ন মহামতি অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি অমাত্যবর্গেরা অভিষেকোচিত সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য আহরণার্থ বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে আদেশ করিয়া পুরোহিতের সহিত সানন্দমনে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। মহাত্মা রামও সেই সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত অতুল্য শোভাসম্পন্ন রথে অধিরূঢ় হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রাজধানী অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহানুভব ভরত আনন্দভরে পুলকিত হইয়া স্বহস্তে রশ্মিধারণ পূর্ব্বক সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুশীল শত্রুঘ্ন রামের মস্তকোপরি শত শলাকা-সমন্বিত সুবর্ণভূষিত শ্বেত ছত্র ধারণ ও পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ পরমানন্দে ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ পার্শ্বদেশে থাকিয়া চন্দ্রসঙ্কাশ অপর ব্যজন বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে আকাশে দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা পরস্পর মিলিত হইয়া রামের স্তব পাঠ ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবদুন্দুভিও নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরাধিপতি মহামতি সুগ্রীব পর্ব্বতোপম শত্রুঞ্জয় নামক কুঞ্জরবরে অধিরূঢ় হইয়া রামের অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হইলেন। এবং তৎপরে সহস্র সহস্র বানরেরা মায়াবলে মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে বিভূষিত, নব সহস্র সুসজ্জিত নাগবরে সমারূঢ় ও শ্রেণীবদ্ধ

হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর পদ্ম পলাস লিপ্সিতনয়ন নয়নানন্দবর্দ্ধন রাম চতুর্দ্দিকে মঙ্গলসূচক অসংখ্য শঙ্খ ও দুন্দুভির নিনাদ শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে সেই হর্ম্ম্যমালিনী রাজধানী অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী হইলে, নগরবাসী লোক সকল সেই লোচনানন্দবর্দ্ধন রথারূঢ় রামকে বহুকালের পর সমাগত দেখিয়া আনন্দভরে জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং রাম কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আহা! তৎকালে অমাত্যবর্গ ও প্রকৃতিপুঞ্জে সমাবৃত হওয়ায় সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল; তারকাবলি-পরিবেষ্টিত ভগবান্ পূর্ণচন্দ্রমাই বুঝি পৃথিবীবিহারসুখ-লালসায় আকাশতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ ঐ সময়ে বহুকালের পর দৃষ্ট হওয়ায়, লোকাভিরাম রাম যেন অভিনব রামের ন্যায় লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন সময়ে প্রজাপুঞ্জেরা কেহ অক্ষত, কেহ স্বস্তিক ও অপর কেহ অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত লইয়া, কুমারী, গো ও দ্বিজগণকে অগ্রে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং তূর্য্যবাদক সকল সকলের পুরোভাগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। এখানে মহাত্মা রাম গমন করিতে করিতে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কপিরাজ সুগ্রীব সহ অকৃত্রিম সখ্যভাব, অনিলাত্মজের অসাধারণ প্রভাব ও বানর

গণের সেই সেই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তত্তৎ বিষয় কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত সাতিশয় বিস্ময়রসে আপ্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি এই সমস্ত শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল কথার প্রসঙ্গে ক্রমে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া, অনুচরবর্গের সহিত সেই সুসমৃদ্ধিশালিনী জনাকীর্ণা মহানগরী অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পৌরগণ রামের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া প্রতি গৃহে সমুচ্ছ্রিত পতাকা সকল পূর্ব্বেই উত্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাম ঐ সমস্ত আনন্দ-গুম্ফিত কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে করিতে সানন্দ মনে পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশানন্তর অগ্রে সুগ্রীবাদি প্রিয় সহচরদিগকে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর স্বভাবসুন্দর বিচক্ষণ রাম মহাত্মা ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! তুমি অবিলম্বে আমাদের অশোক কানন পরিবেষ্টিত মণিমুক্তামণ্ডিত এক সুরম্য হর্ম্ম্য, কপিরাজ সুগ্রীবকে বাসার্থ অর্পণ কর, আর দেখিও প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতের অভাব নিবন্ধন তাঁহাকে যেন কদাপি কোন রূপ ক্লেশ পাইতে না হয়। তখন মহামতি ভরত তদ্বাক্য শ্রবণে অমনি সুগ্রীবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই উৎকৃষ্ট ভবনে লইয়া গেলেন।

তৎপরে শত্রুঘ্নপ্রেরিত ভৃত্যগণ তৈলপূর্ণ প্রদীপ ও পর্য্যঙ্কাস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুগ্রীবাধিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত তথায় আনীত হইলে এবং কপিরাজ সুগ্রীব তথায় সুখাসীন হইলে, ভরত অতি বিনীত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন;—মহাত্মন্! আপনি আর্য্য রামের অভিষেকবারি আনয়নার্থ দ্রুতগামী দূতদিগকে আদেশ করুন, তাহারা যেন প্রত্যূষ সময়ে সাগরসলিল গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হয়। সুধীর সুগ্রীব শ্রবণমাত্র চতুঃসমুদ্রের জল আনয়ন করিবার জন্য পর্ব্বতোপম অতিবেগবান্ বানরদিগকে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র সুধীর জাম্ববান্, বেগবান্ হনূমান্, বেগদর্শী ও ঋষভ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেরা পরমাহ্লাদে সুবর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন এবং সুষেণ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে, ঋষভ দক্ষিণ সাগর হইতে, গবয় পশ্চিম পারাবার হইতে ও মহামতি মারুতি উত্তর সিন্ধু হইতে পবিত্র বারি আনয়ন করিয়া এবং অপরাপর বানরেরা পঞ্চাধিক শত সংখ্যক স্রোতস্বতী নদীর জল আহরণ পূর্ব্বক পরদিন প্রত্যূষ সময়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সুন্দরমতি শত্রুঘ্ন সচিবগণের সহিত মিলিত হইয়া, রামাভিষেকার্থ বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত তীর্থোদক সাদরে সন্দর্শন পূর্ব্বক কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্বর্গের সকাশে গিয়া নিবেদন করিলেন।

তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ মহাশয় অপার আনন্দের সহিত সীতা সহ সীতাপতি রামচন্দ্রকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন এবং বিজয়, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব ও জাবালি এই ছয় জন ঋষির সহিত মিলিত হইয়া, সেই নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম নয়নানন্দবর্দ্ধন রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বসুগণ তীর্থ সলিল দ্বারা দেবরাজ্যে যেমন দেবরাজ বাসবের অভিষেক করিয়া-ছিলেন, অদ্য বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পবিত্র জলে রামের অভিষেক দর্শনেও লোকলোচনে অবিকল সেই ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি-বর্গ, তৎপরে তৎ-প্রযোজিত ষোড়শ কন্যা, তৎপশ্চাৎ মন্ত্রিগণ এবং পরিশেষে পৌর ও বণিক সকল চিরাভি-লষিত আশালতার সফলতা দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া লোকাভিরাম রামচন্দ্রের মস্তকে অভিষেকবারি প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং তদনন্তর নভস্তলস্থিত সমস্ত দেবগণ সহ মিলিত হইয়া, লোকপাল সকল সানন্দ-মনে সর্ব্বৌষধি জলে রাঘবের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর এই রূপে অভিষেক কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইলে, যে রত্নময় কিরীট অভিষেক সময়ে বৈবস্বত মনু এবং কুলপ্রথানুসারে অন্যান্য তদ্বংশীয় ভূপতিরাও ধারণ করিতেন, সেই কুলপ্রথানুসারে অদ্য কুলগুরু বশিষ্ঠ মহাশয় সেই ব্রহ্মনির্ম্মিত মহামূল্য কিরীট সীতাপতির

মস্তকে যোজিত করিয়া দিলেন। অন্যান্য পুরোহিতগণ মনোমত অন্যান্য ভূষণ দ্বারা নূতন রাজাকে বিভূষিত করিলেন, শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি শতশলাকা-বিনির্ম্মিত শ্বেত ছত্র ধারণ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কপিরাজ সুগ্রীব সুবর্ণদণ্ড শ্বেত চামর সাদরে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অপর পার্শ্বস্থিত রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা বিভীষণ অপর চন্দ্রসঙ্কাশ বিচিত্র চামর ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের অঙ্গে বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে দেবরাজ মহেন্দ্র স্বীয় অমূল্য মুক্তাময়ী মালা বায়ু দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন, অভিষেকান্তে রাম সেই অপূর্ব্ব দিব্য মাল্য পরিধান করিয়া সভাস্থলী সর্ব্বথা সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। রামচন্দ্রের সেই চিরবাঞ্ছিত অভিষেক কার্য্য অদ্য সম্পাদিত হওয়ায় দেব গন্ধর্ব্ব সকল সানন্দ মনে সমাগত হইয়া, সেই সভামণ্ডপে মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবদুন্দুভি অমনি ধ্বনিত ও অপ্সরাগণ মনের সাধে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাঘবের অভিষেকোৎসব সময়ে পৃথিবী সর্ব্বথা শস্যশালিনী, পাদপ সকল ফলপুষ্পভরে পরিশোভিত ও পুষ্পজাত সুরভি গন্ধযুক্ত হইয়া সমীরণ সহযোগে চতুর্দ্দিকে পরাগনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অন্যান্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাম অভিষেকের প্রাক্কালে এক লক্ষ অশ্ব ও এক লক্ষ নবপ্রসূতা গাভী ও এক লক্ষ বৃষ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; অনন্তর অভিষেক-

কাণ্ডে আবার ত্রিংশৎ কোটি হিরণ্য, নানাবিধ মহামূল্য আভরণ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রজাত আনয়ন পূর্ব্বক সাদরে বিপ্রগণকে পুনর্ব্বার দান করিলেন। তৎপরে তিনি সূর্য্যপ্রভা-বিনিন্দিত প্রভাবিশিষ্ট কাঞ্চনময়ী মণিমণ্ডিত মহামূল্য রত্নমালা পরম সুহৃদ্ সুগ্রীবের করে এবং অপর এক চন্দ্ররশ্মি-বিভূষিত বৈদূর্য্যমণি-শোভিত অপূর্ব্ব দিব্যহার বালিপুত্র অঙ্গদকে অর্পণ করিলেন এবং পরিশেষে প্রাণাধিকা জনকাত্মজার কোমল কণ্ঠে এক মণিমুক্তামণ্ডিত পরম রমণীয় এক কণ্ঠহার পরাইয়া দিলেন। তখন দেবী বৈদেহী মারুতিকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিবার মানসে স্বীয় কণ্ঠ হইতে সেই অমূল্য দিব্যহার উন্মোচন পূর্ব্বক অনুমতি প্রত্যাশায় ভর্ত্তার মুখের দিকে সাদরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে ইঙ্গিতজ্ঞ রাম জানকীর অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন; অয়ি কৃতজ্ঞতা-পরায়ণে চারুশীলে! আর ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? তুমি উহা যাহাকে অর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, অকুণ্ঠিত মনে তাহাকেই অর্পণ করিতে পার, তজ্জন্য আর আমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছ কেন? তখন জানকী স্বামীর আদেশে মনের উল্লাসে সেই দিব্য কণ্ঠহার পরমোপকারী হনূমান্‌কে অর্পণ করিলেন। অসামান্য তেজঃ, অতুল্য সামর্থ্য, অসাধারণ বিক্রম, অনন্যসুলভ পরাক্রম, অপরিমিত পৌরুষ, অতিশয় বিনয়, অশেষবিধ কার্য্যদক্ষতা, অতিশয় ক্ষমা, নির্ম্মল

যশঃ, নীতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রামে যিনি সর্ব্বদা বিভূষিত আছেন, অদ্য সেই মহাত্মা মারুতি সীতা-দত্ত সুধাংশু-নিন্দিত নিতান্ত শুভ্র কণ্ঠহারে বিভূষিত হইয়া, শারদীয় পাণ্ডুর মেঘখণ্ডে নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য যাবতীয় বানরেরাও যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সাদরে পূজিত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ও অন্যান্য শাখামৃগ সকল অভিলাষানুরূপ ধন, রত্ন ও বসন ভূষণ দ্বারা সম্মানিত হইয়া পরমাহ্লাদে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বসুধাপতি রাম মৈন্দ, দ্বিবিদ ও নীলকে পরমোৎকৃষ্ট রত্নাদি দান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তৎপরে যাবতীয় বানরেন্দ্রগণ নরেন্দ্র রাম সকাশে বিদায় লইয়া স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন; কপীশ্বর সুগ্রীব নরেশ্বর রাঘবকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া হৃষ্ট মনে নিজ রাজধানী কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন এবং পরিশেষে রাক্ষসরাজ বিভীষণও দাশরথির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের সহিত তৎপ্রসাদলব্ধ লঙ্কারাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই আজানুলম্বিতবাহু অমিতবীর্য্য মহারাজ রামচন্দ্র এইরূপ সমাদরে সমরসহায় সমস্ত বান্ধবদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিয়া পরমানন্দে সসাগরা ধরার শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে তদীয় গুণগ্রামে

বাধ্য হইয়া শত্রুবর্গেরাও মিত্রবৎ আচরণ করিত, এজন্য তিনি সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে ও নিষ্কণ্টকেই কালাতিপাত করিতেন। একদা ভ্রাতৃবৎসল রাম অনুজ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বৎস। দেখ, আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা স্বীয় স্বীয় শাসন সময়ে সন্তানদিগকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন। আমার যদিচ সন্তান নাই, তথাপি আমি তোমাকেই সন্তানের অনুরূপ দেখিয়া থাকি; এজন্য, সেই কুলপ্রথানুসারে সম্প্রতি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করি। বিশেষ বনবাসসময়ে তুমি যখন আমার বনবাস-দুঃখের অংশভাগী হইয়াছিলে, তখন সাম্রাজ্য সময়েও সাম্রাজ্য সুখের অংশ গ্রহণ করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইতেছে। বিপদ্ সময়ে যে ব্যক্তি আমার দুঃখে দুঃখী হইয়াছিল, সম্পদ সময়ে স্বীয় সুখাংশ তাহাকে প্রদান করা আমারও উচিত কার্য্য। অতএব বৎস! আমার প্রার্থনানুসারে তুমি অধুনা যৌবরাজ্যের ভার বহনে দীক্ষিত হও।

এই বলিয়া নরনাথ নীরব হইলে, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সাতিশয় বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; আর্য্য! আপনি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক যাহা কহিলেন; তাহা সত্য; কিন্তু আমি দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নহি। যৌবরাজ্যে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। আমার কেবল এই মাত্র অভিলাষ, আপনার পবিত্র পাদপদ্মযুগলে আমার মনোরূপ মধুকর যেন সর্ব্বদাই রমণ করে, তাহা হইলেই

আমার সুখ সন্তোষের সীমা থাকিবে না। বিশেষ আর্য্য ভরত বিদ্যমানে কনিষ্ঠের যৌবরাজ্যে অভিষেক কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুকুলের নিয়মানুসারে তিনিই যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলে, মহাত্মা রাম বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনমতেই তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভরতকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

সেই সর্ব্বগুণাকর লোকাভিরাম রাম পিতৃপরম্পরাগত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, পুনঃ পুনঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক ক্রমে দশ সহস্র বৎসর পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে যথাবিধানে ভূরিদক্ষিণক দশাশ্বমেধ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে অভিনব বৈধব্যবেদনায় ব্যথিত হইয়া কেহ শোকধ্বনি করিত না। কি সর্প ভয়, কি চৌরভয়, কি মৃত্যুভয়, কি আধি, কি ব্যাধি, তাঁহার অসামান্য শাসনে কিছুরই আবির্ভাব ছিল না। সকলেই সতত সানন্দ মনে দিবানিশি অতিবাহিত করিত। তাঁহার রাজত্ব সময়ে লোক সকল অনুবর্ত্তভাব, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্ব স্ব ধনে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিল। তাঁহার শাসনবলে ভ্রমেও কেহ অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করিত না। ভ্রমেও কেহ সত্যপথ অতিক্রম করিত না, সকলেই হৃষ্ট, পুষ্ট ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিল, সকলেই

প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া রাখিত। সেই আজানুলম্বিতবাহু ধার্ম্মিক-চূড়ামণি মহাত্মা রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে রাজ্যমধ্যে কি কামাসক্ত, কি স্বার্থপর, কি নৃশংস কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব-গুম্ফিত শাসনবলে তথায় কেহ নাস্তিক বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ও মূর্খও ছিল না। নর নারী সকল ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, স্বভাবসন্তুষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত ছিল। যে যাহা অভিলাষ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। ব্রাহ্মণ সকল জিতেন্দ্রিয় ও দানাধ্যয়ন-সম্পন্ন ছিলেন। কেহই অসূয়াপরবশ বা স্ব স্ব কার্য্যে অশক্ত ছিলেন না। সকলেই নিষিদ্ধ কার্য্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও ভূরি ভূরি ব্রতানুষ্ঠান করিতেন এবং কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিলেন না। তাঁহার সাম্রাজ্য শাসন কালে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই অসামান্য বলবীর্য্য-সম্পন্ন ও দেবভক্তিপরায়ণ ছিলেন। অতিথি সৎকারে কেহ অণুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। সকলেই কৃতজ্ঞ, দানশীল ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। সকলেই দীর্ঘজীবী এবং পুত্র, পৌত্র ও কলত্রাদি পরিবারবর্গে নিরন্তর পরিবৃত হইয়া সংসার ধর্ম্মের যথার্থ সুখ অনুভব করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ বর্ণেরই যথানিয়মে পরিচর্য্যা করিত।

সেই রাজনীতিকুশল রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য শাসন সময়ে পুত্রের মরণ দেখিয়া পিতাকে এবং স্বামীর মৃত্যু দেখিয়া ভার্য্যাকে কদাচ শোক করিতে হইত না। তাঁহার শাসন কালে সকলেই সর্ব্বদা আনন্দিত ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। সকলেই তাঁহার কার্য্যকে আদর্শ করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক সানন্দ মনে দিনযামিনী অতিবাহিত করিত। এবং প্রজালোক সকল সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্রাদির সহিত নীরোগ ও নিষ্কণ্টক হইয়া তাঁহার রাজ্যে বসতি করিত। পাদপ সকল সর্ব্বদাই সুস্বাদু ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত, সুখস্পর্শ সমীরণ সুরভি পুষ্পপরাগ বহন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিত। এবং সেই লোকাভিরাম রামের শাসন কালে প্রজাবর্গেরা স্ব স্ব কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা সত্য পথে বিচরণ করিত। সেই সর্ব্বগুণাকর লোকাভিরাম রাম রাজাসনে আসীন হইয়া এই রূপ অপত্যনির্ব্বিশেষে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজা পালন করিয়াছিলেন। ঐ কাল মধ্যে সকলেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া নিয়ত কাল ধর্ম্মালোচনা করিতেন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে সদালাপে কালাতিবাহিত করিতেন এবং পুত্র পৌত্রে মিলিত হইয়া সদাকাল সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতেন।

মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত প্রসাদগুণ-গুম্ফিত পুরাতন আদিকাব্য রামায়ণ ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গসাধক,

রাজগণের বিজয়াবহ, আয়ুষ্কর ও যশস্কর। এই জীব-লোকে যে সকল মনুষ্য সমাহিত চিত্তে সর্ব্বদা এই সুশ্রাব্য আর্ষ মহাকাব্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপপঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া সংসারসুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব ও পরিণামে পরমগতি অধিকার করেন। এই রামাভিষেক শ্রবণে পুত্রকাম ব্যক্তি সৎপুত্রের সুমুখ প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়গত সন্তাপ অপনারিত ও ধনাভিলাষী ব্যক্তি আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া থাকেন। এবং রাজা রিপু মর্দ্দন পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে মহীশ্বর হইয়া থাকেন। দেবী কৌশল্যা যেমন রাম দ্বারা, আর্য্যা সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণ দ্বারা এবং রাজমহিষী কৈকেয়ী যে প্রকার ভরত দ্বারা জীবৎপুত্রা হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এই পীযূষবর্ষিণী রামায়ণ কথা শুনিলে, নারীগণও তদ্রূপ জীবিতপুত্র রাখিয়া পরিণামে পরম সুখে মানবী লীলা সংবরণ করিতে পারেন। যে সকল মানব, মানবেন্দ্র রামের এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য বিজয় বৃত্তান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণগোচর করেন, তাঁহারা বিপদের দুর্ম্মুখ দর্শনে পরাঙ্মুখ ও দীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করেন এবং ক্রোধ রিপু বশীভূত করিয়া দুষ্কর কার্য্যকলাপ সম্পাদন পূর্ব্বক দুর্গম স্থান সমুদায়ও অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন। আর যাঁহারা এই বাল্মীকি-বিরচিত সুধারসাক্ত পুরাতন মহাকাব্য শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হয়েন, তাঁহারা ইহ সংসারে অনায়াসে প্রবাস

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণ সহ যাবজ্জীবন সুখভোগ করিয়া থাকেন এবং দয়াময় দাশরথি হইতে সমস্ত প্রার্থিত বর প্রাপ্ত হইয়া সংসারের প্রকৃত সুখ অনুভব করেন। এই অমৃতায়মান পুরাতন মহাকাব্য শ্রবণে দেবগণ যথোচিত প্রীত ও গ্রহ সকল সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই মহামুনি প্রণীত মহাকাব্য গৃহে থাকিলে, রাজগণ সর্ব্বত্র বিজয়ী ও প্রবাসীরা সর্ব্বদা কুশলী হইয়া থাকেন। রজস্বলা নারীগণ এই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ রামায়ণ গ্রন্থ সাদরে শ্রবণ করিলে, অচিরাৎ সৎপুত্রের সুমুখ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সমাহিত চিত্তে এই ঋষিপ্রণীত পুরাতন ইতিহাস প্রতিদিন পাঠ বা পূজা করেন, তাহাঁরা পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ও সুদীর্ঘজীবী পুত্র পৌত্রে সমাবৃত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বদা সমাহিত চিত্তে ও ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণমুখে এই ঋষিপ্রণীত পবিত্র রামায়ণকথা শ্রবণকরা ক্ষত্রিয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা এক মনে শ্রবণ করিলে যে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ও সুপুত্র লাভ হয়, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যিনি একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা এই পুণ্যপ্রদ রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করেন, সেই দেবাদিদেব সাক্ষাৎ সনাতন রাম তাহাঁর প্রতি নিয়তই সুপ্রসন্ন থাকেন। এই জীবলোকে যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক এই মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত প্রসাদগুণ-ভূষিত সুশ্রাব্য রামায়ণ সংহিতা

লিখিবেন, পাঠ করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, অন্তে তাঁহাদিগের যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এই অমৃত নিঃসন্দিনী কথা শ্রবণে কুটুম্ব ও ধন ধান্যের বৃদ্ধি হয় এবং লক্ষ্মী দেবী নিয়ত কাল তথাতেই অবস্থান করেন। এই সুধাময়ী কথা কর্ণগোচর করিলে, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ হয়, মহান্ অর্থ প্রাপ্তি হয় এবং এই সংসারে সর্ব্বাভীষ্টই অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই আয়ুরারোগ্যবর্দ্ধন সৌভ্রাত্রপ্রদ শুভ বুদ্ধিদায়ক যশোবৃদ্ধিকর মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত সুধাতুল্য রামায়ণ শ্রদ্ধান্বিত মনে যে নিয়তকাল সাধুলোকের নিয়ম পূর্ব্বক পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বক্তব্যই বাহুল্য। সম্প্রতি এই অপূর্ব্ব পুরাবৃত্ত কথা পরিসমাপ্ত হইল। অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, এক্ষণে বিশ্বস্ত মনে প্রতিগমন করুন। সেই দেবাদিদেব সত্য সনাতন ভগবান্ নারায়ণ রাম সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন থাকুন, রামায়ণ শ্রবণে দেবতারা সকলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকুন, এবং গ্রহগণ প্রসন্ন ও পিতৃগণ প্রতিনিয়ত প্রীত থাকুন।

লঙ্কাকাণ্ড

সম্পূর্ণ।

লঙ্কাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র।

লঙ্কাকাণ্ডের সূচিপত্র

সমাপ্ত।

অধ্যায়।	পত্রাঙ্ক।